লেনিন

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব

লেনিন · সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব

লেনিন

দুনিয়ার মজদুর এক হও!

ভ. ই. লেনিন

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব

বক্তৃতা এবং প্রবন্ধ সংকলন

প্রগতি প্রকাশন · মস্কো

সম্পাদনা: দ্বিজেন শর্মা

В. И. Ленин

О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

На языке бенгали

V. I. Lenin

THE SOCIALIST REVOLUTION

In Bengali

© বাংলা অনুবাদ · প্রগতি প্রকাশন · ১৯৮৬
সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

Л $\frac{0101020000-251}{014(01)-86}$ 280—86

সূচি

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অবসান (প্রবন্ধ থেকে) ১১

১ ১১

২ ১৭

৪ ২৩

৫ ২৯

৯ ৩৭

ইউরোপের যুক্তরাষ্ট্র স্লোগান প্রসঙ্গে . ৪২

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার (থিসিস থেকে) ৪৭

১। সাম্রাজ্যবাদ, সমাজতন্ত্র ও নিপীড়িত জাতির ৪৭

২। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও গণতন্ত্রের সংগ্রাম . . ৪৮

৩। আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের তাৎপর্য এবং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তার সম্পর্ক ৫০

৪। জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রশ্নের প্রলেতারীয়-বৈপ্লবিক উপস্থাপন ৫১

৫। জাতীয় সমস্যায় মার্কসবাদ ও প্রুধোঁবাদ . ৫৩

৬। জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে তিন ধরনের দেশ ৫৪

৭। জাতিদম্ভী-সমাজবাদ এবং জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ ৫৬

৮। আশু ভবিষ্যতে প্রলেতারিয়েতের সঠিক কাজ ৫৭

আত্মনিয়ন্ত্রণ নিয়ে আলোচনার সারসংকলন (প্রবন্ধ থেকে) ৫৯

৯। কাউট্স্কির কাছে এঙ্গেলসের পত্র ৫৯

১০। আইরিশ বিদ্রোহ: ১৯১৬ সাল ৬১

মার্কসবাদের রঙ্গরস এবং 'সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতিবাদ' (প্রবন্ধ থেকে) . . . ৬৬

১। যুদ্ধ এবং 'পিতৃভূমির প্রতিরক্ষা' সম্পর্কিত মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ৬৭

২। 'নবযুগ সম্পর্কে আমাদের মত' ৭৪

৬। প. কিয়েভ্স্কির কর্তৃক উত্থাপিত অন্যান্য রাজনৈতিক বিষয় ও সেগুলির বিকৃতিসাধন . . . ৭৯

প্রলেতারীয় বিপ্লবের সামরিক কর্মসূচি (প্রবন্ধ থেকে) ৯২

১ ৯২

২ ৯৬

৩ . ৯৯

দূর থেকে চিঠিপত্র ১০৫

প্রথম চিঠি। প্রথম বিপ্লবের প্রথম পর্ব ১০৫

বর্তমান বিপ্লবে প্রলেতারিয়েতের কাজ ১১৮

কর্মকৌশল সম্পর্কিত চিঠিপত্র ১২৪

মুখবন্ধ ১২৪

প্রথম চিঠি। বর্তমান পরিস্থিতির মূল্যায়ন ১২৫

দ্বৈত ক্ষমতা ১৩৮

স্লোগান প্রসঙ্গে ১৪২

রাষ্ট্র ও বিপ্লব (রচনা থেকে) . ১৫১

প্রথম অধ্যায়। শ্রেণী-সমাজ ও রাষ্ট্র . ১৫১

৪। রাষ্ট্রের 'অবক্ষয়' ও সহিংস বিপ্লব ১৫১

দ্বিতীয় অধ্যায়। রাষ্ট্র ও বিপ্লব। ১৮৪৮-১৮৫১ সালের অভিজ্ঞতা ১৫৭

৩। ১৮৫২ সালে মার্কস কর্তৃক প্রশ্নটি উপস্থাপন . ১৫৭

তৃতীয় অধ্যায়। রাষ্ট্র ও বিপ্লব। ১৮৭১ সালের প্যারিস কমিউনের অভিজ্ঞতা। মার্কসের বিশ্লেষণ . . ১৫৯

১। কমিউনারদের প্রচেষ্টার বীরত্ব কিসে? ১৫৯

২। বিধ্বস্ত রাষ্ট্রযন্ত্রের বদলি কী হবে? ১৬৪

৩। পার্লামেণ্টপ্রথার বিলোপ ১৬৮

৪। জাতীয় ঐক্য গঠন ১৭৩

৫। পরগাছা রাষ্ট্রের উচ্ছেদ . ১৭৭

পঞ্চম অধ্যায়। রাষ্ট্র অবক্ষয়ের অর্থনৈতিক ভিত্তি ১৭৯

১। মার্কস কর্তৃক প্রশ্নটির উপস্থাপন ১৭৯

২। পুঁজিবাদ থেকে কমিউনিজমে উৎক্রমণ ১৮১

৩। কমিউনিস্ট সমাজের প্রথম পর্যায় ১৮৬

৪। কমিউনিস্ট সমাজের উচ্চতর পর্যায় ১৯০

আপস প্রসঙ্গে . . ১৯৮

আসন্ন বিপর্যয় এবং তা প্রতিহত করার উপায় (পুস্তিকা থেকে) ২০৫

সমাজতন্ত্রের দিকে যেতে ভয় পেলে এগোন সম্ভব কি? ২০৫

ক্ষমতা দখল করতে হবে বলশেভিকদের . ২০৯

রাশিয়ার সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি, পেত্রগ্রাদ ও মস্কো কমিটির নিকট চিঠি ২০৯

মার্কসবাদ ও অভ্যুত্থান . ২১২

রাশিয়ার সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির নিকট চিঠি ২১২

সংকট পরিপক্ক ২১৮

১ ২১৮

২ ২১৯

৩ ২২১

৪ ২২৩

৫ ২২৩

৬ . ২২৪

বলশেভিকরা কি রাষ্ট্রক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে? (প্রবন্ধ থেকে) ২২৮

কেন্দ্রীয় কমিটি, মস্কো কমিটি, পেত্রগ্রাদ কমিটি এবং পেত্রগ্রাদ ও মস্কো সোভিয়েতগুলির বলশেভিক সদস্যদের নিকট চিঠি ২৫০

বাইরের লোকের পরামর্শ . ২৫২

উত্তরাঞ্চলের সোভিয়েতগুলির বিভাগীয় কংগ্রেসে অংশগ্রহণকারী কমরেড বলশেভিকদের নিকট চিঠি . . . ২৫৫

রাশিয়ার সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টি (বলশেভিক)-এর কেন্দ্রীয় কমিটিতে চিঠি . . ২৬২

শ্রমিক, সৈনিক এবং কৃষকদের প্রতি! ২৬৭

শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের দ্বিতীয় সারা-রাশিয়া কংগ্রেসে শান্তি প্রসঙ্গে বিবরণী, ২৬ অক্টোবর (৮ নভেম্বর), ১৯১৭ ২৬৯

শান্তির ডিক্রি . ২৬৯

শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের দ্বিতীয় সারা-রাশিয়া কংগ্রেসে ভূমি সম্বন্ধে বিবরণী, ২৬ অক্টোবর (৮ নভেম্বর), ১৯১৭ . ২৭৪

ভূমি সম্বন্ধে ডিক্রি . ২৭৫

শ্রমিকের নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে খসড়া প্রবিধান ২৮০
সংবিধান সভা সম্বন্ধে থিসিস ২৮২
প্রতিযোগিতা সংগঠিত করতে হয় কীভাবে? ২৮৭
মেহনতী এবং শোষিত মানুষের অধিকার ঘোষণা ২৯৮
সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির অধিবেশনে সংবিধান সভা ভেঙ্গে দেয়া সম্পর্কে প্রদত্ত বক্তৃতা, ৬ (১৯) জানুয়ারি, ১৯১৮ . . . . . ৩০১
অদ্ভুত এবং বিকট . . ৩০৬
রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-এর বিশেষ সপ্তম কংগ্রেসে পার্টির কর্মসূচি পর্যালোচনা ও পার্টির নাম বদলানর সম্বন্ধেবিবরণ থেকে, ৮ মার্চ, ১৯১৮ . . . . ৩১৫
সোভিয়েতরাজের আশু কর্তব্য (পুস্তিকা থেকে) ৩১৯
রাশিয়ার সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের আন্তর্জাতিক অবস্থান এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মূল কর্তব্য ৩১৯
এই মুহূর্তের সাধারণ স্লোগান . ৩২১
সোভিয়েতরাজের আশু কর্তব্য সম্পর্কে ছয়টি থিসিস ৩২৪
জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদগুলির প্রথম সারা-রাশিয়া কংগ্রেসে প্রদত্ত ভাষণ, ২৬ মে, ১৯১৮ . . . . ৩২৮
আশ্চর্য ভবিষ্যদ্বাণী . . . ৩৩৬
মার্কিন শ্রমিকদের নিকট চিঠি ৩৪২
প্রলেতারীয় বিপ্লব এবং আদর্শভ্রষ্ট কাউট্স্কি (রচনা থেকে) ৩৫৭
কাউট্স্কি কীভাবে মার্কসকে মামুলি উদারনীতিকে পরিণত করলেন ৩৫৭
বুর্জোয়া গণতন্ত্র এবং প্রলেতারীয় গণতন্ত্র ৩৬৯
শোষক আর শোষিতের মধ্যে সমতা সম্ভব কি? ৩৭৮
রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-এর অষ্টম কংগ্রেসে গ্রামাঞ্চলে কাজ সম্বন্ধে প্রতিবেদন থেকে, ২৩ মার্চ, ১৯১৯ ৩৮৬
তৃতীয় আন্তর্জাতিক এবং ইতিহাসে তার স্থান ৩৯৯
স্বাধীনতা ও সাম্যের স্লোগানের মাধ্যমে জনগণকে প্রবঞ্চনা সম্পর্কে বয়স্কশিক্ষা সংক্রান্ত প্রথম সারা-রাশিয়া সংগ্রেসে প্রদত্ত বক্তৃতা থেকে, ১৯ মে, ১৯১৯ ৪০৮
মহৎ সূচনা (পুস্তিকা থেকে) . ৪১৫
(ফ্রন্টের পিছনে শ্রমিকদের বীরত্ব। 'কমিউনিস্ট সুবোত্নিক') ৪১৫

প্রাচ্য জাতিসত্তাগুলির কমিউনিস্ট সংগঠনের দ্বিতীয় সারা-রাশিয়া কংগ্রেসে রিপোর্ট থেকে, ২২ নভেম্বর, ১৯১৯ . . . ৪৩২

কৃষি-কমিউন ও কৃষি-আর্তেলসমূহের প্রথম কংগ্রেসে প্রদত্ত বক্তৃতা, ৪ ডিসেম্বর, ১৯১৯ . . . . ৪৩৭

মার্কিন সংবাদ এজেন্সি *Universal Service*-**এর বার্লিনস্থ সংবাদদাতা কার্ল ভিগান্ডের প্রশ্নে জবাব** ৪৪৭

কমিউনিজমে 'বামপন্থার' বাল্য ব্যাধি (পুস্তিকা থেকে) ৪৫০

১। রুশ বিপ্লবের আন্তর্জাতিক তাৎপর্যের কথা বলা যায় কোন অর্থে? ৪৫০

৬। বিপ্লবীদের কি প্রতিক্রিয়াশীল ট্রেড ইউনিয়নে কাজ করা উচিত? ৪৫২

৭। বুর্জোয়া পার্লামেণ্টে যোগ দেওয়া যায় কি? ৪৬২

৮। কোন আপসই নয়? ৪৭২

১০। কয়েকটি সিদ্ধান্ত ৪৮৩

কৃষিপ্রশ্নে প্রাথমিক খসড়া থিসিস (কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসের জন্য) ৪৯৯

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে জাতীয় ও ঔপনিবেশিক প্রশ্নবিষয়ক কমিশনের প্রতিবেদন, ২৬ জুলাই, ১৯২০ . ৫১১

যুবলীগের কর্তব্য . ৫১৭

১৯২০ সালের ২ অক্টোবর রাশিয়ার কমিউনিস্ট যুবলীগের তৃতীয় সারা-রাশিয়া কংগ্রেসে ভাষণ ৫১৭

ট্রেড ইউনিয়ন, বর্তমান পরিস্থিতি এবং কমরেড ত্রৎস্কির ভুলভ্রান্তি প্রসঙ্গে ৫৩৪

সোভিয়েতগুলির অষ্টম কংগ্রেসে কমিউনিস্ট প্রতিনিধিদের, সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন পরিষদের কমিউনিস্ট সদস্যদের এবং মস্কো নগরী ট্রেড ইউনিয়ন পরিষদের কমিউনিস্ট সদস্যদের যুক্ত সভায় বক্তৃতা থেকে, ৩০ ডিসেম্বর, ১৯২০ . . . ৫৩৪

সমন্বিত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ৫৪৮

অক্টোবর বিপ্লবের চতুর্থ বার্ষিকী উপলক্ষে ৫৫৮

মঙ্গোলিয়া গণপ্রজাতন্ত্রের একটি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে আলোচনা, ৫ নভেম্বর, ১৯২১ . . . . ৫৬৭

সমবায় প্রসঙ্গে ৫৬৯

১ . . . . ৫৬৯

২ ৫৭৩

আমাদের বিপ্লবের কথা (ন. সুখানভের মন্তব্য প্রসঙ্গে) ৫৭৭

১ . ৫৭৭

২ . . . . ৫৮০

শ্রমিক-কৃষক পরিদর্শনের পুনর্গঠন করা উচিত কীভাবে (পার্টির দ্বাদশ কংগ্রেসের কাছে প্রস্তাব) ৫৮১

বরং কম, কিন্তু ভাল করে ৫৮৭

টীকা ৬০৩

নামের সূচি ৬৪৩

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অবসান (১)

প্রবন্ধ থেকে

...শ্রেণীসচেতন শ্রমিকদের কাছে সমাজতন্ত্র ঐকান্তিক প্রত্যয়ের ব্যাপার, আপসমূলক পেটি-বুর্জোয়া ও বিরোধী-জাতীয়তাবাদী অভিপ্রায়ের স্বরূপকে গোপন করার সুবিধাজনক আবরণ নয়। আন্তর্জাতিকের অবসান বলতে এই শ্রমিকরা বোঝেন — তাঁদের উপরোক্ত প্রত্যয়ের প্রতি সরকারি সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টিগুলির অধিকাংশ যে-অমার্জনীয় বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিয়েছে, স্টুট্‌গার্ট ও বাসেলে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক কংগ্রেসগুলিতে (২) নিজেদেরই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সব ঘোষণা এবং ওইসব কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবাদির প্রতি যে-বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তাকেই। এই বিশ্বাসঘাতকতাকে একমাত্র তাদের পক্ষেই না দেখা সম্ভব যারা এটা দেখতে **চায় না,** কিংবা দেখা নিজেদের পক্ষে লাভজনক বলে মনে করে না। ব্যাপারটাকে যদি আমরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে, অর্থাৎ আধুনিক সমাজে শ্রেণীতে শ্রেণীতে সম্পর্কের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে স্পষ্টভাবে সূত্রবদ্ধ করতে চাই, তাহলে আমাদের বলতেই হবে যে বেশির ভাগ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টি এবং প্রথমত ও প্রধানত, তাদের শীর্ষস্থানীয় এবং দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত বৃহত্তম ও সবচেয়ে প্রভাবশালী দল জার্মান পার্টি, প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে তাদের নিজ-নিজ দেশের সর্বোচ্চ সেনানীমণ্ডলী, সরকার ও বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষ অবলম্বন করেছে। এটা এমন একটা ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যার একেবারে সর্বাত্মক বিশ্লেষণ প্রয়োজন। বহুদিন ধরেই এটা সকলে স্বীকার করে আসছেন যে সমস্ত রকম ভয়াবহতা ও দুঃখদুর্দশার কারক হওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধবিগ্রহ কমবেশি এই গুরুতর উপকারটা করে থাকে — মানবসমাজের বিধিবিধান ও প্রতিষ্ঠানগুলিতে যা-কিছু দুর্নীতিগ্রস্ত, জীর্ণ ও মৃত, যুদ্ধ নির্মমভাবে তাকে প্রকট করে তোলে, তার মুখোস খুলে দেয়, তাকে ধ্বংস করে ফেলে। সুসভ্য দেশগুলিতে অগ্রবর্তী শ্রেণীর পার্টিসমূহের

অভ্যন্তরে যে কী জঘন্য, দূষিত বিস্ফোটক জন্মেছে এবং তার কিছু-কিছু থেকে যে কী অসহনীয় পূতিগন্ধ বেরোচ্ছে, ১৯১৪-১৯১৫ সালের ইউরোপীয় যুদ্ধ তা ফাঁস করে দিয়ে নিঃসন্দেহে কিছুটা উপকার করতে শুরু করেছে।

১

এটা কি সত্যি যে ইউরোপের প্রধান প্রধান সবগুলি সমাজতান্ত্রিক পার্টিই তাদের যাবতীয় প্রত্যয় আর কর্তব্যের দায়দায়িত্ব জলাঞ্জলি দিয়েছে? বলা বাহুল্য, ব্যাপারটা এমন যে এখন এটা নিয়ে কেউই আলোচনা করতে রাজি নয় — না বিশ্বাসঘাতকরা, না তারা যারা পুরোপুরি বোঝে কিংবা অন্তত অনুমান করতে পারে যে ওই বিশ্বাসঘাতকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রেখে এবং তাদের সহ্য করে নিয়ে চলতে হবে। কিন্তু দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের বহুতর 'বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত' কিংবা রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে তাঁদের অনুসারী চেলাচামুণ্ডাদের কাছে যতই অপ্রীতিকর ঠেকুক না কেন, সত্যের সম্মুখীন আমাদের হতে হবেই, আর যার যা নাম তাকে ডাকতে হবে সেই নামেই। শ্রমিকদের কাছে সত্যি কথা বলতেই হবে আমাদের।

আচ্ছা, এমন কোনো তথ্য আছে কি যা থেকে বোঝা যায় যে বর্তমান যুদ্ধের আগে ও এর সম্ভাবনা অনুমান করে সমাজতান্ত্রিক পার্টিগুলো তাদের ইতিকর্তব্য ও রণকৌশল নিয়ে কিছু ভাবছিল? নিঃসন্দেহে এমন নজির আছে বৈকি। ১৯১২ সালে বাসেলে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সোশ্যালিস্ট কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবই এর প্রমাণ। সমাজতন্ত্রের 'বিস্মৃত আদর্শ' আবার স্মরণ করিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে ওই একই বছরে অনুষ্ঠিত জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টির খেমনিৎস কংগ্রেসে (৩) গৃহীত প্রস্তাবসহ আগের প্রস্তাবটি আমরা পুনর্মুদ্রিত করছি। সকল দেশের বিপুল পরিমাণ যুদ্ধবিরোধী প্রচারমূলক ও আন্দোলন পরিচালনার উপযোগী সাহিত্যের সংহত সংক্ষিপ্তসার হিসাবে এই প্রস্তাব হল সমাজতন্ত্রীদের যুদ্ধ-বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গি ও যুদ্ধ সম্পর্কে রণকৌশল উদ্ভাবনের একটি অত্যন্ত পূর্ণাঙ্গ ও সংহত, অত্যন্ত আন্তরিক ও আনুষ্ঠানিক প্রকাশ। গতদিনের আন্তর্জাতিক ও আজকের জাতিদম্ভী-সমাজবাদের* প্রবক্তা কর্তাব্যক্তিরা — কী হাইণ্ডম্যান

---

* সোশ্যাল-শোভিনিজ্‌ম — অনুঃ

ও গেদ, কী কাউট্‌স্কি ও প্লেখানভ — কেউই যে ওই প্রস্তাবের কথা তাঁদের পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দিতে ভরসা পাচ্ছেন না, একে বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া অন্য কোন নামে অভিহিত করা চলে না। এঁরা হয় এ-ব্যাপারে চুপ করে থাকছেন, আর নয়তো (কাউট্‌স্কির মতো) আলোচ্য প্রস্তাব থেকে গৌণ গুরুত্বপূর্ণ খণ্ডাংশবিশেষ উদ্ধৃত করে যা-কিছু সত্যিকার তাৎপর্যপূর্ণ তাকে এড়িয়ে যাচ্ছেন। একদিকে, কট্টর 'বামমার্গী' আর অতিবৈপ্লবিক প্রস্তাবসমূহ পাশ করা, অপরদিকে, সেই প্রস্তাবগুলিকেই অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে ভুলে যাওয়া কিংবা বর্জন করা—আন্তর্জাতিক ধসে যাওয়ার সবচেয়ে বিশিষ্ট লক্ষণগুলির অন্যতম হল এটাই। সেইসঙ্গে, একমাত্র প্রস্তাব পাশের মধ্যে দিয়ে সমাজতন্ত্রের 'সংশোধন' ও 'তার নীতির সরলীকরণ' সম্ভব, বর্তমানে এতে যারা বিশ্বাস রাখতে পারে তাদের দুর্লভ সরলতা যে প্রাক্তন ভণ্ডামিকে জীইয়ে রাখার ধূর্ত বাসনার সন্নিবর্তী, উপরোক্ত লক্ষণ তারও অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য একটি প্রমাণ ছাড়া কিছু নয়।

অথচ বলা চলে, যুদ্ধের আগে এই সেদিন হাইণ্ডম্যান যখন সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনে দাঁড়ালেন, সকল 'সম্ভ্রান্ত' সমাজতন্ত্রীই তখন কিন্তু তাঁকে মাথার স্ক্রু-ঢিলে বেসামাল ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করেছিলেন, ঘৃণা আর তাচ্ছিল্য ছাড়া কেউই অন্যভাবে তাঁর নামোল্লেখ করেন নি। আর আজ সকল দেশের সবচেয়ে বিশিষ্ট সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট নেতারা সম্পূর্ণভাবে হাইণ্ডম্যানের অবস্থানে নেমে গেছেন, পরস্পরের মধ্যে আজ তাঁদের পার্থক্য কেবল মত আর মেজাজের উনিশ-বিশ তারতম্যে। 'নাশে স্লভো'র (৪) লেখকদের মতো যে-সব ব্যক্তি 'মিঃ' হাইণ্ড্‌ম্যান সম্পর্কে অবজ্ঞাভরে উল্লেখ করে থাকে, অথচ 'কমরেড' কাউট্‌স্কি সম্পর্কে কথা বলে — নাকি কিছুই বলে না — সশ্রদ্ধভাবে (অথবা একেবারে বশম্বদের মতো?), তাদের নাগরিক শৌর্যের মূল্যায়ন কিংবা চরিত্র-নিরূপণ করার মতো কমবেশি উপযুক্ত পার্লামেণ্ট-শোভন ভাষা খুঁজে পেতে আমরা একান্তই অপারগ। সমাজতন্ত্রের প্রতি এবং সাধারণভাবে নিজের ধ্যানধারণার প্রতি শ্রদ্ধাপোষণের সঙ্গে এই মনোভাব কি আদৌ খাপ খায়? যদি কেউ সত্যিই নিশ্চিত বুঝে থাকে যে হাইণ্ডম্যানের জাতিদম্ভ ভ্রান্ত আর ধ্বংসাত্মক, তাহলে কাউট্‌স্কি — যিনি নাকি এই ধরনের মতবাদের **আরও প্রভাবশালী** ও আরও বিপজ্জনক উকিল — তাঁর বিরুদ্ধেও যে তাকে সমালোচনা ও আক্রমণ চালাতে হবে, এ কথাটাও কি স্বতঃই ওঠে না?

'যে-শান্তি আমরা চাই' শীর্ষক পুস্তিকায় গেদপন্থী শার্ল্‌ দুমা সম্প্রতি

গেদের মতামত যেভাবে ব্যক্ত করেছেন, সম্ভবত অন্য কোথাও তা অতখানি বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ হয় নি। 'জ্বল গেদের মন্ত্রিপরিষদ-প্রধান' এই ব্যক্তিটি (পুস্তিকাটির নামপত্রে এই নামেই নিজেকে তিনি বিশেষিত করেছেন) নিশ্চয় সমাজতন্ত্রীদের প্রাক্তন দেশাত্মবোধপূর্ণ ঘোষণাগুলি থেকে 'উদ্ধৃতি দিয়েছেন' (জার্মান জাতিদম্ভী-সমাজবাদী ডেভিড পিতৃভূমির প্রতিরক্ষা বিষয়ক তাঁর সাম্প্রতিকতম পুস্তিকায় ঠিক অনুরূপ ঘোষণাগুলির উদ্ধৃতি দিয়েছেন), কিন্তু বাসেল ইস্তাহারের উল্লেখ করেন নি! জাতিদম্ভসূচক অসার উক্তি অসামান্য আত্মতৃপ্তভাবে আওড়াতে অভ্যস্ত প্লেখানভও উক্ত ঘোষণাপত্র বিষয়ে একই রকম চুপচাপ। কাউটস্কির আচরণও একেবারে প্লেখানভের মতোই: বাসেলে গৃহীত ইস্তাহার থেকে উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে সমস্ত বৈপ্লবিক অনুচ্ছেদগুলি (অর্থাৎ, উক্ত ঘোষণার সারবস্তুর সবটুকুই!) তিনি স্রেফ **বাদ দিয়ে বসেছেন** — সম্ভবত রচনাপ্রকাশ সম্পর্কিত সেন্সরমূলক বিধিনিষেধের অজুহাতে... যে-পুলিশ ও সামরিক কর্তৃপক্ষের সেন্সরমূলক বিধিনিষেধের বলে রচনায় শ্রেণী-সংগ্রাম ও বিপ্লবের উল্লেখ নিষিদ্ধ, দেখা যাচ্ছে তারাই সমাজতন্ত্রের বিশ্বাসহন্তাদের 'সময়োপযোগী' সাহায্য যুগিয়েছে!

আচ্ছা, এমন কি হতে পারে না যে বাসেলে গৃহীত ইস্তাহারে আজকের দিনের বাস্তব যুদ্ধের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত ঐতিহাসিক কিংবা রণকৌশলগত কোন সুনির্দিষ্ট বক্তব্য বলে কিছু নেই, ইস্তাহারটি নিছকই একটি শূন্যগর্ভ সাধু আবেদনমাত্র?

না। এর উল্‌টোটাই বরং সত্যি। অন্যান্য নানা প্রস্তাবের চেয়ে বাসেলে গৃহীত প্রস্তাবেই বরং অসার আলঙ্কারিক বক্তৃতার মাত্রা কম এবং সুনির্দিষ্ট সারবস্তু বেশি। যে-যুদ্ধ শুরু হয়েছে এখন, ১৯১৪-১৫ সালে **সাম্রাজ্যবাদী** স্বার্থসংঘর্ষের যে-আগুন জ্বলেছে, বাসেলে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়েছে **সেই একই** যুদ্ধের কথা। বর্তমান যুদ্ধের সম্ভাবনার পূর্বানুমানের উপর ভিত্তি করে বাসেলে গৃহীত প্রস্তাবে যা বলা হয়েছে তা হল বল্‌কান অঞ্চল নিয়ে অস্ট্রিয়া আর সার্বিয়া, আলবেনিয়া, ইত্যাদি জায়গা নিয়ে অস্ট্রিয়া আর ইতালি, ব্রিটেন ও জার্মানির মধ্যে সাধারণভাবে বিশ্ববাজার আর উপনিবেশগুলো নিয়ে এবং আর্মেনিয়া ও কনস্টান্টিনোপ্‌ল নিয়ে রুশদেশ ও তুরস্ক, ইত্যাদির মধ্যে এই সব সংঘর্ষের কথাই। উপরোক্ত প্রস্তাব থেকে এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয় যে 'ইউরোপের বৃহৎ শক্তিগুলির' মধ্যে বেধে-যাওয়া **বর্তমান** যুদ্ধকে **'জনসাধারণের সামান্যতম স্বার্থসম্মত বলে বিন্দুমাত্র অজুহাত দেখিয়েও কোনপ্রকারে সমর্থন করা চলে না'!**

সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে আদর্শ ও প্রামাণ্য দুই ব্যক্তি, প্লেখানভ ও কাউট্স্কির কথাই ধরা যাক: এঁরা দুজনেই আমাদের সুপরিচিত, এঁদের একজন লেখেন রুশ ভাষায়, অপরজনের লেখা রুশ ভাষায় তর্জমা করে থাকে লিক্যুইডেটররা। এখন, এই প্লেখানভ আর কাউট্স্কি যদি (আক্সেলরদের সহযোগিতায়) যুদ্ধের সপক্ষে নানা ধরনের 'জনপ্রচলিত যুক্তিতর্কের' অবতারণা করেন (কিংবা, ঠিকঠিক বলতে গেলে, বুর্জোয়া নর্দমাঘাঁটা সংবাদপত্রগুলো থেকে মামুলি যুক্তিতর্ক উদ্ধার করেন), পণ্ডিতিয়ানার ভান করে মার্কসের রচনাবলী থেকে একগাদা ভুল উদ্ধৃতি দিয়ে যদি 'পুরনো নজির'-এর দোহাই পাড়েন — যেমন, ১৮১৩ ও ১৮৭০ সালের যুদ্ধের (প্লেখানভ), কিংবা ১৮৫৪-৭১ সালের মধ্যবর্তী এবং ১৮৭৬-৭৭ ও ১৮৯৭ সালের যুদ্ধগুলোর (কাউট্স্কি) — তাহলে সত্যি কথা বলতে কি, যাদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক প্রত্যয়ের লেশমাত্র, সমাজতান্ত্রিক বিবেকের ছিটেফোঁটাও অবশিষ্ট নেই, একমাত্র তারাই এ-ধরনের যুক্তিতর্ককে 'গুরুত্ব দিয়ে' গ্রহণ করতে পারে, তুলনাহীন ভণ্ডামি, প্রতারণা ও সমাজতন্ত্রের নামে বেশ্যাবৃত্তি ছাড়া অন্য কোন নামে এইসব যুক্তিকে অভিহিত করার মতো **দুর্বলতা** দেখাতে পারে! কাউট্স্কিকে সততার সঙ্গে সমালোচনা করার জন্য জার্মান পার্টির কার্যনির্বাহী কমিটি (Vorstand) মেরিং ও রোজা লুক্সেম্বুর্গের নতুন পত্রিকাকে *(Die Internationale)* (৫) শাপশাপান্ত করতে থাকুক, ভান্ডেরভেল্ডে, প্লেখানভ, হাইণ্ডম্যান অ্যান্ড কোং 'ত্রয়ী জোট'-এর (৬) পুলিশের সাহায্য নিয়ে তাঁদের বিরোধীদের প্রতি ওই একই রকম আচরণ করতে থাকুক। আমরা কেবল বাসেলে গৃহীত ইস্তাহারটি পুনর্মুদ্রিত করেই তাঁদের জবাব দেব, আর সেই ইস্তাহারটি প্রমাণ করে দেবে যে নেতৃবৃন্দ এমন একটা পথ বেছে নিয়েছেন যাকে একমাত্র বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

বাসেলে গৃহীত প্রস্তাবে মোটেই জাতীয় যুদ্ধ কিংবা জনযুদ্ধের কথা বলা হয় নি। বলা বাহুল্য, এ-ধরনের যুদ্ধের নিদর্শন ইউরোপে আছে, এমন কি ১৭৮৯ থেকে ১৮৭১ সালের মধ্যবর্তী পর্যায়ে এ-ধরনের যুদ্ধই ছিল বৈশিষ্ট্যের নিদর্শনসূচক। এমন কি বলা হয় নি এমন কোন বৈপ্লবিক যুদ্ধের কথাও — যে-ধরনের যুদ্ধকে সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটরা কোনদিন অস্বীকার করে না। সেখানে বলা হয়েছে মাত্র **বর্তমান** যুদ্ধের কথাই, যে-যুদ্ধ হল 'পুঁজিতন্ত্রী সাম্রাজ্যবাদ' ও 'রাজবংশীয় স্বার্থরক্ষার' পরিণাম, যুদ্ধরত **উভয়** গোষ্ঠীর শক্তিবর্গের — অস্ট্রো-জার্মান ও অ্যাংলো-ফ্রাঙ্কো-রুশ

শক্তিবর্গের — অনুসৃত 'যুদ্ধজয়ের নীতির' ফলাফল। সকল দেশের বুর্জোয়া শ্রেণীগুলি উপনিবেশ নিয়ে কাড়াকাড়ির এই সাম্রাজ্যবাদী ও লুণ্ঠনভিত্তিক যুদ্ধকে জনযুদ্ধ ও (প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই) প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ বলে প্রতিপন্ন করতে প্রাণপণ প্রয়াসে মেতেছে; কিন্তু প্লেখানভ, কাউট্‌স্কি ও তাঁদের দলবল যখন বুর্জোয়া শ্রেণীর এই স্বার্থবুদ্ধিপ্রণোদিত মিথ্যা রটনার পুনরুক্তি করেন, অ-সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের ঐতিহাসিক সব নজির টেনে যখন প্রয়াস পান এই যুদ্ধকে ন্যায়সঙ্গত প্রমাণ করতে, তখন তাঁরা শ্রমিকদের নিদারুণভাবে প্রতারণা করেন মাত্র।

বর্তমান যুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদী, লুণ্ঠনভিত্তিক ও প্রলেতারীয়বিরোধী চরিত্রের প্রশ্নটি নিছক তত্ত্বগত আলোচনার স্তর বহুদিন পার হয়ে এসেছে। জরাগ্রস্ত, অবক্ষয়ী ও মুমূর্ষু বুর্জোয়া শ্রেণী দুনিয়াটাকে ভাগাভাগি করে নেয়ার এবং 'ছোট ছোট' জাতিগুলিকে দাসত্বশৃঙ্খলে বাঁধার জন্যে লড়াই হিসেবে সাম্রাজ্যবাদের সব কটা প্রধান বৈশিষ্ট্যের তত্ত্বগত মূল্যায়ন করা হয়েছে; **সকল** দেশের বিপুল সংখ্যক সমাজতন্ত্রী সংবাদপত্রগুলিতে এই তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তগুলি পুনরালোচিত হয়েছে হাজার হাজার বার; যেমন, উদাহরণস্বরূপ, আমাদের 'মিত্র-জোটবদ্ধ' জাতিসমূহের একজন প্রতিনিধি, ফ্রান্সের দেলেজি, তাঁর 'আসন্ন যুদ্ধ' (**১৯১১ সালে!**) শীর্ষক পুস্তিকায় ফরাসি বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষ থেকেও বর্তমান যুদ্ধের লুণ্ঠনভিত্তিক চরিত্রটি সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। কিন্তু এইটুকু মোটেই সব নয়। একটা সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রের যুদ্ধ যে আসন্ন সে-সম্পর্কে বাসেলে সকল দেশের প্রলেতারীয় পার্টিগুলির প্রতিনিধিরা তাঁদের অটল আস্থাকে সর্বসম্মতভাবে আনুষ্ঠানিক ভাষায় রূপদান করেছেন এবং তা থেকে **রণকৌশলগত** নানা সিদ্ধান্তও টেনেছেন। অন্যান্য কারণসহ এই কারণেও জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক রণকৌশলের পার্থক্য ও ইত্যাকার বিষয় নিয়ে পর্যাপ্ত আলোচনা না হওয়ার সকল প্রকার অজুহাতমূলক বাগ্‌বিস্তারকে কুতর্ক জ্ঞান করে তা আমাদের পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করতে হবে ('নাশে স্লভো' পত্রিকার ৮৭ ও ৯০ নং সংখ্যায় আক্সেলরদের সঙ্গে সর্বশেষ সাক্ষাতকারের বিবরণ দেখুন) ইত্যাদি। এইসব অজুহাত কুতর্ক ছাড়া আর কিছু নয়, কারণ সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ নিয়ে সামগ্রিক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এক জিনিস; সে বিশ্লেষণের কাজ সবেমাত্র শুরু হয়েছে, এবং বস্তুত যে-কোন বিজ্ঞানের মতোই তা অন্তহীন গবেষণার বিষয়। আর, পুঁজিতন্ত্রী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক রণকৌশলের মূলনীতিগুলি

সম্পূর্ণ অন্য জিনিস, এই শেষোক্ত সব মূলনীতি সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটপন্থী সংবাদপত্রগুলির লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় বিবৃত হয়েছে, অঙ্গীকৃত হয়েছে আন্তর্জাতিকের সিদ্ধান্তেও। সোশ্যালিস্ট পার্টিগুলি বিতর্কের আসর জমানর ক্লাবঘর নয়, সংগ্রামী প্রলেতারিয়েতের নিজস্ব সংগঠন সেগুলি; এইসব পার্টি থেকে যখন কয়েক ব্যাটেলিয়ন ফৌজ দলত্যাগ করে শত্রুশিবিরে যোগ দিয়েছে তখন নাম করে করে তাদের চিনিয়ে দেয়া ও বিশ্বাসঘাতক বলে মার্কা মেরে দেয়া একান্ত কর্তব্য; কখনই আমাদের এ-ধরনের প্রতারণামূলক যুক্তিতর্কে 'আস্থা স্থাপন করা' উচিত হবে না যে সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ 'প্রত্যেকে একইভাবে উপলব্ধি করে না,' কিংবা জাতিদম্ভী কাউট্স্কি ও জাতিদম্ভী কুনভ এই প্রশ্নটি নিয়ে বেশ কয়েক খণ্ড বই পর্যন্ত লিখে ফেলতে পারেন, কিংবা প্রশ্নটি নিয়ে 'পর্যাপ্ত পরিমাণ আলোচনা' হয় নি, ইত্যাদি, ইত্যাদি। আসলে, পুঁজিবাদের লুণ্ঠনভিত্তিক চরিত্রের **সর্বপ্রকার** প্রকাশের ধরন এবং তার ঐতিহাসিক বিকাশ ও জাতিগত বৈশিষ্ট্যগুলির ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র শাখা-প্রশাখা নিয়ে **কোনদিনই সামগ্রিক ও পুঙ্খানুপুঙ্খ** গবেষণা হবে না। পণ্ডিতেরা (এবং বিশেষত পাণ্ডিত্যের বদহজমগ্রস্তরা) কোনদিনই খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে তর্ক করতেও ছাড়বেন না। পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক সংগ্রামকে পরিত্যাগ করা এবং উপরোক্ত অজুহাতে ওই সংগ্রামের প্রতি বিশ্বাসঘাতকদের বিরোধিতা করা থেকে নিরস্ত হওয়া নিতান্তই হাস্যকর ব্যাপার হবে। অথচ কাউট্স্কি, কুনভ, আক্সেলরদ ও তাঁদের সমগোত্রীয়রা আমাদের কাছ থেকে ঠিক এটাই আশা করছেন তো?

এখন, যুদ্ধ শেষে কেউই কিন্তু বাসেলে গৃহীত প্রস্তাবটির পর্যালোচনা করে সেটি যে ভুল তা প্রমাণ করার চেষ্টাটুকু পর্যন্ত করছেন না।

২

কিন্তু কে জানে, সৎ সমাজতন্ত্রীরা হয়তো এই ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা মনে রেখেই বাসেলে গৃহীত প্রস্তাবকে সমর্থন করেছিলেন যে যুদ্ধের ফলে একটা বৈপ্লবিক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটবে; কিন্তু পরবর্তী ঘটনাবলী তাঁদের যুক্তি খণ্ডন করেছে, তাই বলে বিপ্লব সংঘটন অসম্ভব হয়ে গেছে?

এই ধরনের কুযুক্তির দোহাই পেড়েই **কুনভ** ('পার্টির কি অবসান

ঘটেছে?' নামের পুস্তিকায় ও একপ্রস্ত ধারাবাহিক প্রবন্ধে) বুর্জোয়া শিবিরে তাঁর পলায়নকে ন্যায়সঙ্গত প্রতিপন্ন করতে প্রয়াস পেয়েছেন। কাউট্স্কির নেতৃত্বে অন্য প্রায় সকল জাতিদম্ভী-সমাজবাদীও তাঁদের লেখায় এই একই ধরনের 'যুক্তিতর্কের' আভাস দিয়েছেন। কুনভ যুক্তি দেখিয়েছেন: বিপ্লব সংঘটনের সকল আশা মরীচিকা বলে প্রতিপন্ন হয়েছে আর এই মিথ্যা মোহ মনে পোষণ করে তার জন্যে লড়াই করে যাওয়াটা মার্কসবাদীর কর্তব্য নয়। বাসেলে গৃহীত ইস্তাহারের সকল স্বাক্ষরকারীই যে এই 'মিথ্যা মোহ' মনে পোষণ করেছিলেন, এই স্ত্রুভেপন্থীটি (৭) অবশ্য সে-সম্পর্কে একটি কথাও বলেন নি, মস্ত এক ন্যায়পরায়ণ মানুষের মতো এ-ব্যাপারে যাবতীয় দোষ তিনি পান্নেকুক ও রাদেকের মতো চরম বামপন্থীদের ঘাড়ে দিব্যি চাপিয়ে দিয়েছেন!

বাসেলে গৃহীত ইস্তাহারের রচয়িতারা আন্তরিকভাবে বিপ্লব সংঘটনের প্রত্যাশা করেছিলেন, কিন্তু পরবর্তী ঘটনাবলীর গতিপ্রকৃতির ফলে বিফলমনোরথ হয়েছেন, এই যুক্তির ভিতর কতখানি সারবস্তু আছে তা বিবেচনা করে দেখা যাক। বাসেলে গৃহীত ইস্তাহারে বলা হয়েছে: ১) যুদ্ধের ফলে একটা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকট ঘনিয়ে উঠবে; ২) যুদ্ধে তাদের যোগদানকে শ্রমিকরা অপরাধ বলে গণ্য করবে, 'পুঁজিপতিদের মুনাফার কারণে এবং রাজবংশের মর্যাদা রক্ষা ও কূটনৈতিক গোপন চুক্তিসমূহের স্বার্থে পরস্পরকে গুলি করে মারাকে' বিবেচনা করবেন অপরাধমূলক কাজ হিসেবে, এবং যুদ্ধ শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে 'ক্রোধ, ঘৃণা ও বিদ্রোহ' সৃষ্টি করবে; ৩) সমাজতন্ত্রীদের কর্তব্য হল উপরোক্ত সংকট ও শ্রমিকদের উক্ত মনোভাবের সুযোগ এমনভাবে নেয়া যাতে তাঁরা 'জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে পুঁজিবাদের পতনকে আসন্ন করে তুলতে' পারেন; ৪) বিনা ব্যতিক্রমে সকল 'গভর্নমেণ্টই' একমাত্র 'নিজেদের বিপদের' ঝুঁকি নিয়েই যুদ্ধ শুরু করতে পারে; ৫) গভর্নমেণ্টগুলো 'প্রলেতারীয় বিপ্লবের ভয়ে সন্ত্রস্ত'; ৬) প্যারিস কমিউন (অর্থাৎ গৃহযুদ্ধ), রাশিয়ায় ১৯০৫ সালের বিপ্লব (৮), ইত্যাদির কথা গভর্নমেণ্টগুলোর 'স্মরণ রাখা উচিত'। এই সবই অত্যন্ত স্বচ্ছ ধ্যানধারণার প্রকাশ; এই বক্তব্যগুলির মধ্যে কোথাও বিপ্লব যে ঘটবেই তার **গ্যারাণ্টি** দেয়া হয় নি, কেবল **ঘটনাবলীর** ও তার **গতিপ্রকৃতির** সঠিক চরিত্র নির্দেশের উপর জোর দেয়া হয়েছে মাত্র। অতএব, এই সমস্ত ধ্যানধারণা ও যুক্তিতর্ক প্রসঙ্গে যে বা যারা ঘোষণা করছে যে প্রত্যাশিত বিপ্লব সংঘটন মরীচিকা বলে প্রতিপন্ন হয়েছে,

সে বা তারা বিপ্লবের প্রতি মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির বদলে পরিচয় দিচ্ছে স্তুভেপন্থীর ও পুলিশের সহচর দলত্যাগীর মনোভঙ্গির।

মার্কসবাদীর কাছে এটা একটা তর্কাতীত সত্য যে বৈপ্লবিক পরিস্থিতি ছাড়া বিপ্লব সংঘটন অসম্ভব; তদুপরি, মার্কসবাদী মাত্রই এটা মানেন যে প্রতিটি বৈপ্লবিক পরিস্থিতিই বিপ্লবের জন্ম দেয় না। সাধারণভাবে, একটা বৈপ্লবিক পরিস্থিতির লক্ষণ কী কী? নিচের তিনটি প্রধান লক্ষণের ইঙ্গিত দিলে নিশ্চয়ই আমরা ভুল করব না: ১) যখন শাসক শ্রেণীগুলির পক্ষে তাদের শাসন অপরিবর্তিত রাখা অসম্ভব হয়ে ওঠে; যখন 'উচ্চতর শ্রেণীগুলির' মধ্যে কোন-না-কোন ধরনে সংকট দেখা দেয়, সংকট দেখা দেয় শাসক শ্রেণীর রাজ্যশাসন নীতিতে, আর এর ফলে যখন এমন একটা ফাটল দেখা দেয় যার ফাঁক দিয়ে নির্যাতিত শ্রেণীগুলির অসন্তোষ ও ক্রোধ ফেটে বেরোয়। একটা বিপ্লবের সংঘটনের জন্য সাধারণত 'নিম্নতর শ্রেণীগুলির' পুরনো ধরনে বাঁচতে 'না চাওয়ার ইচ্ছাটাই' যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয় না, সেজন্য দরকার হয়ে পড়ে পুরনো ধরনে 'উচ্চতর শ্রেণীগুলির' জীবনধারণ করতে 'না পারাটাও'। ২) নির্যাতিত শ্রেণীগুলির জ্বালাযন্ত্রণা ও অভাব-অভিযোগ যখন সাধারণ অবস্থার চেয়ে তীব্রতর হয়ে ওঠে। ৩) উপরোক্ত কারণগুলির ফলাফলস্বরূপ জনসাধারণের কর্মতৎপরতা যখন যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। 'শান্তির সময়ে' এই জনসাধারণ বিনা প্রতিবাদে নিজেদের লুণ্ঠিত হতে দেয়। কিন্তু বিক্ষুব্ধ সময়ে সংকটের যাবতীয় পরিস্থিতি এবং **'উচ্চতর শ্রেণীগুলির' নিজস্ব** টান এই উভয়ের ফলে তারা নেমে আসে স্বনির্ভর ঐতিহাসিক আন্দোলনের পথে।

কেবল ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠী ও পার্টিরই নয়, এমন কি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীরও ইচ্ছানিরপেক্ষ এইসব বিষয়মুখ (অবজেক্টিভ) পরিবর্তন না ঘটলে বিপ্লবের সংঘটন অসম্ভব — এটাই হল সাধারণ নিয়ম। আর এই সব ক'টি বিষয়মুখ পরিবর্তনের সম্মিলিত যোগফলকেই বলা হয় বৈপ্লবিক পরিস্থিতি। ঠিক এই রকম পরিস্থিতিরই উদ্ভব হয়েছিল রাশিয়ায় ১৯০৫ সালে এবং পাশ্চাত্যে সব ক'টি বৈপ্লবিক কালপর্বে। গত শতাব্দীর ষাটের দশকে জার্মানিতে এবং ১৮৫৯-৬১ ও ১৮৭৯-৮০ সালের মধ্যে রাশিয়ায়ও বর্তমান ছিল এই একই পরিস্থিতি, যদিও ওই সমস্ত ক্ষেত্রে তখন কোন বিপ্লব সংঘটিত হয় নি। কিন্তু তখন বিপ্লব হল না কেন? তখন যে বিপ্লব সংঘটিত হয় নি তার কারণ, প্রতিটি বৈপ্লবিক পরিস্থিতিই বিপ্লবের জন্ম দেয় না, বিপ্লব সংঘটিত হয় একমাত্র সেই পরিস্থিতির পটভূমিকায় যেক্ষেত্রে

উপরোক্ত বিষয়মুখ পরিবর্তনগুলির সঙ্গে যুক্ত হয় একটা বিষয়ীমুখ (সাবজেক্টিভ) পরিবর্তন, অর্থাৎ, যখন পুরনো গভর্নমেণ্টকে ভাঙার (কিংবা ভগ্নপ্রায় করে তোলার) মতো যথেষ্ট **শক্তিশালী** বৈপ্লবিক গণ-অভিযান সংগঠিত করার উপযুক্ত সামর্থ্য লাভ করে বিপ্লবী **শ্রেণী**, — উপরোক্ত পুরনো গভর্নমেণ্টগুলোকে যদি না গায়ের জোরে 'উপড়ে ফেলা হয়' তাহলে কখনও, এমন কি সংকটের পর্যায়েও, তাদের 'পতন' ঘটে না।

বিপ্লব সম্পর্কে এ-ই হল মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। এই দৃষ্টিকোণকে বিকশিত করা হয়েছে বহু-বহুবার, সকল মার্কসবাদীই একে গ্রহণ করেছেন অবিসংবাদী সত্য হিসেবে এবং আমাদের — রুশীদের — ক্ষেত্রে এই দৃষ্টিভঙ্গি সত্যাখ্যাত হয়েছে বিশেষ চমকপ্রদভাবে ১৯০৫ সালের অভিজ্ঞতায়। প্রশ্ন উঠতে পারে, ১৯১২ সালে বাসেলে গৃহীত ইস্তাহারে এ-সম্পর্কে কী অঙ্গীকার করা হয়েছিল আর ১৯১৪-১৫ সালের মধ্যেই-বা কী ঘটেছে?

ইস্তাহারে বলা হয়েছিল যে একটা বৈপ্লবিক পরিস্থিতির — যাকে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছিল 'অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকট' বলে — তার উদ্ভব হবে। কিন্তু সে-রকম পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে কি? নিঃসন্দেহে হয়েছে। (কুনভ, কাউটস্কি, প্লেখানভ অ্যাণ্ড কোং-র ভণ্ডদের চেয়ে আরও অনেক বেশি সরাসরি, প্রকাশ্যভাবে ও সততার সঙ্গে জাতিদম্ভকে সমর্থন করেছেন যিনি সেই) জাতিদম্ভী-সমাজবাদী লেঞ্চ এতদূর বলার মতো সাহস দেখিয়েছেন: 'এখন আমরা যে-অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি তাকে এক ধরনের **বিপ্লব** বলা চলে' ('জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাসি ও যুদ্ধ' শীর্ষক তাঁর পুস্তিকার ৬ পৃঃ দ্রঃ, বার্লিন, ১৯১৫)। একটা রাজনৈতিক সংকট অবশ্যই রয়েছে: কোন গভর্নমেণ্টই আগামীকাল সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারছে না, আর্থিক দিক থেকে ধসে পড়ার বিপদের মুখে নিরাপদ বোধ করছে না কেউই, ভূখণ্ড হারানর ভয়, নির্বাসন (বেলজিয়ান সরকার যেভাবে বিতাড়িত হয়েছে সেইভাবে), ইত্যাদি বিপদের খড়্গ সকলেরই মাথার উপর ঝুলছে। সকল গভর্নমেণ্টই ঘুমিয়ে আছে অগ্নিগিরির চুড়োয়, সকলেই **নিজে থেকে** জনসাধারণের কাছে আহ্বান জানাচ্ছে উদ্যোগ নেয়ার আর বীরত্ব দেখানোর। ইউরোপের সমগ্র রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থা নড়ে উঠেছে। আমরা যে এক বিপুল রাজনৈতিক আলোড়নের যুগে প্রবেশ করেছি (এবং ক্রমশই যে তার গভীরে প্রবেশ করছি — এটা আমি লিখছি সেইদিনে যেদিন ইতালি যুদ্ধ ঘোষণা করল) একথা কেউই অস্বীকার করবেন কিনা সন্দেহ। যুদ্ধ ঘোষিত হওয়ার দুই মাস পরে কাউটস্কি যখন লিখলেন (১৯১৪ সালের

২ অক্টোবর *Neue Zeit* পত্রিকায় [৯]), 'যুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় গভর্নমেণ্টগুলো যত শক্তিশালী আর পার্টিগুলো যত দুর্বল হয় এমন তারা আর কখনও হয় না,' তখন সেই উক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল ইতিহাসবিজ্ঞানের বিকৃতির এমন এক নিদর্শন যা কাউট্স্কি নিষ্পন্ন করেছিলেন জিউডেকুম ও অন্যান্য সুবিধাবাদীর মনস্তুষ্টির আশায়। প্রথমত, যুদ্ধের সময়ে গভর্নমেণ্টগুলোর যতখানি প্রয়োজন হয় শাসক শ্রেণীগুলির সব ক'টা পার্টির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার, কিংবা নির্যাতিত শ্রেণীগুলিকে দিয়ে তাদের এই শাসনব্যবস্থা 'শান্তিপূর্ণভাবে' মানিয়ে নেয়ার, অতখানি প্রয়োজন তাদের আর কখনও পড়ে না। দ্বিতীয়ত, যদি বা 'যুদ্ধ শুরু হওয়ার সময়' বিশেষ করে যে-দেশ দ্রুত জয়লাভ করতে পারবে বলে আশা করছে সেই দেশের গভর্নমেণ্টকে সর্বশক্তিমান বলে মনেও হয়, তবু, তাই বলে, দুনিয়ায় কেউ কোথাও কখনো শুধুমাত্র যুদ্ধ 'শুরু হওয়ার' ক্ষণটির সঙ্গেই বৈপ্লবিক পরিস্থিতির প্রত্যাশার অচ্ছেদ্য গাঁট-ছড়া বেঁধে রাখে না, 'মনে হওয়ার' সঙ্গে **বাস্তব অবস্থাকে** এইভাবে গুলিয়ে ফেলা তো দূরস্থান।

সাধারণভাবে এটা সকলেরই জানা ছিল, দেখা ছিল এবং সর্বস্বীকৃত ছিল যে এবারকার ইউরোপীয় যুদ্ধ অতীতের যে-কোন যুদ্ধের চেয়ে কঠোরতর হবে। এই যুদ্ধের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে কথাটার যাথার্থ্য ক্রমশই প্রকটতর হয়ে উঠছে। যুদ্ধের অগ্নিকান্ড ছড়িয়ে পড়ছে ক্রমশ; ইউরোপের রাজনৈতিক ভিত্তি নড়ে উঠছে বেশি বেশি করে; জনগণের দুঃখদুর্দশা পরিগ্রহ করেছে ভয়াবহ রূপ, গভর্নমেণ্ট, বুর্জোয়া শ্রেণী আর সুবিধাবাদীদের তরফ থেকে এইসব দুঃখদুর্দশার মুখ চাপা দেয়ার চেষ্টা প্রায়শই ব্যর্থ বলে প্রমাণিত হচ্ছে। পুঁজিপতিদের কিছু কিছু গোষ্ঠীর যুদ্ধজনিত মুনাফার পাহাড় জমে উঠছে অবিশ্বাস্য রকমের উঁচু হয়ে, কেলেঙ্কারির মাত্রা ছাড়িয়ে। নানা জাতীয় পরস্পরবিরোধও চরম তীব্র হয়ে উঠছে। জনসাধারণের ধূমায়মান ক্ষোভ, সমাজের নিষ্পেষিত ও শিক্ষাবঞ্চিত স্তরগুলোর মধ্যে স্বস্তিদায়ক ('গণতান্ত্রিক') শান্তিলাভের একটা অস্পষ্ট আকাঙ্ক্ষা, 'নিম্নতর শ্রেণীগুলির' মধ্যে অসন্তোষের সূত্রপাত — এইসবই হল ঘটনা। যুদ্ধ যত দীর্ঘদিন ধরে চলবে আর যতই বেশি বেশি তীব্র হয়ে উঠবে, গভর্নমেণ্টগুলো নিজেরাই তত বেশি করে জনসাধারণকে সক্রিয় হয়ে উঠতে উৎসাহ দেয় ও দেবে। এখনই তারা জনসাধারণের কাছে আহবান জানিয়ে চলেছে যুদ্ধের কাজে অসামান্য রকম উদ্যোগী হতে আর আত্মত্যাগ করতে। ইতিহাসের যে-কোন সংকটকাল, যে-কোন বিরাট বিপর্যয় ও মানবজীবনের যে-কোন

আকস্মিক মোড় ফেরার অভিজ্ঞতার মতোই যুদ্ধের অভিজ্ঞতাও কিছু কিছু লোককে যেমন হতবুদ্ধি করে তোলে ও চূর্ণ করে ফেলে **তেমনই অন্যান্যদের তা নতুন চেতনায় উদ্বোধিত করে ও পোড় খাইয়ে শক্তসমর্থ করে তোলে;** সমগ্রভাবে পৃথিবীর ইতিহাস বিচার করে মোটামুটি একথাটা বলা চলে যে দু-চারটে রাষ্ট্রের অধঃপতন ও অবসানের মতো ব্যতিক্রমগুলো বাদ দিলে উপরোক্ত দ্বিতীয় পর্যায়ের মানুষের সংখ্যা ও শক্তি প্রথমোক্তদের চেয়ে বেশি বলেই প্রমাণিত হয়েছে।

আর, সন্ধি সম্পন্ন হলে পর দেখা যাবে 'সঙ্গে সঙ্গে' উপরোক্ত সব দুঃখযন্ত্রণার ও পরস্পরবিরোধের মাত্রাবৃদ্ধির অবসান ঘটা দূরে থাক, বহুদিক থেকেই বরং জনসংখ্যার সবচেয়ে পশ্চাৎপদ অংশগুলির পক্ষেও ওই দুঃখযন্ত্রণা সঙ্গে সঙ্গেই প্রকটতর ও দুঃসহতর হয়ে উঠবে।

এক কথায়, ইউরোপের বেশির ভাগ প্রাগ্রসর দেশগুলিতে ও বৃহৎ শক্তিগুলিতে একটা বৈপ্লবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এদিক থেকে বাসেলে গৃহীত ইস্তাহারে বিধৃত ভবিষ্যদ্বাণী **পুরোপুরি** ফলে গেছে। কুনভ, প্লেখানভ, কাউট্‌স্কি অ্যান্ড কোং-র মতো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই সত্যকে অস্বীকার করা কিংবা ধামাচাপা দেয়ার অর্থ হল একটা প্রকান্ড মিথ্যার আশ্রয় নেয়া, শ্রমিক শ্রেণীকে ধাপ্পা দেয়া এবং বুর্জোয়া শ্রেণীর সেবা করা। 'সৎসিয়াল-দেমোক্রাৎ' (১০) পত্রিকায় (৩৪, ৪০ ও ৪১ নং সংখ্যায়) আমরা এমন সব তথ্যের উদ্ধৃতি দিয়েছি যা থেকে প্রমাণ হয় যে কূপমন্ডূক খৃস্টান যাজক সম্প্রদায়, সর্বোচ্চ সেনানীমন্ডলী এবং লাখোপতিদের খবরের কাগজগুলো — অর্থাৎ, বিপ্লবকে যারা যমের মতো **ডরায়** — তারা পর্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে যে ইউরোপে বৈপ্লবিক পরিস্থিতির লক্ষণসমূহ বর্তমান।

এই পরিস্থিতি কতদিন টিকে থাকবে, আরও কত বেশি তীব্র হয়ে উঠবে? এ থেকে কি বিপ্লব জন্ম নেবে? এইসব প্রশ্নের উত্তর আমরা জানি না, কারও পক্ষেই জানা সম্ভব নয়। একমাত্র বৈপ্লবিক মনোভাবের বিকাশ ও প্রাগ্রসরতম শ্রেণী প্রলেতারিয়েতের বৈপ্লবিক কর্মপন্থায় উত্তীর্ণ হওয়ার মধ্যে দিয়ে অর্জিত **অভিজ্ঞতা** থেকেই এই প্রশ্নের উত্তরদান সম্ভব। এই প্রসঙ্গে 'মিথ্যা মোহগ্রস্ত' হওয়া বা তা বর্জন করার কোন কথাই উঠতে পারে না, কেননা কোন সমাজতন্ত্রীই কোথাও কোনদিন এমন নিশ্চয়তা দেন নি যে এই যুদ্ধই (এর পরের কোন যুদ্ধ নয়) এবং আজকের বৈপ্লবিক পরিস্থিতিই (আগামীকালের নয়) বিপ্লবের জন্ম দেবে। আমাদের বর্তমান

আলোচ্য বিষয়, অর্থাৎ সকল সমাজতন্ত্রীর যা তর্কাতীত ও মৌল কর্তব্য, তা হল — জনসাধারণের কাছে বৈপ্লবিক পরিস্থিতির অস্তিত্বের কথা প্রকাশ করে দেয়া, এই পরিস্থিতির বিস্তার ও গভীরতা ব্যাখ্যা করে বলা, প্রলেতারিয়েতের বৈপ্লবিক চেতনা ও বৈপ্লবিক দৃঢ়-সংকল্প জাগ্রত করে তোলা, তাকে বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতা অবলম্বনের স্তরে উত্তীর্ণ হতে সহায়তা করা এবং এই উদ্দেশ্যে বৈপ্লবিক পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সংগঠন গড়ে তোলা।

উপরোক্ত কর্তব্যকর্মগুলি যে সোশ্যালিস্ট পার্টিসমূহের অবশ্যকরণীয় এ ব্যাপারে কোন প্রভাবশালী ও দায়িত্বশীল সমাজতন্ত্রী কোনদিন সন্দেহ প্রকাশ করতে সাহস করেন নি, আর, বিন্দুমাত্র 'মিথ্যা মোহ' পোষণ বা তা না ছড়িয়ে বাসেলে গৃহীত ইস্তাহারটি সুনির্দিষ্টভাবে সমাজতন্ত্রীদের উপরোক্ত কর্তব্যের কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছে মাত্র — অর্থাৎ, জনগণকে জাগ্রত ও সক্রিয় করে তোলা (প্লেখানভ, আক্সেলরদ ও কাউট্স্কি যা করছেন সেইভাবে তাঁদের জাতিদম্ভের আরক খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেয়া নয়), পুঁজিবাদের পতন যাতে **'ত্বরান্বিত'** হয় এমনভাবে সংকটের 'সুযোগ নেয়া' এবং প্যারিস কমিউন ও ১৯০৫ সালের অক্টোবর-ডিসেম্বর মাসের **উদাহরণ** অনুসারে পরিচালিত হওয়া। এই সকল কর্তব্য সম্পাদনে বর্তমান পার্টিগুলির ব্যর্থতার সারোৎসার হল: তাদের বিশ্বাসঘাতকতা, রাজনৈতিক দিক থেকে মৃত্যুবরণ, তাদের নিজ নিজ ভূমিকাবর্জন এবং দলত্যাগ করে বুর্জোয়াদের পক্ষভুক্ত হওয়া।

. . . .

৪

জাতিদম্ভী-সমাজবাদের সপক্ষে সবচেয়ে সূক্ষ্ম তত্ত্বকথা হল কাউট্স্কির প্রচারিত 'অতিসাম্রাজ্যবাদের' তত্ত্ব। এই তত্ত্বটিকে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সাজিয়ে-গুছিয়ে বিজ্ঞানসম্মত ও আন্তর্জাতিক একটি তত্ত্বকথার চেহারা দেয়ার চেষ্টা হয়েছে। নিচে এই তত্ত্বের প্রবক্তার নিজ ভাষায় তত্ত্বটির একটি অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন, যথাযথ ও সর্বসাম্প্রতিক পরিচয় তুলে ধরা হল:

'ব্রিটেনে অভ্যন্তরীণ শিল্প ও বাণিজ্য সংরক্ষণের আন্দোলন থিতিয়ে যাওয়া, আমেরিকায় আমদানি শুল্কে হ্রাস, নিরস্ত্রীকরণের দিকে একটা প্রবণতা, যুদ্ধের

অব্যবহিত আগের কয়েক বছরে ফ্রান্স ও জার্মানি থেকে পুঁজি রপ্তানির মাত্রা দ্রুত কমে যাওয়া, পরিশেষে ফিনান্স-পুঁজির বিনিয়োগকারীদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ক্রমশ বেশি বেশি পরস্পর-বিজড়িত হয়ে পড়া — এই সবকিছু আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে যে একটা নতুন ধাঁচের অতিসাম্রাজ্যবাদী নীতি বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী নীতিকে স্থানচ্যুত করতে উদ্যত কিনা; এই নতুন সাম্রাজ্যবাদোত্তর নীতি বর্তমানের জাতিগত ফিনান্স-পুঁজির বিনিয়োগকারীদের পারস্পরিক সংগ্রামের জায়গায় আন্তর্জাতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ ফিনান্স-পুঁজির নিয়োগকারীদের দুনিয়াজোড়া যৌথশোষণের রীতি প্রবর্তন করতে চলেছে। অন্ততপক্ষে পুঁজিবাদের এমন একটা নতুন স্তরের কথা অকল্পনীয় নয়। কিন্তু এ কি বাস্তবে অর্জিত হবে? এই প্রশ্নের উত্তর দেয়ার পক্ষে যথেষ্ট তথ্যগত ভিত্তির এখনও অভাব রয়ে গেছে' (*Neue Zeit*, No. 5, 30. IV. 1915, S. 144).

'...বর্তমান যুদ্ধের গতি ও তার ফলাফল এক্ষেত্রে নির্ধারক হয়ে দেখা দিতে পারে। ফিনান্স-পুঁজির বিনিয়োগকারীদের মধ্যেও জাতিগত বিদ্বেষের মাত্রা তুঙ্গে তুলে দিয়ে, অস্ত্রসজ্জার প্রতিযোগিতা ও এক্ষেত্রে একে অন্যকে ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টাকে তীব্রতর করে তুলে এবং এক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী করে এই যুদ্ধ অতিসাম্রাজ্যবাদী যুগের উদ্‌গত অংকুরকে পুরোপুরি নষ্ট করে দিতে পারে। পরিস্থিতি যদি এরকম দাঁড়ায় তাহলে 'ক্ষমতা লাভের পথে' পুস্তিকাটিতে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যা আমি বলেছি ও সূত্রবদ্ধ করে দিয়েছি তাই-ই ভয়াবহ আকার ধারণ করে সত্যি হয়ে দাঁড়াবে; শ্রেণীবিরোধ ক্রমশ তাহলে হয়ে উঠবে তীব্র থেকে তীব্রতর, আর তার সঙ্গে দেখা দেবে পুঁজিবাদের নৈতিক অবক্ষয় (একেবারে আক্ষরিক অর্থেই: 'ব্যবসা ফেল মেরে যাওয়া, Abwirtschaftung', ব্যাবসার অবসান)...' (লক্ষ্য করার বিষয় যে এখানে কাউট্‌স্কি কথার এহেন ফুলঝুরি ছড়িয়ে 'প্রলেতারিয়েত ও ফিনান্স-পুঁজির বিনিয়োগকারীদের মধ্যবর্তী স্তর', অর্থাৎ 'বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, পেটি বুর্জোয়ারা ও এমন কি ছোট-ছোট পুঁজিপতি' পুঁজিবাদ সম্পর্কে যে 'বিদ্বেষ' পোষণ করে থাকে তার কথাই বোঝাতে চেয়েছেন, আর কিছু নয়)... 'কিন্তু যুদ্ধ অন্যভাবেও শেষ হতে পারে। যুদ্ধের ফলে অতিসাম্রাজ্যবাদী যুগের দুর্বল অংকুর শক্তি সঞ্চয়ও করতে পারে। শান্তির সময়ে যার জন্য আমাদের দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হত, যুদ্ধের শিক্ষা' (কথাটা লক্ষ্য করুন!) 'সেইসব ঘটনার বিকাশকে ত্বরান্বিত করে তুলতে পারে। আর যুদ্ধের যদি এই পরিণতি ঘটেই, যদি তার পরিণতি ঘটে জাতিতে জাতিতে চুক্তি সম্পাদনে, নিরস্ত্রীকরণে ও দীর্ঘস্থায়ী শান্তিপ্রতিষ্ঠায়, তাহলে যুদ্ধের আগে পুঁজিবাদের ক্রমবর্ধমান নৈতিক অবক্ষয় ঘটে চলেছিল যে-কারণগুলোর জন্যে তার মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিকর কারণটাই যাবে লোপ পেয়ে।' এই সম্ভাব্য নতুন পর্যায় তাহলে প্রলেতারিয়েতের কপালে অবশ্যই জোটাবে 'নিত্য নতুন দুর্ভাগ্য', 'এমন কি হয়তো তার চেয়েও খারাপ কিছু', তবু 'কিছুকালের জন্যে' 'অতিসাম্রাজ্যবাদী পর্যায়' 'পুঁজিবাদের কাঠামোর মধ্যেই সৃষ্টি করতে পারে নতুন আশা-আকাঙ্ক্ষায় ভরা একটি যুগের" (১৪৫ পৃঃ)।

এই 'তত্ত্ব' থেকে জাতিদম্ভী-সমাজবাদের সপক্ষে কীভাবে যুক্তির সমাবেশ ঘটানো হয়েছে?

'তাত্ত্বিকের' পক্ষে কিছুটা অদ্ভুতভাবেই তা ঘটান হয়েছে নিম্নোক্ত উপায়ে:

জার্মানির বামপন্থী সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটরা বলছেন, সাম্রাজ্যবাদ ও তা থেকে উদ্ভূত যাবতীয় যুদ্ধ মোটেই আকস্মিক কোন ঘটনা নয়, বরং যে-পুঁজিবাদ ফিনান্স-পুঁজির আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে এইসবও তারই অবশ্যম্ভাবী ফলাফলমাত্র। অতএব, অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ বিকাশের যুগ শেষ হয়ে যাওয়ায় বৈপ্লবিক গণসংগ্রামে উত্তীর্ণ হওয়া দরকার। অন্যপক্ষে 'দক্ষিণপন্থী' সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটরা অমার্জিত স্থূলতার সঙ্গে ঘোষণা করছে: যেহেতু সাম্রাজ্যবাদ 'প্রয়োজনীয়', তাই আমাদেরও সাম্রাজ্যবাদী হতে হবে। আর কাউট্‌স্কি 'মধ্যবর্তীর' ভূমিকায় নেমে এই দুই মতের সামঞ্জস্যবিধানে তৎপর:

'জাতীয় রাষ্ট্র, সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রসংঘ' (নুরেম্‌বার্গ, ১৯১৫) শীর্ষক পুস্তিকায় কাউট্‌স্কি লিখছেন, 'চরম বামপন্থীরা' সমাজতন্ত্রকে অবশ্যম্ভাবী সাম্রাজ্যবাদের 'প্রতিপক্ষ হিসেবে খাড়া করতে' চায়, অর্থাৎ, 'গত অর্ধশতাব্দী ধরে পুঁজিবাদী আধিপত্যের সকল ধরনের প্রতিপক্ষে থেকে সমাজতন্ত্রের সপক্ষে আমরা যে প্রচারকার্য চালিয়ে আসছি শুধু তা-ই নয়, অবিলম্বে সমাজতন্ত্র অর্জনও তারা চায়। এইসবই খুব র‍্যাডিকাল বলে মনে হয় বটে, তবু যাঁরা সমাজতন্ত্রকে অবিলম্বে বাস্তবে পরিণত করা সম্ভব বলে **বিশ্বাস করেন না** তাঁদের **যে-কেউকে** এই মত সাম্রাজ্যবাদীদের শিবিরে **ঠেলে পাঠিয়ে দেয়ার** কাজটুকুই মাত্র করতে পারে' (পৃঃ ১৭, মোটা হরফ আমাদের)।

অবিলম্বে সমাজতন্ত্র অর্জনের কথা যখন বলছেন কাউট্‌স্কি, তখন আসল প্রশ্নটিকে এড়িয়ে যাওয়ার একটা 'কৌশল অবলম্বন করছেন'। জার্মানিতে, বিশেষত ফৌজী সেন্সরশিপের আওতায়, বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতার কথা যে বলা নিষিদ্ধ সেই ব্যাপারটিরই সুযোগ নিচ্ছেন তিনি। কাউট্‌স্কি ভালই জানেন যে বামপন্থীরা **অবিলম্বে** প্রচার চালানোর জন্য এবং বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতা অবলম্বনে প্রস্তুত হওয়ার দাবি জানাচ্ছেন পার্টির কাছে, মোটেই 'অবিলম্বে বাস্তবে সমাজতন্ত্র অর্জন করার' জন্য নয়।

সাম্রাজ্যবাদের প্রয়োজনীয়তা থেকেই বামপন্থীরা বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তার সিদ্ধান্ত টানেন। 'অতিসাম্রাজ্যবাদী তত্ত্ব' অবশ্য কাউট্‌স্কিকে সুযোগ করে দিয়েছে **সুবিধাবাদীদের কাজকে ন্যায়সঙ্গত বলে প্রতিপন্ন করার,** পরিস্থিতিকে এমনভাবে লোকচক্ষে উপস্থাপিত করার যাতে মানুষের ধারণা জন্মায় যে সুবিধাবাদীরা দলত্যাগ করে বুর্জোয়াদের পক্ষে চলে যায় নি, কেবল তারা এই কথাটাই 'বিশ্বাস করতে পারছে না' যে

অবিলম্বে **সমাজতন্ত্রে** উত্তীর্ণ হওয়া **সম্ভব** এবং তারা আশা করছে যে আমাদের সামনে নিরস্ত্রীকরণ ও দীর্ঘস্থায়ী শান্তির একটা নতুন 'যুগ' শুরু 'হতে পারে'। এই 'তত্ত্বের' মোদ্দা কথা, এর **একমাত্র** মোদ্দা কথা হচ্ছে নিম্নরূপ: পুঁজিবাদের **নতুন** এক শান্তিপূর্ণ যুগ সম্পর্কে তথাকথিত **প্রত্যাশাকে** কাউট্স্কি স্বীয় স্বার্থে এমনভাবে ব্যবহার করছেন যাতে সুবিধাবাদীদের এবং **সরকারি** সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টিগুলোর বুর্জোয়া শ্রেণীর **সঙ্গে** সেঁটে থাকার ও বাসেলে গৃহীত প্রস্তাবের দায়িত্বপূর্ণ ঘোষণাবলী সত্ত্বেও **সত্যিকার ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ যুগে** তাদের বৈপ্লবিক (অর্থাৎ, প্রলেতারীয়) রণকৌশল প্রত্যাখ্যানের **সমর্থনে** তিনি যুক্তি যোগাতে পারেন!

সেইসঙ্গে, কাউট্স্কি এমন কথাও বলছেন না যে এই নতুন পর্যায় কতগুলি সুনির্দিষ্ট ঘটনা-পরম্পরা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে স্বভাবত এবং অপরিহার্যভাবেই উদ্ভূত হচ্ছে, বরং বেশ খোলাখুলিই বলছেন যে এখনও তিনি ঠিক ঠাহর করতে পারছেন না এই নতুন পর্যায়টি **'বাস্তবে অর্জনযোগ্য'** কিনা। বস্তুত, এই নতুন যুগাভিমুখী যে-'প্রবণতাগুলির' ইঙ্গিত দিয়েছেন কাউট্স্কি সেগুলিই বিবেচনা করুন। আশ্চর্যের বিষয়, অর্থনৈতিক তথ্যগুলির উল্লেখ করতে গিয়ে লেখক তাদের মধ্যে 'নিরস্ত্রীকরণমুখী প্রবণতাকে'ও অন্তর্ভুক্ত করেছেন! অর্থাৎ: পণ্ডিতমূর্খসুলভ নিরীহ কথাবার্তা ও দিবাস্বপ্নের নলচে আড়াল দিয়ে তর্কাতীত যে-সমস্ত তথ্য অন্তর্বিরোধের উপশম-সংক্রান্ত তত্ত্বের **সঙ্গে** একেবারেই বেখাপ তাদের হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার চেষ্টা করছেন কাউট্স্কি। কাউট্স্কির 'অতিসাম্রাজ্যবাদী' (প্রসঙ্গত বলে রাখি, এই সংজ্ঞাটিতে লেখক যা বলতে চাইছেন তার কিছুই প্রকাশ পাচ্ছে না) **সংজ্ঞাটির** মধ্যে পুঁজিবাদের অন্তর্বিরোধের এক অবিশ্বাস্য **উপশম** নিহিত। আমাদের বলা হচ্ছে, ব্রিটেন ও আমেরিকায় **সংরক্ষণশীলতা** নাকি হ্রাস পাচ্ছে। কিন্তু এর মধ্যে নবযুগ সূচনার বিন্দুমাত্র লক্ষণ কোথায়? আমেরিকায় চরম সংরক্ষণশীলতা এখন হ্রাস পাচ্ছে ঠিকই। কিন্তু তা সত্ত্বেও সংরক্ষণশীলতা রয়েও যাচ্ছে, যেমন ব্রিটিশ উপনিবেশগুলোতে আছে ব্রিটেনের পক্ষে অনুকূল বিশেষ সুযোগসুবিধা, পক্ষপাতমূলক শুল্কব্যবস্থা, ইত্যাদি। আসুন, একবার **স্মরণ** করা যাক, পুঁজিবাদের পূর্ববর্তী তথাকথিত 'শান্তিপূর্ণ' পর্যায় থেকে বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী পর্যায়ে উত্তরণের ভিত্তি কী ছিল: অবাধ প্রতিযোগিতাকে জায়গা ছেড়ে দিতে হয়েছিল পুঁজিপতিদের একচেটিয়া সংঘগুলোর জন্যে, দুনিয়াটা হয়ে গিয়েছিল ভাগাভাগি। স্পষ্টতই এই দুটি

ঘটনার (এবং উপাদানের) দুনিয়াব্যাপী তাৎপর্য রয়েছে: পুঁজির পক্ষে যতদিন বিনা বাধায় উপনিবেশ বিস্তারের ও আফ্রিকা, ইত্যাদি এলাকায় অনধিকৃত দেশ বেমালুম দখল করা সম্ভব ছিল, যতদিন পর্যন্ত পুঁজির কেন্দ্রীভবন ছিল দুর্বল এবং কোন একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানের — অর্থাৎ, যন্ত্রশিল্পের একটি **সমগ্র** শাখার উপর একাধিপত্য বিস্তারে সমর্থ এমন সব প্রতিষ্ঠানের — অস্তিত্ব ছিল না, একমাত্র ততদিনই সম্ভব ও আবশ্যিক ছিল অবাধ বাণিজ্য ও **শান্তিপূর্ণ** প্রতিযোগিতা। উপরোক্ত একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানগুলির উদ্ভব ও বিকাশ (ব্রিটেন ও আমেরিকায় প্রক্রিয়াটি কি বন্ধ হয়ে গেছে? এমন কি স্বয়ং কাউট্স্কিও একথা অস্বীকার করতে সাহসী হবেন না যে যুদ্ধের ফলে প্রক্রিয়াটি বরং ত্বরান্বিত ও তীব্রতর হয়ে উঠেছে) আগেকার দিনের অবাধ প্রতিযোগিতাকে **অসম্ভব** করে তুলেছে, পায়ের নিচে থেকে তার মাটি সরিয়ে নিচ্ছে; ওদিকে দুনিয়া ভাগাভাগি পুঁজিপতিদের **বাধ্য করছে** শান্তিপূর্ণ সম্প্রসারণের পথ থেকে উপনিবেশ ও প্রভাবাধীন অঞ্চলগুলোকে **পুনর্বণ্টনের** উদ্দেশ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষের পথ ধরতে। দুটো দেশে সংরক্ষণশীলতা **হ্রাস** এক্ষেত্রে কোনোরকম পরিবর্তন ঘটবে এটা মনে করাই হাস্যকর।

গত কয়েক বছরে **দুটো** দেশ থেকে পুঁজি রপ্তানির পরিমাণ হ্রাসের ব্যাপারটা এবার পরীক্ষা করে দেখা যাক। উদাহরণস্বরূপ, হার্ম্সের পরিসংখ্যান অনুসারে ১৯১২ সালে ওই দুটো দেশের, অর্থাৎ ফ্রান্স ও জার্মানির, প্রত্যেকের বিদেশে পুঁজি বিনিয়োগের মোট পরিমাণ ছিল প্রায় ৩,৫০০ কোটি মার্কের মতো (অর্থাৎ ১,৭০০ কোটি রুবলের মতো), অপরদিকে একা ব্রিটেনের ওই বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল উপরোক্ত অর্থের দ্বিগুণ।* পুঁজিবাদের আওতায় বিদেশে পুঁজি রপ্তানি বৃদ্ধির হারে কোনদিনই সমতা থাকে নি, আর তা সম্ভবও ছিল না। পুঁজি সঞ্চয়ের মাত্রা যে হ্রাস পেয়েছে, কিংবা দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারের ক্রয়ক্ষমতায় যে — ধরা যাক, জনসাধারণের অবস্থার বড় রকমের উন্নতির ফলে—গুরুত্বপূর্ণ

---

* Bernhard Harms, *Probleme der Weltwirtschaft,* Jena, 1912; George Paish, 'Great Britains Capital Investments in Colonies ets.' *(Journal of the Royal Statistical Society),* vol. LXXIV, 1910/11, p. 167. দ্রঃ। ১৯১৫ সালের গোড়ার দিকে এক বক্তৃতায় লয়েড জর্জ বিদেশে ব্রিটিশ পুঁজি বিনিয়োগের পরিমাণ ৪০০ কোটি পাউন্ড (অর্থাৎ, প্রায় ৮,০০০ কোটি মার্ক) বলে গণ্য করেছিলেন।

কোন পরিবর্তন ঘটেছে এমন কথার ইঙ্গিত পর্যন্ত দিতে কাউট্স্কি সাহস করেন নি। এই পরিস্থিতিতে দুটো দেশ থেকে কয়েক বছর ধরে পুঁজি রপ্তানির পরিমাণ হ্রাসের ব্যাপারটা কোন নবযুগ সূচনায় ইঙ্গিতবহ হতে পারে না।

'ফিনান্স-পুঁজির বিনিয়োগকারীদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ক্রমশ বেশি বেশি করে পরস্পর-বিজড়িত হয়ে পড়া' — একমাত্র সত্যিকার সর্বজনীন ও সন্দেহাতীত এই প্রবণতা মাত্র গত অল্প কয়েক বছরের ও দুটো দেশের ব্যাপার নয়, সারা দুনিয়া ও সমগ্র পুঁজিবাদী ব্যবস্থা জুড়েই এর প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। কিন্তু এযাবৎ অস্ত্রসজ্জায় উৎসাহদাতা এই প্রবণতাটি কেন এখন নিরস্ত্রীকরণ প্রয়াসের জন্ম দিতে যাবে? প্রসঙ্গত বিশ্বখ্যাত কামান (ও সাধারণভাবে অস্ত্রশস্ত্র) নির্মাতাদের যে-কোন একটির কথা ধরা যেতে পারে, যেমন আর্ম্স্ট্রং কোম্পানির কথা। ব্রিটিশ *The Economist* (১১) পত্রিকায় (১৯১৫ সালের ১ মে সংখ্যায়) প্রকাশিত পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় এই কোম্পানিটির **মুনাফা** ১৯০৫-০৬ সালের ৬ লক্ষ ৬ হাজার পাউন্ড (প্রায় ৬০ লক্ষ রুবল) থেকে বেড়ে ১৯১৩ সালে দাঁড়িয়েছিল ৮ লক্ষ ৫৬ হাজার পাউন্ডে, আর ১৯১৪ সালে ৯ লক্ষ ৪০ হাজার পাউন্ডে (**৯০ লক্ষ রুবলে**)। এক্ষেত্রে ফিনান্স-পুঁজির পরস্পর-বিজড়িত হওয়ার ব্যাপারটা বিরাটাকার ধারণ করেছে এবং এই প্রক্রিয়াটি ক্রমবর্ধমান; ব্রিটিশ কোম্পানিগুলিতে জার্মান পুঁজিপতিদের 'স্বত্ব' আছে; ব্রিটিশ কোম্পানিগুলি অস্ট্রিয়ার জন্যে সাবমেরিন বানাচ্ছে, ইত্যাদি, ইত্যাদি। দুনিয়াজোড়া পরস্পর-সংযোগের ভিত্তিতে অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ ও যুদ্ধের ব্যবসায় মূলধন ফুলে ফেঁপে উঠছে। ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যেকার পৃথক পৃথক পুঁজি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে পরস্পর-সংযুক্ত ও বিজড়িত হয়ে চলেছে, এই ঘটনাটি অপরিহার্যভাবেই নিরস্ত্রীকরণ-অভিমুখে একটা অর্থনৈতিক প্রবণতার সৃষ্টি করবে — একথা মনে করা কার্যত বাস্তব শ্রেণীবিরোধগুলির তীব্রতাবৃদ্ধি না দেখতে চাওয়া এবং ওই বিরোধগুলি ক্রমশ হ্রাস পাবে এই আকাশকুসুম কল্পনা ও অর্বাচীন প্রত্যাশার বালুতে মুখ গুঁজে থাকারই নামান্তর।

কাউট্স্কি যে যুদ্ধের 'শিক্ষা'র কথা বলেছেন এবং যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট দুঃখদুর্দশার প্রতি নৈতিক বিতৃষ্ণার সঙ্গে ওই সমস্ত শিক্ষাকে সম্পর্কিত করেছেন, তা পুরোপুরি অমার্জিত মনোভঙ্গির নিদর্শন। উদাহরণস্বরূপ, এরকম ক্ষেত্রে তিনি কী ধরনের যুক্তিজাল বিস্তার করে থাকেন, 'জাতীয় রাষ্ট্র', ... ইত্যাদি শীর্ষক পুস্তিকা থেকে তার কিছুটা নমুনা উদ্ধৃত করছি:

'এটা সন্দেহাতীত এবং এর প্রমাণও নিষ্প্রয়োজন যে জনসংখ্যার মধ্যে এমন কিছু স্তর বর্তমান যে-সব স্তরের মানুষ সর্বজনীন শান্তি ও নিরস্ত্রীকরণের ব্যাপারে অত্যন্ত বেশিরকম আগ্রহী। পেটি বুর্জোয়ারা ও ছোট চাষীরা, এমন কি বহু পুঁজিপতি ও বুদ্ধিজীবীও সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে এমন বিশেষ কোন স্বার্থের গাঁটছড়ায় বাঁধা নেই যা যুদ্ধ ও অস্ত্রসজ্জার ফলে ওই সব স্তর যে-ক্ষতি সহ্য করতে বাধ্য হয় তাকেও ছাপিয়ে অপরদিকে পাল্লা ভারি করে তোলে' (২১ পৃঃ)।

ভাবুন, এটা লেখা হয়েছে ১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে! অথচ বাস্তব ঘটনাবলী থেকে দেখা যাচ্ছে সম্পত্তির অধিকারী সকল শ্রেণীই — নিচের দিকে একেবারে পেটি-বুর্জোয়া ও 'বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়' পর্যন্ত সকলে, সদলবলে সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে, আর কাউট্স্কি কিনা মাফলার জড়ান লোকের (১২) মতো দারুণ হীনমান্যতা সহকারে মিষ্টিমিষ্টি বুলি আউড়িয়ে জলজ্যান্ত ঘটনাগুলোকে ঝেড়ে ফেলছেন। পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণীর আগ্রহের বিচার করছেন তিনি তাদের **আচরণ** দেখে নয়, কিছু কিছু পেটি বুর্জোয়ার **কথাবার্তা** থেকে, যদিও আমরা সকলেই জানি যে এই ধরনের কথাবার্তা পদে পদে বক্তাদের উল্‌টোপাল্‌টা কাজের ফলে খারিজ হয়ে যায়। এ যেন হুবহু একেবারে সাধারণভাবে বুর্জোয়া শ্রেণীর 'স্বার্থ' বিচার — না, না, তাদের কাজ দিয়ে নয় — বুর্জোয়া পাদ্রিদের অমায়িক বক্তৃতা দিয়ে, যারা কিনা শপথ নিয়ে বলে যে আজকের দিনের সমাজব্যবস্থা খৃস্টধর্মের আদর্শে পরিপ্লুত। মার্কসবাদকে এমনভাবে ব্যবহার করেন কাউট্স্কি যার ফলে তা অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়ে, যার ফলে এতে অবশিষ্ট থাকে এক ধরনের অলৌকিক, অধ্যাত্মিক অর্থের দ্যোতনাবহ 'স্বার্থ' ইত্যাকার শব্দের মতো ধরতাই বুলি, কারণ ওই বুলিতে নিহিত থাকে না সত্যিকার অর্থনৈতিক তাৎপর্য, থাকে গণমঙ্গল ধাঁচের একটা সদিচ্ছামাত্র।

মার্কসবাদ 'স্বার্থের' মূল্য নিরূপণ করে শ্রেণীবিরোধ ও শ্রেণী-সংগ্রামের কষ্টিপাথরে তাকে যাচাই করে, দৈনন্দিন জীবনের লক্ষ লক্ষ ঘটনার মধ্যে

দিয়ে যে-সংগ্রাম মূর্ত হয়ে ওঠে। এইসব বিরোধ প্রশমনের কথা নিয়ে অনর্থক বকবক করে আর স্বপ্ন দেখে পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণী, তারা এই 'যুক্তি' দেখায় যে এই সব বিরোধের প্রকোপ বৃদ্ধি পেলে তা থেকে 'ক্ষতিকর ফলাফল' দেখা দেবে। সাম্রাজ্যবাদের অর্থ হল সম্পত্তির অধিকারী শ্রেণীগুলির সকল স্তরকেই ফিনান্স-পুঁজির অধীন করে রাখা, আর বর্তমান যুদ্ধে যাদের মধ্যে প্রায় সকলেই জড়িত এমন পাঁচটি কি ছ'টি 'বৃহৎ' শক্তির মধ্যে দুনিয়াটাকে ভাগাভাগি করে নেয়া। বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে দুনিয়াটা ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেয়ার অর্থ হল, ওদের যাবতীয় বিত্তশালী শ্রেণীগুলি উপনিবেশ ও প্রভাবাধীন এলাকাগুলি দখলে রাখা, অন্যান্য জাতির উপর উৎপীড়ন চালান এবং একটা 'বৃহৎ' শক্তি ও উৎপীড়ক জাতির একজন হিসেবে প্রাপ্য সমস্ত কমবেশি লাভজনক পদ ও সুযোগসুবিধা সংরক্ষণে আগ্রহী।*

যে-পুঁজিবাদ বিকশিত হয়ে উঠছে সুষম গতিতে ও ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে নতুন নতুন দেশে তার অপেক্ষাকৃত নিস্তরঙ্গ, মার্জিত ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে একদা যেমন জীবনযাত্রা চলছিল সেই পুরনো ধাঁচে আজ আর জীবন চলতে পারছে না। এক নবযুগ উপস্থিত হয়েছে। ফিনান্স-পুঁজি যে-কোন বিশেষ দেশকে বৃহৎ শক্তিগোষ্ঠী থেকে উৎখাত করে দিচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও সম্পূর্ণভাবে উৎখাত করে দেবে, উপনিবেশ আর প্রভাবাধীন এলাকার উপর কর্তৃত্ব থেকে বঞ্চিত করবে তাকে (ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত জার্মানি যা

* এ. শুল্‌ট্‌সে বলছেন যে ১৯১৫ সাল নাগাদ রাষ্ট্রীয় ও মিউনিসিপ্যাল ঋণ, বন্ধকী সম্পত্তি এবং বাণিজ্যিক ও শিল্প-কর্পোরেশন, ইত্যাদির শেয়ারপত্রসহ সারা পৃথিবীর যাবতীয় জামানতের মূল্য হিসেব করে দেখা গেছে যে তা মোট ৭৩,২০০ কোটি ফ্রাঙ্কের মতো। এই অর্থের মধ্যে ব্রিটেনের অংশ হল ১৩,০০০ কোটি ফ্রাঙ্ক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংশ ১১,৫০০ কোটি ফ্রাঙ্ক, ফ্রান্সের ১০,০০০ কোটি ও জার্মানির ৭,৫০০ কোটি ফ্রাঙ্ক। অর্থাৎ, চারটি বৃহৎ শক্তির অংশের মোট পরিমাণ দাঁড়াল ৪২,০০০ কোটি ফ্রাঙ্ক, বা মোট অর্থের অর্ধেকেরও বেশি। এ থেকেই বোঝা যায়, অপরাপর জাতিসমূহের উপর উৎপীড়ন চালিয়ে ও তাদের লুণ্ঠন করে পিছনে ফেলে রেখে এগিয়ে গেছে যে নেতৃস্থানীয় বৃহৎ শক্তিগুলি তারা কী পরিমাণ সুযোগসুবিধা ও বিশেষ অধিকার ভোগ করে আসছে। Dr. Ernst Schultze, *Das französische Kapital in Russland,* Finanz-Archiv, Berlin, 1915, Jahrg. 32, S. 127.) যে-কোন বৃহৎ শক্তির কাছে 'পিতৃভূমি প্রতিরক্ষার' অর্থ অন্যান্য দেশগুলিকে লুণ্ঠনের ব্যাপারে তাদের হিস্যা বুঝে পাওয়ার অধিকার রক্ষা। একথা সকলেরই জানা যে রাশিয়ায় সামরিক-সামন্ততান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদের চেয়ে পুঁজিতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদ অপেক্ষাকৃত দুর্বল।

করবে বলে শাসাচ্ছে) এবং ফিনান্স-পুঁজি পেটি বুর্জোয়াদেরও 'বৃহৎ জাতিসুলভ' বিশেষ অধিকার ও বাড়তি আয় গ্রাস করে নেবে। যুদ্ধের ফলে এটা প্রমাণ হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে সেই পরস্পর-বিরোধগুলির প্রকোপ বৃদ্ধির **ফলাফল,** যার কথা বহুদিন থেকে সকলেই স্বীকার করে আসছেন, এমন কি 'ক্ষমতা লাভের পথে' পুস্তিকায় স্বয়ং কাউট্স্কিও যা মেনে নিয়েছেন।

এখন, বৃহৎ শক্তিগুলির করায়ত্ত বিশেষ অধিকারগুলির জন্য সশস্ত্র সংঘর্ষ যখন বাস্তব সত্য হয়ে উঠেছে, কাউট্স্কি তখন পুঁজিপতি আর পেটি বুর্জোয়াদের একথা **বিশ্বাস করানোর** জন্য প্রবৃত্ত হতে চান যে, আহা, যুদ্ধ বড় বীভৎস আর নিরস্ত্রীকরণ বড় উপকারী বস্তু। গির্জার উঁচু বেদী থেকে এ যেন খৃস্টান পাদ্রির বক্তৃতা — যে কিনা পুঁজিপতিকে বিশ্বাস করানর জন্য আঁকুপাঁকু করে যে মানুষ-ভাইকে ভালবাসা একটা দিব্য নির্দেশবিশেষ ও সেইসঙ্গে আত্মিক আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ এবং সভ্যতার নৈতিক আইনও হল তা-ই; বলা বাহুল্য, এই দুয়ের ধরনটা যেমন হুবহু এক, তেমনই এর ফলাফলও অবিকল এক হতে বাধ্য। কাউট্স্কি যাকে 'অতিসাম্রাজ্যবাদ' অভিমুখে একটা অর্থনৈতিক প্রবণতা বলে আখ্যাত করেছেন, অন্যায় কাজ করা থেকে বিরত থাকার জন্য পুঁজিলগ্নিকারীদের কাছে তা নিছক পেটি-বুর্জোয়া **কাকুতি-মিনতি** ছাড়া কিছু নয়।

পুঁজি রপ্তানি? **কিন্তু** উপনিবেশগুলোর চেয়ে স্বাধীন দেশগুলোয় যথা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তো বেশি পুঁজি রপ্তানি হয়ে থাকে। উপনিবেশ দখল? **কিন্তু** সব উপনিবেশই তো দখল হয়ে গেছে আর তাদের মধ্যে প্রায় সকলেই মুক্তি অর্জনের চেষ্টা করছে: 'ভারত ব্রিটিশের অধিকারভুক্ত হয়ে আর নাও থাকতে পারে, কিন্তু অখন্ড সাম্রাজ্য হিসেবে সেদেশ আর কখনও অপর কোন বিদেশী শক্তির পদানত হবে না' (কাউট্স্কির উপরোক্ত পুস্তিকার ৪৯ পৃঃ)। 'যে-কোন শ্রমশিল্পভিত্তিক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের পক্ষে কাঁচামালের ক্ষেত্রে অপর সকল দেশের উপর নির্ভরশীলতা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য উপযুক্ত ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য অর্জনের যে-কোন প্রয়াস অপর সকল পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকে পূর্বোক্ত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে ও তাকে অসংখ্যাবার সর্বক্ষয়ী যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলতে সাহায্য করতে মাত্র; এবং এর ফলে প্রথমোক্ত রাষ্ট্র মোটেই তার লক্ষ্যপূরণের সমীপবর্তী হতে পারবে না। এই নীতি বরং ওই রাষ্ট্রের সমগ্র অর্থনৈতিক জীবনকে দেউলিয়া হওয়ার নিশ্চিততম পথেই চালনা করবে' (৭২-৭৩ পৃঃ)।

পুঁজিলগ্নিকারীদের সাম্রাজ্যবাদ বর্জনে রাজি করানোর উদ্দেশ্যে এটা কি একটা অশিক্ষিত, অপটু প্রয়াস নয়? দেউলিয়া হবার সম্ভাবনার কথা বলে পুঁজিপতিদের ভয় দেখানোর যে-কোন চেষ্টা তো মুদ্রাবাজারে শেয়ার নিয়ে ফাট্‌কা খেলতে গিয়ে 'অনেকের অনেক সম্পত্তি এভাবে নষ্ট হয়ে গেছে' এই অজুহাতে ফাট্‌কাবাজকে না খেলতে উপদেশ দেয়ারই সামিল। প্রতিদ্বন্দ্বী পুঁজিপতি কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বী কোন জাতি দেউলিয়া বনে গেলে তাতে বরং পুঁজি **লাভবানই হয়,** কারণ এর ফলে পুঁজি আরও বেশি কেন্দ্রীভূত হয়ে ওঠে। অতএব, অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা যত বেশি তীব্র ও 'ঘনিষ্ঠতর' হয়ে ওঠে, অর্থাৎ প্রতিযোগীকে অর্থনৈতিক দিক থেকে দেউলিয়াপনার অভিমুখে যতই ঠেলে দেয়া চলতে থাকে, ততই আরও দ্রুত প্রতিযোগীকে সেই পথে ঠেলে দেয়ার উদ্দেশ্যে পুঁজিপতিরা বাড়তি **সামরিক** চাপ সৃষ্টিতেও সচেষ্ট হয়। উপনিবেশগুলিতে কিংবা তুরস্কের মতো পরনির্ভর রাষ্ট্রগুলিতে যেমন সুবিধাজনক শর্তে পুঁজি রপ্তানি করা চলে, পুঁজি রপ্তানির পক্ষে সেই ধরনের অনুকূল দেশের সংখ্যা যত কমতে থাকে (কেননা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো স্বাধীন, স্বনির্ভর ও সভ্য দেশে পুঁজি রপ্তানি করে পুঁজিলগ্নিকারী যে-মুনাফা তোলে, তার প্রতিপক্ষে **পূর্বোক্ত ক্ষেত্রগুলিতে** পুঁজি রপ্তানির ফলে সে তোলে তিনগুণ মুনাফা), ততই তুরস্ক, চীন, ইত্যাদি দেশকে পদানত করার ও ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেয়ার লড়াই **হিংস্রতর** হতে থাকে। ফিনান্স-পুঁজি ও সাম্রাজ্যবাদের কালপর্বে অর্থনৈতিক তত্ত্ব এই সত্যটিই প্রকাশ করে দিচ্ছে। বাস্তব ঘটনাবলীও ফাঁস করে দিচ্ছে এই সত্যই। কাউট্‌স্কি কিন্তু সবকিছুকে গতানুগতিক পেটি-বুর্জোয়া 'নীতিকথা'য় পরিণত করে ছাড়েন: তুরস্কের ভাগ-বাঁটোয়ারা কিংবা ভারত দখল করা নিয়ে যুদ্ধে নেমে পড়া তো দূরের কথা, উত্তেজিত হওয়াও অপ্রয়োজনীয়, কারণ, যাই ঘটুক না কেন, 'দীর্ঘদিনের জন্য ওইসব দেশকে করায়ত্ত করে রাখা সম্ভব হবে না', তাছাড়া পুঁজিবাদকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিকশিত করে তোলাই অপেক্ষাকৃত ভাল পন্থা... এর চেয়েও ভাল ব্যবস্থা অবশ্যই পুঁজিবাদকে বিকশিত করে তোলা ও সঙ্গে সঙ্গে বেতনবৃদ্ধি ঘটিয়ে অভ্যন্তরীণ বাজারের বিস্তারসাধন: এ তো রীতিমতো 'কল্পনাসাধ্য' এবং পুঁজিলগ্নিকারীদের কাছে এইভাবে কাকুতি-মিনতি করা গির্জার পাদ্রির পক্ষে অত্যন্ত উপযুক্ত কাজ... ভালমানুষ কাউট্‌স্কি জার্মান পুঁজিলগ্নিকারীদের মন ভিজিয়ে এই ব্যাপারে রাজি করিয়ে ফেলতে একরকম প্রায় সফলই হয়েছেন যে উপনিবেশগুলোর জন্য ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাটা প্রয়োজনীয়

নয়, কেননা যাই ঘটুক না কেন ওই উপনিবেশগুলো শীঘ্রই স্বাধীন হতে চলেছে!..

১৮৭২ থেকে ১৯১২ সালের মধ্যে ব্রিটেন থেকে মিসরে রপ্তানি ও সেদেশ থেকে ব্রিটেনে আমদানির পরিমাণ ব্রিটেনের আমদানি-রপ্তানির সর্বাঙ্গীণ বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে চলে নি। এ থেকে 'মার্কসবাদী' কাউট্স্কি নিম্নোক্ত নীতিকথায় উপনীত হয়েছেন: 'একথা আমাদের মনে করার কোন কারণ নেই যে মিসরের সঙ্গে ব্রিটিশ বাণিজ্য সামরিক দখলদারি বাদ দিয়ে নিছক অর্থনৈতিক উপাদানগুলির প্রভাবে কোন অংশে কম বিকশিত হোত' (পৃঃ ৭২)। 'বিস্তারসাধনে পুঁজির আগ্রহকে' **'সবচেয়ে ভালভাবে** কার্যকর করে তোলা যায় সাম্রাজ্যবাদের সহিংস পদ্ধতির প্রয়োগে নয়, **শান্তিপূর্ণ গণতন্ত্রের** সাহায্যেই' (৭০ পৃঃ)।

কী অসামান্য গুরুত্বপূর্ণ, বিজ্ঞানসম্মত ও 'মার্কসবাদী' বিশ্লেষণ! যুক্তিবুদ্ধিহীন ইতিহাসকে চমৎকার 'শোধন' করে নিয়েছেন কাউট্স্কি। তিনি 'প্রমাণ' করে দিয়েছেন যে ব্রিটিশের পক্ষে ফরাসিদের কাছ থেকে মিসর কেড়ে নেয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না, জার্মান পুঁজিলগ্নিকারীদের পক্ষেও একেবারেই প্রয়োজন ছিল না মিসর থেকে ব্রিটিশকে তাড়ানোর জন্য যুদ্ধ শুরু করা, তুরস্ক অভিযানের সংগঠন ও অন্যান্য উপায় অবলম্বনের! এই সবকিছুই ভুল বোঝাবুঝির ফল ছাড়া আর কিছু না — কথাটা ব্রিটিশ পক্ষের মনে উদয় হয় নি যে মিসরে বলপ্রয়োগের পদ্ধতি পরিহার করে 'শান্তিপূর্ণ গণতন্ত্র' অবলম্বন করাই ছিল 'শ্রেষ্ঠ' পন্থা (**কাউট্স্কি প্রদর্শিত পন্থায়** পুঁজিরপ্তানি বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে!)।

'অবাধ বাণিজ্যের বুর্জোয়া প্রবক্তারা (১৩) যে মনে করতেন পুঁজিবাদের সৃষ্ট অর্থনৈতিক অন্তর্বিরোধকে অবাধ বাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে ধুয়েমুছে সাফ করে দেবে তা অবশ্যই ছিল তাঁদের মিথ্যা মোহের ফল। না অবাধ বাণিজ্য, না গণতন্ত্র, কোন কিছুই এই বিরোধকে দূর করতে সক্ষম নয়। এই সমস্ত বিরোধ দূরীকরণে একটা সংগ্রাম শুরু করায় আমরা সর্বপ্রকারে আগ্রহী। তবে সেই সংগ্রাম শুরু করতে হবে এমন সব ধরনে যা শ্রমজীবীদের উপর সবচেয়ে কম পরিমাণে দুঃখকষ্ট ও ত্যাগস্বীকারের বোঝা চাপাবে' (৭৩ পৃঃ)...

ঈশ্বর আমাদের সহায় হোন, ঈশ্বর আমাদের করুণা করুন! লাসাল প্রায়ই প্রশ্ন করতেন, 'পণ্ডিতমূর্খ ব্যক্তিটি কী বস্তু?' আর তারপর সুখ্যাত কবির এই সুপরিচিত কথা ক'টি উদ্ধৃত করে নিজেই এর জবাব দিতেন: 'পণ্ডিতমূর্খ ব্যক্তি হল এমন একটি পদার্থ যা থেকে আর সবকিছু

ধ্বংস হয়ে গেছে, রয়েছে কেবল ভয় আর এই আশা যে ঈশ্বর তাকে করুণা করবেন' (১৪)।

মার্কসবাদকে কাউট্স্কি নামিয়ে এনেছেন তুলনাহীন গণিকাবৃত্তির স্তরে আর নিজে বনে গেছেন সত্যিকার গির্জার পাদ্রি। এই পাদ্রিসাহেবটি শান্তিপূর্ণ গণতন্ত্রের পথ গ্রহণে পুঁজিপতিদের **রাজি করাতে চেষ্টা করছেন** — আর এরই নাম দিয়েছেন তিনি দ্বন্দ্বতত্ত্ব। তাঁর যুক্তিটা হল এই রকম: যদি গোড়ার দিকে অবাধ বাণিজ্য থেকে থাকে, আর তারপর এসে থাকে একচেটিয়া পুঁজি আর সাম্রাজ্যবাদ, তাহলে তারপর 'অতিসাম্রাজ্যবাদী' যুগই বা আসবে না কেন এবং তার পিছু পিছু আবার সেই অবাধ বাণিজ্য? এই 'অতিসাম্রাজ্যবাদ' কী সুখ-সৌভাগ্য বয়ে আনবে তারই মনোহারী ছবি এঁকে নিপীড়িত জনসাধারণকে **সান্ত্বনা দিচ্ছেন** পাদ্রিসাহেব, যদিও এই যুগ 'অর্জন করা' কোনদিন সম্ভব হবে কিনা স্পষ্ট করে তা বলার মতো বুকের পাটাটুকু পর্যন্ত তাঁর নেই! ধর্মের আশ্রয়ে মানুষ সান্ত্বনা পায় এই যুক্তিতে যারা একদা ধর্মকে সমর্থন করেছিল তাদের জবাবে ফয়েরবাখ যখন সান্ত্বনা দেয়ার প্রতিক্রিয়াশীল তাৎপর্যের দিকে আঙুল দেখিয়েছিলেন তখন তিনি ঠিক কাজই করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন: দাসত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে উদ্বুদ্ধ না করে তার পরিবর্তে যে-ব্যক্তি ক্রীতদাসকে সান্ত্বনা দেয়, দাসমালিককেই সাহায্য করে সে।

...সকল উৎপীড়ক শ্রেণীর পক্ষে তাদের শাসনব্যবস্থা রক্ষার জন্য দুটো সামাজিক কাজের সাহায্য দরকার: একটা জল্লাদের কর্ম, আরেকটা পুরোহিতের। নিপীড়িত মানুষের প্রতিবাদ আর ক্রোধকে দমনের জন্য দরকার জল্লাদের; আর পুরোহিতের দরকার নিপীড়িতকে সান্ত্বনা দেয়ার উদ্দেশ্যে, দুঃখকষ্ট আর ত্যাগস্বীকার শেষ হওয়ার দিন আগত ওই বলে তাদের বোঝানোর জন্য (সেই বিশেষ দিনটি যে আসবেই, এই ভবিষ্যৎ-সম্ভাবনা যে 'অর্জিত' হবেই সে-সম্পর্কে নিশ্চয়তা না দিয়ে এই ধরনের কথা বলা বিশেষভাবেই সোজা...), আর সেইসঙ্গে শ্রেণীশাসন অব্যাহত রাখা এবং এইভাবে নিপীড়িতকে দিয়ে শ্রেণীশাসন মানিয়ে নিয়ে বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতা অবলম্বনের পথ থেকে তাদের সরিয়ে আনা, তাদের বৈপ্লবিক মনোভাবে ভাঁটা পড়িয়ে দেয়া এবং বৈপ্লবিক দৃঢ়-সংকল্প নষ্ট করে দেয়ার জন্য। মার্কসবাদকে কাউট্স্কি পরিণত করেছেন একটা অত্যন্ত কুৎসিত, মূঢ় প্রতিবিপ্লবী তত্ত্বে, একটা জঘন্য ধর্মীয় তত্ত্বকথায়।

১৯০৯ সালে 'ক্ষমতা লাভের পথে' পুস্তিকায় পুঁজিবাদের অভ্যন্তরে

নানাজাতীয় বিরোধের তীব্রতাবৃদ্ধির সর্বস্বীকৃত ও অখণ্ডনীয় মতটি, যুদ্ধ ও বিপ্লবে ভরা আসন্ন কালপর্বটি এবং একটি নতুন 'বৈপ্লবিক কালপর্ব' সংক্রান্ত ধারণাকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন কাউটস্কি। তিনি বলেছিলেন, 'অকাল' বিপ্লব বলে কিছু থাকতে পারে না এবং যে-কোন অভ্যুত্থানে জয়লাভের সম্ভাবনার উপর আস্থা রাখতে অস্বীকার করাকে অভিহিত করেছিলেন 'আমাদের লক্ষ্যের প্রতি প্রত্যক্ষ বিশ্বাসঘাতকতা' বলে, যদিও সংগ্রাম শুরু হওয়ার আগে সম্ভাব্য পরাজয়কে অস্বীকার করা চলে না।

যুদ্ধ শুরু হয়েছে। ওই পরস্পর-বিরোধগুলি **আরও বেশি** তীব্র হয়ে উঠেছে। জনগণের দুঃখযন্ত্রণা ধারণ করেছে ভয়াবহ আকার। এই যুদ্ধের শেষ কোথায় তা চোখে পড়ছে না, বরং সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ছে ক্রমশ বেশি বেশি। আর কাউটস্কি লিখে চলেছেন পুস্তিকার পর পুস্তিকা, আর সুবোধ বালকের মতো সেন্সরশিপের হুকুমের বশ্য হয়ে জমিজায়গা নিয়ে কাড়াকাড়ি, যুদ্ধের বীভৎসতা, যুদ্ধের ঠিকাদারদের মুনাফাখোরীর কেলেঙ্কারি, জীবনধারণের উচ্চব্যয় এবং যুদ্ধোপকরণ উৎপাদনের কারখানাগুলোতে জরুরিকালীন প্রয়োজনে নিযুক্ত শ্রমিকদের সত্যিকার দাসত্বের মতো ব্যাপারগুলির উল্লেখ থেকে বিরত থাকছেন। এর পরিবর্তে প্রলেতারিয়েতকে তিনি শুনিয়ে বলেছেন সান্ত্বনার ললিত বাণী। এই কাজ করছেন তিনি এককালের সেইসব যুদ্ধের উদাহরণ দেখিয়ে যে-যুদ্ধগুলোয় বুর্জোয়া শ্রেণীর ভূমিকা ছিল বৈপ্লবিক ও প্রগতিশীল, যেসব যুদ্ধের ক্ষেত্রে 'মার্কস স্বয়ং' কোন-না-কোন বুর্জোয়া শ্রেণীর বিজয় কামনা করেছিলেন; প্রলেতারিয়েতকে তিনি সান্ত্বনা দিচ্ছেন কলমের পর কলম নানাবিধ সংখ্যার উদ্ধৃতি দিয়ে — যার মধ্যে দিয়ে প্রমাণ করতে চাইছেন তিনি যে উপনিবেশ দখল ও লুণ্ঠন না করেও, যুদ্ধ এবং অস্ত্রসজ্জার তোড়জোড় না চালিয়েও পুঁজিবাদের অস্তিত্বরক্ষা 'সম্ভবপর', প্রমাণ করতে চাইছেন যে 'শান্তিপূর্ণ গণতন্ত্রই' কাম্য। জনসাধারণের দুঃখকষ্ট যে ক্রমশই তীব্রতর হয়ে উঠছে এবং আমাদের চোখের সামনে যে একটা বৈপ্লবিক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটছে তাকে অস্বীকার করতে সাহস না পেয়ে (অবশ্য এ নিয়ে কথা বলাটা উচিত না! কারণ, এসবের উল্লেখ সেন্সরের আইনে নিষিদ্ধ!) কাউটস্কি বুর্জোয়া শ্রেণী ও সুবিধাবাদীদের গোলামি স্বীকার করে নিয়ে একটা নতুন পর্যায়ে সংগ্রামের নানা ধরনের 'সম্ভাবনার' বর্ণনা দিচ্ছেন, যে-নতুন পর্যায়ে নাকি 'কম দুঃখকষ্ট ও ত্যাগস্বীকারের' প্রয়োজন পড়বে (অবশ্য তিনি মোটেই **গ্যারাণ্টি দিচ্ছেন**

না যে ওই **সম্ভাবনার** সাফল্য 'অর্জন' **সম্ভব**)... ফ্রান্ট্স মেরিং ও রোজা লুক্সেম্‌বুর্গ ঠিক এই কারণেই যখন কাউট্‌স্কিকে অভিহিত করেছিলেন রাস্তার বেশ্যা (Mädchen für alle) বলে তখন তাঁরা সঠিক কাজই করেছিলেন।

...কাউট্‌স্কি তাঁর বিরোধীদের, অর্থাৎ বামপন্থীদের, পরাস্ত করার চেষ্টা করছেন তাঁদের উপর এই আবোলতাবোল ধারণাটা আরোপ করে যে তাঁদের মতে নাকি 'জনসাধারণের' কর্তব্য যুদ্ধের 'পাল্‌টা জবাব' হিসেবে 'চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই' বিপ্লব সংঘটিত করা এবং সাম্রাজ্যবাদের প্রতিপক্ষে 'সমাজতন্ত্রের' প্রবর্তনা, এটা না করলে নাকি 'জনসাধারণের' 'মেরুদণ্ডহীনতা ও বিশ্বাসঘাতকতাই' প্রমাণিত হয়ে যাবে। কিন্তু এ তো একেবারেই অর্থহীন আবোলতাবোল বকুনি; এই পর্যন্ত বুর্জোয়া ও পুলিশের পুস্তিকাগুলোর নিরক্ষর ভাড়াটে-লিখিয়েরাই এই ধরনের যুক্তি ব্যবহার করত বিপ্লবীদের 'পরাস্ত' করার উদ্দেশ্যে, আর এখন কাউট্‌স্কি স্বয়ং এই সব চোতা কাগজ আমাদের মুখের সামনে নাড়ছেন। কাউট্‌স্কির বামপন্থী বিরোধীরা কিন্তু খুব ভাল করেই জানেন যে বিপ্লবকে 'তৈরি করা' যায় না, তাঁরা জানেন বিপ্লব **বিকশিত হয়ে ওঠে** বিষয়মুখ পদ্ধতিতে (অর্থাৎ, পার্টি ও শ্রেণীসমূহের ইচ্ছা নির্বিশেষে) পেকে ওঠা সংকট আর ইতিহাসের মোড় নেয়া থেকে, তাঁরা আরও জানেন সংগঠন ছাড়া জনগণের মনোবলের সম্মিলিত রূপ বাস্তবে পরিস্ফুট হয় না, এবং কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রের শক্তিশালী সন্ত্রাসবাদী সামরিক সংগঠনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা কঠিন ও দীর্ঘস্থায়ী একটা প্রক্রিয়া। নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে জনগণ চূড়ান্ত মুহূর্তটিতে কিছুই করতে **পারল না,** অথচ 'মুষ্টিমেয়' ওই নেতৃবৃন্দ তখন ছিলেন কিন্তু **চমৎকার অবস্থানে,** তাঁরা দায়িত্ববদ্ধ ছিলেন যুদ্ধের ঋণপত্র ছাড়ার বিরুদ্ধে ভোট দিতে, 'শ্রেণীশান্তি' ও যুদ্ধের পক্ষ সমর্থনের প্রতিপক্ষে দাঁড়াতে, তাঁদের **নিজেদের** গভর্নমেন্টগুলোর যাতে পরাজয় ঘটে তার সপক্ষে মত প্রকাশ করতে, ট্রেঞ্চের মধ্যে পরস্পর-যুধ্যমান সৈনিকদের ভিতর সখ্য গড়ে তোলার সপক্ষে ব্যাপক প্রচার চালানোর উদ্দেশ্যে একটা আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা সংগঠিত করতে, বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতা শুরু করার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে বেআইনী সাহিত্যের* প্রকাশনা সংগঠিত করতে, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

---

* প্রসঙ্গত বলা যায়, শ্রেণীবিদ্বেষ ও শ্রেণী-সংগ্রাম নিয়ে লেখার ব্যাপারে সরকারি নিষেধাজ্ঞার জবাবে **সব ক'টি** সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পত্রিকা বন্ধ করে দেয়ার

কাউট্স্কি খুব ভাল করেই জানেন যে জার্মান 'বামপন্থীরা' মনে মনে যা ভাবছেন তা হল ঠিক এই কিংবা অনেকটা **একই ধরনের** কর্মতৎপরতা অবলম্বনের কথা, কেবল সামরিক সেন্সর-ব্যবস্থা বলবৎ থাকার জন্য তাঁরা এই সমস্ত কথা **সরাসরি** ও খোলাখুলি লিখতে পারছেন না। যে-কোন মূল্যে সুবিধাবাদীদের সমর্থন করে যাওয়ার ইচ্ছা কাউট্স্কিকে তুলনাহীন অসৎ আচরণের পথে টেনে নামিয়েছে: সামরিক সেন্সর-ব্যবস্থার পক্ষপুটে আশ্রয় নিয়ে তিনি বামপন্থীদের ঘাড়ে স্পষ্টতই অযৌক্তিক ও অবাস্তব কথাবার্তার দায়িত্ব চাপাচ্ছেন একমাত্র এই ভরসায় যে ওই সেন্সরশিপই মুখোশ খুলার হাত থেকে তাঁকে বাঁচাবে।

৯

সংক্ষেপে বলছি।

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অবসান প্রকটতমভাবে ব্যক্ত হয়েছে — ইউরোপের সরকারি সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টিগুলির অধিকাংশের তরফে তাদের মূল প্রত্যয়গুলির এবং স্টুট্গার্ট ও বাসেলে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবসমূহের প্রতি নিদারুণ বিশ্বাসঘাতকতার মধ্যে দিয়ে। সুবিধাবাদের নিরঙ্কুশ বিজয়ের, সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টিগুলির জাতীয়-উদারনৈতিক শ্রমিক পার্টিতে রূপান্তরের তাৎপর্যের দ্যোতক এই ধসে পড়ার ব্যাপারটা অবশ্য দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সমগ্র ঐতিহাসিক যুগের — উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের সূচনার কালপর্বের নিছক ফলাফলমাত্র। পশ্চিম

কোন দরকার ছিল না। *Vorwärts* (১৫) পত্রিকার মতো উপরোক্ত ব্যাপারগুলি নিয়ে কিছু না লিখতে রাজি হয়ে যাওয়াটা অবশ্য নীচতা ও কাপুরুষতার পরিচায়ক হত। এই কাজ করার ফলে *Vorwärts*-এর **রাজনৈতিক** মৃত্যু ঘটেছিল, আর এ-কথাটা বলে ল. মার্তভ ঠিক কাজই করেছিলেন। অবশ্য আইনসঙ্গতভাবে পত্রিকাগুলিকে বাঁচিয়ে রাখাও সম্ভব হোত যদি পত্রিকাগুলি ঘোষণা করত যে তারা কোন পার্টির মুখপত্র নয় এবং **সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটপন্থী** পত্রিকাও **নয়,** তারা শুধু শ্রমিকদের একাংশের পেশা-সংক্রান্ত প্রয়োজন মেটানর কাগজ, অর্থাৎ **অরাজনৈতিক** পত্রিকা। একদিকে, যুদ্ধের যথার্থ **মূল্যায়নসমন্বিত** বে-আইনীভাবে প্রকাশিত গোপন সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক সাহিত্য, অপরদিকে, উপরোক্ত **মূল্যায়ন বাদ দিয়েই** আইনসঙ্গতভাবে প্রকাশিত শ্রমিক শ্রেণীর সাহিত্য (যে-সাহিত্য যা সত্যি নয় তা বলে না, তবে সত্যি কথাটা ফাঁস না করে দিয়ে চুপচাপ থাকে) — একই সঙ্গে এই দুই ধরনের সাহিত্যের প্রকাশ সম্ভব হোত না কেন?

ইউরোপীয় বুর্জোয়া ও জাতীয় বিপ্লবগুলির সমাপ্তি থেকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবসমূহের সূচনায় উত্তরণের সেই যুগসন্ধিকালের বিষয়মুখ পরিবেশই একদা জন্ম দিয়েছিল আর লালন করেছিল সুবিধাবাদকে। উপরোক্ত ওই কালপর্বে কিছু কিছু ইউরোপীয় দেশে শ্রমিক ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের অভ্যন্তরে বিভেদ আমরা ঘটতে দেখি। ওইসব দেশে এই ফাটলটা ধরেছিল প্রধানত সুবিধাবাদের নীতিবরাবর (যেমন, ব্রিটেন, ইতালি, হল্যান্ড, বুলগেরিয়া ও রাশিয়ায়); অন্য কিছু দেশে আবার দেখি ওই একই নীতিবরাবর একাধিক ধারার মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী ও কঠিন একটা সংগ্রাম চলতে (যেমন, জার্মানি, ফ্রান্স, বেলজিয়ম, সুইডেন ও সুইজারল্যান্ডে)। আর এখন, মহাযুদ্ধের ফলে সৃষ্ট সংকট সকল আবরণের আড়াল টেনে ছিঁড়ে ফেলেছে, সকল প্রচলিত রীতিকে দিয়েছে ঝেঁটিয়ে উড়িয়ে, বহুদিন থেকেই পেকে উঠা এক বিস্ফোটককে কেটে ফেলেছে এবং সুবিধাবাদ যে বুর্জোয়া শ্রেণীর মিত্র হিসেবে তার সত্যিকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে তা ফাঁস করেছে। সংগঠনগতভাবে শ্রমিক শ্রেণীর পার্টিগুলি থেকে উপরোক্ত ধারাটিকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা এখন অবশ্যকর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের এই যুগ একটি অখন্ড পার্টির ভিতরে বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের প্রাগ্রসর অংশ এবং শ্রমিক শ্রেণীর সেই আধা-পেটিবুর্জোয়া অভিজাত অংশ, যে-অংশ তাদের 'নিজেদের' জাতির 'বৃহৎ শক্তিসুলভ' মর্যাদাপ্রসূত বিশেষ সুযোগসুবিধার টুকরোটাকরা উপভোগ করে থাকে, তাদের সহাবস্থান বরদাস্ত করতে পারে না। কোনোরকম 'চরমপন্থার' ধারকাছ দিয়ে যায় না এমন একটি অখন্ড পার্টিতে সুবিধাবাদ হল একটি রঙের পোঁচের 'রীতিসম্মত রকমফের' মাত্র — এই পুরনো তত্ত্ব এখন শ্রমিকদের বিরুদ্ধে এক প্রকান্ড ধাপ্পাবাজি এবং শ্রমিক আন্দোলনে এক প্রচন্ড বাধা হয়ে উঠেছে। শ্রমজীবী জনসাধারণকে মুহূর্তে বিমুখ করে তোলে যে-অপ্রচ্ছন্ন সুবিধাবাদ তা অতটা ভয়াবহ ও ক্ষতিকর নয়, যতটা সর্বনাশা হল নিরাপদ মধ্যপন্থার প্রবক্তা এই আলোচ্য তত্ত্ব — যা কিনা সুবিধাবাদী বাস্তব কাজকর্মকে মার্কসবাদী বাঁধাবুলি আউড়ে ন্যায়সঙ্গত বলে প্রতিপন্ন করে এবং বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতা গ্রহণ অকালোচিত, ইত্যাদি তত্ত্ব প্রমাণের চেষ্টা করে একগাদা মেকি যুক্তির অবতারণা করে। এই তত্ত্বের সবচেয়ে বিশিষ্ট প্রবক্তা এবং সেইসঙ্গে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতৃস্থানীয় কর্তাব্যক্তি কাউট্স্কি নিজেকে প্রমাণ করেছেন একজন পুরোদস্তুর ভন্ড এবং মার্কসবাদকে বেশ্যাবৃত্তির স্তরে নামানোর কায়দায় রীতিমতো দক্ষ ব্যক্তি

হিসেবে। দশ লক্ষ সদস্যবিশিষ্ট জার্মান পার্টির সদস্যদের মধ্যে যারা কিছুমাত্র সৎ, শ্রেণীসচেতন ও বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন তারা সবাই ক্রোধে, ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এই 'বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত' থেকে, আর তাঁকে মহা-উৎসাহে সমর্থন করে চলেছে জিউডেকুম আর শাইডেমানরা।

প্রলেতারীয় জনগণ (সম্ভবত এদের প্রাক্তন নেতৃবৃন্দের দশভাগের প্রায় ন-ভাগই বুর্জোয়াদের সপক্ষে চলে গেছে) জাতিদম্ভের জলোচ্ছ্বাস এবং সামরিক আইন ও যুদ্ধকালীন সেন্সরশিপের চাপে পিষ্ট হয়ে দেখছে তারা নিজেরা ছত্রভঙ্গ ও অসহায়। তবু, ক্রমশ প্রসারমান ও বিকাশমান যুদ্ধসৃষ্ট বিষয়মুখ বৈপ্লবিক পরিস্থিতি অবশ্যম্ভাবীরূপে বৈপ্লবিক মনোভঙ্গির জন্ম দিচ্ছে। সকল শ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে শ্রেণীসচেতন প্রলেতারিয়ানকে ওই বৈপ্লবিক পরিস্থিতি শিক্ষিত করে তুলছে, গড়ে পিঠে নিচ্ছে শক্তসমর্থ করে। জনসাধারণের মনমেজাজে একটা হঠাৎ পরিবর্তন ঘটে যাওয়া শুধুমাত্র সম্ভবই নয়, ক্রমশ বেশি বেশি বাস্তব হয়েও উঠছে। এটা সেই ধরনের পরিবর্তন যেরকম পরিবর্তন রাশিয়ায় ১৯০৫ সালে গাপোনপন্থার (১৬) সময় ঘটেছিল — যখন কয়েক মাস এবং কখনও কয়েক সপ্তাহের মধ্যে পশ্চাৎপদ প্রলেতারীয় জনতার মধ্যে থেকে উদ্ভব ঘটেছিল এমন লক্ষ লক্ষ সৈনিকের যারা প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী প্রাগ্রসর বাহিনীকে অনুসরণ করেছিল। এই যুদ্ধের অব্যবহিত পরে অথবা এর মধ্যে একটি শক্তিশালী বৈপ্লবিক আন্দোলন যে বিকশিত হয়ে উঠবেই তা আমরা বলতে পারি না। তবে যা-ই ঘটুক না কেন এই উদ্দেশ্যে কাজ করে যাওয়াটাই **একমাত্র** সমাজতান্ত্রিক কাজ নামের যোগ্য হবে। গৃহযুদ্ধের রণধ্বনি হল এমন একটি আহ্বান যা আলোচ্য কাজের সামান্যীকরণ এবং পরিচালন করে, তাদের ঐক্যবদ্ধ ও সংহত হয়ে উঠতে সাহায্য করে যারা চায় নিজ নিজ দেশের গভর্নমেণ্ট ও নিজ নিজ দেশের বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের বৈপ্লবিক সংগ্রামে কাজে সাহায্য করতে।

রাশিয়ায় শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের সমগ্র ইতিহাসই পেটি-বুর্জোয়া সুবিধাবাদী ব্যক্তিবিশেষদের থেকে বিপ্লবী সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক প্রলেতারীয় জনতার সম্পূর্ণ পৃথকীকরণের পথ প্রস্তুত করেছে। যারা এই ইতিহাসকে অস্বীকার করে এবং 'দলাদলির' বিরুদ্ধে আপ্তবাক্য আওড়ায়, রাশিয়ায় প্রলেতারীয় পার্টি গঠনের সত্যিকার প্রক্রিয়াটিই বুঝতে তারা অসমর্থ হয়ে পড়ে এবং সুবিধাবাদের নানা জাতীয় রকমফেরের বিরুদ্ধে বহুবছরস্থায়ী সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে উপরোক্ত প্রলেতারীয় পার্টি গঠনের

আন্দোলনকে ওইসব ব্যক্তি যতদূর সম্ভব ক্ষতিগ্রস্ত করে থাকে। বর্তমান যুদ্ধে যে-সমস্ত 'বৃহৎ' শক্তি জড়িত তাদের মধ্যে রাশিয়াই একমাত্র দেশ যার সম্প্রতি একটা বিপ্লবের অভিজ্ঞতা ঘটেছে। এই বিপ্লবের বুর্জোয়া আধেয় (যে-বিপ্লবে তৎসত্ত্বেও প্রলেতারিয়েত একটা নির্ধারক ভূমিকা পালন করেছে) শ্রমিক আন্দোলনে বুর্জোয়া ও প্রলেতারীয় ধারা দুটির মধ্যে একটা ভাঙন সৃষ্টি না করে পারে নি। আনুমানিক যে বিশ বছর ধরে (১৮৯৪ থেকে ১৯১৪ সাল) রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি শ্রমিক শ্রেণীর গণ-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সংগঠন হিসেবে অস্তিত্ব বজায় রেখেছে (১৮৮৩ থেকে ১৮৯৪ সালের মতো শুধুমাত্র মতাদর্শগত একটি ধারা হিসেবেই নয়), তার মধ্যেও একদা প্রলেতারীয় বৈপ্লবিক ধারা ও পেটি-বুর্জোয়া সুবিধাবাদী ধারার মধ্যে সংগ্রাম চলেছিল। ১৮৯৪-১৯০২ সালের 'অর্থনীতিবাদ' (১৭) ছিল নিঃসন্দেহে এই শেষোক্ত ধারারই একটি রকমফের। এই ধারার কয়েকটি যুক্তি ও তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য — যথা, মার্কসবাদের 'স্ত্রুভেপন্থী' বিকৃতিসাধন, সুবিধাবাদকে যুক্তিগ্রাহ্য করে তোলার চেষ্টায় ঘনঘন 'জনসাধারণের দোহাই পাড়া, ইত্যাকার সব ব্যাপার — কাউট্স্কি, কুনভ, প্লেখানভ, ইত্যাদির বর্তমান স্থূল মার্কসবাদের সঙ্গে লক্ষণীয় সাদৃশ্যের জন্য তুলনীয়। আজকের দিনের কাউট্স্কিদের তুলনা হিসেবে পুরনো দিনের 'রাবোচায়া মিস্ল' ও 'রাবোচেয়ে দিয়েলো' (১৮) নামের পত্রিকাগুলির কথা সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটদের বর্তমান প্রজন্মকে স্মরণ করিয়ে দেয়া খুবই লাভজনক কাজ হবে।

পরবর্তী পর্যায়ে (১৯০৩-১৯০৮ সালে) 'মেনশেভিকবাদ' (১৯) ছিল ওই 'অর্থনীতিবাদেরই' প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারী, তত্ত্বগত ও সাংগঠনিক উভয় দিক থেকেই। রুশ বিপ্লবের সময়ে মেনশেভিকবাদ এমন রণকৌশল অবলম্বন করেছিল, বিষয়মুখ দৃষ্টিতে যার অর্থ ছিল উদারনীতিক বুর্জোয়াদের উপর প্রলেতারিয়েতকে নির্ভরশীল করে তোলা এবং ওই ধারাটি ছিল তখন পেটি-বুর্জোয়া সুবিধাবাদী প্রবণতারই অভিব্যক্তি। পরবর্তী কালপর্বে (১৯০৮-১৪ সালের মধ্যে) মেনশেভিকবাদের প্রধান ধারাটি যখন লিকুইডেটরদের নীতির প্রবক্তা (২০) হয়ে দাঁড়াল তখন ওই ধারার শ্রেণীতাৎপর্য এতই প্রকট হয়ে উঠল যে মেনশেভিকবাদেরই সবসেরা প্রতিনিধিরা তখন অনবরত 'নাশা জারিয়া' (২১) গোষ্ঠীর নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে লাগলেন। আর এই শেষোক্ত গোষ্ঠীটিই — গত পাঁচ-ছয় বছর ধরে একমাত্র যে-গোষ্ঠী শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী মার্কসবাদী পার্টির **বিরোধী** হিসেবে জনসাধারণের মধ্যে নিয়মিত কাজকর্ম চালিয়ে এসেছে,

তারাই — ১৯১৪-১৫ সালের যুদ্ধে **জাতিদম্ভী-সমাজবাদী** হিসেবে প্রমাণিত হয়ে গেছে! আর এটা ঘটেছে সেই দেশে যেখানে আজও একচ্ছত্র স্বৈরতন্ত্র বর্তমান, যেখানে বুর্জোয়া বিপ্লব পুরোপুরি নিষ্পন্ন হতে ঢের বাকি এবং যেদেশে জনসংখ্যার তেতাল্লিশ শতাংশ পীড়ন করে চলেছে সংখ্যাগরিষ্ঠ অ-রুশ জাতিসমূহকে। সমাজবিকাশের যে-'ইউরোপীয়' ধাঁচের মধ্যে পেটি বুর্জোয়াদের কয়েকটি স্তর, বিশেষত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এবং অভিজাত শ্রমিকদের একটি নগণ্য অংশ, তাদের 'নিজ' জাতির 'বৃহৎ শক্তিসুলভ' বিশেষ সুযোগসুবিধায় ভাগ বসাতে সক্ষম — সেই ইউরোপীয় ধাঁচটির একটি রুশী সংস্করণও না হয়ে যাবে কোথায়।

রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণীকে ও শ্রমিকদের রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টিকে তাঁদের সমগ্র ইতিহাসই প্রস্তুত করে তুলেছে 'আন্তর্জাতিকতাবাদী' রণকৌশল গ্রহণের উপযোগী করে, অর্থাৎ, তাঁদের প্রস্তুত করেছে সেই রণকৌশল অবলম্বনে যা সত্যিকার বৈপ্লবিক এবং অবিচলভাবেই বৈপ্লবিক।

পুনশ্চ: এই প্রবন্ধটি যখন ছাপানর জন্য তৈরি হয়ে গেছে তখন দেখা গেল কাউট্স্কি, হাজে ও বার্নস্টাইন যুক্তভাবে একটি 'ঘোষণাপত্রে' স্বাক্ষর করে সংবাদপত্র মারফত তা প্রচার করেছেন। জনসাধারণ ক্রমশ বামপন্থার দিকে ঝুঁকছেন দেখে উপরোক্তরা এখন বামপন্থী ধারার সঙ্গে 'শান্তিস্থাপনে' প্রস্তুত — স্বভাবতই, জিউডেকুমদের সঙ্গে 'শান্তি' রক্ষা করার মূল্যের বিনিময়েই। বাস্তবিক, Mädchen für alle (রাস্তার বেশ্যা) আর কাকে বলে!

১৯১৫ সালের মে মাসের দ্বিতীয়ার্ধে ও জুন মাসের প্রথমার্ধে লিখিত

২৬ খণ্ড, ২১১-২২২, ২২৮-২৩৮ ২৪৬-২৪৭, ২৬২-২৬৫ পৃঃ

ইউরোপের যুক্তরাষ্ট্র স্লোগান প্রসঙ্গে

'সৎসিয়াল-দেমোক্রাৎ' পত্রিকার ৪০ নং সংখ্যায় আমরা জানিয়েছিলাম যে, 'ইউরোপের যুক্তরাষ্ট্র' স্লোগানটির **অর্থনৈতিক** দিকটা সংবাদপত্রে আলোচিত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের পার্টির (২২) বৈদেশিক বিভাগগুলির সম্মেলন সমস্যাটির আলোচনা মুলতুবী রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সম্মেলনে প্রশ্নটির ওপর যে-বিতর্ক চলে, সেটা ছিল একটা নির্ভেজাল রাজনৈতিক চরিত্রের। তার আংশিক কারণ বোধ হয় এই যে, কেন্দ্রীয় কমিটির ঘোষণাপত্রে স্লোগানটিকে সরাসরি রাজনৈতিক স্লোগান হিসেবে রূপ দেয়া হয় (তাতে বলা আছে 'আশু **রাজনৈতিক** স্লোগান...'), তাছাড়া প্রজাতান্ত্রিক ইউরোপের যুক্তরাষ্ট্রের কথাই শুধু তাতে তোলা হয় নি, বিশেষভাবে জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, 'জার্মান, অস্ট্রীয় ও রুশীয় রাজতন্ত্রের বিপ্লবী উচ্ছেদ ব্যতীত' স্লোগানটি অর্থহীন ও মিথ্যা।

এই স্লোগানটির রাজনৈতিক বিচারের **সীমার মধ্যে,** — যথা, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্লোগানটি তাতে অস্পষ্ট দুর্বল, ইত্যাদি হয়ে পড়ছে, এই দিক থেকে প্রশ্নটির এইরূপ উপস্থাপনে আপত্তি করা একান্তই ভুল। সত্য করে গণতন্ত্রমুখী কোন রাজনৈতিক পরিবর্তনে, রাজনৈতিক বিপ্লবে তো আরো বেশি করেই, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্লোগান কোন ক্ষেত্রে, কদাচ, কোন পরিস্থিতিতেই অস্পষ্ট ও দুর্বল হতে পারে না। বরং তার ফলেই এ বিপ্লব আরো সন্নিকটবর্তী হয়, তার ভিত্তি বাড়ে, সমাজতান্ত্রিক সংগ্রামের মধ্যে পেটি বুর্জোয়া ও আধা-প্রলেতারীয় জনগণের নতুন নতুন অংশ আকৃষ্ট হয়। পক্ষান্তরে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের গতিপথে রাজনৈতিক বিপ্লব অপরিহার্য — এ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে একটি একক ঘটনা বলে না

ধরে গণ্য করতে হবে বিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ঝাঁকুনির, তীক্ষ্ণতম শ্রেণী-সংগ্রাম, গৃহযুদ্ধ, বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লবের একটা যুগ হিসেবে।

মুখ্যস্থানীয় রুশ রাজতন্ত্র সমেত ইউরোপের তিনটি অতি-প্রতিক্রিয়াশীল রাজতন্ত্রের বিপ্লবী উচ্ছেদের শর্তসহ প্রজাতান্ত্রিক ইউরোপের যুক্তরাষ্ট্র স্লোগানটি রাজনৈতিক ধ্বনি হিসেবে একান্ত অখণ্ডনীয় হলেও কিন্তু তার অর্থনৈতিক সারার্থ ও তাৎপর্যের অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি থেকেই যায়। সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক অবস্থার দিক থেকে, অর্থাৎ পুঁজি রপ্তানি এবং 'অগ্রণী' ও 'সুসভ্য' ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির মধ্যে বিশ্বের বণ্টন — এই দিক থেকে পুঁজিবাদের আমলে ইউরোপের যুক্তরাষ্ট্র হয় অসম্ভব, নয় প্রতিক্রিয়াশীল।

পুঁজি এখন আন্তর্জাতিক ও একচেটিয়া হয়ে উঠেছে। বিশ্বের ভাগ-বাটোয়ারা হয়ে গেছে মুষ্টিমেয় বৃহৎ শক্তির মধ্যে, অর্থাৎ বৃহৎ লুণ্ঠন ও পরজাতি পীড়নে যারা সফল তাদের মধ্যে। ইউরোপের চারটি বৃহৎ শক্তি — ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া ও জার্মানির জনসংখ্যা ২৫ কোটি থেকে ৩০ কোটি এবং এলাকা প্রায় ৭০ লক্ষ বর্গ-কিলোমিটার, কিন্তু তাদের দখলে যে-উপনিবেশ আছে তার জনসংখ্যা **প্রায় অর্ধশত কোটি** (৪৯, ৪৫, ০০, ০০০) এবং এলাকা ৬, ৪৬, ০০, ০০০ বর্গ-কিলোমিটার, অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের প্রায় অর্ধেক (মেরু এলাকা বাদ দিলে ভূপৃষ্ঠ ১৩, ৩০, ০০, ০০০ বর্গ-কিলোমিটার)। এর সঙ্গে যোগ করুন তিনটি এশীয় রাষ্ট্র—চীন, তুরস্ক ও পারস্য, যাদের এখন 'মুক্তি' যুদ্ধ পরিচালক দস্যুরা — যথা, জাপান, রাশিয়া, ইংলণ্ড ও ফ্রান্স ছিঁড়ে খাচ্ছে। এই এশীয় যে তিনটি রাষ্ট্রকে বলা যেতে পারে আধা-উপনিবেশ (আসলে তারা ৯০ শতাংশ উপনিবেশ) তাদের জনসংখ্যা ৩৬ কোটি এবং এলাকা ১, ৪৫, ০০, ০০০ বর্গ-কিলোমিটার (সমগ্র ইউরোপের প্রায় দেড়গুণ)।

অপিচ, ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জার্মানি বিদেশে যে-পুঁজি লগ্নি করেছে তার পরিমাণ ৭ হাজার কোটি রুবলের কম নয়। এই ভাল অর্থ থেকে একটা 'ন্যায্য' মুনাফা অর্জনের, বাৎসরিক ৩০০ কোটি রুবলেরও বেশি আয়ের কাজটা করে দেয় কোটিপতিদের জাতীয় কমিটিগুলি, যার নাম সরকার, সৈন্য ও নৌবাহিনীতে যারা সজ্জিত এবং যেগুলি 'শ্রীযুত কোটিপতির' ভ্রাতা-পুত্রদের যারা উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশের বড়লাট, কন্সাল, রাষ্ট্রদূত, নানাবিধ রাজপুরুষ, যাজক ও অন্যান্য রক্তচোষারূপে অধিষ্ঠিত করে।

পুঁজিবাদের উচ্চতম বিকাশের যুগে দুনিয়ার প্রায় একশ' কোটি জনগণের ওপর মুষ্টিমেয় বৃহৎ শক্তির লুণ্ঠন এইভাবেই সংগঠিত। পুঁজিবাদের আওতায় এছাড়া অন্য কোন সংগঠন অসম্ভব। উপনিবেশ, 'প্রভাবাধীন এলাকা', পুঁজি রপ্তানি — এইসব ছেড়ে দেওয়া? সেটা ভাবার অর্থ নেমে যাওয়া এক পাদরি বাবাজীর স্তরে যে প্রতি রবিবার ধনীদের কাছে খ্রীস্টধর্মের মহিমা শোনায় এবং গরিবদের জন্য... বছরে কয়েক কোটি না হলেও, অন্তত কয়েক শ'রুবল দান করতে বলে।

পুঁজিবাদের আমলে ইউরোপের যুক্তরাষ্ট্র হল উপনিবেশ ভাগ-বাটোয়ারা করে নেবার চুক্তির সমতুল্য। কিন্তু পুঁজিবাদের আমলে শক্তি ছাড়া বাটোয়ারার অন্য কোন ভিত্তি, অন্য কোন নীতি নেই। কোন কোটিপতিই তার 'লগ্নিকৃত পুঁজির অনুপাতে' ছাড়া (তাও একটা ফাউ সহ, যাতে বৃহৎ পুঁজি পায় তার প্রাপ্যেরও বেশি) অন্য কোনভাবে কাউকে এক পুঁজিবাদী দেশের 'জাতীয় আয়ে' ভাগ দিতে পারে না। পুঁজিবাদ হল উৎপাদন-উপায়ের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা এবং উৎপাদনের নৈরাজ্য। এই ভিত্তির ওপর আয়ের 'ন্যায্য' বণ্টন প্রচার করা হল প্রুধোঁবাদ (২৩), নির্বোধ পেটি-বুর্জোয়াপনা ও কূপমণ্ডূকতা। বণ্টন হতে পারে না 'শক্তির অনুপাতে' ছাড়া। এবং শক্তির পরিবর্তন হয় অর্থনৈতিক বিকাশের গতিপথে। ১৮৭১-এর পর থেকে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের তুলনায় তিন-চারগুণ বেশি দ্রুতগতিতে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে জার্মানি, রাশিয়ার তুলনায় জাপান হয়েছে দশগুণ বেশি। যুদ্ধ ছাড়া পুঁজিবাদী দেশের সত্যিকার শক্তিপরীক্ষার কোন উপায় নেই, থাকতেও পারে না। যুদ্ধ ব্যক্তিগত মালিকানার মূল ভিত্তিগুলির পরিপন্থী নয়, বরং তাদেরই প্রত্যক্ষ ও অপরিহার্য পরিণতি। পুঁজিবাদের আওতায় একেকটা উদ্যোগ আর একেকটা রাষ্ট্রের সমমাত্রিক অর্থনৈতিক বিকাশ অসম্ভব। শিল্পে সংকট ও রাজনীতিতে যুদ্ধ ছাড়া পর্যায়িকভাবে বিঘ্নিত স্থিতিসাম্য পুনরুদ্ধারের অন্য কোন উপায় পুঁজিবাদে নেই।

অবশ্যই, পুঁজিপতিদের এবং শক্তিসমূহের মধ্যে **সাময়িক** মীমাংসা সম্ভব। এই অর্থে ইউরোপের যুক্তরাষ্ট্রও সম্ভব **ইউরোপের** পুঁজিপতিদের একটা মীমাংসা হিসেবে... কিন্তু কিসের জন্য সে মীমাংসা? কেবল সমবেতভাবে ইউরোপে সমাজতন্ত্র দমনের জন্য, সমবেতভাবে জাপান ও আমেরিকার **বিরুদ্ধে** লুণ্ঠিত উপনিবেশ রক্ষা করার জন্য — উপনিবেশের বর্তমান বাটোয়ারায় এই দুটি দেশ ভয়ানক বিক্ষুব্ধ এবং পশ্চাৎপদ,

রাজতন্ত্রী, জরাগ্রস্ত ইউরোপের তুলনায় এরা গত পঞ্চাশ বছরে অশেষ দ্রুততর গতিতে শক্তি সঞ্চয় করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় ইউরোপ সমগ্রভাবেই অর্থনৈতিক অচলাবস্থার পরিচায়ক। বর্তমান অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপরে, অর্থাৎ পুঁজিবাদের আওতায় ইউরোপের যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ হবে আমেরিকার দ্রুততর বিকাশ ব্যাহত করার জন্য প্রতিক্রিয়ার সংগঠন। গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের ব্যাপার যে-কালে শুধু ইউরোপের সঙ্গেই জড়িত ছিল সে-কাল আর ফিরবে না।

কমিউনিজমের পরিপূর্ণ জয়লাভের ফলে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সহ সর্ববিধ রাষ্ট্র নিঃশেষে লুপ্ত না হওয়া পর্যন্ত জাতিসমূহের যে-ঐক্য ও স্বাধীনতার রাষ্ট্রীয় সংগঠনকে আমরা সমাজতন্ত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করি সেই রাষ্ট্ররূপ হল বিশ্ব যুক্তরাষ্ট্র (শুধু ইউরোপের নয়)। তবে পৃথক একটা স্লোগান হিসেবে বিশ্ব যুক্তরাষ্ট্রের স্লোগান কিন্তু বড় একটা সঠিক হবে না; কেননা প্রথমত, তা সমাজতন্ত্রের সঙ্গে অচ্ছেদ্য; দ্বিতীয়ত, তা থেকে এই ভ্রান্ত অর্থ করা সম্ভব যে, একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয় অসম্ভব এবং অন্যান্য দেশের সঙ্গে সে-দেশের সম্পর্ক বিষয়েও তাতে ভুল বোঝায় অবকাশ থাকবে।

অসম অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশ হল পুঁজিবাদের এক অনপেক্ষ নিয়ম। এ থেকে দাঁড়ায় যে, প্রথমে কয়েকটি দেশে, এমনকি আলাদাভাবে একটিমাত্র পুঁজিবাদী দেশেও সমাজতন্ত্রের বিজয় সম্ভব। পুঁজিপতিদের উচ্ছেদ করে ও নিজস্ব সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সংগঠিত করে সে-দেশের বিজয়ী প্রলেতারিয়েত দাঁড়াবে অবশিষ্ট পুঁজিবাদী দুনিয়ার **বিরুদ্ধে,** নিজের দিকে আকর্ষণ করবে অন্যান্য দেশের নিপীড়িত শ্রেণীগুলিকে, সেইসব দেশে বিদ্রোহ জাগাবে পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে এবং প্রয়োজন দেখা দিলে শোষক শ্রেণী ও তাদের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসবে এমন কি সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে। বুর্জোয়াকে উচ্ছেদ করে প্রলেতারিয়েত যেখানে জয়লাভ করছে, সে-সমাজের রাজনৈতিক রূপ হবে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র; উক্ত জাতি বা জাতিসমূহের প্রলেতারীয় শক্তি তা ক্রমাগত কেন্দ্রীভূত করে তুলবে সেইসব রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, যারা তখনো সমাজতন্ত্রে উত্তীর্ণ হয় নি। নিপীড়িত শ্রেণী, প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব ছাড়া শ্রেণীসমূহের অবলুপ্তি অসম্ভব। পশ্চাৎপদ রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রগুলির ন্যূনাধিক দীর্ঘ ও একরোখা সংগ্রাম ছাড়া সমাজতন্ত্রে জাতিসমূহের অবাধ ঐক্য অসম্ভব।

এইসব কথা ভেবে রাশিয়ার সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির বৈদেশিক বিভাগগুলির সম্মেলনে এবং সম্মেলনের পরেও প্রশ্নটি নিয়ে বারম্বার বিতর্কের পরে কেন্দ্রীয় মুখপত্রের সম্পাদকমণ্ডলী এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে ইউরোপের যুক্তরাষ্ট্র স্লোগানটি ভুল।

৪৪ নং 'সৎসিয়াল-দেমোক্রাৎ', ২৬ খণ্ড, ৩৫১-৩৫৫ পৃঃ
২৩ আগস্ট, ১৯১৫

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার

থিসিস থেকে

১। সাম্রাজ্যবাদ, সমাজতন্ত্র ও নিপীড়িত জাতির মুক্তি

সাম্রাজ্যবাদ হল পুঁজিবাদ বিকাশের উচ্চতম পর্যায়। অগ্রসর দেশগুলিতে পুঁজি আসলে জাতীয় রাষ্ট্রের কাঠামো ছাড়িয়ে উঠেছে, প্রতিযোগিতার স্থলে বসিয়েছে একচেটিয়া, সমাজতন্ত্র রূপায়ণের সমস্ত বিষয়মুখ পূর্বশর্ত গড়ে দিয়েছে। সেইজন্যই পশ্চিম ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রধান কর্তব্যকর্ম দাঁড়িয়েছে পুঁজিবাদী সরকারগুলিকে চূর্ণ করার জন্য, বুর্জোয়াকে উচ্ছেদের জন্য প্রলেতারিয়েতের বৈপ্লবিক সংগ্রাম। সাম্রাজ্যবাদ সেরূপ সংগ্রামেই জনগণকে ঠেলে দিচ্ছে, বিপুলায়তনে তীক্ষ্ণ করে শ্রেণীবিরোধ, অর্থনৈতিক (ট্রাস্ট, মূল্যবৃদ্ধি) এবং রাজনৈতিক (সমরবাদের বৃদ্ধি, ঘন ঘন যুদ্ধ, প্রতিক্রিয়ার বাড়, জাতীয় পীড়ন ও ঔপনিবেশিক লুণ্ঠনের সংহতি ও প্রসার) উভয় দিক থেকেই জনগণের অবস্থার অবনতি ঘটাচ্ছে। বিজয়ী সমাজতন্ত্রকে অবশ্যই পরিপূর্ণ গণতন্ত্র কায়েম করতে হবে। সুতরাং জাতিসমূহের পরিপূর্ণ সমতা স্থাপনই শুধু নয়, কার্যকর করতে হবে নিপীড়িত জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার, অর্থাৎ অবাধ রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার অধিকার। বর্তমানে, তথা বিপ্লবের কালে, তথা তার বিজয়ের পর যেসব সমাজতান্ত্রিক পার্টি তাদের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ দিয়ে এর প্রমাণ দেবে না যে, তারা গোলাম জাতিদের মুক্ত করছে, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ছে স্বাধীন মিলনের ভিত্তিতে — এবং বিচ্ছিন্নতার স্বাধীনতা ছাড়া স্বাধীন মিলন মিথ্যা কথা — তারা সমাজতন্ত্রের প্রতি বেইমানি করবে।

বলাই বাহুল্য, গণতন্ত্রও হল রাষ্ট্রের একটা রূপ, রাষ্ট্র লোপ পেলে গণতন্ত্রও লোপ পাবে। কিন্তু সেটা ঘটবে কেবল চূড়ান্ত বিজয়ী ও কায়েমী সমাজতন্ত্র থেকে পরিপূর্ণ কমিউনিজমে উত্তরণের সময়।

২। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও গণতন্ত্রের সংগ্রাম

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শুধু একটা ঘটনা নয়, একটা ফ্রন্টের একটা লড়াই নয়, প্রখরীভূত শ্রেণী-সংগ্রামের পুরো একটা যুগ, সমস্ত ফ্রন্টে অর্থাৎ অর্থনীতি ও রাজনীতির সমস্ত প্রশ্নে দীর্ঘ এক সারি সংগ্রাম, যা সম্পূর্ণ হবে কেবল বুর্জোয়ার উচ্ছেদে। একথা ভাবলে সমূহ ভুল হবে যে, গণতন্ত্রের সংগ্রাম বুঝি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে প্রলেতারিয়েতকে বিচ্যুত করবে, সে বিপ্লবকে চাপা দেবে, ছায়াচ্ছন্ন করবে, ইত্যাদি। উল্টে বরং, পরিপূর্ণ গণতন্ত্র কার্যকর না করে যেমন বিজয়ী সমাজতন্ত্র অসম্ভব, তেমনি গণতন্ত্রের জন্য সর্বাঙ্গীন, সুসঙ্গত ও বৈপ্লবিক সংগ্রাম না চালিয়ে প্রলেতারিয়েতের পক্ষে বুর্জোয়ার ওপর বিজয়লাভের প্রস্তুতিও সম্ভব নয়।

সমান ভুল হবে যদি সাম্রাজ্যবাদের আমলে গণতান্ত্রিক কর্মসূচির একটি অনুচ্ছেদ, যথা জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অনুচ্ছেদটি বুঝি 'কার্যকর হবার নয়' বা 'অলীক' এই যুক্তিতে তা বাদ দেওয়া হয়। পুঁজিবাদের আওতায় জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার কার্যকর হবার নয়, এই উক্তিটি অনপেক্ষ অর্থনৈতিক দিক থেকে কিংবা আপেক্ষিক রাজনৈতিক অর্থে বোধগম্য।

প্রথম ক্ষেত্রে তা তত্ত্বগতভাবে আমূল ভ্রান্ত। প্রথমত, সেদিক থেকে দেখলে পুঁজিবাদের আমলে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, শ্রম-মুদ্রা (২৪) বা সংকট-বিলোপ, ইত্যাদিও অসম্ভব। **একইভাবে** জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণও কার্যকর করা যায় না, একথা একেবারেই ভুল। দ্বিতীয়ত, ১৯০৫ সালে সুইডেন থেকে নরওয়ে যে বিচ্ছিন্ন হয়, এই একটা দৃষ্টান্তই এদিক থেকে 'কার্যকর হবার নয়' যুক্তিটাকে খন্ডন করার পক্ষে যথেষ্ট। তৃতীয়ত, দৃষ্টান্তস্বরূপ, জার্মানি ও ইংলন্ডের মধ্যে রাজনৈতিক ও রণনৈতিক সম্পর্কানুপাতের অনতিবৃহৎ বদল ঘটলে যে আজ বা কাল পোলিশ, ভারতীয়, ইত্যাদি নব নব রাষ্ট্রগঠন পুরোপুরি 'কার্যকর হতে পারে', একথা অস্বীকার করা হাস্যকর। চতুর্থত, আত্মবিস্তারের আকাঙ্ক্ষায় ফিনান্স-পুঁজি যে-কোন, এমন কি 'স্বাধীন' দেশেরও মুক্ত গণতান্ত্রিক ও প্রজাতান্ত্রিক সরকার ও নির্বাচিত রাজপুরুষদের 'অবাধে' কিনে থাকে ও হাত করে। ফিনান্স-পুঁজির তথা সাধারণভাবে পুঁজির আধিপত্য রাজনৈতিক গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে **যে-কোন** পরিবর্তন ঘটিয়েই দূর করা যায় না; আর আত্মনিয়ন্ত্রণের সম্পর্ক পুরোপুরি ও একমাত্র এই ক্ষেত্রটি নিয়ে। কিন্তু ফিনান্স-পুঁজির এই

আধিপত্যে শ্রেণীপীড়ন ও শ্রেণী-সংগ্রামের আরো অবাধ, প্রসর ও পরিষ্কার **রূপ** হিসেবে রাজনৈতিক গণতন্ত্রের গুরুত্ব এতটুকু লোপ পায় না। তাই রাজনৈতিক গণতন্ত্রের অন্যতম একটি দাবি পুঁজিবাদের আমলে অর্থনৈতিক দিক থেকে 'কার্যকর হবার নয়' এই সমস্ত যুক্তিই তত্ত্বের দিক থেকে পুঁজিবাদ ও সাধারণভাবে রাজনৈতিক গণতন্ত্রের সাধারণ ও মূল সম্পর্কগুলির ভ্রান্ত নির্ণয়ে পর্যবসিত হয়।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রেও কথাটা অসম্পূর্ণ ও অযথার্থ। কেননা জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারটাই কেবল নয়, রাজনৈতিক গণতন্ত্রের **সমস্ত** মূল দাবিও সাম্রাজ্যবাদের আমলে 'কার্যকর হতে পারে' কেবল অপূর্ণ বিকৃত ও বিরল ব্যতিক্রম হিসেবে (যেমন ১৯০৫ সালে সুইডেন থেকে নরওয়ের বিচ্ছেদ)। সমস্ত বিপ্লবী সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট অবিলম্বে উপনিবেশগুলির স্বাধীনতার যে দাবি তোলে, সেটাও বিপ্লব-লহরী ছাড়া পুঁজিবাদের আমলে 'কার্যকর হবার নয়'। কিন্তু তা থেকে এটা দাঁড়ায় না যে, এই **সমস্ত** দাবির জন্যই অবিলম্ব ও কৃতসংকল্প সংগ্রাম সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাসি পরিহার করবে — সে পরিহারে বুর্জোয়া ও প্রতিক্রিয়ারই সুবিধা হবে — দাঁড়ায় ঠিক উলটো: দরকার এই সমস্ত দাবিকে সংস্কারবাদীর মতো নয়, বিপ্লবীর মতো সূত্রবদ্ধ ও চালু করা; বুর্জোয়া আইনসঙ্গতির কাঠামের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে নয়, তাকে ভেঙে; পার্লামেণ্টী বক্তৃতা ও মৌখিক প্রতিবাদে তুষ্ট থেকে নয়, সক্রিয় কর্মে জনগণকে টেনে এনে, সর্ববিধ মৌলিক গণতান্ত্রিক দাবির জন্য সংগ্রামকে বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের সরাসরি আক্রমণের পর্যায়ে অর্থাৎ বুর্জোয়া উচ্ছেদকারী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্যায়ে প্রসারিত ও প্রজ্বলিত করে তুলে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব জ্বলে উঠতে পারে শুধুই বৃহৎ ধর্মঘট বা রাস্তার শোভাযাত্রা, কি বুভুক্ষু হাঙ্গামা, অথবা সামরিক অভ্যুত্থান, কিংবা ঔপনিবেশিক বিদ্রোহেই নয়, দ্রেইফুস মামলা (২৫) কি সাবের্ন ঘটনার (২৬) মতো যে-কোন রাজনৈতিক সংকট বা নিপীড়িত জাতির বিচ্ছেদের প্রশ্নে গণভোট, ইত্যাদি উপলক্ষেও।

সাম্রাজ্যবাদের আমলে জাতীয় পীড়ন বৃদ্ধি পাওয়ায় সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির পক্ষে জাতির বিচ্ছেদের স্বাধীনতার জন্য বুর্জোয়ারা যা বলে সেই 'ইউটোপীয়' সংগ্রাম বর্জনীয় হয় না, বরং উল্টো, সে ক্ষেত্রেও উদ্ভূত সংঘর্ষগুলি গণসংগ্রাম ও বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক অভিযানের উপলক্ষ হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহার্য।

৩। আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের তাৎপর্য এবং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তার সম্পর্ক

জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের অর্থ একান্তরূপে রাজনৈতিক দিক থেকে স্বাধীনতার অধিকার, নিপীড়ক জাতিটি থেকে স্বাধীন রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার অধিকার। প্রত্যক্ষভাবে বললে, রাজনৈতিক গণতন্ত্রের এই দাবিটির অর্থ হল বিচ্ছিন্নতার জন্য প্রচারান্দোলনের এবং বিচ্ছেদকামী জাতিটির গণভোট মারফত বিচ্ছেদ সিদ্ধান্তের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা। তাই, বিচ্ছেদ, খণ্ডবিখণ্ডতা, ছোটো ছোটো রাষ্ট্র সৃষ্টির দাবি আর এই দাবি এক নয়। এই দাবিটি শুধু যাবতীয় জাতীয় পীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সঙ্গতিনিষ্ঠ অভিব্যক্তি। রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যতই পরিপূর্ণ বিচ্ছিন্নতার ঘনিষ্ঠ হবে, বাস্তব ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতার প্রবণতা হবে ততই বিরল ও ক্ষীণ। কেননা, অর্থনৈতিক প্রগতি ও জনগণের স্বার্থের দিক থেকে বৃহৎ রাষ্ট্রের সুবিধা সন্দেহাতীত এবং তদুপরি পুঁজিবাদ বিকাশের সঙ্গে এই সুবিধাগুলিও বৃদ্ধি পেতে থাকে। আত্মনিয়ন্ত্রণ মানা আর নীতি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র মানা এককথা নয়। এই নীতির বদ্ধপরিকর বিরোধী ও গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার পক্ষপাতী হয়েও জাতীয় অসমানাধিকারের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রকেই পরিপূর্ণ গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার একমাত্র পথ হিসেবে গ্রহণ করা সম্ভব। ঠিক এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই কেন্দ্রিকতাবাদী হয়েও মার্কস ইংরেজদের কাছে আয়র্ল্যান্ডের জবরদস্তি অধীনতার তুলনায় ইংলন্ডের সঙ্গে আয়র্ল্যান্ডের যুক্তরাষ্ট্রই পছন্দ করেছিলেন।*

সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য শুধু ছোট ছোট রাষ্ট্রে মানবজাতির খণ্ডবিখণ্ডতা ও যতরকম জাতীয় অন্তরণ বিলোপ নয়, শুধু জাতিসমূহের নৈকট্যসাধন নয়, তাদের মিলনও। এবং ঠিক সেই লক্ষ্য সাধনের জন্যই আমাদের একদিকে রেন্নার ও অত্তো বাউয়েরের তথাকথিত 'সাংস্কৃতিক-জাতীয় স্বায়ত্তশাসনের' (২৭) প্রতিক্রিয়াশীলতা বোঝাতে হবে জনগণকে এবং অন্য দিকে, নিপীড়িত জাতিদের মুক্তি দাবি করতে হবে সাধারণ মামুলী বুলি দিয়ে নয়, অসার তর্জনগর্জনে নয়, সমাজতন্ত্র পর্যন্ত সমস্যাটাকে 'মুলতুবী' রেখে নয়, রাজনৈতিক কর্মসূচির পরিষ্কার ও যথাযথ সূত্রায়নে, যাতে বিশেষত নিপীড়ক জাতির সমাজতন্ত্রীদের ভণ্ডামি ও কাপুরুষতার হিসেব থাকবে।

---

* ক. মার্কস। ১৮৬৭ সালের ২ নভেম্বর ফ. এঙ্গেলসের কাছে লেখা চিঠি। — সম্পাঃ

মানবজাতি যেভাবে শ্রেণীবিলোপে পৌঁছতে পারে কেবল নিপীড়িত শ্রেণীটির একনায়কত্বের একটা উৎক্রমণ পর্ব দিয়ে, ঠিক তেমনি জাতির অনিবার্য মিলনে মানবজাতি পৌঁছতে পারে কেবল **সমস্ত** নিপীড়িত জাতির পরিপূর্ণ স্বাধীনতা, অর্থাৎ আলাদা হওয়ার স্বাধীনতার একটা উৎক্রমণ পর্ব মারফত।

৪। জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রশ্নের প্রলেতারীয়-বৈপ্লবিক উপস্থাপন

শুধু জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবিটাই নয়, আমাদের সর্বনিম্ন গণতান্ত্রিক কর্মসূচির **সব ক'টি** অনুচ্ছেদই পেটি বুর্জোয়ারা হাজির করেছিল **আগেই,** ১৭ ও ১৮ শতকে। এবং আজও পর্যন্ত পেটি বুর্জোয়া এই **সব ক'টিকেই** হাজির করছে ইউটোপীয় ধরনে, শ্রেণী-সংগ্রাম এবং গণতন্ত্রের আমলে সে শ্রেণী-সংগ্রামের বৃদ্ধি না দেখে বিশ্বাস করছে 'শান্তিপূর্ণ' পুঁজিবাদে। সাম্রাজ্যবাদের আমলে সমানাধিকারী জাতিসমূহের শান্তিপূর্ণ ইউনিয়নের যে জনপ্রতারক ইউটোপিয়া কাউট্স্কিপন্থীরা সমর্থন করছে, সেটাও ঠিক সেইরকম। এই কূপমণ্ডূক সুবিধাবাদী ইউটোপিয়ার বিপরীতে সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির কর্মসূচিতে তুলে ধরতে হবে সাম্রাজ্যবাদের আমলে মৌলিক, অতিগুরুত্বপূর্ণ ও অনিবার্য ব্যাপার হিসেবে নিপীড়ক ও নিপীড়িত জাতিসমূহের ভাগাভাগি।

নিপীড়ক জাতির প্রলেতারিয়েত রাজ্যগ্রাসের বিরুদ্ধে ও সাধারণভাবে জাতিসমূহের সমানাধিকারের পক্ষে মামুলী, গৎবাঁধা, তেমনসব বুলিতে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না, যা যে-কোন শান্তিসর্বস্ববাদী বুর্জোয়াই পুনরুক্তি করে থাকে। সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়ার কাছে যা বিশেষরকম 'অপ্রীতিকর', জাতীয় পীড়নের ওপর স্থাপিত রাষ্ট্র **সীমান্তের** সেই প্রশ্নটা প্রলেতারিয়েত নীরবে এড়িয়ে যেতে পারে না। অমুক অমুক রাষ্ট্রের সীমান্তের মধ্যে নিপীড়িত জাতিদের জবরদস্তিমূলক ধরে রাখার বিরুদ্ধে লড়াই না করে প্রলেতারিয়েত পারে না, অর্থাৎ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের জন্য লড়া। 'তার নিজ' জাতি কর্তৃক নিপীড়িত উপনিবেশ ও জাতির রাজনৈতিক বিচ্ছেদের স্বাধীনতা দাবি করতে হবে প্রলেতারিয়েতকে। অন্যথায় প্রলেতারিয়েতের আন্তর্জাতিকতাবাদ হবে শূন্যগর্ভ ও মৌখিক; নিপীড়িত ও নিপীড়ক জাতির শ্রমিকদের মধ্যে আস্থা বা শ্রেণী-সংহতি কিছুই সম্ভব হবে না; 'তাদের নিজেদের' জাতি কর্তৃক নিপীড়িত, ও

'তাদের নিজেদের' রাষ্ট্রের মধ্যে জোর করে ধরে রাখা জাতিগুলি সম্পর্কে যারা নীরব, আত্মনিয়ন্ত্রণের সেইসব সংস্কারবাদী ও কাউটস্কিপন্থী (২৮) সমর্থকদের ভণ্ডামি থেকে যাবে আবৃত।

অন্যদিকে, নিপীড়িত জাতির সমাজতন্ত্রীদের উচিত নিপীড়ক জাতির শ্রমিকদের সঙ্গে নিপীড়িত জাতির শ্রমিকদের পরিপূর্ণ ও অবশ্যপালনীয় তথা সাংগঠনিক ঐক্য বিশেষ করে সমর্থন ও কার্যকর করা। অন্যথা বুর্জোয়াদের সমস্ত ও সর্ববিধ বুজরুকি, বেইমানি ও জোচ্চুরির মধ্যে প্রলেতারিয়েতের স্বাধীন রাজনীতি ও অন্যান্য দেশের প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে তার শ্রেণী-সংহতি রক্ষা করা অসম্ভব হবে। কারণ, নিপীড়িত জাতির বুর্জোয়ারা জাতীয় মুক্তির ধ্বনিটিকে অবিরাম রূপান্তরিত করে শ্রমিক প্রতারণায়: অভ্যন্তরীণ নীতিতে বুর্জোয়ারা ধ্বনিটিকে কাজে লাগায় অধিপতি জাতির বুর্জোয়াদের সঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীল সমঝোতার জন্য (যেমন, অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার পোলীয়রা, প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে যারা আপস করেছে ইহুদী ও ইউক্রেনীয়দের পীড়নের জন্য); বহির্নীতিতে তারা প্রতিদ্বন্দ্বী একটা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে আপস করতে চায় নিজেদের লুঠেরা লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য (বলকানের ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলির নীতি, ইত্যাদি)।

একটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামকে কোন কোন পরিস্থিতিতে অন্য একটা 'মহা' শক্তি তার সমান সাম্রাজ্যবাদী লক্ষ্যে ব্যবহার করতে পারে, এই যুক্তিতেও সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার অস্বীকার করতে পারে না, ঠিক যেভাবে রাজনৈতিক প্রতারণা ও ফিনান্স লুটের লক্ষ্যে বুর্জোয়া কর্তৃক প্রজাতান্ত্রিক ধ্বনি কাজে লাগানোর বহু ঘটনাতেও, যেমন রোমান দেশগুলিতে, সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটরা পারে না তাদের প্রজাতান্ত্রিকতা বিসর্জন দিতে।*

---

* একথা তো বলাই বাহুল্য যে আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার থেকে নাকি 'পিতৃভূমি রক্ষা' আসে এই যুক্তিতে সে অধিকার অস্বীকার করা হাস্যকর। ১৯১৪-১৬ সালে জাতিদম্ভী-সমাজবাদীরাও একই রকম যুক্তিতে অর্থাৎ সমান গুরুত্বহীনতায় গণতন্ত্রের যে-কোন দাবির (যেমন তার প্রজাতান্ত্রিকতা) অথবা জাতীয় পীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামের যে-কোন সূত্রের ওপর দিয়ে 'পিতৃভূমি রক্ষা' সমর্থন করছে। মার্কসবাদ যে যুদ্ধে পিতৃভূমি রক্ষা মানে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইউরোপে মহান ফরাসী বিপ্লবে (২৯), অথবা গ্যারিবল্ডির যুদ্ধে, আবার যে পিতৃভূমির রক্ষা মানে না ১৯১৪-১৬ সালের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে, সেটা সে করে প্রতিটি আলাদা আলাদা যুদ্ধের নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ থেকে, মোটেই কোন 'সাধারণ নীতি' বা কোন কর্মসূচির একটি ধারার জন্য নয়।

৫। জাতীয় সমস্যায় মার্কসবাদ ও প্রুধোঁবাদ

পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের বিপরীতে মার্কস বিনা ব্যতিক্রমে সমস্ত গণতান্ত্রিক দাবির মধ্যেই পরম কিছু দেখেন নি, দেখেছেন সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া পরিচালিত গণসংগ্রামের ঐতিহাসিক অভিব্যক্তি। এদের মধ্যে এমন একটা দাবিও নেই যা নির্দিষ্ট কিছু অবস্থাচক্রে বুর্জোয়া কর্তৃক শ্রমিক প্রতারণার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে না এবং ব্যবহৃত হয় নি। এইদিক থেকে রাজনৈতিক গণতন্ত্রের অন্যান্য দাবির মধ্যে একটি দাবিকে, যথা জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণকে, আলাদা করে নিয়ে তাকে অন্য দাবির বিরুদ্ধে দাঁড় করান আসলে তত্ত্বের দিক থেকে আমূল ভ্রান্ত। বাস্তবক্ষেত্রে প্রলেতারিয়েত তার স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারে কেবল প্রজাতন্ত্র সমেত সমস্ত গণতান্ত্রিক দাবির জন্য তার সংগ্রামকে বুর্জোয়া উচ্ছেদের জন্য তার সংগ্রামের অধীনস্থ করে।

অন্যদিকে, 'সামাজিক বিপ্লবের নামে' জাতীয় সমস্যা 'নাকচকারী' প্রুধোঁপন্থীদের বিপরীতে, মার্কস অগ্রণী দেশগুলিতে প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী-সংগ্রামের স্বার্থই সর্বাধিক নজরে রেখে হাজির করেন আন্তর্জাতিকতা ও সমাজতন্ত্রের এই মূলনীতি: পরজাতিকে যে পীড়ন করে সেই জাতি মুক্ত হতে পারে না।* জার্মান শ্রমিকদের বৈপ্লবিক আন্দোলনের স্বার্থ থেকেই মার্কস ১৮৪৮ সালে দাবি করেছিলেন যেন জার্মানির বিজয়ী গণতন্ত্র জার্মান কর্তৃক নিপীড়িত জাতিগুলির স্বাধীনতা ঘোষণা ও কার্যকর করে। ইংরেজ শ্রমিকদের বিপ্লবী সংগ্রামের দৃষ্টিকোণ থেকেই মার্কস ১৮৬৯ সালে ইংলন্ড থেকে আয়র্ল্যান্ডের বিচ্ছেদ দাবি করেছিলেন এবং সেইসঙ্গে যোগ করেছিলেন, 'এমন কি বিচ্ছেদের পর ব্যাপারটা যদি যুক্তরাষ্ট্রে গড়ায় তাহলেও'**। কেবল এই দাবি তুলেই মার্কস সত্য করে ইংরেজ শ্রমিকদের আন্তর্জাতিক প্রেরণায় শিক্ষিত করে তোলেন। কেবল এইভাবেই মার্কস সুবিধাবাদীদের ও বুর্জোয়া সংস্কারবাদের বিরুদ্ধে স্থাপন করতে পেরেছেন নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক কর্তব্যটির বৈপ্লবিক সমাধান, অথচ আজ পর্যন্ত অর্ধশতক পরেও আয়র্ল্যান্ডীয় 'সংস্কার' কার্যকর করে

---

* ক. মার্কস। 'গোপনীয় চিঠি'। — সম্পাঃ

** ক. মার্কস। ১৮৬৭ সালের ২ নভেম্বর ফ. এঙ্গেলসের কাছে লেখা চিঠি। — সম্পাঃ

নি। কেবল এইভাবেই মার্কস পুঁজির যে ধামাধররারা ছোটো ছোটো জাতির বিচ্ছেদের স্বাধীনতাকে ইউটোপীয় ও কার্যকর হবার নয় বলে চ্যাঁচায়, শুধু অর্থনৈতিক নয়, রাজনৈতিক সমাহরণ প্রগতিশীলতা নিয়ে চ্যাঁচায়, তাদের বিরুদ্ধে এই সমাহরণের প্রগতিশীলতাকে রক্ষা করতে পেরেছিলেন সাম্রাজ্যবাদী কায়দায় নয়, জবরদস্তির ভিত্তিতে নয়, সমস্ত দেশের প্রলেতারিয়েতের স্বাধীন মিলনের ভিত্তিতে। কেবল এইভাবেই জাতির সমতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের মৌখিক ও প্রায়শই ভণ্ড স্বীকৃতির বিরুদ্ধে মার্কস দাঁড় করাতে পেরেছিলেন জাতীয় সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রেও জনগণের বৈপ্লবিক কর্মকে। ১৯১৪-১৬ সালের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও তদ্দ্বারা উদ্ঘাটিত সুবিধাবাদী ও কাউট্স্কিপন্থীদের ভণ্ডামির অজিয়াসীয় আস্তাবলগুলি (৩০) স্পষ্টতই সত্যাখ্যান করেছে মার্কসের নীতির অভ্রান্ততা, যা হওয়া উচিত সমস্ত অগ্রণী দেশের আদর্শ, কেননা তাদের প্রত্যেকেই এখন পরজাতিকে পীড়ন করছে।*

৬। জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে তিন ধরনের দেশ

এইদিক থেকে প্রধান প্রধান তিন ধরনের দেশকে তফাৎ করা দরকার:

প্রথমত, পশ্চিম ইউরোপের অগ্রণী পুঁজিবাদী দেশগুলি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এই দেশগুলিতে বুর্জোয়া প্রগতিশীল জাতীয় আন্দোলন বহুকাল আগেই শেষ হয়ে গেছে। এইসব 'মহা' জাতির প্রত্যেকেই উপনিবেশে ও দেশাভ্যন্তরে পরজাতি পীড়ন করে। অধিপতি জাতিগুলির প্রলেতারিয়েতের

---

* প্রায়ই নজির দেওয়া হয়, যেমন হালে জার্মান জাতিদম্ভী লেশু *Die Glocke* (৩১) পত্রিকার ৮ম ও ৯ম সংখ্যায় দিয়েছেন, যে কিছু কিছু জাতির জাতীয় আন্দোলনের প্রতি মার্কসের নেতিবাচক মনোভাবে — দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৮৪৮ সালে চেকদের প্রতি — নাকি মার্কসবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণ স্বীকারের আবশ্যিকতা নাকচ হচ্ছে। কিন্তু কথাটা ঠিক নয়, কেননা ১৮৪৮ সালে 'প্রতিক্রিয়াশীল' ও বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক জাতিদের মধ্যে তফাৎ করার ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক যুক্তি ছিল। প্রথমটিকে নিন্দিত ও দ্বিতীয়টিকে সমর্থন করে মার্কস ঠিকই করেছিলেন। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার হল গণতন্ত্রের নানা দাবির একটি, স্বভাবতই তার হওয়া উচিত গণতন্ত্রের সাধারণ স্বার্থের অধীন। ১৮৪৮ সালে ও পরবর্তী বছরগুলিতে প্রথমত জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামেই নিহিত ছিল এই সাধারণ স্বার্থ।

এখানে কর্তব্য সেই একই কর্তব্য যা ১৯ শতকে আয়ার্ল্যান্ড প্রসঙ্গে ইংলন্ডের করণীয় ছিল।*

দ্বিতীয়ত, পূর্ব ইউরোপ: অস্ট্রিয়া, বলকান এবং বিশেষত রাশিয়া। এইখানটিতেই ঠিক বিংশ শতক বিশেষভাবে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক জাতীয় আন্দোলন জাগিয়ে তুলেছে ও তীব্র করেছে জাতীয় সংগ্রাম। যেমন তাদের বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক রূপান্তর সমাপ্ত করার ব্যাপারে, তেমনি অন্যান্য দেশের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে সাহায্যদানের ক্ষেত্রে জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার রক্ষা না করলে এইসব দেশের প্রলেতারিয়েতের কর্তব্য সম্পন্ন হতে পারে না। এক্ষেত্রে বিশেষ দুরূহ ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল নিপীড়ক জাতির শ্রমিকদের শ্রেণী-সংগ্রামের সঙ্গে নিপীড়িত জাতির শ্রমিকদের শ্রেণী-সংগ্রামের মিলন।

তৃতীয়ত, আধা-ঔপনিবেশিক দেশ, যেমন, চীন, পারস্য, তুরস্ক এবং সমস্ত উপনিবেশ, একত্রে যাদের লোকসংখ্যা ১০০ কোটি। এখানে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক আন্দোলন কোথাও সবে শুরু হচ্ছে, কোথাও সমাপ্ত হতে অনেক বাকি। সমাজতন্ত্রীরা যে শুধু বিনাশর্তে, বিনা ক্ষতিপূরণে অবিলম্বে উপনিবেশের মুক্তি দাবি করবে তাই নয় — আর এই দাবির রাজনৈতিক অভিব্যক্তি আর কিছুই নয়, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মানা; সমাজতন্ত্রীদের উচিত অতি দৃঢ়রূপে এইসব দেশের বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক জাতীয় মুক্তি আন্দোলনগুলির মধ্যস্থ সর্বাধিক বিপ্লবী উপাদানগুলিকে সমর্থন করা

---

* ১৯১৪-১৬ সালের যুদ্ধ থেকে যারা সরে আছে এমন কিছু ছোট ছোট রাষ্ট্রে, যেমন হল্যান্ডে, সুইজারল্যান্ডে বুর্জোয়ারা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে যোগদান সমর্থনের জন্য 'জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের' ধ্বনিটার বহুল ব্যবহার করছে। এইসব দেশের সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটরা যে আত্মনিয়ন্ত্রণ অস্বীকার করতে প্ররোচিত হচ্ছে, এটা তার একটা কারণ। **সাম্রাজ্যবাদী** যুদ্ধে 'পিতৃভূমি রক্ষা' অস্বীকার করার সঠিক প্রলেতারীয় নীতিটাকে তারা সমর্থন করছে বেঠিক যুক্তিতে। ফলে তত্ত্বে দেখা দিচ্ছে মার্কসবাদের বিকৃতি আর কার্যক্ষেত্রে এক ধরনের ক্ষুদে-জাতি সংকীর্ণতা, 'মহাশক্তি' জাতিগুলি কর্তৃক দাসত্ববদ্ধ জাতিগুলির **কোটি কোটি** অধিবাসীদের কথা ভুলে বসা। 'সাম্রাজ্যবাদ, যুদ্ধ ও সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি' নামক চমৎকার পুস্তিকাটিতে কমরেড গর্টার জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ অস্বীকার করেন বেঠিকভাবে, কিন্তু তার **প্রয়োগ করেন** সঠিকভাবে, যখন তিনি ওলন্দাজ ইস্ট ইন্ডিজের **অবিলম্বে** 'রাজনৈতিক ও **জাতীয়** স্বাধীনতার' দাবি তোলেন এবং এই দাবি তুলতে ও তার জন্য লড়তে অস্বীকৃত ওলন্দাজ সুবিধাবাদীদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেন।

এবং তাদের নিপীড়ক সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির **বিরুদ্ধে** তাদের অভ্যুত্থানে — এবং তেমন কিছু ঘটলে তাদের বৈপ্লবিক যুদ্ধেও — সাহায্য করা।

৭। জাতিদম্ভী-সমাজবাদ এবং জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ

সাম্রাজ্যবাদী যুগ এবং ১৯১৪-১৬ সালের যুদ্ধ বিশেষভাবে অগ্রণী দেশগুলিতে জাতিদম্ভ ও জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কর্তব্য হাজির করেছে। জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে জাতিদম্ভী-সমাজবাদী অর্থাৎ সুবিধাবাদী ও কাউট্স্কিপন্থী, সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়াশীল যুদ্ধে যারা 'পিতৃভূমি রক্ষার' তাৎপর্য আরোপ করে তাকে আড়াল করছে, তাদের মধ্যে দুটি প্রধান শাখা বর্তমান।

একদিকে, আমরা দেখি বুর্জোয়ার যথেষ্ট চেনাজানা কিছু দাস, রাজ্যগ্রাসকে তারা সমর্থন করছে এই বলে যে, সাম্রাজ্যবাদ ও রাজনৈতিক সমাহরণ হল প্রগতিশীল এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার নাকি ইউটোপীয়, অলীক, পেটি-বুর্জোয়া ইত্যাদি হওয়ায় তারা তাকে অস্বীকার করছে। এই দলে পড়ে: কুনভ, পারভুস এবং জার্মানির চরম সুবিধাবাদীরা, ইংলন্ডে ফ্যাবিয়ানদের (৩২) ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের একাংশ এবং রাশিয়ায় সুবিধাবাদী: সেম্‌কোভস্কি, লিবমান, ইউর্কেভিচ, ইত্যাদি।

অন্যদিকে, আমরা দেখি কাউট্স্কিপন্থীদের, যাদের সঙ্গে আছেন: ভাণ্ডেভের্ল্ডে, রেনোদেল, এবং ইংলন্ড ও ফ্রান্সের বহু শান্তিসর্বস্ববাদী প্রভৃতি। প্রথম দলের সঙ্গে এরা ঐক্যের পক্ষপাতী এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে নিতান্ত মৌখিক ও ভণ্ডের মতো সমর্থন করায় কার্যত তারা পুরোপুরি ওদের দলভুক্ত: রাজনৈতিক বিচ্ছেদের স্বাধীনতা — এই দাবিটিকে তারা মনে করে 'বাড়াবাড়ি' ('zu viel verlangt': কাউট্স্কি লিখেছেন ১৯১৫ সালের ২১শে মে'র *Neue Zeit* পত্রিকায়), ঠিক নিপীড়ক জাতিটিরই সমাজতন্ত্রীদের পক্ষ থেকে বৈপ্লবিক রণকৌশলের আবশ্যিকতা তারা সমর্থন করে না, উল্টে বরং তাদের বৈপ্লবিক দায়িত্বকে ধামাচাপা দেয়, তাদের সুবিধাবাদের পক্ষে যুক্তি খাড়া করে, সহজ করে দেয় তাদের জনপ্রতারণা, অসমানাধিকারী জাতিগুলিকে জবরদস্তি করে নিজের এক্তিয়ারে যা আটকে রাখে সেই রাষ্ট্রের ঠিক **সীমান্তের** প্রশ্নটিকেই এড়িয়ে যায়, ইত্যাদি।

এই দুই দলই একই রকম সুবিধাবাদী, মার্কসবাদের ব্যভিচারী,

আয়র্ল্যান্ডকে উদাহরণ করে মার্কস যে-রণকৌশল দেন, তার তাত্ত্বিক তাৎপর্য ও ব্যবহারিক গুরুত্ব বোঝার সর্ববিধ ক্ষমতা তারা জলাঞ্জলি দিয়েছে।

আর রাজ্যগ্রাসের কথা যদি ধরি, তাহলে বলব যুদ্ধের ফলে **সমস্যাটা** অতিশয় জরুরী হয়ে উঠেছে। কিন্তু রাজ্যগ্রাস জিনিসটা কী? অনায়াসেই বোঝা যায় যে, রাজ্যগ্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয় পৌঁছয় জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের স্বীকৃতিতে, নয় দাঁড়ায় শান্তিসর্বস্ববাদী বুলির ওপর, যা সমর্থন করে status quo এবং **সর্ববিধ**, এমন কি বিপ্লবী শক্তি প্রয়োগেরও বিরোধিতা করে। এমন বুলি আগাগোড়া মিথ্যা, মার্কসবাদের সঙ্গে তার কোন মিল নেই।

৮। আশু ভবিষ্যতে প্রলেতারিয়েতের নির্দিষ্ট কাজ

একেবারে অতি-ভবিষ্যতেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শুরু হতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রলেতারিয়েতের কর্তব্য হবে অবিলম্বে ক্ষমতা দখল, ব্যাংক বাজেয়াপ্ত এবং অন্যান্য একনায়কত্বমূলক ব্যবস্থা কায়েম। বুর্জোয়ারা, বিশেষত ফ্যাবীয় ও কাউট্স্কিপন্থী কিসিমের বুদ্ধিজীবীরা, সে-অবস্থায় বিপ্লবকে খণ্ডবিখণ্ড ও ব্যাহত করতে চেষ্টা করবে, তার ওপর চাপিয়ে দিতে চাইবে সীমাবদ্ধ গণতান্ত্রিক লক্ষ্য। বুর্জোয়া ক্ষমতার বনিয়াদের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই সূচিত প্রলেতারিয়েতের ঝঞ্ঝাক্রমণের পরিস্থিতিতে **সমস্ত** নির্ভেজাল গণতান্ত্রিক দাবির পক্ষেই যদি বা এক অর্থে বিপ্লবের বাধা হয়ে দাঁড়ানো সম্ভব হয়, তাহলেও **সমস্ত** নিপীড়িত জাতির স্বাধীনতা (অর্থাৎ তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার) ঘোষিত ও কার্যকর করার প্রয়োজনীয়তা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবেও হবে তেমনি অবধারিত, যেমন তা ছিল দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৮৪৮ সালের জার্মানিতে অথবা ১৯০৫ সালের রাশিয়ায় বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের জন্য অপরিহার্য।

তবে এও সম্ভব যে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শুরু হবার আগে পাঁচ, দশ, কি ততোধিক বছর কেটে যাবে। তখন উপস্থিত কাজ হবে জনগণকে এমন প্রেরণায় শিক্ষাদান যাতে সমাজতান্ত্রিক জাতিদম্ভী ও সুবিধাবাদীদের পক্ষে শ্রমিক পার্টিতে প্রবেশ ও ১৯১৪-১৬ সালের মতো তাদের বিজয়লাভ অসম্ভব হয়। জনগণকে সমাজতন্ত্রীদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে, যে-ব্রিটেন সমাজতন্ত্রী উপনিবেশ ও আয়র্ল্যান্ডের আলাদা হওয়ার অধিকার দাবি করে না, যে-জার্মান সমাজতন্ত্রী উপনিবেশ এবং আলজাসবাসী, ডেন,

পোলীয়দের বিচ্ছেদের স্বাধীনতা দাবি করে না, জাতীয় পীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ক্ষেত্রে সরাসরি বৈপ্লবিক প্রচার ও বৈপ্লবিক গণ-আন্দোলন ছড়ায় না, সাবের্ন ঘটনার মতো ঘটনাকে কাজে লাগায় না নিপীড়িত জাতির প্রলেতারিয়েতের মধ্যে ব্যাপকতম অবৈধ প্রচার, রাস্তার মিছিল ও বৈপ্লবিক গণ-অভিযানের উদ্দেশ্যে, যে-রুশী সমাজতন্ত্রী ফিনল্যান্ড, পোল্যান্ড, ইউক্রেন, প্রভৃতির আলাদা হওয়ার স্বাধীনতা দাবি করে না, তাদের আচরণ জাতিদম্ভীদের মতো, সাম্রাজ্যবাদী রাজতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়ার রক্ত ও ক্লেদ মাখা নফর তারা।

১৯১৬ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে লিখিত

২৭ খণ্ড, ২৫২-২৬৩ পৃঃ

আত্মনিয়ন্ত্রণ নিয়ে আলোচনার সারসংকলন

প্রবন্ধ থেকে

৯। কাউট্স্কির কাছে এঙ্গেলসের পত্র

কাউট্স্কি যখন মার্কসবাদী ছিলেন সেই সময় তিনি 'সমাজতন্ত্র ও ঔপনিবেশিক রাজনীতি' (বার্লিন, ১৯০৭) নামক তাঁর পুস্তিকায় তাঁকে লিখিত এঙ্গেলসের ১২ই সেপ্টেম্বর ১৮৮২ সালের একটি চিঠি প্রকাশ করেন যা আলোচ্য সমস্যা প্রসঙ্গে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। চিঠির প্রধান অংশটা এই:

'... আমার মতে, যেগুলি আসল উপনিবেশ অর্থাৎ যেসব দেশে ইউরোপীয় অধিবাসীরাই বাস করেন — কানাডা, কেপ, অস্ট্রেলিয়া — এগুলি সবই স্বাধীন হয়ে যাবে; অন্যদিকে, যেসব দেশ পুরোপুরি পরাধীন, স্থানীয় জনগণই যার অধিবাসী — ভারতবর্ষ, আলজেরিয়া, ওলন্দাজ, পোর্তুগীজ ও স্পেনীয় অধিকারগুলির ভার আপাতত হবে প্রলেতারিয়েতকে গ্রহণ করতে এবং যথাসত্বর তাদের স্বাধীনতার দিকে নিয়ে যেতে হবে। এই প্রক্রিয়া ঠিক কী করে বিকশিত হবে তা বলা কঠিন। ভারতবর্ষ হয়ত, এমন কি খুবই সম্ভব, বিপ্লব করবে এবং মুক্তিজয়ী প্রলেতারিয়েত যেহেতু কোন উপনিবেশিক যুদ্ধ চালাতে পারে না, তাই সেটা মেনে নিতে হবে। তবে, বলাই বাহুল্য, নানা রকমের ধ্বংসাদি না ঘটিয়ে তা যাবে না। কিন্তু সে তো সমস্ত বিপ্লবের সঙ্গেই অবিচ্ছেদ্য। একই ব্যাপার হতে পারে অন্যত্রও, যেমন আলজেরিয়া ও মিসরে, এবং **আমাদের পক্ষে** সেটা নিঃসন্দেহেই হবে সবচেয়ে ভাল। স্বদেশেই যথেষ্ট কাজ থাকবে আমাদের। ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকা একবার পুনর্গঠিত হলে তা থেকে এমন বিপুল শক্তি ও এমন উদাহরণ আসবে যে, অর্ধসভ্য দেশগুলি নিজেরাই আমাদের অনুসরণ করবে; খোদ অর্থনৈতিক প্রয়োজনই সে-দিকটা দেখবে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সংগঠনে এইভাবে পৌঁছনোর আগে কী কী সামাজিক ও রাজনৈতিক পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে এইসব দেশকে তখন যেতে হবে, সে-সম্পর্কে শুধু রীতিমতো অলস প্রকল্পই

আমরা হাজির করতে পারি বলে আমার ধারণা। একটা কথা কেবল সন্দেহাতীত: **বিজয়ী প্রলেতারিয়েত তার নিজের বিজয়ের হানি না ঘটিয়ে কোন পরজাতির ওপর জোর করে কোন সৌভাগ্য চাপিয়ে দিতে পারে না।** বলাই বাহুল্য, তাতে করে নানা ধরনের আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ মোটেই বাতিল হয়ে যাচ্ছে না...'

এঙ্গেলস মোটেই একথা ধরে নেন নি যে, 'অর্থনৈতিক' ব্যাপারটা আপনা থেকেই ও সরাসরি সব অসুবিধা দূর করে দেবে। অর্থনৈতিক বিপ্লব সমাজতন্ত্রের দিকে **আকৃষ্ট হতে সমস্ত** জাতিকে প্রেরণা দেবে, কিন্তু সেইসঙ্গে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিপ্লব এবং যুদ্ধও সম্ভব। রাজনীতি অপরিহার্যভাবেই নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবে অর্থনীতির সঙ্গে, কিন্তু সেটা সঙ্গে সঙ্গে এবং নির্বিঘ্নে নয়, অনায়াসে নয়, সরাসরি নয়। 'সন্দেহাতীত' বলতে এঙ্গেলস শুধু একটি, সুনিশ্চিতরূপেই আন্তর্জাতিকতাবাদী নীতির কথা বলছেন, এবং তা তিনি প্রয়োগ করেছেন **সমস্ত** 'পরজাতি' সম্পর্কে অর্থাৎ শুধুই ঔপনিবেশিক জাতি সম্পর্কে নয়: জোর করে তাদের ওপর সৌভাগ্য চাপিয়ে দেবার অর্থ প্রলেতারিয়েতের জয়লাভে হানি ঘটান।

প্রলেতারিয়েত সামাজিক বিপ্লব সম্পন্ন করছে বলেই সে পুণ্যবান ও ত্রুটি-দুর্বলতা থেকে মুক্ত হয়ে যাবে না। কিন্তু সম্ভাব্য ভুলচুক (এবং সংকীর্ণ স্বার্থ — অন্যের ঘাড়ে চেপে যাবার চেষ্টা) থেকে সে অনিবার্যভাবেই এই সত্যের চেতনায় পৌঁছবে।

আমরা, ত্সিমের্ভাল্ড বামপন্থীরা সকলেই সে-বিষয়ে স্থিরবিশ্বাসী, যা দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৯১৪ সালে জাতিদম্ভবাদের সমর্থনে মার্কসবাদ পরিহারের পূর্বে কাউট্স্কিও বিশ্বাস করতেন, যথা, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব **অতি নিকট** ভবিষ্যতে — কাউট্স্কি একবার যা বলেছিলেন সেই হিসাবে 'আজ কালের মধ্যে' — খুবই সম্ভব। জাতিবিদ্বেষ কিন্তু অতো সহজে লোপ পাবে না; নিপীড়ক জাতির প্রতি নিপীড়িত জাতির বিদ্বেষ, একান্তই ন্যায়সঙ্গত বিদ্বেষ — কিছুকাল **থেকে যাবে।** শুধু সমাজতন্ত্রের বিজয়ের **পরেই** এবং জাতিসমূহের মধ্যে পরিপূর্ণ গণতান্ত্রিক সম্পর্ক স্থাপনের **পরেই** তা দূর হবে। সমাজতন্ত্রের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে হলে এখন থেকেই জনগণকে আন্তর্জাতিকতাবাদী শিক্ষা দিতে হবে, যা নিপীড়িত জাতিগুলির আলাদা হওয়ার স্বাধীনতার প্রচার ছাড়া নিপীড়ক জাতিগুলির মধ্যে অর্জিত হবার নয়।

১০। আইরিশ বিদ্রোহ: ১৯১৬ সাল (৩৩)

আমাদের থিসিসগ্নলি লেখা হয়েছিল এই বিদ্রোহের আগে। বিদ্রোহটি আমাদের তাত্ত্বিক মতামত যাচাইয়ের এক কষ্টিপাথর।

আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রতিবাদীদের মতামত থেকে এই সিদ্ধান্ত আসে যে, সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক নিপীড়িত ছোট ছোট জাতির প্রাণশক্তি ইতিমধ্যেই ফুরিয়ে গেছে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তারা আর কোন ভূমিকা নিতে পারবে না, তাদের বিশুদ্ধ জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার সমর্থন করে কিছুই হবে না, ইত্যাদি। ১৯১৪-১৯১৬-র সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের অভিজ্ঞতায় এইরূপ সিদ্ধান্ত **তথ্যগতভাবে** নাকচ হয়ে যাচ্ছে।

যুদ্ধ দেখা দিল পশ্চিম ইউরোপীয় জাতিগুলির পক্ষে, সমগ্রভাবে সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে সংকটের এক যুগ হিসেবে। প্রত্যেক সংকটেই গতানুগতিকতা ঝরে পড়ে, বাইরের খোলস ছিঁড়ে যায়, যা-কিছু অচল তা দূর হয়ে যায় আর উদ্ঘাটিত হয় গভীরতর উৎস ও শক্তি। নিপীড়িত জাতিগুলির আন্দোলনের দিক থেকে এই সংকটে কী প্রকাশ পেয়েছে? উপনিবেশগুলিতে একের পর এক বিদ্রোহের চেষ্টা হয়েছে, নিপীড়ক জাতিগুলি অবশ্য সামরিক সেন্সর ব্যবস্থায় তার সংবাদ চেপে রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। তাসত্ত্বেও, জানা গেছে যে, সিঙ্গাপুরে তাদের ভারতীয় বাহিনীদের মধ্যে এক বিদ্রোহ ইংরেজরা নির্মমভাবে দমন করে; বিদ্রোহের চেষ্টা হয় ফরাসী আন্নামে ('নাশে স্লভো' দ্রষ্টব্য) এবং জার্মান কামেরুনে (ইউনিউসের পুস্তিকা দ্রষ্টব্য); ইউরোপে, একদিকে, বিদ্রোহ হয় আয়র্ল্যাণ্ডে, 'স্বাধীনতাপ্রিয়' ইংরেজরা যা দমন করেছে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে, সর্বজনীন সৈন্যদলভুক্তির মধ্যে আইরিশদের টানতে তারা সাহস পায় নি; অন্যপক্ষে, 'দেশদ্রোহের' অভিযোগে অস্ট্রীয় সরকার চেক ডায়েটের প্রতিনিধিদের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে এবং ওই একই 'অপরাধে' দলকে দল চেক সৈন্যবাহিনীকে গুলি করে মেরেছে।

তালিকাটি অবশ্য একেবারেই অসম্পূর্ণ। তথাপি এ থেকে প্রমাণ হয় যে সাম্রাজ্যবাদের সংকট **প্রসঙ্গে** জাতীয় বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছে উপনিবেশ এবং ইউরোপ **উভয় ক্ষেত্রেই,** পাশবিক হুমকি ও দমন ব্যবস্থা সত্ত্বেও জাতীয় অনুরাগ ও বিদ্বেষ আত্মপ্রকাশ করেছে। অথচ, সাম্রাজ্যবাদের সংকট কিন্তু তখনো তার বিকাশের শীর্ষ বিন্দুতে ওঠে নি, সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়ার শক্তি এখনো বিদীর্ণ হয় নি ('শক্তি নিঃশেষের' এক যুদ্ধে

তা হতে পারে বটে, কিন্তু এখনো হয় নি); সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে প্রলেতারীয় আন্দোলন এখনো অতি ক্ষীণ। সুতরাং যুদ্ধের ফলে যখন পরিপূর্ণ অবসন্নতার সৃষ্টি হবে, অথবা যখন অন্তত একটা দেশে প্রলেতারিয়েতের সংগ্রামের আঘাতে বুর্জোয়ার ক্ষমতা টলে উঠবে যেমন টলে উঠেছিল ১৯০৫ সালে জারতন্ত্রের ক্ষমতা, তখন কী হবে?

কিছু কিছু বামপন্থী সহ ত্‌সিমের্ভাল্ড-পন্থীদের মুখপত্র *Berner Tagwacht*-এর (৩৪) ১৯১৬ সালের ৯ই মে সংখ্যায় আইরিশ বিদ্রোহ সম্পর্কে ক. র. স্বাক্ষরে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, নাম 'গান হল গাওয়া'। এতে আইরিশ বিদ্রোহকে সোজাসুজি একটা 'ষড়যন্ত্র' বলে ঘোষণা করা হয়েছে, কেননা লেখকের বক্তব্য, 'আইরিশ সমস্যা হল কৃষিসমস্যা', সংস্কারের ফলে কৃষকেরা শান্ত হয়ে গেছে, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এখন কেবল 'এক নিতান্তই শহুরে পেটি-বুর্জোয়া আন্দোলন, যা প্রচুর সোরগোল সৃষ্টি করলে তার বিশেষ কোন সামাজিক পটভূমি ছিল না'।

অবাক হবার কিছু নেই, যে বাগাড়ম্বর ও পণ্ডিতম্মন্যতায় পৈশাচিক এই মতটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে শ্রীযুত আ. কুলিশের ('রেচ' (৩৫), ১০২ সংখ্যা, ১৫ই এপ্রিল, ১৯১৬) নামক এক জাতীয়তাবাদী-উদারনীতিক রুশী কাদেতের (৩৬) মত: তিনিও এই বিদ্রোহকে অভিহিত করেছেন 'ডাবলিন ষড়যন্ত্র' বলে।

আশা করা যায়, 'সু ছাড়া কু নেই' এই প্রবাদ অনুসারে 'আত্মনিয়ন্ত্রণের' প্রতিবাদ করে এবং ক্ষুদ্র জাতির জাতীয় আন্দোলনের প্রতি তাচ্ছিল্য রেখে কী পাঁকে পা দেওয়া হচ্ছে, সে কথা যেসব কমরেড বোঝেন না, তাঁদের অনেকের চোখ এখন এই দেখে খুলবে যে, সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়ার এক প্রতিনিধির মত আর সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটের মত কেমন 'দৈবাৎ' মিলে যাচ্ছে!!

বৈজ্ঞানিক অর্থে 'ষড়যন্ত্র' কথাটি ব্যবহার করা যায় কেবল তখনই, যখন অভ্যুত্থান প্রচেষ্টার মধ্যে একদল চক্রী বা আনাড়ী উন্মাদ ছাড়া আর কাউকে দেখা যায় নি, জনগণের মধ্যে তাতে কোন সহানুভূতি জাগে নি। শত শত বছরের পুরনো আইরিশ জাতীয় আন্দোলন বিভিন্ন স্তর ও শ্রেণী-স্বার্থের বিভিন্ন যোগাযোগের মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে, আর আমেরিকায় জাতীয় আইরিশ গণ-কংগ্রেসের অনুষ্ঠানে (*Vorwärts*, ২০শে মার্চ, ১৯১৬), যাতে আইরিশ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয়, — আত্মপ্রকাশ করেছে গণ-আন্দোলন, শোভাযাত্রা, সংবাদপত্র দমন, ইত্যাদির

এক সুদীর্ঘ কালের পর শহুরে পেটি বুর্জোয়ার একাংশ **এবং শ্রমিকদের একাংশের** রাস্তার লড়াইয়ে। **এই ধরনের** অভ্যুত্থানকে যে ষড়যন্ত্র আখ্যা দেয় সে হয় এক কট্টর প্রতিক্রিয়াশীল, নয় এমন এক বুলিবাগীশ, সামাজিক বিপ্লবকে একটা বাস্তব ঘটনা রূপে ভাবতে যে একেবারেই অক্ষম।

কেননা, উপনিবেশে এবং ইউরোপে ছোট ছোট জাতির বিদ্রোহ ছাড়া, **তাদের সমস্ত কুসংস্কার সমেত** পেটি বুর্জোয়ার একাংশের বিপ্লবী বিস্ফোরণ ছাড়া আর জমিদার, গির্জা, রাজতন্ত্রের নিগড়ের বিরুদ্ধে, জাতীয় নিগড়, ইত্যাদির বিরুদ্ধে অচেতন প্রলেতারীয় ও আধা-প্রলেতারীয় জনগণের এক আন্দোলন ছাড়া সমাজবিপ্লব **কল্পনীয়** — একথা ভাবার অর্থ **সমাজবিপ্লবকেই বিসর্জন দেওয়া**। এ যেন, এদিকে, একদল সৈন্য খাড়া হয়ে বলবে, 'আমরা সমাজতন্ত্রের পক্ষে' এবং ওদিকে, আর একদল সৈন্য জানাবে, 'আমরা সাম্রাজ্যবাদের দিকে' এবং সেই হবে নাকি সমাজবিপ্লব! এমন হাস্যকর বুলিবাগীশ দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই কেবল আইরিশ বিদ্রোহকে 'ষড়যন্ত্র' বলে গালি পাড়া সম্ভব।

'বিশুদ্ধ' সমাজবিপ্লব দেখবে এমন আশা যদি কারও থাকে তবে সে জীবনেও **কখনো** তা দেখতে পাবে না। সে শুধু মুখেই বিপ্লবী, আসল বিপ্লব সে বোঝে না।

১৯০৫-র রুশবিপ্লব ছিল বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব। **সমস্ত** অসন্তুষ্ট শ্রেণী, গ্রুপ ও জনগণের নানা অংশের একলহরী সংঘর্ষ নিয়ে এই বিপ্লব। তাদের মধ্যে ছিল এমনসব জনগণ স্থূলতম কুসংস্কারে যারা আচ্ছন্ন, সংগ্রামের অতি অস্পষ্ট এবং অতি বিদঘুটে অবাস্তব সব লক্ষ্য ছিল যাদের; ছিল জাপানের টাকা-খাওয়া ছোট ছোট দল; ছিল দাঁও-বাজ, ভাগ্যান্বেষী, ইত্যাদিরা। **বাস্তবের দিক থেকে** এই গণ-আন্দোলনে জারতন্ত্র ভেঙে পড়ছিল এবং গণতন্ত্রের পথ পরিষ্কার করছিল, শ্রেণীসচেতন শ্রমিকেরা তার নেতৃত্ব নেয় সেই কারণেই।

ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সমস্ত ও সর্ববিধ নিপীড়িত ও অসন্তুষ্টের এক গণসংগ্রামের বিস্ফোরণ ছাড়া অন্যতর কিছু **হতে পারে না**। পেটি বুর্জোয়া ও পশ্চাৎপদ শ্রমিকদের কিছু কিছু অংশ তাতে অনিবার্যভাবেই যোগ দেবে — এই যোগদান ব্যতীত **গণ**সংগ্রাম অসম্ভব, এ ব্যতীত **কোন** বিপ্লবই সম্ভব নয় — এবং সমান অনিবার্যভাবেই তারা আন্দোলনে নিয়ে আসবে তাদের কুসংস্কার, তাদের প্রতিক্রিয়াশীল উৎকল্পনা, তাদের দুর্বলতা ও ভ্রান্তি। কিন্তু **বাস্তবের দিক থেকে** তারা

আক্রমণ করবে **পুঁজিকে** এবং বিপ্লবের সচেতন অগ্রবাহিনী, অগ্রণী প্রলেতারিয়েত এই পাঁচমিশেলী ও খিচুড়ি, এই বহুবর্ণ ও বাহ্যত খণ্ডবিখণ্ড গণসংগ্রামের বাস্তব সত্যকে প্রকাশ করে তাকে ঐকবদ্ধ ও পরিচালিত করতে, ক্ষমতা দখল করতে, ব্যাঙ্কগুলিকে অধিকার করতে, সকলের ঘৃণার বস্তু (যদিও বিভিন্ন কারণে!) ট্রাস্টগুলিকে উচ্ছেদ করতে এবং অন্যান্য একনায়কত্বমূলক ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে পারবে, সমগ্রভাবে ধরলে যার মানে দাঁড়াবে বুর্জোয়ার উচ্ছেদ ও সমাজতন্ত্রের বিজয়, কিন্তু পেটি-বুর্জোয়া গাদ থেকে যা তক্ষুনি মোটেই 'পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে' না।

পোলিশ থিসিসে লেখা হয়েছে (১ম অনুচ্ছেদ, ৪ ধারা), — সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির 'উচিত **ইউরোপে বিপ্লবী সংকট তীব্রতর করার জন্য** ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত তরুণ ঔপনিবেশিক বুর্জোয়াদের সংগ্রামকে ব্যবহার করা'। (বড়ো হরফ রচয়িতাদের।)

এই প্রসঙ্গে উপনিবেশগুলির সঙ্গে ইউরোপের বৈপরীত্য টানা যে একান্তই অননুমোদনীয়, সে কি পরিষ্কার নয়? **ইউরোপে** নিপীড়িত জাতির যে-সংগ্রাম অভ্যুত্থান ও পথ-সংগ্রাম, সৈন্যদলের লৌহ শৃঙ্খলার ভাঙন ও সামরিক আইন পর্যন্ত যেতে সমর্থ তাতে 'ইউরোপে বিপ্লবী সংকট' যে-পরিমাণে 'তীব্র হবে' সেটা কোন দূর উপনিবেশের অনেক প্রবলতর বিদ্রোহের চেয়েও বহুগুণ বেশি। ব্রিটেন সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে যে-আঘাত হানা হয়েছে আয়র্ল্যান্ডের বিদ্রোহ দ্বারা সেটা এশিয়া বা আফ্রিকায় সমপরিমাণ আঘাতের চেয়ে রাজনৈতিকভাবে একশ গুণ বেশি তাৎপর্যপূর্ণ।

ফরাসী জাতিদম্ভী সংবাদপত্রে সম্প্রতি খবর বেরিয়েছে যে, বেলজিয়মে 'মুক্ত বেলজিয়ম' নামক একটি বেআইনী পত্রিকার ৮০তম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। ফ্রান্সের জাতিদম্ভী সংবাদপত্র অবশ্য প্রায়ই মিথ্যে কথা বলে। কিন্তু এই খবরটি সত্যি বলেই মনে হয়। যুদ্ধের দু'বছরের মধ্যেও যেক্ষেত্রে জাতিদম্ভী ও কাউট্স্কিপন্থী জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটরা নিজেদের স্বাধীন সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারে নি, সামরিক সেন্সর ব্যবস্থার জোয়াল বহন করেছে দাসের মতো (বামপন্থী-র‍্যাডিকাল অংশগুলির সম্মানে বলা উচিত যে, কেবল তারাই সেন্সর সত্ত্বেও পুস্তিকা ও ঘোষণাপত্রাদি প্রকাশ করেছে) — সেক্ষেত্রে একটি নিপীড়িত সভ্যজাতি এক সামরিক নিপীড়নের অভূতপূর্ব নৃশংসতার জবাব দিয়েছে বিপ্লবী প্রতিবাদের এক মুখপত্র প্রকাশ করে! ইতিহাসের দ্বান্দ্বিকতা এমনই যে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে **স্বাধীন** উপাত্ত হিসেবে ছোট ছোট জাতিগুলি শক্তিহীন হলেও

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যেটা **সত্যকার** শক্তি সেই **সমাজতন্ত্রী** প্রলেতারিয়েতকে মঞ্চে অবতীর্ণ করাতে তারা একটা অন্যতম অনুঘটক, জীবাণুর কাজ করে।

বর্তমান যুদ্ধের সেনাপতিমণ্ডলীরা তাদের শত্রুশিবিরের **সমস্ত** জাতীয় ও বিপ্লবী আন্দোলনকেই ব্যবহার করতে একান্ত সচেষ্ট: জার্মানরা ব্যবহার করছে আইরিশ বিদ্রোহ, ফরাসীরা — চেক আন্দোলন, ইত্যাদি। তাদের নিজেদের দিক থেকে তারা খুবই ঠিক করছে। শত্রুর ন্যূনতম দুর্বলতাকে কাজে না লাগালে, হাতে পাওয়া প্রত্যেকটা সুযোগকেই আঁকড়ে না ধরলে গুরুতর যুদ্ধকে গুরুত্ব সহকারে নেওয়া হয় না এবং সেটা আরও এই কারণে যে ঠিক কোন মুহূর্তে এবং ঠিক কী শক্তিতে, এখানে নাকি ওখানে, বারুদের এই স্তূপটায় নাকি ওই স্তূপটায় 'বিস্ফোরণ ঘটবে' তা আগে থেকে জানা অসম্ভব। বিপ্লবী হিসেবে খুবই অযোগ্যতার প্রমাণ দেব আমরা যদি সমাজতন্ত্রের জন্য প্রলেতারিয়েতের মহান মুক্তি সংগ্রামে সংকটকে তীব্র ও প্রসারিত করার স্বার্থে সাম্রাজ্যবাদের **এক একটা** অভিশাপের বিরুদ্ধে **সর্ববিধ** গণ-আন্দোলনকে ব্যবহার করতে না পারি। আমরা যদি একদিকে, হাজার ঢঙে ঘোষণা ও পুনরাবৃত্তি করতে থাকি যে, **সমস্ত** জাতীয় অত্যাচারের আমরা 'বিরোধী' আর, অন্যদিকে, যদি নিপীড়কদের বিরুদ্ধে এক নিপীড়িত জাতির কোন কোন শ্রেণীর অতি-গতিশীল ও আলোকপ্রাপ্ত অংশের বীরত্বপূর্ণ বিদ্রোহকে 'ষড়যন্ত্র' আখ্যা দিই, তাহলে আমরা কাউট্স্কিপন্থীদের মতো সেই একই নির্বোধ স্তরে নেমে যাব।

আইরিশদের দুর্ভাগ্য যে, তাদেরটা হয়েছিল অকাল অভ্যুত্থান, প্রলেতারিয়েতের ইউরোপীয় বিদ্রোহ **তখনো** পেকে ওঠে নি। পুঁজিবাদ এমন সামঞ্জস্যে গড়ে ওঠে নি যে অভ্যুত্থানের বিভিন্ন উৎসগুলি অবিলম্বে অসাফল্য ও পরাজয় ব্যতিরেকেই আপনা থেকেই পরস্পর মিলিত হয়ে যাবে। উল্টে বরং এই যে, অভ্যুত্থানের ঠিক এই কাল, প্রকৃতি, স্থানবিভিন্নতার ফলেই সাধারণ আন্দোলনের গভীরতা ও ব্যাপকতা সুনিশ্চিত হচ্ছে। অকালপ্রসূত, আংশিক, খণ্ড খণ্ড এবং সেজন্য অসফল বিপ্লবী আন্দোলন থেকেই কেবল জনগণ অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করে শিক্ষিত হয়, শক্তিসঞ্চয় করে, চিনতে পারে তাদের সত্যিকার নেতা, সমাজতন্ত্রী প্রলেতারিয়ানদের এবং এইভাবেই তৈরি করে সাধারণ আক্রমণ, — যেভাবে আলাদা আলাদা ধর্মঘট, শহুরে ও জাতীয় শোভাযাত্রা, সৈন্যবাহিনীর অগ্নিঝলক, কৃষকদের বিস্ফোরণ, ইত্যাদি তৈরি করে তুলেছিল ১৯০৫ সালের সাধারণ আক্রমণ।

১৯১৬ সালের জুলাই মাসে লিখিত ৩০ খণ্ড, ৫০-৫৭ পৃঃ

মার্কসবাদের রঙ্গরস এবং 'সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতিবাদ' (৩৭) প্রবন্ধ থেকে

'কেউ বিপ্লবী সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির সুনামহানি ঘটাতে পারবে না, যতক্ষণ সে নিজে তার সুনামহানি না ঘটাচ্ছে।' কোন প্রধান তত্ত্বীয় বা কৌশলগত মার্কসবাদী অনুমান সফল হলে বা সমকালীন ঘটনা হয়ে উঠলে কথাটি সর্বদাই মনে পড়ে এবং মনে রাখা উচিতও। তদুপরি কট্টর ও অটল বিরোধী **ছাড়া** যখন এমন বন্ধুরাও এর উপর হামলা চালান, যাঁরা দারুণভাবে সুনামহানি ঘটিয়ে, অমর্যাদা সহকারে একে রঙ্গরসে পর্যবসিত করেন, তখনো কথাটি মনে পড়ে বৈকি। রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির আন্দোলনের ইতিহাসে এমন ঘটনা বহুবারই ঘটেছে। নব্বইয়ের দশকের গোড়ার দিকে বিপ্লবী আন্দোলনে মার্কসবাদের প্রাধান্যের সঙ্গে সঙ্গে সেখানে 'অর্থনীতিবাদ' বা 'ধর্মঘটবাদের' আকারে দেখা দিয়েছে মার্কসবাদের রঙ্গরস। অর্থনীতিবাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘকালের সংগ্রাম ব্যতিরেকে 'ইস্ক্রাপন্থীদের' (৩৮) পক্ষে পেটি বুর্জোয়াদের নারদবাদ (৩৯) বা বুর্জোয়াদের উদারনীতিবাদের হামলা থেকে প্রলেতারীয় তত্ত্ব ও কর্মনীতিকে টিকিয়ে রাখা সম্ভবপর হত না। বলশেভিকবাদের (৪০) কথাটা সত্য। রুশ বিপ্লবের মূল লড়াইগুলি চলাকালে ১৯০৫ সালের শরতে অন্যান্য ঘটনার সঙ্গে 'জারের দুমা (৪১) বর্জনের' শুদ্ধ স্লোগানের দৌলতেই ১৯০৫ সালের ব্যাপক শ্রমিক আন্দোলনে বলশেভিকবাদ জয়ী হয়েছিল। ১৯০৮-১০ সালে আলেক্সিন্স্কি প্রমুখরা তৃতীয় দুমায় (৪২) শরিকানার বিরুদ্ধে সরব প্রতিবাদ জানালে তখন বলশেভিকবাদকে আরও একটি রঙ্গরসের মোকাবিলা করতে হয়, লড়াইয়ের মাধ্যমে একে পরাস্ত করতে হয়।

আজও তা-ই ঘটছে। **বর্তমান** যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলার এবং পুঁজিতন্ত্রের সাম্রাজ্যবাদী যুগের সঙ্গে **এর** বিদ্যমান ঘনিষ্ঠ সংযোগের স্বীকৃতির বিরুদ্ধে শুধু অটল বিরোধীরাই নয়, নড়বড়ে বন্ধুরাও প্রবল

প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। এঁদের কাছে 'সাম্রাজ্যবাদ' শব্দটি ব্যাপক উত্তেজনার কারণ হয়ে উঠেছে। শব্দটি **কণ্ঠস্থ করে** তাঁরা শ্রমিকদের সামনে দারুণ বিভ্রান্তিকর **সব** তত্ত্বাবলী জাহির করছেন, পুরনো 'অর্থনীতিবাদের' অনেকগুলি পুরনো ভুলের পুনরাবৃত্তি ঘটাচ্ছেন। যেহেতু পুঁজিতন্ত্র জয়ী হয়েছে **সেইজন্য** রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে মাথা-ঘামান নিষ্প্রয়োজন — ১৮৯৪-১৯০১ সালে এটাই ছিল পুরনো 'অর্থনীতিবাদীদের' যুক্তি। তাঁরা রাশিয়ায় রাজনৈতিক সংগ্রাম বাতিল করে দিয়েছিলেন। **যেহেতু** সাম্রাজ্যবাদ জয়ী হয়েছে **সেইজন্য** রাজনৈতিক গণতন্ত্র নিয়ে মাথা-ঘামান নিষ্প্রয়োজন — এটা হল আজকের 'সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতিবিদের' যুক্তি। উপরে মুদ্রিত প. কিয়েভ্স্কি লিখিত প্রবন্ধটি এই ধরনের মতবাদের নজির হিসেবে, মার্কসবাদের অন্যতম রঙ্গরস হিসেবে, সেই ১৯১৫ সাল থেকে বিদেশে আমাদের পার্টির কোন কোন চক্রের সুস্পষ্ট দোদুল্যমানতার সম্পূর্ণ যথাযথ বর্ণনার প্রথম চেষ্টা হিসেবে অবশ্যই সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করবে।

'সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতিবাদ' মার্কসবাদীদের মধ্যে, যাঁরা সমাজতন্ত্রের এই চরম সংকটের দিনে দৃঢ়চিত্তে জাতিদম্ভী-সমাজবাদের বিরুদ্ধে ও বৈপ্লবিক আন্তর্জাতিকতাবাদের পক্ষে এগিয়ে এসেছেন তাঁদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লে আমাদের চিন্তাধারার পক্ষে, পার্টির পক্ষে তা হবে এক প্রচণ্ড আঘাত। কারণ এটা ভেতর থেকে, নিজের কর্মীদের মধ্য থেকে পার্টির মর্যাদাহানি ঘটাবে, এটাকে রঙ্গরস-ভরা মার্কসবাদের বাহন করে তুলবে। তাই যত 'কৌতূহলহীনই' হোক আর প্রায়শই প্রাথমিক ব্যাপারগুলির বিরক্তিকর ব্যাখ্যা দেয়ার ঘটনাই হোক — যা মনোযোগী পাঠকবর্গ সেই ১৯১৪ ও ১৯১৫ সালের আমাদের সাহিত্য থেকেই পড়েছেন, বুঝেছেন — প. কিয়েভ্স্কির অসংখ্য ভুলের অন্তত প্রধানগুলির খুঁটিনাটি আলোচনা আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয়।

'সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতিবাদের' নতুন ধারার 'মর্মার্থ' অবিলম্বে পাঠকদের সামনে তুলে ধরার জন্যই আমরা প. কিয়েভ্স্কির প্রবন্ধের 'মূল' বক্তব্য নিয়েই আলোচনাটি শুরু করছি।

১। যুদ্ধ এবং 'পিতৃভূমির প্রতিরক্ষা' সম্পর্কিত মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি

প. কিয়েভ্স্কি নিজে বুঝেছেন এবং তাঁর পাঠকদেরও বুঝাতে চান যে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার সম্পর্কিত আমাদের পার্টির **কেবল** কর্মসূচির

৯টি অনুচ্ছেদ ব্যাপারেই তিনি 'ভিন্নমত' পোষণ করেন। গণতন্ত্রের প্রশ্নে তিনি **সাধারণভাবে** মার্কসবাদের বনিয়াদ থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন এবং মূল বিষয়গুলির ক্ষেত্রে তিনি মার্কসবাদের প্রতি 'বিশ্বাসঘাতকতা' (ক্রুদ্ধ উদ্ধৃতিচিহ্নগুলি প. কিয়েভ্স্কির) করেছেন — এই অভিযোগগুলির জন্য তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছেন এবং এইগুলি খন্ডনের প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু কথা হল এই যে, যখনই আমাদের প্রবন্ধকার কোন একটি বিষয়ে তাঁর আংশিক মতানৈক্যের কথা বলতে শুরু করেন, যখনই তাঁর যুক্তি, মতামত, ইত্যাদি নজির হিসেবে উপস্থাপিত করেন তখনই মার্কসবাদের পুরো ধারাটি থেকে তাঁর বিচ্যুতিকে তিনি স্পষ্ট করে তোলেন। তাঁর প্রবন্ধের **খ** (২য় অংশ) অনুচ্ছেদের কথাই ধরা যাক। 'এই দাবি' (অর্থাৎ জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ) 'সরাসরি (!!) দেশপ্রেমিক-সমাজবাদে পৌঁছয়' — আমাদের লেখক বলেন এবং ব্যাখ্যা দেন যে পিতৃভূমি প্রতিরক্ষার 'রাষ্ট্রদ্রোহী' স্লোগানটি তো 'জাতিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারেরই **সম্পূর্ণ** (!) যুক্তিসঙ্গত (!)' এক ফলশ্রুতি ... তাঁর মতে আত্মনিয়ন্ত্রণের অর্থ হল 'ফ্রান্স ও বেলজিয়মের দেশপ্রেমিক-সমাজবাদীদের দেশদ্রোহিতারই অনুমোদন, যারা অস্ত্র হাতে এই স্বাধীনতা' (ফ্রান্স ও বেলজিয়মের জাতীয়-রাষ্ট্র স্বাধীনতা) 'রক্ষা করছে। তারা তা-ই **করছে** যা 'আত্মনিয়ন্ত্রণ' প্রচারকরাই কেবল বলে থাকে'... 'পিতৃভূমির প্রতিরক্ষা হল আমাদের জঘন্যতম শত্রুর একটি অস্ত্রবিশেষ'... 'কীভাবে কেউ পিতৃভূমি প্রতিরক্ষার বিপক্ষে ও আত্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে, পিতৃভূমির বিপক্ষে ও পক্ষে **একইসঙ্গে** দাঁড়াতে পারে — আমরা স্পষ্টাস্পষ্টিভাবে তা মানতে অস্বীকার করি।'

এই লেখেন প. কিয়েভ্স্কি। বর্তমান যুদ্ধে পিতৃভূমি প্রতিরক্ষার বিরুদ্ধে আমাদের স্লোগানের প্রস্তাবগুলি স্পষ্টতই তিনি বোঝেন নি। তাই আমাদের প্রস্তাবগুলিতে আত্যন্তিক স্বচ্ছতার সঙ্গে এর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা হলেও এর পুনরুল্লেখ এখন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

১৯১৫ সালের মার্চ মাসে বার্ন সম্মেলনে আমাদের পার্টি কর্তৃক গৃহীত 'পিতৃভূমির প্রতিরক্ষা স্লোগান প্রসঙ্গে' প্রস্তাবটির শুরুতেই বলা হয়েছে: **'বর্তমান যুদ্ধ হল, মর্মগতভাবে...'**

বর্তমান যুদ্ধ **সম্পর্কিত** প্রস্তাবটির চেয়ে সরাসরি আর কিছুই তো বলা যায় না। 'মর্মগতভাবে' শব্দটি এই কথাই বোঝায় যে আমাদের অবশ্যই আপাত ও যথার্থের মধ্যে, বাহ্যিক চেহারা ও মর্মবস্তুর মধ্যে, কথা ও কাজের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা চাই। এই যুদ্ধে পিতৃভূমি প্রতিরক্ষার সপক্ষে

উচ্চারিত যাবতীয় কথার উদ্দেশ্য হল উপনিবেশগুলি বিভাগ, পরদেশ লুণ্ঠন, ইত্যাদির জন্য ঘোষিত ১৯১৪-১৬ সালের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধটিকে মিথ্যার আবরণে জাতীয় যুদ্ধ হিসেবে উপস্থাপিত করা। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিগুলি বোঝার ব্যাপারে যাতে সম্ভাব্য সামান্যতম বিকৃতিও না ঘটে সেইজন্য আমরা প্রস্তাবটিতে **'সত্যিকার** জাতীয় যুদ্ধ' প্রসঙ্গে একটি বিশেষ অনুচ্ছেদ যুক্ত করি যেগুলি 'বিশেষভাবে (অবশ্যই এইগুলি যে একমাত্র তা বোঝায় না) সংঘটিত হয়েছে ১৭৮৯ থেকে ১৮৭১ সালের মধ্যে'।

প্রস্তাবটিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে এইসব 'সত্যিকার' জাতীয় যুদ্ধের 'ভিত্তি' ছিল 'স্বৈরাচার ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে, জাতীয় অবদমন উৎখাতের জন্য ব্যাপক জাতীয় আন্দোলনের, লড়াইয়ের এক দীর্ঘ প্রক্রিয়া...'

খুব স্পষ্টই তো মনে হয়। বর্তমানের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধটি হল সাম্রাজ্যবাদী যুগের সাধারণ পরিস্থিতিজাত এবং মোটেই আপতিক নয়, ব্যতিক্রমী নয়, সাধারণ ও সার্বত্রিক ধরনের কোন ব্যত্যয় নয়। সেইজন্য পিতৃভূমি প্রতিরক্ষার আলোচনাটি আসলে জনগণকে ধোঁকা দেয়া, কেননা এই যুদ্ধটি তো জাতীয় যুদ্ধ **নয়। সত্যিকার** একটি জাতীয় যুদ্ধে 'পিতৃভূমির প্রতিরক্ষা' কথাগুলি **অবশ্যই** কোন ধোঁকাবাজি **নয়** এবং **আমরা তার বিরোধী নই।** এই ধরনের (সত্যিকার জাতীয়) যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল 'বিশেষত' ১৭৮৯-১৮৭১ সালে। এখনো এই ধরনের যুদ্ধের সম্ভাবনা বিন্দুমাত্রও অস্বীকার না করে সত্যিকার জাতীয় যুদ্ধকে জাতীয় স্লোগানের ছলনাবৃত সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ থেকে কীভাবে আলাদা করা যায় আমাদের প্রস্তাবটি সেটাই ব্যাখ্যা করেছে। এই দুটিকে বিশেষভাবে চেনার জন্য আমাদের দেখা উচিত যে যুদ্ধটির 'ভিত্তি' বস্তুত 'ব্যাপক জাতীয় আন্দোলনের', 'জাতীয় অবদমন উৎখাতের দীর্ঘ প্রক্রিয়া' কি না।

'শান্তিসর্বস্ববাদ' সম্পর্কে প্রস্তাবটির সুস্পষ্ট বক্তব্য হল: 'সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটরা বৈপ্লবিক যুদ্ধসমূহের অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী নয় এমন যুদ্ধের ইতিবাচক তাৎপর্য উপেক্ষা করতে পারে না, তবে যেমনটি সংঘটিত হয়েছিল, দৃষ্টান্ত হিসেবে' (লক্ষণীয়, 'দৃষ্টান্ত হিসেবে') '১৭৮৯ ও ১৮৭১ সালের মধ্যে, জাতীয় অবদমন উৎখাতের উদ্দেশ্যে...' ১৯১৫ সালের আমাদের পার্টি-প্রস্তাব কি ১৭৮৯-১৮৭১ সালের মধ্যে সংঘটিত জাতীয় যুদ্ধগুলির কথা উল্লেখ করতে এবং বলতে পারত যে আমরা এইসব যুদ্ধের ইতিবাচক তাৎপর্য অস্বীকার করি না, যদি-না আজও এইগুলি সম্ভবপর বিবেচিত হত? অবশ্যই না।

আমাদের পার্টি-প্রস্তাবের একটি বিবরণী বা জনপ্রিয় ধরনের ব্যাখ্যা লেনিন ও জিনোভিয়েভ কৃত 'সমাজতন্ত্র ও যুদ্ধ' পুস্তিকায় দেয়া হয়েছে। পুস্তিকাটির ৫ম পৃষ্ঠায় স্পষ্টতই বলা হয়েছে যে 'সমাজতন্ত্রীরা পিতৃভূমি প্রতিরক্ষার বা প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধগুলিকে' **কেবল** 'বিদেশী অবদমন উৎখাতের' অর্থেই 'আইনসঙ্গত, প্রগতিশীল ও ন্যায্য বিবেচনা করে'। এতে একটি দৃষ্টান্ত উল্লিখিত: রাশিয়ার বিরুদ্ধে পারস্য, **'ইত্যাদি'** এবং বলা হচ্ছে: 'প্রথম আক্রমণকারী যেই হোক-না কেন এইগুলি অবশ্যই ন্যায্য, প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ। উৎপীড়ক, দাসমালিক ও আগ্রাসী 'বৃহৎ' শক্তির বিরুদ্ধে উৎপীড়িত, পরাধীন ও অসম রাষ্ট্রগুলির জয়লাভ তো সমাজতন্ত্রী মাত্রেরই কাম্য।'

পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয় ১৯১৫ সালের আগস্ট মাসে এবং তা জার্মান ও ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। প. কিয়েভ্স্কি পুস্তিকাটির বিষয়বস্তু ভালই জানেন। তিনি বা অন্য কেউ কখনই, কোন অবস্থাতেই পিতৃভূমি প্রতিরক্ষার স্লোগান সম্পর্কিত প্রস্তাব, বা শান্তিবাদ সম্পর্কিত প্রস্তাব অথবা পুস্তিকায় উল্লিখিত এইগুলির ব্যাখ্যা নিয়ে কোন আপত্তি তোলেন নি। কখনই না, একবারও না! সেইজন্য আমরা অবশ্যই জিজ্ঞেস করতে পারি: ১৯১৫ সালের মার্চ মাসের গোড়ার দিকে যুদ্ধ সম্পর্কিত আমাদের পার্টি-প্রস্তাব নিয়ে তিনি কোন আপত্তি না তুলে, এখন, ১৯১৬ সালের আগস্ট মাসে আত্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে, অর্থাৎ বলা যায়, পার্শ্ববিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখে **সাধারণ** প্রসঙ্গ সম্পর্কে নিজের বিস্ময়কর অজ্ঞতা তোলার পর যদি আমরা বলি যে তিনি মার্কসবাদ বুঝতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন, তাহলে কি এটা প. কিয়েভ্স্কির বিরুদ্ধে অপপ্রচার বলে বিবেচিত হবে?

প. কিয়েভ্স্কি বলেন যে পিতৃভূমি প্রতিরক্ষার স্লোগানটি 'রাষ্ট্রদ্রোহাত্মক'। আমরা তাঁকে নিশ্চিত বলতে পারি যে **খোদ যে-কোন** স্লোগানটি সর্বদা **তাদের জন্যই** 'রাষ্ট্রদ্রোহাত্মক' যারা অর্থ না বোঝে, ভালভাবে না ভেবেচিন্তে এটা যান্ত্রিকভাবে পুনরাবৃত্তি করে, যারা তাৎপর্য বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে কেবল এই শব্দাবলী মুখস্থ করে চলে।

'পিতৃভূমির প্রতিরক্ষা' বলতে সাধারণভাবে কী বোঝায়? এটা কি অর্থনীতি, রাজনীতি, ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট কোন বৈজ্ঞানিক প্রত্যয়? না। এটা হল **যুদ্ধের যাথার্থ্য প্রমাণের** জন্য চলতি কথার একটি প্রচলিত ধরন, কখনো বা একটা অর্বাচীন বক্তব্য মাত্র। আর কিছু নয়। মোটেই আর কিছু নয়! 'দেশদ্রোহাত্মক' শব্দটি কেবল এই অর্থেই প্রযোজ্য যেখানে অর্বাচীন **যে-**

কোন যুদ্ধের যাথার্থ্য প্রমাণের জন্যই যুক্তি দেখিয়ে বলে 'আমরা আমাদের পিতৃভূমিকে রক্ষা করছি', অথচ যে-মার্কসবাদ কখনই নিজেকে অর্বাচীনের পর্যায়ে অবনমিত করে না, তার জন্য এখানে প্রয়োজন হয় প্রতিটি যুদ্ধের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ, যাতে জানা যায় **ওই বিশেষ** যুদ্ধটি প্রগতিশীল হিসেবে বিবেচ্য কি না, এটা গণতন্ত্র ও প্রলেতারিয়েতের স্বার্থানুকূল কি না এবং **সেই অর্থে** তা হল আইনসঙ্গত, ন্যায্য, ইত্যাদি।

পিতৃভূমির প্রতিরক্ষা স্লোগানটি প্রায়শ ব্যবহৃত হয় যুদ্ধের নির্জ্জাত অর্বাচীন সত্যাপন হিসেবে, এটি প্রকটিত করে প্রতিটি পৃথক যুদ্ধের অর্থ ও তাৎপর্য বিশ্লেষণের, যুদ্ধকে ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে দেখার অক্ষমতা।

মার্কসবাদ সেই বিশ্লেষণটি নিষ্পন্ন করে ও বলে: যুদ্ধের 'মর্মবস্তু' **যদি** হয়, **যেমন,** বিদেশী অবদমন উৎখাত (১৭৮৯-১৮৭১ সালের ইউরোপের মতো সুচিহ্নিত **বৈশিষ্ট্যের**), তাহলে উৎপীড়িত রাষ্ট্র বা জাতির ক্ষেত্রে এমন যুদ্ধ অবশ্যই প্রগতিশীল। কিন্তু যুদ্ধের 'মর্মবস্তু' **যদি** উপনিবেশগুলির পুনর্বিভাগ, যুদ্ধার্জিত মালামাল বণ্টন, পরদেশ লুণ্ঠন (যেমন ১৯১৪-১৬ সালের যুদ্ধ) হয়, তাহলে পিতৃভূমি প্রতিরক্ষার যাবতীয় বাক্যাবলী 'জনগণকে ধোঁকা দেয়ারই' নামান্তর মাত্র।

তাহলে কীভাবে আমরা একটি যুদ্ধের 'মর্মবস্তু' ব্যক্ত করতে, নির্ধারণ করতে পারি? যুদ্ধ হল কর্মনীতির সম্প্রসারণ। ফলত, আমাদের অবশ্যকর্তব্য হল যুদ্ধের আগেকার কর্মনীতি, যুদ্ধের আনুষঙ্গিক ও সংঘটক কর্মনীতি পরীক্ষা। কর্মনীতিটি যদি সাম্রাজ্যবাদী, অর্থাৎ ফিনান্স-পুঁজির স্বার্থরক্ষক এবং উপনিবেশ ও পরদেশ লুণ্ঠন ও উৎপীড়নমূলক হয়, তাহলে ওই কর্মনীতিজাত যুদ্ধটি অবশ্যই সাম্রাজ্যবাদী বটে। কর্মনীতিটি যদি জাতীয় মুক্তি, অর্থাৎ জাতীয় উৎপীড়নবিরোধী গণ-আন্দোলন হিসেবে প্রকটিত হয়, তাহলে ওই কর্মনীতিজাত যুদ্ধটি অবশ্যই জাতীয়-মুক্তি যুদ্ধ হবে।

যুদ্ধ যে 'একটি কর্মনীতির অনুবৃত্তি' সেটা অর্বাচীন উপলব্ধি করে না এবং ফলত 'শত্রু আমাদের আক্রমণ করেছে', 'শত্রু আমার দেশের উপর চড়াও হয়েছে' এইসব সূত্রের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখে, যুদ্ধে **কী কী ব্যাপার** বিপন্ন, **কোন কোন** শ্রেণী যুদ্ধটি চালাচ্ছে ও **কী** রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তা মোটেই ভাবে না। কিয়েভ্স্কি সরাসরি এমন অর্বাচীনের পর্যায়েই পতিত হন যখন তিনি ঘোষণা করেন যে, বেলজিয়মকে জার্মানরা দখল করেছে, এবং সেইজন্য আত্মনিয়ন্ত্রণের দৃষ্টিকোণ থেকে 'বেলজিয়মের দেশপ্রেমিক-

সমাজবাদীরা অভ্রান্ত', বা: জার্মানরা ফ্রান্সের একাংশ দখল করেছে, সুতরাং 'গেদ তুষ্ট থাকতে পারেন' কারণ, 'এতে তাঁর জাতির অধ্যুষিত এলাকাই দখল করা হয়েছে' (ভিন্ন জাতি দ্বারা নয়)।

অর্বাচীনের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল — সৈন্যবাহিনীর **অবস্থান কী,** কারা **এই মুহূর্তে** জয়ী হচ্ছে। মার্কসবাদীর কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল প্রথমটির ক্ষেত্রে **কোন কোন বিষয়গুলি এই** যুদ্ধে বিপন্ন হয়েছে, তারপর অন্যান্য সৈন্যবাহিনীর প্রাধান্যের ব্যাপার।

কীজন্য বর্তমান যুদ্ধটি চলছে? এর উত্তর আমাদের প্রস্তাবে (যুদ্ধের আগে **কয়েক দশক** পর্যন্ত অব্যাহত যুধ্যমান শক্তিগুলির অনুসৃত **কর্মনীতির** ভিত্তিতে) দেয়া হয়েছে। ইংলন্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া লড়ছে দখলীকৃত উপনিবেশগুলি টিকিয়ে রাখা, তুরস্ক লুণ্ঠন, ইত্যাদির জন্য। জার্মানি লড়ছে এই উপনিবেশগুলি নিজে দখলের জন্য, নিজে তুরস্ককে শোষণ করা, ইত্যাদির জন্য। ধরা যাক, জার্মানরা প্যারিস ও সেই পিটার্সবুর্গ দখল করল। এতে কি বর্তমান যুদ্ধের প্রকৃতি বদলাবে? মোটেই না। জার্মানির উদ্দেশ্য আর ততোধিক গুরুত্বপূর্ণ, তার বাস্তব কর্মনীতি তাকে এটাই বোঝাবে যে যুদ্ধজয়ের জন্য উপনিবেশগুলি দখল, তুরস্কের উপর আধিপত্য বিস্তার, অন্যান্য জাতি-অধ্যুষিত এলাকা, যেমন পোল্যান্ড দখল, ইত্যাদি প্রয়োজন। এটা মোটেই ফ্রান্স বা রাশিয়াকে বিদেশী আধিপত্যের অধীনস্থ করা নয়। বর্তমান যুদ্ধের সত্যিকার প্রকৃতি তো জাতীয় নয়, সাম্রাজ্যবাদী। কথান্তরে, যুদ্ধ তো এইজন্য চলছে না যে, এক পক্ষ জাতীয় অবদমন উৎখাতের চেষ্টা করছে আর অন্য পক্ষ তা টিকিয়ে রাখতে চাইছে। এই যুদ্ধ চলছে নির্যাতনকারী দুটি দলের মধ্যে, লুটের মাল ভাগের জন্য দুটি অবাধ সুবিধালাভেচ্ছুর মধ্যে, কে তুরস্ক ও উপনিবেশগুলি লুণ্ঠন করবে সেইজন্য।

সংক্ষেপে: এটা হল সাম্রাজ্যবাদী বৃহৎ শক্তিগুলির **মধ্যে** যুদ্ধ (অর্থাৎ, যেসব শক্তি অনেকগুলি জাতিকে শোষণ করছে, তাদের ফিনান্স পুঁজির নির্ভরতার **সঙ্গে** জড়াচ্ছে, ইত্যাদি) বা বৃহৎ শক্তিগুলির **জোটের** যুদ্ধ — একটি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ। এই তো ১৯১৪-১৬ সালের যুদ্ধ। আর **এই** যুদ্ধে 'পিতৃভূমির প্রতিরক্ষা' তো প্রবঞ্চনার, যুদ্ধকে ন্যায়সঙ্গত করারই সামিল।

সাম্রাজ্যবাদী **বিরুদ্ধে** অর্থাৎ নির্যাতনকারী শক্তির বিরুদ্ধে নির্যাতিত জাতিসমূহের (যেমন উপনিবেশ) যুদ্ধ হল একটি সত্যিকার জাতীয় যুদ্ধ। আজও এটা সম্ভবপর। বিদেশী দখলদারদের বিরুদ্ধে ঘোষিত নির্যাতিত

জাতির যুদ্ধে 'পিতৃভূমির প্রতিরক্ষা' কোন প্রবঞ্চনা নয়। **এমন** যুদ্ধে সমাজতন্ত্রীরা 'পিতৃভূমি প্রতিরক্ষার' **বিরোধিতা করে না।**

জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ হল পূর্ণ জাতীয় মুক্তির লড়াই থেকে, দখলদারীর বিরুদ্ধে, পূর্ণ স্বাধীনতার লড়াই থেকে অভিন্ন এবং সমাজতন্ত্রী তো অ-সমাজতন্ত্রী না হয়ে **এই** লড়াই প্রত্যাখ্যান করতে **পারে না** — অভ্যুত্থান থেকে যুদ্ধ অবধি যেভাবেই লড়াইটি চলুক।

প. কিয়েভ্স্কি মনে করেন তিনি প্লেখানভের বিরুদ্ধে যুক্তি দেখাচ্ছেন: প্লেখানভই তো আত্মনিয়ন্ত্রণ ও পিতৃভূমি প্রতিরক্ষার মধ্যে বিদ্যমান সংযোগের যুক্তিটি দেখান! প. কিয়েভ্স্কি প্লেখানভকে **বিশ্বাস করেন** যে এই সংযোগটি ছিল **সত্যিকার তেমনটিই**, যা প্লেখানভ দেখাতে চেয়েছিলেন। তাঁকে বিশ্বাস করে কিয়েভ্স্কি আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এবং প্লেখানভের সিদ্ধান্তের খপ্পরে না পড়ার জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রত্যাখ্যানের নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছন... প্লেখানভের উপর বিপুল বিশ্বাস রয়েছে, রয়েছে বিরাট ভীতি, নেই শুধু প্লেখানভের ভুলের মর্মবস্তু সম্পর্কে **চিন্তার** কোন **লেশ**!

এই যুদ্ধকে জাতীয় যুদ্ধ হিসেবে উপস্থাপনের জন্যই জাতিদম্ভী-সমাজবাদীরা আত্মনিয়ন্ত্রণের কথা বলে। তাদের মোকাবিলার একটিই শুদ্ধ পথ রয়েছে: আমাদের অবশ্যই দেখাতে হবে যে, জাতিগুলিকে মুক্ত করার জন্য যুদ্ধ চলছে না, চলছে জাঁদরেল লুঠেরাদের মধ্যে **আরও বেশি** জাতিকে কে শোষণ করবে সেইজন্য। জাতিসমূহের মুক্তির জন্য চালিত **সত্যিকার** যুদ্ধকে অস্বীকার তো মার্কসবাদের সম্ভাব্য নিকৃষ্টতম রঙ্গরস উপস্থাপনারই সামিল। প্লেখানভ ও ফরাসি জাতিদম্ভী-সমাজবাদীরা জার্মান রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে 'প্রতিরক্ষার' ন্যায্যতা প্রমাণের জন্য ফরাসী প্রজাতন্ত্রের উপর সমগ্র মনোযোগ রেখেছে। প. কিয়েভ্স্কির যুক্তির ধারাটি অনুসরণ করলে আমাদের প্রজাতন্ত্র কিংবা প্রজাতন্ত্রকে রক্ষার জন্য নিষ্পন্ন **সত্যিকার** যুদ্ধের বিরোধিতা করতে হবে!! জার্মান জাতিদম্ভী-সমাজবাদীরা জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে স্বদেশের 'প্রতিরক্ষার' ন্যায্যতা প্রমাণের জন্য সেখানে সর্বজনীন ভোটাধিকার ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার কথা বলে। কিয়েভ্স্কির যুক্তিধারা অনুসরণ করলে আমাদের সর্বজনীন ভোটাধিকার ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার বা রাজনৈতিক স্বাধীনতা উচ্ছেদের চেষ্টার বিরুদ্ধে এটাকে রক্ষার জন্য কৃত **সত্যিকার** একটি লড়াইয়ের বিরোধিতা করতে হবে!

১৯১৪-১৬ সালের যুদ্ধ পর্যন্ত কার্ল কাউট্স্কি ছিলেন মার্কসবাদী এবং তাঁর অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ রচনা ও বিবৃতি সর্বদাই মার্কসবাদের আদর্শ হয়ে থাকবে। ১৯১০ সালের ২৬ আগস্ট আসন্ন যুদ্ধ সম্পর্কে তিনি *Neue Zeit*-তে লেখেন:

'জার্মান ও ইংলণ্ডের মধ্যে একটি যুদ্ধের বিষয়টি কিন্তু গণতন্ত্র নয়, দুনিয়ার উপর আধিপত্য বিস্তার, অর্থাৎ দুনিয়াকে শোষণ। এমন একটি ব্যাপারে সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটরা স্বদেশের শোষকদের পক্ষাবলম্বন করতে পারে না' (*Neue Zeit*, 28. Jahrg., Bd. 2, S. 776)।

এখানে চমৎকার একটি মার্কসবাদী সূত্র সহজলক্ষ্য, যা আমাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিশীল এবং তা **বর্তমান** কাউট্স্কিকে পুরোপুরি চিনিয়ে দেয়, যিনি মার্কসবাদ থেকে জাতিদম্ভী-সমাজবাদের সমর্থক হয়েছেন। এটি এমন এক সূত্র (প্রবন্ধান্তরে আমরা প্রসঙ্গটি নিয়ে পুনরালোচনার সুযোগ পাব) যা যুদ্ধ সম্পর্কিত মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে স্পষ্ট করে তোলে। যুদ্ধ তো একটি কর্মনীতিরই অনুসৃতি। সুতরাং একবার গণতন্ত্রের জন্য লড়াই বাধলে গণতন্ত্রের জন্য যুদ্ধও **সম্ভবপর।** জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ হল গণতান্ত্রিক দাবিগুলির অন্যতম এবং নীতিগতভাবে অন্যান্য গণতান্ত্রিক দাবিদাওয়া থেকে আলাদা নয়। সংক্ষেপে বললে, 'বিশ্বের উপর আধিপত্য' হল সাম্রাজ্যবাদী নীতির মর্মবস্তু, যার অনুসৃতি হল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ। 'পিতৃভূমির প্রতিরক্ষা' প্রত্যাখ্যান, **অর্থাৎ** গণতান্ত্রিক যুদ্ধে শরিকানা অস্বীকার এক উদ্ভট ব্যাপার, মার্কসবাদের সঙ্গে পুরোপুরি সঙ্গতিহীন। 'পিতৃভূমির প্রতিরক্ষা' প্রত্যয় দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে সাজান, অর্থাৎ, একে গণতান্ত্রিক যুদ্ধ হিসেবে উপস্থাপন হল শ্রমিকদের প্রবঞ্চনার এবং প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়াকে সমর্থনের সামিল।

২। 'নবযুগ সম্পর্কে আমাদের মত'

শিরোনামটি প. কিয়েভ্স্কির। তিনি সর্বদাই 'নবযুগ' সম্পর্কে বলেন। কিন্তু, এখানেও দুর্ভাগ্যবশত তাঁর যুক্তিগুলি ভ্রান্তিদুষ্ট।

আমাদের পার্টির প্রস্তাবে বর্তমান যুদ্ধ হল সাম্রাজ্যবাদী যুগের সাধারণ পরিস্থিতিরই সৃষ্টি। আমাদের দেয়া 'যুগ' ও 'বর্তমান যুদ্ধ' এই দুয়ের মধ্যেকার সম্পর্কের শুদ্ধ মার্কসবাদী সংজ্ঞার্থ: মার্কসবাদের জন্য প্রতিটি পৃথক যুদ্ধের নির্দিষ্ট মূল্যায়ন অপরিহার্য। কেন একটি সাম্রাজ্যবাদী

যুদ্ধ, অর্থাৎ যাবতীয় রাজনৈতিক অর্থে নিরেট প্রতিক্রিয়াশীল ও গণতন্ত্রবিরোধী একটি যুদ্ধ বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে ঘটে ও অনিবার্যভাবে ঘটেছে, যাদের অনেকেই ১৭৮৯-১৮৭১ সালে ছিল গণতন্ত্রের লড়াইয়ের পুরোধা, সেটা বুঝতে হলে সাম্রাজ্যবাদী যুগের সাধারণ পরিস্থিতিটা বোঝা, অর্থাৎ, উন্নত দেশগুলিতে পুঁজিতন্ত্রের সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তর বোঝা অত্যাবশ্যকীয়।

প. কিয়েভ্স্কি 'যুগ' ও 'বর্তমান যুদ্ধ' এই দুয়ের সম্পর্ককে নগ্নভাবে বিকৃত করেছেন। তাঁর যুক্তিতে ব্যাপারটা **নির্দিষ্টভাবে** বিশ্লেষণের অর্থ হল 'যুগটিকে' পরীক্ষা করে দেখা। ঠিক ওখানেই তাঁর ভুল।

১৭৮৯-১৮৭১ কালপর্ব ইউরোপের জন্য বিশেষ তাৎপর্যশীল। এটা অনস্বীকার্য। ওই কালপর্বের সাধারণ পরিস্থিতি না বুঝলে আমাদের পক্ষে একটিও জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ বোঝা সম্ভবপর হবে না, আর ওইসব যুদ্ধ ছিল তখনকার এক স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এতে কি বোঝায় যে ওই কালপর্বের **সকল** যুদ্ধই ছিল জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ? অবশ্যই না। এমন ধারণাপোষণ হল পুরো বিষয়টিকেই নিরর্থক করে তোলা এবং প্রতিটি পৃথক যুদ্ধের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যার বদলে উদ্ভট বস্তাপচা যুক্তি দেখান। ১৭৮৯-১৮৭১ কালপর্বেও ঔপনিবেশিক যুদ্ধ ঘটেছে, বহু জাতির নির্যাতনকারী প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যগুলি লড়েছে পরস্পরের সঙ্গে।

প্রাগ্রসর ইউরোপীয় (এবং মার্কিন) পুঁজিতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদের এক নতুন যুগে প্রবেশ করেছে। এথেকে কি এটা বোঝায় যে এখন কেবল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধই সম্ভবপর? এমন কোন ধারণা অবশ্যই উদ্ভট। এতে শুধু একটি যুগের সম্ভাব্য মোট প্রক্রিয়াবৈচিত্র্য থেকে একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়াকে আলাদা করার অসামর্থ্যই প্রকটিত হয়। একটি যুগকে ঠিক এইজন্যই যুগ বলা হয়, কারণ তাতে পরিবেষ্টিত থাকে মোট প্রক্রিয়াবৈচিত্র্য ও যুদ্ধ — স্বকীয় ও অস্বকীয়, ছোট ও বড় — কতকগুলি প্রাগ্রসর দেশের স্বাভাবিক, অন্যগুলি অনগ্রসর দেশের স্বাভাবিক। প. কিয়েভ্স্কির মতো 'যুগ' সম্পর্কিত সাধারণ বাক্যাবলীর সুবাদে ওই নির্দিষ্ট প্রশ্নগুলি হটিয়ে দেয়া তো 'যুগ' নামের খোদ প্রত্যয়টি অপব্যবহারেরই নামান্তর। প্রমাণ হিসেবে আমরা অনেকগুলির মধ্যে শুধু একটি দৃষ্টান্তই তুলে ধরব। কিন্তু প্রথমেই লক্ষণীয় যে, বামপন্থীদের **একটি** দল, যেমন, জার্মান 'ইণ্টারন্যাশনাল' দল (৪৩) বার্ন কার্যনির্বাহী কমিশনের (৪৪) ৩ নং বুলেটিনে (২৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৬) প্রকাশিত তার ৫টি অনুচ্ছেদে প্রকাশ্যে এই ভুল ধারণাটি উপস্থাপিত

করেছে: 'অবাধ সাম্রাজ্যবাদের এই যুগে **কোন** জাতীয় যুদ্ধ **আর সম্ভবপর নয়।**' আমরা বিবৃতিটি 'সুবোর্নিক সৎসিয়াল-দেমোক্রাতা'* পত্রিকায় বিশ্লেষণ করেছিলাম। এখানে শুধু এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে, আন্তর্জাতিকতাবাদী আন্দোলন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল প্রত্যেকেই এই তত্ত্বীয় প্রস্তাবটি সম্পর্কে বহুকাল অবহিত (সেই ১৯১৬ সালের বসন্তে, বার্ন কার্যনির্বাহী কমিশনের অধিবেশনে আমরা এর বিরোধিতা করেছিলাম) থাকা সত্ত্বেও এই পর্যন্ত **কোন একটি দলও** এটা গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করে নি। আর ১৯১৬ সালের আগস্ট মাসে লিখিত প. কিয়েভ্স্কির প্রবন্ধে ওটি বা অনুরূপ কোন প্রস্তাবের মূলনীতির আনুষঙ্গিক একটি শব্দও নেই।

এটা লক্ষণীয় এবং নিম্নোক্ত কারণের জন্য: এটা বা অনুরূপ কোন তত্ত্বীয় প্রস্তাব উপস্থাপিত হলে আমরা তত্ত্বীয় মতভেদগুলির কথা বলতে পারতাম। কিন্তু এই ধরনের প্রস্তাব **অনুপস্থিত** বিধায় আমরা বলতে বাধ্য যে — আমরা যা বলতে চাই তা 'যুগ' শব্দটির ভিন্নতর কোন ব্যাখ্যা বা তত্ত্বীয় অপসৃতি নয়, তা কেবল অসতর্কভাবে উচ্চারিত শব্দ, কেবল 'যুগ' শব্দটির অপব্যবহার।

একটি দৃষ্টান্ত। প. কিয়েভ্স্কি তাঁর প্রবন্ধটি শুরু করেছেন এই প্রশ্ন দিয়ে: 'এটা (আত্মনিয়ন্ত্রণ) কি মঙ্গলগ্রহে নিখরচায় সেই ১০ হাজার একর জায়গা পাওয়ার অধিকারের মতো নয়? কেবল সুনির্দিষ্টভাবে, কেবল বর্তমানে যুগবৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতেই প্রশ্নটির উত্তর দেয়া চলে। জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের যুগে, তৎকালীন তাদের বিদ্যমান স্তরে বিকাশমান উৎপ.নদী শক্তির শ্রেষ্ঠতম ধরন হিসেবে জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার হল এক কথা, কিন্তু এখন, এই ধরন, যেখানে জাতীয় রাষ্ট্র উৎপাদনী শক্তি বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করছে, তখন ব্যাপারটি সম্পূর্ণই আলাদা। পুঁজিতন্ত্র আত্মপ্রতিষ্ঠার যুগ ও জাতীয় রাষ্ট্র, আর জাতীয় রাষ্ট্রের পতনের যুগ ও খোদ পুঁজিতন্ত্রের পতনের পূর্বক্ষণ — এই দুয়ের মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে। স্থান-কাল প্রেক্ষিতের বাইরে, 'সাধারণভাবে' বিষয়াদি আলোচনা মার্কসবাদীর পক্ষে মানানসই নয়।'

এখন 'সাম্রাজ্যবাদী যুগ' সম্পর্কিত প্রত্যয় নিয়ে রঙ্গরসের একটি নজির রয়েছে। আর এই রঙ্গরসকে সরাসরিই মোকাবিলা করা দরকার, কারণ প্রত্যয়টি একাধারে নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ! জাতীয় রাষ্ট্রের ধরনগুলি বাধা সৃষ্টিকারী হয়ে উঠেছে, ইত্যাদি বলতে আমরা কী বোঝাতে চাই? আমরা মনে রাখি প্রাগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির কথা, সর্বোপরি জার্মানি, ফ্রান্স, ইংলন্ড — বর্তমান যুদ্ধে যাদের শরিকানা এটিকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ

---

* ভ. ই. লেনিন। 'ইউনিউসের পুস্তিকা প্রসঙ্গে'। — সম্পাঃ

হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে প্রধান উপাত্ত যুগিয়েছে। বিশেষত ১৭৮৯-১৮৭১ কালপর্বে মানবজাতির অগ্রদূতকল্প **এই** রাষ্ট্রগুলিতে জাতীয় রাষ্ট্রগঠনের প্রক্রিয়া এখন নিঃশেষিত। **ওই** দেশগুলিতে জাতীয় আন্দোলন উদ্ধারাতীত অতীতের বিষয় এবং তা পুনর্জাগরণের চেষ্টা অবশ্যই এক অসার প্রতিক্রিয়াশীল কল্পসাধ। ফ্রান্স, ইংলন্ড ও জার্মানির জাতীয় আন্দোলন বহুকাল আগেই সম্পূর্ণ হয়েছে। **ওই দেশগুলিতে** ইতিহাসের পরবর্তী পদক্ষেপ হল ভিন্নতর: মুক্তি পাওয়া জাতিগুলি উৎপীড়ক জাতিতে, সাম্রাজ্যবাদী লুঠেলে, 'পুঁজিতন্ত্রের পতনের প্রাক্কাল' অতিক্রমকারী জাতিসমূহে রূপান্তরিত হয়েছে।

কিন্তু অন্যান্য জাতিগুলি?

প. কিয়েভ্স্কি মুখস্থ নিয়মের মতো পুনরুক্তি করেন যে, মার্কসবাদীদের উচিত বিষয়গুলিকে 'নির্দিষ্টভাবে' দেখা। কিন্তু তিনি নিয়মটি **প্রয়োগ করেন** না। পক্ষান্তরে, আমরা আমাদের থিসিসগুলিতে স্বেচ্ছাকৃতভাবে একটা নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির নজির দেখাই আর প. কিয়েভ্স্কি আমাদের কোন ভুল থাকলে সেটা দেখাতে চান না।

আমাদের থিসিসগুলিতে (৬ অনুচ্ছেদ) দেখান হয়েছে যে নির্দিষ্টতার জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার সম্পর্কে আলোচনার সময় কমপক্ষে **তিন** ধরনের দেশকে চিহ্নিত করা প্রয়োজন। (সাধারণ থিসিসগুলিতে প্রতিটি আলাদা দেশের আলোচনা স্পষ্টতই অসম্ভব ছিল।) প্রথম ধরন: পশ্চিম ইউরোপের (ও আমেরিকার) প্রাগ্রসর দেশগুলি, যেখানে জাতীয় আন্দোলন **অতীতের বিষয়।** দ্বিতীয় ধরন: পূর্ব ইউরোপ, যেখানে এটা হল **বর্তমানের বিষয়।** আর তৃতীয় ধরন: আধা-উপনিবেশ ও উপনিবেশ, যেখানে ব্যাপারটা মূলত **ভবিষ্যতের।**

এটা শুদ্ধ কি শুদ্ধ নয়? **এর** সমালোচনাই প. কিয়েভ্স্কির জন্য উচিত কাজ হত। কিন্তু, তত্ত্বীয় সমস্যাগুলির **মর্মবস্তু** তাঁর চোখে পড়ে না! তিনি এটা দেখতে পান না যে, আমাদের থিসিসগুলির উপরোক্ত প্রস্তাবগুলি (৬ অনুচ্ছেদে) নাকচ করা ব্যতীত — আর শুদ্ধ বিধায় এইগুলি নাকচ করা চলে না — 'যুগ' সম্পর্কিত তাঁর আলোচনা সেই লোকটির মতো হয়ে ওঠে, যে তলোয়ার 'ঘুরায়' কিন্তু আঘাত করে না।

তিনি স্বীয় প্রবন্ধের শেষে লেখেন: 'ভ. ইলিনের মতের প্রতিপক্ষে আমরা এই ধারণা পোষণ করি যে অধিকাংশ (!) পশ্চিম (!) দেশগুলিতে জাতীয় সমস্যার সমাধান হয় নি'...

তাহলে ফরাসী, স্পেনীয়, ইংরেজ, ওলন্দাজ, জার্মান ও ইতালীয়দের জাতীয় আন্দোলনগুলি সতের, আঠার ও উনিশ শতকে এবং তার আগে পূর্ণতা লাভ করে নি? জাতীয় আন্দোলন সাধারণত পূর্ণতা পেয়েছে এবং কেবল পশ্চিম দেশগুলিতেই নয়, সেটা দেখানর জন্যই প্রবন্ধের গোড়ায় 'সাম্রাজ্যবাদের যুগ' প্রত্যয়টিকে বিকৃত করা হয়েছে। একই প্রবন্ধের শেষের দিকে পশ্চিম দেশগুলিতেই 'জাতীয় সমস্যা' স্পষ্টতই 'নিষ্পত্তি হয় নি' বলে ঘোষণা করা হয়েছে!! এটা কি তালগোল পাকান নয়?

পশ্চিম দেশগুলিতে জাতীয় আন্দোলন হল দূর অতীতের ঘটনা। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, ইত্যাদিতে 'পিতৃভূমি' মৃতকল্প, এর ঐতিহাসিক ভূমিকা অবসিত, **অর্থাৎ** জাতীয় আন্দোলন এখানে কোন প্রগতিশীল কার্যসম্পাদনে নতুন জনগণকে নতুন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে উন্নীতকরণে অপারগ। এখানে ইতিহাসের পরবর্তী পদক্ষেপ হল সামন্ততন্ত্র থেকে বা গোষ্ঠীতান্ত্রিক বর্বরতা থেকে জাতীয় প্রগতিতে, সংস্কৃত ও রাজনৈতিক দিক থেকে মুক্ত একটি পিতৃভূমিতে উত্তরণ নয়, বস্তুত বয়সাতিক্রান্ত, পুঁজিতান্ত্রিকভাবে সুপরিপক্ক 'পিতৃভূমিকে' সমাজতন্ত্রে উত্তরণ।

পরিস্থিতিটি পূর্ব ইউরোপে ভিন্নতর। দৃষ্টান্ত হিসেবে ইউক্রেনীয় ও বেলোরুশীদের কথা ধরলে মঙ্গলগ্রহের কোন স্বাপ্নিকই কেবল অস্বীকার করতে পারে যে সেখানে জাতীয় আন্দোলন এখনো পূর্ণতা পায় নি, মাতৃভাষা ও সাহিত্য পুরোপুরি ব্যবহারের জন্য তাদের গণজাগরণ (এটা হল পুঁজিতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশ, শেষতম কৃষক পরিবারে বিনিময়ের পূর্ণ অনুপ্রবেশের চূড়ান্ত শর্ত ও অনুষঙ্গ) সেখানে **এখনো** অব্যাহত রয়েছে। ঐতিহাসিকভাবে 'পিতৃভূমি' সেখানে **এখনো** পুরোপুরি মৃতকল্প নয়। সেখানে 'পিতৃভূমির প্রতিরক্ষা' **এখনো** গণতন্ত্রের, জাতীয় ভাষার প্রতিরক্ষা, শোষক জাতিগুলির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক স্বাধীনতার, মধ্যযুগীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা হতে পারে। কিন্তু ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান ও ইতালীয়রা যখন বর্তমান যুদ্ধে পিতৃভূমি প্রতিরক্ষার কথা বলে তখন তা মিথ্যাভাষণ হয়ে ওঠে। কারণ, তারা তো জাতীয় ভাষা, জাতীয় বিকাশের অধিকার রক্ষা করছে **না,** রক্ষা করছে দাসমালিকানার অধিকার, নিজেদের উপনিবেশ, নিজেদের ফিনান্স পুঁজির বৈদেশিক 'প্রভাব পরিমণ্ডল', ইত্যাদি।

আধা-উপনিবেশ ও উপনিবেশগুলিতে ঐতিহাসিকভাবে জাতীয় আন্দোলন হল এখনো পূর্ব ইউরোপের তুলনায় তরুণতর।

'প্রাগ্রসর দেশগুলি' ও সাম্রাজ্যবাদী যুগ বলতে **কী** বোঝায়? রাশিয়ার 'বিশেষ' অবস্থা **কোথায়** নিহিত (প. কিয়েভ্‌স্কির প্রবন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়, **ঙ** অনুচ্ছেদের শিরোনাম) এবং কেবল রাশিয়ার নয়? **কোথায়** জাতীয় মুক্তি আন্দোলন একটি ভুয়ো শব্দ আর **কোথায়** সেটি সজীব ও প্রগতিশীল বাস্তবতা? এই তিনটি বিষয়ের কোনটিতেই প. কিয়েভ্‌স্কির উপলব্ধির লক্ষণ সুস্পষ্ট নয়।

৬। প. কিয়েভ্‌স্কির কর্তৃক উত্থাপিত অন্যান্য রাজনৈতিক বিষয় ও সেগুলির বিকৃতিসাধন

আমাদের থিসিসগুলিতে ঘোষিত হয়েছিল, উপনিবেশগুলির মুক্তি হল জাতিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের সমার্থক। ইউরোপীয়েরা প্রায়ই ভুলে যায় যে উপনিবেশের মানুষেরাও জাতি আর এই 'বিস্মৃতি' সহ্য করা তো জাতিদম্ভ সমর্থনেরই সামিল।

প. কিয়েভ্‌স্কির 'আপত্তি':

বিশুদ্ধ ধরনের উপনিবেশগুলিতে 'যথার্থ অর্থে কোন প্রলেতারিয়েত **নেই**' (দ্বিতীয় অধ্যায়, **দ** অনুচ্ছেদের শেষ), 'তাহলে কার জন্য এই 'আত্মনিয়ন্ত্রণ' স্লোগান? ঔপনিবেশিক বুর্জোয়ার জন্য? মিশরীয় চাষীদের জন্য? কৃষকদের জন্য? অবশ্যই নয়। উপনিবেশগুলির জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণ স্লোগান দাবী করা **সমাজতন্ত্রীদের জন্য** (বড় হরপ প. কিয়েভ্‌স্কির) নিরর্থক, কারণ, শ্রমিকহীন দেশে শ্রমিক পার্টির স্লোগান দেয়াটা অর্থহীন বৈকি'।

প. কিয়েভ্‌স্কির ক্রোধ এবং আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে নিন্দা সহকারে 'নিরর্থক' বলা সত্ত্বেও আমরা জোরেশোরেই বলছি যে তাঁর যুক্তিগুলি ভ্রান্তিদুষ্ট। সেকেলে ও পরিত্যক্ত 'অর্থনীতিবিদরা'ই কেবল বিশ্বাস করত যে 'শ্রমিক পার্টির স্লোগান' **শুধু** শ্রমিকদের জন্যই*। না, স্লোগানটি সকল মেহনতীর জন্য, সমগ্র জনগণের জন্য। আমাদের কর্মসূচির গণতান্ত্রিক

---

* প. কিয়েভ্‌স্কির উচিত ছিল আ. মার্তিনভ অ্যান্ড কোং-র লেখাগুলি (১৮৯৯-১৯০১) পুনরায় পড়ে দেখা। ওখানে তাঁর 'নিজের' অনেকগুলি যুক্তিই তিনি দেখতে পেতেন।

অংশ — 'সাধারণভাবে' এর তাৎপর্যের দিকে প. কিয়েভ্স্কি নজর দেন নি — বিশেষভাবে সারা জনগণের কাছে উদ্দিষ্ট এবং সেইজন্যই আমরা 'জনগণের' কথা বলি।*

আমরা বলেছি যে ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক জাতিগুলির জনসংখ্যা ১০০ কোটি এবং প. কিয়েভ্স্কি ওই নির্দিষ্ট বিবৃতিটি নাকচের কোন চেষ্টাই করেন নি। এই জনসংখ্যার ৭০ কোটির বেশি মানুষ যেসব দেশে (চীন, ভারত, পারস্য ও মিশর) বসবাস করে সেখানে শ্রমিকের অস্তিত্ব **আছে।** কিন্তু, এমন কি ঔপনিবেশিক দেশগুলি, যেখানে কোন শ্রমিক নেই, আছে শুধু দাসমালিক ও দাস, ইত্যাদিরা, সেখানেও 'আত্মনিয়ন্ত্রণের' দাবী মোটেই নিরর্থক **নয়,** প্রত্যেক মার্কসবাদীর পক্ষে **বাধ্যতামূলক।** ব্যাপারটি নিয়ে সামান্য কিছুটা চিন্তা করলেই প. কিয়েভ্স্কি এটা এবং 'আত্মনিয়ন্ত্রণ' সর্বদাই **দুটি** জাতির 'জন্য' — শোষিত ও **শোষক** — অভীষ্ট তা বুঝতে পারতেন।

প. কিয়েভ্স্কির 'আপত্তিগুলির' আরেকটি:

'সেই কারণে উপনিবেশগুলির ব্যাপারে আমরা একটি নেতিবাচক স্লোগানে, অর্থাৎ নিজ সরকারের কাছে 'উপনিবেশ ছাড়!' সমাজতন্ত্রীদের উপস্থাপিত এই দাবীর মধ্যে নিজেদের সীমিত রাখি। পুঁজিতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে অর্জনাতীত এই দাবীটি পুঁজিতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে তীব্রতাদানের সহায়তা যোগায়, কিন্তু বিকাশের প্রবণতার বিরোধিতা করে না, কারণ সমাজতান্ত্রিক সমাজের কোন উপনিবেশ থাকবে না।'

রাজনৈতিক স্লোগানের তত্ত্বীয় আধেয় সম্পর্কে সামান্যতম চিন্তার ক্ষেত্রে লেখকের অক্ষমতা বা অনিচ্ছা খুবই বিস্ময়কর! আমাদের কি বিশ্বাস করতে হবে যে, তত্ত্বীয়ভাবে নির্ভুল রাজনৈতিক স্লোগানের বদলে প্রচারমূলক বাক্য ব্যবহার করলে বিষয়গুলি পালটে যায়? 'উপনিবেশ ছাড়' বলা হল তত্ত্বীয় বিশ্লেষণ এড়ান এবং প্রচারমূলক বাক্যাবলীর আড়ালে আত্মগোপন! ইউক্রেন, পোল্যান্ড, ফিনল্যান্ড, ইত্যাদির ব্যাপারে আমাদের পার্টির প্রত্যেকটি প্রচারক জার সরকারের কাছে (তার 'নিজের সরকার') এই

---

* 'জাতিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের' কিছু কিছু অদ্ভুত ধরনের বিরোধীরা এই যুক্তিতে আমাদের মতগুলি খণ্ডনের চেষ্টা করে যে 'জাতিগুলি' শ্রেণীবিভক্ত! মার্কসবাদের এইসব ভাঁড়দের সম্পর্কে আমাদের প্রথাসিদ্ধ উত্তর হল — আমাদের কর্মসূচির গণতান্ত্রিক অংশ 'জনগণের সরকারের' কথাই বলে।

দাবী জানানর পূর্ণ অধিকারী: 'ফিনল্যান্ড ছাড়, ইত্যাদি'। কিন্তু, বুদ্ধিমান প্রচারক বুঝবেন যে লড়াইটি 'তীব্রকরণের' একক উদ্দেশ্যে ইতিবাচক বা নেতিবাচক স্লোগান দেয়া আমাদের উচিত নয়। কেবল আলেক্সিনস্কির ধরনের মানুষই গোঁ ধরে যে কোন নির্দিষ্ট একটি অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই 'তীব্রকরণের' ইচ্ছার নিরিখে 'কৃষ্ণশতক দুমা ছাড়' এই 'নেতিবাচক' স্লোগানটি ন্যায্য ছিল।

লড়াই তীব্রকরণের স্লোগান হল বিষয়ীমুখ ব্যক্তিদের একটি নিষ্ফল বাক্যবিশেষ, যারা ভুলে যায় যে মার্কসবাদী চাহিদার দাবী অনুসারে **অর্থনৈতিক** বাস্তবতার সঠিক বিশ্লেষণ, স্লোগানের **রাজনৈতিক** পরিস্থিতি ও **রাজনৈতিক** তাৎপর্যের নিরিখে প্রতিটি স্লোগানের সত্যাপন প্রয়োজন। এটা নিয়ে বলা বিব্রতিকর। কিন্তু কী আর করা?

প্রচারের গলাবাজিতে একটি তত্ত্বীয় সমস্যার তত্ত্বীয় আলোচনাকে সংক্ষিপ্ত করার ব্যাপারে আলেক্সিনস্কির অভ্যাস আমরা জানি। এটা কুঅভ্যাস। 'উপনিবেশ ছাড়' স্লোগানটির কেবল একটিই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধেয় রয়েছে: ঔপনিবেশিক জাতিগুলির বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার, আলাদা রাষ্ট্রগঠনের অধিকার! প. কিয়েভ্স্কির বিশ্বাস মোতাবেক যদি সাম্রাজ্যবাদের **সাধারণ** নিয়মগুলি জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণ ব্যাহত করে এটাকে ইউটোপিয়া, কল্পনা, ইত্যাদি করে তোলে, তাহলে চিন্তা ব্যতিরেকে কীভাবে কারও পক্ষে দুনিয়ার **অধিকাংশ** জাতির ক্ষেত্রে এই সাধারণ নিয়মাবলীর ব্যতিক্রম ঘটান সম্ভবপর হতে পারে? স্পষ্টতই প. কিয়েভ্স্কি 'তত্ত্ব' হল তত্ত্বের রঙ্গরস।

পণ্যোৎপাদন ও পুঁজিতন্ত্র এবং ফিনান্স পুঁজির যোগসূত্র অধিকাংশ ঔপনিবেশিক দেশেই বিদ্যমান রয়েছে। তাহলে কীভাবে আমরা সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিকে, তাদের সরকারগুলিকে 'উপনিবেশ ছাড়' বলে পরামর্শ দিতে পারি, যদি পণ্যোৎপাদন, পুঁজিতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের **দৃষ্টিকোণ থেকে** এটা 'অবৈজ্ঞানিক' ও 'ইউটোপীয়' দাবী হয়ে থাকে, এমন কি লেণ্ড **নিজে,** কুনভ প্রমুখদের দ্বারা 'অস্বীকৃত' হলেও?

লেখকের যুক্তির মধ্যে **চিন্তাশক্তির** ছায়ামাত্রও নেই!

উপনিবেশগুলির মুক্তি যে **কেবল** 'অনেকগুলি বিপ্লব ব্যতিরেকে বাস্তবায়নাতীত' অর্থেই 'বাস্তবায়নাতীত' — এর প্রতি তিনি মোটেই মনোযোগ দেন নি। ইউরোপে নিষ্পন্ন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সঙ্গে **একযোগেই** যে এটা বাস্তবায়নশীল, তিনি তা একটুও ভেবে দেখেন নি।

'সমাজতান্ত্রিক **সমাজের** দখলে থাকবে না' **শুধু** উপনিবেশগুলিই **নয়, সাধারণভাবে** অধীনস্থ জাতিগুলিও, সেইদিকে তিনি নজর দেন নি। আলোচ্য সমস্যায় যে পোল্যান্ড বা তুর্কিস্তানে রাশিয়ার 'দখলদারির' মধ্যে কোনই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পার্থক্য **নেই,** তিনি তাও ভেবে দেখেন নি। তিনি এই ঘটনাও লক্ষ্য করেন নি যে, একটি 'সমাজতান্ত্রিক সমাজ' **কেবল** তাদের বিচ্ছিন্ন হওয়ার স্বাধীন অধিকার স্বীকৃতির অর্থেই 'উপনিবেশগুলি ছাড়তে' চাইবে এবং **অবশ্যই বিচ্ছিন্ন হওয়া অনুমোদনের** অর্থে নয়।

আর বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার এবং বিচ্ছিন্ন হওয়ার অনুমোদন — দুয়ের এই পার্থক্যের জন্যই প. কিয়েভ্স্কি আমাদের 'বাজিকর' বলে নিন্দা করেছেন এবং শ্রমিকদের চোখে সেই রায়কে 'বৈজ্ঞানিকভাবে সত্যাপনের' জন্য লিখেছেন:

'প্রলেতারিয়ান কীভাবে 'সার্মস্তিনস্তকে' (অর্থাৎ, ইউক্রেনের রাজনৈতিক স্বাধীনতা) 'দেখবে এই কথা কোন প্রচারককে জিজ্ঞেস করলে এবং সমাজতন্ত্রীরা বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকারের জন্য কাজ করছে, কিন্তু বিচ্ছিন্ন হওয়ার বিরুদ্ধে প্রচার চালাচ্ছে, এই উত্তর পেলে একজন শ্রমিক কী ভাববে?'

আমার মনে হয় আমি প্রশ্নটির যথেষ্ট নির্ভুল একটি উত্তর দিতে পারি: প্রতিটি বিবেচক শ্রমিকই **ভাববে** যে প. কিয়েভ্স্কির **কোনই চিন্তাশক্তি নেই।**

প্রত্যেকটি চিন্তাশীল শ্রমিক 'ভাববে': এখানে দেখছি প. কিয়েভ্স্কি আমাদের শ্রমিকদের 'উপনিবেশগুলি ছাড়' এই স্লোগান দিতে বলছেন। কথান্তরে, আমরা বড় রুশী শ্রমিকরা আমাদের সরকারকে মঙ্গোলিয়া, তুর্কিস্তান, পারস্য ছাড়তে বলব; ইংরেজ শ্রমিকরা অবশ্যই ইংরেজ সরকারের কাছে মিশর, ভারত, পারস্য, ইত্যাদি ছাড়ার দাবী জানাবে। কিন্তু এর অর্থ কি এই যে, **আমরা,** প্রলেতারিয়ানরা মিশরীয় শ্রমিক ও কৃষক আর মঙ্গোলীয়, তুর্কিস্তান ও ভারতীয় শ্রমিক, কৃষকদের থেকে নিজেদের আলাদা করতে **চাই?** এতে কি এটা বোঝায় যে **আমরা** উপনিবেশের মেহনতী জনগণকে ইউরোপীয় সচেতন প্রলেতারিয়েত থেকে 'আলাদা হওয়ার' উপদেশ দিচ্ছি? মোটেই নয়। সর্বকালের মতো এখনো আমরা উন্নত দেশগুলির সচেতন শ্রমিকদের সঙ্গে নিপীড়িত **সকল** দেশগুলির শ্রমিক, কৃষক ও দাসদের ঘনিষ্ঠতম সংযোগ ও মিলনের পক্ষে রয়েছি এবং থাকব। উপনিবেশ সহ সকল নিপীড়িত দেশের সকল নির্যাতিত শ্রেণীকে আমাদের কাছ

থেকে আলাদা না হতে, সম্ভাব্য ঘনিষ্ঠতম বন্ধন গড়তে, আমাদের সঙ্গে মিলিত হতে আমরা সর্বদাই উপদেশ দিয়েছি ও দিতে থাকব।

আমরা আমাদের সরকারের কাছে উপনিবেশ ছাড়ার দাবী জানাই, কিংবা উত্তেজক স্লোগানের চেয়ে বরং শুদ্ধ রাজনৈতিক পরিভাষায় বললে, উপনিবেশগুলিকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্ণ **স্বাধীনতা, আত্মনিয়ন্ত্রণের** সত্যিকার **অধিকার দেয়ার** কথা এবং আমরা ক্ষমতা দখল করা মাত্র সেই স্বাধীনতা দেয়ার কথা বলি। বিদ্যমান সরকারের কাছে আমরা এই দাবী জানাই এবং আমরা সরকার পেলে তাই **করব** এবং তা বিচ্ছিন্নতা 'অনুমোদনের' জন্য নয়, পক্ষান্তরে জাতিসমূহের **গণতান্ত্রিক** মেলবন্ধন ও মিলনকে সহজতর, দ্রুততর করার জন্য। মঙ্গোলীয়, পারসিক, ভারতীয়, মিশরীয়দের সঙ্গে মেলবন্ধন লালন ও মিলনের জন্য সম্ভাব্য সকল চেষ্টাই চালাব। আমরা জানি এটা আমাদের কর্তব্য, **আমাদের স্বার্থানুকূল**, অন্যথা ইউরোপে সমাজতন্ত্র মোটেই **নিরাপদ** থাকবে না। এইসব জাতিকে, আমাদের চেয়ে অনগ্রসর ও অধিকতর নির্যাতিত জাতিগুলিকে, পোলিশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটদের সানন্দ পরিভাষায় বললে আমরা, 'নিঃস্বার্থে সাংস্কৃতিক সহায়তা' দিতে সচেষ্ট থাকব। কথান্তরে, আমরা তাদের কাছে যন্ত্রপাতি ব্যবহার, শ্রম হালকা করা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রে উত্তরণ হস্তান্তরিত করব।

আমরা যদি মঙ্গোলীয়, পারসিক, মিশরীয় সহ **সকল** নির্যাতিত ও অসমান জাতির বিচ্ছিন্ন হওয়ার স্বাধীনতা নির্বিশেষ দাবি জানাই তাহলে সেটা এজন্য নয় যে আমরা **বিচ্ছিন্নতার পক্ষপাতী**, বরং **কেবল** এজন্যই যে জবরদস্তিমূলক সম্মিলনীর বদলে আমরা **অবাধ, স্বেচ্ছাভিত্তিক** সম্মিলনীর পক্ষপাতী। এটাই **একমাত্র** কারণ!

এ ক্ষেত্রে আমাদের মতে মঙ্গোলীয় ও মিশরীয় কৃষক ও শ্রমিকের সঙ্গে তাদের পোলিশ ও ফিনিশ সাঙাতদের **একটাই** শুধু পার্থক্য: শেষোক্তরা বড় রুশীদের তুলনায় রাজনৈতিকভাবে উন্নততর, অভিজ্ঞতর, অর্থনৈতিকভাবে অধিকতর প্রস্তুত, ইত্যাদি, এবং সেজন্য **অচিরেই** নিজের জনগণকে এটা বোঝাবে খুবই সম্ভব যে **সমাজতন্ত্রী** শ্রমিক ও সমাজতন্ত্রী রাশিয়ার ক্ষেত্রে জল্লাদের ভূমিকাসীন বিধায় বড় রুশীদের বিরুদ্ধে তাদের বর্তমান ন্যায্য ঘৃণার মাত্রাবৃদ্ধি সুবুদ্ধির পরিচায়ক নয়। তারা তাদের বোঝাবে যে অর্থনৈতিক সুযোগ এবং আন্তর্জাতিক, গণতান্ত্রিক এষণা ও সচেতনতার দাবি হল স্বল্পতম সময়ে সমাজতান্ত্রিক সমাজে সকল জাতির সম্মিলন এবং ঐকবন্ধন। পোলিশ ও ফিনিশরা আত্যন্তিক সংস্কৃতিবান বিধায় অচিরেই

তাদের পক্ষে এই দৃষ্টিভঙ্গির শুদ্ধতা উপলব্ধি খুবই সম্ভবপর আর সেজন্যই সমাজতন্ত্রের জয়লাভের পর পোল্যান্ড ও ফিনল্যান্ডের সম্ভাব্য বিচ্ছিন্নতা খুবই স্বল্পস্থায়ী হবে। অপেক্ষাকৃত কম সংস্কৃত মিশরীয় কৃষক, মঙ্গোলীয় ও পারসিকদের পক্ষে দীর্ঘতর বিচ্ছিন্নতাই সম্ভবপর। কিন্তু, উপরোক্তভাবে নিঃস্বার্থ সাংস্কৃতিক সহায়তাদানের মাধ্যমে আমরা এই কালপরিসর অবশ্যই সংক্ষিপ্ত করার চেষ্টা করব।

পোলিশ ও মঙ্গোলীয়দের ব্যাপারে আমাদের কোন ভিন্নমত নেই। হওয়াও অসম্ভব। জাতিসমূহের বিচ্ছিন্নতার স্বাধীনতা সম্পর্কিত প্রচার এবং সরকার গঠন করলে সেই স্বাধীনতা বাস্তবায়নে আমাদের অটল ইচ্ছার মধ্যে আর জাতিসমূহের সম্মিলন ও ঐক্যবন্ধনের প্রচারের মধ্যে **কোনই** ‘দ্বন্দ্ব’ **নেই,** থাকাও সম্ভবপর নয়। সেজন্যই আমরা নিশ্চিত বোধ করি যে, প্রত্যেকটি বিবেচক শ্রমিক, প্রত্যেকটি সত্যিকার সমাজতন্ত্রী ও আন্তর্জাতিকতাবাদী প. কিয়েভ্স্কির সঙ্গে আমাদের মতবৈষম্য সম্পর্কে ‘বিচার-বিবেচনা করে দেখবেন’।*

প্রবন্ধে প্রকটিত প. কিয়েভ্স্কির মূল সন্দেহ: বিকাশের প্রবণতা যদি জাতিসমূহের **মিলনমুখীই** বিবেচিত হয় তাহলে ক্ষমতাসীন হলে জাতিসমূহের **বিচ্ছিন্ন হওয়ার** স্বাধীনতা বাস্তবায়িত করার কথা বলা কেন? অভিন্ন কারণে — আমাদের জবাব হল — আমরা বলি এবং ক্ষমতাসীন

---

* প্রসঙ্গত, প. কিয়েভ্স্কি কোন কোন জার্মান ও ওলন্দাজ মার্কসবাদীর উত্থাপিত ‘উপনিবেশ ছাড়’ স্লোগানটিরই কেবল **পুনরুক্তি করেছেন।** তিনি কেবল এটির তত্ত্বীয় আধেয় ও তাৎপর্যই নয়, রাশিয়ার নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলিও ভেবে দেখেন নি। ‘উপনিবেশ ছাড়’ এই স্লোগানটির জন্য কোন ওলন্দাজ বা জার্মান মার্কসবাদীকে অবশ্যই কিছুটা ক্ষমা করা চলে। প্রথমত, **পশ্চিম**-ইউরোপীয় দেশগুলির ক্ষেত্রে জাতীয় নির্যাতনের **বিশিষ্ট** ধরন হল উপনিবেশগুলি শোষণ এবং দ্বিতীয়ত, পশ্চিম-ইউরোপীয় দেশগুলির ক্ষেত্রে ‘উপনিবেশ’ শব্দটির অর্থ সবিশেষ স্পষ্ট, স্বচ্ছ ও অত্যাবশ্যকীয়।

কিন্তু রাশিয়ার ক্ষেত্রে? এর বৈশিষ্ট্য স্পষ্টতই এতে নিহিত যে **‘আমাদের’** ‘উপনিবেশ’ ও ‘আমাদের’ শোষিত জাতিগুলির মধ্যেকার পার্থক্য স্পষ্ট নয়, স্বচ্ছ নয়, নির্দিষ্টভাবে উপলব্ধ নয়!

কোন মার্কসবাদী, যেমন জার্মান, যদি রাশিয়ার **এই** বৈশিষ্ট্য এড়িয়ে যান তবে তাঁকে অবশ্যই ক্ষমা করা চলে। কিন্তু প. কিয়েভ্স্কিকে সেজন্য ক্ষমা করা যায় না। রাশিয়ার ক্ষেত্রে শোষিত জাতি ও উপনিবেশগুলির মধ্যে কোন গুরুতর পার্থক্য নির্ণয়ের চেষ্টার অকাট্য অর্থহীনতা একজন রুশ সমাজতন্ত্রীর কাছে সবিশেষ স্পষ্ট হয়ে ওঠা প্রয়োজন বৈকি, যিনি নেহাৎ **পুনরাবৃত্তির** বদলে **চিন্তনে** ইচ্ছুক।

হলে আমরা প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করব, যদিও বিকাশের সমগ্র প্রবণতাটি হবে সমাজের একাংশের উপর অন্যাংশের জবরদস্তিমূলক প্রাধান্যলোপের অনুসারী। একনায়কত্ব হল সমাজের একাংশের দ্বারা সমগ্র সমাজের উপর প্রাধান্যবিস্তার এবং তদুপরি প্রাধান্য তো সরাসরিই জবরদস্তিভিত্তিক। একমাত্র অটল বিপ্লবী শ্রেণী, প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব হল বুর্জোয়া উৎখাত এবং তার মাধ্যমে প্রতিবিপ্লব সৃষ্টির উদ্যোগ প্রতিহত করা। প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের প্রশ্নটি এতই ব্যাপক গুরুত্বপূর্ণ যে এই একনায়কত্বের প্রয়োজনীয়তা যে-লোক অস্বীকার করে বা কেবল মুখেই স্বীকার করে, সে সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সদস্যই হতে পারে না। তবু একথা স্বীকার্য যে, ক্ষেত্রবিশেষে, ব্যতিক্রম হিসেবে, যেমন পার্শ্ববর্তী কোন বড় দেশে সামাজিক বিপ্লব নিষ্পন্ন হলে কোন ছোট দেশে বুর্জোয়া দ্বারা শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরও **সম্ভবপর,** যদি সে প্রতিরোধের ব্যর্থতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয় এবং নিজের প্রাণরক্ষা করতে চায়। কিন্তু, এমন কি ছোট রাষ্ট্রগুলিতেও গৃহযুদ্ধ ছাড়া সমাজতন্ত্র অর্জিত **না** হওয়ার সম্ভাবনাই সর্বাধিক এবং সেজন্য আন্তর্জাতিক সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির **একমাত্র** কর্মসূচিটি অবশ্যই গৃহযুদ্ধকে স্বীকৃতি দেবে, যদিও হিংসা অবশ্যই আমাদের ভাবাদর্শের বিরোধী। সেই mutatis mutandis (**প্রয়োজনীয়** বিকল্প সহ) সকল জাতির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আমরা তাদের মিলনের পক্ষপাতী। কিন্তু, **এখন** বলপ্রয়োগে মিলন ও সংযুক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার স্বাধীনতা ছাড়া স্বেচ্ছাভিত্তিক মিলনে পৌঁছনর কোন মধ্যপন্থা নেই। আমরা সঙ্গতভাবেই অর্থনৈতিক উপাত্তগুলির প্রাধান্য স্বীকার করি। কিন্তু, প. কিয়েভ্স্কির মতো ব্যাখ্যা করলে তা অবশ্যই মার্কসবাদের রঙ্গরস হয়ে উঠবে। উন্নত পুঁজিতন্ত্রের অংশরূপী সর্বত্র অপরিহার্য আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের ট্রাস্ট ও ব্যাঙ্কগুলি পর্যন্ত দেশ থেকে দেশান্তরে স্বীয় নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। মৌলিক সমসত্ত্বতা সত্ত্বেও উন্নত সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে — আমেরিকা, ইংলন্ড, ফ্রান্স, জার্মানিতে, রাজনৈতিক ধরনের মধ্যে আরও বৃহত্তর পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে। অভিন্ন ধরনের বৈচিত্র্য প্রকটিত হবে আজকের সাম্রাজ্যবাদ থেকে আগামী দিনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে মানবজাতির উত্তরণের পথে। সকল জাতিই সমাজতন্ত্রে পৌঁছবে। এটা অনিবার্য। কিন্তু, সবাই ঠিক একইভাবে তা করবে না। প্রত্যেকে কোন ধরনের গণতন্ত্রে, প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের কোন রকমফেরে, সমাজ-জীবনের নানা দিকের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের নানা মাত্রায় নিজস্ব কিছুটা অবদানও

যুক্ত করবে। 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদের নামে' ভবিষ্যতের **এই** দিকটিকে একঘেয়ে ধূসর রঙে লেপ্টে রাখার মতো তত্ত্বীয় দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে আদিম ও প্রায়োগিক দিক থেকে হাস্যকর আর কিছুই হতে পারে না। ফলশ্রুতি দাঁড়াবে সুজদালের জবড়জঙ্গের মতো (৪৫)। আর এমন কি, যদি বস্তুত দেখা যায় যে প্রথম সমাজতান্ত্রিক প্রলেতারীয় বিপ্লবের জয়লাভের **আগে** বর্তমানে নির্যাতিত জাতিগুলির কেবল ১/৫০০ অংশ মুক্তিলাভ করবে ও বিচ্ছিন্ন হবে, সারা দুনিয়ায় সমাজতন্ত্রী প্রলেতারিয়েতের শেষ বিজয়ের আগে (অর্থাৎ, ইতিমধ্যে শুরু-করা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের যাবতীয় উত্থান-পতনের সময়) অত্যন্ত স্বল্পকালের জন্য কেবল ১/৫০০ ভাগ নির্যাতিত জাতিই বিচ্ছিন্ন হবে — **এমন কি**, এই পরিস্থিতিতেও তত্ত্বীয় ও প্রায়োগিক-রাজনৈতিক ভাবে আমরা নির্ভুলই থাকব যদি এখনই শ্রমিকদের উপদেশ দিই যে তারা যেন তাদের সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টিগুলিতে শোষক জাতিগুলির সেইসব সমাজতন্ত্রীর স্থান না দেয়, যারা **সকল** নির্যাতিত জাতির বিচ্ছিন্নতার স্বাধীনতা স্বীকার ও প্রচার করে না। এর কারণ, আমরা জানি না এবং জানাও সম্ভব নয় যে, ওই নির্যাতিত জাতিগুলির কতটির পক্ষে কার্যত গণতন্ত্রের বিভিন্ন ধরন ও সমাজতন্ত্রে উত্তরণের বিভিন্ন **ধরনে** কিছুটা নিজস্ব অবদান যোজনের জন্য বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রয়োজন দেখা দেবে। এবং বিচ্ছিন্নতার স্বাধীনতার বিরোধিতা তত্ত্বীয় দিক থেকে আগাগোড়াই ভ্রান্ত ও কার্যত শোষক জাতিগুলির জাতিদম্ভীদের গোলামীর সামিল — আমরা এখন তা জানি, রোজই দেখি, অনুভব করি।

উপরোদ্ধৃত অংশের পাদটীকায় প. কিয়েভ্স্কি লেখেন: 'আমরা জোর দিয়ে বলি যে, 'জবরদস্তিমূলক সংযুক্তির বিরুদ্ধে' দাবীগুলিকে আমরা সম্পূর্ণ সমর্থন করি...'

কিন্তু আমাদের সুস্পষ্ট বিবৃতি অনুযায়ী এই 'দাবী' যে আত্মনিয়ন্ত্রণ স্বীকারের সামিল, আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের প্রেক্ষিতে না দেখলে 'সংযুক্তি' প্রত্যয়টির যে কোন শুদ্ধ সংজ্ঞার্থই হয় না, তিনি তার কোন জবাব দেন নি বা এই সম্পর্কে একটিও শব্দ উচ্চারণ করেন নি! সম্ভবত কিয়েভ্স্কি মনে করেন যে কোন আলোচনায় সহযোগী সাক্ষ্যপ্রমাণ ছাড়া নিজস্ব যুক্তি ও দাবী জানানই যথেষ্ট!

তিনি আরও বলেন: '...তাদের **নেতিবাচক** সূত্রে উত্থাপিত কয়েকটি দাবী আমরা সম্পূর্ণ সমর্থন করি, যা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের সচেতনতাকে তীক্ষ্ণতা দেয়, কিন্তু বিদ্যমান ব্যবস্থার ভিত্তিতে আনুষঙ্গিক **ইতিবাচক** সূত্র নির্ধারণের কোনই সম্ভাবনা নিহিত নেই। যুদ্ধের বিরুদ্ধে — হ্যাঁ, কিন্তু গণতান্ত্রিক শান্তির সপক্ষে নয়...'

ভুল, আগাগোড়াই ভুল। লেখক আমাদের 'শান্তিসর্বস্ববাদ ও শান্তির স্লোগান' ('সমাজতন্ত্র ও যুদ্ধ' পুস্তিকায় ৪৪-৪৫ পৃঃ) পড়েছেন এবং আমার বিশ্বাস এমন কি অনুমোদনও করেছেন। কিন্তু খুবই স্পষ্ট যে তিনি তা বোঝেন নি। আমরা গণতান্ত্রিক শান্তির **সপক্ষে।** আমরা কেবল শ্রমিকদের এই ধরনের প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ার করি যে বর্তমান বুর্জোয়া সরকারের অধীনে, আমাদের প্রস্তাবের ভাষায়, 'এক লহরী বিপ্লব ছাড়াই' এমন শান্তি সম্ভবপর। শান্তির পক্ষে 'বিমূর্ত' ওকালতি, অর্থাৎ সত্যিকার শ্রেণীচরিত্র, বা যুদ্ধরত দেশগুলির বর্তমান সরকারের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র সম্পর্কে বিবেচনা **ছাড়া** একে শ্রমিকদের প্রবঞ্চনা হিসেবে আমরা নিন্দা করি। আমরা 'সৎসিয়াল-দেমোক্রাৎ' (সংখ্যা ৪৭) কাগজপত্রের থিসিসগুলিতে স্পষ্টতই বলেছি যে বর্তমান যুদ্ধে বিপ্লব আমাদের পার্টিকে ক্ষমতাসীন করলে সে যুদ্ধরত সকল দেশের কাছে তৎক্ষণাৎ গণতান্ত্রিক শান্তির প্রস্তাব দেবে।

তথাপি, নিজেকে ও অন্যদের বোঝানর ব্যাপারে উদ্বিগ্ন প. কিয়েভ্স্কির আপত্তি 'কেবল' আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেই, সাধারণভাবে গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে নয় এবং তিনি এই বলে শেষ করেন যে, আমরা 'গণতান্ত্রিক শান্তির পক্ষে নই'। অদ্ভুত যুক্তি!

তাঁর উত্থাপিত অন্যান্য দৃষ্টান্ত নিয়ে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন এবং এগুলি খণ্ডনের জন্য কাগজের অপব্যবহার নিরর্থক। কেননা, এগুলিও সেই একই হাস্যকর ও ভ্রান্তিদুষ্ট যুক্তির পর্যায়ে স্থিত এবং পাঠকদের কাছে উপহাসের উপকরণ মাত্র। সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির 'নেতিবাচক' স্লোগান, যা 'সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের সচেতনতাকে তীক্ষ্ণতা দেয়', এইসঙ্গে ক্ষমতাসীন হলে সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি **কীভাবে** সমস্যাটির সমাধান করবে তার কোন ইতিবাচক উত্তর দেয় না — এমন কোনকিছু নেই। থাকাও সম্ভবপর নয়। নির্দিষ্ট ইতিবাচক সমাধানের সঙ্গে অসম্পর্কিত কোন 'নেতিবাচক' স্লোগান সচেতনতাকে 'তীক্ষ্ণতা দেবে' না, ভোঁতাই করবে। কেননা, এই ধরনের স্লোগান হল ফাঁপা বুলি, কেবলই গলাবাজি, অর্থহীন বক্তৃতা।

প. কিয়েভ্স্কি 'নেতিবাচক' স্লোগানগুলির মধ্যেকার পার্থক্য বোঝেন না, যা **রাজনৈতিক** অন্যায় ও **অর্থনৈতিক** অন্যায়গুলিকে মন্দ হিসেবে চিহ্নিত করে। পার্থক্যটা এখানেই নিহিত যে, রাজনৈতিক উপরিকাঠামো নির্বিশেষে কোন কোন অর্থনৈতিক অন্যায় পুঁজিতন্ত্রের অংশ হিসেবেই সেঁটে থাকে এবং খোদ পুঁজিতন্ত্রের উচ্ছেদ ব্যতিরেকে অর্থনৈতিকভাবে এগুলির উৎখাত সম্ভবপর নয়। এই উৎখাতের একটিও দৃষ্টান্ত দেখান

যাবে না। পক্ষান্তরে, রাজনৈতিক অন্যায়াদি হল গণতন্ত্রের বিচ্যুতি, যা অর্থনৈতিকভাবে 'বিদ্যমান ব্যবস্থার ভিত্তিতে', অর্থাৎ পুঁজিতন্ত্রে পুরোপুরিই সম্ভবপর এবং ব্যতিক্রমী পন্থায় পুঁজিতন্ত্রে বাস্তবায়িত হচ্ছে — এক দেশে, কোন কোন দিক, অন্যত্র আরও কিছু। পুনরায়, লেখক **স্পষ্টতই সাধারণভাবে** গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় মূল শর্তাবলীই বুঝতে পারেন নি!

বিবাহবিচ্ছেদের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য। পাঠকরা স্মরণ করুন, **জাতি** সমস্যা আলোচনায় এটা প্রথম উত্থাপন করেন রোজা লুক্সেমবুর্গ। তিনি সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত মত ব্যক্ত করেন যে আমরা যদি রাষ্ট্রের মধ্যে (এলাকা, অঞ্চল, ইত্যাদির মধ্যে) স্বায়ত্তশাসন সমর্থন করি তাহলে কেন্দ্রপন্থী সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট হিসেবে সকল প্রধান রাষ্ট্রীয় সমস্যাকে — যাতে **বিবাহবিচ্ছেদের** আইনও একটি — কেন্দ্রীয় সরকার ও কেন্দ্রীয় সংসদের আওতাধীন করার জন্য অটল থাকাটাও আমাদের কর্তব্য বটে। এই দৃষ্টান্ত থেকে স্পষ্টতই দেখা যায় যে এখনই বিবাহবিচ্ছেদের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী জানান ছাড়া কারও পক্ষেই গণতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রী হওয়া চলে না। কেননা, এই ধরনের স্বাধীনতার অভাব নারীনির্যাতনেরই সামিল — যদিও এটা বোঝা কঠিন নয় যে স্বামীত্যাগের **স্বাধীনতার** স্বীকৃতি সকল নারীকে তা করার জন্য **আহ্বান** জানান নয়!

প. কিয়েভ্স্কির 'আপত্তি':

> 'এটা কেমন অধিকার' (বিবাহবিচ্ছেদের) 'হবে যদি **তেমন** অবস্থায়' (স্ত্রী স্বামীত্যাগ করতে **চাইলে**) 'সে তার অধিকারটি কাজেই লাগাতে **না** পারে? অথবা যদি এর প্রয়োগ **তৃতীয়** ব্যক্তির ইচ্ছার উপর, বা আরও খারাপ, যদি বাদীর ভানের উপর নির্ভরশীল হয়? আমরা কি **এমন** অধিকার ঘোষণার পক্ষে ওকালতি করব? অবশ্যই না!'

এই প্রতিবাদ থেকেই **সাধারণভাবে** গণতন্ত্র ও পুঁজিতন্ত্রের মধ্যেকার সম্পর্ক না বোঝার ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেসব পরিস্থিতি নির্যাতিত শ্রেণীগুলিকে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহ 'প্রয়োগ' অসম্ভব করে তোলে তা পুঁজিতন্ত্রের কোন ব্যতিক্রম নয়। এগুলি ওই ব্যবস্থারই স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুঁজিতন্ত্রে বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার সাফল্যলাভ করবে না, কারণ নির্যাতিত নারী তো অর্থনৈতিকভাবে অধীনস্থ। পুঁজিতন্ত্রের অধীনে যতই গণতন্ত্র থাকুক নারী 'গৃহদাসীই' থেকে যায় — যে বন্দীই থাকে শয়নকক্ষে, আঁতুড়ঘরে, হেঁশেলে। 'নিজ' জনগণের বিচারক, কর্মচারী, স্কুলশিক্ষক, জুরি, ইত্যাদি নির্বাচনের অধিকারও তেমনি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই

পুঁজিতন্ত্রের আমলে বাস্তবায়িত করা যায় না—মূলত শ্রমিক ও কৃষকদের অর্থনৈতিক অধীনতার জন্যই। গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য: আমাদের কর্মসূচি এটাকে 'জনগণের স্বেচ্ছাতন্ত্র' হিসেবে 'সংজ্ঞায়িত করে', যদিও সকল সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটরা ভালই জানে যে পুঁজিতন্ত্রের আমলে, এমন কি সবচেয়ে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের অধীনেও বুর্জোয়ার দ্বারা কর্মচারীদের ঘুষ দেয়া, স্টক-এক্সচেঞ্জ ও সরকারের মধ্যে আঁতাঁত থাকবেই।

যুক্তিনিষ্ঠ চিন্তায় অক্ষম বা মার্কসবাদ সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তিরাই কেবল, এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছবে: সুতরাং প্রজাতন্ত্র পাওয়া নিরর্থক, বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার নিরর্থক, গণতন্ত্রও নিরর্থক, জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণ নিরর্থক! কিন্তু মার্কসবাদীরা জানে যে গণতন্ত্র শ্রেণীনির্যাতন উৎখাত করে **না**। এতে কেবল শ্রেণী-সংগ্রাম স্পষ্টতর, প্রশস্ততর, উন্মুক্ততর ও তীক্ষ্ণতর হয়ে ওঠে আর এটাই আমাদের প্রয়োজন। বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার যতই পূর্ণতা পাবে নারী ততই স্পষ্টভাবে দেখতে পাবে যে তার 'গৃহদাসত্বের' উৎস অধিকারহীনতা নয়, পুঁজিতন্ত্র। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা যতটা গণতান্ত্রিক হবে শ্রমিক ততই স্পষ্ট দেখতে পাবে যে অন্যায়ের মূল অধিকারহীনতা নয়, পুঁজিতন্ত্র। জাতীয় সমতা যতই পূর্ণতর হবে (এবং বিচ্ছিন্ন হওয়ার স্বাধীনতা ছাড়া তা সুসম্পূর্ণ **নয়**) নির্যাতিত জাতিগুলির শ্রমিকরা ততই স্পষ্টতরভাবে দেখবে যে নির্যাতনের মূল অধিকারহীনতা নয়, পুঁজিতন্ত্র, ইত্যাদি।

কিন্তু এটা অবশ্যই বার বার বলা প্রয়োজন: নিজ গৃহে মার্কসবাদের প্রাথমিক জ্ঞান দেয়াটা বিব্রতিকর বটে, কিন্তু প. কিয়েভ্স্কি তা না জানলে কীই-বা আর করা চলে?

প. কিয়েভ্স্কি ঠিক তেমনই বিবাহবিচ্ছেদ নিয়ে আলোচনা করেন, বিদেশস্থ সাংগঠনিক কমিটির (৪৬) জনৈক সম্পাদক সেমকোভ্স্কি, সঠিক মনে থাকলে, প্যারিস 'গলস' (৪৭) কাগজে যেমনটিই করেছিলেন। তাঁর যুক্তির ধারা ছিল এই যে, সন্দেহ নেই বিবাহবিচ্ছেদের স্বাধীনতা সকল স্ত্রীকে তাদের স্বামীত্যাগের আহ্বান জানান নয়, কিন্তু যদি প্রমাণিত হয় যে অন্য স্বামীরা নিজেরটির চেয়ে ভাল তাহলে মহোদয়ারা, ব্যাপারটা তো ওরকমই হয়ে ওঠে!

যুক্তির এই ধারাটি গ্রহণের সময় সেম্কোভস্কি ভুলে গিয়েছিলেন যে খেয়ালী চিন্তা মোটেই সমাজতান্ত্রিক বা গণতান্ত্রিক নীতি লঙ্ঘন নয়। তিনি যদি কোন মহিলাকে বলেন যে অন্যান্য স্বামীরা তারটির চেয়ে ভাল তাতে কেউ এটাকে গণতান্ত্রিক নীতিলঙ্ঘন হিসেবে দেখবে না। খুব বেশি হলে বলবে:

বড় পার্টিতে দু-একটা বাতিকগ্রস্ত থাকা সম্ভব! কিন্তু সেম্‌কোভস্কি গণতন্ত্রী হিসেবে কিনা এমন লোককে সমর্থনের কথা ভাবছেন ও বলছেন যে বিবাহবিচ্ছেদের বিরোধী ও তার স্ত্রীর স্বামীত্যাগ বন্ধের জন্য আদালত, পুলিস ও গির্জার আশ্রয়প্রার্থী। আমরা নিশ্চিত মনে করি যে সেম্‌কোভস্কির বিদেশস্থ সম্পাদকমণ্ডলীর সহকর্মীরা দুস্থ সমাজতন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের অধিকাংশই তাঁকে সমর্থনে অস্বীকৃত হবেন!

সেম্‌কোভস্কি ও প. কিয়েভ্‌স্কি উভয়ই বিবাহবিচ্ছেদ 'আলোচনায়' বিষয়টি বুঝতে পারেন না এবং মর্মবস্তুই এড়িয়ে যান, যেমন: অন্যান্য **সকল** গণতান্ত্রিক অধিকার নির্বিশেষে বিবাহবিচ্ছেদের অধিকারও তো পুঁজিতন্ত্রে শর্তাধীন, সীমিত, আনুষ্ঠানিক, সংকীর্ণ ও বাস্তবায়ন অতি কষ্টসাধ্য। সমাজতন্ত্রীর কথা বাদই দিলাম, কোন আত্মসম্মানবিশিষ্ট সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটও বিবাহবিচ্ছেদের বিরোধীতাকে গণতান্ত্রিক ভাববে না। এটাই হল বিষয়টির মর্মবস্তু। **যাবতীয়** 'গণতন্ত্র' নিহিত আছে 'অধিকারগুলির' ঘোষণা ও বাস্তবায়নের মধ্যে, যা পুঁজিতন্ত্রের অধীনে খুবই সামান্য পরিমাণে ও কেবল আপেক্ষিকভাবেই আদায়যোগ্য বটে। কিন্তু, এইসব অধিকার ঘোষণা ছাড়া, এক্ষুনি এই সব অধিকারের জন্য লড়াই ছাড়া, এই লড়াইয়ের আদর্শে জনগণকে শিক্ষাদান ছাড়া, সমাজতন্ত্র **অসম্ভব** হবে।

সেটা বুঝতে ব্যর্থ প. কিয়েভ্‌স্কি এই বিশেষ বিষয়ের অন্তর্গত মূল প্রশ্নটিও এড়িয়ে যান: যেমন, আমরা, সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটরা, **কীভাবে** জাতীয় নির্যাতন উৎখাত করব? প. কিয়েভ্‌স্কি দুনিয়ায় 'রক্তের ঢল নেমেছে', ইত্যাদি (যদিও আলোচ্য বিষয়ে এটা প্রাসঙ্গিক নয়) বাক্যাবলী দিয়ে প্রশ্নটিকে ভিন্নপথে চালিত করেন। আসলে কেবল একটি যুক্তিই থেকে যায়: সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সবকিছু সমাধান করবে! অথবা প. কিয়েভ্‌স্কির মতাবলম্বীরা এই যুক্তিটি দেখায়: পুঁজিতন্ত্রে আত্মনিয়ন্ত্রণ অসম্ভব এবং সমাজতন্ত্রে অনাবশ্যক।

তত্ত্বীয় দৃষ্টিকোণ থেকে মতটি অবশ্যই অর্থহীন বটে। প্রায়োগিক-রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটা অবশ্যই জাতিদম্ভী। গণতন্ত্রের তাৎপর্য উপলব্ধিতে এটি ব্যর্থ। গণতন্ত্র ছাড়া সমাজতন্ত্র অসম্ভব দুই অর্থে: (১) গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের মাধ্যমে প্রস্তুতি গ্রহণ ছাড়া প্রলেতারিয়েতের পক্ষে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটান অসম্ভব; (২) পূর্ণ গণতন্ত্র বাস্তবায়ন ছাড়া বিজয়ী সমাজতন্ত্রের পক্ষে বিজয় সংহত করা এবং মানবজাতিকে রাষ্ট্রলোপের পর্যায়ে আনা সম্ভবপর নয়। সেজন্য সমাজতন্ত্রে আত্মনিয়ন্ত্রণ অনাবশ্যক বলাটা

আসলে সমাজতন্ত্রে গণতন্ত্র অনাবশ্যক বলার মতোই অর্থহীন ও মারাত্মকভাবে বিভ্রান্তিকর।

পংজিতন্ত্রে আত্মনিয়ন্ত্রণ আর **মোটেই** অসম্ভব **নয়** এবং সাধারণ গণতন্ত্রের মতো **সমাজতন্ত্রের** অধীনে **ঠিক ততটাই** অনাবশ্যক।

অর্থনৈতিক বিপ্লব **সব** ধরনের রাজনৈতিক নির্যাতন লোপের প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত তৈরি করে। ঠিক এজন্যই সবকিছুকে অর্থনৈতিক বিপ্লবে পর্যবসিত করাটা অযৌক্তিক ও অশুদ্ধ, যখন প্রশ্নটি হল: **কীভাবে** জাতীয় নির্যাতন লোপ সম্ভবপর? অর্থনৈতিক বিপ্লব ছাড়া কাজটি অসম্ভব। এটা তো প্রশ্নাতীত। কিন্তু এতে নিজেদের **সীমিত রাখার** অর্থ হল অযৌক্তিক, জরাজীর্ণ 'সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতিবাদেই' আত্মসমর্পণ।

আমাদের জাতীয় **সমানাধিকার** অবশ্যই বাস্তবায়িত করা চাই; চাই সকল জাতির জন্য **সমান** 'অধিকারের' ঘোষণা, রূপায়ণ ও বাস্তবায়ন। **সম্ভবত** প. কিয়েভ্স্কি ছাড়া আর **সকলেই** এতে একমত। কিন্তু এতে উদ্ভূত যে-প্রশ্নটি এড়ান হয় **তা হল**: জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার **অধিকার** অস্বীকার কি সমানাধিকার অস্বীকৃতি নয়?

অবশ্যই। এবং অটল, **অর্থাৎ** সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র এই অধিকার রূপায়িত ও বাস্তবায়িত করবে। এটা ছাড়া জাতিসমূহের পরিপূর্ণ স্বেচ্ছাভিত্তিক আপস ও মিলনের আর কোন পথ নেই।

১৯১৬ সালের আগস্ট-অক্টোবর মাসে লিখিত

৩০ খণ্ড, ৭৭-৯০, ১১৬-১২৯ পৃঃ

প্রলেতারীয় বিপ্লবের সামরিক কর্মসূচি

প্রবন্ধ থেকে

ওলন্দাজ, স্ক্যান্ডিনেভীয় এবং সুইস্ বিপ্লবী সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটরা যাঁরা এখনকার সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে 'পিতৃভূমির প্রতিরক্ষা' সংক্রান্ত জাতিদম্ভী-সমাজবাদী মিথ্যাবাদের বিরুদ্ধে লড়ছেন, তাঁদের মধ্য থেকে কথা উঠেছে পুরনো সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক ন্যূনকল্প-কর্মসূচির 'মিলিশিয়া' বা 'সশস্ত্র জাতি' দাবির জায়গায় একটা নতুন দাবি রাখার অনুকূলে: 'নিরস্ত্রীকরণ'। *Jugend-Internationale* (৪৮) এই বিষয়ে একটা আলোচনার সূত্রপাত করেছে এবং নিরস্ত্রীকরণ সমর্থন করে ৩ নং সংখ্যায় একটা সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশ করেছে। দুঃখের সঙ্গে আমরা উল্লেখ করছি, র. গ্রিম-এর সর্বসাম্প্রতিক থিসিসেও (৪৯) 'নিরস্ত্রীকরণ' সংক্রান্ত ধারণাটাকে সুবিধে দেওয়া হয়েছে। *Neues Leben* এবং *Vorbote* (৫০) সাময়িকী দুটিতে আলোচনা শুরু হয়েছে।

নিরস্ত্রীকরণের প্রবক্তাদের মতাবস্থানটাকে আরও সযত্নে লক্ষ্য করা যাক।

১

প্রধান যুক্তিটা এই যে, নিরস্ত্রীকরণ দাবি হল সমস্ত সমরবাদের বিরুদ্ধে এবং সমস্ত যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রামের স্পষ্টতম, চূড়ান্ততম এবং সবচেয়ে সঙ্গতিপূর্ণ অভিব্যক্তি।

কিন্তু এই প্রধান যুক্তিতেই রয়েছে নিরস্ত্রীকরণের প্রবক্তাদের প্রধান ভুলটি। সমাজতন্ত্রীরা আর-সমাজতন্ত্রী-নয় অবস্থা ছাড়া সমস্ত যুদ্ধের বিরোধী হতে পারে না।

প্রথমত, সমাজতন্ত্রীরা কখনো বৈপ্লবিক যুদ্ধের বিরোধী হয় নি, কখনো হতে পারেও না। সাম্রাজ্যবাদী 'বৃহৎ' শক্তিগুলির বুর্জোয়ারা পুরোদস্তুর প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়েছে, আর **এই** বুর্জোয়ারা এখন যে-যুদ্ধ

চালাচ্ছে সেটাকে প্রতিক্রিয়াশীল, দাস-মালিকদের এবং অপরাধজনক যুদ্ধ বলে আমরা বিবেচনা করি। কিন্তু এই বুর্জোয়াদের **বিরুদ্ধে** যুদ্ধের বেলায়? দৃষ্টান্তস্বরূপ, এই বুর্জোয়াদের দ্বারা উৎপীড়িত এবং এই বুর্জোয়াদের উপর নির্ভরশীল জাতিগুলির চালান, কিংবা মুক্তির জন্যে ঔপনিবেশিক জাতিগুলির চালান যুদ্ধের বেলায়? 'Internationale' গ্রুপের থিসিসের ৫ম অনুচ্ছেদে রয়েছে: 'এই লাগামছাড়া সাম্রাজ্যবাদের যুগে জাতীয় যুদ্ধ আর সম্ভব নয়।' এটা স্পষ্টতই ভুল।

'লাগামছাড়া সাম্রাজ্যবাদের' এই শতাব্দী, এই বিংশ শতাব্দীর ইতিহাস বিভিন্ন ঔপনিবেশিক যুদ্ধে পরিপূর্ণ। কিন্তু আমরা ইউরোপীয়রা, পৃথিবীর অধিকাংশ জাতির সাম্রাজ্যবাদী উৎপীড়কেরা আমাদের অভ্যস্ত, জঘন্য ইউরোপীয় জাতিদম্ভ থেকে যেগুলিকে বলি 'ঔপনিবেশিক যুদ্ধ', সেগুলি প্রায়ই এইসব উৎপীড়িত জাতির জাতীয় যুদ্ধ কিংবা জাতীয় বিদ্রোহ। সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, সে অতি অনগ্রসর দেশগুলিতে পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ ত্বরিত করে এবং তা দিয়ে জাতিগত উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সম্প্রসারিত এবং প্রবলতর করে। এটা এক বাস্তব অবস্থা, আর তার থেকে অনিবার্যভাবেই এটা আসে যে, সাম্রাজ্যবাদ প্রায়ই জাতীয় যুদ্ধের উদ্ভব ঘটাবেই। **ইউনিউস** তাঁর পুস্তিকায় উপরোক্ত 'থিসিস' সমর্থন করেছেন। তিনি বলেছেন, সাম্রাজ্যবাদী যুগে কোন সাম্রাজ্যবাদী বৃহৎ শক্তির বিরুদ্ধে প্রত্যেকটি জাতীয় যুদ্ধ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্যবাদী বৃহৎ শক্তির হস্তক্ষেপ দেখা দেয়। এইভাবে প্রত্যেকটি জাতীয় যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে পরিণত হয়। কিন্তু এই যুক্তিটিও ভুল। এমনটি ঘটতে **পারে**, কিন্তু সবসময়ে নয়। ১৯০০ থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে বহু ঔপনিবেশিক যুদ্ধ ওই গতিপথে চলে নি। আর, দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি বলা হয়, বর্তমান যুদ্ধশেষে যদি যুধ্যমান সবাই একেবারেই অবসন্ন হয়ে পড়ে, তাহলে এই যুদ্ধের পরে বৃহৎ শক্তিগুলির বিরুদ্ধে ধরা যাক চীনের নেতৃত্বে ভারত, পারস্য, শ্যামদেশ, ইত্যাদি মৈত্রীবদ্ধ হয়ে 'কোন রকমের' জাতীয়, প্রগতিশীল, বৈপ্লবিক যুদ্ধ চালাতে 'পারে না', সেটা স্রেফ হাস্যকর।

সাম্রাজ্যবাদের আমলে জাতীয় যুদ্ধের সমস্ত সম্ভাবনা অস্বীকার করাটা তত্ত্বের দিক থেকে বেঠিক, ইতিহাসের নিরিখে স্পষ্টতই ভ্রান্ত এবং কার্যক্ষেত্রে ইউরোপীয় জাতিদম্ভবাদের শামিল: আমরা যারা ইউরোপ, আফ্রিকা, এশিয়া, ইত্যাদিতে বহু কোটি কোটি মানুষের উৎপীড়ক জাতিগুলির মানুষ, সেই আমাদের ডেকে বলা হচ্ছে যে, আমরা যেন

উৎপীড়িত জাতিগুলিকে বলি 'আমাদের' জাতিগুলির বিরুদ্ধে তাদের পক্ষে যুদ্ধ চালান 'অসম্ভব'!

দ্বিতীয়ত, গৃহযুদ্ধও অন্য যে-কোন যুদ্ধের মতোই একটি যুদ্ধ বৈকি। যে-জন শ্রেণী-সংগ্রাম মানে সে গৃহযুদ্ধ না মেনে পারে না, যেগুলি প্রত্যেকটি শ্রেণীবিভক্ত সমাজেই স্বাভাবিক, এবং কোন-কোন পরিবেশে শ্রেণী-সংগ্রামের অবশ্যম্ভাবী, স্থায়ী, বিকশিত এবং ঘনীভূত রূপ। প্রত্যেকটি মহাবিপ্লবেই তা প্রতিপন্ন হয়েছে। গৃহযুদ্ধ পরিত্যাগ কিংবা তা ভুলে যাওয়া আসলে চরম সুবিধাবাদে আত্মসমর্পণ এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বর্জনের নামান্তর।

তৃতীয়ত, একটা দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয় এক-ঘায়ে সাধারণভাবে সমস্ত যুদ্ধ দূর করে দেয় না। পক্ষান্তরে, এটা যুদ্ধের অনিবার্যতার পূর্বশর্তাধীন। বিভিন্ন দেশে পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ ঘটে অত্যন্ত অসমভাবে। পণ্যোৎপাদনের পরিস্থিতিতে এর ব্যতিক্রম অসম্ভব। এর অকাট্য অনুসিদ্ধান্ত: সমাজতন্ত্র যুগপৎ **সমস্ত দেশে** জয়লাভ করতে পারে না। সমাজতন্ত্র প্রথমে জয়লাভ করবে একটি কিংবা কয়েকটি দেশে। তখন অন্যান্য দেশ কিছুকালের জন্য থেকে যাবে বুর্জোয়া কিংবা প্রাক্-বুর্জোয়া। এর ফলে অনিবার্য বিরোধই শুধু নয়, অধিকন্তু, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিজয়ী প্রলেতারিয়েতকে দমন করার জন্য অন্যান্য দেশের বুর্জোয়াদের সরাসরি চেষ্টাও শুরু হতে পারে। এমনসব ক্ষেত্রে আমাদের দিক থেকে যুদ্ধ হবে সঙ্গত যুদ্ধ, ন্যায়যুদ্ধ। সেটা হবে সমাজতন্ত্রের জন্য, বুর্জোয়াদের হাত থেকে অন্যান্য জাতিকে মুক্ত করার যুদ্ধ। ১৮৮২ সালে ১২ সেপ্টেম্বর কাউট্স্কির কাছে লেখা চিঠিতে এঙ্গেলস সঠিকই বলেছিলেন যাতে তিনি স্পষ্ট বিবৃত করেছিলেন যে, **ইতঃপূর্বে জয়যুক্ত** সমাজতন্ত্রের পক্ষে 'আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ' চালান সম্ভব। অন্যান্য দেশের বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে জয়ী প্রলেতারিয়েতের প্রতিরক্ষার কথাটাই তাঁর মনে ছিল।

একটিমাত্র দেশেরই নয়, সারা পৃথিবীর বুর্জোয়াদের উচ্ছেদ করে, চূড়ান্তরূপে পরাস্ত করে বেদখল করার পরেই শুধু যুদ্ধ অসম্ভব হয়ে পড়বে। সমাজতন্ত্রে **উত্তরণের** ক্ষেত্রে যেটা কঠিনতম কাজ, যাতে আবশ্যক সবচেয়ে বেশি লড়াই, সেটা হল বুর্জোয়াদের প্রতিরোধ চূর্ণ করা — সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই ব্যাপারটাকে এড়িয়ে যাওয়া কিংবা চাপা দেওয়াটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে একেবারেই বেঠিক এবং ডাহা অবৈপ্লবিক। ভবিষ্যৎ শান্তিপূর্ণ সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন রচনা করতে 'সামাজিক' যাজকেরা আর

সুবিধাবাদীরা সদাপ্রস্তুত। কিন্তু ঠিক যে-ব্যাপারে তারা বিপ্লবী সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটদের থেকে পৃথক সেটা হল: সেই সুন্দর ভবিষ্যৎ লাভের জন্য আবশ্যকীয় প্রচন্ড শ্রেণী-সংগ্রাম আর শ্রেণী-**যুদ্ধ** সম্বন্ধে ভাবতে এবং গভীরভাবে বিবেচনা করতে তারা নারাজ।

আমরা যেন কথা দ্বারা বিপথচালিত না হই। দৃষ্টান্তস্বরূপ, 'পিতৃভূমি প্রতিরক্ষা' কথাটা অনেকের কাছে ঘৃণ্য। তার কারণ, প্রকাশ্য-স্বীকৃত সুবিধাবাদী আর কাউট্স্কিপন্থী উভয়েই কথাটাকে ব্যবহার করে **বর্তমান** লুণ্ঠনধর্মী যুদ্ধ সম্বন্ধে বুর্জোয়াদের মিথ্যাবাদ ঢাকা এবং চাপা দেবার জন্যে। এটাই প্রকৃত অবস্থা। কিন্তু এর থেকে এমন সিদ্ধান্ত আসে না যে, বিভিন্ন রাজনৈতিক স্লোগানের আসল অর্থটা বুঝে নেবার আবশ্যকতা আর নেই। বর্তমান যুদ্ধে 'পিতৃভূমি প্রতিরক্ষা' মেনে নেওয়া এটাকে 'ন্যায়'-যুদ্ধ বলে, প্রলেতারিয়েতের স্বার্থে যুদ্ধ বলে মেনে নেবার চেয়ে বেশিও নয়, কমও নয় — আমরা আবার বলছি, বেশিও নয়, কমও নয়, কেননা বহিরাক্রমণ ঘটতে পারে যে-কোন যুদ্ধে। সাম্রাজ্যবাদী বৃহৎ শক্তিগুলির **বিরুদ্ধে** তাদের যুদ্ধে উৎপীড়িত জাতিগুলির **পক্ষ থেকে,** কিংবা কোন বুর্জোয়া রাষ্ট্রের কোন গালিফেগিরির বিরুদ্ধে বিজয়ী প্রলেতারিয়েতের যুদ্ধে **সেটার** পক্ষ থেকে 'পিতৃভূমি প্রতিরক্ষা' না-মানাটা হবে ডাহা মূর্খতা।

তত্ত্বগতভাবে, প্রত্যেকটা যুদ্ধই যে অন্য উপায়ে কর্মনীতি অব্যাহত রাখার নামান্তর, এটা ভুলে যাওয়া একেবারেই বেঠিক। বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ হল বৃহৎ শক্তিগুলির দুটো জোটের সাম্রাজ্যবাদী কর্মনীতিগুলোর অনুবর্তন, আর এইসব কর্মনীতির উদ্ভব ঘটিয়েছে, এগুলিকে পরিপুষ্ট করেছে সাম্রাজ্যবাদী যুগের সম্পর্কগুলোর মোট ফলশ্রুতি। কিন্তু খোদ এই যুগটি অনিবার্যভাবেই উদ্ভব ঘটাবে এবং পরিপুষ্ট করবে জাতিগত উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামের এবং বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে প্রলেতারীয় সংগ্রামের কর্মনীতিকে, আর তার ফলস্বরূপ, এক — বিভিন্ন বৈপ্লবিক জাতীয় বিদ্রোহ এবং যুদ্ধ, দুই — বুর্জোয়াদের **বিরুদ্ধে** বিভিন্ন প্রলেতারীয় যুদ্ধ এবং বিদ্রোহ, তিন — উভয় রকমের বৈপ্লবিক যুদ্ধের সংযুক্তি, ইত্যাদির সম্ভাবনা এবং অবশ্যম্ভাবিতাকে।

২

নিম্নলিখিত সাধারণ বিবেচনাগুলিও প্রসঙ্গত উল্লেখ্য।

যে-উৎপীড়িত শ্রেণী অস্ত্র ব্যবহার শিখতে, অস্ত্র যোগাড় করতে চেষ্টা করে না, দাসের মতো ব্যবহারই তার প্রাপ্য। বুর্জোয়া শান্তিসর্বস্ববাদী কিংবা সুবিধাবাদী বনে না গেলে আমরা ভুলতে পারি না যে, আমরা শ্রেণীবিভক্ত সমাজের বাসিন্দা যেখান থেকে বেরনো যায় না, শ্রেণী-সংগ্রাম ছাড়া মুক্তিলাভ ঘটে না। হোক দাসপ্রথা, ভূমিদাসপ্রথা, কিংবা বর্তমানের, মজুরি-শ্রম ভিত্তিক, আসলে প্রত্যেকটি শ্রেণীবিভক্ত সমাজের উৎপীড়ক শ্রেণী সমস্ত ক্ষেত্রেই সশস্ত্র থাকে। আধুনিক স্থায়ী ফৌজই শুধু নয়, এমন কি আধুনিক মিলিশিয়াও — সেটা সবচেয়ে গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রগুলিতেও, যেমন সুইজারল্যান্ডে — হল প্রলেতারিয়েতের **বিরুদ্ধে** সশস্ত্র বুর্জোয়ার প্রতীক। এটা এমনই প্রাথমিক সত্য যে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার আবশ্যকতা বড় একটা নেই। প্রত্যেকটি পুঁজিতান্ত্রিক দেশে ধর্মঘটীদের বিরুদ্ধে সৈন্য ব্যবহারের ঘটনার উল্লেখই যথেষ্ট বৈকি।

প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের অস্ত্রসজ্জা — এটা হল আধুনিক পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের সবচেয়ে বড়, বুনিয়াদী এবং প্রধান বাস্তবতাগুলোর একটা। এই বাস্তব অবস্থা সত্ত্বেও বিপ্লবী সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটদের তাগিদ দেওয়া হচ্ছে কিনা 'নিরস্ত্রীকরণ' 'দাবি' করতে! এটা তো শ্রেণী-সংগ্রামের দৃষ্টিকোণ সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করার, বিপ্লব সম্বন্ধে সমস্ত চিন্তা বর্জন করারই শামিল অবশ্যই। আমাদের স্লোগান হবে: বুর্জোয়াদের পরাস্ত, বেদখল এবং নিরস্ত্র করার জন্য প্রলেতারিয়েতের অস্ত্রসজ্জা। এটাই বৈপ্লবিক শ্রেণীর পক্ষে সম্ভাব্য একমাত্র কর্মকৌশল, যেটা স্বভাবতই উদ্ভূত এবং নির্দিষ্ট হয়ে গেছে পুঁজিতান্ত্রিক সমরবাদের সমগ্র **বিষয়গত বিকাশ** দিয়ে। প্রলেতারিয়েত বুর্জোয়াদের নিরস্ত্র করার **পরেই** শুধু নিজ বিশ্ব-ঐতিহাসিক কর্তব্য পরিত্যাগ না করে সে সমস্ত যুদ্ধোপকরণ ন্যস্ত করতে পারবে আঁস্তাকুড়ে। প্রলেতারিয়েত নিঃসন্দেহে তা-ই করবে। কিন্তু **একমাত্র যখন এই শর্তটি প্রতিপালিত হবে, নিশ্চয়ই তার আগে নয়।**

বর্তমান যুদ্ধ যদি প্রতিক্রিয়াশীল খৃষ্টান সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে, প্যানপেনে পেটি বুর্জোয়াদের মধ্যে **কেবল** বিভীষিকা আর আতঙ্ক জাগায়, অস্ত্রের সমস্ত রকমের ব্যবহারের প্রতি আর রক্তপাত, মৃত্যু, ইত্যাদির প্রতি শুধু বিতৃষ্ণা

জাগায়, তাহলে আমাদের বলতেই হবে: পুঁজিতান্ত্রিক **সমাজ** হল এবং বরাবরই ছিল **অন্তহীন বিভীষিকা।** সমস্ত যুদ্ধের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীলতম এই যুদ্ধটি যদি এখন ওই সমাজটির **বিভীষিকাময় পরিসমাপ্তির** প্রস্তুতি পূর্ণ করতে থেকে থাকে, আমাদের হতাশামগ্ন হবার কোন কারণ নেই। কিন্তু নিরস্ত্রীকরণ 'দাবিটি' কিংবা, আরও সঠিকভাবে বললে, নিরস্ত্রীকরণ স্বপ্ন হল বিষয়গতভাবে হতাশার অভিব্যক্তিরই নামান্তর, সেটা এমন সময়ে যখন, যা প্রত্যেকেই দেখতে পাচ্ছে, বুর্জোয়ারা নিজেরাই একমাত্র ন্যায়সম্মত এবং বৈপ্লবিক যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে — সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধ।

কেউ হয়ত বলতে পারে এটা একটা নিষ্প্রাণ তত্ত্ব। কিন্তু আমরা তাদের মনে করিয়ে দেব দুটো বিশ্ব-ঐতিহাসিক তথ্যের কথা: একদিকে, ট্রাস্টগুলোর ভূমিকা এবং শিল্পে নারীদের নিয়োগ আর অন্যদিকে, ১৮৭১ সালের প্যারিস কমিউন এবং রাশিয়ায় ১৯০৫ সালের ডিসেম্বর মাসের অভ্যুত্থান (৫১)।

ট্রাস্টগুলোর উন্নতিবিধান, নারী আর শিশুদের তাড়িয়ে নিয়ে কল-কারখানায় ঢুকান, তাদের দুর্নীতিগ্রস্ত আর দুর্দশাপন্ন করা, তাদের ভাগ্যে চরম দারিদ্র্য অবধারিত করাই হল বুর্জোয়ার পেশা। এমন ঘটন আমরা 'দাবি করি' না, এটাকে আমরা 'সমর্থন করি' না। আমরা লড়ি এর বিরুদ্ধে। কিন্তু আমরা লড়ি **কিভাবে**? আমরা ব্যাখ্যা করে বলি, ট্রাস্ট আর শিল্পে নারী নিয়োগ প্রগতিশীল। হস্তশিল্পে, প্রাক্-একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্রে, গার্হস্থ্য কাজে নারীর একঘেয়ে খাটুনিতে প্রত্যাবর্তন আমরা চাই না। এগিয়ে চল ট্রাস্ট, ইত্যাদির ভিতর দিয়ে, এবং সেগুলো ছাড়িয়ে সমাজতন্ত্রে!

আবশ্যকীয় অদলবদল করে ওই যুক্তিটা জনসমষ্টির বর্তমান সামরিকীকরণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আজ সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়ারা সামরিকীকৃত করছে যেমন বয়সীদের, তেমনি নওজোয়ানদের; আগামী কাল তারা নারীর সামরিকীকরণ শুরু করতে পারে। আমাদের মনোভাব হওয়া উচিত: সেটা আরও ভাল! এগিয়ে চল পুরোদমে! কেননা যতই আরও দ্রুত আমরা চলব ততই আমরা পুঁজিতন্ত্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আরও কাছে পৌঁছব। সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটরা যদি প্যারিস কমিউনের দৃষ্টান্ত ভুলে না গিয়ে থাকে তাহলে তারা নওজোয়ানের সামরিকীকরণ, ইত্যাদিতে ভীতিগ্রস্ত হয় কেমন করে? এটা 'নিষ্প্রাণ তত্ত্ব' কিংবা স্বপ্ন নয়। এটাই প্রকৃত অবস্থা। যাবতীয় অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক

বাস্তব অবস্থা সত্ত্বেও সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটদের মনে যদি এই সংশয় জাগতে শুরু করে যে, সাম্রাজ্যবাদী যুগ এবং বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ অনিবার্যভাবে অনুরূপ ঘটনারই পুনরাবৃত্তি ঘটাবে, তা হলে, সেটা খুবই দুঃখজনক হবে।

প্যারিস কমিউন সম্বন্ধে একজন বুর্জোয়া পর্যবেক্ষক ১৮৭১ সালে মে মাসে একটা ইংরেজী সংবাদপত্রে লিখেছিলেন: 'ফরাসী জাতিটা নারীসর্বস্ব হলে কী ভয়ঙ্করই না হত জাতিটা!' প্যারিস কমিউনে পুরুষের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে লড়েছিল নারী আর কিশোরেরা। বুর্জোয়াদের উচ্ছেদের জন্য আগামী লড়াইগুলিতে ব্যাপারটা কিছু অন্যতর হবে না। বুর্জোয়াদের সু-অস্ত্রসজ্জিত সৈনিকেরা সামান্য-অস্ত্রসজ্জিত এবং অস্ত্রবিহীন শ্রমিকদের গুলি করে মারতে থাকলে নিষ্ক্রিয় দর্শক হয়ে থাকবে না প্রলেতারীয় নারীরা। তারা অস্ত্রধারণ করবে, যেমনটা করেছিল ১৮৭১ সালে, আর আজকের ভয়কাতর জাতিগুলি থেকে — কিংবা আরও সঠিক ভাষায়, সরকারগুলোর চেয়ে সুবিধাবাদীদের দ্বারা অধিকতর বিশৃঙ্খলকৃত আজকের দিনের শ্রমিক আন্দোলন থেকে — অবশ্যই একদিন-না-একদিন অতি-নিশ্চিতই দেখা দেবে বৈপ্লবিক প্রলেতারিয়েতের 'ভয়ঙ্কর জাতিগুলির' একটা আন্তর্জাতিক সংঘ।

সমগ্র সমাজ-জীবনের সামরিকীকরণ চলছে এখন। পৃথিবীটাকে ভাগাভাগি এবং নতুন করে ভাগাভাগি করার একটা হিংস্র সংগ্রাম হল সাম্রাজ্যবাদ। কাজেই এর ফলে আরও সামরিকীকরণ ঘটবেই সেটা অবধারিত, সমস্ত দেশে, এমন কি নিরপেক্ষ আর ক্ষুদ্র দেশগুলিতেও। প্রলেতারীয় নারীরা এর বিরোধিতা করবে কীভাবে?? সমস্ত যুদ্ধ এবং সামরিক সবকিছুকে শুধু শাপ-শাপান্ত ক'রে, শুধু নিরস্ত্রীকরণ দাবি ক'রে? উৎপীড়িত এবং সাচ্চা বৈপ্লবিক একটা শ্রেণীর নারীরা কখনো গ্রহণ করবে না সেই লজ্জাকর ভূমিকা। তারা তাদের ছেলেদের বলবে: 'তুমি শিগগিরই বড় হবে। তোমাকে বন্দুক দেবে। নিও সেটা আর সামরিক বিদ্যাটা শিখো ঠিকমতো। এই জ্ঞান প্রলেতারিয়ানদের আবশ্যক — বর্তমানে যুদ্ধে যেমনটা করা হচ্ছে, আর সমাজতন্ত্রের প্রতি বেইমানরা যেভাবে তোমাকে করতে বলছে সেইভাবে তোমার ভাইদের, অন্যান্য দেশের শ্রমিকদের উপর গুলি চালাবার জন্য নয়। তাদের এটা আবশ্যক তাদের নিজ-নিজ দেশের বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য, শোষণ, দারিদ্র্য আর যুদ্ধের অবসান ঘটাবার জন্য এবং সেটা শুভ অভিপ্রায় দিয়ে নয়, বুর্জোয়াদের পরাস্ত ও নিরস্ত্র ক'রে।'

বর্তমান যুদ্ধ প্রসঙ্গে আমরা যদি এমন প্রচার, ঠিক-ঠিক এমন প্রচার পরিহার করি, তাহলে আন্তর্জাতিক বৈপ্লবিক সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এবং যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সম্বন্ধে সুন্দর-সুন্দর কথা বলা আমাদের বন্ধ করাই ভাল।

৩

কর্মসূচিতে 'সশস্ত্র জাতি' ধারাটায় নিরস্ত্রীকরণের প্রবক্তাদের আপত্তির আরও কারণ হল এই যে, তাঁরা বলতে চান, এটা নাকি অপেক্ষাকৃত সহজেই সুবিধাবাদকে সুবিধে দেবার অবস্থায় গিয়ে পৌঁছয়। আসল কথা অর্থাৎ শ্রেণী-সংগ্রাম এবং সমাজবিপ্লবের সঙ্গে নিরস্ত্রীকরণের সম্পর্ক, সেটা নিয়ে আমরা উপরে বিচার-বিশ্লেষণ করেছি। এখন আমরা বিচার-বিশ্লেষণ করব নিরস্ত্রীকরণ দাবি এবং সুবিধাবাদের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে। এটা অগ্রহণীয় হওয়ার একটা প্রধান কারণ ঠিক এই যে, তার সৃষ্ট মোহের সঙ্গে এটা অনিবার্যভাবেই সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামকে দুর্বল এবং নিস্তেজ করে ফেলে।

এই সংগ্রামটাই এখন আন্তর্জাতিকের সামনে প্রধান, আশু প্রশ্ন, তাতে সন্দেহ নেই। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট নয় — এমন কথা ফাঁকা বুলি, নইলে ভাঁওতা। ত্সিমের্ভাল্ড আর কিয়েন্থালের (৫২) একটা প্রধান ত্রুটি — তৃতীয় আন্তর্জাতিকের (৫৩) এই সূত্রপাত দুটি যে-মূল কারণবশত হয়ত-বা শেষে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে তার একটা হল এই যে, সুবিধাবাদীদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের আবশ্যকতা ঘোষণার অর্থে সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রশ্নটার মীমাংসার কথা তো ছেড়েই দিলাম, প্রশ্নটা এমন কি প্রকাশ্যে উত্থাপিতও হল না। ইউরোপীয় শ্রমিক আন্দোলনে সুবিধাবাদের জয় হয়েছে — সাময়িকভাবে। সমস্ত বড় দেশে এর দুটো ছোপ স্পষ্টপ্রতীয়মান: এক, সর্বশ্রী প্লেখানভ, শাইডেমান, লেগিন, আলবের তমা এবং সাম্বা, ভান্ডেরভেল্ডে, হাইন্ডম্যান, হেন্ডার্সন, প্রভৃতির স্বীকৃত, অসুয়ক, তাই কম বিপজ্জনক সোশ্যাল-সাম্রাজ্যবাদ; দুই, প্রচ্ছন্ন কাউট্স্কিপন্থী সুবিধাবাদ: জার্মানিতে কাউট্স্কি-হাসে এবং 'সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক গ্রুপ' (৫৪); ফ্রান্সে লংগে, প্রেসমান, মাইয়েরা, প্রভৃতি; ইংলন্ডে র‍্যাম্‌সে ম্যাকডোনাল্ড এবং 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট লেবর পার্টি'-র (৫৫),

অন্যান্য নেতারা; রাশিয়ায় মার্তভ, চ্খেইজে, প্রভৃতি; ইতালিতে ত্রেভেস এবং অন্যান্য তথাকথিত বামপন্থী সংস্কারবাদী।

বিপ্লব এবং জায়মান বৈপ্লবিক আন্দোলন আর বিস্ফোরণগুলির প্রকাশ্য প্রত্যক্ষ বিরোধী হল স্বীকৃত সুবিধাবাদ। এটা সরকারগুলোর সঙ্গে সরাসরি মৈত্রীবদ্ধ আর এই মৈত্রীর আকার হতে পারে বিবিধ — মন্ত্রিপদ গ্রহণ করা থেকে যুদ্ধশিল্প কমিটিগুলোয় অংশগ্রহণ (রাশিয়ায়) (৫৬) পর্যন্ত। মুখোস-পরা সুবিধাবাদীরা, কাউট্স্কিপন্থীরা শ্রমিক আন্দোলনের পক্ষে ঢের বেশি হানিকর এবং বিপজ্জনক, কেননা তারা পূর্বোক্তদের সঙ্গে মৈত্রীর ওকালতিটাকে লুকোয় আপাত-ন্যায্য, ঝুটা-'মার্কসীয়' ধরতাই বুলি আর শান্তিসর্বস্ব স্লোগানের ভেকের আড়ালে। এই উভয় আকারের বিদ্যমান সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে হবে প্রলেতারীয় রাজনীতির **সমস্ত** ক্ষেত্রে: পার্লামেণ্টারী প্রথা, ট্রেড ইউনিয়ন, ধর্মঘট, সশস্ত্র বাহিনীর সমস্ত শাখা, ইত্যাদিতে। এই **উভয়** আকারের বিদ্যমান সুবিধাবাদের বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্য হল এই যে, **বর্তমান যুদ্ধ এবং বিপ্লবের মধ্যে সংযোগ সংক্রান্ত** নির্দিষ্ট প্রশ্নটাকে **এবং বিপ্লবের অন্যান্য নির্দিষ্ট প্রশ্নগুলিকে** ধামাচাপা দেওয়া হয়, লুকোন হয়, কিংবা সেগুলো নিয়ে বিচার-বিবেচনা করা হয় পুলিসী নিষেধাজ্ঞার দিকে নজর রেখে। আর, যুদ্ধের আগে **এই** আসন্ন যুদ্ধ এবং প্রলেতারীয় বিপ্লবের মধ্যকার সংযোগটার উপর জোর দেওয়া হয়েছিল অসংখ্য বার, বেসরকারীভাবে এবং বাসেল ইস্তাহারে (৫৭) সরকারীভাবে উভয়ত, তাসত্ত্বেও এটা ঘটছে। বিপ্লব সংক্রান্ত সমস্ত নির্দিষ্ট প্রশ্ন এতে এড়িয়ে যাওয়া হয়। এটাই নিরস্ত্রীকরণ দাবির প্রধান ত্রুটি। কিংবা নিরস্ত্রীকরণের প্রবক্তারা দাঁড়াচ্ছেন নাকি একেবারে নতুন কোন রকমের বিপ্লবের পক্ষে, নিরস্ত্র বিপ্লবের পক্ষে?

তারপর। আমরা মোটেই বিভিন্ন সংস্কারের জন্য লড়াইয়ের বিরোধী নই। গণবিক্ষোভ, চাঞ্চল্য আর গণ-অসন্তোষের বহু বিস্ফোরণ সত্ত্বেও এবং আমাদের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যদি বর্তমান যুদ্ধের ভিতর থেকে বিপ্লব না ঘটে, সেক্ষেত্রে — যা নিকৃষ্টতম তাই-ই যদি ঘটে — মানবজাতিকে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের দুর্ভোগ সইতে হতে পারে, সেই শোচনীয় সম্ভাবনাটাকে আমরা তুচ্ছ করতে চাই না। সুবিধাবাদীদেরও বিরুদ্ধে চালিত সংস্কারের একটা কর্মসূচির পক্ষে আমরা। সংস্কারের জন্য সংগ্রামটাকে সম্পূর্ণভাবে তাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে আমরা শোচনীয় বাস্তবতা থেকে নিরাকার 'নিরস্ত্রীকরণের' উদ্ভট কল্পনায় পলায়ন করতে চাইলে বেজায় খুশি হবে

তারা। 'নিরস্ত্রীকরণের' অর্থ হল অপ্রীতিকর বাস্তবতা থেকে স্রেফ পলায়ন— সেটার বিরুদ্ধে লড়াই নয়।

এমন কর্মসূচিতে আমরা বলতাম এইরকমের কিছু: '১৯১৪-১৬ সালের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে পিতৃভূমি প্রতিরক্ষার স্লোগান মানাটা হল বুর্জোয়া মিথ্যাবাদের সাহায্যে শ্রমিক আন্দোলনকে কলুষিত করা।' সুনির্দিষ্ট একটা প্রশ্নে এমন সুস্পষ্ট উত্তরটা হত নিরস্ত্রীকরণ দাবি এবং 'যে-কোন রকমে' পিতৃভূমি প্রতিরক্ষা অস্বীকার করার চেয়ে তত্ত্বগতভাবে অপেক্ষাকৃত সঠিক, প্রলেতারিয়েতের পক্ষে ঢের বেশি কাজের এবং সুবিধাবাদীদের পক্ষে আরও বেশি অসহনীয়। তদুপরি আমরা আরও বলতাম: 'ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, অস্ট্রিয়া, রাশিয়া, ইতালি, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র — **সমস্ত** সাম্রাজ্যবাদী বৃহৎ শক্তির বুর্জোয়ারা এতই প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়েছে, আর পৃথিবীজোড়া আধিপত্যের জন্য তারা এতই বদ্ধপরিকর, যাতে **ওইসব** দেশের **বুর্জোয়াদের** চালান **যে-কোন** যুদ্ধ প্রতিক্রিয়াশীল না হয়ে পারে না। প্রলেতারিয়েত শুধু এমন সমস্ত যুদ্ধের বিরোধিতাই করবে না, এমনসব যুদ্ধে প্রলেতারিয়েতকে 'নিজ' সরকারের পরাজয়ও চাইতে হবে এবং বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের জন্য সেই পরাজয়কে কাজে লাগাতে হবে যদি যুদ্ধরোধের অভ্যুত্থান অকৃতকার্য প্রতিপন্ন হয়।'

মিলিশিয়ার প্রশ্নে আমাদের বলা চাই: আমরা বুর্জোয়া মিলিশিয়ার পক্ষে নই। আমরা কেবল প্রলেতারীয় মিলিশিয়ারই পক্ষে। কাজেই, 'না এক-পাই, না এক-ভাই', সেটা কেবল স্থায়ী ফৌজের বেলায় নয়, এমন কি বুর্জোয়া মিলিশিয়ার বেলায়ও, এমন কি যুক্তরাষ্ট্র, কিংবা সুইজারল্যান্ড, নরওয়ে, ইত্যাদির মতো দেশেও। সেটা আরও বেশি পরিমাণে এই কারণে যে, এমন কি সবচেয়ে মুক্ত প্রজাতান্ত্রিক দেশগুলিতেও (যেমন সুইজারল্যান্ডে) আমরা দেখছি মিলিশিয়াকে ক্রমবর্ধমান মাত্রায় প্রুশিয়াভূত করা হচ্ছে (বিশেষত ১৯০৭ আর ১৯১১ সালে) এবং ধর্মঘটীদের বিরুদ্ধে লাগিয়ে অপব্যবহার করা হচ্ছে। আমরা দাবি করতে পারি জনসাধারণ্যে অফিসার নির্বাচন, সামরিক আইন লোপ, বিদেশী আর স্থানীয় শ্রমিকদের সমানাধিকার (যেসব সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র সুইজারল্যান্ডের মতো ক্রমাগত বেশি নির্লজ্জভাবে প্রকাশ্যে অধিকতর সংখ্যায় বিদেশী শ্রমিকদের শোষণ করছে, আর সমস্ত অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করছে, সেগুলির পক্ষে এই বিষয়টা বিশেষভাবে গুরুত্বসম্পন্ন)। তাছাড়া, আমরা দাবি করতে পারি কোন **একটা**

দেশের, ধরা যাক প্রতি শত অধিবাসী নিয়ে গড়া হবে বিভিন্ন স্বেচ্ছামূলক সামরিক-তালিম সমিতি, তাতে তালিমদাতারা হবে অবাধে নির্বাচিত, তাদের মাইনে দেবে রাষ্ট্র, ইত্যাদি। একমাত্র এমন পরিবেশেই প্রলেতারিয়েত সামরিক তালিম লাভ করতে পারে সত্যিই **নিজের** জন্য, তার দাস-মালিকদের জন্য নয়। এমন তালিমের আবশ্যকতা অবধারিত হয়ে গেছে প্রলেতারিয়েতের স্বার্থানুসারে। রুশ বিপ্লব থেকে দেখা গেছে, বৈপ্লবিক আন্দোলনের যে-কোন সাফল্য, এমন কি কোন একটা নগর, কোন একটা কারখানা-বসতি দখল করা, কিংবা ফৌজের কোন একটা অংশকে পক্ষে এনে ফেলার মতো আংশিক সাফল্যও বিজয়ী প্রলেতারিয়েতকে অনিবার্যভাবেই **বাধ্য করে** অনুরূপ কর্মসূচিই বলবৎ করতে।

পরিশেষে, এটা যুক্তিসম্মত যে, সুবিধাবাদকে কেবল কর্মসূচি দিয়ে পরাস্ত করা যায় না কখনো। এটাকে পরাস্ত করা যায় শুধু কাজ দিয়ে। দেউলিয়া দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সবচেয়ে বড় এবং মারাত্মক ভুলটা ছিল এই যে, সেটার কথা তার কাজের সঙ্গে মানানসই ছিল না, সেটা কপট এবং অবিবেকী বৈপ্লবিক বুলি-কপচানির অভ্যাস অনুশীলন করেছিল (বাসেল ইস্তাহার সম্বন্ধে কাউট্স্কি অ্যান্ড কোং-এর বর্তমান মনোভাব লক্ষণীয়)। একটা সামাজিক ধারণা, অর্থাৎ যে-ধারণা কোন একটা সামাজিক প্রতিবেশ থেকে উদ্ভূত এবং সেটাকে প্রভাবিত করতে পারে, যা কোন খেপা লোকের উদ্ভাবন নয়, এমন একটা সামাজিক ধারণা হিসেবে নিরস্ত্রীকরণ দেখা দেয় স্পষ্টতই কোন কোন ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের ব্যতিক্রম হিসেবে বিদ্যমান বিশেষ ধরনের 'প্রশান্ত' পরিবেশ থেকে, যেসব রাষ্ট্র বেশ দীর্ঘকাল যাবত পৃথিবীর যুদ্ধ আর রক্তপাতের পথ থেকে একধারে থেকেছে এবং সেইভাবেই থেকে যাবে বলে আশা করে। এই সম্বন্ধে নিশ্চিত হবার জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ নিরস্ত্রীকরণের নরওয়ের প্রবক্তাদের উপস্থাপিত যুক্তি বিবেচনা করাই যথেষ্ট। 'আমরা একটি খুদে দেশ', তাঁরা বলেন, 'আমাদের ফৌজ ছোট, বৃহৎ শক্তিগুলির বিরুদ্ধে আমরা করতে পারি না কিছুই' (আর, কাজে-কাজেই, একটা কিংবা অন্য বৃহৎ শক্তি জোটের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী **মৈত্রীতে** জোর করে জড়ান প্রতিরোধের জন্য আমরা করতে পারি না কিছুই)... 'আমরা চাই আমাদের উপান্তে থাকতে দেওয়া হোক এবং উপান্ত্য রাজনীতি চালিয়ে যেতে দেওয়া হোক, আমরা দাবি করি নিরস্ত্রীকরণ, আবশ্যিক সালিসি, স্থায়ী নিরপেক্ষতা, ইত্যাদি' (বেলজিয়মের ধরন অনুযায়ী 'স্থায়ী', নিশ্চয়ই?)।

খুদে খুদে রাষ্ট্রের একান্তে থেকে যাবার তুচ্ছ চেষ্টা, বিশ্ব-ইতিহাসের মস্ত লড়াইগুলো থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকার, সঙ্কীর্ণ নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে থেকে যাবার জন্য নিজ অপেক্ষাকৃত অন্যত্যাগী অবস্থানটাকে কাজে লাগাবার পেটি-বুর্জোয়া বাসনা — এই হল **বিষয়গত** সামাজিক প্রতিবেশ, যাতে কোন কোন ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত ধারণা কিছুটা সাফল্য এবং কিছুটা জনপ্রিয়তা লাভ করতেও পারে। এই চেষ্টাটি অবশ্য প্রতিক্রিয়াশীল, আর সম্পূর্ণভাবে মোহই এটার ভিত্তি, কেননা কোন-না-কোন উপায়ে সাম্রাজ্যবাদ খুদে রাষ্ট্রগুলিকে টেনে নেয় বিশ্ব-অর্থনীতি আর বিশ্ব-রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, সুইজারল্যান্ডে সাম্রাজ্যবাদী প্রতিবেশ শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিষয়গতভাবে নির্দিষ্ট করে দিচ্ছে **দুটো** ধারা: বুর্জোয়াদের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ হয়ে সুবিধাবাদীরা চেষ্টা করছে দেশটিকে একটা একচেটিয়া প্রজাতান্ত্রিক-গণতান্ত্রিক ফেডারেশনে পরিণত করতে, যে বেঁচে-বর্তে থাকবে সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়া পর্যটকদের থেকে তোলা মুনাফা দিয়ে, আর চেষ্টা করছে এই 'প্রশান্ত' একচেটিয়া অবস্থানটাকে যথাসম্ভব লাভজনক এবং প্রশান্ত করে তুলতে।

সুইজারল্যান্ডের আপেক্ষিক মুক্তি এবং তার 'আন্তর্জাতিক' অবস্থানটাকে ইউরোপীয় শ্রমিক পার্টিগুলিতে বিপ্লবীদের ঘনিষ্ঠ মৈত্রীজোটের জয়ে আনুকূল্য দেয়ার জন্য কাজে লাগাতে চেষ্টা করছে সুইজারল্যান্ডের সাচ্চা সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটরা। ঈশ্বরের কৃপায়, সুইজারল্যান্ডের 'নিজস্ব পৃথক ভাষা' নেই, দেশটি ব্যবহার করে তিনটে বিশ্বভাষা, যে-তিনটে ভাষায় লোকে কথা বলে সন্নিহিত যুধ্যমান দেশগুলিতে।

কুড়ি হাজার সুইস্ পার্টি সদস্য সপ্তাহে দুই সেন্তিম্ করে 'বাড়তি যুদ্ধ-কর' গোছের অতিরিক্ত চাঁদা দিলে পাওয়া যায় বছরে কুড়ি হাজার ফ্রাঙ্ক। বিভিন্ন সেনানীমণ্ডলীর চাপান নিষেধাজ্ঞাগুলো সত্ত্বেও শ্রমিকদের জায়মান বিদ্রোহ, পরিখাগুলিতে তাদের ভাই-ভাই হওয়া, অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহৃত হবে তাদের 'নিজ নিজ' দেশগুলির সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক সংগ্রামের জন্য এই মর্মে তাদের আশা, ইত্যাদি সম্বন্ধে যাবতীয় যথার্থ নিদর্শন নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর তিনটে ভাষায় ছেপে যুধ্যমান দেশগুলির শ্রমিক আর সৈনিকদের মধ্যে বিলি করার জন্য ওই টাকাটা যথেষ্টের চেয়ে বেশি।

এটা নতুন নয়। *La Sentinelle, Volksrecht* এবং *Berner Tagwacht*-

এর (৫৮) মতো সেরা সেরা কাগজগুলি সেটা করছে, যদিও, দুঃখের কথা, অপ্রতুল পরিসরে। আরাউ পার্টি (৫৯) কংগ্রেসের চমৎকার সিদ্ধান্তটি নিছক চমৎকার সিদ্ধান্তের চেয়ে বেশিকিছু হয়ে উঠতে পারে একমাত্র এমন ক্রিয়াকলাপেরই ভিতর দিয়ে।

এখন আমরা যে-প্রশ্নে আগ্রহী সেটা হল: নিরস্ত্রীকরণ দাবিটা কি সুইস্ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটদের মধ্যকার বৈপ্লবিক মতধারার সঙ্গে মানানসই? হয়ত তা নয়। বিষয়গতভাবে, নিরস্ত্রীকরণ হল বিভিন্ন ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের একটা অত্যন্ত জাতীয়, বিশিষ্ট জাতীয় কর্মসূচি। এটা নিশ্চয়ই আন্তর্জাতিক বৈপ্লবিক সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির আন্তর্জাতিক কর্মসূচি নয়।

১৯১৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জার্মান ভাষায় লিখিত

৩০ খণ্ড, ১৩১-১৪৩ পৃঃ

দূর থেকে চিঠিপত্র (৬০)

প্রথম চিঠি

প্রথম বিপ্লবের প্রথম পর্ব

সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধ থেকে উদ্ভূত প্রথম বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে। এটা প্রথম বিপ্লব, কিন্তু শেষ নয় নিশ্চয়ই।

সুইজারল্যান্ডে সামান্য খবর যা পাওয়া যাচ্ছে তা থেকে দেখা যায় এই প্রথম বিপ্লবের, অর্থাৎ ১৯১৭ সালের ১ মার্চের **রুশ** বিপ্লবের (৬১) প্রথম পর্ব শেষ হল। আমাদের বিপ্লবের এই প্রথম পর্বটা নিশ্চয়ই শেষ পর্ব নয়।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে একটা রাজতন্ত্র বজায় ছিল, ১৯০৫-১৯০৭ সালের প্রচন্ড দেশজোড়া শ্রেণী-লড়াইগুলির সারা তিন বছর সেটা টিকে থাকতে পেরেছিল সবকিছু সত্ত্বেও, সেটার পতন ঘটল মাত্র আট দিনে — যে-সময়টা মিলিউকোভ বিদেশে রাশিয়ার সমস্ত প্রতিনিধির কাছে বড়াইয়ের টেলিগ্রামে উল্লেখ করেছেন — এমন 'অলৌকিক ঘটনা' ঘটতে পারল কেমন করে?

প্রকৃতিতে কিংবা ইতিহাসে কোন অলৌকিক ঘটনা নেই, কিন্তু ইতিহাসে প্রত্যেকটা অপ্রত্যাশিত-আপতিক গতিপরিবর্তন (এটা প্রযোজ্য প্রত্যেকটা বিপ্লবের বেলায়) এমন বিপুল মর্মবস্তু তুলে ধরে, সংগ্রামের আকার এবং প্রতিদ্বন্দ্বীদের শক্তিবিন্যাসের এমনসব অপ্রত্যাশিত আর সুনির্দিষ্ট সংযোগ খুলে ধরে, যাতে অনেককিছুই সাধারণ্যে অলৌকিক মনে না হয়ে পারে না।

অল্প কয়েক দিনের মধ্যে জারশাসিত রাজতন্ত্রের পতনের জন্য আবশ্যক হয়েছিল পৃথিবীজোড়া ঐতিহাসিক তাৎপর্যসম্পন্ন কতকগুলি কারিকা উপাদানের সমবায়। এগুলির মুখ্য উপাদানটির কথাই আমরা উল্লেখ করছি।

১৯০৫-০৭ সালের তিন বছরে প্রচন্ড শ্রেণী-লড়াইগুলি এবং রুশ প্রলেতারিয়েতের প্রদর্শিত বৈপ্লবিক কর্মশক্তি ব্যতিরেকে দ্বিতীয় বিপ্লবের এত ক্ষিপ্রতা সম্ভব হত না, — ক্ষিপ্র এই অর্থে যে, সেটার **প্রারম্ভিক পর্ব**

নিষ্পন্ন হল অল্প কয়েক দিনেই। প্রথম বিপ্লব (১৯০৫) জমিতে হাল দিয়েছিল গভীর করে, যুগযুগান্তরের বিভিন্ন বদ্ধধারণা উৎপাটিত করেছিল, রাজনৈতিক জীবনে এবং রাজনৈতিক সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছিল লক্ষ লক্ষ শ্রমিক এবং কোটি কোটি কৃষককে, আর পরস্পরের কাছে এবং সর্বসাধারণের সামনে খুলে ধরেছিল রুশ সমাজের **সমস্ত** শ্রেণীর (এবং সমস্ত প্রধান পার্টির) আসল চরিত্র এবং সেগুলির স্বার্থের, সেগুলির বলের, সেগুলির কার্যপ্রণালীর, সেগুলির আশু আর আখেরি লক্ষ্যের যথার্থ অনুপাত। এই প্রথম বিপ্লব এবং সেটার পরবর্তী প্রতিবৈপ্লবিক কালপর্যায় (১৯০৭-১৪) জারশাসিত রাজতন্ত্রের সারমর্মটাকেই অনাবৃত করেছিল, সেটাকে এনে ফেলেছিল 'চরম সীমায়', উদ্‌ঘাটিত করেছিল তার যাবতীয় বিকৃতি আর কলঙ্ক, রাসপুতিন নামক সেই দানবটার কর্তৃত্বাধীন জারের ঘোঁটটার যাবতীয় অসূয়া আর দুর্নীতি। এই বিপ্লব উদ্‌ঘাটিত করেছিল রমানভ বংশের যাবতীয় পাশবিকতা — রমানভ বংশের যে-দাঙ্গাবাজেরা ইহুদি, শ্রমিক আর বিপ্লবীদের রক্তে আপ্লুত করেছে রাশিয়াকে, সেই **জমিদারেরা,** 'পয়লা নম্বরের অভিজাতেরা', **যারা মালিক লক্ষ লক্ষ** দেসিয়াতিনা ভূমির, যারা নিজেদের জন্য **আর তাদের শ্রেণীর** জন্য 'পবিত্র মালিকানা অধিকার' বজায় রাখতে যে-কোন পাশবিকতা, যে-কোন দুষ্ক্রিয়ার পর্যায়ে নেমে যেতে প্রস্তুত, যে-কোন সংখ্যায় নাগরিকদের সর্বনাশ করতে, তাদের টুঁটি টিপে মারতে প্রস্তুত।

১৯০৫-০৭ সালের বিপ্লব এবং ১৯০৭-১৪ সালের প্রতিবিপ্লব ব্যতিরেকে হতে পারত না রুশ জনসাধারণের সমস্ত শ্রেণীর এবং রাশিয়ায় অধিবাসী জাতিগুলির সেই সুস্পষ্ট 'আত্মনির্ধারণ,' এইসব শ্রেণীর পরস্পরের মধ্যে এবং জারের রাজতন্ত্রের সঙ্গে সেগুলির সেই সম্পর্ক নির্ধারণ, যা প্রকটিত হল ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ বিপ্লবের আট দিনে। এই আট-দিনের বিপ্লব 'অনুষ্ঠিত হল', একটা রূপক ব্যবহার করা গেলে বলা যায়, যেন এক ডজন বড় রকমের এবং ছোটখাটো মহলার পরে; 'কুশীলবগণ' পরস্পরকে, তাদের ভূমিকা, তাদের স্থান আর বিন্যাস জানত বিশদভাবে, সম্যকরূপে, রাজনৈতিক মতধারা এবং কার্যপ্রণালীর কমবেশি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যেকটা ছোপ অবধি।

কেননা, গুচকোভরা আর মিলিউকোভরা এবং তাদের অনুচরেরা যেটাকে 'মস্ত বিদ্রোহ' বলে নিন্দা করেছিল সেই ১৯০৫ সালের প্রথম মহাবিপ্লব বারো বছর কেটে যাবার পরে পৌঁছে দিল ১৯১৭ সালের 'দেদীপ্যমান',

'গৌরবোজ্জ্বল' বিপ্লবে — গুচকোভরা আর মিলিউকোভরা এটাকে 'গৌরবোজ্জ্বল' বলে ঘোষণা করেছে তার কারণ এটা তাদের ক্ষমতাসীন করেছে **(আপাতত)**। তবে এজন্য দরকার হয়েছে একজন **মস্ত মহাক্ষমতাশালী** সর্বশক্তিমান 'মঞ্চাধ্যক্ষ', যে একদিকে, বিশ্ব-ইতিহাসের গতি প্রবলভাবে ত্বরিত করতে এবং অন্যদিকে, অভূতপূর্ব পরিমাত্রার পৃথিবীব্যাপী অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংকটের উদ্ভব ঘটাতে সক্ষম। বিশ্ব-ইতিহাসের অসাধারণ ত্বরণ ছাড়াও ইতিহাসের অপ্রত্যাশিত-আপতিক গতিপরিবর্তনও আবশ্যক ছিল, যাতে অমন একটা গতিপরিবর্তনে **একচোটে** উলটে যায় রমানভ রাজতন্ত্রের জঘন্য রক্তরঞ্জিত রথখানা।

এই সর্বশক্তিমান 'মঞ্চাধ্যক্ষ', এই মহাক্ষমতাশালী ত্বরক হল সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধ।

এটা বিশ্বযুদ্ধ, তা এখন তর্কাতীত, কেননা ইতিমধ্যে এতে যুক্তরাষ্ট্র আর চীন আজ অর্ধজড়িত, পুরোপুরি জড়িত হবে কাল।

এটা **উভয়** পক্ষ থেকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, তাও এখন তর্কাতীত। এই সত্যকে অস্বীকার করতে কিংবা এটার অপব্যাখ্যা দিতে পারে শুধু পুঁজিপতিরা এবং তাদের অনুচর দেশপ্রেমিক-সমাজবাদীরা আর জাতিদম্ভী-সমাজবাদীরা, বা — সাধারণ সমালোচনামূলক সংজ্ঞার্থের বদলে রাশিয়ায় সুপরিচিত বিভিন্ন রাজনৈতিক নাম ব্যবহার করলে — একদিকে, শুধু গুচকোভরা আর ল্‌ভোভরা, মিলিউকোভরা আর শিঙ্গারিওভরা এবং অন্যদিকে, শুধু গ্‌ভোজদিওভরা, পত্রেসভরা, চ্‌খেনকেলিরা, কেরেনস্কিরা আর চ্‌খেইজেরা। জার্মান আর ইঙ্গ-ফরাসী **উভয়** বুর্জোয়ারা যুদ্ধ চালাচ্ছে পরদেশগুলিতে লুণ্ঠন এবং ক্ষুদ্র জাতিগুলিকে টুঁটি টিপে মারার জন্য, পৃথিবীজোড়া আর্থ-আধিপত্য এবং উপনিবেশগুলিকে ভাগাভাগি আর নতুন করে ভাগাভাগি করার জন্য, বিভিন্ন দেশের শ্রমিকদের বোকা বানিয়ে এবং বিভক্ত করে টলটলায়মান পুঁজিতান্ত্রিক সরকার টিকিয়ে রাখার জন্য।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বিষয়গত অবশ্যম্ভাবিতা অনুসারেই বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী-সংগ্রামকে বিপুল পরিমাণে ত্বরিত এবং অভূতপূর্ব মাত্রায় প্রচন্ডতর করল। এটা অবধারিত ছিল। বিভিন্ন বিরুদ্ধ শ্রেণীর মধ্যে গৃহযুদ্ধে পরিণত হওয়াই এর নিয়তি ছিল।

এই **রূপান্তর শুরু হল ১৯১৭** সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চের বিপ্লবে, যে-বিপ্লবের প্রথম পর্ব দেখাল, প্রথমত, জারতন্ত্রের উপর দুটি শক্তির

যুক্ত আঘাত দিয়ে। এক, **সমস্ত** অসচেতন অনুচর **সমেত সমগ্র** বুর্জোয়া আর জমিদারদের রাশিয়া এবং সেই রাশিয়ার **সমস্ত সচেতন** নেতারা, ব্রিটিশ আর ফরাসী রাষ্ট্রদূতেরা আর পুঁজিপতিরা, আর অন্যটি — **শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত,** যা সৈনিক এবং কৃষক প্রতিনিধিদের স্বপক্ষে টেনে নিতে শুরু করেছে।

এই তিনটি রাজনৈতিক শিবির, এই তিনটি বুনিয়াদী রাজনৈতিক শক্তি: ১) সামন্ত জমিদার, পুরনো আমলাতন্ত্র এবং সামরিক গোষ্ঠীর সর্দার জারের রাজতন্ত্র; ২) বুর্জোয়া এবং জমিদার-অক্টোবরী-কাদেত রাশিয়া, যার পেছনে হেঁচড়ে চলেছিল পেটি বুর্জোয়ারা (যাদের প্রধান প্রধান প্রতিনিধি হলেন কেরেনস্কি আর চ্খেইজে); ৩) শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত, যেটা **সমগ্র** প্রলেতারিয়েতকে এবং জনসমষ্টির **সবচেয়ে** গরিব অংশের **সমগ্র** জনরাশিকে নিজ মিত্র করতে **সচেষ্ট** — এই তিনটি **বুনিয়াদী** রাজনৈতিক শক্তি পুরোপুরি এবং স্পষ্ট আত্মপ্রকাশ করে এমন কি 'প্রথম পর্বের' আট দিনেও এবং এমন কি ঘটনাস্থল থেকে এই লেখকের মতো এত সুদূরবর্তী পর্যবেক্ষকের কাছেও, বৈদেশিক পত্র-পত্রিকায় পাওয়া যৎসামান্য বার্তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা ছাড়া যাঁর গত্যন্তর নেই।

কিন্তু এটা নিয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনার আগে আমাকে ফিরে যেতে হচ্ছে এই চিঠির সেই অংশে, যেটা হল একটা মুখ্য গুরুত্বসম্পন্ন উপাদান, যেমন সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে।

এই যুদ্ধই বস্তুত যুধ্যমান শক্তিগুলিকে, পুঁজিপতিদের যুধ্যমান জোটগুলিকে, পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার 'কর্তাদের', পুঁজিতান্ত্রিক দাসপ্রথার দাসমালিকদের পরস্পরের সঙ্গে **লোহার শিকল** দিয়ে শৃংখলিত করেছে। **এক চাপ রক্ত** — এমনই হল ইতিহাসের বর্তমান মুহূর্তটির সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবন।

যুদ্ধ বাধলেই বুর্জোয়াদের পক্ষে চলে গিয়েছিল যে-সমাজতন্ত্রীরা — জার্মানির এইসব ডেভিডরা আর শাইডেমানরা এবং রাশিয়ায় প্লেখানভ, পত্রেসভ, গভোজদিওভ অ্যান্ড কোং — তারা তারস্বরে এবং দীর্ঘকাল ধরে কলরব করেছিল বিপ্লবীদের 'বিভ্রান্তিগুলোর' বিরুদ্ধে, 'বাসেল ইস্তাহার'-এর 'বিভ্রান্তিগুলোর' বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে পরিণত করার 'আজগবি স্বপ্নের' বিরুদ্ধে। পুঁজিতন্ত্র নাকি যে-শক্তি, অটলতা আর অভিযোজন ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে তাতে তারা গুণকীর্তন করেছে স্বরগ্রামের প্রত্যেকটা ঘাটে — **তারা,** যারা বিভিন্ন দেশের শ্রমিক শ্রেণীকে

'মানিয়ে নিতে', পোষ মানাতে, বোকা বানাতে এবং বিভক্ত করতে পুঁজিপতিদের মদত দিয়েছিল।

তবে 'যে হাসে শেষে তার হাসি সেরা'। যুদ্ধজাত বৈপ্লবিক সংকটকে বুর্জোয়ারা বেশি কাল ঠেকিয়ে রাখতে পারে নি। অনিবারণীয় শক্তিতে সংকটটা বাড়ছে সমস্ত দেশে — জার্মানি থেকে শুরু করে (সেদেশে সম্প্রতি গিয়েছিলেন এমন একজন পর্যবেক্ষকের বক্তব্য অনুসারে দেশটি 'চমৎকার সংগঠিত দুর্ভিক্ষে' ক্লিষ্ট) শেষে ইংলন্ড আর ফ্রান্স অবধি, সেখানে দুর্ভিক্ষ ঘনিয়ে আসছে, কিন্তু সেখানে সংগঠন ততটা 'চমৎকার' নয়।

এটা স্বাভাবিকই যে বৈপ্লবিক সংকট শুরু হল **সর্বপ্রথম** জারের রাশিয়ায়, যেখানে বিশৃঙ্খলা ছিল সবচেয়ে ভয়াবহ, আর প্রলেতারিয়েত সবচেয়ে বৈপ্লবিক (কোন বিশেষ গুণের দরুন নয়, সেটা ১৯০৫ সালের সজীব ঐতিহ্যের কারণে)। এই সংকট ত্বরান্বিত হয়েছিল রাশিয়া এবং তার মিত্রদের একপ্রস্ত অতি কঠোর পরাজয়ের দরুন। ওই পরাজয়গুলো সাবেক শাসনযন্ত্র এবং সাবেক ব্যবস্থাটাকে টলিয়ে দিয়েছিল এবং সেগুলোর বিরুদ্ধে ক্রোধ জাগিয়ে তুলেছিল জনসমষ্টির **সমস্ত** শ্রেণীর; সেগুলো তিক্তবিরক্ত করেছিল ফৌজকে, ঝানু অভিজাত আর যৎপরোনাস্তি দুর্নীতিপরায়ণ আমলা-ফয়লাদের নিয়ে গড়া পুরনো লোক-লশকরের খুবই বড় একটা অংশকে নিশ্চিহ্ন করেছিল এবং সেটার জায়গায় এনেছিল নওজোয়ান, তাজা, প্রধানত বুর্জোয়া, রাজনোচিনেৎস (৬২), পেটি-বুর্জোয়া লোক-লশকর। বুর্জোয়াদের কাছে নতজানু হয়ে কিংবা স্রেফ মেরুদন্ডহীন হয়ে যারা 'পরাজিত মনোভাব' নিয়ে চিৎকার আর বিলাপ করেছিল তারা এখন অতি অনগ্রসর আর বর্বর জারের রাজতন্ত্রের পরাজয় এবং বৈপ্লবিক অগ্নিদাহের **সূচনার** মধ্যে ঐতিহাসিক সংযোগের ঘটনার সম্মুখীন হয়েছে।

তবে যুদ্ধের গোড়ার দিকের পরাজয়গুলো ছিল নেতিবাচক উপাদান যা ত্বরান্বিত করেছিল এই উত্থানকে, কিন্তু ইঙ্গ-ফরাসী ফিনান্স-পুঁজি, ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ এবং রুশী অক্টোবরী-কাদেত পুঁজির মধ্যে **সংযোগটা** ছিল এমন উপাদান যা নিকোলাই রমানভের বিরুদ্ধে সরাসরি **একটা চক্রান্ত সংগঠিত** ক'রে এই সংকটটাকে ত্বরান্বিত করে।

পরিস্থিতির খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই দিকটাকে সুস্পষ্ট কারণেই ধামাচাপা দেয় ইঙ্গ-ফরাসী পত্রপত্রিকাগুলি, আর জার্মান পত্র-পত্রিকাগুলি সেটার উপর জোর দেয় বিদ্বেষবশত। আমাদের, মার্কসবাদীদের সত্যের সম্মুখীন হতে হবে সংযতভাবে; যুধ্যমান সাম্রাজ্যবাদীদের প্রথম জোটটার মিথ্যাগুলো দিয়ে,

সরকারী শ্রুতিমধুর কূটনৈতিক আর **সরকারপক্ষীয়** মিথ্যাগুলো দিয়ে, কিংবা অপর যুধ্যমান জোটে তাদের ফিনান্সীয় আর সামরিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের কৃত্রিম হাসি আর ভান-করা কূটকৌতুক দিয়ে আমাদের বিহ্বল হয়ে পড়া চলতে পারে না। ফেব্রুয়ারি-মার্চ বিপ্লবের সমগ্র ঘটনাধারা থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, ব্রিটিশ আর ফরাসী দূতাবাস দুটো তাদের বিভিন্ন চর আর 'যোগাযোগ' নিয়ে ২য় নিকোলাই এবং ২য় ভিলহেল্ম-এর মধ্যে 'পৃথক' চুক্তি আর পৃথক শান্তি রোধ করার জন্য (আমরা আশা করি শেষের জন্য আমরা সচেষ্ট থাকব) দীর্ঘকাল যাবত অতি মরিয়া চেষ্টা চালিয়ে আসছিল, আর তারা নিকোলাই রমানভকে **সিংহাসনচ্যুত করার** স্পষ্ট উদ্দেশ্যে অক্টোবরী আর কাদেতদের সঙ্গে যোগসাজশে, জেনারেলদের আর ফৌজের একাংশ এবং সেণ্ট পিটার্সবুর্গ গ্যারিসন অফিসারদের সঙ্গে যোগসাজশে সরাসরি একটা চক্রান্ত সংগঠিত করেছিল।

আমাদের মনে কোন মোহ পোষণ করা চলতে পারে না। কোন কোন 'স. ক'-র সমর্থক বা 'মেনশেভিক' যারা গ্ভোজদিওভ-পত্রেসভ-এর কর্মনীতি আর আন্তর্জাতিকতাবাদের মধ্যে দোদুল্যমান এবং বড়ই ঘনঘন পিছলে চলে যায় পেটি-বুর্জোয়া শান্তিসর্বস্বতার মাঝে, তাদের মতো এখন যারা শ্রমিক পার্টি আর কাদেতদের মধ্যে 'সমঝোতা', পরেরটার প্রতি আগেরটার 'সমর্থন', ইত্যাদি করতে প্রস্তুত, তাদের ভুল আমাদের যেন না হয়। 'সর্দার যোদ্ধা' নিকোলাই রমানভকে গদিচ্যুত করে তাঁর জায়গায় অপেক্ষাকৃত উদ্যমশীল, তাজা এবং অধিকতর সুযোগ্য **যোদ্ধাদের** স্থাপনের লক্ষ্য অনুযায়ী ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের এবং গুচকোভদের আর মিলিউকোভদের চক্রান্তটাকে তারা আড়াল করার চেষ্টা করছে তাদের মুখস্থ-করা পুরনো (কোনক্রমেই মার্কসবাদী নয়) নীতিবাক্যের সঙ্গে সংগতি রেখে।

বিপ্লব কৃতকার্য হল এত দ্রুত এবং — আপাতদৃষ্টিতে, উপর উপর দেখলে — এত আমূল, তার একমাত্র কারণ হল এই যে, চূড়ান্ত মাত্রায় অনন্যসাধারণ ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে **একেবারে অসদৃশ বিভিন্ন ধারা, একেবারে বিসদৃশ** বিভিন্ন শ্রেণীস্বার্থ, **একেবারে বিরুদ্ধ** বিভিন্ন রাজনৈতিক আর সামাজিক উদ্দেশ্য **মিলেমিশে গিয়েছিল** এবং সেটা অসাধারণ 'সমন্বিত' ধরনে। সেটা হল ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্র, যে-সাম্রাজ্যবাদীরা মিলিউকোভ, গুচকোভ অ্যাণ্ড কোং-কে ঠেলে দিল ক্ষমতা দখল করতে **সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ আরও চালিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে,** আরও হিংস্রভাবে এবং আরও নাছোড় হয়ে যুদ্ধ চালাবার উদ্দেশ্যে, যাতে গুচকোভরা পেতে পারে

কন্স্ট্যান্টিনোপ্‌ল, ফরাসী পুঁজিপতিরা সিরিয়া, ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা মেসোপোটেমিয়া, ইত্যাদি, তাই রুশ শ্রমিক আর কৃষকদের **আরও লক্ষ লক্ষ জনকে** ব্যাপকভাবে **হত্যা করার** উদ্দেশ্যে। এটা গেল একদিকে। অন্যদিকে, ছিল **রুটির** জন্য, **শান্তির** জন্য, **প্রকৃত মুক্তির** জন্য বৈপ্লবিক প্রকৃতির প্রগাঢ় প্রলেতারীয় এবং ব্যাপক গণ-আন্দোলন (শহর আর গ্রামাঞ্চলের মানুষের সমগ্র দরিদ্রতম অংশটার আন্দোলন)।

ইংরেজদের টাকা দিয়ে 'তাম্পি-লাগান' এবং জারতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদের মতো সমান জঘন্য কাদেত-অক্টোবরী সাম্রাজ্যবাদকে রাশিয়ার বৈপ্লবিক প্রলেতারিয়েতের 'সমর্থন করার' কথা বলাটা স্রেফ মূঢ়তা। কুখ্যাত জার-**রাজতন্ত্রকে** বিপ্লবী শ্রমিকেরা বিনষ্ট করছিল, ইতিমধ্যে অনেকটা বিনষ্ট করেছে এবং বিনষ্ট করবে ভিত্তিসুদ্ধ। কোন কোন সংক্ষিপ্ত এবং অসাধারণ ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে এক সম্রাটের **বদলী আরেক সম্রাট** (তিনিও রমানভ হওয়া অধিকতর বাঞ্ছনীয়!) প্রতিষ্ঠার জন্য বুকানান, গুচকোভ, মিলিউকোভ অ্যান্ড কোং-এর সংগ্রাম **তাদের সহায়ক হওয়ার** ঘটনাটায় তারা উল্লসিতও নয়, হতাশও নয়।

পরিস্থিতির ক্রমবিকাশ ঘটেছিল এইভাবে এবং শুধু এইভাবেই। যিনি সত্যে ভীত নন, বিপ্লবে বিভিন্ন সামাজিক শক্তির পারস্পরিক অনুপাতটাকে যিনি সংযতভাবে বিচার-বিবেচনা করেন, যিনি প্রত্যেকটা 'চলতি পরিস্থিতির' মূল্যায়ন করেন সেটার সমস্ত বিদ্যমান, চলতি বিশেষত্বের দৃষ্টিকোণ থেকেই শুধু নয়, অধিকন্তু অপেক্ষাকৃত বুনিয়াদী প্রেরণার দৃষ্টিকোণ থেকে, রাশিয়া আর সারা পৃথিবী উভয় ক্ষেত্রে প্রলেতারিয়েত এবং বুর্জোয়াদের মধ্যে গভীরতর পারস্পরিক সম্পর্কের দৃষ্টিকোণ থেকে, এমন কোন রাজনীতিক আসলে এমন এবং শুধু এমন মনোভাবই অবলম্বন করতে পারেন।

সমগ্র রাশিয়ার মতো পেত্রগ্রাদের শ্রমিকেরাও জাররাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে আত্মোৎসর্গ করে লড়েছে — লড়েছে মুক্তির জন্য, কৃষকদের জমির জন্য এবং **শান্তির জন্য,** সাম্রাজ্যবাদী গণহত্যার বিরুদ্ধে। সেই গণহত্যা চালিয়ে যাওয়া এবং আরও প্রচন্ড করার জন্য ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি রাজসভার বিভিন্ন চক্রান্ত ফেঁদেছিল, ষড়যন্ত্র এঁটেছিল 'গার্ড্স'-এর অফিসারদের সঙ্গে, গুচকোভদের আর মিলিউকোভদের উসকানি দিয়েছিল আর উৎসাহিত করেছিল, স্থির করে ফেলেছিল একটা **পূর্ণাঙ্গ নতুন সরকার,** যেটা জারতন্ত্রের উপর প্রলেতারীয় সংগ্রামের প্রথম আঘাতগুলি পড়ার ঠিক পরেই প্রকৃতপক্ষে **ক্ষমতা দখল করে।**

জল্লাদ স্তলিপিনের গতকালের শাগরেদ অক্টোবরী আর 'শান্তিপূর্ণ নবরূপায়ণ পার্টির' (৬৩) ল্ভোভ আর গুচকোভ এই সরকারে পরিচালনা করেন বিভিন্ন **যথার্থ গুরুত্বপূর্ণ** পদ, বিভিন্ন চূড়ান্ত আবশ্যকীয় পদ, ফৌজ আর আমলাতন্ত্র, এই যে-সরকারে মিলিউকোভ এবং অন্যান্য কাদেতরা আরকিছু হবার চেয়ে বরং অলঙ্করণ, সাইনবোর্ড — তাঁরা সেখানে রয়েছেন ভাবপ্রবণ অধ্যাপকগিরির ভাষণ দেবার জন্য — যেখানে 'ত্রুদোভিক্' (৬৪) কেরেনস্কি হলেন একটা বালালাইকা, যেটা তারা বাজায় শ্রমিক আর কৃষকদের ধোঁকা দেবার জন্য — এই সরকারটা বিভিন্ন ব্যক্তির একটা আপতিক সমাবেশ নয়।

তারা হল রাশিয়ায় রাজনৈতিক ক্ষমতায় উন্নীত নতুন শ্রেণীটির প্রতিনিধি, পুঁজিপতি জমিদার আর বুর্জোয়াদের যে-শ্রেণী আমাদের দেশে অর্থনীতিগত **শাসন চালিয়ে আসছে** দীর্ঘকাল যাবত, আর ১৯০৫-০৭ সালের বিপ্লবের সময়ে, ১৯০৭-১৪ সালের প্রতিবৈপ্লবিক কালপর্যায়ে এবং শেষে — বিশেষ দ্রুতগতিতে — ১৯১৪-১৭ সালের যুদ্ধকালে রাজনীতিগতভাবে চটপট সংগঠিত হয়ে প্রাদেশিক সরকারী সংস্থাগুলি, জনশিক্ষা, নানা ধরনের কংগ্রেস, দুমা, যুদ্ধশিল্প কমিটিগুলি, ইত্যাদির নিয়ন্ত্রণ হাতে নেয়। এই নতুন শ্রেণীটি ১৯১৭ সাল নাগাত 'প্রায় পুরোপুরি' ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল, কাজেই জারতন্ত্রকে ধরাশায়ী ক'রে বুর্জোয়াদের পথ সাফ করতে শুধু প্রথম আঘাতগুলিই সেটার প্রয়োজন ছিল। অবিশ্বাস্য রকমের প্রয়াস খাটাতে হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে, সেটা অনগ্রসর রাশিয়ার বিকাশধারাটাকে এতই ত্বরিত করে দিল যাতে আমরা 'একচোটে' (আপাতদৃষ্টিতে একচোটে) **নাগাল ধরে ফেলেছি** ইতালির, ইংলন্ডের এবং প্রায় ফ্রান্সের। আমরা পেয়েছি একটি 'কোয়ালিশন', 'জাতীয়' (অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী গণহত্যা চালিয়ে যাওয়া এবং জনগণকে ফাঁকি দেবার জন্য মানিয়ে নেওয়া) 'পার্লামেন্টারি' সরকার।

বর্তমান যুদ্ধের দিক থেকে দেখলে এই সরকার হল 'ইংলন্ড এবং ফ্রান্স' এই লক্ষকোটি ডলারের 'কারবারটার' এজেন্ট মাত্র, এই সরকারটার পাশাপাশি দেখা দিয়েছে মুখ্য, বেসরকারী, এখনো অপরিণত এবং অপেক্ষাকৃত দুর্বল **শ্রমিক সরকার,** যেটা প্রকাশ করে প্রলেতারিয়েত এবং শহুরে আর গ্রামীণ মানুষের গোটা গরিব অংশের স্বার্থ। এটা হল পেত্রগ্রাদে **শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত,** এটা যোগাযোগ স্থাপন করতে চাইছে সৈনিক আর কৃষকদের সঙ্গে এবং খেতমজুরদের সঙ্গেও, বিশেষত শেষোক্তদের সঙ্গে আর প্রধানত কৃষকদের চেয়েও ঘনিষ্ঠতরভাবে।

এমনই হল **বাস্তব** রাজনৈতিক পরিস্থিতি, যেটাকে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ মাত্রায় বিষয়গত যাথার্থ্য সহকারে আমাদের প্রথমে নির্ধারণের চেষ্টা করতে হবে, যাতে মার্কসবাদী কর্মকৌশল স্থাপিত হতে পারে একমাত্র সম্ভাব্য পোক্ত ভিত্তি — **তথ্যের** ভিত্তিতে।

জার-রাজতন্ত্র ভেঙে পড়েছে, কিন্তু সেটার চূড়ান্ত বিনাশ ঘটে নি।

অক্টোবরী-কাদেত বুর্জোয়া সরকার 'শেষপর্যন্ত' সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ করতে চায়, সেটা হল আসলে 'ইংলন্ড এবং ফ্রান্স' ফিনান্স কারবারের এজেন্ট। এই সরকার জনগণের উপর নিজ ক্ষমতা বজায় রাখা এবং সাম্রাজ্যবাদী গণহত্যা চালিয়ে যাবার সুযোগের সঙ্গে মানানসই এমন সর্বোচ্চ পরিমাণ স্বাধীনতা এবং যৎসামান্য সুবিধাদির ব্যাপারে জনগণকে **প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য।**

শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত হল শ্রমিকদের একটি সংগঠন, শ্রমিক সরকারের ভ্রূণরূপ, জনসমষ্টির **গরিব** অংশের সমগ্র জনরাশির, অর্থাৎ জনসংখ্যার নয়-দশমাংশের স্বার্থের প্রতিনিধি যারা **শান্তি, রুটি** আর **মুক্তির** জন্য সচেষ্ট।

এখনকার উদ্ভূত পরিস্থিতি, বিপ্লবের প্রথমপর্ব থেকে দ্বিতীয় পর্বে যাবার **উত্তরণকালীন** এই পরিস্থিতিকে, নির্ধারণ করছে ওই তিনটি শক্তির সংঘাত।

প্রথম আর দ্বিতীয় শক্তির মধ্যে বিরোধ গভীর **নয়,** সেটা সাময়িক — **শুধু** বর্তমান পরিস্থিতি-যোগাযোগের ফল, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে ঘটনার অপ্রত্যাশিত-আপতিক গতিপরিবর্তনের ফল। **সমগ্র** নতুন সরকারটা রাজতন্ত্রী, কেননা কেরেনস্কির **মৌখিক** প্রজাতান্ত্রিকতাকে মোটেই গুরুত্ব দিয়ে ধরা যায় না, সেটা কোন রাষ্ট্রনেতার যোগ্য নয়, **বিষয়গতভাবে** সেটা রাজনীতিক ছলনা। জার-রাজতন্ত্রের উপর চরম আঘাত হানে নি নতুন সরকার, সেটা জমিদার রমানভ বংশের সঙ্গে **রফা করতে শুরু করেছে** ইতিমধ্যে। মেহনতী জনগণের বিরুদ্ধে পুঁজির বিশেষাধিকার নিরাপদ করার জন্য অক্টোবরী-কাদেত ধরনের বুর্জোয়াদের **আবশ্যক** হল আমলাতন্ত্র আর ফৌজের সর্দার হিসেবে কার্যকর একটা রাজতন্ত্র।

জারতান্ত্রিক প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের স্বার্থে নতুন সরকারকে শ্রমিকদের **সমর্থন করা** চাই, এমন কথা যে বলে (স্পষ্টতই বলছে পত্রেসভরা, গ্ভোজদিওভরা, চ্খেনকেলিরা এবং **কৌশলে যতই এড়াবার চেষ্টা** করুন না কেন, **চ্খেইজেও**) সে শ্রমিকদের প্রতি বেইমান, প্রলেতারিয়েতের

কর্মব্রতের প্রতি, শান্তি আর মুক্তির কর্মব্রতের প্রতি বেইমান। কেননা প্রকৃতপক্ষে, **ঠিক** এই নতুন সরকারটাই **ইতিমধ্যে** সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি দিয়ে, **যুদ্ধ** আর লুণ্ঠনের সাম্রাজ্যবাদী কর্মনীতি দিয়ে হস্তপদবদ্ধ, সেটা রাজবংশের সঙ্গে রফা করতে শুরু করেছে **ইতিমধ্যে** (জনগণের মত না নিয়ে!), **জার-রাজতন্ত্র পুনঃস্থাপনের জন্য কাজ করছে ইতিমধ্যে,** খুদে রাজা হিসেবে মিখাইল রমানভকে প্রার্থী হিসাবে দাঁড় করানোর জন্য ইতিমধ্যে সাগ্রহে তদবির করছে, ঠেকনো দিয়ে সিংহাসন খাড়া রাখার জন্য, বিধিসম্মত (বৈধ, পুরনো আইনের বলে শাসন) রাজতন্ত্রের বদলে বোনাপার্টীয়, গণভোটের (জুয়াচুরির গণভোটের বলে শাসন) রাজতন্ত্র স্থাপনের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করছে।

না, জার-রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সত্যিকারের সংগ্রাম চালাতে হলে, স্বাধীনতা যদি নিশ্চিত করতে হয় যথার্থই, শুধু কথায় নয়, মিলিউকোভ আর কেরেনস্কির আলগা প্রতিশ্রুতিতেই শুধু নয়, তাহলে শ্রমিকেরা **কিছুতেই** নতুন সরকারকে সমর্থন করতে পারে **না**; সরকারকে অবশ্যই 'সমর্থন করতে' হবে শ্রমিকদেরকে! কেননা স্বাধীনতালাভের এবং জারতন্ত্রের পূর্ণ বিনাশের একমাত্র **নিশ্চয়তা** রয়েছে **প্রলেতারিয়েতকে সশস্ত্র করায়,** শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতের ভূমিকা, তাৎপর্য আর ক্ষমতা মজবুত, সম্প্রসারিত এবং বিকশিত করায়।

বাদবাকি সবটাই হল উদারপন্থী আর র‍্যাডিকাল শিবিরের রাজনীতিবাজদের তরফে নিছক বুলি কপচানি আর মিথ্যাভাষণ, জুয়াচুরি আর ধাপ্পাবাজি।

শ্রমিকদের অস্ত্রসজ্জিত করায় সাহায্য করুন, কিংবা তাতে বাধা দেবেন না অন্তত, তাহলে রাশিয়ায় স্বাধীনতা হবে অপরাজেয়, রাজতন্ত্র পুনঃস্থাপন অসাধ্য হবে, নিরাপদ হবে প্রজাতন্ত্র।

নইলে গুচকোভরা আর মিলিউকোভরা রাজতন্ত্র পুনঃস্থাপন করবে এবং তাদের প্রতিশ্রুত 'স্বাধীনতাগুলির' দেবে **না একটাও,** একেবারে কোনটাই না। জনগণকে প্রতিশ্রুতি 'খেতে দিয়েছে' আর শ্রমিকদের বোকা বানিয়েছে **সমস্ত** বুর্জোয়া বিপ্লবের **সমস্ত** বুর্জোয়া রাজনীতিবাজ।

আমাদের এটা হল বুর্জোয়া বিপ্লব, **কাজেই** শ্রমিকদের অবশ্যই **সমর্থন** করতে হবে বুর্জোয়াদের, সেটাই বলে পত্রেসভরা, গ্ভোজদিওভরা আর চ্খেইজেরা, যেমনটা প্লেখানভ বলেছিলেন কাল।

আমাদের এটা হল বুর্জোয়া বিপ্লব, আমরা মার্কসবাদীরা বলি, **কাজেই**

বুর্জোয়া রাজনীতিবাজদের আচরিত ধোঁকাবাজি সম্বন্ধে জনগণের চোখ খুলে দিতে হবে শ্রমিকদের, তাদের শেখাতে হবে কথায় কোন আস্থা স্থাপন না করতে, আর তাদের **নিজেদের** শক্তি, তাদের **নিজেদের** সংগঠন, তাদের **নিজেদের** ঐক্য এবং তাদের **নিজেদের** অস্ত্রশস্ত্রের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে।

অক্টোবরীদের আর কাদেতদের, গুচকোভদের আর মিলিউকোভদের সরকার দিতে **পারে না**, অকপটে চাইলেও (গুচকোভ আর ল্‌ভোভকে অকপট মনে করতে পারে শুধু শিশুরাই) জনগণকে দিতে **পারে না** কোনটাই — **শান্তি, রুটি কিংবা স্বাধীনতা।**

এটা শান্তি দিতে পারে না, কেননা এটা যুদ্ধের সরকার, সাম্রাজ্যবাদী গণহত্যা চালিয়ে যাবার সরকার, **লুণ্ঠনের** সরকার, এটার উদ্দেশ্য হল আর্মেনিয়া, গ্যালিসিয়া আর তুরস্ককে লুণ্ঠন করা, কন্‌স্ট্যান্টিনোপ্‌ল অধিকার করা, পোল্যান্ড, কুর্ল্যান্ড, লিথুয়ানিয়া, ইত্যাদি পুনর্জয় করা। এটা হল ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি দিয়ে হাত-পা বাঁধা সরকার। পৃথিবীজোড়া যে 'কারবারটা' **শত শত লক্ষকোটি** রুব্‌ল নিয়ন্ত্রণ করে, যেটার নাম 'ইংলন্ড এবং ফ্রান্স', সেটার শুধু একটা শাখা হল রুশী পুঁজি।

এটা রুটি দিতে পারে না, তার কারণ এটা বুর্জোয়া সরকার। জনগণকে এটা দিতে পারে **বড়জোর** 'চমৎকার সংগঠিত দুর্ভিক্ষ', যেমনটা জার্মানি করেছে। কিন্তু জনগণ দুর্ভিক্ষ মেনে নেবে না। তারা জানতে পারবে, সম্ভবত খুব শিগগিরই জানতে পারবে যে, রুটি আছে এবং তা পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু শুধু এমন উপায়ে যা **পুঁজি আর ভূমি-মালিকানার অলঙ্ঘনীয়তা মানে না।**

এটা স্বাধীনতা দিতে পারে না, কেননা এটা হল জমিদার আর পুঁজিপতিদের সরকার, যেটা জনগণকে ভয় করে এবং রমানভ রাজবংশের সঙ্গে রফা করতে শুরু করেছে ইতিমধ্যে।

এই সরকারের প্রতি আমাদের আশু আচরণ সংক্রান্ত কর্মকৌশলগত প্রশ্নাবলী নিয়ে আলোচনা করা হবে আর একটা প্রবন্ধে। তাতে আমরা ব্যাখ্যা করব বর্তমান পরিস্থিতির বিশেষত্ব, যেটা হল বিপ্লবের প্রথম পর্ব থেকে দ্বিতীয় পর্বে **উত্তরণ**, আর কেন 'এখনকার কাজ' স্লোগানটা **এই** মুহূর্তে হতেই হবে: **শ্রমিকগণ, জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধে আপনারা প্রলেতারীয় বীরত্বের অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিয়েছেন। বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্বে**

আপনাদের জয়ের পথ প্রস্তুত করতে আপনাদের সংগঠনের অদ্ভুত কাণ্ড ঘটাতে হবে — প্রলেতারিয়েত এবং সমগ্র জনগণের সংগঠনের।

বিপ্লবের এই পর্বে শ্রেণী-সংগ্রাম এবং বিভিন্ন শ্রেণী-শক্তির বিন্যাসের বিশ্লেষণে **এখনকার** মতো সীমাবদ্ধ থেকে আমাদের এখনো তুলতে বাকি আছে এই প্রশ্নটা: **এই** বিপ্লবে প্রলেতারিয়েতের **মিত্র** কারা?

প্রলেতারিয়েতের রয়েছে **দুটি** মিত্র: এক, আধা-প্রলেতারীয় এবং অংশত খুদে-কৃষক জনসমষ্টির বিস্তৃত জনরাশি, যারা সংখ্যায় কোটি কোটি এবং রাশিয়ার জনসংখ্যার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। শান্তি, রুটি, স্বাধীনতা আর জমি এই জনরাশির পক্ষে **অত্যাবশ্যক।** এটা অনিবার্য যে, এই জনরাশি কিছু পরিমাণে প্রভাবাধীন হবে বুর্জোয়াদের, বিশেষত পেটি বুর্জোয়াদের, যাদের সঙ্গে এরা জীবনযাত্রার অবস্থার দিক থেকে সবচেয়ে সগোত্র, যারা বুর্জোয়া আর প্রলেতারিয়েতের মধ্যে দোদুল্যমান। এই জনরাশিকে প্রলেতারিয়েতের দিকে ঠেলে দেবে, প্রলেতারিয়েতকে অনুসরণ করতে **বাধ্য করবে** যুদ্ধের নিষ্ঠুর শিক্ষাগুলো, আর এই শিক্ষাগুলো হবে **ততই বেশি** নিষ্ঠুর যত বেশি সতেজে যুদ্ধটাকে চালাবে গুচকোভ, ল্ভোভ, মিলিউকোভ অ্যান্ড কোং। সর্বপ্রথমে এবং সর্বোপরি এই জনরাশিকে **ওয়াকিবহাল এবং সংগঠিত করার** জন্য আমাদের এখন নতুন ব্যবস্থার আপেক্ষিক স্বাধীনতা এবং শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলির সদ্ব্যবহার করতে হবে। কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলি এবং খেতমজুর সোভিয়েতগুলি — এই হল আমাদের সবচেয়ে জরুরী একটা কাজ। এই প্রসঙ্গে আমাদের সচেষ্ট হতে হবে খেতমজুরদের নিজেদের পৃথক সোভিয়েতগুলি স্থাপন করাবার জন্যই শুধু নয়, অধিকন্তু সম্পন্ন কৃষকদের থেকে **পৃথকভাবে** নাস্তিমান এবং সবচেয়ে গরিব কৃষকদের সংগঠিত হবার জন্য। বর্তমান সময়ে জরুরী প্রয়োজনীয় বিশেষ বিশেষ কাজ এবং বিশেষ বিশেষ আকারের সংগঠন নিয়ে আলোচনা করা হবে পরের চিঠিতে।

দুই, সমস্ত যুদ্ধমান দেশের এবং সাধারণভাবে সমস্ত দেশের প্রলেতারিয়েত রাশিয়ার প্রলেতারিয়েতের মিত্র। বর্তমানে এই মিত্রটি যুদ্ধের দরুন বহুলাংশে দমিত, আর বড়ই ঘন ঘন তাদের তরফে কথা বলে ইউরোপীয় জাতিদম্ভী-সমাজবাদীরা — যারা পালিয়ে বুর্জোয়াদের পক্ষে চলে গেছে রাশিয়ার প্লেখানভ, গ্ভোজদিওভ এবং পত্রেসভের মতো। কিন্তু তাদের প্রভাব থেকে প্রলেতারিয়েতের মুক্তি এগিয়েছে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের

প্রত্যেকটা মাসে মাসে; রুশ বিপ্লব এই প্রক্রিয়াটাকে বিপুল পরিমাণে ত্বরান্বিত করবে সেটা **অবশ্যম্ভাবী।**

এই দুটি মিত্র নিয়ে, বর্তমান উত্তরণকালীন পরিস্থিতির **বিশেষত্বের সদ্ব্যবহার করে** প্রলেতারিয়েত এগোতে পারে এবং এগোবে, এক, গুচকোভ-মিলিউকোভ আধা-রাজতন্ত্রের জায়গায় গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র স্থাপনে এবং জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষকদের পূর্ণ বিজয়ে, আর তারপরে **সমাজতন্ত্রে,** একমাত্র যা যুদ্ধক্লান্ত জনগণকে দিতে পারে **শান্তি, রুটি** আর **স্বাধীনতা।**

ন. লেনিন

১৯১৭ সালের ৭ (২০) মার্চে লেখা ৩১ খণ্ড, ১১-২২ পৃঃ

বর্তমান বিপ্লবে প্রলেতারিয়েতের কাজ (৬৫)

৩ এপ্রিল রাত্রের আগে আমি পেত্রগ্রাদে পেশছই নি, কাজেই ৪ এপ্রিল সভায় আমি অবশ্য বৈপ্লবিক প্রলেতারিয়েতের কাজগুলি সম্বন্ধে বিবরণী দিতে পারি শুধু আমার নিজের তরফে এবং স্বল্পপ্রস্তুতিজনিত শর্ত সহকারে।

ব্যাপারটাকে নিজের পক্ষে এবং সৎ বিরোধীদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ করার জন্য আমি শুধু যা করতে পেরেছি সেটা হল এই যে, আমি থিসিস প্রস্তুত করেছি **লিখিতভাবে।** আমি সেগুলি পড়ে শুনিয়ে মূলপাঠ দিয়েছিলাম কমরেড সেরেতেলিকে। আমি সেগুলি পড়েছিলাম **দু'বার** খুব ধীরে ধীরে: প্রথমে বলশেভিকদের একটি সভায়, তারপরে বলশেভিক আর মেনশেভিক উভয়দের একটি সভায়।

নিজের এই ব্যক্তিগত থিসিস আমি প্রকাশ করছি শুধু অতি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যামূলক মন্তব্য সহ, যেগুলি ঢের বেশি বিস্তারিতভাবে বিশদ করা হয়েছে বিবরণীতে।

থিসিসসমূহ

১। ল্ভোভ অ্যান্ড কোং-এর নতুন সরকারের পুঁজিতান্ত্রিক প্রকৃতির দরুন ঐ সরকারের অধীনে যুদ্ধটা রাশিয়ার তরফে তর্কাতীতভাবে লুটেরা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধই রয়ে গেছে, এই যুদ্ধের প্রতি আমাদের মনোভাবে 'বৈপ্লবিক প্রতিরক্ষাবাদকে' সামান্যতম সুবিধাও দেওয়া চলবে না।

যাতে বৈপ্লবিক প্রতিরক্ষাবাদ যথার্থই সমর্থনীয় — এমন বৈপ্লবিক যুদ্ধে শ্রেণীসচেতন প্রলেতারিয়েত সম্মতি দিতে পারে শুধু দুটো শর্তে:

ক) ক্ষমতা চলে যাবে প্রলেতারিয়েত এবং প্রলেতারিয়েতের মিত্র কৃষকদের দরিদ্রতম অংশগুলির হাতে; খ) কথায় নয়, কাজে বর্জিত হবে **সমস্ত** দখল; গ) **সমস্ত** পুঁজিতান্ত্রিক তরফের সঙ্গে পূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদ ঘটান হবে বাস্তবে।

বৈপ্লবিক প্রতিরক্ষাবাদে বিশ্বাসী জনগণের বিস্তৃত অংশ যারা যুদ্ধটাকে গ্রহণ করে দেশজয়ের উপায় হিসেবে নয় শুধু একটা আবশ্যকতা হিসেবে, তাদের তর্কাতীত সততার জন্য, তারা বুর্জোয়াদের দ্বারা প্রতারিত হচ্ছে সেজন্য বিশেষ সম্যকরূপে, অধ্যবসায় আর ধৈর্য সহকারে তাদের কাছে তাদের ভুল ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন, পুঁজি এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের মধ্যে বিদ্যমান অবিচ্ছেদ্য সংযোগটা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন, আর প্রমাণ করা প্রয়োজন যে, পুঁজির উচ্ছেদ ব্যতিরেকে যথার্থ গণতান্ত্রিক শান্তি দিয়ে, বলপ্রয়োগে চাপান নয় এমন শান্তি দিয়ে যুদ্ধটার অবসান ঘটান **অসম্ভব।**

এই অভিমতের সপক্ষে সবচেয়ে বহুবিস্তৃত অভিযান সংগঠিত করতে হবে যুদ্ধক্ষেত্রে ফৌজের মধ্যে।

মৈত্রীবন্ধন।

২। রাশিয়ায় বর্তমান পরিস্থিতির বিশেষত্ব হল: বিপ্লবের যে-প্রথম পর্বে প্রলেতারিয়েতের শ্রেণীচেতনা আর সংগঠন যথেষ্ট না থাকার দরুন ক্ষমতা পড়েছিল বুর্জোয়াদের হাতে সেটা থেকে দেশ **এগিয়ে যাচ্ছে** বিপ্লবের **দ্বিতীয়** পর্বে, যখন ক্ষমতা পড়া চাই প্রলেতারিয়েত এবং কৃষকদের দরিদ্রতম অংশগুলির হাতে।

এই উত্তরণের বৈশিষ্ট্য হল, একদিকে, সর্বোচ্চ পরিমাণে আইনত স্বীকৃত অধিকার (পৃথিবীতে সমস্ত যুধ্যমান দেশের মধ্যে সবচেয়ে স্বাধীন **এখন** রাশিয়া), অন্যদিকে, জনগণের উপর বলপ্রয়োগের অনুপস্থিতি আর শেষে, শান্তি আর সমাজতন্ত্রের নিকৃষ্ট শত্রু পুঁজিপতিদের সরকারের প্রতি তাদের নির্বিচার আস্থা।

অভূতপূর্ব বিপুল প্রলেতারিয়ান জনরাশি সবে রাজনৈতিক জীবনে উদ্বুদ্ধ হয়েছে, তাদের মধ্যে পার্টি-কাজের **বিশেষ** অবস্থার সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারার সামর্থ্য আমাদের পক্ষে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে ঐ অদ্ভুত পরিস্থিতিতে।

৩। সাময়িক সরকারের প্রতি কোন সমর্থন নয়। সেটার সমস্ত প্রতিশ্রুতি, বিশেষত দখল প্রত্যাহার সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতি ডাহা মিথ্যা, সেটা স্পষ্ট করে দিতে হবে। **এই** সরকার, পুঁজিপতিদের সরকারটা আর সাম্রাজ্যবাদী সরকার

থাকবে না, এই অসমর্থনীয়, মোহ-জন্মান 'দাবির' জায়গায় সেটার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন প্রয়োজন।

৪। এই বাস্তব অবস্থা উপলব্ধি করতে হবে যে, শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলির বেশির ভাগেই আমাদের পার্টি সংখ্যালঘু, এখন অবধি ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু, আর বিরুদ্ধে রয়েছে একটা **জোটে সমস্ত** পেটি-বুর্জোয়া সুবিধাবাদীরা — জন-সমাজতন্ত্রী (৬৬) আর সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের (৬৭) থেকে শুরু করে সংগঠনী কমিটি (চ্‌খেইজে, সেরেতেলি, ইত্যাদি), স্তেকলোভ, ইত্যাদি, ইত্যাদি, যারা বুর্জোয়াদের প্রভাবের কাছে বশ্যতাস্বীকার করেছে এবং প্রলেতারিয়েতের মধ্যে ছড়িয়েছে সেই প্রভাব।

জনগণকে উপলব্ধি করাতে হবে যে, শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলিই বৈপ্লবিক সরকারের **একমাত্র সম্ভাব্য** আকার, কাজেই **এই** সরকার যতকাল বুর্জোয়াদের প্রভাবের কাছে বশ্যতাস্বীকার করছে ততকাল আমাদের কাজ হল তাদের কর্মকৌশলের ভ্রান্তিগুলোর ধৈর্যশীল, প্রণালীবদ্ধ এবং অধ্যবসায়ী **ব্যাখ্যা** হাজির করা, যে-ব্যাখ্যাটা জনগণের কার্যগত প্রয়োজনগুলির পক্ষে বিশেষভাবে উপযোগী।

যতকাল আমরা সংখ্যালঘু আছি ততকাল আমরা চালিয়ে যাই ভুলভ্রান্তির সমালোচনা আর উদ্‌ঘাটনের কাজ এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রচার করি শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলির হাতে সমগ্র রাষ্ট্রক্ষমতা তুলে দেবার আবশ্যকতার কথা, যাতে জনগণ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তাদের ভুলগুলো কাটিয়ে উঠতে পারে।

৫। পার্লামেণ্টারী প্রজাতন্ত্র নয় — শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলি থেকে পার্লামেণ্টারী প্রজাতন্ত্রে ফিরে যাওয়াটা হবে প্রতীপ গতি — চাই সারা দেশে, নিচ থেকে উপর অবধি শ্রমিক, খেতমজুর আর কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলির প্রজাতন্ত্র।

পুলিস, ফৌজ এবং আমলাতন্ত্র লোপ।*

কর্মকর্তারা সবাই নির্বাচিত হওয়া চাই, তারা সবাই হবে যে-কোন সময়ে অপসারণযোগ্য, তাদের কারও মাইনে একজন সুযোগ্য শ্রমিকের গড় মজুরির চেয়ে বেশি না হয়।

৬। ভূমিবিষয়ক কর্মসূচিতে ভারকেন্দ্রটা সরে যাওয়া চাই খেতমজুর প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলিতে।

---

* অর্থাৎ, স্থায়ী ফৌজের জায়গায় সমগ্র জনগণকে অস্ত্রসজ্জিত করা।

সমস্ত জমিদারী বাজেয়াপ্ত করা।

দেশে **সমস্ত** ভূমি রাষ্ট্রীয়করণ, ভূমি বিলিব্যবস্থা স্থানীয় খেতমজুর এবং কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলির কাজ। পৃথক পৃথক গরিব কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত গঠন। খেতমজুর প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলির নিয়ন্ত্রণাধীনে এবং সরকারী খরচে প্রত্যেকটি বড় জমিদারীতে (স্থানীয় আর অন্যান্য পরিস্থিতি অনুযায়ী এবং স্থানীয় সংস্থাগুলির সিদ্ধান্ত অনুসারে ১০০ থেকে ৩০০ দেসিয়াতিনা আয়তনের) একটা আদর্শ খামার স্থাপন।

৭। দেশের সমস্ত ব্যাঙ্ক অবিলম্বে একত্র করে একক জাতীয় ব্যাঙ্ক গঠন এবং তার উপর শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলির নিয়ন্ত্রণ কায়েম।

৮। আমাদের **অবিলম্ব** কাজ নয় সমাজতন্ত্র 'প্রবর্তন করা'। কাজটা শুধু হল সামাজিক উৎপাদন এবং উৎপাদ বণ্টন এখনই শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলির নিয়ন্ত্রণের **অধীন** করা।

৯। পার্টি কাজগুলি:

(ক) অবিলম্বে পার্টি কংগ্রেস ডাকা;

(খ) পার্টি কর্মসূচিতে রদবদল, প্রধানত:

১) সাম্রাজ্যবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ সংক্রান্ত প্রশ্নে,

২) রাষ্ট্রের প্রতি আমাদের মনোভাব এবং 'কমিউন-রাষ্ট্রের'* জন্য **আমাদের** দাবি প্রসঙ্গে,

৩) আমাদের সেকেলে সর্বনিম্ন কর্মসূচি সংশোধন;

(গ) পার্টির নাম পরিবর্তন।**

১০) নতুন আন্তর্জাতিক।

একটি বৈপ্লবিক আন্তর্জাতিক, **জাতিদম্ভী-সমাজবাদীদের** বিরুদ্ধে এবং 'কেন্দ্র'-এর*** বিরুদ্ধে একটি আন্তর্জাতিক স্থাপনে আমাদের উদ্যোগী হতে হবে।

---

* অর্থাৎ এমন রাষ্ট্র যার আদিরূপ হল প্যারিস কমিউন।

** সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির সরকারী নেতারা পৃথিবীর **সর্বত্র** সমাজতন্ত্রের প্রতি বেইমানি করেছে এবং পালিয়ে চলে গেছে বুর্জোয়াদের পক্ষে ('প্রতিরক্ষাবাদীরা' এবং দোদুল্যমান 'কাউট্স্কিপন্থীরা'), সেটার বদলে আমাদের নাম বলতে হবে **কমিউনিস্ট পার্টি**।

*** আন্তর্জাতিক সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক আন্দোলনে 'কেন্দ্র' হল জাতিদম্ভীদের

বিরল ব্যতিক্রম হিসেবে সাধু বিরোধীদের 'ব্যাপারটার' উপর আমাকে বিশেষ জোর দিতে হল কেন সেটা পাঠক যাতে বুঝতে পারেন সেজন্য আমি মিঃ গোল্ডেনবের্গের নিম্নলিখিত আপত্তিটার সঙ্গে উল্লিখিত থিসিসগুলিকে তুলনা করতে পাঠককে অনুরোধ করছি: তিনি বলেছেন, লেনিন 'বৈপ্লবিক গণতন্ত্রের মাঝে পুঁতে দিয়েছেন গৃহযুদ্ধের ঝাণ্ডা' (মিঃ প্লেখানভের 'ইয়েদিনস্ত্ভো'-র [৬৮] ৫ নং সংখ্যায় উদ্ধৃত)।

এটা একটা রত্ন নয় কি?

আমি লিখেছি, ঘোষণা করেছি এবং বিস্তারিতভাবে অর্থ করে বলেছি: 'বৈপ্লবিক প্রতিরক্ষাবাদে বিশ্বাসী **জনগণের বিস্তৃত** অংশ যারা... তাদের তর্কাতীত সততার জন্য, তারা বুর্জোয়াদের দ্বারা প্রতারিত হচ্ছে সেজন্য **বিশেষ** সম্যকরূপে, অধ্যবসায় আর **ধৈর্য সহকারে** তাদের কাছে তাদের ভুল ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন...'

তবু যে-বুর্জোয়া ভদ্রলোকেরা নিজেদের বলেন সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট, যাঁরা **বিস্তৃত** অংশগুলির কিংবা প্রতিরক্ষাবাদে বিশ্বাসী **জনগণের** কোনটারই শরিক **নন**, তাঁরা অম্লানবদনে আমার অভিমতটাকে হাজির করেছেন এইভাবে: 'গৃহযুদ্ধের ঝাণ্ডা' (!) (যে-সম্বন্ধে একটা কথাও নেই থিসিসগুলিতে, একটা কথাও নেই আমার বক্তৃতায়!) 'পুঁতে দেওয়া হয়েছে' (!) 'বৈপ্লবিক গণতন্ত্রের মাঝে' (!)।

এর অর্থ কী? দাঙ্গা-উসকান উত্তেজনা ছড়ান থেকে, 'রুস্স্কায়া ভোলিয়া' (৬৯) থেকে এটা পৃথক কিসে?

আমি লিখেছি, ঘোষণা করেছি এবং বিস্তারিতভাবে অর্থ করে বলেছি: 'শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলিই বৈপ্লবিক সরকারের **একমাত্র সম্ভাব্য** আকার, কাজেই আমাদের কাজ হল তাদের কর্মকৌশলের ভ্রান্তিগুলোর ধৈর্যশীল, প্রণালীবদ্ধ এবং অধ্যবসায়ী ব্যাখ্যা হাজির করা, যে-ব্যাখ্যাটা জনগণের বাস্তব প্রয়োজনগুলির পক্ষে সবিশেষ উপযোগী...'

অথচ কোন একটা মার্কার বিরোধীরা আমার অভিমতটাকে হাজির করছে 'বৈপ্লবিক গণতন্ত্রের মাঝে গৃহযুদ্ধের' আহবান হিসেবে!!

(= 'প্রতিরক্ষাবাদীদের') এবং আন্তর্জাতিকতাবাদীদের মধ্যে দোদুল্যমান মতধারা, অর্থাৎ জার্মানিতে কাউট্স্কি অ্যান্ড কোং, ফ্রান্সে ল'গে অ্যান্ড কোং, রাশিয়ায় চ্খেইজে অ্যান্ড কোং, ইতালিতে তুরাতি অ্যান্ড কোং, ব্রিটেনে ম্যাকডোনাল্ড অ্যান্ড কোং, ইত্যাদি।

সংবিধান সভা (৭০) ডাকার আশু তারিখ কিংবা আদৌ কোন তারিখ সাময়িক সরকার ধার্য করে **নি** এবং শুধু প্রতিশ্রুতিতেই গণ্ডিবদ্ধ থেকেছে বলে আমি সেটাকে আক্রমণ করেছি। আমি এই যুক্তি তুলেছি যে, শ্রমিক এবং সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলি **ব্যতিরেকে** সংবিধান সভা ডাকা নিশ্চিত নয়, সেটার সাফল্য অসম্ভব।

অথচ আমার ওপর এই অভিমত আরোপ করা হয়েছে যে, আমি দ্রুত সংবিধান সভা ডাকার বিরোধী!!!

দশকের পর দশক রাজনৈতিক সংগ্রাম আমাকে যদি প্রতিপক্ষীয়দের মাঝে সততাকে বিরল ব্যতিক্রম বলে বিবেচনা করতে না শেখাত, তাহলে ওটাকে আমি বলতাম 'বাতুলের প্রলাপ'।

মিঃ প্লেখানভ তাঁর কাগজে আমার বক্তৃতাটাকে বলেছেন 'বাতুলের প্রলাপ'। বহুত আচ্ছা, মিঃ প্লেখানভ! কিন্তু দেখুন, নিজ তর্কযুদ্ধে আপনি কতখানি বেঢপ, জবুথবু এবং জড়বুদ্ধি। আমি যদি দু'ঘণ্টা ধরে বাতুলের প্রলাপের বক্তৃতা করে থাকি তাহলে শত শত মানুষের শ্রোতৃমণ্ডলী সেই 'বাতুলের প্রলাপ' বরদাস্ত করল, এটা কী ব্যাপার? এবং তারপর। আপনার কাগজ এই 'বাতুলের প্রলাপ' নিয়ে গোটা কলাম লিখল কেন? অসঙ্গত, খুবই অসঙ্গত।

প্যারিস কমিউনের (৭১) অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে এবং প্রলেতারিয়েতের প্রয়োজনীয় রষ্ট্রের **ধরন** সম্বন্ধে মার্কস এবং এঙ্গেলস **কী** বলেছিলেন ১৮৭১, ১৮৭২ এবং ১৮৭৫ সালে সেটা বিবৃত করার, ব্যাখ্যার, পুনঃস্মরণের চেষ্টার চেয়ে চিৎকার, গালাগাল এবং আর্তনাদ করাটা অনেক সহজই বটে।

প্রাক্তন মার্কসবাদী মিঃ প্লেখানভের স্পষ্টতই মার্কসবাদ পুনঃস্মরণ করার গরজ নেই।

রোজা লুক্সেম্‌বুর্গ ১৯১৪ সালে ৪ অগস্ট **জার্মান** সোশ্যাল-ডেমোক্রাসিকে বলেছিলেন 'দুর্গন্ধী লাশ', তাঁর কথা আমি উদ্ধৃত করেছিলাম। তাতে প্লেখানভগণ, গোল্ডেনবের্গগণ অ্যান্ড কোং 'অসন্তুষ্ট হয়েছেন...' কাদের তরফে? **জার্মান** জাতিদম্ভী তরফে। কেননা, তাদের জাতিদম্ভী বলা হয়েছে!

তালগোল পাকান অবস্থায় পড়ে গেছে তারা, এই বেচারা রুশী জাতিদম্ভী-সমাজবাদীরা — কথায় সমাজতন্ত্রী, আর কাজে জাতিদম্ভী।

১৯১৭ সালের ৪ আর ৫ (১৭ আর ১৮) এপ্রিলে লেখা

৩১ খণ্ড, ১১৩-১১৮ পৃঃ

কর্মকৌশল সম্পর্কিত চিঠিপত্র

মুখবন্ধ

১৯১৭ সালের ৪ এপ্রিল প্রথম পেত্রগ্রাদে বলশেভিকদের এক সভায় শিরনামায় উল্লিখিত বিষয়ে আমি একটি প্রতিবেদন পেশ করার সুযোগ পাই। এঁরা ছিলেন শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলির সারা-রাশিয়া সম্মেলনে আগত প্রতিনিধি যাঁরা বাড়ি ফিরছিলেন এবং সেজন্য তাঁরা আমাকে প্রতিবেদনটি মুলতুবি রাখতে দেন নি। সভাশেষে সভাপতি কমরেড গ. জিনোভিয়েভ পুরো সম্মেলনের পক্ষ থেকে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনায় ইচ্ছুক বলশেভিক ও মেনশেভিক প্রতিনিধিদের এক যুক্ত অধিবেশনে অচিরে আরেকবার প্রতিবেদনটি উপস্থাপনের অনুরোধ জানান।

প্রতিবেদনটির তৎক্ষণাৎ পুনরাবৃত্তি কঠিন হলেও আসন্ন বিদায়ের জন্য আমাকে সময়দানে যথার্থ অপারগ **আমার সমভাবাদর্শী কমরেড** ও এইসঙ্গে মেনশেভিকদের দাবির প্রেক্ষিতে আমার পক্ষে গররাজি হওয়ার উপায় ছিল না।

প্রতিবেদনটি উপস্থাপনার সময় ১৯১৭ সালের ৭ এপ্রিল 'প্রাভদা'র (৭২) ২৬ নং সংখ্যায় প্রকাশিত থিসিসগুলি* আমি পড়ি।

এই থিসিসগুলি ও আমার প্রতিবেদন খোদ বলশেভিক ও 'প্রাভদা'র সম্পাদকদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করেছিল। বারকয়েক আলোচনার পর আমরা সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্তে পেঁছিই যে, আমাদের মতানৈক্যগুলি নিয়ে **খোলাখুলিভাবে** আলোচনা এবং ফলত ১৯১৭ সালের ২০ এপ্রিল পেত্রগ্রাদে অনুষ্ঠিতব্য আমাদের পার্টির (কেন্দ্রীয় কমিটির অধীনে ঐক্যবদ্ধ রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টি) সারা-রাশিয়া সম্মেলনের (৭৩) জন্য উপকরণাদি যোজন বিধেয় হবে।

---

* এই গ্রন্থের ১১৮-১২৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

একটি আলোচনা চালান সংক্রান্ত এই সিদ্ধান্ত অনুসারে আমি নিম্নোক্ত **চিঠিগুলি** প্রকাশ করছি। আমি অবশ্য দাবি করছি না যে এতে **প্রশ্নের পূর্ণাঙ্গ** আলোচনা রয়েছে। তবে আমি মূল যুক্তিগুলির মোটামুটি একটা খসড়া উপস্থিত করেছি, যেগুলি শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের **প্রায়োগিক** কাজের জন্য সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথম চিঠি

বর্তমান পরিস্থিতির মূল্যায়ন

মার্কসবাদ আমাদের কাছ থেকে শ্রেণীগুলির অনুপাতের এবং প্রতিটি ঐতিহাসিক পরিস্থিতির স্বকীয় সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের নিতান্ত **যথাযথ** ও বিষয়গতভাবে নির্ধার্য একটি বিশ্লেষণ দাবি করে। রাজনীতির একটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিদানের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য এই দাবি পূরণের জন্য আমরা, বলশেভিকরা সর্বদাই চেষ্টা করেছি।

'আমাদের তত্ত্ব কোন শাস্ত্রমত নয়, একটি কর্মপথ'* কেবল 'সূত্রাবলী' মুখস্থ ও আবৃত্তি করাকে উপহাসক্রমে মার্কস ও এঙ্গেলস সর্বদাই একথা বলতেন, যে-সূত্রগুলি বড়জোড় **সাধারণ** কার্যাবলী চিহ্নিত করতে পারে, যেগুলি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াসমূহের প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট **কালপর্বের স্বকীয়** অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শর্তে অবশ্যই পরিবর্তনীয় বটে।

তাহলে নিজ কার্যকলাপের কর্তব্য ও ধরনসমূহ নির্ধারণে বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের পার্টি সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত বিষয়গত **কোন কোন তথ্য দ্বারা** এখন পরিচালিত হবে?

১৯১৭ সালের ২১ ও ২২ মার্চ 'প্রাভদা'র ১৪ ও ১৫ নং সংখ্যায় প্রকাশিত আমার 'দূর থেকে চিঠিপত্র' ('প্রথম বিপ্লবের প্রথম পর্যায়') এবং আমার থিসিসগুলি উভয়তই আমি 'রাশিয়ার বর্তমান পরিস্থিতির স্বকীয় বৈশিষ্ট্যকে' বিপ্লবের প্রথম পর্যায় থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ে **উৎক্রমণের** যুগসন্ধিকাল হিসেবে সংজ্ঞায়িত করি। সেজন্য আমি মনে করি **এই মুহূর্তের** মূল স্লোগান ও 'বর্তমান কর্তব্য' হবে: 'শ্রমিকগণ, আপনারা, প্রলেতারীয় বীরত্বের, জনগণের বীরত্বের ক্ষেত্রে জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিস্ময় সৃষ্টি করেছেন। বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্যায়ে আপনাদের বিজয়ের পথ তৈরির

* ফ. এঙ্গেলস। ১৮৮৬ সালের ২৯ নভেম্বর ফ.-আ. জরগের কাছে চিঠি। — সম্পাঃ

জন্য সংগঠনের ক্ষেত্রে, প্রলেতারিয়েত ও সমগ্র জনগণের সংগঠনে আপনাদের অবশ্যই বিস্ময় সৃষ্টি করতে হবে ('প্রাভদা', নং ১৫)।

তাহলে প্রথম পর্যায়টি কী?

এটা ছিল বুর্জোয়াদের কাছে রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তান্তর।

১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসের বিপ্লবের আগে রাশিয়ার রাষ্ট্রক্ষমতা ছিল পুরনো একটি শ্রেণীর হাতে, যেমন, নিকোলাই রমানভের নেতৃত্বাধীন সামন্তবাদী জমিদার অভিজাতদের হাতে।

সেই বিপ্লবের পর ক্ষমতা গেছে **অন্যতর** নতুন একটি শ্রেণীর, যথা **বুর্জোয়াদের** কাছে।

এক শ্রেণীর হাত থেকে অন্য **শ্রেণীর** কাছে রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তান্তর হল **বিপ্লবের** প্রথম, মূলত, প্রধান লক্ষণ এবং পরিভাষাটির নিখুঁত বৈজ্ঞানিক ও ফলিত রাজনৈতিক উভয় অর্থেই।

এতদূর পর্যন্ত রাশিয়ায় বুর্জোয়া বা বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব **সম্পূর্ণ হয়েছে।**

কিন্তু এই বিষয়ে সরাসরি 'পুরনো বলশেভিক' হিসেবে নিজেদের ঘোষণাকারী কিছু লোকের কাছ থেকে প্রতিবাদের আলোড়ন শোনা যায়। তাঁরা বলেন আমরা কি সর্বদাই বলি নি যে, কেবল 'প্রলেতারিয়েত ও কৃষকের বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব' ছাড়া বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পূর্ণ নয়? কৃষিবিপ্লব যা বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবও, তা কি সম্পূর্ণ হয়েছে? পক্ষান্তরে, এটা কি সত্য নয় যে আসলে তা এখনো **এমন কি শুরুই হয় নি?**

আমার উত্তর হল: বলশেভিক স্লোগান এবং **মোটের উপর** এই ধারণাবলী ইতিহাস দ্বারা সত্যাখ্যাত হয়েছে। কিন্তু **বাস্তবে** বিষয়গুলি ঘটেছে **ভিন্নভাবে।** ওগুলি অধিকতর মৌলিক, অধিকতর অদ্ভুত, আশাতীত রকম বৈচিত্র্যময়।

এই তথ্যগুলি অস্বীকার করা বা এড়িয়ে যাওয়া আসলে সেই 'পুরনো বলশেভিকদের' অনুসরণেরই সামিল, যাঁরা নতুন ও সজীব বাস্তবতার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যগুলি **বিশ্লেষণের** বদলে **মুখস্থবিদ্যা অর্জিত** সূত্রাবলী মূর্খের মতো আবৃত্তি করে ইতিমধ্যেই আমাদের পার্টির ইতিহাসে একাধিকবার লজ্জাকর কাজ করেছেন।

'প্রলেতারিয়েত ও কৃষকের বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব' **ইতিমধ্যেই** রুশ বিপ্লবে একটি বাস্তবতা হয়ে উঠেছে*। এর কারণ, এই 'সূত্র' কেবল

* কোন এক ধরনে ও কিছুদূর পর্যন্ত।

শ্রেণীসমূহের শক্তি-অনুপাতই বিবেচনা করে, এই অনুপাত, এই সহযোগিতা **প্রয়োগকারী কোন সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক সংস্থা** নয়। 'শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত' — এখানেই তো ইতিমধ্যে বাস্তবে অর্জিত হয়েছে 'প্রলেতারিয়েত ও কৃষকের বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব'।

সূত্রটি ইতিমধ্যেই সেকেলে হয়ে গেছে। ঘটনাবলী এখন এটিকে **সূত্রের** আওতা থেকে বাস্তবের আওতায় **স্থানান্তরিত** করেছে, রক্তমাংসের **সুদৃঢ়** শরীর দিয়েছে ও **ফলত** এর রূপান্তর ঘটেছে।

আমাদের সামনে এখন একটি নতুন ও আলাদা ধরনের কাজ: এই একনায়কত্বের **অন্তর্গত** প্রলেতারীয় অংশ (আত্মরক্ষাবাদবিরোধী, আন্তর্জাতিকতাবাদী, 'কমিউনিস্ট' অংশ যারা কমিউনে উত্তরণের পক্ষপাতী) এবং **ক্ষুদ্র-সম্পত্তিশালী** বা **পেটি-বুর্জোয়া** অংশের (চ্খেইজে, সেরেতেলি, স্তেকলোভ, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি, অন্যান্য আত্মরক্ষাবাদী বিপ্লবী, কমিউনের লক্ষ্যে যাওয়ার বিরোধী বুর্জোয়াদের ও বুর্জোয়া সরকারকে 'সমর্থনের' পক্ষপাতী) মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি।

যে-লোক **এখন** কেবল 'প্রলেতারিয়েত ও কৃষকের বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের' কথা বলে সে সময়ের পেছনে পড়ে গেছে এবং ফলত কার্যক্ষেত্রে প্রলেতারীয় শ্রেণী-সংগ্রামের বিরুদ্ধে পেটি বুর্জোয়াদের পক্ষে **যোগ দিয়েছে;** তাকে বিপ্লবপূর্ব পুরাদ্রব্যের 'বলশেভিক' মহাফেজখানায় (এটাকে 'পুরনো বলশেভিকদের' মহাফেজখানাও বলা চলে) পাঠানই এখন উচিত হবে।

প্রলেতারিয়েত ও কৃষকের বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব ইতিমধ্যেই বাস্তবায়িত হয়েছে, তবে খুবই মৌলিক ধরনে এবং কতকগুলি অতিগুরুত্বপূর্ণ রূপান্তর সহকারে। আমার পরবর্তী ঐ পত্রাবলীর একটিতে এগুলি নিয়ে আমি আলাদাভাবে আলোচনা করব। বর্তমানের জন্য অপরিহার্য হল এই অকাট্য সত্যটি মনে রাখা যে একজন মার্কসবাদী সত্যিকার জীবনকে, **বাস্তবতার** সত্যিকার ঘটনাবলীকে স্বীকার করবে, গতকালের তত্ত্ব আঁকড়ে পড়ে থাকবে না, যে অন্যান্য তত্ত্বের মতো বড়জোর কেবল মূল ও সাধারণের আদলটিই চিহ্নিত করে, সমগ্র জটিলতা সহ জীবনকে আঁকড়ে ধরার জন্য কেবল তার **কাছে পৌঁছয়।**

'বন্ধু, তত্ত্ব তো পাঁশুটে, কিন্তু জীবনের চিরন্তন বৃক্ষটি হল সবুজ (৭৪)।'

পুরনো ধারায় বুর্জোয়া বিপ্লব 'পুরো করার' চেষ্টা তো হদিসহীন চিঠির জন্য সজীব মার্কসবাদ হারানর সামিল।

পুরনো ধারার চিন্তানুসারে বুর্জোয়া শাসনকে অনুসরণ করবে ও করা উচিত প্রলেতারিয়েত ও কৃষকের শাসন, তাদের একনায়কত্ব।

কিন্তু বাস্তব জীবনে ঘটনাবলী অবশ্য **ইতিমধ্যেই ভিন্ন মোড়** নিয়েছে, দেখা দিয়েছে অত্যন্ত অসাধারণ, নতুন, নজিরহীন ধরনের, **পরস্পরাবদ্ধ এক পরিস্থিতি**। আমাদের পাশাপাশি রয়েছে একই সঙ্গে **উভয়টি**: বুর্জোয়া শাসন (ল্ভোভ ও গুচকোভ সরকার) **এবং** প্রলেতারিয়েত ও কৃষকের বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব, যা **স্বেচ্ছায়** বুর্জোয়াদের কাছে ক্ষমতা সমর্পণ করছে, স্বেচ্ছায় নিজেকে বুর্জোয়ার উপাঙ্গ বানাচ্ছে।

এটা ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, পেত্রগ্রাদে কার্যত ক্ষমতা রয়েছে শ্রমিক ও সৈনিকদের হাতে। নতুন সরকার তাদের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করছে **না**, করতে পারে না, কারণ, কোন পুলিশ, জনবিচ্ছিন্ন কোন সৈন্য আজ নেই, **নেই** জনগণের **ঊর্ধ্বে** কোন সর্বশক্তিমান আমলাতন্ত্র। এটাই আসল অবস্থা। ঠিক সেই আসল অবস্থা যা হল প্যারিস কমিউন ধরনের রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য। পুরনো নকশাগুলির সঙ্গে ঘটনাটি খাপ খায় না। **সাধারণ অর্থে** 'প্রলেতারিয়েত ও কৃষকের একনায়কত্ব' সম্পর্কে (বর্তমানের জন্য অর্থহীন) শব্দাবলী না আওড়ে জীবনের সঙ্গে নকশাগুলিকে খাপ খাওয়ানই এখন উচিত।

সমস্যাটির উপর অধিকতর আলোকপাতের জন্য এটিকে এবার অন্যতর দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা যাক।

কোন মার্কসবাদীর পক্ষে শ্রেণীসম্পর্কের সতর্ক বিশ্লেষণের ভিত্তিত্যাগ উচিত কার্য নয়। বুর্জোয়ারা এখন ক্ষমতাসীন। কিন্তু কৃষক-সাধারণও কি বুর্জোয়া নয়, যারা কেবল অন্যতর সামাজিক স্তরের, অন্যতর ধরনের, অন্যতর চারিত্র্যের? কে বলেছে যে **এই** স্তর ক্ষমতাসীন হতে **পারে না** ফলত বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব 'পুরো' করতে পারে না? কেন এটা অসম্ভব?

পুরনো বলশেভিকেরা প্রায়ই এই ধরনের যুক্তি দেখায়।

আমার উত্তর: এটা খুবই সম্ভবপর। কিন্তু একটি বিদ্যমান পরিস্থিতির মূল্যায়নের জন্য একজন মার্কসবাদী কী সম্ভব তা নিয়ে **নয়**, যা বাস্তব তা নিয়েই এগোবে।

আর বাস্তবতা থেকে এই **সত্য** সুস্পষ্ট যে, অবাধে নির্বাচিত সৈনিক ও কৃষক প্রতিনিধিরা অবাধে যোগ দিচ্ছে দ্বিতীয় সমান্তরাল সরকারে এবং অবাধেই একে সম্পূরণ করছে, উন্নতর করছে, পূর্ণ করছে। আর ততটাই অবাধে তারা বুর্জোয়াদের কাছে ক্ষমতা **হস্তান্তর করছে** — যা ন্যূনতমভাবেও

মার্কসবাদের 'বিরোধী' নয় — কেননা আমরা সর্বদাই জানতাম ও বারবার বলেছিও যে বুর্জোয়ারা ক্ষমতায় টিকে আছে কেবল ক্ষমতার জোরে **নয়,** জনগণের শ্রেণীচেতনা ও সংগঠনের অভাব এবং গতানুগতিকতা ও পদদলিত অবস্থার জন্যও।

আজকার বাস্তবতার পরিস্থিতিতে এই ঘটনার দিকে পিঠ ফিরিয়ে থাকা ও 'সম্ভাবনা' সম্পর্কে কথা বলা নিতান্তই হাস্যকর বৈকি।

কৃষকদের পক্ষে সমস্ত জমি, পুরো ক্ষমতা দখল হয়ত সম্ভবপর। এই সম্ভাবনাটি একটুও না ভুলে, বর্তমানের মধ্যে নিজেকে একটুও আটকে না রেখে, আমি **নতুন** প্রক্রিয়ার কথা, অর্থাৎ, একদিকে, ক্ষেতমজুর, ও দরিদ্র কৃষক এবং অন্যদিকে, ধনী কৃষক, এদের মধ্যে বিদ্যমান গভীর ফারাকের কথা মনে রেখে যথাযথ ও স্পষ্টভাবে একটি কৃষিকর্মসূচি তৈরি করছি।

কিন্তু অন্যতর একটি সম্ভাবনাও আছে: কৃষকরা হয়ত বুর্জোয়া প্রভাবের কাছে আত্মসমর্পণকারী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের পেটি-বুর্জোয়া পার্টির উপদেশ শুনবে, যে-পার্টি আত্মরক্ষাবাদী অবস্থান নিয়েছে এবং সম্মেলন আহ্বানের তারিখটি এখনো ঠিক না হওয়া সত্ত্বেও সংবিধান সভার জন্য অপেক্ষা করতে বলছে।*

এটা সম্ভব যে, কৃষকরা বুর্জোয়াদের সঙ্গে বোঝাপড়া **টিকিয়ে রাখবে,** এটা দীর্ঘায়িত করবে — যে-বোঝাপড়াটা তারা শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলির মাধ্যমে এখন করেছে এবং কেবল ধরন হিসেবেই নয়, কার্যতও।

অনেক কিছুই সম্ভবপর। কৃষক আন্দোলন ও কৃষিকর্মসূচি ভুলে যাওয়াটা মারাত্মক ভুল হবে। কিন্তু **বাস্তবকে** ভুলে যাওয়াও কম ভুল নয় আর এতে যে-**সত্যটি প্রকট** তা হল: বুর্জোয়া আর কৃষকদের মধ্যে একটি **চুক্তি,** আরও সঠিকভাবে কিছুটা বেআইনীভাবে, কিন্তু অধিকতর অর্থনীতি-শ্রেণীগত পরিভাষানুসারে বললে — **শ্রেণী-সহযোগিতা** রয়েছে।

---

* আমার কথাগুলির শেষে ভুল ব্যাখ্যা দেয়া না হয় সেজন্য এখনই বলছি যে আমি ক্ষেতমজুর আর কৃষকদের **সোভিয়েতগুলি** দ্বারা **অবিলম্বেই সকল** জমি দখল নির্বিশেষে সমর্থন করি। কিন্তু তাদের **নিজেদের** অবশ্যই কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলা মানতে হবে, যন্ত্রপাতি, বাড়িঘর ও পশ্বাদির সামান্যতম ক্ষতি করা চলবে না, কোন অবস্থায়ই চাষাবাদ ও শস্যোৎপাদন ব্যাহত হবে না বরং তা **বাড়াতে হবে,** কারণ সৈন্যদের প্রয়োজন **দ্বিগুণ** রুটি, আর চলবে না জনসাধারণকে উপোসী রাখা।

যখন এই সত্য আর সত্য থাকে না, কৃষকরা যখন বুর্জোয়াদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে যায় বুর্জোয়াদের সত্ত্বেও জমি ও ক্ষমতা দখল করে তাহলে সেটা হবে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের এক নতুন পর্যায়। আর ওই ব্যাপারটা বিচার করতে হবে আলাদাভাবে।

যে-মার্কসবাদী ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার এমন একটি পর্যায় দেখে তার **বর্তমান** কর্তব্য ভুলে যায় যখন কৃষকরা বুর্জোয়াদের সঙ্গে **চুক্তিবদ্ধ**, তাহলে পেটি বুর্জোয়া হওয়াই হবে তার নিয়তি। কারণ, কার্যত সে প্রলেতারিয়েতকে পেটি বুর্জোয়ার ('বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব অব্যাহত থাকাকালে এই পেটি বুর্জোয়া, এই কৃষকরা অবশ্যই বুর্জোয়াদের থেকে আলাদা হয়ে যাবে') উপর **আস্থাশীল থাকারই** শিক্ষা দিয়ে থাকে। এমন একটি আনন্দকর ও মধুর ভবিষ্যৎ 'সম্ভাবনার' জন্য যেখানে কৃষকরা বুর্জোয়ার লেজুড় থাকবে **না,** যেখানে চ্খেইজে, সেরেতেলি ও স্তেকলোভদের মতো সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা হবে **না** বুর্জোয়া সরকারের উপাঙ্গ — এমন একটি আনন্দকর ভবিষ্যৎ 'সম্ভাবনার' জন্য সে ভুলবে **নিরানন্দময় বর্তমান,** যেখানে কৃষকরা এখনো বুর্জোয়াদের লেজুড়, যেখানে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটরা এখনো বুর্জোয়া সরকারের উপাঙ্গের, 'মহামান্য' ল্ভোভ-সরকারের অনুগত বিরোধীর (৭৫) ভূমিকা ত্যাগ করে নি।

এই কল্পিত মানুষটিকে দেখাবে মিষ্টি লুই ব্লাঁ বা চিনি-দেয়া কাউট্স্কিপন্থীর মতো, মোটেই কোন বিপ্লবী মার্কসবাদীর মতো নয়।

কিন্তু আমরা কি বিষয়ীবাদিতার মধ্যে বুর্জোয়া-ডেমোক্র্যাটিক বিপ্লব 'এড়িয়ে' সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পেঁছিনর চেষ্টার মধ্যে পতিত হওয়ার বিপদের মুখোমুখি হই নি, যে-বুর্জোয়া-ডেমোক্র্যাটিক বিপ্লব এখনো অসম্পূর্ণ, এখনো নিঃশেষ করে নি কৃষক আন্দোলন?

আমি অবশ্যই এই বিপদের ভাগীদার হব, যদি বলি: 'জার নেই, কিন্তু আছে **শ্রমিক** সরকার' (৭৬)। কিন্তু আমি বলেছি তা **নয়,** বলেছি অন্যকিছু। আমি বলেছি যে, শ্রমিক, ক্ষেতমজুর, সৈনিক ও কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলি **ছাড়া** রাশিয়ায় আর কোন সরকার (একটি বুর্জোয়া সরকার বাতিল করে) হতে **পারে না।** আমি বলেছিলাম যে এখন রাশিয়ায় ক্ষমতা গুচকোভ ও ল্ভোভ-এর কাছ থেকে **কেবল** ওই সোভিয়েতগুলির কাছেই হস্তান্তরিত হতে পারে। আর ওই সোভিয়েতগুলিতে **ঘটনাক্রমে** রয়েছে কৃষক, সৈনিক, অর্থাৎ পেটি বুর্জোয়ার আধিপত্য, অবশ্য সাধারণ, পথচলতি,

পেশাদারী ধরনের বদলে যদি বৈজ্ঞানিক, মার্কসবাদী পরিভাষা, শ্রেণীগত, নির্ধারণ প্রযুক্ত হয়।

আমার থিসিসগুলিতে আমি কৃষক আন্দোলন এড়িয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে খুবই সতর্ক থেকেছি, যে-আন্দোলন বা সাধারণভাবে পেটি-বুর্জোয়া আন্দোলন এখনো টিকে আছে, সতর্ক থেকেছি শ্রমিক সরকার দ্বারা 'ক্ষমতা দখলের' যে-কোন **খেলার** বিরুদ্ধে, যে-কোন ধরনের ব্লাঙ্কিপন্থী হঠকারিতার বিরুদ্ধে; কারণ আমি স্পষ্টতই প্যারিস কমিউনের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছি। আমরা যেমন এই অভিজ্ঞতার কথা জানি, এবং মার্কস ১৮৭১ সালে ও এঙ্গেলস ১৮৯১ সালে* যেমন বিশদে প্রমাণ করেন তাতে ব্লাঙ্কিবাদ (৭৭) পুরোপুরি বর্জিত হয়েছে, সম্পূর্ণ নিশ্চিত করা হয়েছে **সংখ্যাগুরুর** প্রত্যক্ষ, আশু ও প্রশ্নাতীত ভূমিকা এবং জনসাধারণের কার্যকলাপ ততদূর পর্যন্ত যতদূর খোদ সংখ্যাগুরু **সচেতনভাবে** কাজ করে থাকে।

আমি থিসিসগুলিতে সুস্পষ্টভাবেই প্রশ্নটিকে শ্রমিক, ক্ষেতমজুর, কৃষক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলির **এক অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার লড়াইয়ের** মধ্যে পর্যবসিত করেছি। এই হিসাবে সন্দেহের সামান্যতম অবকাশটুকুও এড়ানর জন্য আমি এই থিসিসগুলিতে **দু'বার** ধৈর্যসহকারে ও অটলভাবে **'জনগণের বাস্তব** চাহিদার সঙ্গে মানানসই' 'ব্যাখ্যামূলক' কার্যপরিচালনার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছি।

অজ্ঞ ব্যক্তি বা মিঃ প্লেখানভের মতো মার্কসবাদের আদর্শভ্রষ্টরা নৈরাজ্যবাদ (৭৮), ব্লাঙ্কিবাদ, ইত্যাদি নিয়ে হৈচৈ বাঁধাতে পারেন। কিন্তু চিন্তাশীল ও শিক্ষাভিলাসী মাত্রেই এটা বোঝেন যে ব্লাঙ্কিবাদ আসলে সংখ্যালঘুর ক্ষমতাদখলের সামিল, অথচ সোভিয়েতগুলি হল জনগণের **সংখ্যাগুরুর সর্বস্বীকৃত** প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ সংগঠন। এধরনের সোভিয়েতগুলির **ভিতরে** প্রভাবের জন্য লড়াইয়ে সীমাবদ্ধ থাকার কাজ ব্লাঙ্কিবাদের জলাভূমিতে মোটেই পথভ্রষ্ট হতে **পারে না।** কিংবা নৈরাজ্যবাদের জলাভূমিতেও এটি পথভ্রষ্ট হবে না। কারণ নৈরাজ্যবাদ বুর্জোয়া শাসন থেকে প্রলেতারিয়েতের শাসনে **উৎক্রমণের** যুগসন্ধিকালে **রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রশক্তির প্রয়োজনীয়তা** অস্বীকার করে। আমি সেক্ষেত্রে সম্ভাব্য যে-কোন ভুল ব্যাখ্যার অবকাশ এড়ানর জন্য অত্যন্ত যথাযথভাবে এই পর্যায়ে রাষ্ট্রক্ষমতার প্রয়োজনীয়তা **সমর্থন করি।** কিন্তু মার্কসের ও প্যারিস

---

* ক. মার্কস। 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ'। ফ. এঙ্গেলস। 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ' ক. মার্কসের রচনার জন্য ভূমিকা। — সম্পাঃ

কমিউনের শিক্ষানুযায়ী আমি প্রচলিত সংসদীয় ধরনের বুর্জোয়া রাষ্ট্রের বদলে এমন একটি রাষ্ট্র চাই যেখানে **নাই** কোন স্থায়ী সৈন্যবাহিনী, **নাই** গণবিরোধী কোন পুলিশদল, **নাই** জনোধর্ব কোন আমলাতন্ত্র।

মিঃ প্লেখানভ যখন তাঁর 'ইয়েদিনস্ত্ভো' সংবাদপত্রে একে নৈরাজ্যবাদ বলে সর্বশক্তিতে চিৎকার করেন তখন তিনি মার্কসবাদের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদের প্রমাণটিই শুধু প্রকটিত করে তুলেন। রাষ্ট্র বিষয়ে মার্কস ও এঙ্গেলস ১৮৭১, ১৮৭২, ও ১৮৭৫ সালে কী কী বলেছেন সেই সম্পর্কে আমাদের জানাতে 'প্রাভদা'য় (২৬ নং) প্রকাশিত আমার চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় মিঃ প্লেখানভ বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চুপ থাকতে বাধ্য হন এবং ক্রোধোন্মত্ত বুর্জোয়ার মতো গালাগাল দিতে থাকেন ও থাকবেন।

প্রাক্তন মার্কসবাদী মিঃ প্লেখানভ রাষ্ট্র সম্পর্কিত মার্কসীয় মতবাদ বুঝতে **পুরোপুরি** ব্যর্থ হয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই বুদ্ধিদৈন্যের আভাসগুলি নৈরাজ্যবাদ সম্বন্ধে তাঁর জার্মান পুস্তিকাটিতেও (৭৯) সহজলক্ষ্য।

* * *

কমরেড ইউ. কামেনেভ আমার থিসিসগুলি ও উপরোক্ত ধারণাবলী সম্পর্কে 'প্রাভদা'র ২৭ নং সংখ্যায় কীভাবে তাঁর 'মতানৈক্য' ব্যক্ত করেছেন এবার তা-ই দেখা যাক। ওগুলি আরও স্পষ্টভাবে বোঝার জন্য এটা সহায়ক হবে।

কমরেড কামেনেভ লিখেছেন: 'কমরেড লেনিনের সাধারণ পরিকল্পনাটি আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব **শেষ হয়ে গেছে** এই ধারণা থেকে এটা উদ্ভূত এবং এই বিপ্লবকে আশু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে রূপান্তরের হিসাবের ভিত্তিতে তৈরি...'

এখানে দুটো বড় ভুল রয়েছে।

প্রথমত, বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব 'শেষ হয়ে গেছে' কথাটি ভুলভাবে **বিবৃত।** প্রশ্নটিকে বিমূর্ত, সরল, অর্থাৎ একরঙা ধরনে তুলে ধরে হয়েছে যা বিষয়মুখ বাস্তবের সঙ্গে **সঙ্গতিহীন।** প্রশ্নটিকে **এভাবে** তুলে ধরা, **এখন** জিজ্ঞেস করা 'বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব শেষ হয়েছে কি না' এবং **আর কিছু না** বলাটা হল কাউকে অত্যন্ত জটিল বাস্তবতা দেখা থেকে বিরত করা, যা অন্ততপক্ষে 'দুইরঙা'। এটা হল তত্ত্বে। কার্যত এটা হল **পেটি-বুর্জোয়া বিপ্লববাদে** অসহায় আত্মসমর্পণ।

আসলে, বাস্তবতা আমাদের **উভয়টিই** দেখায়: বুর্জোয়াদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর (প্রচলিত ধরনের 'পুরো হওয়া' বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব) **এবং** পাশাপাশি সত্যিকার সরকারের সঙ্গে একটি সমান্তরাল সরকারের অস্তিত্ব, যা 'প্রলেতারিয়েত এ কৃষকের বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের' প্রতিনিধি। এই 'দ্বিতীয় সরকার' **নিজেই** ক্ষমতা বুর্জোয়াদের হাতে তুলে দিয়েছে, **নিজেই** বুর্জোয়া সরকারের কাছে নিজেকে শৃঙ্খলিত করেছে।

কমরেড কামেনেভের পুরনো বলশেভিক সূত্রে কি এই বাস্তবতাটি বিবেচিত হয়েছে, যা বলে যে 'বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব অসম্পূর্ণ থেকে গেছে'?

হয় নি। সূত্রটি সেকেলে। এটা মোটেই কার্যোপযোগী নয়। সূত্রটি মৃত। এটির পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা নিরর্থক।

দ্বিতীয়ত। প্রায়োগিক একটি প্রশ্ন। কে জানে রাশিয়ায় এখনো বুর্জোয়া সরকার থেকে **বিচ্ছিন্ন** 'প্রলেতারিয়েত ও কৃষকের' **বিশেষ** 'ধরনের বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের' উদ্ভব সম্ভব কি না? মার্কসবাদী কর্মকৌশল তো অজানার উপর স্থাপ্য নয়।

কিন্তু **যদি** এখনো কোন সম্ভাবনা থাকে তাহলে এর একটি, কেবল একটিই পথ রয়েছে: পেটি-বুর্জোয়া অংশ থেকে প্রলেতারীয়, কমিউনিস্ট অংশের আশু, অটল ও অমোঘ বিচ্ছেদ।

কেন?

কারণ, পেটি বুর্জোয়ার পুরোটা কোন আপতিক ঘটনার বদলে প্রয়োজনের তাগিদেই জাতিদম্ভবাদের (=আত্মরক্ষাবাদের) দিকে, বুর্জোয়াদের 'আশ্রয়ের' দিকে, এর উপর নির্ভরতার লক্ষ্যে, এটা ছাড়া সিদ্ধিলাভের **ভয়ে**, ইত্যাদির দিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

কীভাবে পেটি বুর্জোয়াকে ক্ষমতায় 'ঠেলে দেওয়া' যায়, যদি এখনো ক্ষমতাসীন হওয়ার সম্ভাবনা সত্ত্বেও তারা সেটা **না চায়**?

কাজটি কেবল প্রলেতারীয়, কমিউনিস্ট পার্টিকে পৃথক করার মাধ্যমেই, ওই পেটি বুর্জোয়াদের ভীরুতা থেকে **মুক্ত** প্রলেতারীয় শ্রেণী-সংগ্রামের মাধ্যমেই করা যেতে পারে। যে-প্রলেতারিয়েত কথায় নয় কাজেও পেটি-বুর্জোয়া প্রভাবমুক্ত কেবল তাদের সংহতি পেটি বুর্জোয়াদের পায়ের তলার মাটিকে এতটা 'তাতিয়ে' তুলতে পারে যে সে বিশেষ পরিস্থিতিতে ক্ষমতা গ্রহণে **বাধ্য হবে।** এমন কি এরূপ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, গুচকোভ ও মিলিউকোভ পুনরায় বিশেষ পরিস্থিতিতে চ্খেইজে, সেরেতেলি, সোশ্যালিস্ট-

রেভলিউশানারি ও স্তেকলোভের কাছে পুরো ও একমাত্র ক্ষমতাটি হস্তান্তর করবেন, কারণ আসলে ওঁরা সবাই তো **'আত্মরক্ষাবাদী'**!

ঠিক এখনই, অচিরে ও অমোঘভাবে সোভিয়েতগুলির প্রলেতারীয় অংশকে (অর্থাৎ প্রলেতারীয় কমিউনিস্ট পার্টি) পেটি বুর্জোয়াদের কাছ থেকে পৃথক করা হল দুটি সম্ভাব্য ঘটনার প্রত্যেকটিতে আন্দোলনের স্বার্থকে সঠিকভাবে তুলে ধরারই নামান্তর: ঘটনাক্রমে **যেখানে** রাশিয়া বুর্জোয়াদের থেকে আলাদাভাবে 'প্রলেতারিয়েত ও কৃষকের একনায়কত্বের' একটি বিশেষ ধরনের আওতাধীন হবে এবং ঘটনাক্রমে **যেখানে** পেটি বুর্জোয়ারা নিজেদের বুর্জোয়া থেকে পৃথক করতে ব্যর্থ হবে এবং আমরা ও বুর্জোয়ার মধ্যে চিরকাল (অর্থাৎ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হওয়া অবধি) দোদুল্যমান থাকবে।

নিজ কাজে কারও পক্ষে কেবল 'বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পূর্ণ হয় নি' এই সরল সূত্র দ্বারা পরিচালিত হওয়া তো পেটি বুর্জোয়ারা নিশ্চিতই বুর্জোয়া থেকে স্বাধীন হতে পারে এটা অন্ধভাবে বিশ্বাস করারই সামিল। এটা করা তো বর্তমান মুহূর্তে পেটি বুর্জোয়ার দয়ার কাছেই আত্মসমর্পণ।

প্রসঙ্গত, প্রলেতারিয়েত ও কৃষকের একনায়কত্বের 'সূত্র' সম্পর্কে এটা উল্লেখ্য যে, 'দুই কর্মকৌশল' (জুলাই, ১৯০৫) প্রবন্ধে প্রধান বক্তব্য হিসেবে এটার উপর জোর দিয়েছিলাম ('বার বছর', ৪৩৫ পৃঃ):

'পৃথিবীতে অন্যান্য সবকিছুর মতো প্রলেতারিয়েত ও কৃষকের বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক একনায়কত্বেরও একটি অতীত ও ভবিষ্যৎ রয়েছে। তার অতীত— স্বৈরতন্ত্র, ভূমিদাসপ্রথা, রাজতন্ত্র, সুযোগ-সুবিধা... তার ভবিষ্যৎ — ব্যক্তিমালিকানার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, মালিকের বিরুদ্ধে মজুরি-শ্রমিকের সংগ্রাম, সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম...।'

কমরেড কামেনেভের ত্রুটি হল এই যে তিনি ১৯১৭ সালেও প্রলেতারিয়েত ও কৃষকদের বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের শুধু **অতীতের** দিকে তাকিয়ে দেখছেন। **বাস্তবিকই** এর **ভবিষ্যৎ** ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে, কারণ, ইতিমধ্যেই মজুরি-শ্রমিক ও ছোট মালিকদের স্বার্থ ও কর্মনীতিগুলি **আসলে** 'আত্মরক্ষাবাদ' ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নেও কার্যত আলাদা হয়ে গেছে।

এটা আমাকে কমরেড কামেনেভের উপরোক্ত দ্বিতীয় ভুলে নিয়ে আসছে। আমার সমালোচনায় তিনি বলছেন: 'এই বিপ্লবকে (বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক) আশু একটি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে রূপান্তরের হিসাবের' ভিত্তিতে আমার পরিকল্পনাটি তৈরি।

এটা অশুদ্ধ। আমাদের বিপ্লবকে **সমাজতান্ত্রিক** বিপ্লবে 'আশু রূপান্তরের' মোটেই কোন 'হিসাব' আমি করি নি। বরং কার্যত এর বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি দিয়েছি, যেখানে ৮ নং থিসিসে বলেছি: '... আমাদের **অবিলম্ব** কাজ **নয় সমাজতন্ত্র** 'প্রবর্তন করা'...

যে-লোক আমাদের বিপ্লবকে আশু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে রূপান্তরের আশা করে সে আশু সমাজতন্ত্র প্রবর্তনের বিরোধিতা করতে পারে না — এটা কি স্পষ্ট নয়?

তদুপরি, রাশিয়ায় এমন কি একটি 'কমিউন রাষ্ট্রের' (অর্থাৎ, প্যারিস কমিউনের ধারায় প্রবর্তিত রাষ্ট্র) 'আশু' প্রবর্তনও সম্ভবপর **নয়**। কারণ, এজন্য প্রয়োজন সকল (বা অধিকাংশ) সোভিয়েতের **সংখ্যাগুরু** প্রতিনিধিদের দ্বারা স্পষ্টাস্পষ্টিভাবে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি, চ্খেইজে, সেরেতেলি, স্তেকলোভ প্রমুখদের অনুসৃত কর্মকৌশল ও রাজনীতির যাবতীয় ভ্রান্তি ও ক্ষতিগুলিকে স্বীকৃতি দেয়া। আমি সঠিকভাবে ঘোষণা করেছি যে এই ব্যাপার নিয়ে কেবল 'ধৈর্যের' ভিত্তিতেই 'হিসাব' করা চলে (একটি পরিবর্তনকে যেখানে 'আশু' কার্যকর করার কথায় সেখানে ধৈর্যের প্রয়োজন কী?)!

কমরেড কামেনেভ আত্যন্তিক ব্যগ্রতায় নিজেকে কিছুটা বিভ্রান্তিতে জড়িয়ে ফেলেছেন এবং প্যারিস কমিউন 'তড়িঘড়ি' সমাজতন্ত্র প্রবর্তন করতে চেয়েছিল একথা বলে বুর্জোয়াদের কুসংস্কারটির পুনরুক্তি করেছেন। আসলে তা নয়। দুর্ভাগ্যবশত কমিউন সমাজতন্ত্র প্রবর্তনে খুবই দেরি করেছিল। বুর্জোয়ারা সাধারণত যেখানে খোঁজে সেখানে আসলে কমিউনের সত্যিকার মর্মবস্তুটি নেই। এটা আছে বিশেষ ধরনের একটি **রাষ্ট্র** গঠনের মধ্যে। এমন একটি রাষ্ট্র **ইতিমধ্যেই** রাশিয়ায় দেখা দিয়েছে। এটা হল শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলি!

কমরেড কামেনেভ যথার্থ **তথ্য** সম্পর্কে, **বিদ্যমান** সোভিয়েতগুলির তাৎপর্য, স্বকীয়তা এবং সামাজিক-রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে কমিউন রাষ্ট্রের সঙ্গে এগুলির অভিন্নতা সম্পর্কে তলিয়ে দেখান নি। যথার্থ **তথ্য** পরীক্ষার বদলে তিনি কথা বলেছেন এমন কিছু সম্পর্কে যা আমি 'আশু' ভবিষ্যতের জন্য হয়ত বা 'হিসাব' করতে পারি। এর ফলশ্রুতি হল দুর্ভাগ্যবশত বহু বুর্জোয়ার ব্যবহৃত পদ্ধতিরই পুনরাবৃত্তি: শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলি **কী**, সংসদীয় প্রজাতন্ত্র থেকে এগুলি **উন্নততর** ধরনের কী না, জনগণের জন্য এগুলি **অধিকতর উপযোগী কী**

না, **অধিকতর গণতান্ত্রিক** কী না, লড়াইয়ের জন্য যেমন **শস্যঘাটতি সমস্যা** মোকাবিলা, ইত্যাদির জন্য এগুলি **অধিকতর সুবিধাজনক** কী না এই প্রশ্ন থেকে, এই যথার্থ, জরুরি, অত্যাবশ্যকীয় বিষয় থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে 'আশু রূপান্তর ঘটানর হিসাবের' মতো ফাঁপা, হবু বিজ্ঞানসম্মত ও কার্যত শূন্যগর্ভ, অধ্যাপকীয় দিক থেকে মৃত একটি প্রশ্নের দিকে।

একটি অমূলক প্রশ্ন ভুলভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। আমি **কেবল** এর ভিত্তিতে **সম্পূর্ণভাবে** এর ভিত্তিতেই হিসাব করেছি যে, শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকরা বড় বড় সরকারী চাকরের তুলনায়, পুলিশের তুলনায় ভালভাবে শস্য উৎপাদন, ভালভাবে তার বণ্টন, ভালভাবে সৈন্যদের সরবরাহ, ইত্যাদির মতো **প্রায়োগিক** কঠিন কাজগুলি মোকাবিলা করতে পারবে।

আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে, সংসদীয় প্রজাতন্ত্রের তুলনায় শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলি **জনগণের** অবাধ কার্যকলাপকে দ্রুততর ও অধিকতর কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত করবে (পত্রান্তরে আমি এই দুই ধরনের রাষ্ট্রের মধ্যেকার পার্থক্য বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব)। সমাজতন্ত্রের দিকে কী **পদক্ষেপ** গ্রহণীয় ও কীভাবে সেগুলি গ্রহণীয় সেই সোভিয়েতগুলি তার চেয়ে আরও কার্যকরভাবে, বাস্তবানুগভাবে ও শুদ্ধতরভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। ব্যাঙ্কের উপর নিয়ন্ত্রণ, সকল ব্যাঙ্ক একত্রীকরণ **তো সমাজতন্ত্র নয়,** সমাজতন্ত্রের **দিকে** একটি **পদক্ষেপ।** আজ জার্মানিতে য়ুঙ্কার ও বুর্জোয়ারা জনগণের বিরুদ্ধে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। সৈনিক ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত আগামীকাল জনস্বার্থে এই পদক্ষেপগুলি আরও কার্যকরভাবে গ্রহণ করতে পারবে যদি সমগ্র রাষ্ট্রক্ষমতা তার হস্তগত হয়।

কীজন্য এই পদক্ষেপগুলি **অপরিহার্য**?

দুর্ভিক্ষ। অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা। আসন্ন পতন। যুদ্ধাতঙ্ক। মানবজাতির উপর যুদ্ধ সৃষ্ট ক্ষতগুলির আতঙ্ক।

কমরেড কামেনেভ এই মন্তব্য সহ তাঁর প্রবন্ধটি শেষ করেছেন: 'বিস্তারিত আলোচনায় তিনি আশা করেন যে তাঁর মতটিই সমর্থন পাবে — যা হল বিপ্লবী সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির একমাত্র সম্ভাব্য মত যদি তা চায় ও চাওয়া উচিত যে কমিউনিস্ট প্রচারকের একদল হয়ে ওঠার বদলে এটা বিপ্লবী প্রলেতারীয় জনতার পার্টি থাকবে।'

আমার মনে হয় এই কথাগুলি পরিস্থিতির সম্পূর্ণ ভুল হিসাবকেই ধরিয়ে দিচ্ছে। কমরেড কামেনেভ 'জনগণের পার্টিকে' এক 'দল প্রচারকের' বিপরীতে

রাখছেন। কিন্তু 'জনগণ' এখন 'বিপ্লবী' আত্মরক্ষাবাদের পাগলামীতে অভিভূত। এই মুহূর্তে আন্তর্জাতিকতাবাদীদের পক্ষে জনগণের সঙ্গে 'থাকার ইচ্ছার' অর্থাৎ, সাধারণ মহামারী বলি হওয়ার বদলে কি 'জনগণের' উন্মত্ততা রোধের কাজটি অধিকতর বাঞ্ছনীয় নয়? ইউরোপের সবগুলি যুদ্ধরত দেশে কীভাবে জাতিদম্ভীরা 'জনগণের সঙ্গে থাকার' ইচ্ছার অজুহাত দেখিয়ে নিজেদের ন্যায্যতা সম্প্রসারণের চেষ্টা করেছেন, আমরা কি তা জানি না? 'গণ' উন্মত্ততার বিরুদ্ধে কিছুকালের মতো সংখ্যালঘু হিসেবে টিকে থাকা কি আমাদের উচিত নয়? এই মুহূর্তে প্রচারকদেরই কি এই কাজটি করণীয় নয় যা আত্মরক্ষাবাদী ও পেটি-বুর্জোয়া 'গণ' উন্মত্ততা থেকে প্রলেতারীয় ধারাকে **মুক্ত করার** ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে? এটা ছিল জনগণের এই একীভবন, জনগণের মধ্যে শ্রেণীনির্বিশেষে প্রলেতারীয় ও অ-প্রলেতারীয়দের একীভবন, যা আত্মরক্ষাবাদী মহামারীর অন্যতম শর্ত তৈরি করেছিল। **প্রলেতারীয়** একটি ধারা অনুসরণক্রমে 'প্রচারকদের দল' বলে ঘৃণাভরে কথা বলাটা মোটেই শোভন নয়।

১৯১৭ সালের ৮ ও ১৩ (২১ ও ২৬) এপ্রিলের মধ্যে লিখিত

৩১ খণ্ড, ১৩১-১৪৪ পৃঃ

দ্বৈত ক্ষমতা

প্রত্যেকটি বিপ্লবেরই মূল প্রশ্ন হল রাষ্ট্রক্ষমতার প্রশ্ন। এই প্রশ্নটি উপলব্ধ না হলে বিপ্লবে সজ্ঞান অংশগ্রহণ সম্ভবপর হতে পারে না, বিপ্লব পরিচালনার তো কথাই ওঠে না।

আমাদের বিপ্লব সৃষ্টি করেছে **দ্বৈত ক্ষমতা,** এই হল তার খুবই লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। এই ঘটনাটিকে সর্বাগ্রে উপলব্ধি করতে হবে: এটা না বুঝলে আমরা এগোতে পারি না। আমাদের জানতে হবেই কী করে সম্পূরণ আর সংশোধন করতে হয় সাবেক 'সূত্রগুলিকে', যেমন বলশেভিকবাদের 'সূত্র-কে', কেননা মোটের উপর সঠিক দেখা গেলেও সেগুলির সুনির্দিষ্ট বাস্তবায়ন পৃথক **প্রতিপন্ন হয়েছে।** দ্বৈত ক্ষমতার কথা আগে **কেউ** ভাবে নি, ভাবতে পারতও না।

এই দ্বৈত ক্ষমতাটা কী? **বুর্জোয়াদের** সরকার, সাময়িক সরকারের পাশাপাশি দেখা দিয়েছে **আরেকটা সরকার,** সেটা এখন অবধি দুর্বল, প্রারম্ভিক, কিন্তু নিঃসন্দেহে একটা সরকার, যার প্রকৃত অস্তিত্ব রয়েছে, বাড়ছে — শ্রমিক এবং সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলি।

এই অন্যতর সরকারটির শ্রেণীগত সংযুতি কী? এটা প্রলেতারিয়েত এবং (সৈনিকের উর্দি-পরা) কৃষকদের নিয়ে গঠিত। এই সরকারের রাজনৈতিক প্রকৃতিটা কী? এটা বৈপ্লবিক একনায়কত্ব, অর্থাৎ কোন কেন্দ্রীকৃত রাষ্ট্রক্ষমতার বিধিবদ্ধ **একটা আইনের ভিত্তিতে নয়,** সরাসরি বৈপ্লবিক দখলের ভিত্তিতে, নিচ থেকে জনগণের সরাসর উদ্যমের ভিত্তিতে স্থাপিত ক্ষমতা। ইউরোপ আর আমেরিকার অগ্রসর দেশগুলিতে এখনো প্রাধান্যশালী সচরাচর প্রচলিত ধরনের পার্লামেণ্টারি বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রগুলিতে সাধারণত বিদ্যমান ক্ষমতা থেকে এটা একেবারেই ভিন্নরকমের। এই পরিস্থিতিটাকে প্রায়ই উপেক্ষা করা হচ্ছে, এটা নিয়ে যথেষ্ট ভেবে দেখা হয়

না প্রায়ই, অথচ এটাই ব্যাপারটার সারমর্ম। **এই** ক্ষমতা ১৮৭১ সালের প্যারিস কমিউনের মতো **একই ধরনের।** এই ধরনটার মৌলিক বিশেষত্বগুলি হল: ১) ক্ষমতার উৎপত্তিস্থল নয় পার্লামেণ্টে আগে আলোচিত এবং পাস-করা আইন, সেটা হল নিচ থেকে, নিজ নিজ এলাকাগুলি থেকে জনগণের সরাসর উদ্যম — চলতি কথায় বললে, সরাসর 'দখল'; ২) জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং জনগণের বিরুদ্ধে নিযুক্ত পুলিস আর ফৌজের বদলে সমগ্র জনগণের সরাসর অস্ত্রসজ্জা; এমন ক্ষমতাধীন রাষ্ট্রে শৃঙ্খলা বজায় রাখে সশস্ত্র শ্রমিক আর কৃষকেরা **নিজেরাই,** সশস্ত্র জনগণ **নিজেরাই;** ৩) আধিকারিকবর্গ, আমলাতন্ত্রের জায়গায় অনুরূপভাবে স্থাপিত হয় জনগণের নিজেদের সরাসর কর্তৃত্ব, কিংবা অন্ততপক্ষে তাদের বিশেষ নিয়ন্ত্রণ; তারা হয়ে পড়ে নির্বাচিত কর্মকর্তা, শুধু তাই নয়, অধিকন্তু জনগণের প্রথম দাবি অনুসারে **অপসারণীয়;** তারা সাদাসিধে এজেণ্টে পরিণত হয়; চড়া, বুর্জোয়া হারে পারিশ্রমিক-দেওয়া বিশেষ-সুযোগপ্রাপ্ত 'চাকর'-দল থেকে তারা হয়ে দাঁড়ায় বিশেষ 'কৃত্যক-বিভাগের' কর্মী, যাদের পারিশ্রমিক একজন সুযোগ্য শ্রমিকের সাধারণ মাইনে থেকে **বেশি নয়।**

এটা, **একমাত্র** এটাই হল বিশেষ ধরনের রাষ্ট্র হিসেবে প্যারিস কমিউনের **সারমর্ম।** এই সারমর্মটাকে ভুলে গেছেন কিংবা বিকৃত করছেন প্লেখানভরা (ডাহা জাতিদম্ভীরা যারা মার্কসবাদের প্রতি বেইমান), কাউট্স্কিরা ('মধ্যস্থলের' লোকেরা, যারা জাতিদম্ভবাদ আর মার্কসবাদের মধ্যে দোদুল্যমান) এবং সাধারণভাবে সেই সমস্ত সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি, ইত্যাদি, ইত্যাদিরা যারা এখন কর্তাব্যক্তি।

ফাঁকা বুলি, এড়ানোর কায়দা, ফন্দিফিকির দিয়ে তারা পার পেতে চেষ্টা করছে; বিপ্লব সম্বন্ধে তারা পরস্পরকে অভিনন্দন জানাচ্ছে হাজার বার, কিন্তু শ্রমিক এবং সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলি **কী বটে** সেটা **বিবেচনা করতে** তারা নারাজ। যে-পরিমাণে এই সোভিয়েতগুলি বিদ্যমান, **যে-পরিমাণে** সেগুলি একটা ক্ষমতা, তাতে রাশিয়ায় আমাদের রয়েছে প্যারিস কমিউন **ধরনের** একটি রাষ্ট্র, এই স্পষ্ট সত্যটাকে মানতে তারা নারাজ।

'যে-পরিমাণে' কথাটার উপর আমি জোর দিয়েছি তার কারণ এটা একটা প্রারম্ভিক ক্ষমতা মাত্র। বুর্জোয়া সাময়িক সরকারের সঙ্গে সরাসরি চুক্তি করে এবং একপ্রস্ত বাস্তব ছাড়-সুবিধা দিয়ে এটা নিজেই বুর্জোয়াদের কাছে বিভিন্ন অবস্থান **সমর্পণ করেছে এবং সমর্পণ করছে।**

কেন? সেটা কি চ্খেইজে, সেরেতেলি, স্তেকলোভ অ্যান্ড কোং 'ভুল' করছে বলে? বাজে কথা। এমনটা ভাবতে পারে শুধু কোন কূপমণ্ডূক — কোন মার্কসবাদী নয়। কারণটা হল প্রলেতারিয়ান আর কৃষকদের **অপ্রতুল শ্রেণীচেতনা** এবং সংগঠন। আমি যাদের নাম উল্লেখ করেছি সেই নেতাদের 'ভুল' রয়েছে তাদের পেটি-বুর্জোয়া মতাবস্থানে, এই ঘটনার মধ্যে যে, শ্রমিকদের চিন্তা স্পষ্ট করার বদলে তারা সেটাকে **ঝাপসা করে দিচ্ছে;** পেটি-বুর্জোয়া মোহগুলো কাটিয়ে দেবার বদলে তারা সেগুলোকে **ঢুকিয়ে দিচ্ছে**; মানুষকে বুর্জোয়া প্রভাবমুক্ত করার বদলে তারা সেই প্রভাবটাকে **আরও জোরাল করছে।**

এর থেকে স্পষ্ট হয়ে যাওয়া উচিত কেন আমাদের কমরেডরাও এত বেশি ভুল করেন 'সাদাসিধে করে' এই প্রশ্নটা তোলার সময়ে: সাময়িক সরকারটাকে কি উচ্ছেদ করা চাই অবিলম্বে?

আমার উত্তর হল: ১) এটাকে উচ্ছেদ করা চাই, কেননা এটা চক্রতান্ত্রিক [oligarchic], বুর্জোয়া সরকার, জনগণের সরকার নয়, তাই এটা শান্তি, রুটি কিংবা পূর্ণ স্বাধীনতার ব্যবস্থা করতে **অপারগ;** ২) এটাকে ঠিক এখন উচ্ছেদ করা যায় না, কেননা এটাকে ক্ষমতাসীন রাখা হচ্ছে শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলির সঙ্গে এবং প্রথমত মুখ্য সোভিয়েত পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ আর পরোক্ষ, আনুষ্ঠানিক আর যথার্থ **চুক্তির** সাহায্যে; ৩) সাধারণভাবে, এটাকে মামুলি উপায়ে 'উচ্ছেদ করা' যায় না, কেননা এটা দাঁড়িয়ে রয়েছে বুর্জোয়াদের প্রতি **দ্বিতীয়** সরকারের — শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতের — **'সমর্থনের'** উপর, আর এই সরকার হল সম্ভাব্য একমাত্র বৈপ্লবিক সরকার, যেটা সরাসরি প্রকাশ করে শ্রমিক আর কৃষকদের অধিকাংশের চিন্তা আর সংকল্প। শ্রমিক, খেতমজুর, কৃষক এবং সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলির চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং উন্নত ধরনের কোন সরকার মানবজাতি এখনো স্থির করে নি এবং আমরা এখনো জানি না।

ক্ষমতাশীল হয়ে উঠতে হলে শ্রেণীসচেতন শ্রমিকদের নিজেদের পক্ষে টেনে আনতে হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে। জনগণের বিরুদ্ধে **যতকাল** বলপ্রয়োগ হচ্ছে না তখন ক্ষমতায় পেঁছিবার অন্য কোন পথ নেই। আমরা ব্লাঙ্কিবাদী নই, আমরা সংখ্যালঘু অংশের ক্ষমতা দখলের পক্ষপাতী নই। আমরা মার্কসবাদী, আমরা পেটি-বুর্জোয়া প্রমত্ততার বিরুদ্ধে, জাতিদম্ভবাদ-প্রতিরক্ষাপন্থা, বুলি কপচানি আর বুর্জোয়াদের প্রতি মুখাপেক্ষিতার বিরুদ্ধে প্রলেতারীয় শ্রেণী-সংগ্রামের সপক্ষে।

আসুন আমরা গড়ি প্রলেতারীয় কমিউনিস্ট পার্টি; বলশেভিকবাদের শ্রেষ্ঠ অনুগামীরা ইতিমধ্যে সেটার উপাদানগুলি সৃষ্টি করেছেন; আসুন আমরা আমাদের **সদস্যশ্রেণীকে সমবেত** করি প্রলেতারীয় শ্রেণীগত কাজকর্মের জন্য, তাহলে প্রলেতারিয়ানদের মধ্য থেকে, **সবচেয়ে গরিব** কৃষকদের মধ্য থেকে ক্রমেই আরও বেশি সংখ্যায় মানুষ আমাদের পক্ষে সারবন্দি হবে। কেননা **বাস্তব অভিজ্ঞতা** প্রতিদিনই ওইসব 'সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটদের', চ্খেইজেদের, সেরেতেলিদের, স্তেকলোভদের এবং অন্যান্যের, 'সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের', এমন কি আরও বিশুদ্ধ জাতের পেটি বুর্জোয়াদের, ইত্যাদি, ইত্যাদির মোহগুলোকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেবে।

বুর্জোয়ারা দাঁড়িয়েছে বুর্জোয়াদের একচ্ছত্র ক্ষমতার পক্ষে।

শ্রেণীসচেতন শ্রমিকেরা দাঁড়িয়েছে শ্রমিক, খেতমজুর, কৃষক এবং সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলির একচ্ছত্র ক্ষমতার পক্ষে — যে-একচ্ছত্র ক্ষমতা সম্ভব হয় হঠকারী কার্যকলাপ দিয়ে নয়, প্রলেতারিয়ানদের চিন্তা **স্পষ্ট করার** সাহায্যে, তাদের বুর্জোয়াদের প্রভাব থেকে **মুক্ত করার** সাহায্যে।

পেটি বুর্জোয়ারা — 'সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটরা', সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা, ইত্যাদি, ইত্যাদি — দোদুল্যমান এবং ফলত তারা স্পষ্টতা এবং মুক্তি **ব্যাহত করে।**

এই হল বিভিন্ন শক্তির যথার্থ, **শ্রেণীগত** বিন্যাস, যা আমাদের কাজগুলিকে নির্ধারণ করছে।

২৮ নং 'প্রাভদা', ৯ এপ্রিল, ১৯১৭ ৩১ খন্ড, ১৪৫-১৪৮ পৃঃ

স্লোগান প্রসঙ্গে

এমনটা খুব ঘন ঘনই ঘটেছে, যখন ইতিহাস অপ্রত্যাশিত-আপাতিক মোড় ঘুরেছে, এমন কি বিভিন্ন প্রগতিশীল পার্টিও কিছুকালের জন্য নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে অপারগ হয়েছে এবং আওড়ে চলেছে এমনসব স্লোগান যা আগে সঠিক ছিল, কিন্তু এখন হয়ে গেছে একেবারেই অর্থবর্জিত — অর্থবর্জিত হয়েছে তেমনি 'সহসা', যেমন 'সহসা' অপ্রত্যাশিত, আপাতিক ছিল ইতিহাসের মোড়ঘোরা।

সোভিয়েতগুলির কাছে সমস্ত রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তান্তরণের আহ্বান জানান স্লোগানটার প্রসঙ্গে তেমনিকিছু যেন আবার ঘটে থাকতে পারে। স্লোগানটা সঠিক ছিল আমাদের বিপ্লবের একটা কালপর্যায়ে — যথা, ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৪ জুলাই — যেটা কেটে গেছে, আর ফিরে আসার নয়। স্লোগানটা এখন আর সঠিক নয়, তা স্পষ্টপ্রতীয়মান। এটা না বুঝলে এখনকার জরুরী প্রশ্নগুলোর কিছুই বোঝা সম্ভব নয়। কোন নির্দিষ্ট রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিশেষত্বগুলির সাকল্য থেকে বের করতে হয় কোন বিশেষ স্লোগান। রাশিয়ায় রাজনৈতিক পরিস্থিতি ২৭ ফেব্রুয়ারি এবং ৪ জুলাইয়ের মধ্যে যা ছিল, সেটা থেকে এখনকার ৪ জুলাইয়ের পরের পরিস্থিতি একেবারেই আলাদা (৮০)।

বিপ্লবের সেই বিগত কালপর্যায়ে দেশে ছিল যেটাকে বলা হয় 'দ্বৈত ক্ষমতা', যাতে বাস্তব আকারে এবং যথাবিধি উভয়ত প্রকাশ পেয়েছিল রাষ্ট্রক্ষমতার অনির্দিষ্ট এবং উত্তরণকালীন অবস্থা। ক্ষমতা সংক্রান্ত প্রশ্নটা হল যে-কোন বিপ্লবের মূল বিবেচ্য প্রশ্ন, এটা আমরা যেন না ভুলি।

রাষ্ট্রক্ষমতা তখন ছিল অস্থিত। স্বেচ্ছাকৃত চুক্তিতে রাষ্ট্রক্ষমতায় শরিকানা ছিল সাময়িক সরকার আর সোভিয়েতগুলির। সোভিয়েতগুলিতে ছিল মুক্ত (অর্থাৎ বহিস্থ জবরদস্তির বশীভূত নয়) এবং সশস্ত্র শ্রমিক আর

সৈনিক জনরাশির প্রতিনিধিত্ব। যা বাস্তবিক **তাৎপর্যসম্পন্ন** ছিল সেটা এই যে, অস্ত্রশস্ত্র ছিল জনগণের হাতে, আর বাইরে থেকে জনগণের উপর কোন জবরদস্তি ছিল না। ফলত বিপ্লবের অগ্রগতির শান্তিপূর্ণ পথ খুলে গিয়েছিল এবং নিশ্চিত হয়েছিল। বিকাশের সেই শান্তিপূর্ণ পথে পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য, আশু সম্ভাব্য পদক্ষেপের জন্য স্লোগান ছিল 'সোভিয়েতগুলির কাছে সমস্ত ক্ষমতা হস্তান্তরিত হওয়া চাই'। স্লোগানটি ছিল বিপ্লবের শান্তিপূর্ণ বিকাশের জন্য, যা ২৭ ফেব্রুয়ারি এবং ৪ জুলাইয়ের মধ্যে ছিল সম্ভব এবং নিশ্চয়ই সবচেয়ে বাঞ্ছিত, কিন্তু এখন একেবারেই অসম্ভব।

স্পষ্টতই, 'সোভিয়েতগুলির কাছে সমস্ত ক্ষমতা হস্তান্তরিত হওয়া চাই' স্লোগানটির সমস্ত সমর্থকই এটা যথেষ্ট পরিমাণে ভেবে দেখেন নি যে, এটা ছিল বিপ্লবের শান্তিপূর্ণ অগ্রগতির স্লোগান — শান্তিপূর্ণ শুধু এই অর্থে নয় যে, এতটুকু গুরুত্বসম্পন্ন কেউ, কোন শ্রেণী, কোন শক্তি তখন (২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৪ জুলাই) সোভিয়েতগুলির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরণে বাধা দিতে, সেটা বন্ধ করতে পারত না। সেটাই সব নয়। শান্তিপূর্ণ বিকাশ তখন সম্ভব হত এমন কি এই অর্থেও যে, সোভিয়েতগুলির **ভিতরে** বিভিন্ন শ্রেণী আর পার্টির মধ্যে সংগ্রাম খুবই শান্তিপূর্ণ এবং যন্ত্রণাবর্জিত হতে পারত — পূর্ণক্ষমতা যদি সোভিয়েতগুলির হাতে চলে যেত সময় থাকতে।

বিষয়টার শেষোক্ত দিকেও তেমনি এখনো যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয় নি। শ্রেণীগত কাঠামোর দিক থেকে সোভিয়েতগুলি ছিল শ্রমিক এবং কৃষকদের আন্দোলনের যন্ত্র — তাদের একনায়কত্বের একটা তৈরি সংস্থা। সোভিয়েতগুলির হাতে পূর্ণ রাষ্ট্রক্ষমতা থাকলে, পেটি-বুর্জোয়া স্তরগুলোর প্রধান ত্রুটি, সেগুলোর মুখ্য দোষ — পুঁজিপতিদের প্রতি আস্থা — বাস্তবিকই কাটিয়ে ওঠা হত, তা সমালোচিত হত সেগুলির নিজেদেরই ব্যবস্থাবলী দিয়ে। ক্ষমতাসীন বিভিন্ন শ্রেণী আর পার্টির পরিবর্তন শান্তিপূর্ণ উপায়ে চলতে পারত সোভিয়েতগুলির ভিতরে — যদি সোভিয়েতগুলি চালনা করত একক এবং অবিভক্ত ক্ষমতা। সোভিয়েতের সমস্ত পার্টি এবং জনগণের মধ্যে সংযোগ থেকে যেতে পারত সুস্থিত এবং অক্ষত। একথা কারও মুহূর্তের জন্যও ভোলা চলে না যে, সোভিয়েতের পার্টিগুলি এবং জনগণের মধ্যে শুধু এমন ঘনিষ্ঠ সংযোগই যা পরিসরে আর গভীরতায় অবাধে বেড়ে উঠে বুর্জোয়াদের সঙ্গে পেটি-বুর্জোয়া আপসের মোহ থেকে রেহাইয়ের সহায়ক হতে পারত। সোভিয়েতগুলির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হলে তাতেই বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যেকার অনুপাত বদলে যেত না, বদলাতে পারত

না; কৃষকদের পেটি-বুর্জোয়া চরিত্র তাতে কোনমতেই বদলে যেত না। কিন্তু বুর্জোয়াদের থেকে কৃষকদের পৃথক করে ফেলার দিকে, তাদের শ্রমিকদের আরও কাছে আনা এবং তারপর শ্রমিকদের সঙ্গে সম্মিলিত করার দিকে সেটা হত একটা মস্ত এবং সময়োচিত পদক্ষেপ।

উপযুক্ত সময়ে সোভিয়েতগুলির হাতে ক্ষমতা চলে গেলে যা ঘটতে পারত সেটা তাইই। সেটা হত জনগণের পক্ষে সবচেয়ে সহজ এবং সবচেয়ে সুবিধাজনক পথ। এই পথ হত সবচেয়ে কম যন্ত্রণাকর, কাজেই এটার জন্য সবচেয়ে সতেজ লড়াইয়ের প্রয়োজন ছিল। তবে এই সংগ্রাম, সোভিয়েতগুলির হাতে যথাসময়ে ক্ষমতা হস্তান্তরণের জন্য সংগ্রাম এখন শেষ হয়ে গেছে। বিকাশের শান্তিপূর্ণ পথ অসম্ভব হয়ে পড়েছে। শুরু হয়েছে অ-শান্তিপূর্ণ এবং অতি যন্ত্রণাকর পথযাত্রা।

৪ জুলাইয়ের সন্ধিক্ষণটা হল বিষয়গত পরিস্থিতিতে একটা প্রচণ্ড পরিবর্তনই বটে। রাষ্ট্রক্ষমতার অস্থির অবস্থাটা শেষ হয়ে গেছে। চূড়ান্ত স্থানে ক্ষমতা চলে গেছে প্রতিবিপ্লবের হাতে। পেটি-বুর্জোয়া সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি আর মেনশেভিক পার্টি দুটো এবং প্রতিবিপ্লবী কাদেতদের (৮১) মধ্যে সহযোগের ভিত্তিতে পার্টিগুলির বিকাশের ফলে এমন পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে যাতে ওই উভয় পেটি-বুর্জোয়া পার্টি প্রতিবিপ্লবী গণহত্যায় বস্তুত শরিক এবং সহকারী হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুঁজিপতিদের প্রতি পেটি বুর্জোয়ারা যে নির্বিচার আস্থাস্থাপন করেছিল সেটা বিভিন্ন পার্টির মধ্যে সংগ্রাম এগবার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবিপ্লবীদের প্রতি তাদের ইচ্ছাকৃত সমর্থনে পরিণত হয়। পার্টিগত সম্পর্ক বিকাশের চক্রটা পুরো হয়েছে। ২৭ ফেব্রুয়ারি সমস্ত শ্রেণী ছিল রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সম্মিলিত অবস্থানে। ৪ জুলাইয়ের পরে প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়ারা রাজতন্ত্রী আর কৃষ্ণশতকীদের (৮২) সঙ্গে গলাগলি করে কাজ চালিয়ে পেটি-বুর্জোয়া সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি আর মেনশেভিকদের সমর্থন আদায় করেছে, সেটা অংশত তাদের ভয় দেখিয়ে, আর আসল রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তান্তরিত করেছে কাভেনিয়াকদের কাছে, সামরিক দঙ্গলের কাছে, যারা অবাধ্য সৈনিকদের গুলি করছে ফ্রণ্টে, আর পেত্রগ্রাদে বলশেভিকদের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানছে।

সোভিয়েতগুলির কাছে রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তান্তরণের জন্য দাবির স্লোগানটা এখন শোনাবে কুইক্সটিক কিংবা পরিহাসের মতো। বিষয়গতভাবে সেটা হবে জনগণের সঙ্গে ধোঁকাবাজি; তাতে জনগণের মধ্যে এই বিভ্রম জাগান হবে

যে, এমন কি **এখনো** সোভিয়েতগুলি ক্ষমতা হাতে নিতে চাইলে কিংবা তেমনি একটা সিদ্ধান্ত নিলে তাতেই ক্ষমতা হয়ে যাবে তাদেরই, এখনো যেন সোভিয়েতগুলিতে এমনসব পার্টি রয়েছে যেগুলি ঘাতকদের দুষ্কর্মে সহযোগী বলে কলঙ্কিত নয়, কৃতকর্ম যেন উলটে দেওয়া যায়।

বলশেভিকদের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানায়, ফ্রন্টে সৈনিকদের উপর গুলিচালনায় এবং শ্রমিকদের নিরস্ত্র করায় সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা আর মেনশেভিকরা যে সমর্থন যুগিয়েছে সেজন্য বলা যেতে পারে যেন 'প্রতিশোধ' হিসেবে বিপ্লবী প্রলেতারিয়েত প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে তাদের সমর্থন করতে 'অসম্মত হতে' পারে, এমনটা মনে করা নিরেট ভ্রান্তি। প্রথমত, এটা হবে প্রলেতারিয়েত প্রসঙ্গে নৈতিকতার কূপমণ্ডূক ধারণার প্রয়োগ (যেহেতু **কর্মব্রতের মঙ্গলের** জন্য প্রলেতারিয়েত সর্বদা সমর্থন করবে দোলায়মান পেটি বুর্জোয়াদেরই শুধু নয়, এমন কি বৃহৎ বুর্জোয়াদেরও); দ্বিতীয়ত — এটাই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস — সেটা হবে পরিস্থিতির রাজনৈতিক সারমর্মটাকে 'নীতিকথা আওড়ে' ঝাপসা করার কূপমণ্ডূকী চেষ্টা।

সেই রাজনৈতিক সারমর্মটা হল এই যে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতা দখল করা আর সম্ভব নয়। এই মুহূর্তে যারা যথার্থই ক্ষমতাসীন তাদের বিরুদ্ধে নিষ্পত্তিকর সংগ্রামে জিতেই শুধু সেটা লাভ করা যেতে পারে, তারা হল সামরিক দঙ্গল, কাভেনিয়াকরা, যারা অবলম্বন হিসেবে নির্ভর করছে পেত্রগ্রাদে আনান প্রতিক্রিয়াশীল সৈনিকদের উপর এবং কাদেত আর রাজতন্ত্রীদের উপর।

পরিস্থিতির সারমর্ম এই যে, এই নতুন রাষ্ট্রক্ষমতাধারীদের পরাস্ত করতে পারে শুধু বিপ্লবী জনরাশি, তাদের সচল করার জন্য প্রলেতারিয়েতের নেতৃত্ব শুধু নয়, অধিকন্তু তাদের পিঠ ফেরান চাই সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি আর মেনশেভিক পার্টির দিকে, যে-পার্টি দুটো বিপ্লবের কর্মব্রতের প্রতি বেইমানি করেছে।

রাজনীতিতে যারা কূপমণ্ডূকী নীতিকথা ঢোকায় তাদের যুক্তিধারা নিম্নরূপ: ধরে নেওয়া যাক, প্রলেতারিয়েত আর বিপ্লবী রেজিমেন্টগুলিকে যারা নিরস্ত্র করছে সেই কাভেনিয়াকদের সমর্থন করে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি আর মেনশেভিকরা 'ভুল' করেছে বটে; তবু ভুল 'সংশোধন করতে' তাদের সুযোগ দিতে হবে; 'ভুল' সংশোধন করাটা তাদের পক্ষে 'কঠিন করে তোলা' ঠিক হবে না; শ্রমিকদের দিকে পেটি বুর্জোয়াদের চলে আসার ঝোঁকটাকে সহজ করে দেওয়া দরকার। এমন যুক্তিধারা শ্রমিকদের

প্রতি নতুন ছলনা না হলে হত বালসুলভ অতি-সরলতা কিংবা স্রেফ বোকামি। কেননা পেটি-বুর্জোয়া জনরাশির শ্রমিকদের দিকে চলে আসার ঝোঁকের অর্থ হল, একমাত্র অর্থ হতে পারে এই জনরাশির পিঠ ফেরান সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি আর মেনশেভিকদের দিকে। সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি আর মেনশেভিক পার্টি এখন তাদের 'ভুল' সংশোধন করতে পারে শুধু ঘাতকদের সহকারী বলে সেরেতেলি, চের্নোভ, দান আর রাকিৎনিকভকে প্রকাশ্যে ধিক্কার দিয়ে। এইভাবে তাদের 'ভুল সংশোধিত হবার' সপক্ষে আমরা রয়েছি পুরোপুরি এবং নিঃশর্তভাবে...

আমরা বলেছি, বিপ্লবের মূল বিবেচ্য প্রশ্ন হল ক্ষমতা সংক্রান্ত প্রশ্ন। সেটার সঙ্গে আমাদের আরও বলা চাই যে, বিপ্লবই আসলে প্রকৃত ক্ষমতা **কোথায়** রয়েছে তৎসংক্রান্ত প্রশ্নটাকে ঝাপসা করে দেওয়ার ধরন আমাদের প্রতিপদে দেখিয়ে দেয় এবং আনুষ্ঠানিক আর প্রকৃত ক্ষমতার মধ্যে পার্থক্যটা খুলে ধরে। সেটাই হল প্রত্যেকটি বৈপ্লবিক কালপর্যায়ের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রকৃত ক্ষমতা ছিল সরকারের হাতে না সোভিয়েতের হাতে, সেটা ১৯১৭ সালে মার্চ আর এপ্রিল মাসে স্পষ্ট ছিল না।

কিন্তু, এই মুহূর্তে রাষ্ট্রক্ষমতাধারী কে, বিপ্লবের এই মূল বিবেচ্য বিষয়টার স্থিরচিত্তে মোকাবিলা করা শ্রেণীসচেতন শ্রমিকদের পক্ষে এখন বিশেষত গুরুত্বপূর্ণ। সেটার বস্তুগত অভিব্যক্তিগুলি নিয়ে বিচার-বিবেচনা করুন, কথাকে কাজ বলে ধরার ভুলটা করবেন না, তাহলে প্রশ্নটার উত্তর বের করতে কোন বেগ পেতে হবে না।

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস একবার লিখেছিলেন, রাষ্ট্র হল প্রধানত সশস্ত্র মানুষের সৈন্যদলসমূহ, যেগুলোর সঙ্গে থাকে বিভিন্ন আনুষঙ্গিক বৈষয়িক উপাদান, যেমন জেলখানাগুলো। এখন সেটা হল যুঙ্কারেরা আর বিশেষভাবে পেত্রগ্রাদে আনান প্রতিক্রিয়াশীল কসাকেরা (৮৩); যারা কামেনেভ এবং অন্যান্যকে জেলে আটক করে রেখেছে; যারা 'প্রাভদা' বন্ধ করে দিয়েছে; সৈনিকদের একটা বিশেষ অংশ এবং শ্রমিকদের যারা নিরস্ত্র করেছে; সৈনিকদের তেমনি একটা বিশেষ অংশকে যারা গুলি করে মারছে; ফৌজে সৈনিকদের তেমনিই একটা বিশেষ অংশকে যারা গুলি করে মারছে। এই জল্লাদরাই আসল রাষ্ট্রক্ষমতা। সেরেতেলিরা আর চের্নোভরা ক্ষমতাহীন মন্ত্রী, পুতুল মন্ত্রী, ব্যাপক হত্যার সমর্থক পার্টিগুলির নেতা। এটাই প্রকৃত অবস্থা। সেরেতেলি আর চের্নোভ নিজেরা হয়ত নৃশংস হত্যাকাণ্ড 'অনুমোদন করেন না' বলে, কিংবা তাঁদের কাগজগুলো সেটা

থেকে ভয়ে-ভয়ে পৃথক হয়ে থাকে বলে ওই বাস্তব অবস্থাটা কিছু কম সত্য নয়। এমনসব রাজনৈতিক ভেক-বদলে সারমর্মটা কিছুই বদলায় না।

পেত্রগ্রাদের ১,৫০,০০০ ভোটদাতার সংবাদপত্র বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ছাপাখানা থেকে 'লিস্তক 'প্রাভদি'' (৮৪) নিয়ে যাচ্ছিলেন বলে শ্রমিক ভোইনভকে য়ুংকাররা খুন করেছে ৬ জুলাই। নৃশংস হত্যা নয় কি এটা? এটা কাভেনিয়াকদের কাজ নয় কি? কিন্তু তারা আমাদের বলতে পারে, সরকার কিংবা সোভিয়েতগুলি কোনটাকে 'দোষ দেওয়া যায় না' এজন্য।

জবাবে আমরা বলি, সরকার আর সোভিয়েতগুলির পক্ষে সেটা আরও খারাপ অবস্থা; কেননা এর অর্থ হল, তারা স্রেফ সাক্ষিগোপাল, নাচান পুতুল, আর আসল ক্ষমতা তাদের হাতে নয়।

জনগণকে জানতে হবে প্রথমত এবং সর্বোপরি **সত্যটি** — তাদের জানা চাই রাষ্ট্রক্ষমতা যথার্থই পরিচালনা করছে কে। জনগণকে বলতে হবে সমগ্র সত্য, সেটা এই যে, ক্ষমতা রয়েছে কাভেনিয়াকদের (কেরেনস্কি, কিছু কিছু জেনারেল, অফিসার, ইত্যাদির) একটা সামরিক ঘোঁটের হাতে, তাদের সমর্থন করছে কাদেত পার্টির নেতৃত্বাধীন শ্রেণী হিসেবে বুর্জোয়া শ্রেণী এবং 'নোভয়ে ভ্রেমিয়া', 'জিভয়ে স্লভো' (৮৫), ইত্যাদি, ইত্যাদি কৃষ্ণশতকী পত্রপত্রিকা মারফত যাবতীয় রাজতন্ত্রীরা।

সেই ক্ষমতাটাকে উচ্ছেদ করতে হবে। সেটা না করা হলে প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে লড়ার সমস্ত কথাই অঢেল বুলি-কপচানি, 'আত্মপ্রবঞ্চনা এবং জনগণের প্রতি প্রবঞ্চনায়' পৌঁছয়।

মন্ত্রিসভায় সেরেতেলিরা আর চের্নোভরা এবং তাদের নিজ নিজ পার্টি উভয়ের সমর্থন এখন রয়েছে সেই ক্ষমতার প্রতি। জনগণের কাছে আমাদের ব্যাখ্যা করে বলতে হবে তারা যে জল্লাদের ভূমিকায় রয়েছে সেই কথাটি, আর এই সত্যটি যে, এইসব পার্টির এমন 'উপসংহার' অনিবার্যই ছিল তাদের ২১ এপ্রিল, ৫ মে, ৯ জুন এবং ৪ জুলাইয়ের 'ভুলগুলোর' পরে, আক্রমণের কর্মনীতি (৮৬) অনুমোদনের পরে, জুলাই মাসে কাভেনিয়াকদের জয় নয়-দশমাংশই পূর্বনির্ধারণ করে দিয়েছিল যে-কর্মনীতি।

জনগণের মধ্যে সমস্ত বিক্ষোভ সৃষ্টির কাজে বিবেচনায় থাকা চাই বর্তমান বিপ্লবের এবং বিশেষত জুলাইয়ের দিনগুলির বিশেষ অভিজ্ঞতা, অর্থাৎ তাতে স্পষ্ট নির্দেশ করা চাই জনগণের আসল শত্রুকে — সামরিক ঘোঁট, কাদেতরা আর কৃষ্ণশতকীরা, আর তাতে স্পষ্ট করে স্বরূপ প্রকাশ করা চাই পেটি-বুর্জোয়া পার্টি দুটোর, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি আর

মেনশেভিক পার্টির, যারা কসাইয়ের সহকারীর ভূমিকায় থেকেছে এবং এখনো রয়েছে, এটা যাতে নিশ্চিত হয় সেইভাবে কাজটাকে পুনঃসংগঠিত করতে হবে।

সামরিক ঘোঁটটার ক্ষমতা যতক্ষণ উচ্ছেদ করা হচ্ছে না, আর সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি এবং মেনশেভিক পার্টি দুটোর স্বরূপ খুলে ধরা এবং তাদের জনগণের আস্থাবিরহিত করা যতক্ষণ হচ্ছে না, ততক্ষণ কৃষকদের ভূমি পাবার আশা করা একেবারেই বৃথা, এটা যাতে স্পষ্ট করে দেওয়া যায় সেইভাবে পুনঃসংগঠিত করতে হবে জনগণের মধ্যে সমস্ত বিক্ষোভ সৃষ্টির কাজ। পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের 'স্বাভাবিক-সাধারণ' পরিবেশে সেটা খুবই দীর্ঘ এবং দুঃসাধ্য প্রক্রিয়া, কিন্তু সেটাকে প্রচণ্ড মাত্রায় ত্বরিত করবে যুদ্ধ আর অর্থনৈতিক ভগ্নদশা উভয়ই। তা এমন 'ত্বরক' যা মাসকে, এমন কি সপ্তাহকেও করে ফেলতে পারে বছরের সমান।

উপরে যা বলা হল সেটার বিরুদ্ধে হয়ত দুটো আপত্তি উঠতে পারে: এক, এখন নিষ্পত্তিকর সংগ্রামের কথা বলার মানে বিক্ষিপ্ত লড়াইয়ে উৎসাহদান, যাতে লাভবান হতে পারে শুধু প্রতিবিপ্লবীরাই; দুই, তাদের উচ্ছেদ করা হলে তখনো সূচিত হবে সোভিয়েতগুলির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরণ।

প্রথম আপত্তির উত্তরে আমরা বলি: সময়টা যখন স্পষ্টতই রাশিয়ার শ্রমিকদের প্রতিকূল, সে-মুহূর্তে প্ররোচনায় ফেঁসে না যাবার মতো যথেষ্ট শ্রেণীচেতনা তাদের ইতিমধ্যে রয়েছে। এই মুহূর্তে তাদের ব্যবস্থা নেওয়া এবং প্রতিরোধ করার অর্থ হবে প্রতিবিপ্লবীদের আনুকূল্য করা, এটা অকাট্য। জনরাশির একেবারে গভীরেই নতুন বৈপ্লবিক জোয়ার এলে কেবল সেক্ষেত্রেই সম্ভব হবে নিষ্পত্তিকর সংগ্রাম, তাও তর্কাতীত। কিন্তু বৈপ্লবিক উচ্ছ্রয়, বিপ্লবের উঠতি জোয়ার, পশ্চিম-ইউরোপীয় শ্রমিকদের আনুকূল্য, ইত্যাদি কথা সাধারণভাবে বলাই যথেষ্ট নয়; আমাদের অতীত থেকে, আমাদের যে-শিক্ষা দেওয়া হয়েছে সেটা থেকে আমাদের সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত বের করতে হবে। এবং তা থেকে ক্ষমতাহস্তগতকারী সেই প্রতিবিপ্লবীদের বিরুদ্ধে নিষ্পত্তিকর সংগ্রামের স্লোগানে আমরা পৌঁছই।

সুনির্দিষ্ট বাস্তবতার বদলে বড় বেশি সাধারণ ধরনের যুক্তি বাতলানতে পর্যবসিত হয় দ্বিতীয় আপত্তিটাও। বৈপ্লবিক প্রলেতারিয়েত ছাড়া কেউ, কোন শক্তি উচ্ছেদ করতে পারে না বুর্জোয়া প্রতিবিপ্লবীদের। এখন, ১৯১৭ সালে জুলাইয়ের অভিজ্ঞতার পরে রাষ্ট্রক্ষমতা স্বাধীনভাবে হাতে তুলে

নিতে হবে বৈপ্লবিক প্রলেতারিয়েতকেই। তাছাড়া বিপ্লবের বিজয় **অসম্ভব।** ক্ষমতা থাকবে প্রলেতারিয়েতের হাতে, আর প্রলেতারিয়েত হবে গরিব কৃষক বা আধা-প্রলেতারিয়ানদের সমর্থনপুষ্ট — এটাই একমাত্র মীমাংসা। এই মীমাংসাকে বিপুল মাত্রায় ত্বরণক্ষম উপাদানগুলি আমরা ইতিমধ্যেই নির্দেশ করেছি।

এই নতুন বিপ্লবে সোভিয়েতগুলি দেখা দিতে পারে, দেখা দেওয়াটাই অবধারিত, কিন্তু এখনকার সোভিয়েতগুলি **নয়,** বুর্জোয়াদের কুকর্মে সহযোগী সংস্থাগুলি নয়, সেগুলি বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক সংগ্রামের সংস্থা। সোভিয়েতগুলির মডেল অনুসারে গোটা রাষ্ট্র গড়ে তোলার সপক্ষে আমরা থাকব তখনো, তা ঠিক। সাধারণভাবে সোভিয়েতগুলির প্রশ্ন এটা নয়, এটা হল **এখনকার** প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে এবং **এখনকার** সোভিয়েতগুলির বেইমানির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রশ্ন।

নির্দিষ্ট কিছুর বদলী বিমূর্ত কিছু দাঁড় করানটা হল বিপ্লবে সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে বিপজ্জনক দোষ। এখনকার সোভিয়েতগুলি ব্যর্থ হয়েছে, সম্পূর্ণ পরাস্ত হয়েছে, কেননা সেগুলিতে রয়েছে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি আর মেনশেভিক পার্টির আধিপত্য। এখন এইসব সোভিয়েত হল যেন কসাইখানায় আনা ভেড়াগুলো — করুণস্বরে ব্যা-ব্যা করছে খাঁড়ার নিচে। বিজয়ী এবং জয়োন্মত্ত প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে সোভিয়েতগুলি **বর্তমানে** ক্ষমতাহীন, অসহায়। সোভিয়েতগুলির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরণ দাবির স্লোগানের ব্যাখ্যা হতে পারে এখনকার সোভিয়েতগুলির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরণের জন্য 'সরল' আহ্বান, কিন্তু সেটা বলা, সেজন্য আহ্বান জানাবার অর্থ এখন হবে জনগণকে ধোঁকা দেওয়া। প্রতারণার চেয়ে বিপজ্জনক নয় আর কিছুই।

২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৪ জুলাই পর্যন্ত রাশিয়ায় শ্রেণীগত আর পার্টিগত সংগ্রাম বিকাশের চক্রটা সম্পূর্ণ হয়েছে। শুরু হচ্ছে একটা নতুন চক্র, তাতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে পুরনো শ্রেণীগুলি নয়, পুরনো পার্টিগুলি নয়, পুরনো সোভিয়েতগুলি নয়, সেগুলি হল সংগ্রামের আগুনে নতুন হয়ে-ওঠা, সংগ্রামের প্রক্রিয়ায় মজবুত হয়ে-ওঠা, তালিম-পাওয়া, নতুন করে গড়া বিভিন্ন শ্রেণী, পার্টি আর সোভিয়েতগুলি। আমাদের নজর ফেলতে হবে সামনে, পিছনে নয়। পুরনো নয়, নতুন, জুলাই-পরবর্তী শ্রেণীগত আর পার্টিগত নিরিখ অনুসারে আমাদের কাজ চালাতে হবে। নতুন চক্রের শুরুতে আমাদের এগতে হবে বিজয়ী বুর্জোয়া প্রতিবিপ্লব থেকে, যেটা জয়যুক্ত হয়েছে

সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা আর মেনশেভিকরা সেটার সঙ্গে আপস করেছে বলে, তাকে পরাস্ত করতে পারে শুধু বৈপ্লবিক প্রলেতারিয়েত। প্রতিবিপ্লবের পূর্ণ বিজয় এবং সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি আর মেনশেভিকদের পুরোদস্তুর পরাজয় (সংগ্রাম ছাড়া) দুইয়েরই আগে, আর নতুন বিপ্লবের নতুন জোয়ারের আগে এই নতুন চক্রে নিশ্চয়ই থাকবে বহু এবং বিভিন্ন পর্ব। কিন্তু সে-সম্বন্ধে বলা সম্ভব হবে শুধু পরে — তার এক-একটা পর্বে পৌঁছবার সময়ে...

১৯১৭ সালের জুলাইয়ের মাঝামাঝি লিখিত

৩৪ খণ্ড, ১০-১৭ পৃঃ

রাষ্ট্র ও বিপ্লব (৮৭)

রচনা থেকে

প্রথম অধ্যায়

শ্রেণী-সমাজ ও রাষ্ট্র

৪। রাষ্ট্রের 'অবক্ষয়' ও সহিংস বিপ্লব

রাষ্ট্রের 'অবক্ষয়' নিয়ে এঙ্গেলসের কথাটা এতই সুবিদিত, এতই ঘন ঘন তা উদ্ধৃত হয় এবং মার্কসবাদকে সুবিধাবাদ রূপে চালাবার অতিপ্রচলিত কারচুপিটার মূল কথাটা কী তা এতে এতই স্পষ্ট করে দেখা যায় যে, তা নিয়ে বিশদ আলোচনা প্রয়োজন। কথাটা যেখান থেকে নেওয়া হয়েছে তার পুরো বক্তব্যটা তুলে দিচ্ছি:

> 'প্রলেতারিয়েত রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে উৎপাদন-উপায়গুলি সর্বাগ্রে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত করে। কিন্তু তাতে করে সে নিজেই প্রলেতারিয়েত হিসেবে নিজেকে বিলুপ্ত করে, তাতে করে সে সমস্ত শ্রেণীপার্থক্য ও শ্রেণীবৈপরীত্য এবং রাষ্ট্র হিসেবে রাষ্ট্রের অস্তিত্বও বিলুপ্ত করে। শ্রেণীবৈপরীত্য যা বিদ্যমান এমন সব অতীত ও অদ্যাবধি বর্তমান সমাজের পক্ষে আবশ্যক ছিল রাষ্ট্র অর্থাৎ শোষক শ্রেণীর উৎপাদনের বাহ্যিক শর্ত রক্ষার জন্য, অর্থাৎ বিশেষ করে উৎপাদনের নির্দিষ্ট পদ্ধতিটির দ্বারা স্থিরীকৃত দমনের শর্তে (দাসত্ব, ভূমিদাসত্ব, মজুরি-শ্রম) শোষিত শ্রেণীটিকে জোর করে ধরে রাখার জন্য। রাষ্ট্র ছিল গোটা সমাজের সরকারী প্রতিনিধি, দৃশ্যগোচর সংস্থায় সমাজের পুঞ্জীভবন, কিন্তু সেটা শুধু সেই পরিমাণে, যে-পরিমাণে এটা হল শ্রেণীর রাষ্ট্র, যা স্বকালে একাই গোটা সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেছে। প্রাচীন কালে তা ছিল রাষ্ট্রের নাগরিক, ক্রীতদাস-মালিকদের রাষ্ট্র, মধ্যযুগে সামন্ত অভিজাতদের এবং আমাদের কালে বুর্জোয়াদের রাষ্ট্র। রাষ্ট্র যখন শেষপর্যন্ত সত্যি করেই হয়ে উঠছে গোটা সমাজের প্রতিনিধি, তখন সে নিজেকেই অবান্তর করে তুলছে। দমন করে রাখার মতো কোন সামাজিক শ্রেণী যখন আর থাকবে না, যখন শ্রেণীপ্রভুত্বের সঙ্গে সঙ্গে, উৎপাদনের বর্তমান নৈরাজ্য থেকে প্রসূত পৃথক অস্তিত্বের সংগ্রাম আর সেই সংগ্রাম

থেকে উদ্ভূত সংঘর্ষ ও অমিতাচার (চরমপন্থা) যখন অদৃশ্য হবে, সেই সময় থেকে দমন করার মতোও কিছু থাকবে না, দমনের একটা আলাদা ক্ষমতার আবশ্যকতা, রাষ্ট্রের আবশ্যকতাও আর থাকবে না। সমাজের পক্ষ থেকে সমস্ত উৎপাদন-উপায় গ্রহণ — এই যে প্রথম কর্মটির মারফত রাষ্ট্র এগিয়ে আসবে সত্যিই সমগ্র সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে, তাই হল যুগপৎ রাষ্ট্র হিসেবে তার শেষ স্বাধীন ক্রিয়া। সামাজিক সম্পর্কের ব্যাপারে রাষ্ট্রক্ষমতার হস্তক্ষেপ তখন এলাকার পর এলাকায় নিষ্প্রয়োজন হয়ে দাঁড়াবে ও নিজে থেকেই লুপ্ত হবে। মানুষের সরকারের বদলী আসবে বস্তুর শাসন ও উৎপাদন প্রক্রিয়া পরিচালনা। রাষ্ট্র 'খারিজ হয়' না। **এটা অবক্ষয়িত হয়।** এই দিক থেকে 'মুক্ত জনরাষ্ট্র' কথাটির বিচার করা দরকার, কথাটার অস্তিত্বের একটা সাময়িক প্রচারমূলক অধিকার আছে, কিন্তু শেষবিচারে বৈজ্ঞানিক দিক থেকে তা অসিদ্ধ। রাতারাতি রাষ্ট্রের উচ্ছেদ করতে হবে, তথাকথিত নৈরাজ্যবাদীদের এই দাবিকেও বিচার করতে হবে এইদিক থেকে।' ('অ্যান্টি-ড্যুরিং', 'হের ওগেন ড্যুরিং কর্তৃক বিজ্ঞান উৎখাত', ৩০১-৩০৩ পৃঃ, তৃতীয় জার্মান সংস্করণ।)

ভুলের আশঙ্কা না রেখে বলা যায় যে, এঙ্গেলসের এই আশ্চর্য চিন্তাসমৃদ্ধ বক্তব্যের কেবল একটিমাত্র বিষয়ই আধুনিক সমাজতান্ত্রিক পার্টিগুলির সমাজতান্ত্রিক চিন্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে এবং তা হল রাষ্ট্র 'খারিজের' নৈরাজ্যবাদী মতবাদের বদলে রাষ্ট্র 'অবক্ষয়িত হয়' মার্কসের এই মতবাদটি। মার্কসবাদকে এইভাবে ছেঁটে নেওয়ার অর্থ তাকে সুবিধাবাদে টেনে আনা। কেননা, এইরূপ 'ব্যাখ্যায়' থাকছে কেবল একটা ধীর, সমমাত্রিক, ক্রমিক পরিবর্তনের ঝাপসা ধারণা — উল্লম্ফন ও ঝটিকা নেই, বিপ্লব নেই। রাষ্ট্র 'অবক্ষয়ের' চলতি, বহুপ্রচলিত, বলা যায় জনপ্রিয় ধরনের এই বোধটার অর্থ নিঃসন্দেহে বিপ্লবকে নাকচ না করলেও অন্তত তাকে ধামাচাপা দেওয়া।

অথচ এই ধরনের 'ব্যাখ্যা' হল মার্কসবাদের স্থূলতম, কেবল বুর্জোয়ার পক্ষেই সুবিধাজনক একটা বিকৃতি। এঙ্গেলসের যে-'সংক্ষিপ্তসার' বক্তব্য আমরা এইমাত্র পুরোপুরি উদ্ধৃত করেছি, এমন কি তাতেও যে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থাচক্র ও বিবেচনার কথা আছে, তার বিস্মরণই এর তাত্ত্বিক ভিত্তি।

প্রথমত, এই বক্তব্যের গোড়াতেই এঙ্গেলস বলছেন যে, রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণ

করে প্রলেতারিয়েত 'তদ্দ্বারাই রাষ্ট্র হিসেবে রাষ্ট্রের উচ্ছেদ করে'। এর অর্থ নিয়ে জল্পনার 'অবকাশ নেই'। সাধারণত এটাকে হয় একেবারেই উপেক্ষা করা হয়, নয় ধরা হয় ওটা এঙ্গেলসের 'হেগেলীয় দুর্বলতা' ধরনের একটা কিছু বলে। আসলে এই কথাগুলোয় সংক্ষেপে অভিব্যক্ত হয়েছে মহত্তম একটি প্রলেতারীয় বিপ্লবের অভিজ্ঞতা, ১৮৭১ সালের প্যারিস কমিউনের অভিজ্ঞতা, যা নিয়ে উপযুক্ত স্থানে বিশদ আলোচনা হবে। আসলে এঙ্গেলস এখানে প্রলেতারীয় বিপ্লব কর্তৃক **বুর্জোয়া** রাষ্ট্র 'উচ্ছেদের' কথা বলছেন, যেক্ষেত্রে অবক্ষয়ের কথাটা প্রযোজ্য সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের **পর প্রলেতারীয়** রাষ্ট্রের অবশেষগুলো সম্পর্কে। এঙ্গেলসের মতে, বুর্জোয়া রাষ্ট্র 'অবক্ষয়িত হয়' না, বিপ্লবে তার **'উচ্ছেদ ঘটে'** প্রলেতারিয়েতের হাতে। অবক্ষয়িত যা হয় সেটা এই বিপ্লবের পর প্রলেতারীয় রাষ্ট্র অথবা অর্ধরাষ্ট্র।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র হল 'দমনের বিশেষ ক্ষমতা'। এই চমৎকার ও সুগভীর সংজ্ঞার্থটি এঙ্গেলস এখানে দিয়েছেন পুরোপুরি স্পষ্টতায়। এথেকে দাঁড়ায় এই যে, বুর্জোয়া কর্তৃক প্রলেতারিয়েতকে, মুষ্টিমেয় ধনী কর্তৃক কোটি কোটি মেহনতীকে 'দমনের বিশেষ ক্ষমতাটাকে' বদলাতে হবে প্রলেতারিয়েত কর্তৃক বুর্জোয়াকে 'দমনের বিশেষ ক্ষমতা' দিয়ে (প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব)। এটাই হল 'রাষ্ট্র হিসেবে রাষ্ট্রের উচ্ছেদ', এটাই হল সমাজের পক্ষ থেকে উৎপাদনের উপায় অধিকারের সেই 'কর্ম'। স্বতঃই স্পষ্ট যে, একটা (বুর্জোয়া) 'বিশেষ ক্ষমতার' স্থলে অন্য (প্রলেতারীয়) একটা 'বিশেষ ক্ষমতার' **তেমন** বদল ঘটান যায় না 'অবক্ষয়ের' ধরনে।

তৃতীয়ত, রাষ্ট্রের 'অবক্ষয়', এমন কি আরও সুপ্রকট ও বর্ণাঢ্য 'নিজে লুপ্ত হওয়ার' কথা এঙ্গেলস অতি পরিষ্কার ও সুনির্দিষ্টরূপে বলেছেন 'সমগ্র সমাজের পক্ষ থেকে উৎপাদনের উপায় অধিকারের' **পরেকার** অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের **পরবর্তী** যুগ প্রসঙ্গে। আমরা সবাই জানি যে, সেই সময় 'রাষ্ট্রের' রাজনৈতিক রূপটা হল সর্বাধিক পরিপূর্ণ গণতন্ত্র। কিন্তু নির্লজ্জের মতো মার্কসবাদ বিকৃতিকারী সুবিধাবাদীদের কারও মাথাতেই এটা ঢোকে না যে, এঙ্গেলস এখানে, সুতরাং, **গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার** 'লুপ্ত হওয়া' বা 'অবক্ষয়ের' কথা বলছেন। প্রথম দৃষ্টিতে এটা খুবই আশ্চর্য মনে হবে। কিন্তু এটা 'দুর্বোধ্য' ঠেকবে শুধু তার কাছে যে-লোক ভেবে দেখে নি যে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাও রাষ্ট্র, এবং সেইহেতু যখন রাষ্ট্র লোপ পায় তখন **গণতন্ত্রও** লোপ পায়। বুর্জোয়া রাষ্ট্রকে 'উচ্ছেদ করতে' পারে

কেবল বিপ্লব। সাধারণভাবে রাষ্ট্র, অর্থাৎ পরিপূর্ণতম গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পক্ষে সম্ভব কেবল 'অবক্ষয়ই'।

চতুর্থত, 'রাষ্ট্র অবক্ষয়ের' এই চমৎকার প্রতিপাদ্যটি হাজির করে এঙ্গেলস সঙ্গে সঙ্গেই নির্দিষ্টরূপে তার এই ব্যাখ্যা করেছেন যে, প্রতিপাদ্যটা সুবিধাবাদী ও নৈরাজ্যবাদী উভয়েরই বিরুদ্ধে। এবং তা করতে গিয়ে এঙ্গেলস 'রাষ্ট্র অবক্ষয়ের' প্রতিপাদ্য থেকে সেই সিদ্ধান্তটাকেই পুরোভাগে রেখেছেন যা সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত।

বাজি রেখে বলা যায় যে, রাষ্ট্র 'অবক্ষয়ের' কথাটা যারা পড়েছে বা শুনেছে তাদের ১০,০০০ জনের মধ্যে ৯,৯৯০ জনেরই জানা নেই বা মনে নেই যে, প্রতিপাদ্যটা থেকে এঙ্গেলস তাঁর সিদ্ধান্ত টেনেছেন **কেবল** নৈরাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধেই **নয়**। আর বাকি দশ জনের মধ্যে নয় জনই নিশ্চয় জানে না 'স্বাধীন জনরাষ্ট্র' জিনিসটা কী এবং কেন এই ধ্বনিকে আক্রমণ করা সুবিধাবাদীদের আক্রমণ করারই শামিল। এইভাবেই লেখা হয় ইতিহাস! এইভাবেই একটা মহান বৈপ্লবিক মতবাদ অলক্ষ্যে বিকৃত এবং বিদ্যমান অর্বাচীনতার সঙ্গে খাপ খাওয়ান হয়। নৈরাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্তটা হাজার বার পুনরুক্ত হয়েছে, সরলীকৃত করা হয়েছে, মাথায় ঢোকান হয়েছে অতি স্থূলরূপে, অর্জন করেছে কুসংস্কারের শক্তি, অথচ সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে চালিত সিদ্ধান্তটা ধামাচাপা পড়েছে, 'ভুলে যাওয়া হয়েছে'!

'স্বাধীন জনরাষ্ট্র' ছিল সত্তরের দশকে জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটদের কর্মসূচিগত দাবি ও চলতি বুলি। গণতন্ত্রের কূপমণ্ডূক-বাগাড়ম্বরী বর্ণনা ছাড়া এই বুলির মধ্যে রাজনৈতিক সারবস্তু কিছু নেই। এই বুলির মধ্যে যে-পরিমাণে বৈধভাবে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের ইঙ্গিত দেওয়া যেত, সেই পরিমাণে 'সাময়িকভাবে' আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এঙ্গেলস বুলিটিকে 'সমর্থন করতে' রাজী ছিলেন। কিন্তু বুলিটি ছিল সুবিধাবাদীসুলভ। কেননা, তাতে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ওপর রঙের প্রলেপই শুধু দেওয়া হচ্ছিল না, সাধারণভাবে সমস্ত রাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক সমালোচনা উপলব্ধির অভাবও প্রকাশ পাচ্ছিল। পুঁজিবাদের আমলে প্রলেতারিয়েতের পক্ষে রাষ্ট্রের সেরা রূপ হিসেবে আমরা গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের পক্ষে। কিন্তু, একথা ভোলার কোন অধিকার আমাদের নেই যে, সর্বাধিক গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রেও মজুরি-দাসত্বই হল জনগণের ভাগ্য। তাছাড়া, প্রতিটি রাষ্ট্রই হল নিপীড়িত শ্রেণীকে 'দমনের বিশেষ একটা ক্ষমতা'। সেইজন্য **প্রতিটি** রাষ্ট্রই মুক্ত

নয় ও জনরাষ্ট্র নয়। সত্তরের দশকে মার্কস ও এঙ্গেলস তাঁদের পার্টি কমরেডদের একথা একাধিকবার বুঝিয়েছেন।*

পঞ্চমত, এঙ্গেলসের যে-রচনাটা থেকে সবাই রাষ্ট্র অবক্ষয়ের কথাটা মনে রাখে, তাতেই আছে সহিংস বিপ্লবের তাৎপর্যের কথা। তার ভূমিকার ঐতিহাসিক যে-খতিয়ান এঙ্গেলস দিয়েছেন সেটা হয়ে দাঁড়িয়েছে সহিংস বিপ্লবের এক সত্যকার স্তবগানের মতো। এটা 'কারও মনে নেই', কথাটার তাৎপর্য নিয়ে বলা, এমন কি ভাবাও বর্তমান সমাজতান্ত্রিক পার্টিগুলিতে চল নেই, জনগণের মধ্যে দৈনন্দিন প্রচার ও আন্দোলনে এই ভাবনাটা কোনই ভূমিকা পালন করে না। অথচ রাষ্ট্র 'অবক্ষয়ের' সঙ্গে তা এক সুসমঞ্জস সমগ্রে অচ্ছেদ্যভাবেই তো জড়িত।

এঙ্গেলস বলছেন:

'...(অশুভ সাধন ছাড়া) 'ইতিহাসে বলপ্রয়োগের অন্যতর ভূমিকা, বিপ্লবী ভূমিকা আছে; মার্কসের কথায় তা হল নতুনের গর্ভধারিনী প্রতিটি সাবেকী সমাজের ধাত্রী,** এবং সেটা হল সেই যন্ত্র যার মাধ্যমে সামাজিক আন্দোলন শিলীভূত মৃত রাজনৈতিক আধারটা চূর্ণ করে নিজের পথ করে নেয়, যার সম্পর্কে শ্রী ড্যুরিং একটি কথাও বলেন নি। দীর্ঘশ্বাস ও কাতরোক্তির সঙ্গে তিনি শুধু এই সম্ভাবনাটুকু মেনেছেন যে, শোষণমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা উচ্ছেদের জন্য হয়ত-বা বলপ্রয়োগের দরকার হবে, যেটা খেদের কথা! কেননা দেখুন, সমস্ত বলপ্রয়োগই যে বলপ্রয়োগকারীকে নীতিভ্রষ্ট করে। অথচ একথা বলা হচ্ছে প্রতিটি বিজয়ী বিপ্লবের ফলে যে সমুচ্চ নৈতিক ও ভাবগত জোয়ার দেখা গেছে তা সত্ত্বেও! একথা বলা হচ্ছে জার্মানিতেও, যেখানে একটা সহিংস সংঘাত, যা জনগণের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হতে পারে, তার অন্তত এইটুকু সুবিধা থাকবে যে ত্রিশবর্ষ যুদ্ধের (৮৮) হীনতা থেকে জাতীয় চেতনায় যে দাস্যবোধ ঢুকেছে তা কেটে যাবে। আর এই নিষ্প্রভ, স্থবির, নির্বীর্য পাদ্রী-মার্কা ভাবনাটাই কিনা ইতিহাসে জ্ঞাত সর্বাধিক বিপ্লবী একটা পার্টির ওপর চেপে বসার স্পর্ধা করছে!' (তৃতীয় জার্মান সংস্করণের ৪ পরিচ্ছেদের শেষে ২য় বিভাগে ১৯৩ পৃঃ।)***

---

* ক. মার্কস। 'গোথা কর্মসূচির সমালোচনা'। ফ. এঙ্গেলস। ১৮৭৫ সালের ১৮-২৮ মার্চে আ. বেবেলের কাছে লেখা চিঠি। — সম্পাঃ

** ক. মার্কস। 'পুঁজি', ১ খন্ড, ২৪ পরিচ্ছেদ। — সম্পাঃ

*** ফ. এঙ্গেলস। 'অ্যান্টি-ড্যুরিং', ৪ পরিচ্ছেদ। — সম্পাঃ

১৮৭৮ সাল থেকে ১৮৯৪ সাল অর্থাৎ একেবারে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত এঙ্গেলস জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটদের জন্য একরোখার মতো সহিংস বিপ্লবের এই যে-প্রশস্তি গেয়েছেন তাকে রাষ্ট্র 'অবক্ষয়ের' তত্ত্বের সঙ্গে একক মতবাদে মেলান যায় কী করে?

সাধারণত এই দুটিকে মেলান হয় পল্লবগ্রাহিতায়, নিজের খুশিমতো (অথবা ক্ষমতাধরদের তোষণার্থে), নীতিহীন অথবা কূটতার্কিকের মতো কখনো-বা একটা যুক্তি, কখনো অন্য যুক্তিটাকে আঁকড়ে ধরে এবং শতকরা নিরানব্বইটা কিংবা তার চেয়ে বেশি ক্ষেত্রেই, সামনে তুলে ধরা হয় ঠিক 'অবক্ষয়টাই'। দ্বান্দ্বিকতার স্থান নেয় পল্লবগ্রাহিতা: একালের সরকারী সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক সাহিত্যে মার্কসবাদ প্রসঙ্গে এটা অতি চলতি, অতি ব্যাপক একটা ঘটনা। এই রকম বদল অবশ্য নতুন কিছু নয়, চিরায়ত গ্রীক দর্শনের ইতিহাসেও সেটা দেখা গেছে। মার্কসবাদের ওপর সুবিধাবাদের কারচুপি চালাবার সময় দ্বান্দ্বিকতার বদলে পল্লবগ্রাহিতা চালালে জনগণকে ঠকান সহজ হয়, তাতে কাল্পনিক এই একটা তৃপ্তি মেলে। এতে মনে হয় যেন প্রক্রিয়ার সব ক'টি দিক, বিকাশের সবকিছু প্রবণতা, সমস্ত বিরোধাত্মক প্রভাব, ইত্যাদির হিসাব নেওয়া হয়েছে। অথচ, আসলে সমাজের বিকাশ প্রক্রিয়ার কোন সামগ্রিক ও বৈপ্লবিক উপলব্ধিই তা থেকে আসে না।

আমরা আগেই বলেছি ও পরে বিশদে দেখাব যে, সহিংস বিপ্লবের অনিবার্যতা বিষয়ে মার্কস ও এঙ্গেলসের মতবাদটা বুর্জোয়া রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। প্রলেতারীয় রাষ্ট্র (প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব) দিয়ে তার বদল ঘটতে **পারে না** 'অবক্ষয়ের' পথে, ঘটতে পারে সাধারণত কেবল সহিংস বিপ্লবেই। এঙ্গেলস তার যে-প্রশস্তি গেয়েছেন এবং মার্কসের একাধিক উক্তির সঙ্গে যা পুরোপুরি মেলে — (স্মরণ করা যাক 'দর্শনের দারিদ্র্য' ও 'কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার'-এর (৮৯) শেষাংশ, যাতে সহিংস বিপ্লবের অনিবার্যতা নিয়ে গর্বিত ও প্রকাশ্য বিবৃতি আছে; স্মরণ করা যাক, প্রায় তিরিশ বছর পরে ১৮৭৫ সালের গোথা কর্মসূচির সমালোচনা, যেখানে মার্কস এই কর্মসূচির (৯০) সুবিধাবাদে নির্মম কষাঘাত করেছেন) — সেই প্রশস্তিটা মোটেই 'মাতামাতির' ব্যাপার নয়, মোটেই বাগাড়ম্বর নয়, মোটেই একটা বিতর্কের চাল নয়। মার্কস ও এঙ্গেলসের **সমস্ত** মতবাদের মূলে আছে সহিংস বিপ্লবের **এই রূপ** ও ঠিক এই দৃষ্টিভঙ্গিতেই জনগণকে নিয়মিতরূপে শিক্ষিত করে তোলার আবশ্যকতা। তাঁদের মতবাদের প্রতি বর্তমানে প্রভুত্বকারী জাতিদম্ভী-সমাজবাদী ও কাউট্স্কিপন্থী প্রবণতাগুলির বিশ্বাসঘাতকতা অতি

প্রকটরূপে ফুটে ওঠে এই থেকে যে, **সেই রকম** প্রচার ও সেই রকম আন্দোলন এই উভয় প্রবণতায় বিস্মৃত হয়েছে।

বুর্জোয়া রাষ্ট্রের বদলে প্রলেতারীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সহিংস বিপ্লব ছাড়া অসম্ভব। প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের বিলোপ, অর্থাৎ প্রতিটি রাষ্ট্রের বিলোপ 'অবক্ষয়ের' পথে ছাড়া অসম্ভব।

এই দৃষ্টিভঙ্গিগুলির বিস্তারিত ও সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা মার্কস ও এঙ্গেলস দিয়ে গেছেন আলাদা আলাদা প্রতিটি বৈপ্লবিক পরিস্থিতি বিচার করে, পৃথক পৃথক প্রতিটি বিপ্লবের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করে। তাঁদের মতবাদের সন্দেহাতীত এই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশেই এবার আমরা আসছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাষ্ট্র ও বিপ্লব। ১৮৪৮-১৮৫১ সালের অভিজ্ঞতা

৩। ১৮৫২ সালে মার্কস কর্তৃক প্রশ্নটি উপস্থাপন*

১৯০৭ সালে মেরিং *Neue Zeit* (XXV, 2, 164) পত্রিকায় ভেইডেমেয়ারের কাছে মার্কসের ১৮৫২ সালের ৫ মার্চের একটি চিঠির অংশ উদ্ধৃত করেন। চিঠির একাংশে এই চমৎকার বক্তব্যটি আছে:

> 'আর আমার কথা যদি ধরি, তাহলে বর্তমান সমাজে শ্রেণীর অস্তিত্ব ও তাদের ভেতরকার সংগ্রাম আবিষ্কারের কৃতিত্ব আমার নয়। আমার অনেক আগেই বুর্জোয়া ঐতিহাসিকেরা শ্রেণী-সংগ্রামের এই ঐতিহাসিক বিকাশ এবং বুর্জোয়া আর্থনীতিকেরা শ্রেণীর অর্থনৈতিক অঙ্গ-সংস্থান বর্ণনা করেছেন। আমি নতুন যা করেছি, সেটা শুধু এই প্রমাণ করা যে: ১) শ্রেণীর অস্তিত্ব উৎপাদন বিকাশের নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক এক-একটা পর্যায়ের সঙ্গে জড়িত (historische Entwicklungsphasen der Produktion), ২) শ্রেণী-সংগ্রামের অনিবার্য পরিণতি প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব, ৩) এই একনায়কত্ব প্রতিটি শ্রেণীর বিলোপ ও শ্রেণীহীন সমাজে উত্তরণের পর্যায় মাত্র...'

---

* দ্বিতীয় সংস্করণে সংযুক্ত।

এই কথাগুলোয় মার্কস আশ্চর্য স্পষ্টতায় প্রকাশ করতে পেরেছেন, প্রথমত, বুর্জোয়াদের অগ্রগামী ও গভীরতম চিন্তকদের শিক্ষা থেকে তাঁর শিক্ষার প্রধান ও মৌলিক পার্থক্য এবং দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রের বিষয়ে তাঁর শিক্ষার মূলকথা।

মার্কসের শিক্ষার প্রধান কথা শ্রেণী-সংগ্রাম — প্রায়ই কথাটি বলা ও লেখা হয়। কিন্তু কথাটা ঠিক নয়। এবং এই ভ্রান্তি থেকেই প্রায়ই আসে মার্কসবাদের সুবিধাবাদী বিকৃতি, বুর্জোয়ার কাছে তাকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার মতো কারচুপি। কেননা শ্রেণী-সংগ্রামের মতবাদ মার্কস **নয়,** তাঁর **আগেই কিন্তু** গড়ে তোলে বুর্জোয়ারা এবং সাধারণভাবে বললে, তা বুর্জোয়ার কাছে **গ্রহণযোগ্য।** যে **শুধু** শ্রেণী-সংগ্রাম স্বীকার করে, সে তখনো মার্কসবাদী নয়, এমনটি সম্ভব যে, তখনো সে বুর্জোয়া চিন্তা ও বুর্জোয়া রাজনীতির কাঠামো থেকে মুক্ত হয় নি। মার্কসবাদকে শ্রেণী-সংগ্রামের মতবাদে সীমাবদ্ধ রাখার অর্থ তাকে ছেঁটে দেওয়া, বিকৃত করা, বুর্জোয়ার কাছে গ্রহণযোগ্য কিছুতে পর্যবসিত করা। শুধু সে-ই মার্কসবাদী যে শ্রেণী-সংগ্রামের স্বীকৃতিকে **প্রসারিত করে প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের** স্বীকৃতিতে। এই হল চলতি পেটি (এবং বৃহৎ) বুর্জোয়া থেকে মার্কসবাদীর গভীরতম পার্থক্য। মার্কসবাদের **সত্যিকার** বোধ ও স্বীকৃতিকে পরখ করা দরকার এই কষ্টিপাথরে। এবং আশ্চর্যের কিছু নেই যে, ইউরোপের ইতিহাস যখন শ্রমিক শ্রেণীকে **কার্যক্ষেত্রে** ঐ প্রশ্নটির সামনে হাজির করল, তখন সমস্ত সুবিধাবাদী ও সংস্কারবাদীরাই শুধু নয়, সমস্ত 'কাউট্স্কিপন্থীরা'ও (সংস্কারবাদ ও মার্কসবাদের মধ্যে দোলায়মানরা) দেখিয়ে দিল যে, তারা হল প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বে **আপত্তিকারী** তুচ্ছ কূপমণ্ডূক ও পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রী। ১৯১৮ সালের আগস্টে, অর্থাৎ এই বইটির প্রথম সংস্করণের অনেক পরে প্রকাশিত কাউট্স্কির 'প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব' বইটি হল মার্কসবাদের পেটি-বুর্জোয়া বিকৃতির এবং **মুখে** কপট স্বীকৃতি সহ **কাজে** হীনভাবে সেটা বিসর্জনের নিদর্শন (আমার পুস্তিকা দ্রষ্টব্য: 'প্রলেতারীয় বিপ্লব ও আদর্শভ্রষ্ট কাউট্স্কি', পেত্রগ্রাদ ও মস্কো, ১৯১৮)।

বুর্জোয়া অবস্থানের যে-বৈশিষ্ট্য মার্কস দিয়েছেন তার সঙ্গে সাম্প্রতিক সুবিধাবাদের প্রধান মুখপাত্র ভূতপূর্ব মার্কসবাদী ক. কাউট্স্কির মতামতগুলি পুরোপুরি মিলে যায়। কেননা, এই সুবিধাবাদ শ্রেণী-সংগ্রাম স্বীকৃতির ক্ষেত্রটাকে সীমাবদ্ধ রাখে বুর্জোয়া সম্পর্কের ক্ষেত্রে। (আর সেক্ষেত্রের

অভ্যন্তরে, তার **কাঠামোর** ভেতরে একজন শিক্ষিত উদারনীতিকও 'নীতিগতভাবে' শ্রেণী-সংগ্রাম স্বীকারে আপত্তি করবে না!) শ্রেণী-সংগ্রামের স্বীকৃতিটাকে সুবিধাবাদ ঠিক **এই প্রধান** জিনিসটা পর্যন্ত, পুঁজিবাদ থেকে কমিউনিজমে **উৎক্রমণ পর্বটা পর্যন্ত,** বুর্জোয়ার **উচ্ছেদ** ও তার পরিপূর্ণ **বিলোপের** পর্বটা পর্যন্ত **টেনে আনে না।** আসলে এই পর্বটা হল অবধারিতভাবেই অদৃষ্টপূর্ব নির্মম শ্রেণী-সংগ্রাম, তার অদৃষ্টপূর্ব প্রখর রূপের একটা পর্ব এবং সেইহেতু, অনিবার্যভাবেই এই পর্বের রাষ্ট্রকেও হতে হবে **নতুন ধরনে** গণতান্ত্রিক (প্রলেতারিয়ান এবং সাধারণভাবে বিত্তহীনদের জন্য) এবং **নতুন ধরনে** একনায়কতন্ত্রী (বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে) রাষ্ট্র।

তারপর, মার্কসের রাষ্ট্র-বিষয়ক মতবাদের মর্মার্থ কেবল সে-ই আয়ত্ত করেছে যে বোঝে যে, **একটি** শ্রেণীর একনায়কত্ব কেবল সাধারণভাবে প্রত্যেক শ্রেণী-সমাজের জন্য, কেবল বুর্জোয়া উৎখাতকারী **প্রলেতারিয়েতের** জন্যই নয়, পুঁজিবাদ এবং 'শ্রেণীহীন সমাজ' কমিউনিজমের **অন্তর্বর্তী সমগ্র ঐতিহাসিক পর্বটার** জন্যও দরকারী। বুর্জোয়া রাষ্ট্রের অসাধারণ রূপবৈচিত্র্য সত্ত্বেও তাদের মূলকথাটা এক: এই সমস্ত রাষ্ট্রই কোন-না-কোনভাবে, এবং শেষবিচারে অবধারিতভাবেই **বুর্জোয়া একনায়কত্ব।** পুঁজিবাদ থেকে কমিউনিজমে উৎক্রমণে অবশ্যই রাজনৈতিক রূপের বিপুল প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য দেখা দেবে। কিন্তু, তাদের মূলকথাটা থাকবে অনিবার্যভাবেই অভিন্ন: **প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব।**

তৃতীয় অধ্যায়

রাষ্ট্র ও বিপ্লব।
১৮৭১ সালের প্যারিস কমিউনের অভিজ্ঞতা।
মার্কসের বিশ্লেষণ

১। কমিউনারদের প্রচেষ্টার বীরত্ব কিসে?

একথা সুবিদিত যে, কমিউনের মাস কয়েক আগে ১৮৭০ সালের হেমন্তে মার্কস প্যারিস শ্রমিকদের হুঁশিয়ার করে বলেছিলেন যে, সরকার উচ্ছেদের চেষ্টা হবে হতাশাজনিত মূর্খতা।* কিন্তু ১৮৭১ সালের মার্চে

* ক. মার্কস। 'ফ্রান্স-প্রাশীয় যুদ্ধ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক শ্রমিক মৈত্রী লীগের সাধারণ পরিষদের দ্বিতীয় আবেদন'। — সম্পাঃ

যখন শ্রমিকদের ওপর চূড়ান্ত লড়াই **চাপিয়ে দেওয়া হল** এবং মজুররা তা গ্রহণ করল, যখন অভ্যুত্থান হয়ে দাঁড়াল ঘটনা তখন তার অশুভ লক্ষণাদি সত্ত্বেও বিপুলতম উল্লাসে মার্কস তাকে স্বাগত করেন। 'অকাল' আন্দোলনকে পণ্ডিতী চালে নিন্দা করেন নি মার্কস, যা করেছিলেন মার্কসবাদের রুশী ভ্রষ্টাচারী, শোচনীয় খ্যাতির অধিকারী প্লেখানভ, যিনি ১৯০৫ সালের নভেম্বরে শ্রমিক-কৃষকদের সংগ্রামের ব্যাপারে উৎসাহক লেখা লিখে ১৯০৫ সালের ডিসেম্বরের পর উদারনীতিকদের মতো চেঁচান: 'হাতিয়ার ধরা উচিত হয় নি।' (৯১)

মার্কস শুধু তাঁর ভাষায় 'স্বর্গাভিযাত্রী' কমিউনারদের বীরত্বেই উচ্ছ্বসিত হন নি।* লক্ষ্যার্জন না হলেও মার্কস এই গণবৈপ্লবিক আন্দোলনটার মধ্যে দেখেছিলেন বিপুল গুরুত্বের একটা ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা, বিশ্ব-প্রলেতারীয় বিপ্লবের একটা অগ্রপদক্ষেপ, একটা ব্যবহারিক পদক্ষেপ যা শত শত কর্মসূচি ও যুক্তির চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ, তা থেকে রণকৌশলের শিক্ষাগ্রহণ ও তার ভিত্তিতে নিজ তত্ত্বের পুনর্বিচারে সচেষ্ট হন মার্কস।

'কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার'-এর যে একটিমাত্র 'সংশোধনী' মার্কস প্রয়োজন মনে করেছিলেন সেটা তিনি করেন প্যারিস কমিউনারদের বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে।

'কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার'-এর নতুন জার্মান সংস্করণের শেষ যে-ভূমিকাটিতে উভয় রচয়িতারই স্বাক্ষর আছে, তার তারিখ ১৮৭২ সালের ২৪ জুন। এই ভূমিকায় লেখকেরা, কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস বলছেন যে, 'কমিউনিস্ট ইস্তাহার'-এর কর্মসূচি 'এখন কোন কোন ক্ষেত্রে অচল হয়ে গেছে'।

> **তাঁরা বলছেন, '...বিশেষ করে কমিউন প্রমাণ করেছে যে, 'তৈরি রাষ্ট্রযন্ত্রটা সোজাসুজি দখল করে তা নিজেদের উদ্দেশ্যে চালাতে শ্রমিক শ্রেণী পারে না'...'**

এই উদ্ধৃতির দ্বিতীয় উদ্ধৃতিচিহ্নের কথাগুলো লেখকেরা নিয়েছেন মার্কসের রচনা 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ' থেকে।

---

* ক. মার্কস। ১৮৭১ সালের ১২ এপ্রিলে ল. কুগেলমানের কাছে লেখা চিঠি। — সম্পাঃ

এইভাবে, প্যারিস কমিউনের একটা মূল ও প্রধান শিক্ষাকে মার্কস ও এঙ্গেলস এতই বিপুল রকমের গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য করেছিলেন যে, সেটাকে তাঁরা 'কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার'-এ একটা মূল সংশোধনী হিসেবে সংযোজন করেন।

এটা খুবই বৈশিষ্ট্যসূচক যে, এই মূল সংশোধনীটাকেই সুবিধাবাদীরা বিকৃত করেছে এবং তার অর্থটা নিশ্চয় 'কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার'-এর একশ জন পাঠকের মধ্যে নব্বই জন নয়, মনে হচ্ছে নিরানব্বই জনই জানে না। এই বিকৃতিটা নিয়ে আমরা বিশদে বলব পরে, বিকৃতি নিয়ে লেখা বিশেষ পরিচ্ছেদে। এখন শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, আমাদের উদ্ধৃত মার্কসের ঐ বিখ্যাত উক্তিটির চলতি, স্থূল 'অর্থ' ধরা হয় এইভাবে যেন মার্কস এখানে ক্ষমতা দখলের বিপরীতে মন্থর বিকাশ, ইত্যাদি কথায় জোর দিয়েছেন।

প্রকৃতপক্ষে, ব্যাপারটা **একেবারে উল্টো**। এখানে মার্কসের চিন্তাটা এই যে, 'তৈরি রাষ্ট্রযন্ত্রটাকে' সোজাসুজি দখল করায় সীমাবদ্ধ থাকা নয়, শ্রমিক শ্রেণীকে তা **ভাঙতে হবে, চূর্ণ করতে** হবে।

১৮৭১ সালের ১২ এপ্রিল, ঠিক কমিউনের সময়েই মার্কস কুগেলমানকে লিখেছিলেন:

> '...তুমি যদি আমার '...আঠারোই ব্রুমেয়ার'-এর শেষ অধ্যায়ে চোখ বুলোও, তাহলে দেখবে যে আমি ঘোষণা করেছিলাম, ফরাসী বিপ্লবের পরের প্রচেষ্টা হবে আমলাতান্ত্রিক সামরিক যন্ত্রটাকে যথারীতি হস্ত থেকে হস্তান্তরে বদল করা নয়, **চূর্ণ করা**' (মোটা হরফ মার্কসের; মূল জার্মানে zerbrechen), 'এবং এটাই হল ইউরোপীয় ভূখণ্ডে সত্যিকার যে-কোন গণবিপ্লবের প্রাথমিক শর্ত। এবং ঠিক এই চেষ্টাই করছে আমাদের বীর প্যারিস কমরেডরা।' (*Neue Zeit*, XX, 1, 1900-1902, ৭০৯ পৃঃ।) (কুগেলমানের কাছে লেখা মার্কসের পত্রাবলী রুশ ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে অন্তত দুটি সংস্করণে, তার একটি আমার সম্পাদনায় ও আমার ভূমিকা সহ)।

'আমলাতান্ত্রিক সামরিক রাষ্ট্রযন্ত্রটাকে চূর্ণ করা' — এই কথাগুলির মধ্যেই রয়েছে বিপ্লবে রাষ্ট্র প্রসঙ্গে প্রলেতারিয়েতের কর্তব্যের প্রশ্নে মার্কসবাদের সংক্ষেপে প্রকাশিত প্রধান শিক্ষা। এবং ঠিক এই শিক্ষাটাকেই

একেবারে ভুলে বসাই নয়, মার্কসবাদের প্রভুত্বকারী কাউট্‌স্কিমার্কা 'ব্যাখ্যায়' সোজাসুজি বিকৃত করাও হয়েছে!

মার্কস '...আঠারোই ব্রুমেয়ার' সম্পর্কে যে-উল্লেখ করেছেন, তার প্রাসঙ্গিক অংশটা আমরা আগেই পুরোপুরি তুলে দিয়েছিল।

মার্কসের উদ্ধৃত বক্তব্যের বিশেষ করে দুটি জায়গায় নজর দেওয়া চিত্তাকর্ষক হবে। প্রথমত, তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত সীমাবদ্ধ রেখেছেন ইউরোপীয় ভূখণ্ডে। ১৮৭১ সালের ক্ষেত্রে এটা বোধগম্য, তখন ইংলণ্ড ছিল বিশুদ্ধ পুঁজিবাদী দেশের আদর্শ। কিন্তু, সামরিক চক্র সেখানে ছিল না, বেশ খানিকটা মাত্রায় আমলাতন্ত্রও ছিল না। সেইজন্যই মার্কস ইংলণ্ডকে বাদ দিয়েছেন, সেখানে 'তৈরি রাষ্ট্রযন্ত্রটাকে' চূর্ণ করার প্রাথমিক শর্ত ছাড়াও তখন বিপ্লব, এমন কি গণবিপ্লব কল্পনা করা যেত এবং সম্ভবও ছিল।

এখন, ১৯১৭ সালে, প্রথম সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধের যুগে মার্কসের এই সীমানাটা খারিজ হয়ে যাচ্ছে। সমরচক্র ও আমলাতান্ত্রিকতার অনস্তিত্বের দিক থেকে গোটা পৃথিবীতে অ্যাঙ্গলো-স্যাক্‌সন 'মুক্তির' বৃহত্তম ও সর্বশেষ প্রতিনিধি ইংলণ্ড ও আমেরিকা উভয়েই গড়িয়ে গেছে সবকিছুকে অধীনস্থ করা, সবকিছুকে দলিত করা আমলাতান্ত্রিক-সামরিক প্রতিষ্ঠানের সর্ব-ইউরোপীয় কদর্য, রক্তাক্ত জলায়। এখন ইংলণ্ড আমেরিকা উভয় স্থানেই 'যে-কোনো সত্যকার গণবিপ্লবে প্রাথমিক শর্ত' হচ্ছে 'তৈরি' (১৯১৪-১৯১৭ সালে যা তৈরি হয়ে উঠেছে 'ইউরোপীয়', সাধারণ-সাম্রাজ্যবাদীসুলভ একটা নিখুঁত মাত্রায়) 'রাষ্ট্রযন্ত্রটার' **ভাঙন ও ধ্বংস।**

দ্বিতীয়ত, বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত মার্কসের অসাধারণ গভীর এই উক্তিতে যে, আমলাতান্ত্রিক-সামরিক রাষ্ট্রযন্ত্রটার ধ্বংস হচ্ছে 'যে-কোন সত্যকার **গণ**বিপ্লবের প্রাথমিক শর্ত'। মার্কসের মুখে 'গণ'বিপ্লবের এই কথাটা আশ্চর্য শোনায় এবং রুশী প্লেখানভপন্থী ও মেনশেভিকরা, স্ত্রুভের এই যে-অনুগামীরা নিজেদের মার্কসবাদী ভাবতে ইচ্ছুক, এঁরা মার্কসের এই উক্তিটাকে 'মুখফসকানি' বলে রায় দিতে পারেন। তাঁরা মার্কসবাদের এমনই হতভাগ্য-উদারনৈতিক বিকৃতি ঘটিয়েছেন যে, সেখানে বুর্জোয়া ও প্রলেতারীয় বিপ্লবের বৈপরীত্য ছাড়া তাঁরা আর কিছুই দেখেন না, তদুপরি এই বৈপরীত্যকেও ব্যাখ্যা করেন অসম্ভব নিষ্প্রাণ ধরনে।

বিশ শতকের বিপ্লবের দৃষ্টান্ত ধরলে পোর্তুগীজ ও তুর্কী উভয় বিপ্লবকেই অবশ্য বুর্জোয়া বলে স্বীকার করতে হয়। কিন্তু এদের কোনটাই 'গণ' নয়, কেননা জনগণ, তাদের বিপুল সংখ্যাগুরু সক্রিয়ভাবে, স্বাধীনভাবে,

নিজস্ব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দাবি নিয়ে এদের কোন বিপ্লবেই লক্ষণীয় মাত্রায় অবতীর্ণ হয় নি। উল্টোদিকে, পোর্তুগীজ ও তুর্কী বিপ্লবের ভাগ্যে মাঝে মাঝে যে-রকম 'চমৎকার' সাফল্য লাভ ঘটেছিল, ১৯০৫-১৯০৭ সালের রুশ বুর্জোয়া বিপ্লবে তা না ঘটলেও নিঃসন্দেহেই এটি ছিল 'সত্যকার গণ'বিপ্লব কেননা, জনগণ, তাদের অধিকাংশ, পীড়নে ও শোষণে দলিত 'নিম্নতম' সামাজিক স্তরগুলি উঠে দাঁড়ায় স্বাধীনভাবে, বিপ্লবের সমস্ত গতিধারায় উৎকীর্ণ করে **নিজেদের** দাবি, ধ্বংসনীয় সাবেকী সমাজের জায়গায় নিজেদের মতো নতুন সমাজ গড়ার জন্য **নিজেদের** প্রচেষ্টার ছাপ রেখেছিল।

১৮৭১ সালের ইউরোপীয় ভূখণ্ডে কোন একটা দেশেও প্রলেতারিয়েত জনগণের সংখ্যাগুরু হয়ে ওঠে নি। আন্দোলনে সত্যসত্যই সংখ্যাগুরুকে টেনে-আনা 'গণ'বিপ্লব কেবল প্রলেতারিয়েত ও কৃষক উভয়কে নিয়েই তেমনটি হতে পারত। এই উভয় শ্রেণী দিয়েই তখন হত 'জনগণ'। উভয় শ্রেণীর ঐক্য এইজন্য যে 'আমলাতান্ত্রিক সামরিক রাষ্ট্রযন্ত্র' তাদের নির্যাতন, দমন ও শোষণ করে। একে **ভাঙা,** তাকে **চূর্ণ করাই** ছিল 'জনগণের', তাদের সংখ্যাগুরুর, শ্রমিক ও অধিকাংশ কৃষকদের সত্যিকার স্বার্থ, এই ছিল প্রলেতারিয়ানদের সঙ্গে গরিব চাষীর স্বাধীন জোট গঠনের 'প্রাথমিক শর্ত'। আর এই জোট ছাড়া গণতন্ত্র স্থায়ী হয় না, সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠন সম্ভব হয় না।

সবাই জানেন, প্যারিস কমিউন ঠিক এই জোট বাঁধার দিকেই এগুচ্ছিল, যদিও অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ধরনের একসারি কারণে তা লক্ষ্যার্জন করতে পারে নি।

সুতরাং, 'সত্যিকারের গণবিপ্লবের' কথা বলে মার্কস পেটি বুর্জোয়ার বৈশিষ্ট্যের কথা এতটুকু না ভুলে (সেকথা তিনি বহুবার বলেছেন) ১৮৭১ সালের ইউরোপীয় ভূখণ্ডের অধিকাংশ রাষ্ট্রে শ্রেণীশক্তিগুলির বাস্তব শক্তি-অনুপাত নিখুঁত হিসাব নিয়েছিলেন। অন্যদিকে, তিনি বলেন যে, রাষ্ট্রযন্ত্র 'ভাঙার' প্রয়োজন আসছে শ্রমিক ও কৃষকদের স্বার্থ থেকে, এটাই তাদের ঐক্যবদ্ধ করছে, 'পরগাছাটাকে' সরিয়ে নতুন কিছু দিয়ে তার বদলি ঘটাবার সাধারণ কর্তব্য রাখছে তাদের সামনে।

কিন্তু ঠিক কী দিয়ে?

২। বিধ্বস্ত রাষ্ট্রযন্ত্রের বদলি কী হবে?

১৮৪৭ সালে 'কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার'-এ মার্কস এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন খুবই বিমূর্তভাবে। আরও সঠিকভাবে বললে সেই উত্তরে কর্তব্যের উল্লেখ ছিল, কিন্তু তা সাধনের উপায় দেখান হয় নি। সেটা বদলাতে হবে 'শাসক শ্রেণী রূপে প্রলেতারিয়েতের সংগঠন দিয়ে', 'গণতন্ত্র জয় করে' — এই ছিল 'কমিউনিস্ট ইস্তাহার'-এর জবাব।*

শাসক শ্রেণী রূপে প্রলেতারিয়েতের সেই সংগঠন কী সুনির্দিষ্ট রূপ নেবে, ঠিক কী উপায়ে সর্বাধিক পরিপূর্ণ ও সুসঙ্গত 'গণতন্ত্র জয়ের' সঙ্গে এই সংগঠনের সাযুজ্য ঘটবে এই প্রশ্নের জবাবের জন্য মার্কস ইউটোপিয়ায় না ভেসে গিয়ে গণ-আন্দোলনের **অভিজ্ঞতার** অপেক্ষায় ছিলেন।

কমিউনের অভিজ্ঞতা যত অল্পই হোক, 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ' গ্রন্থে মার্কস অতিশয় মনোযোগে তার বিশ্লেষণ করেন। এই রচনা থেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলি তুলে দিচ্ছি:

> মধ্যযুগ থেকে উদ্ভূত হয়ে 'তার সর্বত্র বিরাজমান সংস্থা স্থায়ী সৈন্যবাহিনী, পুলিস, আমলাতন্ত্র, পুরোহিত সম্প্রদায়, বিচারক শ্রেণী সমেত কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রক্ষমতা' উনিশ শতকে বিকশিত হয়ে ওঠে। পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে শ্রেণীবিরোধ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে 'রাষ্ট্রক্ষমতা ক্রমশই শ্রমিক শ্রেণী পীড়নের একটা সামাজিক ক্ষমতা, শ্রেণীপ্রভুত্বের একটা যন্ত্রের চরিত্র গ্রহণ করতে থাকে। শ্রেণী-সংগ্রামের এক-একটা অগ্রপদক্ষেপসূচক প্রতিটি বিপ্লবের পর রাষ্ট্রক্ষমতার নিছক পীড়নমূলক চরিত্রটা ক্রমেই প্রকট থেকে প্রকটতর হয়ে ওঠে।' ১৮৪৮-১৮৪৯ সালের বিপ্লবের পর রাষ্ট্রক্ষমতা হয়ে দাঁড়ায় 'শ্রমের বিরুদ্ধে পুঁজির জাতীয় যুদ্ধাস্ত্র'। দ্বিতীয় সাম্রাজ্য তাকে জোরদার করে।
>
> 'কমিউন ছিল সাম্রাজ্যের সরাসরি বিপরীত।' 'শ্রেণীপ্রভুত্বের রাজতান্ত্রিক রূপটা শুধু নয়, খোদ শ্রেণীপ্রভুত্বকেই দূর করতে হবে', 'কমিউন ছিল এমন প্রজাতন্ত্রের নির্দিষ্ট একটা রূপ...'

প্রলেতারীয়, সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের এই 'নির্দিষ্ট' রূপটি ঠিক কী ছিল? যে-রাষ্ট্র তা গড়তে শুরু করেছিল সেটা কেমন?

---

* ক. মার্কস ও ফ. এঙ্গেলস। 'কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার', ২ পরিচ্ছেদ। — সম্পাঃ

'...কমিউনের প্রথম ডিক্রিই হল স্থায়ী সৈন্যবাহিনীর বিলোপ ও সশস্ত্র জনগণ দিয়ে তার স্থানপূরণ...'

সমাজতান্ত্রিক বলে অভিহিত হতে ইচ্ছুক সমস্ত পার্টির কর্মসূচিতে আজকাল এই দাবিটা স্থান পেয়েছে। কিন্তু তাদের কর্মসূচির মূল্য কতটুকু তা সবচেয়ে ভাল দেখা যাবে আমাদের সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিকদের আচরণ দিয়ে, যাঁরা ২৭ ফেব্রুয়ারির বিপ্লবের পর ঠিক এই দাবিটিকে কার্যকর করতে অস্বীকার করেন!

'...কমিউন গঠিত হয় প্যারিসের বিভিন্ন পল্লীতে সার্বজনীন ভোটে নির্বাচিত পৌরপরিষদ সভ্যদের নিয়ে। তারা ছিল জবাবদিহিতে বাধ্য এবং যে-কোন সময়ে বদলিযোগ্য। স্বভাবতই তাদের অধিকাংশই ছিল শ্রমিক, অথবা শ্রমিক শ্রেণীর স্বীকৃত প্রতিনিধি...

'...এতদিন পর্যন্ত যা ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের হাতিয়ার সেই পুলিসের সমস্ত রাজনৈতিক বৃত্তি অবিলম্বেই খারিজ হয় এবং তাকে পরিণত করা হয় কমিউনের কাছে জবাবদিহিতে বাধ্য যে-কোন সময়ে বদলিযোগ্য একটি সংস্থায়... প্রশাসনের অন্য সমস্ত শাখার আমলাদের ক্ষেত্রেও তাই ঘটে... কমিউন-সভ্যদের থেকে শুরু করে ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত সমস্ত সামাজিক কাজ চালাতে হবে **মজুরের মতো বেতনে।** রাষ্ট্রের বড়ো চাকুরেদের সঙ্গে তাদের সমস্ত বিশেষ সুবিধা ও প্রতিনিধিত্ব ভাতাও দূর হল... পুরনো সরকারের স্থাবর ক্ষমতার অস্ত্র — স্থায়ী সৈন্যবাহিনী ও পুলিস দূর করার সঙ্গে সঙ্গে কমিউন অবিলম্বেই আত্মিক পীড়নের অস্ত্র, যাজকশক্তি ভাঙার কাজে নামে... আদালতের কর্তারা তাদের বাহ্যিক স্বাধীনতা হারাল... এবার থেকে তাদের হতে হল প্রকাশ্যে নির্বাচিত, জবাবদিহিতে বাধ্য ও বদলিযোগ্য...'*

এইভাবে, বিচূর্ণ রাষ্ট্রযন্ত্রের স্থান কমিউন পূরণ করে 'কেবল' পূর্ণতর গণতন্ত্র দিয়ে: স্থায়ী সৈন্যবাহিনীর বিলোপ, সমস্ত পদাধিকারীর নির্বাচন ও অপসারণের ব্যবস্থা। কিন্তু আসলে এই 'কেবল'টুকুর অর্থ হল একধরনের প্রতিষ্ঠানকে মৌলিকভাবে অন্য ধরনের প্রতিষ্ঠান

---

* ক. মার্কস। 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ', ৩ পরিচ্ছেদ। — সম্পাঃ

দিয়ে বিপুল পরিসরে বদলান। এখানে দেখা যাচ্ছে 'পরিমাণের গুণে রূপান্তরের' একটি ঘটনা: আদৌ যতটা চিন্তনীয় তেমন পূর্ণতা ও সুসঙ্গতিতে প্রবর্তিত গণতন্ত্র পরিণত হচ্ছে বুর্জোয়া গণতন্ত্র থেকে প্রলেতারীয় গণতন্ত্রে, রাষ্ট্র (=নির্দিষ্ট একটি শ্রেণীকে দমনের বিশেষ শক্তি) পরিণত হচ্ছে এমন কিছুতে যা আর প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্র নয়।

বুর্জোয়া ও তার প্রতিরোধ দমন করা তখনো প্রয়োজন। কমিউনের পক্ষে তা ছিল বিশেষভাবে প্রয়োজন এবং তার পরাজয়ের একটা কারণ এই যে, সেই কাজটা কমিউন যথেষ্ট দৃঢ়ভাবে করে নি। কিন্তু দমনের সংস্থাটা এখানে সংখ্যাগুরু জনগণ, দাসপ্রথায়, ভূমিদাসত্বে ও মজুরি-দাসত্বে সর্বদাই যা হয়ে এসেছে, সেভাবে জনগণের সংখ্যালঘু অংশ নয়। আর জনগণের সংখ্যাগুরু যখন **নিজেরাই** নিজেদের উৎপীড়কদের দমন করছে, তখন দমনের 'আলাদা শক্তির' **আর দরকার পড়ে না!** এই অর্থে রাষ্ট্রের **অবক্ষয় শুরু হয়েছে।** বিশেষ সুবিধাভোগী সংখ্যালঘুর বিশেষ ধরনের প্রতিষ্ঠানের বদলে (বিশেষ সুবিধাভোগী আমলা, স্থায়ী সৈন্যবাহিনীর বড়কর্তারা) সংখ্যাগুরু জনগণ নিজেরাই এসব কাজ সরাসরি চালাতে পারে এবং রাষ্ট্রক্ষমতার কাজগুলো সর্বসাধারণ যতটা চালাবে, ততটা হ্রাস পাচ্ছে সেই ক্ষমতার প্রয়োজনীয়তাও।

এদিক থেকে মার্কস কমিউনের যে-ব্যবস্থায় জোর দিয়েছেন তা খুবই লক্ষণীয়: সর্ববিধ প্রতিনিধত্ব ভাতা, কর্মকর্তাদের **সমস্ত** আর্থিক সুবিধা নাকচ, রাষ্ট্রের **সমস্ত** পদাধিকারীর বেতন হবে **'মজুরের বেতনের'** সমান। ঠিক এই ব্যাপারটাতেই স্পষ্টতমভাবে **দিকবদল** দেখা যাচ্ছে — বুর্জোয়া গণতন্ত্র থেকে প্রলেতারীয় গণতন্ত্রে, উৎপীড়ক গণতন্ত্র থেকে উৎপীড়িত শ্রেণীদের গণতন্ত্রে, নির্দিষ্ট একটি শ্রেণীকে দমনের **'বিশেষ শক্তি'** স্বরূপ রাষ্ট্র থেকে জনগণের, শ্রমিক ও কৃষকদের সংখ্যাগুরুর **সার্বজনীন শক্তিতে** উৎপীড়কদের দমনে। এবং রাষ্ট্রের প্রশ্নে এই বিশেষ জাজ্বল্যমান, বলা যেতে পারে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মার্কসের শিক্ষাগুলি ভুলে বসা হয়েছে সবচেয়ে বেশি! জনবোধ্য যে-টীকাগ্রন্থগুলি সংখ্যায় অগণ্য, তাতে এসব কথা নেই। এনিয়ে চুপ করে থাকাই 'শোভন', যেন ওটা অচল হয়ে যাওয়া একটা 'সরলতা', — রাষ্ট্রীয় ধর্মের প্রতিষ্ঠা পেয়ে খ্রিষ্টধর্ম যেভাবে তার গণতান্ত্রিক-বৈপ্লবিক প্রেরণার আদি খ্রিষ্টীয় ধর্মের 'সরলতাগুলোকে' 'ভুলে গিয়েছিল'।

রাষ্ট্রের বড়োকর্তাদের বেতন হ্রাস মনে হবে 'নিতান্ত' সহজসরল, আদিম গণতান্ত্রিকতার একটা দাবি। সাম্প্রতিক সুবিধাবাদের অন্যতম 'প্রতিষ্ঠাতা',

ভূতপূর্ব সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট এ. বার্নস্টাইন 'আদিম' গণতান্ত্রিকতা নিয়ে ইতর বুর্জোয়া উপহাসের পুনরাবৃত্তির অনুশীলন চালিয়েছেন একাধিকবার। সমস্ত সুবিধাবাদীর মতো, বর্তমানে কাউট্স্কিপন্থীদের মতো, তিনিও একেবারেই বোঝেন নি যে, প্রথমত, কিছুটা পরিমাণ 'আদিম' গণতান্ত্রিকতা 'প্রত্যাবর্তন' ছাড়া পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উৎক্রমণ **অসম্ভব** (অন্যথা জনগণের অধিকাংশ এবং তাদের প্রত্যেককে দিয়ে রাষ্ট্রের কাজ চালানর ব্যবস্থায় পোঁছন যায় কীভাবে?), দ্বিতীয়ত, পুঁজিবাদ আর পুঁজিবাদী সংস্কৃতির ভিত্তিতে 'আদিম গণতান্ত্রিকতা' আর আদিম বা প্রাক্-পুঁজিবাদী কালের আদিম গণতান্ত্রিকতা এক নয়। পুঁজিবাদী সংস্কৃতিতে **গড়ে উঠেছে** বৃহৎ উৎপাদন, কলকারখানা, রেলপথ, ডাক, টেলিফোন, ইত্যাদি এবং **এই ভিত্তির ওপর** সাবেকী 'রাষ্ট্রযন্ত্রের' বিপুল পরিমাণ কাজ এত সরল হয়ে গেছে যে, তাকে রেজিস্ট্রি, রিপোর্ট ও যাচাইয়ের মতো কতকগুলো সরলতম প্রক্রিয়ায় পর্যবসিত করা যায়, সাক্ষর যে-কোন লোকের পক্ষেই এসব কাজ পুরোপুরি সাধ্যায়ত্ত, সাধারণ 'মজুরের বেতনে' তা পুরোপুরি করা সম্ভব, এবং এসব কাজ থেকে বিশেষ সুবিধাভোগীর, 'কর্তাব্যক্তির' সমস্ত ছায়া দূর করা সম্ভব (ও উচিত)।

বিনা ব্যতিক্রমে সমস্ত পদাধিকারীর নির্বাচন ও **যে-কোন সময়ে** তাকে অপসারদের ব্যবস্থা, তাদের বেতনকে 'মজুরের' সাধারণ 'বেতনে' নামান, — এইসব সরল ও 'স্বতঃবোধ্য' গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা হল শ্রমিক ও অধিকাংশ কৃষকদের স্বার্থকে পুরোপুরি ঐক্যবদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে পোঁছনর সেতুস্বরূপ। ব্যবস্থাগুলি সমাজের রাষ্ট্রিক, নিছক রাজনৈতিক পুনর্গঠন নিয়ে। কিন্তু বলাই বাহুল্য, তা অর্থময় ও তাৎপর্যপূর্ণ হয় কেবল 'উচ্ছেদকারীদের উচ্ছেদ' সম্পন্ন বা প্রস্তুত করা প্রসঙ্গে, অর্থাৎ উৎপাদন-উপায়ের ওপর পুঁজিবাদী ব্যক্তিমালিকানা থেকে সামাজিক মালিকানায় উৎক্রমণ প্রসঙ্গে।

> মার্ক্স লেখেন: 'ফৌজ ও আমলাতন্ত্র, মোটা খরচের এই দুই খাত দূর করে কমিউন সমস্ত বুর্জোয়া বিপ্লবের সুলভ সরকার ধ্বনিটিকে সত্য করে তোলে।'*

কৃষকদের মধ্য থেকে, তথা অন্যান্য পেটি-বুর্জোয়া স্তরের মধ্য থেকে মাত্র নগণ্য কয়েকজনই 'ওপরে ওঠে', বুর্জোয়া অর্থে 'মানুষ হয়ে যায়', অর্থাৎ

---

* ক. মার্ক্স। 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ', ৩ পরিচ্ছেদ। — সম্পাঃ

পরিণত হয় ধনবান ব্যক্তিতে, বুর্জোয়ায়, অথবা হয়ে ওঠে মোটা টাকার বিশেষ সুবিধাভোগী চাকুরে। কৃষক অধ্যুষিত প্রতিটি পুঁজিবাদী দেশে (আর তেমন পুঁজিবাদী দেশই অধিকাংশ) সরকার কৃষকদের বিপুল সংখ্যাগুরুকেই পীড়ন করে। তারা সরকারের উচ্ছেদ চায়, 'সুলভ' সরকার চায়। সেটা কার্যকর করতে পারে **কেবল** প্রলেতারিয়েত এবং তা করতে গিয়ে সে সেইসঙ্গে রাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের দিকে পা বাড়ায়।

৩। পার্লামেণ্টপ্রথার বিলোপ

> মার্কস লিখেছেন: 'কমিউনকে হতে হত পার্লামেণ্টারী নয়, কার্যনির্বাহী সংস্থা, যুগপৎ নির্বাহী ও বিধানিক...
>
> '...শাসকশ্রেণীর কোন লোকটি পার্লামেণ্টে জনগণের প্রতিনিধিত্ব করবে ও তাদের দমন করবে (ver-und zertreten), তিন বা ছয় বছরে একবার করে তা স্থির করার বদলে সার্বজনীন নির্বাচনাধিকার কমিউনে সংগঠিত জনগণের সেবায় লাগত নিজেদের প্রতিষ্ঠানটির জন্য শ্রমিক, সর্দার, হিসাবনবিশ খুঁজে নেবার জন্য, যেভাবে ব্যক্তিগত নির্বাচনাধিকার একই উদ্দেশ্যে যে-কোন নিয়োগকর্তার কাজে লাগে।'*

১৮৭১ সালে কৃত পার্লামেণ্টপ্রথার এই চমৎকার সমালোচনাটিও প্রভুত্বকারী জাতিদম্ভী-সমাজবাদ ও সুবিধাবাদের কল্যাণে মার্কসবাদের 'বিস্মৃত বাণীর' অন্তর্ভুক্ত। মন্ত্রী ও পেশাদার পার্লামেণ্টীরা, প্রলেতারিয়েতের প্রতি বিশ্বাসঘাতক ও একালের 'কেজো' সমাজতন্ত্রীরা পার্লামেণ্টপ্রথার সমালোচনাটা পুরোপুরি নৈরাজ্যবাদীদের হাতে ছেড়ে দিয়েছে এবং এই আশ্চর্য বিচক্ষণ যুক্তিতে পার্লামেণ্টপ্রথার **সমস্ত** সমালোচনাকেই ঘোষণা করেছে 'নৈরাজ্যবাদ'!! অবাক হবার কিছুই নেই যে, পার্লামেণ্টপ্রথার 'অগ্রণী' দেশগুলিতে প্রলেতারিয়েত অবশ্য শাইডেমান, ডেভিড, লেগিন, সাম্বা, রেনোদেল, হেণ্ডার্সন, ভাণ্ডের্ভেল্ডে, স্টাউনিং, ব্রাণ্টিং, বিস্‌সোলাতি অ্যাণ্ড কোং-র মতো 'সমাজতন্ত্রীদের' দেখে ঘেন্নায় প্রায়ই দরদ দেখিয়েছে নৈরাজ্যবাদী-সিণ্ডিক্যালিজমের জন্য, যদিও এটা সুবিধাবাদেরই সহোদর।

কিন্তু মার্কসের কাছে বৈপ্লবিক দ্বান্দ্বিকতা কখনোই একটা ফাঁপা, সৌখিন বুলি, একটা ঝুমঝুমি ছিল না, প্লেখানভ, কাউটস্কি প্রমুখরা যাকে তেমনটি

---

* ক. মার্কস। 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ', ৩ পরিচ্ছেদ। — সম্পাঃ

করে তুলেছেন। বিশেষ করে যখন স্পষ্টতই বৈপ্লবিক পরিস্থিতি নেই, তখন বুর্জোয়া পার্লামেণ্টপ্রথার 'গোয়ালঘরটাকে'ও কাজে লাগাতে পারার অসামর্থ্যের জন্য মার্কস নির্মমভাবে নৈরাজ্যবাদের সঙ্গ ত্যাগ করতে পারতেন। কিন্তু সেইসঙ্গে পার্লামেণ্টপ্রথার সত্যকার একটা বৈপ্লবিক-প্রলেতারীয় সমালোচনাও তিনি দিতে জানতেন।

শাসক শ্রেণীর কোন লোকটি পার্লামেণ্টে জনগণকে দমিত ও দলিত করবে, কয়েক বছরে একবার করে তা স্থির করা — এই হল বুর্জোয়া পার্লামেণ্টপ্রথার আসল মর্মার্থ এবং সেটা শুধু পার্লামেণ্টী-নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রেই নয়, সর্বাধিক গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রেও।

কিন্তু রাষ্ট্রের প্রশ্নটা যদি রাখি, **এক্ষেত্রে** প্রলেতারিয়েতের কর্তব্যের দিক থেকে যদি রাষ্ট্রের একটা প্রতিষ্ঠান হিসেবে পার্লামেণ্টপ্রথাকে দেখি, তাহলে পার্লামেণ্টপ্রথা থেকে বেরবার উপায় কী, তাছাড়া চলবে কী করে?

পুনশ্চ ও পুনরপি এই কথাই বলতে হচ্ছে: কমিউন বিচারের ভিত্তিতে মার্কস যে-শিক্ষা টেনেছিলেন তা এতই বিস্মৃতির গর্ভে যে, সাম্প্রতিক 'সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটের' (অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের সাম্প্রতিক বিশ্বাসঘাতকের) কাছে পার্লামেণ্টপ্রথার নৈরাজ্যবাদী বা প্রতিক্রিয়াশীল সমালোচনা ছাড়া আর কিছুই বোধগম্য নয়।

পার্লামেণ্টপ্রথা থেকে বেরবার উপায় অবশ্যই প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান ও নির্বাচন ধ্বংস করে নয়, বরং প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানটিকে বাক্‌সর্বস্ব মঞ্চ থেকে 'কাজের' প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করে। 'কমিউনকে হতে হত পার্লামেণ্টারি নয়, কার্যনির্বাহী সংস্থা, যুগপৎ নির্বাহী ও বিধানিক।'

'পার্লামেণ্টারি নয়, কার্যনির্বাহী' সংস্থা — কথাটা বলে সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির পার্লামেণ্টজীবীদের ও পার্লামেণ্টারি 'পোশাকী কুকুরদের' মুখে জুতো মারা হয়েছে! আমেরিকা থেকে সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স থেকে ইংলন্ড, নরওয়ে, ইত্যাদি যে-কোন পার্লামেণ্টারি দেশের দিকে চেয়ে দেখুন: সত্যকারের 'রাষ্ট্রীয়' কাজ চলে যবনিকার অন্তরালে এবং তা চালায় দপ্তর, চ্যান্সেলারি, জেনারেল স্টাফ। পার্লামেণ্টগুলোয় কেবল বাক্যবিস্তার চলে 'সাধারণ লোককে' ধোঁকা দেবার বিশেষ উদ্দেশ্যে। কথাটা এতই সঠিক যে, এমন কি রুশ প্রজাতন্ত্রে, বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে সত্যকার পার্লামেণ্ট গড়ে ওঠবার আগেই পার্লামেণ্টপ্রথার এই সমস্ত পাপ তৎক্ষণাৎ ফুটে ওঠে। স্কবেলেভ ও সেরেতেলি, চের্নোভ ও আভ্‌ক্সেন্তিয়েভদের মতো

জরাজীর্ণ কূপমণ্ডূকতার বীরেরা, এমন কি সোভিয়েতগুলিকেও শূন্যগর্ভ বাক্‌সর্বস্ব মঞ্চে পরিণত করে জঘন্য বুর্জোয়া পার্লামেণ্টপ্রথার কায়দায় তাদের কলুষিত করতে সক্ষম হন। সোভিয়েতগুলিতে শ্রীমান 'সমাজতান্ত্রিক' মন্ত্রীরা বুলিবিস্তার ও প্রস্তাবাদি মারফত বিশ্বাসপ্রবণ চাষীদের ধোঁকা দিচ্ছেন। আর সরকারে চলছে অবিরাম কোয়াড্রিল নাচ, যাতে একদিকে, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিকদের জন্য বেশি করে মোটা-টাকার মান্যগণ্য চাকুরির 'পিঠেটির দিকে' পালা করে ঘেঁষে আসা চলে এবং অন্যদিকে, জনগণের 'মনোযোগ আটকে রাখা যায়'। আর 'রাষ্ট্রীয়' কাজ 'করা হচ্ছে' দপ্তরগুলোতে, জেনারেল স্টাফে!

শাসক পার্টি 'সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের' মুখপত্র 'দিয়েলো নারোদা' (৯২) তার প্রধান সম্পাদকীয়তে সম্প্রতি স্বীকার করেছে — 'সবাই' যেখানে রাজনৈতিক গণিকাবৃত্তিতে ব্যাপৃত, তেমন 'উত্তম সমাজের' লোকেরা অতুলনীয় অকপটতায় স্বীকার করেছে যে, এমন কি যেসব মন্ত্রিদপ্তর 'সমাজতন্ত্রীদের' (মাপ করবেন কথাটা!) হাতে, এমন কি সেখানেও গোটা আমলাতান্ত্রিক যন্ত্রটা মূলত সাবেকীই থেকে গেছে, আগের মতোই কাজ চালাচ্ছে, পুরোপুরি 'অবাধে' বিপ্লবী ব্যবস্থা বানচাল করছে! সত্যি, এ স্বীকৃতিটা না থাকলেও কি সরকারে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিকদের অংশগ্রহণের বাস্তব ইতিহাস থেকেও তা প্রমাণ হত না? এক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যসূচক শুধু এটা যে, কাদেতদের সঙ্গে মন্ত্রিসমাজে থেকে সর্বশ্রী চের্নোভ, রুসানভ, জেঞ্জিনভরা ও 'দিয়েলো নারোদার' অন্যান্য সম্পাদকরা এতই লজ্জা খুইয়েছেন যে প্রকাশ্যে, যেন একটা তুচ্ছ ব্যাপার এই ভাব করে, এতটুকু লাল না হয়ে একথা বলতে তাঁদের সঙ্কোচ নেই যে, 'ওঁদের' মন্ত্রিদপ্তরগুলিতে সবই আগের মতো!! বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক বুলিটা গেঁয়ো ইভানদের জন্য, আর আমলাতান্ত্রিক, দপ্তরচারী গড়িমসিটা পুঁজিপতিদের 'হিতার্থে' — এ হল 'সৎ' কোয়ালিশনের **মর্মার্থ**।

বুর্জোয়া সমাজের ভাড়াটে, জরাজীর্ণ পার্লামেণ্টপ্রথার স্থলে কমিউন এমন সব প্রতিষ্ঠান বসায় যেখানে মত ও আলোচনার স্বাধীনতা প্রতারণায় অধঃপতিত হয় না, কেননা পার্লামেণ্ট-সভ্যদের নিজেদেরই কাজ করতে হয়, নিজেদের আইন নিজেদেরই কার্যকর করতে হয়, বাস্তবে কী দাঁড়াচ্ছে সেটা নিজেদেরই যাচাই করতে হয়, নিজেদের নির্বাচকদের সামনে সরাসরি জবাবদিহি করতে হয় নিজেদের। প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান থাকছে, কিন্তু একটা বিশেষ প্রথা হিসেবে, আইনপ্রণয়নী ও কার্যনির্বাহী শ্রমবিভাগ

হিসেবে, পার্লামেণ্ট-সভ্যদের সুবিধাভোগী প্রতিষ্ঠা হিসেবে পার্লামেণ্টপ্রথা এখানে আর **থাকছে না**। প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান ছাড়া আমরা গণতন্ত্র, এমন কি প্রলেতারীয় গণতন্ত্রও কল্পনা করতে পারি না, কিন্তু পার্লামেণ্টপ্রথা ছাড়া তা কল্পনা করতে পারি এবং করতে **হবে**, যদি বুর্জোয়া সমাজের সমালোচনাটা আমাদের কাছে ফাঁকা কথা না হয়, যদি বুর্জোয়া প্রভুত্ব উচ্ছেদের আকাঙ্ক্ষাটা মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের মতো, শাইডেমান ও লেগিন, সাম্বা ও ভাণ্ডের্ভেল্ডের মতো শ্রমিকদের ভোট জোগাড়ের 'নির্বাচনী' বুলি না হয়ে আমাদের কাছে হয় একটা গুরুতর ও আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা।

এটা খুবই শিক্ষাপ্রদ যে, কমিউন ও প্রলেতারীয় গণতন্ত্রের জন্য **যেসব** আমলাদের দরকার তাদের কাজের কথা বলতে গিয়ে মার্কস তুলনার জন্য নিয়েছেন 'অন্য যে-কোন নিয়োগকর্তার' কর্মচারীদের, অর্থাৎ 'শ্রমিক, সর্দার, হিসাবনবীশ' সমেত চলতি পুঁজিবাদী উদ্যোগ।

'নতুন' সমাজকে মন থেকে গড়া, কল্পনা থেকে বানানর দিক দিয়ে বিন্দুমাত্র ইউটোপিয়াপনা মার্কসের নেই। পুরনো **থেকে** নতুন সমাজের **জন্ম**, প্রথমটা থেকে দ্বিতীয়ে উৎক্রমণের রূপগুলো মার্কস বিশ্লেষণ করেছেন একটা প্রাকৃতিক-ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া হিসেবে। গণ-প্রলেতারীয় আন্দোলনের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতাটা তিনি নিয়েছেন এবং তা থেকে বাস্তব শিক্ষা নিষ্কাশনের চেষ্টা করেছেন। কমিউনের কাছ থেকে তিনি 'শিখেছেন', সমস্ত মহান বৈপ্লবিক চিন্তানায়কেরাই যেভাবে নিপীড়িত শ্রেণীর মহা-আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে শিখতে ভয় পান নি, কখনোই তাদের প্রতি একটা পণ্ডিতী চালের 'হিতোপদেশ' দানের মনোভাব নেন নি (যেমন করেছিলেন প্লেখানভ: 'অস্ত্র ধরা উচিত হয় নি' অথবা সেরেতেলি: 'শ্রেণীর উচিত নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখা')।

আমলাতন্ত্রকে তৎক্ষণাৎ, সর্বত্র ও সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করার কথাই উঠতে পারে না। এটা ইউটোপিয়া। কিন্তু পুরনো আমলাতান্ত্রিক যন্ত্রটাকে **চূর্ণ করা** ও তৎক্ষণাৎ এমন একটা নতুন যন্ত্রনির্মাণ শুরু করা, যাতে ক্রমশ সমস্ত আমলাতন্ত্রকেই শূন্যে পরিণত করা সম্ভব হবে — এটা ইউটোপিয়া **নয়**, এটা কমিউনের অভিজ্ঞতা, এটা হল বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের প্রত্যক্ষ ও উপস্থিত কর্তব্য।

'রাষ্ট্র' পরিচালনার কাজগুলো পুঁজিবাদ সরল করে দেয়, 'হুজুরগিরি' ছুড়ে ফেলে সমস্ত ব্যাপারটাকে প্রলেতারিয়েতের (শাসক শ্রেণী হিসেবে)

এমন সংগঠনে পর্যবসিত করা সম্ভব করে তোলে, যা সমগ্র সমাজের পক্ষ থেকে 'শ্রমিক, সর্দার, হিসাবনবীশ' বহাল করবে।

আমরা ইউটোপীয় নই। কী করে তৎক্ষণাৎ কোন রকম প্রশাসন ছাড়া, কোন রকম আজ্ঞাপালন ছাড়াই চালান যায়, তা নিয়ে আমরা 'স্বপ্ন দেখি' না। ওগুলো নৈরাজ্যবাদী স্বপ্ন, প্রলেতারীয় একনায়কত্বের কর্তব্য না-বোঝা তার ভিত্তি, মার্কসবাদের কাছে তা সমূহ বিজাতীয় এবং কার্যক্ষেত্রে তাতে মানুষ অন্যরকম না হয়ে ওঠা পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে মুলতুবি রাখা হয়। না, আমরা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব চাই এমন লোকেদের নিয়ে যারা এখন বর্তমান, যারা আজ্ঞাপালন ছাড়া, তদারকি ছাড়া, 'সর্দার ও হিসাবনবীশ' ছাড়া পারে না।

কিন্তু আজ্ঞাপালন করতে হবে সমস্ত শোষিত ও মেহনতীদের সশস্ত্র অগ্রবাহিনী প্রলেতারিয়েতের। রাষ্ট্রীয় আমলাদের বিশেষ ধরনের 'হুজুরগিরিকে' তৎক্ষণাৎ, রাতারাতি 'সর্দার ও হিসাবনবীশদের' সরল কাজ দিয়ে খারিজ করা যায় ও করতে হবে। এই কাজগুলো ইতিমধ্যেই পুরোপুরি সাধারণ নাগরিকদের পুরো মাত্রায় আয়ত্তাধীন এবং 'মজুরের বেতনে' ভালভাবেই করান সম্ভব।

নিজেদের কাজের অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে, সশস্ত্র শ্রমিকদের রাষ্ট্রশক্তির সমর্থনে কঠোরতম লৌহশৃঙ্খলা প্রবর্তন করে পুঁজিবাদ ইতিমধ্যেই যা গড়ে দিয়েছে তার ভিত্তিতে বৃহৎ উৎপাদন সংগঠিত করব আমরা মজুরেরা **নিজেরাই**, রাষ্ট্রীয় আমলাদের টেনে আনব নিতান্ত আমাদের নির্দেশ-পালক, জবাবদিহিতে বাধ্য, অপসারণীয়, পরিমিত বেতনের 'সর্দার ও হিসাবনবীশদের' (অবশ্য নানা রকম, ধরন ও স্তরের টেকনিশিয়ান-সহ) ভূমিকায় — এই হল **আমাদের** প্রলেতারীয় কর্তব্য, প্রলেতারীয় বিপ্লব সম্পন্নের পর এটা থেকে **শুরু করা** সম্ভব ও করতে হবে। বৃহৎ উৎপাদনের ভিত্তির ওপর এই রকমের শুরু আপনা থেকেই পৌঁছয় সর্ববিধ আমলাতন্ত্রের ক্রমিক 'অবক্ষয়ের', এমন একটা শৃঙ্খলায়, উদ্ধৃতিচিহ্নহীন শৃঙ্খলা, মজুরি-দাসত্বের সঙ্গে সাদৃশ্যহীন এমন একটা শৃঙ্খলায়, যখন তত্ত্বাবধান ও হিসাবের ক্রমাগত সরল হয়ে ওঠা কাজগুলো সবাই চালাবে পালাক্রমে, তারপর তা হয়ে উঠবে অভ্যাস এবং শেষপর্যন্ত বিশেষ এক স্তরের লোকেদের **বিশেষ** কাজ হিসেবে তার মৃত্যু ঘটবে।

গত শতকের সত্তরের দশকের একজন রসিক জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট ডাকব্যবস্থাকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার নমুনা বলেছিলেন। কথাটা খুবই

ঠিক। আজকাল ডাকব্যবস্থা এমন একটা ব্যাপার যা রাষ্ট্রীয়-**পুঁজিবাদী** একচেটিয়ার ধরনে সংগঠিত। সমস্ত ট্রাস্টকেই সাম্রাজ্যবাদ ক্রমাগত এই ধরনের সংগঠনে রূপান্তরিত করেছে। খাটুনিতে ও খিদেয় নেতিয়ে পড়া 'সাধারণ' মেহনতীদের ওপর এখানেও রয়েছে সেই একই বুর্জোয়া আমলাতন্ত্র। কিন্তু সামাজিক পরিচালনার যন্ত্রব্যবস্থাটা এখানে ইতিমধ্যেই তৈরি হয়ে গেছে। পুঁজিপতিদের উচ্ছেদ করে, সশস্ত্র শ্রমিকদের লৌহবাহুতে এইসব শোষকদের প্রতিরোধ চূর্ণ করে আধুনিক রাষ্ট্রের আমলাতান্ত্রিক যন্ত্রটাকে ধ্বংস করলেই আমরা পাচ্ছি 'পরগাছা' থেকে মুক্ত উচ্চ কৃতকৌশলে সুসজ্জিত এমন একটি যন্ত্রব্যবস্থা, যা কৃতকৌশলী, সর্দার, হিসাবনবীশদের নিয়োগ করে, **সমস্ত** 'রাষ্ট্রীয়' পদাধিকারীদের মতো তাদেরও **সবাইকে** শ্রমিকদের সমান পারিশ্রমিক দিয়ে ঐক্যবদ্ধ শ্রমিকেরা নিজেরাই চালু করতে পুরোপুরি সক্ষম। এই হল সমস্ত ট্রাস্টের ক্ষেত্রেই সুনির্দিষ্ট, ব্যবহারিক, তৎক্ষণাৎ সাধনীয় কর্তব্য, যা শোষণ থেকে মেহনতীদের মুক্ত করছে ও কমিউন কর্তৃক কার্যক্ষেত্রে সূচিত (বিশেষত রাষ্ট্রনির্মাণের ক্ষেত্রে) অভিজ্ঞতার হিসাব নিচ্ছে।

সমস্ত জাতীয় অর্থনীতিকে ডাকব্যবস্থার মতো এমনভাবে সংগঠিত করা, যাতে সশস্ত্র প্রলেতারিয়েতের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনাধীনে **সমস্ত** পদাধিকারীদের মতো কৃতকৌশলী, সর্দার, হিসাবনবীশরা 'মজুরের বেতনের' চেয়ে বেশি পারিশ্রমিক না পায় — এই হল আমাদের আশু লক্ষ্য। আমাদের দরকার এই ধরনের রাষ্ট্র এবং এই ধরনের অর্থনৈতিক ভিত্তিতে। এটাই ঘটাবে পার্লামেন্টপ্রথার বিলোপ ও রক্ষা করবে প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি। এটাই মেহনতী শ্রেণীগুলিকে মুক্ত করবে বুর্জোয়ার হাতে এইসব প্রতিষ্ঠানের গণিকাবৃত্তি থেকে।

৪। জাতীয় ঐক্য গঠন

'...জাতীয় সংগঠনের যে-সংক্ষিপ্ত রূপরেখাটাকে আরও বিকশিত করে তোলার সময় কমিউনের ছিল না, তার মধ্যেই সুস্পষ্ট করে বলা আছে যে কমিউনকেই হতে হবে... ক্ষুদ্রতম গ্রামটিরও রাজনৈতিক রূপ...' কমিউন থেকেই নির্বাচিত হওয়ার কথা ছিল প্যারিসে 'জাতীয় প্রতিনিধিমণ্ডলীর'।

'...কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে অল্প কিন্তু অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ তখনো রয়ে গেল, সেগুলো খারিজ করার কথা ছিল না — ইচ্ছাকৃত

জালিয়াতিতে যা বলা হয়েছে — সেগুলিকে তুলে দেওয়ার কথা ছিল কমিউনের, অর্থাৎ, কঠোরভাবে জবাবদিহিতে বাধ্য কর্মচারীদের হাতে...

'...জাতীয় ঐক্য বিলুপ্তির কথা ছিল না, বরং কমিউন ব্যবস্থায় তা সংগঠিত হত। যে-রাষ্ট্রক্ষমতাটা নিজেকেই জাতীয় ঐক্যের রূপায়ণ বলে জাহির করত কিন্তু চাইত তা থেকে স্বাধীন হতে, তার ঊর্ধ্বে দাঁড়াতে, তাকে ধ্বংস করা মারফত জাতীয় ঐক্য হত বাস্তব। প্রকৃতপক্ষে এই রাষ্ট্রক্ষমতাটা ছিল জাতির দেহে একটা পরগাছা উপবৃদ্ধি... কর্তব্য ছিল সাবেকী সরকারী ক্ষমতার নিছক পীড়নমূলক সংস্থাগুলিকে ছেঁটে দেওয়া এবং তার ন্যায়সঙ্গত কাজগুলিকে সমাজের ঊর্ধ্বে দাঁড়াতে-চাওয়া এক ক্ষমতার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে সমাজের কাছে দায়িত্বশীল সেবকদের হাতে তুলে দেওয়া।'*

সাম্প্রতিক সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির সুবিধাবাদীরা মার্কসের এই বক্তব্য কী পরিমাণে বোঝেন নি, বোধহয় বললে সঠিক হবে যে বুঝতে চান নি, সেটা সবচেয়ে ভাল দেখা যাবে আদর্শভ্রষ্ট বার্নস্টাইনের 'সমাজতন্ত্রের পূর্বশর্ত ও সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির কর্তব্য' নামক হেরোস্ট্র্যাটুস-মার্কা খ্যাতির গ্রন্থে। মার্কসের উদ্ধৃত ঠিক এই কথাগুলি সম্পর্কেই বার্নস্টাইন লিখেছেন যে, এই কর্মসূচিতে 'তার রাজনৈতিক সারবস্তুর দিক থেকে প্রুধোঁর ফেডারেলবাদের সঙ্গে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারেই সাতিশয় সাদৃশ্য প্রকাশ পাচ্ছে... মার্কসের সঙ্গে 'পেটি-বুর্জোয়া' প্রুধোঁর ('পেটি-বুর্জোয়া' কথাটা বার্নস্টাইন দিয়েছেন উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে, যেটা তাঁর মতে, শ্লেষাত্মক হওয়ার কথা) অন্য সমস্ত মতপার্থক্য থাকলেও এই বিষয়গুলিতে ওঁদের ভাবনা যথাসম্ভব কাছাকাছি'। বলাই বাহুল্য, বার্নস্টাইন বলেছেন, পৌরসভাগুলির তাৎপর্য বাড়ছে, কিন্তু 'মার্কস ও প্রুধোঁ যা কল্পনা করেছেন, আধুনিক রাষ্ট্রগুলির অমন বিলোপ (Auflösung — আক্ষরিক অর্থে ভেঙে দেওয়া, গলিয়ে দেওয়া) এবং তাদের সংগঠনের অমন বদল (Umwandlung — ওলটপালট) — জাতীয় সভা হবে প্রাদেশিক অথবা আঞ্চলিক সভার প্রতিনিধি দিয়ে এবং সেগুলি আবার হবে কমিউনের প্রতিনিধি দিয়ে, যাতে জাতীয় প্রতিনিধিত্বের সমস্ত পূর্বতন ধরনই পুরোপুরি অদৃশ্য হচ্ছে —

---

* ক. মার্কস। 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ', ৩ পরিচ্ছেদ। — সম্পাঃ

এটাই গণতন্ত্রের প্রথম কর্তব্য কিনা আমার সন্দেহ আছে' (বার্নস্টাইন, 'পূর্বশর্ত', ১৩৪ ও ১৩৬ পৃঃ, ১৮৯৯ সালের জার্মান সংস্করণ)।

প্রুধোঁর ফেডারেলবাদের সঙ্গে মার্কসের 'পরগাছা রাষ্ট্রক্ষমতা ধ্বংসের' মতবাদকে গুলিয়ে ফেলা এক পৈশাচিক ব্যাপার! কিন্তু সেটা আকস্মিক কিছু নয়, কারণ সুবিধাবাদীর মাথাতেই ঢোকে না যে, মার্কস এখানে আদৌ কেন্দ্রিকতার বিপরীতে ফেডারেলবাদের কথা বলছেন না, বলছেন সমস্ত বুর্জোয়া রাষ্ট্রেই যা বর্তমান, সেই সাবেকী রাষ্ট্রযন্ত্রটিকে চূর্ণের কথা।

সুবিধাবাদীর মাথায় ঢোকে কেবল সেইটুকু যা তিনি তাঁর চারিপাশে, পেটি-বুর্জোয়া গতানুগতিকতা ও 'সংস্কারবাদী' অচলতার পরিবেশে দেখেন, অর্থাৎ শুধু 'পৌরসভাগুলি'! প্রলেতারীয় বিপ্লবের কথাটা ভাবতে পর্যন্ত সুবিধাবাদীটি ভুলে গেছেন।

এটা হাসির কথা। কিন্তু লক্ষণীয় এই যে এই বিষয়ে কেউই বার্নস্টাইনের প্রতিবাদ করেন নি। অনেকেই বার্নস্টাইনকে খণ্ডন করেছেন, বিশেষত রুশ সাহিত্যে প্লেখানভ, ইউরোপীয় সাহিত্যে কাউট্স্কি, কিন্তু বার্নস্টাইনের এই মার্কস-বিকৃতি নিয়ে এঁদের কেউ কোন কথা বলেন নি।

বিপ্লবীর মতো ভাবতে ও বিপ্লব নিয়ে মাথা ঘামাতে সুবিধাবাদীটি এতই ভুলে গেছেন যে, নৈরাজ্যবাদের প্রতিষ্ঠাতা প্রুধোঁর সঙ্গে মার্কসকে গুলিয়ে ফেলে তাঁর ওপর 'ফেডারেলবাদ' চাপিয়ে দিয়েছেন। এবং নৈষ্ঠিক মার্কসবাদী হতে ইচ্ছুক, বৈপ্লবিক মার্কসবাদের মতবাদ রক্ষায় আগ্রহী কাউট্স্কি ও প্লেখানভ সেই প্রসঙ্গে চুপ করে থাকছেন! এইখানেই রয়েছে মার্কসবাদের সঙ্গে নৈরাজ্যবাদের পার্থক্য নিয়ে দৃষ্টিভঙ্গির সেই চূড়ান্ত স্থূলীকরণের একটি মূল, যা হল কাউট্স্কিপন্থী তথা সুবিধাবাদীদের বৈশিষ্ট্য, যা নিয়ে পরে আরও বলব।

কমিউনের অভিজ্ঞতা নিয়ে মার্কসের যে-বক্তব্য তুলে দিয়েছি, তাতে ফেডারেলবাদের চিহ্নমাত্র নেই। প্রুধোঁর সঙ্গে মার্কসের মিল ঠিক এমন একটা জায়গায় যা সুবিধাবাদী বার্নস্টাইনের চোখে পড়ছে না। প্রুধোঁর সঙ্গে মার্কসের গরমিল ঠিক সেই জায়গাটায় যেখানে বার্নস্টাইন দেখছেন মিল।

প্রুধোঁর সঙ্গে মার্কসের মিল এখানে যে, উভয়েই আধুনিক রাষ্ট্রযন্ত্র 'ধ্বংসের' পক্ষে। নৈরাজ্যবাদের সঙ্গে (তথা প্রুধোঁ, তথা বাকুনিনের সঙ্গে) মার্কসবাদের এই মিলটা সুবিধাবাদীরা বা কাউট্স্কিপন্থীরা কেউ দেখতে চাইছেন না, কেননা এই বিষয়ে তাঁরা মার্কসবাদ থেকে সরে গেছেন।

প্রুধোঁ এবং বাকুনিন উভয়ের সঙ্গেই মার্কসের গরমিল ঠিক ফেডারেলবাদের প্রশ্নেই (প্রলেতারীয় একনায়কত্বের কথা ছেড়েই দিলাম)। নৈরাজ্যবাদের পেটি-বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ফেডারেলবাদ আসে একটা নীতি হিসেবে। মার্কস কেন্দ্রবাদী। তাঁর উদ্ধৃত বক্তব্যে কেন্দ্রিকতা থেকে কোন বিচ্যুতি নেই। রাষ্ট্রের প্রতি মধ্যবিত্তসুলভ 'সংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাসে' যারা পরিপূর্ণ কেবল তাদের পক্ষেই বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রের ধ্বংসটাকে কেন্দ্রিকতা ধ্বংস বলে ভাবা সম্ভব!

কিন্তু প্রলেতারিয়েত ও গরিব কৃষকরা যদি রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে নেয়, কমিউনে কমিউনে স্বাধীনভাবে সংগঠিত হয় এবং সমস্ত কমিউনের ক্রিয়াকর্ম **ঐক্যবদ্ধ করে** পুঁজির ওপর আঘাত হানাতে, পুঁজিপতিদের প্রতিরোধ ধ্বংসে আর রেলপথ, কলকারখানা, ভূমি, প্রভৃতির ব্যক্তিমালিকানা **সমগ্র** জাতি, সমগ্র সমাজকে প্রদানে, তাহলে সেটা কি কেন্দ্রিকতা হবে না? সবচেয়ে সুসঙ্গত গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা হবে না? তদুপরি প্রলেতারীয় কেন্দ্রিকতা?

বার্নস্টাইনের মাথায় একথা আদপেই ঢুকতে পারে না যে, স্বেচ্ছামূলক কেন্দ্রিকতা সম্ভব, কমিউনগুলির জাতি হিসেবে স্বেচ্ছামূলক ঐক্য সম্ভব, বুর্জোয়া প্রভুত্ব ও বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্র ধ্বংসের ব্যাপারে প্রলেতারীয় কমিউনগুলির স্বেচ্ছামূলক মিলন সম্ভব। যে-কোন কূপমণ্ডূকের মতো বার্নস্টাইনের কাছেও কেন্দ্রিকতা কল্পনীয় কেবল ওপর থেকে আসা একটা জিনিস হিসেবে, যা কেবল আমলাতন্ত্র ও সমরচক্র দিয়েই চাপিয়ে দেওয়া ও বজায় রাখা সম্ভব।

মার্কস তাঁর মতের ভবিষ্যৎ বিকৃতির সম্ভাবনা দেখেই যেন ইচ্ছে করে এই কথায় জোর দিয়েছিলেন যে, কমিউন নাকি জাতীয় ঐক্য ধ্বংস ও কেন্দ্রীয় ক্ষমতা খারিজ করতে চেয়েছিল। এই অপবাদ একটা ইচ্ছাকৃত জালিয়াতি। বুর্জোয়া, সামরিক, আমলাতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার বিপরীতে সচেতন, গণতান্ত্রিক, প্রলেতারীয় কেন্দ্রিকতাকে তুলে ধরার জন্য মার্কস ইচ্ছে করেই 'জাতীয় ঐক্য গঠন' কথাটা ব্যবহার করেছেন।

কিন্তু... যে শুনতে চায় না সে কালারও অধম। আর রাষ্ট্রক্ষমতা ধ্বংস, পরগাছা ছাঁটাইয়ের কথা শুনতে বর্তমান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির সুবিধাবাদীদের ইচ্ছেই নেই।

৫। পরগাছা রাষ্ট্রের উচ্ছেদ

আমরা আগেই মার্কসের সংশ্লিষ্ট কথাগুলি তুলে দিয়েছি, সেগুলির এখন সম্পূরণ করা উচিত।

> মার্কস লেখেন, '...সাধারণত নতুন ঐতিহাসিক সৃষ্টির এই ভাগ্য হয় যে, সমাজ-জীবনের সাবেকী, এমন কি অপ্রচলিত যে-রূপগুলোর সঙ্গে তাদের কিছুটা সাদৃশ্য থাকে, নতুন প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাদেরই সমগোত্রীয় বলে ধরা হয়। এইভাবে সাম্প্রতিক রাষ্ট্রযন্ত্রকে যা ভাঙছে (bricht — ভেঙে ফেলছে) সেই কমিউনকেও ধরা হল মধ্যযুগীয় কমিউনের পুনর্জন্ম বলে... ছোটো ছোটো রাষ্ট্রের (মঁতেস্ক্য ও জিরন্ডপন্থীরা [৯৩]) জোট হিসেবে... অতিরিক্ত কেন্দ্রিকতার বিরুদ্ধে সাবেকী সংগ্রামের অতিরঞ্জিত রূপ হিসেবে...
>
> '...পরগাছা উপবৃদ্ধির এই যে-'রাষ্ট্র' সমাজের ঘাড় ভেঙে খাচ্ছে ও তার স্বাধীন গতি রুদ্ধ করছে, তা এতদিন পর্যন্ত যেসব শক্তিকে ভক্ষণ করছিল, কমিউন ব্যবস্থায় তা প্রত্যর্পিত হত সমাজদেহে। শুধু এই একটা কাজেই এগিয়ে যেত ফ্রান্সের পুনরুজ্জীবন...
>
> '...কমিউন ব্যবস্থা গ্রাম্য উৎপাদকদের আনত প্রতিটি অঞ্চলের প্রধান প্রধান শহরের আত্মিক পরিচালনাধীনে এবং সেখানে তাদের জন্য শহুরে শ্রমিকদের মধ্যে তাদের স্বার্থের স্বাভাবিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হত। কমিউনের অস্তিত্বটাই, স্বতঃসিদ্ধ একটা ব্যাপার হিসেবে স্থানীয় আত্মশাসন চালিয়েছে, কিন্তু রাষ্ট্রক্ষমতার বিপরীত পাল্লা হিসেবে নয়, সেটা অতঃপর অবান্তর হয়ে গেছে।'*

যা ছিল 'পরগাছা উপবৃদ্ধি' সেই 'রাষ্ট্রক্ষমতার উচ্ছেদ', তার 'কর্তন', তার 'ধ্বংস'। 'অতঃপর অবান্তর রাষ্ট্রক্ষমতা' — কমিউনের অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ করে মার্কস রাষ্ট্রের কথা বলেছেন এইসব ভাষায়।

এসবই লেখা হয়েছিল পঞ্চাশ বছরের সামান্য আগে। আর এখন ব্যাপক জনগণের চেতনায় অবিকৃত মার্কসবাদ পৌঁছে দেবার জন্য হুবহু খননকার্যই চালাতে হচ্ছে। মার্কস যা দেখে গেছেন সেই সর্বশেষ মহাবিপ্লবের পর্যবেক্ষণ

---

* ক. মার্কস। 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ', ৩ পরিচ্ছেদ। — সম্পাঃ

থেকে টানা সিদ্ধান্তগুলো ভুলে বসা হল ঠিক এমন সময় যখন পরবর্তী প্রলেতারীয় মহাবিপ্লবগুলির কাল ঘনিয়ে এসেছে।

> '...কমিউনের বহুবিধ ব্যাখ্যা ও তাতে অভিব্যক্ত বহুবিধ স্বার্থ থেকে প্রমাণ হয় যে, কমিউন ছিল অতিশয় নমনীয় একটি রাজনৈতিক রূপ, যেখানে আগেকার সমস্ত ধরনের সরকারই ছিল প্রকৃতিগতভাবে পীড়নমূলক। তার আসল রহস্য হল এটা ছিল আসলে **শ্রমিক শ্রেণীর সরকার**, দখলকারী শ্রেণীর বিরুদ্ধে উৎপাদক শ্রেণীর সংগ্রামের পরিণাম, এটি ছিল অবশেষে আবিষ্কৃত সেই রাজনৈতিক আধার যার মধ্য দিয়ে কার্যকর হতে পারে শ্রমের অর্থনৈতিক মুক্তি...
>
> 'এই শেষ শর্তটি ছাড়া কমিউন ব্যবস্থা হত অসম্ভব ও প্রতারণা...'*

সমাজের সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠন চালাবার মতো রাজনৈতিক আধার 'আবিষ্কারে' ব্যস্ত ছিল ইউটোপীয়রা। নৈরাজ্যবাদীরা রাজনৈতিক আধারের প্রশ্নটা একেবারেই উড়িয়ে দেয়। আধুনিক সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির সুবিধাবাদীরা পার্লামেণ্টারি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বুর্জোয়া রাজনৈতিক আধারগুলিকে সীমা হিসেবে নিয়েছে, সে তো আর পেরন যায় না, মাথা ঠুকে এই 'আদর্শের' পূজা করে তারা এই আধারকে **ভাঙার** যে-কোন প্রচেষ্টাকেই নৈরাজ্যবাদ বলে ঘোষণা করেছে।

সমাজতন্ত্র ও রাজনৈতিক সংগ্রামের সমস্ত ইতিহাস থেকে মার্কস সিদ্ধান্ত টানলেন যে, রাষ্ট্র অবশ্যই বিলুপ্ত হবে, তার বিলোপের উৎক্রমণী রূপ (রাষ্ট্র থেকে অ-রাষ্ট্রে উৎক্রমণ) হবে 'শাসক শ্রেণী রূপে সংগঠিত প্রলেতারিয়েত'। কিন্তু এই ভবিষ্যতের রাজনৈতিক **আধার আবিষ্কার করতে** মার্কস যান নি। তিনি সীমাবদ্ধ থাকেন ফরাসী ইতিহাসের যথাযথ পর্যবেক্ষণে, তার বিশ্লেষণে এবং ১৮৫১ সালে পৌঁছন সিদ্ধান্তে: ব্যাপারটা যাচ্ছে বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্র **ধ্বংসের** দিকে।

এবং প্রলেতারিয়েতের গণবৈপ্লবিক আন্দোলন যখন ফেটে পড়ল, তখন সেই আন্দোলনের ব্যর্থতা সত্ত্বেও, তার ক্ষণস্থায়িত্ব ও সুপ্রকট দুর্বলতা সত্ত্বেও মার্কস অধ্যয়ন করতে লাগলেন কী আধার তা **আবিষ্কার করেছে।**

কমিউন — এই হল প্রলেতারীয় বিপ্লবে 'অবশেষে আবিষ্কৃত' আধার, যার মধ্য দিয়ে কার্যকর হতে পারে শ্রমের অর্থনৈতিক মুক্তি।

---

* ঐ। — সম্পাঃ

কমিউন — এই হল প্রলেতারীয় বিপ্লবের পক্ষ থেকে বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্র **ধ্বংসের** প্রথম প্রচেষ্টা এবং 'অবশেষে আবিষ্কৃত' সেই রাজনৈতিক আধার যা দিয়ে বিধ্বস্ত আধারটাকে **বদলান** সম্ভব এবং কর্তব্যও।

পরের আলোচনাগুলোয় আমরা দেখব যে, ১৯০৫ ও ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লব অন্য পরিস্থিতিতে, অন্য অবস্থায় কমিউনের কাজটাই চালিয়ে যাচ্ছে এবং সমর্থন করছে মার্কসের প্রতিভাদীপ্ত ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ।

পঞ্চম অধ্যায়

রাষ্ট্র অবক্ষয়ের অর্থনৈতিক ভিত্তি

সমস্যাটির আদ্যোপান্ত একটা ব্যাখ্যা মার্কস দিয়েছেন তাঁর 'গোথা কর্মসূচির সমালোচনায়' (১৮৭৫ সালের ৫ মে'র ব্রাক্কে-র নিকট চিঠি, ছাপা হয় কেবল ১৮৯১ সালে, *Neue Zeit*, IX, ১, পত্রিকায়, পৃথক সংস্করণ হিসেবে রুশ ভাষাতেও প্রকাশিত)। এই আশ্চর্য রচনাটিতে বিতর্কের যে-অংশটায় লাসালপন্থার (৯৪) সমালোচনা আছে সেটায়, বলা যেতে পারে, ঢাকা পড়ে গেছে তার ইতিবাচক অংশটা, যথা: কমিউনিজমের বিকাশের সঙ্গে রাষ্ট্র অবক্ষয়ের যে-সম্পর্ক আছে তার বিশ্লেষণ।

১। মার্কস কর্তৃক প্রশ্নটির উপস্থাপন

ব্রাক্কে-র নিকট মার্কসের ১৮৭৫ সালের ৫ মে'র চিঠির সঙ্গে বেবেলের নিকট এঙ্গেলসের ১৮৭৫ সালের ২৮ মার্চ তারিখের পূর্বালোচিত চিঠির ভাসাভাসা তুলনায় মনে হতে পারে যে, এঙ্গেলসের চেয়ে মার্কস অনেক বেশি 'রাষ্ট্রসমর্থক', রাষ্ট্রপ্রসঙ্গে উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গিতে যেন যথেষ্ট পার্থক্য আছে।

বেবেলকে এঙ্গেলস রাষ্ট্র নিয়ে বাগ্‌বিস্তার পুরোপুরি থামাবার জন্য, কর্মসূচি থেকে রাষ্ট্র কথাটি একেবারেই তুলে দিয়ে তার জায়গায় 'পঞ্চায়েৎ' কথাটি বসাবার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন। এঙ্গেলস এমন কি, এই ঘোষণাই করেছেন যে, সঠিক অর্থে কমিউন আর রাষ্ট্র ছিল না। অথচ মার্কস এমন কি 'কমিউনিস্ট সমাজের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রিকতার কথাই বলছেন, অর্থাৎ এমন কি কমিউনিজমের আমলেও মার্কস যেন-বা রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করছেন।

কিন্তু এরকম ধারণা আমূল ভ্রান্ত। খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে, রাষ্ট্র ও তার অবক্ষয় নিয়ে মার্কস ও এঙ্গেলসের দৃষ্টিভঙ্গি পুরোপুরি অভিন্ন, মার্কসের পূর্বোদ্ধৃত উক্তিটি ঠিক এই **মুমূর্ষু** রাষ্ট্র নিয়েই।

একথা পরিষ্কার যে, **ভবিষ্যতে** 'অবক্ষয়ের' কোন মুহূর্ত ধার্য করার কথাই উঠতে পারে না, সেটা আরও এই কারণে যে, অবক্ষয় স্বভাবতই একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া। মার্কস ও এঙ্গেলসের মধ্যে এই আপাতপ্রতীয়মান পার্থক্যের কারণ হল তাঁদের গৃহীত বিষয়বস্তু ও অনুসৃত লক্ষ্য ছিল পৃথক। রাষ্ট্র সম্পর্কে প্রচলিত (লাসালও যা কম গ্রহণ করেন নি) কুসংস্কারগুলির পুরো অযৌক্তিকতা বেবেলকে জাজ্বল্যমান ও তীব্র রূপে, বড়ো আঁচড়ে দেখাবার কর্তব্য নিয়েছিলেন এঙ্গেলস। মার্কস শুধু কথাচ্ছলে **এই** সমস্যা ছুঁয়ে গেছেন, তাঁর আগ্রহ অন্য প্রসঙ্গে: কমিউনিস্ট সমাজের **বিকাশে**।

বিকাশের তত্ত্বটিকে তার সর্বাধিক সুসঙ্গত, পরিপূর্ণ, সুচিন্তিত ও সারসমৃদ্ধ রূপে আধুনিক পুঁজিবাদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ নিয়েই মার্কসের সমস্ত তত্ত্ব। স্বভাবতই মার্কসের কাছে প্রশ্ন ছিল পুঁজিবাদের **আসন্ন** বিপর্যয় ও **ভবিষ্যৎ** কমিউনিজমের **ভবিষ্যৎ** বিকাশে সেই তত্ত্ব প্রয়োগ করা।

ভবিষ্যৎ কমিউনিজমের ভবিষ্যৎ বিকাশের প্রশ্নটি হাজির করা যায় কোন কোন **তথ্যের** ভিত্তিতে?

এই ভিত্তিতে যে, তা **উদ্ভূত হচ্ছে** পুঁজিবাদ থেকে, ঐতিহাসিকভাবে বেড়ে উঠছে পুঁজিবাদ থেকে, পুঁজিবাদ যেসব সামাজিক শক্তির **জন্ম দিয়েছে** এটা হল তাদেরই ক্রিয়ার পরিণাম। কোন অজ্ঞেয় একটা ইউটোপিয়া রচনার, খামকা তা আন্দাজ করতে যাবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা মার্কস করেন নি। নতুন একটি জীবপ্রজাতির এই-এইভাবে উৎপত্তি হয়েছে ও ঠিক এই-এই নির্দিষ্ট ধারায় তার পরিবর্তন ঘটছে, এটা একবার জানার পর প্রকৃতিবিদ যেভাবে তার বিকাশের প্রশ্নটি হাজির করবেন, মার্কসও ঠিক সেইভাবেই কমিউনিজমের প্রশ্নটি উপস্থাপিত করেছেন।

রাষ্ট্র ও সমাজের সহ-সম্পর্কের প্রশ্নে গোথা কর্মসূচি যত বিভ্রান্তি ঢুকিয়েছিল, সর্বাগ্রে তা ঝেঁটিয়ে দূর করেছেন মার্কস।

> তিনি লিখছেন: '...বর্তমান সমাজ হল পুঁজিবাদী সমাজ, যা মধ্যযুগীয় মিশেল থেকে অল্পবিস্তর মুক্ত, প্রতিটি দেশের ঐতিহাসিক বিকাশের বৈশিষ্ট্যে অল্পবিস্তর পরিবর্তিত, অল্পবিস্তর বিকশিত প্রতিটি সভ্য দেশেই যা বিদ্যমান। এর বিপরীতে 'বর্তমান রাষ্ট্র' প্রতিটি

রাষ্ট্রসীমান্তের সঙ্গে সঙ্গেই বদলাচ্ছে। প্রুশীয়-জার্মান সাম্রাজ্যে তা সুইজারল্যাণ্ডের চেয়ে একেবারেই অন্য রকম, ইংলণ্ডে তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে পুরোপুরিই আলাদা। সুতরাং 'বর্তমান রাষ্ট্র' একটা অলীক কাহিনী।

'তাহলেও, বিভিন্ন সভ্য দেশের বিভিন্ন রাষ্ট্রের রূপের বিচিত্র রকমারি সত্ত্বেও তাদের ভেতরে এই একটা মিল আছে: তারা অল্পবিস্তর পুঁজিবাদী ধরনে বিকশিত আধুনিক বুর্জোয়া সমাজের ভিত্তিতে দণ্ডায়মান। তাই, তাদের কতকগুলি সাধারণ মৌলিক লক্ষণ আছে। এইদিক থেকে যখন তাদের বর্তমান শিকড়, বুর্জোয়া সমাজ মরে যাবে, তখন ভবিষ্যতের বিপরীতে 'বর্তমান রাষ্ট্রিকতা' সম্পর্কে কথা বলা সম্ভব।

'তারপর প্রশ্ন দাঁড়ায়: কমিউনিস্ট সমাজে রাষ্ট্রিকতার কী রূপান্তর ঘটবে? অন্য কথায়, এখনকার রাষ্ট্রীয় কাজগুলির অনুরূপ কী কী সামাজিক কাজ তখনো থেকে যাবে? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় কেবল বৈজ্ঞানিক উপায়ে; 'রাষ্ট্র' শব্দটির সঙ্গে 'জন' শব্দটির হাজারবার যোগাযোগেও তার বিন্দুমাত্র সমাধান হবে না...'

এইভাবে 'জনরাষ্ট্রের' সমস্ত কথাকে উপহাস করে মার্কস দেখিয়েছেন কীভাবে প্রশ্নটি উপস্থিত করতে হয় এবং সতর্ক করে দিয়েছেন যে, তার বৈজ্ঞানিক জবাব কেবল সুপ্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভিত্তিতেই পাওয়া সম্ভবপর।

বিকাশের সমস্ত তত্ত্ব দ্বারা ও সাধারণভাবে সমস্ত বিজ্ঞান দ্বারা পুরোপুরি যাথার্থ্যে যে-তথ্যটি সুপ্রতিষ্ঠিত (যেটা ভুলে যেতেন ইউটোপীয়রা এবং এখন ভুলছেন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে ভয়-পাওয়া বর্তমান সুবিধাবাদীরা) সেটা হল: পুঁজিবাদ থেকে কমিউনিজমে **উৎক্রমণের** জন্য ইতিহাসের দিক থেকে একটা বিশেষ পর্যায় অথবা বিশেষ ধাপ থাকার অপরিহার্যতা।

২। পুঁজিবাদ থেকে কমিউনিজমে উৎক্রমণ

মার্কস বলছেন: ...'পুঁজিবাদী ও কমিউনিস্ট সমাজের মাঝখানে আছে প্রথমটির দ্বিতীয়টিতে বৈপ্লবিক রূপান্তরের একটা কালপর্ব। সেই কালপর্বের আনুষঙ্গিক একটি রাজনৈতিক উৎক্রমণ পর্বও আছে,

যেখানে রাষ্ট্র **প্রলেতারিয়েতের বৈপ্লবিক একনায়কত্ব** ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না...'

মার্কসের এই সিদ্ধান্ত দাঁড়িয়ে আছে আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজে প্রলেতারিয়েত গৃহীত ভূমিকার বিশ্লেষণের ওপর, সেই সমাজের বিকাশ এবং প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়ার স্বার্থের আপসহীন বৈপরীত্যের তথ্যের ওপর।

আগে সমস্যাটা রাখা হত এইভাবে: স্বীয় মুক্তি অর্জনের জন্য প্রলেতারিয়েতের উচিত বুর্জোয়াকে উচ্ছেদ করে, রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে নিজের বৈপ্লবিক একনায়কত্ব স্থাপন করা।

এখন প্রশ্নটা রাখা হচ্ছে একটু অন্যভাবে: কমিউনিজমের দিকে বিকাশমান পুঁজিবাদী সমাজ থেকে কমিউনিস্ট সমাজে উৎক্রমণ একটা 'রাজনৈতিক উৎক্রমণ পর্ব' ছাড়া অসম্ভব এবং এই কালপর্বের রাষ্ট্র হওয়া সম্ভব কেবল প্রলেতারিয়েতের বৈপ্লবিক একনায়কত্ব।

এই একনায়কত্বের সঙ্গে গণতন্ত্রের সম্পর্ক কী?

আমরা দেখেছি যে, 'শাসক শ্রেণীরূপে প্রলেতারিয়েতের রূপান্তর' এবং 'গণতন্ত্র অর্জন' এই দুটি বক্তব্যকে 'কমিউনিস্ট ইস্তাহার' স্রেফ পাশাপাশি রেখেছে। পুঁজিবাদ থেকে কমিউনিজমের দিকে উৎক্রমণের সময় গণতন্ত্র কীভাবে বদলায় সেটা পূর্বালোচিত সমস্ত বক্তব্য থেকে যথাযথরূপে নির্ণয় করা সম্ভব।

পুঁজিবাদী সমাজে, তার বিকাশের সর্বাধিক অনুকূল পরিস্থিতিতে আমরা পাই গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে অল্পবিস্তর পরিপূর্ণ গণতান্ত্রিকতা। কিন্তু এই গণতান্ত্রিকতা সর্বদাই পুঁজিবাদী শোষণের সংকীর্ণ কাঠামোয় পিষ্ট এবং সেইহেতু কার্যত সর্বদাই তা থেকে যায় কেবল সংখ্যালঘুর জন্য, কেবল বিত্তবান শ্রেণীগুলির জন্য, কেবল ধনীদের জন্য গণতান্ত্রিকতা হিসেবেই। পুঁজিবাদী সমাজে স্বাধীনতা সর্বদাই থেকে যায় মোটামুটি প্রাচীন গ্রীক প্রজাতন্ত্রের স্বাধীনতার মতো: দাসমালিকদের স্বাধীনতা। আধুনিক মজুরি-দাসেরা পুঁজিবাদী শোষণের পরিস্থিতির ফলে, অভাব ও দারিদ্র্যে এতই অবদমিত থেকে যায় যে, তাদের মনোভাব হয়, 'রাখো তোমার গণতন্ত্র', 'রাখো তোমার রাজনীতি', সাধারণ শান্তিপূর্ণ ঘটনাধারায় জনগণের অধিকাংশই থাকে সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনের শরিকানা থেকে বঞ্চিত।

এই উক্তির যাথার্থ্য সম্ভবত স্পষ্টতমভাবে সমর্থিত হয় জার্মানিতে

ঠিক এইজন্য যে, এই রাষ্ট্রে সাংবিধানিক বৈধতা চালু থাকে আশ্চর্য দীর্ঘকাল ধরে ও পাকাপোক্তরূপে, প্রায় অর্ধশতক (১৮৭১-১৯১৪), এবং সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি এই সময়ের মধ্যে অন্য যে-কোন দেশের তুলনায় 'বৈধাবস্থা ব্যবহারের' জন্য এবং দুনিয়ায় সবচেয়ে বেশি করে রাজনৈতিক পার্টিতে শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করার জন্য অনেক কিছু করেছে।

পুঁজিবাদী সমাজে জ্ঞাত রাজনৈতিকভাবে সচেতন ও সক্রিয় মজুরি-দাসের এই সবচেয়ে বেশি মাত্রাটা কী পরিমাণ? দেড় কোটি মজুরি-শ্রমিকের মধ্যে দশ লক্ষ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সদস্য! দেড় কোটির মধ্যে তিরিশ লক্ষ ট্রেড ইউনিয়নে সংঘবদ্ধ!

নগণ্য সংখ্যাল্পের জন্য গণতন্ত্র, ধনীদের জন্য গণতন্ত্র — এই তো পুঁজিবাদী সমাজের গণতান্ত্রিকতা। যদি পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের শাসনযন্ত্রটা আর একটু খুঁটিয়ে দেখি, তাহলে ভোটাধিকারের 'তুচ্ছ', তথাকথিত তুচ্ছ খুঁটিনাটিতে (বসবাসের শর্ত, নারীদের বহির্ভূতি, ইত্যাদি), প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির কৃৎকৌশলে, সমাবেশ অধিকারের বাস্তব বাধায় (সামাজিক ভবনগুলি 'ভিখিরিদের' জন্য নয়!), দৈনিক সংবাদপত্রের খাঁটি পুঁজিবাদী সংগঠন, ইত্যাদি, ইত্যাদিতে সর্বত্রই আমরা দেখব গণতান্ত্রিকতার সীমাবদ্ধতার পর সীমাবদ্ধতা। গরিবদের বিরুদ্ধে এই সব সীমাবদ্ধতা, ব্যত্যয়, ব্যতিক্রম, বাধাগুলি মনে হয় তুচ্ছ, বিশেষত তার চোখে যে কখনো নিজে অভাব সহ্য করে নি ও নিপীড়িত শ্রেণীগুলির ব্যাপক জীবনযাপনের সঙ্গে যার ঘনিষ্ঠতা নেই (আর বুর্জোয়া প্রাবন্ধিক ও রাজনীতিকদের মধ্যে তেমন লোকই শতকরা নিরানব্বই জন না হলেও অন্তত দশের মধ্যে ন'জন তো বটেই)। কিন্তু, সব মিলিয়ে এই সীমাবদ্ধতাগুলি রাজনীতি থেকে, গণতন্ত্রে সক্রিয় অংশগ্রহণ থেকে গরিবদের বাদ দেয় বিতাড়িত করে।

কয়েক বছরে একবার করে নিপীড়িতদের স্থির করতে দেওয়া হয় নিপীড়ক শ্রেণীর ঠিক কোন প্রতিনিধিটি পার্লামেণ্টে তাদের প্রতিনিধিত্ব করবে ও তাদেরই দমন করবে — কমিউনের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণের সময় এই কথা বলে মার্কস পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের **মর্মার্থটি** চমৎকারভাবে ব্যক্ত করেছিলেন!*

কিন্তু এই পুঁজিবাদী গণতন্ত্র থেকে — যা হল অনিবার্যরূপেই সংকীর্ণ ও যা গোপনে গরিবদের বিতাড়িত-করা এবং সেই কারণে সমূহ ভণ্ড ও

---

* ক. মার্কস। 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ', ৩ পরিচ্ছেদ। — সম্পাঃ

মিথ্যাচারী এই গণতন্ত্র থেকে — সহজে, সোজাসুজি ও মসৃণভাবে অগ্রগতি ঘটে না 'ক্রমাগত বৃহত্তর ও বৃহত্তর গণতন্ত্রের দিকে', যা ভাবেন উদারনীতিক অধ্যাপক ও পেটি-বুর্জোয়া সুবিধাবাদীরা। না, অগ্রগতি, অর্থাৎ কমিউনিজমের দিকে বিকাশ এগোয় প্রলেতারীয় একনায়কত্বের মধ্য দিয়ে, অন্যভাবে এগুন যায় না। কেননা, শোষক পুঁজিপতিদের **প্রতিরোধ চূর্ণ করার** মতো আর কেউ বা অন্যতর কোন পথ নেই।

এবং প্রলেতারীয় একনায়কত্ব, অর্থাৎ উৎপীড়কদের দমনের জন্য শাসক শ্রেণীরূপে উৎপীড়িতদের অগ্রবাহিনীর সংগঠন স্রেফ কেবল গণতন্ত্রের প্রসারে পর্যবসিত হতে পারে না। গণতান্ত্রিকতার বিপুল প্রসারের **সঙ্গে সঙ্গে**, এই **সর্বপ্রথম** গণতান্ত্রিকতা ধনীদের বদলে গরিবদের জন্য, জনগণের জন্য গণতান্ত্রিকতা, হয়ে উঠার কল্যাণে প্রলেতারীয় একনায়কত্ব নিপীড়ক, শোষক ও পুঁজিপতিদের স্বাধীনতার উপর একপ্রস্ত বাধানিষেধ চাপায়। মজুরি-দাসত্ব থেকে মানবজাতির মুক্তির জন্য তাদের দমন করতেই হবে, তাদের প্রতিরোধ চূর্ণ করতে হবে বলপ্রয়োগে — একথা পরিষ্কার যে, যেখানে দমন রয়েছে, বলপ্রয়োগ রয়েছে, সেখানে স্বাধীনতা নেই, গণতন্ত্র নেই।

পাঠকদের মনে আছে, বেবেলের নিকট পত্রে এঙ্গেলস ব্যাপারটা চমৎকারভাবে প্রকাশ করেন এই বলে যে, 'প্রলেতারিয়েতের কাছে রাষ্ট্রের প্রয়োজন স্বাধীনতার জন্য নয়, প্রতিপক্ষীয়দের দমনের জন্য আর যখন স্বাধীনতার কথা বলা সম্ভব হবে, তখন রাষ্ট্র থাকবে না'*।

জনগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের জন্য গণতন্ত্র এবং জনগণের শোষক ও নিপীড়কদের বলপ্রয়োগে দমন অর্থাৎ গণতন্ত্র থেকে বহিষ্কার — গণতন্ত্রের এই রূপান্তরই ঘটে পুঁজিবাদ থেকে কমিউনিজমে **উৎক্রমণের** সময়।

কেবল কমিউনিস্ট সমাজে, পুঁজিপতিদের প্রতিরোধ যখন চূড়ান্তরূপেই চূর্ণ, পুঁজিপতিরা যখন বিলুপ্ত, যখন শ্রেণী আর নেই (অর্থাৎ উৎপাদনের সামাজিক উপায়ের সঙ্গে সম্পর্কের দিক থেকে সমাজসভ্যদের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই) **মাত্র** তখনই 'রাষ্ট্র লোপ পায় ও **স্বাধীনতার কথা বলা সম্ভব হয়'**। কেবল তখনই সত্যসত্যই পরিপূর্ণ, সত্যসত্যই সর্ববিধ ব্যত্যয় ছাড়া গণতন্ত্র সম্ভবপর এবং তা কার্যকর হবে। এবং কেবল তখনই গণতন্ত্র **অবক্ষয়িত হতে** শুরু করে নিতান্ত এই ঘটনাচক্রের জন্য যে, পুঁজিবাদী দাসত্ব থেকে,

---

* ফ. এঙ্গেলস। ১৮৭৫ সালের ১৮-২৮ মার্চ বেবেলের কাছে লেখা চিঠি। — সম্পাঃ

পুঁজিবাদী শোষণের অসংখ্য বীভৎসতা, বন্যতা, উদ্ভটতা ও জঘন্যতা থেকে মুক্ত লোকেরা যুগযুগ ধরে জ্ঞাত এবং হাজার হাজার বছর ধরে সমস্ত হিতোপদেশে পুনরুক্ত সমাজ-জীবনের প্রাথমিক নিয়মগুলি পালনে **অভ্যস্ত হবে,** তা পালনে অভ্যস্ত হবে বিনা জবরদস্তিতে, বিনা বাধ্যবাধকতায়, বিনা আজ্ঞাধীনতায় — বাধ্য করার সেই **বিশেষ যন্ত্রটি ছাড়াই,** যাকে বলা হয় রাষ্ট্র।

'রাষ্ট্র **অবক্ষয়িত হয়**' কথাটি খুবই সুনির্বাচিত, কেননা তাতে প্রক্রিয়াটির ক্রমিকতা ও স্বতঃস্ফূর্তি দুই-ই নির্দিষ্ট হয়েছে। ব্যাপারটা ঘটাতে পারে কেবল অভ্যাস এবং নিঃসন্দেহেই তা ঘটাবে, কেননা আমাদের চারপাশে লক্ষ বার করে আমরা দেখছি শোষণ না থাকলে, বিক্ষুব্ধ করার মতো, রোষ ও বিদ্রোহ উদ্রেকের মতো, **দমনের** আবশ্যিকতা ঘটাবার মতো কিছু না থাকলে মানুষ কত সহজেই না তাদের পক্ষে সমাজ-জীবনের আবশ্যক নিয়মগুলি পালনে অভ্যস্ত হয়ে যায়।

অতএব: পুঁজিবাদী সমাজে আমরা পাই কাটাছেঁড়া, হতচ্ছাড়া, জালকরা একটা গণতন্ত্র, যা কেবল ধনীদের জন্য, সংখ্যালঘুর জন্য। প্রলেতারীয় একনায়কত্ব, কমিউনিজমে উৎক্রমণের পর্বটাই প্রথম দেবে শোষকদের উপর, সংখ্যালঘুদের আবশ্যকীয় দমনের সঙ্গে সঙ্গে জনগণের জন্য, সংখ্যাগুরুর জন্য গণতন্ত্র। কেবল কমিউনিজমই দিতে পারে সত্যিকার পরিপূর্ণ গণতন্ত্র, এবং সেই গণতন্ত্র যতই পরিপূর্ণ হবে, ততই দ্রুত তা নিষ্প্রয়োজন হয়ে দাঁড়াবে, আপনা থেকেই অবক্ষয়িত হবে।

অন্য কথায়: পুঁজিবাদে আমরা পাই সঠিক অর্থে একটি রাষ্ট্র, এক শ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণীকে, তদুপরি সংখ্যালঘু কর্তৃক সংখ্যাগুরুদের দমনের একটা বিশেষ যন্ত্র। বোঝাই যায় যে, সংখ্যালঘু শোষক কর্তৃক সংখ্যাগুরু শোষিতদের নিয়মিত দমনের মতো একটা ব্যাপার সফল হতে হলে দরকার দমনের চূড়ান্ত হিংস্রতা ও পাশবিকতা, দরকার রক্তের একটা সমুদ্র, তাই উজিয়েই মানবজাতি চলেছে দাসত্বে, ভূমিদাসত্বে, মজুরিদাসত্বে।

তারপর, পুঁজিবাদ থেকে কমিউনিজমে **উৎক্রমণের** সময় দমন **তখনো** দরকার, তবে সেটা সংখ্যাগুরু শোষিত কর্তৃক সংখ্যালঘু শোষকদের দমন। বিশেষ হাতিয়ার, দমনের বিশেষ যন্ত্র হিসেবে 'রাষ্ট্র' **তখনো** দরকার, কিন্তু সেটা তখন উৎক্রমণমূলক রাষ্ট্র, সঠিক অর্থে সেটা আর তখন রাষ্ট্র নয়, কেননা দাস, ভূমিদাস, মজুরি-শ্রমিকদের বিদ্রোহ দমনের তুলনায় **গতকালের** মজুরিদাসদের সংখ্যাগুরু কর্তৃক শোষকদের সংখ্যালঘুকে দমন করার কাজটা এতই সহজ, সাধারণ ও স্বাভাবিক যে, মানবজাতিকে সেইজন্য অনেক কম

মূল্য দিতে হবে। এবং তাতে জনসংখ্যার এতই বিপুল একটা সংখ্যাগরিষ্ঠের মধ্যে গণতন্ত্রের সম্প্রসারণ সম্ভব হয়ে ওঠে যে দমনের **বিশেষ যন্ত্রের** প্রয়োজন লোপ পেতে শুরু করে। খুবই স্বাভাবিক যে, শোষকেরা এরূপ কাজের জন্য জটিলতম যন্ত্র ছাড়া জনগণকে দমন করতে অক্ষম, কিন্তু **জনগণ** শোষকদের দমন করতে পারে অত্যন্ত সরল 'যন্ত্রের' সাহায্যেই, প্রায় 'যন্ত্র' ছাড়াই, বিশেষ হাতিয়ার ছাড়াই — নিতান্তই **সশস্ত্র জনগণের সংগঠন দিয়েই** (একটু এগিয়ে বলি, যেমন, শ্রমিক এবং সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত)।

পরিশেষে, রাষ্ট্রের পরিপূর্ণ নিষ্প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় কেবল কমিউনিজমে, কেননা, তখন দমন করার মতো **কেউ** থাকছে **না** — 'কেউ', এটা অবশ্য **শ্রেণীর** অর্থে, জনগণের নির্দিষ্ট একটা অংশের সঙ্গে প্রণালীবদ্ধ সংগ্রামের অর্থে। আমরা মোটেই ইউটোপীয় নই এবং **ব্যক্তিবিশেষের** অনাচার তথা **সেরূপ** অনাচার দমনের আবশ্যিকতা যে আছে এই সম্ভাবনা এবং অনিবার্যতা আমরা এতটুকু অস্বীকার করি না। কিন্তু প্রথমত, সেইজন্য দমনের বিশেষ যন্ত্রের প্রয়োজন নেই, সশস্ত্র জনগণ নিজেরাই সেই কাজটা তেমনি সহজে ও অনায়াসে করবে যেভাবে, এমন কি বর্তমান সমাজেই সুসভ্য জনতা মারপিট ছাড়িয়ে দেয় কিংবা নারীর ওপর বলাৎকার হতে দেয় না। দ্বিতীয়ত, আমরা জানি যে, সমাজ-জীবনের নিয়ম লঙ্ঘন-করা অনাচারের মূল কারণ হল জনগণের উপর শোষণ, তাদের অভাব-অনটন। অনাচারের এই প্রধান কারণটা দূর হলেই অনাচারও অনিবার্যভাবেই **'অবক্ষয়িত হতে'** শুরু করবে। সেটা কত তাড়াতাড়ি ও কী ক্রমিকতায় হবে তা আমরা জানি না। কিন্তু, আমরা জানি যে, ওগুলো অবক্ষয়িত হবেই। ওগুলি অবক্ষয়িত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রও **অবক্ষয়িত হবে।**

সেই ভবিষ্যৎ সম্পর্কে **আজ** যা নির্ধারণ করা যায়, মার্কস ইউটোপিয়া ছাড়াই সেটা আরও বিশদে নির্ধারণ করেছেন, যথা: কমিউনিস্ট সমাজের নিম্ন ও উচ্চ পর্যায়ের (ধাপ, স্তর) মধ্যেকার তফাৎ।

৩। কমিউনিস্ট সমাজের প্রথম পর্যায়

সমাজতন্ত্রে শ্রমিকেরা 'অকর্তিত' অথবা 'পূর্ণ শ্রমফল' পাবে, লাসালের এই ধারণাকে মার্কস 'গোথা কর্মসূচির সমালোচনায়' বিশদে খণ্ডন করেছেন। মার্কস দেখিয়েছেন যে, সমগ্র সমাজের সামগ্রিক সামাজিক শ্রম থেকে মজুত তহবিল, উৎপাদন প্রসারের তহবিল ও যন্ত্রপাতির 'ক্ষয়ক্ষতি' পূরণের

তহবিল, ইত্যাদি কেটে রাখা প্রয়োজন, তারপর ভোগ্যবস্তু থেকে রাখা দরকার ব্যবস্থাপনা, স্কুল, হাসপাতাল, বার্ধক্যভবন, ইত্যাদির খরচা।

লাসালের ঝাপসা, অস্পষ্ট, সাধারণ বুলির ('শ্রমিকদের জন্য পূর্ণ শ্রমফল') বদলে ঠিক কীভাবে সমাজতান্ত্রিক সমাজ তার কার্যকলাপ চালাবে. মার্কস তার একটা সঙ্গত হিসাব দিয়েছেন। যে-সমাজে পুঁজিবাদ থাকবে না, তার পরিস্থিতির এক **সুনির্দিষ্ট** বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে মার্কস বলছেন:

> 'এখানে আলোচ্য বিষয় হচ্ছে' (শ্রমিক পার্টির কর্মসূচি বিচারে) 'এমন কমিউনিস্ট সমাজ নিয়ে নয় যা তার নিজস্ব ভিত্তিতে **বেড়ে উঠেছে,** বরং তেমন কমিউনিস্ট সমাজ নিয়ে যা সবেমাত্র ঠিক পুঁজিবাদী সমাজ থেকেই **বেরিয়ে আসছে** এবং সেই কারণে অর্থনৈতিক, নৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিগত, সমস্ত দিক দিয়েই পুরনো সমাজের গর্ভজাত হিসাবে যে তখনো তার ছাপ বহন করছে।'

পুঁজিবাদের গর্ভ থেকে সদ্যপ্রসূত এই কমিউনিস্ট সমাজ, যে সমস্ত দিক দিয়েই পুরনো সমাজের ছাপ বহন করছে, একেই মার্কস বলেছেন কমিউনিস্ট সমাজের 'প্রথম' অথবা নিম্ন পর্যায়।

উৎপাদনের উপায়ে তখন আর কোন লোকের ব্যক্তিগত মালিকানা নেই। উৎপাদনের উপায় হল সমগ্র সমাজের সম্পত্তি। সমাজের প্রতিটি সদস্য সমাজগ্রাহ্য কাজের নির্দিষ্ট একটা অংশ সম্পন্ন করে সমাজের কাছ থেকে এই প্রত্যয়পত্র পায় যে, সে অমুক পরিমাণ কাজ করেছে। এই প্রত্যয়পত্র অনুসারে সে ভোগ্যবস্তুর সামাজিক ভাণ্ডার থেকে পায় যথাযোগ্য পরিমাণ সামগ্রী। সামাজিক তহবিলে দেয় শ্রম বাদ দিয়ে, প্রতিটি শ্রমিক সেইজন্য সমাজকে যতটা দেয় সে নিজে ততটাই পায়।

মনে হবে যেন 'সমতার' রাজ্য।

কিন্তু এইরূপ সমাজব্যবস্থার (সাধারণত একে বলা হয় সমাজতন্ত্র, মার্কস কিন্তু একে বলেছেন কমিউনিজমের প্রথম পর্যায়) কথা মনে রেখে লাসাল যখন বলেন যে, এটা 'ন্যায্য বণ্টন', এটা হল 'সমান শ্রমফলে প্রত্যেকের সমান অধিকার', তখন লাসাল ভুল করেন এবং মার্কস সেই ভুল ধরিয়ে দেন।

মার্কস বলেন, 'সমান অধিকার' এখানে সত্যিই রয়েছে, কিন্তু সেটা **তখনো** 'বুর্জোয়া অধিকার', যাতে সমস্ত অধিকারের মতোই **অসাম্যের কথা**

ধরে নেওয়া হয়। সবরকমের অধিকার মানেই হল বিভিন্ন লোক যারা আসলে একরকম নয়, পরস্পর সমান নয়, তাদের প্রসঙ্গে একই মাপকাঠির প্রয়োগ এবং তাই 'সমান অধিকার' হল সমতার লঙ্ঘন এবং অন্যায়। আসলে, অন্যের সঙ্গে সামাজিক শ্রমের সমান অংশ খেটে প্রত্যেকে পায় সামাজিক উৎপন্নের সমান ভাগ (উপরিলিখিত কর্তিতগুলি বাদে)।

অথচ মানুষ সব সমান নয়: কেউ বলবান, কেউ দুর্বল, কেউ বিবাহিত, কেউ অবিবাহিত, ছেলেপিলে কারও বেশি, কারও কম, ইত্যাদি। আর মার্কসের সিদ্ধান্ত হল:

> '...সমান শ্রমে, এবং সুতরাং সামাজিক ভোগ্যবস্তুর তহবিলে সমান অংশিদারিতে কেউ কেউ আসলে পায় অন্যের চেয়ে বেশি, হয়ে দাঁড়ায় অন্যের চেয়ে ধনী, ইত্যাদি। এগুলি পরিহারের জন্য অধিকার সমান হওয়ার বদলে অসমান হওয়াই উচিত...'

সুতরাং কমিউনিস্ট সমাজের প্রথম পর্যায় ন্যায় ও সমতা দিতে পারে না: ধনের তফাৎ এবং অন্যায় তফাৎ থেকে যাচ্ছে। কিন্তু সেখানে মানুষ কর্তৃক মানুষ **শোষণ** অসম্ভব, কেননা **উৎপাদনের উপায়,** কলকারখানা, যন্ত্রপাতি, ভূমি, ইত্যাদিকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে দখল করা চলছে না। **সাধারণভাবে** 'সমতা' ও 'ন্যায়' নিয়ে লাসালের অস্পষ্ট পেটি-বুর্জোয়া বুলিকে চূর্ণ করে মার্কস কমিউনিস্ট সমাজের **বিকাশের গতি** দেখিয়েছেন। ব্যক্তিবিশেষ যে-উৎপাদনের উপায়গুলি দখল করে রেখেছিল, **শুধু** এই 'অন্যায়টা' এই সমাজ প্রথমে দূর করতে **বাধ্য।** কিন্তু 'কাজ অনুসারে' (চাহিদা অনুসারে নয়) ভোগ্যবস্তু বণ্টনের মধ্যে যে আরেকটা অন্যায় রয়েছে সেটা তৎক্ষণাৎ দূর করতে তা **অক্ষম।**

বুর্জোয়া অধ্যাপকেরা তথা 'আমাদের' তুগান সমেত অর্বাচীন অর্থনীতিবিদেরা সমাজতন্ত্রীদের ক্রমাগত এই বলে ভর্ৎসনা করেন যেন তাঁরা মানুষের অসাম্যের কথা ভুলে গেছেন এবং সেই অসাম্য দূর করার 'স্বপ্ন দেখেন'। দেখাই যাচ্ছে এরূপ ভর্ৎসনায় বুর্জোয়া চিন্তকদের চূড়ান্ত অজ্ঞতাই প্রমাণিত হচ্ছে।

মানুষের মধ্যে অনিবার্য অসাম্যের কথাটাই যে শুধু মার্কস যথাযথভাবে হিসাবে নিয়েছেন তাই নয়, একথাও তিনি মনে রেখেছেন যে, শুধু উৎপাদনের উপায় সমগ্র সমাজের মালিকানায় এসে গেলেই (সচরাচর যাকে

বলা হয় 'সমাজতন্ত্র') বণ্টনের ত্রুটি ও 'বুর্জোয়া অধিকারের' অসাম্য **দূর হয় না** — এই অসাম্য তখনো **অব্যাহত থাকে**, কেননা উৎপন্ন বণ্টিত হয় 'কাজের পরিমাণ অনুসারে'।

> মার্কস আরও বলেন: '...কিন্তু কমিউনিস্ট সমাজের প্রথম পর্যায়ে, পুঁজিবাদী সমাজ থেকে দীর্ঘ প্রসব-যন্ত্রণার পর উদ্ভূত হওয়ার প্রেক্ষিতে এই ত্রুটিগুলি অনিবার্য। আইন কখনো সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর চেয়ে কদাচ উঁচু হতে পারে না ও তদ্ঘটিত তার সাংস্কৃতিক বিকাশে অধিকার ফলত শর্তাধীন থাকে।'

এইভাবে কমিউনিস্ট সমাজের প্রথম পর্যায়ে (যাকে সাধারণত বলা হয় সমাজতন্ত্র) 'বুর্জোয়া অধিকার লোপ পাচ্ছে পুরোপুরি **নয়**, মাত্র অংশত, অর্থনৈতিক রূপান্তর যতটা সম্পন্ন হল মাত্র সেই অনুপাতে, অর্থাৎ মাত্র উৎপাদন-উপায়গুলির ক্ষেত্রে। 'বুর্জোয়া অধিকার' এগুলিকে স্বীকার করে বিভিন্ন লোকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে। সমাজতন্ত্র তাদের করে তোলে **সাধারণ** সম্পত্তি। **এই পরিমাণে** এবং শুধু এই পরিমাণেই 'বুর্জোয়া অধিকার লোপ পাচ্ছে।

তাসত্ত্বেও সেই অধিকার থেকে যাচ্ছে তার অন্য অংশে, থেকে যাচ্ছে সমাজের সভ্যদের মধ্যে উৎপন্নের বণ্টন ও শ্রমবণ্টনের নিয়ামক (নির্ধারক) হিসেবে। 'যে কাজ করে না, তার খাওয়াও চলবে না' — এই সমাজতান্ত্রিক নীতিটি **তখন** কার্যকর হয়ে গেছে; 'সমপরিমাণ শ্রমের বদলে সমপরিমাণ উৎপন্ন' — এই সমাজতান্ত্রিক নীতিটিও **তখন** কার্যকর। কিন্তু তবু এটা তো কমিউনিজম নয়। সেই 'বুর্জোয়া অধিকার' এতে তখনো দূর হচ্ছে না, যাতে অসমান লোকেরা অসমান (কার্যত অসমান) পরিমাণ শ্রমের জন্য পায় সমান উৎপন্ন।

মার্কস বলছেন, এটা 'ত্রুটি', কিন্তু কমিউনিজমের প্রথম পর্যায়ে তা অপরিহার্য। কেননা, ইউটোপিয়া ছাড়া একথা ভাবা চলে না যে, পুঁজিবাদ উচ্ছেদের পর মানুষ তৎক্ষণাৎ **অধিকারের কোন রকম মাপকাঠি ছাড়াই** সমাজের জন্য কাজ শিখে নেবে। বস্তুত পুঁজিবাদ লোপের **সঙ্গে সঙ্গেই এরূপ** পরিবর্তনের অর্থনৈতিক পূর্বশর্ত **মেলে না**।

আর 'বুর্জোয়া অধিকার' ছাড়া এখন অন্যতর বিধান নেই। এবং সেই পরিমাণেই তখনো থেকে যাচ্ছে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা — উৎপাদন-

উপায়ের ওপর সাধারণ মালিকানা রক্ষা করে যা শ্রমের সমতা ও উৎপন্ন বণ্টনের সমতা রক্ষা করবে।

রাষ্ট্র অবক্ষয়িত হচ্ছে এইজন্য যে, পুঁজিপতিরা আর নেই, বিভিন্ন শ্রেণী আর নেই, সুতরাং ফলত **দমনীয় শ্রেণীও** আর নেই।

কিন্তু রাষ্ট্র তখনো পুরোপুরি অবক্ষয়িত হয় নি। কেননা, কার্যত অসাম্যকে পবিত্র করা 'বুর্জোয়া অধিকার' রক্ষার কাজটা তখনো থেকে যাচ্ছে। রাষ্ট্রের পুরোপুরি অবক্ষয়িত হওয়ার জন্য দরকার পূর্ণ কমিউনিজম।

৪। কমিউনিস্ট সমাজের উচ্চতর পর্যায়

মার্কস বলেন:

> '...কমিউনিস্ট সমাজের উচ্চতর পর্যায়ে, শ্রমবিভাগের নিকট মানুষের দাসসুলভ অধীনতা নিশ্চিহ্ন হবার পর, যখন সেইসঙ্গে লোপ পাবে মানসিক ও কায়িক শ্রমের বৈপরীত্য, যখন শ্রম কেবল জীবিকার্জনের উপায় না হয়ে নিজেই পরিণত হবে জীবনের প্রাথমিক চাহিদায়, যখন ব্যক্তিসত্তার সর্বাঙ্গীণ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনী শক্তিগুলিও বেড়ে উঠবে এবং সামাজিক সম্পদের সমস্ত উৎস পূর্ণ বেগে উৎসারিত হবে— কেবল তখনই সম্ভব হবে সম্পূর্ণরূপে বুর্জোয়া অধিকারের সংকীর্ণ দিগন্ত অতিক্রম এবং সমাজ তার পতাকায় লিখে নিতে পারবে: 'প্রত্যেকে দেবে তার সাধ্যমতো, প্রত্যেকে পাবে তার চাহিদামতো'।

'স্বাধীনতা' ও 'রাষ্ট্র' কথা দুটিকে একসঙ্গে জুড়ে দেবার অযৌক্তিকতাকে এঙ্গেলস যে নির্মম পরিহাস করেছিলেন, সেই মন্তব্যের পুরো যাথার্থ্যের মূল্য কেবল আমরা এখনই বুঝতে পারি। যতক্ষণ রাষ্ট্র আছে ততক্ষণ স্বাধীনতা নেই। যখন স্বাধীনতা থাকবে তখন রাষ্ট্র থাকবে না।

রাষ্ট্রের পুরোপুরি অবক্ষয়ের অর্থনৈতিক ভিত্তি হল কমিউনিজমের এমন উচ্চ বিকাশ যাতে মানসিক ও কায়িক শ্রমের বৈপরীত্য লোপ পায়, সুতরাং লোপ পায় সাম্প্রতিক **সামাজিক** অসাম্যের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস, তদুপরি এমন উৎস যা কেবল উৎপাদন-উপায় সামাজিক মালিকানায় তুলে দিয়ে, কেবল পুঁজিপতিদের উচ্ছেদ করে তৎক্ষণাৎ কোনক্রমেই দূর করা যায় না।

এই উচ্ছেদে উৎপাদন-শক্তির সুবিপুল বৃদ্ধির **সম্ভাবনা** দেখা দেয়। এবং বর্তমানে ইতিমধ্যেই পুঁজিবাদ কী অবিশ্বাস্য রকমে সেই বিকাশ **আটকে রাখছে,** ইতিমধ্যেই আয়ত্ত আধুনিক কৃৎকৌশলের ভিত্তিতে কতকিছু এগিয়ে যেতে পারত এটা দেখার পর আমরা পরিপূর্ণ প্রত্যয়ের সঙ্গে একথা বলতে পারি যে, পুঁজিপতিদের উচ্ছেদের ফলে অনিবার্যভাবেই মানবসমাজের উৎপাদন-শক্তির সুবিপুল বৃদ্ধি ঘটবে। কিন্তু সেই বিকাশ কত দ্রুত এগুবে — শ্রমবিভাগ বর্জনের মাত্রায়, মানসিক ও কায়িক শ্রমের বৈপরীত্য লোপের মাত্রায়, 'জীবনের প্রাথমিক চাহিদা' রূপে শ্রমের পরিণতির **মাত্রায়** তা কত তাড়াতাড়ি পৌঁছবে, সেটা আমরা জানি না, জানা **সম্ভব নয়।**

সেইজন্যই আমরা কেবল রাষ্ট্র অবক্ষয়ের অনিবার্যতার কথাই বলতে পারি এবং সেই প্রক্রিয়াটির দীর্ঘকালীনতায়, কমিউনিজমের **উচ্চতর পর্যায়টির** বিকাশের দ্রুততার ওপর তার নির্ভরশীলতায় জোর দিতে পারি, কিন্তু অবক্ষয়ের মেয়াদ কিংবা তার সুনির্দিষ্ট রূপের প্রশ্নটি পুরোপুরি খোলা রেখে, কেননা ওরূপ প্রশ্ন সমাধানের মতো মালমসলা **নেই।**

রাষ্ট্র পুরোপুরি অবক্ষয়িত হতে পারে তখন, যখন 'প্রত্যেকে দেবে তার সাধ্যমতো, প্রত্যেকে পাবে তার চাহিদামতো' এই নিয়ম সমাজ কার্যকর করবে, অর্থাৎ যখন সমবেত জীবনের মূল নিয়মগুলি পালনে লোক এতই অভ্যস্ত হবে ও তাদের শ্রম হবে এতই উৎপাদনশীল যে, তারা স্বেচ্ছায় **সাধ্যমতো** খাটবে। 'বুর্জোয়া অধিকারের সংকীর্ণ যে-দিগন্তে' লোক বাধ্য হয় শাইলোকের পাষণ্ডতায় (৯৫) হিসাব করতে অন্যের চেয়ে আধঘণ্টা বেশি না খাটার, কারও চেয়ে পারিশ্রমিক কম না পাওয়ার — এই সংকীর্ণ দিগন্তটা তখন অতিক্রান্ত হবে। উৎপন্ন বণ্টনে তখন সমাজের পক্ষ থেকে প্রত্যেকের প্রাপ্য দ্রব্যের পরিমাণে হার বাঁধার প্রয়োজন থাকবে না, প্রত্যেকেই 'চাহিদামতো' অবাধে নেবে।

বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এরূপ সমাজ-ব্যবস্থাকে 'নির্ভেজাল ইউটোপিয়া' ঘোষণা করা ও এই বলে টিটকারি দেওয়া সহজ যে, পৃথক পৃথক নাগরিকের শ্রমের ওপর কোন রকম নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই প্রত্যেককেই সমাজের কাছ থেকে যত খুশি সুখাদ্য, মোটর গাড়ি, পিয়ানো, প্রভৃতি পাবার প্রতিশ্রুতি দিতে চাইছে সমাজতন্ত্রীরা। এখনো পর্যন্ত অধিকাংশ বুর্জোয়া 'পণ্ডিত' এই ধরনের টিটকারি দিয়েই দায় সারেন এবং তাতে করে যেমন নিজেদের অজ্ঞতা তেমনি পুঁজিবাদের অর্থগৃধ্নু ওকালতিই জাহির করেন।

অজ্ঞতা, কেননা কমিউনিজমের উচ্চতর পর্যায়ের বিকাশ **শুরু** হবার 'প্রতিশ্রুতি' দানের কথা কোন **সমাজতন্ত্রী**র মাথায় আসে নি। কিন্তু মহান সমাজতন্ত্রীদের **ভবিষ্যদ্বাণী** অনুসারে সেই পর্যায়টি আসবে, এটা পূর্বশর্তাধীন নয় শ্রমের বর্তমান উৎপাদনশীলতার, **নয় বর্তমানের** কূপমণ্ডূকদের, যারা পমিয়ালোভস্কির বুর্সাকদের (৯৬) মতো 'খামোকা' সামাজিক সম্পদের ভাণ্ডার নষ্ট করে ও অসম্ভবের দাবি জানায়।

কমিউনিজমের 'উচ্চতর' পর্যায় যতদিন না শুরু হচ্ছে ততদিন সমাজতন্ত্রীরা সমাজ **ও রাষ্ট্র উভয়ের পক্ষ থেকেই** শ্রমের মাপ ও পরিভোগের মাপের ওপর **কঠোরতম** নিয়ন্ত্রণ দাবি করে, শুধু সেই নিয়ন্ত্রণটি **শুরু করা** চাই পুঁজিপতিদের উচ্ছেদ দিয়ে, পুঁজিপতিদের ওপর শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ দিয়ে এবং তা চালু করবে আমলাদের রাষ্ট্র নয়, **সশস্ত্র শ্রমিকদের** রাষ্ট্র।

বুর্জোয়া চিন্তকদের (এবং সেরেতেলি, চের্নোভ অ্যান্ড কোং-র মতো তাদের লেজুড়দের) পুঁজিবাদের অর্থগৃধ্নু ওকালতিটা ঠিক এইখানে যে, দূরভবিষ্যৎ নিয়ে তর্ক ও কথাবার্তার আড়ালে তারা **চাপা দেয় আজকের** রাজনীতির এই মৌলিক ও জরুরি প্রশ্নটা: পুঁজিপতিদের উচ্ছেদ, **একক** বৃহৎ 'সিন্ডিকেট', অর্থাৎ সমগ্র রাষ্ট্রের কর্মী ও কর্মচারী রূপে **সমস্ত** নাগরিকদের রূপান্তর, এবং যথার্থ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের, **শ্রমিক এবং সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলির রাষ্ট্রের** পরিপূর্ণ আওতায় সেই সমগ্র সিন্ডিকেটের পুরো কার্যকলাপ অধীনস্থকরণ।

আসলে যখন পালাক্রমে কোন পণ্ডিত অধ্যাপক, কোন কূপমণ্ডূক এবং তাদের অনুসরণক্রমে সেরেতেলি ও চের্নোভরা যুক্তিহীন ইউটোপিয়ার কথা, বলশেভিকদের বাগাড়ম্বরী ঘোষণার কথা, সমাজতন্ত্র 'প্রবর্তনের' অসম্ভাব্যতার কথা বলেন, তখন তাঁরা কমিউনিজমের উচ্চতর পর্যায় বা ধাপটির কথাই ভাবেন, যা 'প্রবর্তনের' প্রতিশ্রুতি কেউ শুধু দেয়ই নি, মনে মনেও ভাবে নি, কারণ তা 'প্রবর্তন' আদপেই অসম্ভব।

এইখানে আমরা সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের মধ্যে সেই বৈজ্ঞানিক পার্থক্যের প্রশ্নে আসছি যাকে 'সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট' আখ্যা দেওয়ার অশুদ্ধতা নিয়ে তাঁর পূর্বকথিত বক্তব্যে এঙ্গেলস ছুঁয়ে গিয়েছিলেন। কমিউনিজমের প্রথম বা নিম্নতর পর্যায়ের সঙ্গে তার উচ্চতর পর্যায়ের রাজনৈতিক পার্থক্য যথাকালে নিশ্চয়ই হবে বিপুল। কিন্তু বর্তমানে, পুঁজিবাদের আমলে সেটাকে স্বীকার করতে যাওয়াটা হবে হাস্যকর এবং তাকেই সর্বপ্রধান করে তুলতে পারেন কেবল কোন কোন নৈরাজ্যবাদী (যদি অবশ্য নৈরাজ্যবাদীদের

মধ্যে এখনো এমন লোক থেকে থাকেন যাঁরা ক্রপোৎকিন, গ্রাভ, কর্নেলিসেন প্রমুখ নৈরাজ্যবাদের নানা 'তারকার' জাতিদম্ভী-সমাজবাদী রূপে অথবা নৈরাজ্যবাদীদের মধ্যে মর্যাদা ও বিবেক যে অল্প কয়জন টিকিয়ে রেখেছেন তাঁদের অন্যতম গে কথিত ট্রেঞ্চভক্ত-নৈরাজ্যবাদীতে তাঁদের প্লেখানভ-মার্কা রূপান্তর থেকে কিছু শেখেন নি)।

কিন্তু সমাজতন্ত্রের সঙ্গে কমিউনিজমের বৈজ্ঞানিক পার্থক্যটা পরিষ্কার। সাধারণত যাকে বলা হয় সমাজতন্ত্র সেটাকে মার্কস বলেছিলেন কমিউনিস্ট সমাজের 'প্রথম' বা নিম্নতর পর্যায়। উৎপাদনের উপায় যেহেতু হচ্ছে সাধারণ সম্পত্তি, সেইহেতু 'কমিউনিজম' কথাটা এখানেও প্রযোজ্য হয়, যদি না ভুলি যে, সেটা পূর্ণ কমিউনিজম নয়। মার্কসের ব্যাখ্যার বিপুল গুরুত্ব এইখানে যে, কমিউনিজমকে পুঁজিবাদ থেকে বিকাশমান একটা সত্তা হিসেবে দেখে তিনি এইক্ষেত্রেও সুসঙ্গতরূপে প্রয়োগ করেছেন বস্তুবাদী দ্বান্দ্বিকতা, বিকাশের তত্ত্ব। পণ্ডিতী ধরনে কল্পিত, 'বানান' সংজ্ঞা ও শব্দ নিয়ে নিষ্ফল তর্কের বদলে (সমাজতন্ত্র কী, কমিউনিজম কী) মার্কস যার বিশ্লেষণ করেছেন সেটাকে বলা যেতে পারে কমিউনিজমের অর্থনৈতিক পরিপক্কতার পর্যায়গুলি।

প্রথম পর্যায়ে, প্রথম ধাপে কমিউনিজমের পক্ষে তখনো অর্থনৈতিক দিক থেকে পুরোপুরি পরিপক্ক, পুঁজিবাদের ঐতিহ্য অথবা চিহ্ন থেকে পুরোপুরি মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। এইজন্যই কমিউনিজমের প্রথম পর্যায়ে 'বুর্জোয়া অধিকারের সঙ্কীর্ণ দিগন্ত' রক্ষার মতো চিত্তাকর্ষক ব্যাপার দেখা দেয়। ভোগ্য বস্তু বণ্টনের ক্ষেত্রে বুর্জোয়া অধিকার বলতে অবশ্য অনিবার্যভাবেই বুর্জোয়া রাষ্ট্র ধরে নিতে হয়, কেননা অধিকারের মান পালনে বাধ্য করার মতো যন্ত্র না থাকলে অধিকার কিছুই নয়।

দাঁড়াচ্ছে যে, কমিউনিজমে কিছুকাল বুর্জোয়া অধিকারই শুধু নয়, বুর্জোয়া রাষ্ট্রও টিকে থাকছে — বুর্জোয়া ছাড়া!

এটা মনে হতে পারে একটা আপাত-বৈপরীত্য অথবা বুদ্ধির দ্বান্দ্বিক কসরতি, যেজন্য মার্কসবাদের অসাধারণ গভীর বক্তব্য অধ্যয়নের জন্য বিন্দুমাত্র কষ্ট-না-করা লোকেরা প্রায়ই এই নালিশটা করে মার্কসবাদের বিরুদ্ধে।

আসলে কিন্তু প্রকৃতিতে ও সমাজে বাস্তব জীবন আমাদের প্রতি পদক্ষেপেই নতুনের মধ্যে পুরনোর অবশেষ দেখিয়ে দেয়। মার্কস নিজের খুশিমতো 'বুর্জোয়া' অধিকারের একটা টুকরো কমিউনিজমে ঢুকিয়ে দিয়েছেন

এমন নয়, পুঁজিবাদের **গর্ভ থেকে** উত্থিত **সমাজে** রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে যা অপরিহার্য সেইটাই নিয়েছেন।

পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের স্বীয় মুক্তির জন্য সংগ্রামে গণতন্ত্রের তাৎপর্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু গণতন্ত্র আদৌ অনতিক্রমণীয় এক পরিসীমা নয়, সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদে ও পুঁজিবাদ থেকে কমিউনিজমে যাবার পথে একটি পর্যায়মাত্র।

গণতন্ত্র বলতে বোঝায় **সমতা**। বোঝাই যায় **সমতার** জন্য প্রলেতারিয়েতের সংগ্রাম এবং **শ্রেণী**-উচ্ছেদের অর্থে কথাটা সঠিকভাবে বুঝলে, **সমতার** ধ্বনিটির তাৎপর্য কী বিপুল। কিন্তু গণতন্ত্র কেবল বোঝায় **বাহ্যিক সমতাই**। এবং উৎপাদন-উপায়ের ওপর অধিকারের **দিক থেকে** সমাজের **সমস্ত** সভ্যের **সমতা**, অর্থাৎ শ্রমের **সমতা**, পারিশ্রমিকের **সমতা** কার্যকর করার সঙ্গে সঙ্গেই মানবজাতির সামনে অবধারিতভাবেই প্রশ্ন উঠবে কীভাবে আরও এগুন যায় বাহ্যিক **সমতা** থেকে **প্রকৃত সমতায়**, অর্থাৎ 'প্রত্যেকে দেবে তার সাধ্যমতো, প্রত্যেকে পাবে তার চাহিদামতো' এই নিয়ম কার্যকর করায়। কী কী পর্যায় দিয়ে, কী কী ব্যবহারিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে মানবজাতি এই উচ্চতম লক্ষ্যে পৌঁছবে সেটা আমরা জানি না, জানা সম্ভব নয়। কিন্তু সমাজতন্ত্র বুঝি একটা প্রাণহীন, শিলীভূত, চিরকালের জন্য স্থবির কিছু — এই চলতি বুর্জোয়া ধারণাটা যে কী অপরিসীম মিথ্যা সেটা নিজের কাছে পরিষ্কার রাখা জরুরী। কেননা, আসলে **কেবল** সমাজতন্ত্র থেকেই শুরু হয়, প্রথমে জনগণের **অধিকাংশ** ও পরে সমগ্র জনগণকে নিয়েই দ্রুত, সত্যিকার, প্রকৃতই ব্যাপক এক অগ্রগতি এবং তা সমাজ ও ব্যক্তি জীবনের সকল **ক্ষেত্রেই**।

গণতন্ত্র হল রাষ্ট্রের একটি রূপ, তার অন্যতম রকমফের। সুতরাং সমস্ত রাষ্ট্রের মতোই তা হল লোকের ওপর সংগঠিত প্রণালীবদ্ধ বলপ্রয়োগ। এটা একটা দিক। কিন্তু অন্যদিক থেকে গণতন্ত্রের অর্থ নাগরিকদের মধ্যে সমতা, রাষ্ট্রব্যবস্থা নির্ণয়ে ও তা পরিচালনায় সকলের সমান অধিকারের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি। এর সঙ্গে আবার এই ব্যাপারটা জড়িত যে, গণতন্ত্রের বিকাশের একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে তা প্রথমত, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী শ্রেণী প্রলেতারিয়েতকে একীভূত করে এবং বুর্জোয়া, এমন কি প্রজাতান্ত্রিক-বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্র, স্থায়ী ফৌজ, পুলিস, আমলাতন্ত্রকে ভাঙা, চূর্ণ-বিচূর্ণ করা, দুনিয়া থেকে মুছে দেবার সুযোগ তাকে দেয়, এমন একটা ব্যবস্থাকে স্থলাভিষিক্ত করার সুযোগ দেয় যা **আরও বেশি** গণতান্ত্রিক। কিন্তু, তাসত্ত্বেও

সমগ্র জনগণ সহ মিলিশিয়া গঠনে উদ্যোগী সশস্ত্র শ্রমিকদের আকারে এটা একটা রাষ্ট্রযন্ত্রও বটে।

এখানে 'পরিমাণ পরিবর্তিত হয় গুণে': গণতন্ত্রের **এরূপ** পর্যায় বুর্জোয়া **সমাজের** কাঠামো থেকে বহির্গমন ও তার **সমাজতান্ত্রিক** পুনর্গঠনের সঙ্গে জড়িত। রাষ্ট্রপ্রশাসনে যদি সত্য করেই **সবাই** অংশ নেয়, তাহলে পুঁজিবাদের আর টেকার উপায় থাকে না। আর পুঁজিবাদের বিকাশ আবার রাষ্ট্রপ্রশাসনে সত্যই 'সকলের' শরিকানার **পূর্বশর্ত** গড়ে দেয়। সেরূপ পূর্বশর্তের মধ্যে পড়ে সার্বজনীন সাক্ষরতা যা অনেকগুলি সর্বাগ্রগণ্য পুঁজিবাদী দেশে ইতিমধ্যেই ঘটেছে, তারপর ডাক, রেলওয়ে, বৃহৎ কারখানা, বৃহদাকার বাণিজ্য, ব্যাঙ্কিং, ইত্যাদি, ইত্যাদির বৃহদায়তন, জটিল, **সমাজীকৃত** যন্ত্র মারফত লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের 'তালিম ও শৃঙ্খলাভ্যাস'।

এই ধরনের **অর্থনৈতিক** পূর্বশর্ত থাকলে খুবই সম্ভব যে, অবিলম্বে, রাতারাতি পুঁজিপতি ও আমলাদের উচ্ছেদে এগিয়ে যাওয়া যাবে, তাদের স্থলাভিষিক্ত করা যাবে — উৎপাদন ও বণ্টনের ওপর **নিয়ন্ত্রণের** ব্যাপারে, শ্রম ও উৎপন্নের **হিসাব রাখার** ব্যাপারে — সশস্ত্র শ্রমিকদের, **সমগ্র সশস্ত্র** জনগণকে। (নিয়ন্ত্রণ ও হিসাবের সঙ্গে ইঞ্জিনিয়র, কৃষিবিদ, প্রভৃতি বিজ্ঞানশিক্ষিত কর্মীদের প্রশ্নটি গুলিয়ে ফেলার প্রয়োজন নেই। এইসব ভদ্রলোকেরা আজ পুঁজিপতিদের মর্জিতে বাধ্য হয়ে কাজ করছেন, কাল সশস্ত্র শ্রমিকদের মর্জিতে বাধ্য হয়ে আরও ভাল কাজ করবেন।)

হিসাব আর নিয়ন্ত্রণ — 'সুবন্দোবস্তের' জন্য, কমিউনিস্ট সমাজের **প্রথম পর্যায়ে** সঠিক কাজ চলার জন্য **প্রধান** যা দরকার তা হল এই। **সমস্ত** নাগরিক পরিণত হচ্ছে **সশস্ত্র** শ্রমিকরূপী রাষ্ট্রের মজুরিজীবী কর্মচারীতে। **সমস্ত** নাগরিক পরিণত হচ্ছে একটি **একক**, দেশব্যাপী, রাষ্ট্রীয় 'সিন্ডিকেটের' কর্মচারী ও শ্রমিকে। কথাটা হল সবাই যেন সমানভাবে, সঠিকভাবে কাজের হার মেনে খাটে এবং সমান মাত্রায় পায়। তবে তার হিসাব, তার ওপর নিয়ন্ত্রণটা পুঁজিবাদ চূড়ান্ত রকমে **সরল করে দিয়েছে**, পর্যবেক্ষণ আর রেজিস্ট্রি, পাটিগণিতের চারটি সূত্রের জ্ঞান আর যথাযোগ্য রসিদ কাটার মতো অসাধারণ সহজ কতকগুলো কাজে পরিণত করেছে, যা প্রতিটি সাক্ষর ব্যক্তিরই আয়ত্তাধীন।*

---

* রাষ্ট্রের কাজের প্রধানতম অংশটা যখন খোদ শ্রমিকদের দ্বারাই এই ধরনের হিসাব ও নিয়ন্ত্রণে পর্যবসিত হবে, তখন সেটা আর 'রাজনৈতিক রাষ্ট্র' হয়ে থাকবে

জনগণের **অধিকাংশ** যখন স্বাবলম্বী হয়ে সর্বত্র এইরূপ হিসাব রাখতে, পুঁজিপতিদের (তখন কর্মচারীতে পরিণত) এবং পুঁজিবাদী অভ্যাসক্তি শ্রীমান বুদ্ধিজীবীপুঙ্গবদের ওপর নিয়ন্ত্রণ চালাতে শুরু করবে, তখন এই নিয়ন্ত্রণ হয়ে উঠবে সত্যসত্যই সার্বত্রিক, সার্বজনীন, দেশব্যাপী, তখন কোনক্রমেই তা এড়ান যাবে না, 'কোথাও যাবার থাকবে না'।

গোটা সমাজ হয়ে দাঁড়াবে শ্রমের সমতা ও পারিশ্রমিকের সমতা সহ একটি অফিস ও একটি কারখানা।

কিন্তু 'কারখানাসুলভ' এই যে-শৃঙ্খলাটা প্রলেতারিয়েত অতঃপর পুঁজিপতিদের পরাজিত ও শোষকদের উৎখাত করে সারা সমাজে প্রসারিত করবে, সেটা কোনক্রমেই আমাদের আদর্শ বা আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়। পুঁজিবাদী শোষণের জঘন্যতা ও নীচতা থেকে সমাজের আমূল পরিশুদ্ধির জন্য **এবং** সামনে **আরও** এগিয়ে যাওয়ার জন্য এটা শুধু প্রয়োজনীয় একটা **ধাপ** মাত্র।

সমাজের **সমস্ত** সভ্য অথবা তাদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠেরা যখন **নিজেরাই** রাষ্ট্র চালাতে শিখেছে, নিজেরাই কাজটা স্বহস্তে তুলে নিয়েছে, নগণ্য সংখ্যালঘু পুঁজিপতিদের ওপর, পুঁজিবাদী কেতারক্ষণেচ্ছু ভদ্রপুঙ্গবদের ওপর, পুঁজিবাদে প্রচণ্ড অধঃপতিত শ্রমিকদের ওপর নিয়ন্ত্রণের 'সুব্যবস্থা চালু করেছে', সেই মুহূর্ত থেকে সাধারণভাবে সর্ববিধ প্রশাসনের প্রয়োজনই ফুরাতে শুরু করে। গণতন্ত্র যত পরিপূর্ণ হয়, ততই তার নিষ্প্রয়োজন হয়ে ওঠার মুহূর্তটা এগিয়ে আসে। সশস্ত্র শ্রমিকদের নিয়ে গড়া এবং 'সঠিক অর্থে যা আর রাষ্ট্র নয়' তেমন 'রাষ্ট্র' যতই বেশি গণতান্ত্রিক হয়, ততই দ্রুত অবক্ষয়িত হতে শুরু করে **সর্ববিধ** রাষ্ট্রপাট।

কেননা, স্বাবলম্বীভাবে **সবাই** যখন সামাজিক উৎপাদনের পরিচালনা করতে শিখে যাবে এবং সত্যিসত্যিই চালাবে, স্বাধীনভাবে হিসাব রাখবে ও ফাঁকিবাজ, বাবু, জোচ্চোর, প্রভৃতিদের মতো 'পুঁজিবাদের ঐতিহ্যরক্ষকদের' ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখবে, তখন এই সার্বজনীন হিসাব ও নিয়ন্ত্রণ এড়ান হয়ে উঠবে এতই অবিশ্বাস্য রকমের কঠিন, এতই বিরলতম ব্যতিক্রম, সঙ্গে সঙ্গেই তা পাবে এত ত্বরিত ও গুরুতর শাস্তি (কেননা সশস্ত্র শ্রমিকেরা ভাবপ্রবণ বুদ্ধিজীবীপুঙ্গব নয়, ব্যবহারিক জগতের লোক, তাদের সঙ্গে ঠাট্টা চলবে

না, তখন 'সামাজিক কাজগুলো রাজনৈতিক থেকে পরিণত হয় সাধারণ ব্যবস্থাপনার কাজে' (দ্রষ্টব্য: ৪র্থ পরিচ্ছেদ, ২য় অংশ, নৈরাজ্যবাদীদের সঙ্গে এঙ্গেলসের বিতর্ক)।

না) যে, **সমাজ**-জীবনের **সরল**, মূল নিয়মগুলি পালনের **আবশ্যকতা** অতি শীঘ্রই **অভ্যাসে** দাঁড়াবে।

এবং তখনই **কমিউনিস্ট সমাজের প্রথম পর্যায়** থেকে তার উচ্চতর পর্যায়ে উৎক্রমণের ও সেইসঙ্গে রাষ্ট্রের পুরোপুরি অবক্ষয়ের দরজাটি সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হবে।

১৯১৭ সালের অগস্ট-সেপ্টেম্বরে লিখিত; ২ অধ্যায়ের ৩ **অনুচ্ছেদ** — ১৯১৮ সালের ১৭ ডিসেম্বর আগে লিখিত

৩৩ খণ্ড, ১৬-২২, ৩৩-৫৬, ৮৩-১০২ পৃঃ

আপস প্রসঙ্গে

রাজনীতিতে আপস কথার অর্থ হল অন্য পার্টির সঙ্গে বোঝাপড়া অনুসারে কোন কোন দাবি ত্যাগ করা, নিজ দাবিগুলির একাংশ ছেড়ে দেওয়া।

বলশেভিকদের সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের যা চলতি ধারণা, যাতে উৎসাহ যোগান হয় বলশেভিকদের কুৎসাকারী পত্র-পত্রিকাগুলিতে, সেটা এই যে, বলশেভিকরা কখনও কারও সঙ্গে আপস করতে রাজি নয়।

বৈপ্লবিক প্রলেতারিয়েতের পার্টি হিসেবে আমাদের পক্ষে ধারণাটা প্রীতিকর, কেননা এতে প্রমাণিত হচ্ছে যে, সমাজতন্ত্র আর বিপ্লবের মূলনীতিগুলির প্রতি আমাদের নিষ্ঠা মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে আমাদের শত্রুরা পর্যন্ত। তবু বলতে হচ্ছে ধারণাটা ভুল। ব্লাঙ্কিবাদী কমিউনিস্টদের ঘোষণাপত্রের (১৮৭৩) সমালোচনায় এঙ্গেলস তাদের 'কোন আপস নয়!' উক্তিটাকে উপহাস করে ঠিকই করেছিলেন।* তিনি ওটাকে বলেছিলেন ফাঁকা বুলি, কেননা অনেক সময়ে কোন সংগ্রামী পার্টির উপর আপস চেপে বসে পরিস্থিতির ফেরে, সেটা অপরিহার্য হয়, আর 'পাওনাটা কিস্তিবন্দি ব্যবস্থায় নিতে' চূড়ান্তভাবে অস্বীকার করাটা উদ্ভট ব্যাপার।** সমস্ত আপসই বর্জন করা অসম্ভব, এটা ঘোষণা করাই নয় সাচ্চা বৈপ্লবিক পার্টির কাজ, কাজটা হল, যা অপরিহার্য এমন **সমস্ত আপসের ভিতর দিয়ে** নিজ নীতিগুলির প্রতি, নিজ শ্রেণীর প্রতি, নিজ বৈপ্লবিক উদ্দেশ্যের প্রতি, বিপ্লবের পথ প্রস্তুত করার নিজ কাজের প্রতি এবং বিপ্লবে বিজয়ের জন্য জনরাশিকে শিক্ষাদানের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে পারা।

---

* ফ. এঙ্গেলস। 'দেশান্তরী সাহিত্য', 'ব্লাঙ্কিপন্থী কমিউনার্ড দেশান্তরীদের কর্মসূচি'। — সম্পাঃ

** ফ. এঙ্গেলস। 'ভবিষ্যৎ ইতালীয় বিপ্লব ও সোশ্যালিস্ট পার্টি।' — সম্পাঃ

দৃষ্টান্তস্বরূপ, তৃতীয় আর চতুর্থ দুমায় (৯৭) শরিক হতে সম্মত হওয়াটা ছিল একটা আপস, সাময়িকভাবে বৈপ্লবিক দাবিদাওয়া বর্জন। কিন্তু এটা ছিল আমাদের উপর একেবারেই চাপিয়ে দেওয়া আপস, কেননা বিভিন্ন শক্তির বিদ্যমান সামঞ্জস্যের প্রেক্ষিতে গণবৈপ্লবিক সংগ্রাম চালান আমাদের পক্ষে তখনকার মতো অসম্ভব হয়ে পড়েছিল, আর দীর্ঘকাল ধরে এই সংগ্রামের প্রস্তুতির জন্য অমন একটা 'শুয়োরের খোঁয়াড়ের' **ভিতর থেকেই** আমাদের কাজ করতে পারা **আবশ্যক ছিল।** প্রশ্নটাকে এইভাবে দেখা যে পার্টি হিসেবে বলশেভিকদের পক্ষে পুরোপুরিই সঠিক ছিল, তা ইতিহাসে প্রমাণিত হয়েছে।

এখনকারটি হল বাধ্যতামূলক নয়, স্বেচ্ছাকৃত আপসের প্রশ্ন।

অন্য যে-কোন রাজনৈতিক পার্টির মতো আমাদের পার্টিও **নিজের জন্য** রাজনৈতিক আধিপত্য লাভে সচেষ্ট। বৈপ্লবিক প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব আমাদের লক্ষ্য। বিপ্লবের ছ'মাসে খুবই স্পষ্ট, জোরেশোরে এবং বিশ্বাস্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, **এই নির্দিষ্ট** বিপ্লবটির স্বার্থে ওই দাবি সঠিক এবং অপরিহার্য, কেননা অন্যথা হলে জনগণ কিছুতেই পাবে না গণতান্ত্রিক শান্তি, কৃষকের হাতে জমি কিংবা পূর্ণ স্বাধীনতা (পুরোপুরি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র)। আমাদের বিপ্লবের ছ'মাসের ঘটনাপরম্পরায়, বিভিন্ন শ্রেণী আর বিভিন্ন পার্টির সংগ্রামে এবং ২০-২১ এপ্রিল, ৯-১০ আর ১৮-১৯ জুন, ৩-৫ জুলাই এবং ২৭-৩১ অগস্টের সংকটগুলির (৯৮) গতিধারায় সেটা প্রকটিত এবং প্রমাণিত হয়েছে।

রুশ বিপ্লবের এমন অপ্রত্যাশিত এবং স্বকীয় গতিপরিবর্তন ঘটেছে, যাতে একটি পার্টি হিসেবে আমরা একটা স্বতঃপ্রবৃত্ত আপসের প্রস্তাব করতে পারি, সেটা অবশ্য আমাদের প্রত্যক্ষ এবং প্রধান শ্রেণীশত্রু বুর্জোয়াদের কাছে নয়, তবে আমাদের নিকটতম প্রতিপক্ষের কাছে, 'কর্তৃত্বশালী' পেটি-বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক পার্টি দুটি সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি আর মেনশেভিকদের কাছে।

এই দুই পার্টির কাছে আমরা আপস প্রস্তাব তুলতে পারি শুধু ব্যতিক্রম হিসেবে এবং শুধু বিশেষ পরিস্থিতির দরুন, যা স্পষ্টতই বজায় থাকবে শুধু স্বল্প কালের জন্য। আমি মনে করি সেটা আমাদের তোলা দরকার।

আমাদের দিক থেকে আপসটা হল সমস্ত ক্ষমতা সোভিয়েতগুলির হাতে দেবার এবং সোভিয়েতগুলির কাছে দায়ী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি

আর মেনশেভিকদের সরকার স্থাপনের প্রাক-জুলাই দাবিতে আমাদের প্রত্যাবর্তন।

এখন, কেবল এখনই, হয়ত **শুধু অল্প কয়েক দিনের মধ্যে,** কিংবা এক বা দুই সপ্তাহে এমন সরকার স্থাপিত এবং সংহত হতে পারে পুরোপুরি শান্তিপূর্ণ উপায়ে। খুব সম্ভব সেটা সমগ্র রুশ বিপ্লবের শান্তিপূর্ণ অগ্রগতি হাসিল করতে পারে এবং শান্তি আর সমাজতন্ত্রের বিজয়ের দিকে পৃথিবীজোড়া আন্দোলনে বৃহৎ পদক্ষেপের অসাধারণ চমৎকার সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে।

আমার মতে, বিশ্ববিপ্লব এবং বৈপ্লবিক প্রণালীর পক্ষাবলম্বী বলশেভিকরা এই আপসে সম্মতি দিতে পারে এবং দেওয়া উচিত শুধু বিপ্লবের শান্তিপূর্ণ বিকাশের খাতিরে — যে-সুযোগ ইতিহাসে **অতীব** বিরল এবং **অতীব** মূল্যবান, যে-সুযোগ ঘটে শুধু কালেভদ্রে।

আপসটা দাঁড়াবে নিম্নরূপ: বলশেভিকরা সরকারে শরিক হবার কোন দাবি না করে (প্রলেতারিয়েত আর গরিব কৃষকদের একনায়কত্ব হাসিল না হওয়া অবধি আন্তর্জাতিকতাবাদীদের পক্ষে সেটা অসম্ভব) প্রলেতারিয়েত আর গরিব কৃষকদের কাছে ক্ষমতার অবিলম্ব হস্তান্তরণ দাবি করা থেকে এবং এই দাবির জন্য লড়াইয়ের বৈপ্লবিক প্রণালী প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকবে। স্বতঃসিদ্ধ এবং সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি আর মেনশেভিকদের কাছে যা নতুন নয় এমন একটা শর্ত হবে প্রচারের পূর্ণ স্বাধীনতা এবং আর দেরি না করে, এমন কি কিছুটা আগেভাগেই সংবিধান-সভা আহ্বান (৯৯)।

সরকারী মোর্চা হিসেবে মেনশেভিকরা আর সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা তখন (আপসে পৌঁছন গেছে এটা ধরে নিয়ে) পুরোপুরি এবং একমাত্র সোভিয়েতগুলির কাছে দায়ী সরকার গড়তে রাজি হবে; সোভিয়েতগুলি সমস্ত ক্ষমতা হাতে নেবে স্থানীয়ভাবেও। এটাই হবে 'নতুন' শর্ত। বিপ্লব এগোবে শান্তিপূর্ণভাবে এবং প্রচারের যথার্থই পূর্ণ স্বাধীনতার কল্যাণে আর সোভিয়েতগুলির নতুন কাঠামোয় (নতুন নির্বাচন) এবং সেগুলির কাজকর্মে নতুন গণতান্ত্রিকতা অবিলম্বে স্থাপিত হবার কল্যাণে সোভিয়েতগুলিতে পার্টিগত বিরোধ **শান্তিপূর্ণ উপায়ে অতিক্রম করা হবে,** এটা বিশ্বাস করে বলশেভিকরা অন্য কোন শর্ত তুলবে না বলে আমি মনে করি।

হয়ত এটা **ইতিমধ্যে** অসম্ভব হয়ে পড়েছে? হয়ত। কিন্তু এক-শ'টার

মধ্যে এমন কি একটা সম্ভাবনাও যদি থাকে, সে-সুযোগটা বাস্তবে পরিণত করার চেষ্টা এখনো করে দেখাটা প্রয়োজনীয় বটে।

এই 'আপস' থেকে কী লাভ করবে 'চুক্তিবদ্ধ' পক্ষ দুটি, অর্থাৎ একদিকে, বলশেভিকরা এবং অন্যদিকে, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি আর মেনশেভিকদের মোর্চা? **কোন** পক্ষ কিছুই লাভ না করলে সেক্ষেত্রে মানতে হবে আপসটা অসম্ভব, তার বেশি কিছু বলতে হবে না। এই আপস বর্তমানে যতই দুঃসাধ্য হোক (জুলাই আর অগস্টের পরে, যে মাস দুটো 'শান্তিপূর্ণ', ঝিম-ধরা কালের দুই দশকের সমতুল্য), আমার মনে হয় এটা হাসিল হবার অল্প পরিমাণ সম্ভাবনা রয়েছে। কাদেতদের সঙ্গে একত্রে সরকারে অংশ না নিতে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি আর মেনশেভিকদের সিদ্ধান্তের ফলে এই সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে।

নিজেদের অভিমত একেবারে অবাধে প্রচার করার এবং যথার্থ পূর্ণ গণতান্ত্রিকতার পরিস্থিতিতে সোভিয়েতগুলিতে প্রভাব লাভের চেষ্টার সুযোগ পাবে বলশেভিকরা। এখন 'প্রত্যেকেই' বলশেভিকদের এই স্বাধীনতা মেনে নিচ্ছে — কথায়। বাস্তবে, কোন বুর্জোয়া সরকারের আমলে কিংবা যাতে বুর্জোয়ারা শরিক এমন কোন সরকারের আমলে, সোভিয়েতগুলি ছাড়া যে-কোন সরকারের আমলে এই স্বাধীনতা **অসম্ভব**। একটি সোভিয়েত সরকারের আমলেই এমন স্বাধীনতা **সম্ভব** হতে পারে (আমরা বলছি না এটা নিশ্চিত হবে, কিন্তু তবু এটা সম্ভব)। এমন কঠিন দিনকালে এমন সম্ভাবনার জন্য সোভিয়েতগুলিতে এখনকার সংখ্যাগরিষ্ঠের সঙ্গে আপস করা উপযোগীই হবে। সাচ্চা গণতন্ত্র থেকে **আমাদের** ভয়ের কিছুই নেই, কেননা বাস্তব অবস্থা আমাদের পক্ষে, তাছাড়া আমাদের বিরুদ্ধবাদী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি আর মেনশেভিক পার্টি দুটির ভিতরে বিভিন্ন প্রবণতা বিকাশের ধারা পর্যন্ত প্রমাণ করছে আমরা সঠিক।

মেনশেভিক আর সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের লাভ হবে এই যে, জনগণের স্পষ্ট বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সমর্থনে **নিজেদের** মোর্চার কর্মসূচি বলবৎ করার যাবতীয় সুযোগ তারা পেয়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে, আর তাতে তারা সোভিয়েতগুলিতে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা 'শান্তিপূর্ণভাবে' কাজে লাগান নিশ্চিত করতে পারবে।

মোর্চাটা মোর্চা বলে, আর পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্র **সবসময়েই** বুর্জোয়া এবং প্রলেতারিয়েতের চেয়ে কম সমরূপ বলে, উভয় কারণে মোর্চাটা নানাধর্মী, সেটা থেকে অবশ্য হয়ত একাধিক মত শোনা যাবে।

একটা মতে বলা হবে: বলশেভিকদের আর বৈপ্লবিক প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে একই পথে আমরা চলতে পারি না। যে-কোন অবস্থাতেই তারা বড় বেশি দাবি করবে, গলাবাজি করে গরিব কৃষকদের ফুসলে নেবে। এটা দাবি করবে শান্তি এবং মিত্রশক্তিগুলির সঙ্গে বিচ্ছেদ। সেটা অসম্ভব। বুর্জোয়াদের সঙ্গে আমরা রয়েছি অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থায় এবং অধিকতর নিরাপদে; যা হোক, তাদের থেকে ভিন্ন পথ আমরা ধরি নি, শুধু একটা সাময়িক **ঝগড়া হয়েছে,** তাও শুধু কর্নিলভের ঘটনাটা নিয়ে। আমাদের ঝগড়া হয়েছে, সেটা আমরা মিটিয়ে ফেলতে পারি। অধিকন্তু, বলশেভিকরা আমাদের 'ছেড়ে দিচ্ছে' না কিছুই, কেননা তাদের অভ্যুত্থানের চেষ্টায় পরাজয় ১৮৭১ সালের কমিউনের মতোই অবধারিত।

অন্য মতটায় বলা হবে: কমিউনের নজির দেখানটা খুবই ভাসাভাসা, এমন কি বোকামি। কেননা, প্রথমত, ১৮৭১ সালের পর থেকে বলশেভিকরা কিছু শিখেছে; ব্যাঙ্কগুলো দখল করার ব্যাপারে তাদের ত্রুটি হবে না, ভার্সাই অভিযান চালাতে তারা নারাজ হবে না। এমনসব অবস্থায় এমন কি কমিউনও হয়ত জয়ী হতে পারত। তাছাড়া, কমিউন জনগণকে যা অবিলম্বে দিতে পারত না বলশেভিকরা ক্ষমতাসীন হলে জনগণকে তা দিতে পারবে, অর্থাৎ কৃষকের হাতে জমি, অবিলম্বে শান্তি প্রস্তাব উত্থাপন, আর উৎপাদনের উপর সত্যিকার নিয়ন্ত্রণ, ইউক্রেনীয়, ফিন, ইত্যাদিদের সঙ্গে অকপট শান্তি। চাঁচাছোলা কথায় বললে, কমিউনের যা ছিল তার চেয়ে দশগুণ বেশি 'তুরুপের তাস' রয়েছে বলশেভিকদের হাতে। দ্বিতীয়ত, যা-ই হোক, কমিউন মানে প্রচণ্ড গৃহযুদ্ধ, আগামী দীর্ঘকালের জন্য শান্তিপূর্ণ সাংস্কৃতিক বিকাশে বাধা, আরও অনায়াসে কাজকর্ম আর চক্রান্ত চালাতে হরেক রকম মাকমাহন আর কর্নিলভদের সুযোগ — এমনসব কাজকর্ম আমাদের গোটা বুর্জোয়া সমাজের পক্ষে একটা মহাবিপদ। কমিউনের ঝুঁকি নেওয়াটা কি বিচক্ষণতার কাজ?

আমরা নিজেদের হাতে ক্ষমতা না নিলে, সবকিছু যদি ৬ মে এবং ৩১ অগস্টের মধ্যে যেমন ছিল তেমনি গুরুতর অবস্থায় থেকে যায়, তাহলে এখন রাশিয়ায় একটি কমিউন অবশ্যম্ভাবী। প্রত্যেকটি বিপ্লবী শ্রমিক এবং সৈনিক অবশ্যই ভাববে কমিউনের কথা এবং তাতে বিশ্বাস করবে। সেটা ঘটাতে তারা অবশ্যই চেষ্টা করবে, কেননা তাদের যুক্তি হবে: মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে; বেড়ে চলছে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ আর ধ্বংস, আমাদের রক্ষা করতে পারে কেবল কমিউনই। তাহলে আমরা প্রাণ দিই, সবাই মরি, কিন্তু কায়েম

করি কমিউন। শ্রমিকদের এইভাবে চিন্তা করাটা অবশ্যম্ভাবী আর কমিউন দমন করা ১৮৭১ সালে যেমনটা সহজ হয়েছিল এখন তা হবে না। রুশ কমিউনের মিত্র থাকবে পৃথিবীর সর্বত্র; ১৮৭১ সালের কমিউনের মিত্রদের চেয়ে শতগুণ শক্তিশালী হবে এই মিত্ররা... কমিউনের ঝুঁকি নেওয়াটা কি আমাদের বিচক্ষণতার কাজ? বলশেভিকরা তাদের আপস দিয়ে আমাদের কার্যত কিছুই ছেড়ে দিচ্ছে না, তাও আমি মানতে পারি না। কেননা সমস্ত সভ্য দেশে সভ্য মন্ত্রীরা যুদ্ধকালে প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে প্রত্যেকটা বোঝাপড়াকে খুবই মূল্যবান জ্ঞান করেন, বোঝাপড়াটা যত ক্ষুদ্রই হোক। সেটাকে তাঁরা খুব, খুব বেশি মূল্যবান জ্ঞান করেন। এঁরা হলেন কাজের মানুষ, সত্যিকারের মন্ত্রী। বলশেভিকদের উপর দমন-পীড়ন সত্ত্বেও, তাদের পত্রপত্রিকাগুলির দুর্বলতা সত্ত্বেও তারা আরও বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠছে দ্রুত... কমিউনের ঝুঁকি নেওয়াটা আমাদের পক্ষে কি বিচক্ষণতার কাজ?

আমাদের রয়েছে নির্ভরযোগ্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা: আগামী কিছুকালের মধ্যে জেগে উঠবে না গরিব কৃষকেরা; নিজেদের জীবৎকালের মতো আমরা নিরাপদ। কৃষকপ্রধান দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হবে চরমপন্থীদের অনুগামী, তা আমি বিবেচনা করি না। তেমনি, একটা সত্যিকারের গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে স্পষ্টপ্রতীয়মান সংখ্যাগরিষ্ঠের বিরুদ্ধে কোন অভ্যুত্থান সম্ভব নয়। এটাই হবে দ্বিতীয় মতের বক্তব্য।

তৃতীয় মতও সম্ভবপর। এটা আসতে পারে মার্তভ কিংবা স্পিরিদোনভার সমর্থকদের মধ্যে থেকে। তাতে বলা হবে: 'কমরেডরা', কমিউন এবং সেটার সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আপনারা দু'জনেই কমিউনের বিরোধীদের পক্ষ ধরলেন নিঃসংকোচে, এতে আমি বিক্ষুব্ধ। কমিউন যারা দমন করেছিল তাদের পক্ষ আপনারা দু'জনেই অবলম্বন করলেন কোন-না-কোন আকারে। কমিউনের সপক্ষে প্রচার অভিযান আমি হাতে নেব না; সেটার কাতারে প্রত্যেকটি বলশেভিক যেমনটা লড়বে তা করব বলে আমি আগে-ভাগে কথা দিতে পারি না; কিন্তু একথা আমাকে বলতেই হচ্ছে যে, আমার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কমিউন যদি শুরু হয়েই যায় তাহলে আমি সেটার প্রতিপক্ষদের চেয়ে বরং সেটার সমর্থকদেরই সাহায্য করব...

'মোর্চার' ভিতরে মতামতের খিচুড়ি প্রচুর এবং অবশ্যম্ভাবী, কেননা সরকারে মন্ত্রিপদ পেতে সম্পূর্ণ উপযুক্ত, পুরোপুরি বুর্জোয়া থেকে এখনো প্রলেতারীয় মতাবস্থান নিতে পারে নি এমন আধা-ফকির অবধি

একগাদা ছোপের লোক রয়েছে পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের মধ্যে। কোন একটা নির্দিষ্ট সময়ে কী দাঁড়াবে এই মতামতের খিচুড়ির ফল, তা কেউ জানে না।

* * *

উপরের ছত্রগুলি লেখা হয়েছিল শুক্রবার, ১ সেপ্টেম্বর, কিন্তু আগে বুঝতে পারা যায় নি এমন পরিস্থিতির দরুন (ইতিহাসে লেখা থাকবে, কেরেনস্কির আমলে বাসস্থান বেছে নেবার স্বাধীনতা ছিল না সমস্ত বলশেভিকের) সেটা সেদিন সম্পাদকীয় দপ্তরে পেঁছয় নি। শনিবারের এবং আজকের (রবিবারের) কাগজগুলো পড়ার পরে আপন মনে বলছি: আপসের প্রস্তাব তোলার সময় বোধহয় আর নেই। যে ক'টা দিন শান্তিপূর্ণ **বিকাশ** তখনো সম্ভব ছিল **তাও** বোধহয় কেটে গেছে। হ্যাঁ, সব দেখে-শুনে মনে হচ্ছে, সেসব দিন পেরিয়ে গেছে। কেরেনস্কি কোন-না-কোনভাবে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পার্টিকে এবং সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদেরও পরিত্যাগ করে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের **ছাড়াই** এবং তাদের নিষ্ক্রিয়তার কল্যাণে নিজ অবস্থান সংহত করবেন বুর্জোয়াদের সাহায্যে... হ্যাঁ, সবকিছু দেখে-শুনে মনে হচ্ছে, শান্তিপূর্ণ বিকাশের পথ যখন আপতিকভাবে সম্ভব হয়ে উঠেছিল সেসব দিন **ইতিমধ্যে** কেটে গেছে। 'বিলম্বে আগত চিন্তা' শিরনাম দিতে অনুরোধ জানিয়ে লেখাটিকে সম্পাদকের কাছে পাঠিয়ে দেওয়াটাই এখন শুধু বাকি আছে... বিলম্বে আগত চিন্তাও হয়ত কখনো কখনো কৌতূহলশূন্য নয়।

৩ সেপ্টেম্বর, ১৯১৭ ৩৪ খণ্ড, ১৩৩-১৩৯ পৃঃ

আসন্ন বিপর্যয় এবং তা প্রতিহত করার উপায়

পুস্তিকা থেকে

সমাজতন্ত্রের দিকে যেতে ভয় পেলে এগোন সম্ভব কি?

এতক্ষণ যা বলা হল তার থেকে, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি এবং মেনশেভিকদের চলতি সুবিধাবাদী ধ্যান-ধারণায় লালিত পাঠকের পক্ষ থেকে সহজেই এই আপত্তি উঠতে পারে: এখানে বর্ণিত ব্যবস্থাগুলির বেশির ভাগ বস্তুত সমাজতান্ত্রিকই, গণতান্ত্রিক নয়!

(কোন-না-কোন আকারে) সাধারণত বুর্জোয়া, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি এবং মেনশেভিক পত্রপত্রিকাগুলিতে উত্থাপিত এই চলতি আপত্তিটা হল অনগ্রসর পুঁজিতন্ত্রের প্রতিক্রিয়াশীল পক্ষসমর্থন, স্ত্রুভীয় সাজে সজ্জিত সমর্থন। এতে যেন বলা হয়, আমরা সমাজতন্ত্রের জন্য পরিপক্ক নই, সমাজতন্ত্র 'প্রবর্তনের' সময় আসে নি, আমাদের বিপ্লব বুর্জোয়া বিপ্লব, বুর্জোয়াদের প্রতি হীনানুগত্য স্বীকার করতে হবে আমাদের (যদিও ১২৫ বছর আগে (১০০) ফ্রান্সে বুর্জোয়া মহাবিপ্লবীরা তাঁদের বিপ্লবটিকে মহাবিপ্লব করে তুলেছিলেন ভূস্বামী হোক, পুঁজিপতি হোক সমস্ত উৎপীড়কের বিরুদ্ধে **সন্ত্রাস**)।

বুর্জোয়াদের ঝুটা-মার্কসবাদী নোকরেরা, যাদের সঙ্গে জুটেছে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা এবং যারা ওইভাবে তর্ক তোলে, তারা জানে না (তাদের মতের তাত্ত্বিক ভিত্তি পরীক্ষা করলে যা দেখা যায়) সাম্রাজ্যবাদ কী, পুঁজিতান্ত্রিক একচেটিয়া কী, রাষ্ট্র কী, আর কীই-বা বৈপ্লবিক গণতন্ত্র। কেননা সেটা যে বোঝে সে মানতে বাধ্য যে, সমাজতন্ত্রের দিকে ছাড়া কোন অগ্রগতি হতে পারে না।

সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে প্রত্যেকে কথা বলে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ হল স্রেফ একচেটে পুঁজিতন্ত্র।

রাশিয়ায়ও পুঁজিতন্ত্র একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্রে পরিণত হয়েছে, সেটা সাব্যস্ত করতে 'প্রোদুগোল', 'প্রোদামেৎ', চিনি সিণ্ডিকেট, ইত্যাদির দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্র কিভাবে রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্রে পরিণত হয়, চিনি সিণ্ডিকেটই তার শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত।

রাষ্ট্র কী? রাষ্ট্র হল শাসক শ্রেণীর একটি সংগঠন — যেমনটি জার্মানিতে য়ুঙ্কার (১০১) আর পুঁজিপতিদের। তাই, জার্মান প্লেখানভরা (শাইডেমান, লেণ্ড এবং অন্যান্যেরা) যেটাকে বলেন 'যুদ্ধকালীন সমাজতন্ত্র' সেটা আসলে যুদ্ধকালীন রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্র বা আরও সহজ ও স্পষ্ট করে বললে, শ্রমিকদের বেলায় যুদ্ধকালীন সশ্রম কারাবাস এবং পুঁজিতান্ত্রিক মুনাফার যুদ্ধকালীন সংরক্ষণ।

য়ুঙ্কার-পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্র, ভূস্বামী-পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রের **বদলী** ধরা যাক **বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক** রাষ্ট্র, অর্থাৎ যে-রাষ্ট্র বৈপ্লবিক উপায়ে **সমস্ত** বিশেষাধিকার লোপ করে এবং বৈপ্লবিক উপায়ে পূর্ণতম গণতান্ত্রিকতা প্রবর্তন করতে ভয় পায় না। দেখা যাবে, রাষ্ট্রটা সাচ্চা বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক হলে রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্রে নিহিত থাকে সমাজতন্ত্রের দিকে একটি অবশ্যম্ভাবী, অপরিহার্য পদক্ষেপ, একটি পদক্ষেপের চেয়ে বেশি কিছু!

কেননা কোন বিশাল পুঁজিতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান একচেটিয়া হয়ে উঠলে, তার মানে সেটা সেবা করে সমগ্র জাতির। সেটা রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া হয়ে উঠলে, তার মানে গোটা কর্মকান্ডটি চালায় রাষ্ট্র (অর্থাৎ জনসমষ্টির, সর্বোপরি শ্রমিক আর কৃষকদের সশস্ত্র সংগঠন, অবশ্য **বৈপ্লবিক** গণতান্ত্রিকতা থাকার শর্তে)। কার স্বার্থে?

— হয় ভূস্বামী আর পুঁজিপতিদের স্বার্থে, সেক্ষেত্রে সেটা বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক নয়, প্রতিক্রিয়াশীল-আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্র, সাম্রাজ্যবাদী প্রজাতন্ত্র;

— নইলে বৈপ্লবিক গণতন্ত্রের স্বার্থে — তাহলে **সেটা সমাজতন্ত্রের দিকে পদক্ষেপ।**

কেননা সমাজতন্ত্র হল স্রেফ রাষ্ট্রীয়-পুঁজিতান্ত্রিক একচেটিয়া থেকে ঠিক পরের পদক্ষেপ। কিংবা বলা যায়, সমাজতন্ত্র হল স্রেফ রাষ্ট্রীয়-পুঁজিতান্ত্রিক একচেটিয়া, **যেটাকে দিয়ে সমগ্র জনগণের স্বার্থের খিদমত করান হয়,** আর যেটা সেই পরিমাণে আর পুঁজিতান্ত্রিক একচেটিয়া **থাকে না।**

এতে কোন মধ্যপন্থা নেই। বিকাশের বিষয়গত প্রক্রিয়াটা এমনই যাতে সমাজতন্ত্রের দিকে না এগিয়ে **একচেটিয়াগুলো** (যুদ্ধ সেগুলোর সংখ্যা, ভূমিকা এবং গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে দশগুণ) থেকে এগোন **অসম্ভব।**

হয় প্রকৃতপক্ষে বিপ্লবী গণতন্ত্রী হতে হবে, সেক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রের দিকে পদক্ষেপ গ্রহণে ভয় পাওয়া চলে না।

নইলে সমাজতন্ত্রের দিকে **পদক্ষেপ** গ্রহণে আমরা ভীত। আমাদের বিপ্লবটা বুর্জোয়া বিপ্লব, **সমাজতন্ত্র** 'প্রবর্তন করা' যায় না, ইত্যাদি যুক্তি তুলে প্লেখানভ, দান কিংবা চের্নোভের ধরনে সেই পদক্ষেপের নিন্দা করি, সেক্ষেত্রে আমরা নেমে যাই কেরেনস্কি, মিলিউকোভ এবং কর্নিলভের পর্যায়ে, অর্থাৎ আমরা **প্রতিক্রিয়াশীল-আমলাতান্ত্রিক** উপায়ে দমন করি শ্রমিক আর কৃষকদের 'বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক' আশা-আকাঙ্ক্ষা।

কোন মধ্যপন্থা নেই।

সেখানেই রয়েছে আমাদের বিপ্লবের মূল অসংগতি।

সাধারণভাবে ইতিহাসে, আর বিশেষত যুদ্ধকালে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। এগোতে কিংবা হটতে হয়। বৈপ্লবিক উপায়ে প্রজাতন্ত্র আর গণতান্ত্রিকতা হাসিল করেছে বিশ শতকের রাশিয়া, এখানে আগুবাড়া **সম্ভব নয়** সমাজতন্ত্রের দিকে না **এগিয়ে,** সেদিকে **পদক্ষেপ** না করে (সে-পদক্ষেপ প্রযুক্তি আর সংস্কৃতির মাত্রা দিয়ে শর্তাবদ্ধ এবং নির্ধারিত: বৃহদায়তন যন্ত্র-উৎপাদন কৃষকের অর্থনীতিতে 'চালু করা' কিংবা চিনি উৎপাদনে লোপ করা যায় না)।

তবে এগোতে ভয় করা **মানে** হটা — যা মিলিউকোভ আর প্লেখানভদের পরমানন্দ দিয়ে কেরেনস্কিরা বাস্তবিকই করছেন সেরেতেলি আর চের্নোভদের নির্বোধ আনুকূল্যে।

একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্র থেকে রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্রে রূপান্তর অসাধারণ মাত্রায় ত্বরান্বিত করে যুদ্ধটা **ওইভাবে** মানবজাতিকে লক্ষণীয়ভাবে এগিয়ে দিয়েছে সমাজতন্ত্রের দিকে, এমনই ইতিহাসের দ্বান্দ্বিকতা।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ — এটা **সমাজতান্ত্রিক** বিপ্লবের প্রাক্কাল। তার কারণ শুধু এই নয় যে, যুদ্ধের বীভৎসতা প্রলেতারীয় বিদ্রোহ ঘটায় — সমাজতন্ত্রের জন্য অর্থনৈতিক শর্তাবলী পরিপক্ক না হলে কোন বিদ্রোহই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারে না — কারণটা এই যে, রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্র হল সমাজতন্ত্রের পুরোদস্তুর **বৈষয়িক** প্রস্তুতি, সমাজতন্ত্রের **দ্বারপ্রান্ত,** ইতিহাস নামক **মইখানায়** সেই ধাপটা যেটা এবং সমাজতন্ত্র নামের ধাপটার মধ্যে **কোন অন্তর্বর্তী ধাপ নেই।**

* * *

আমাদের সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি আর মেনশেভিকরা সমাজতন্ত্র সংক্রান্ত প্রশ্নটাকে ধরে মতান্ধ ধরনে — মুখস্থ করা কিন্তু ভাল করে না-

বোঝা মতবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে। **সুদূর**, অজ্ঞাত, আবছা একটা বস্তু হিসেবে তারা দেখে **সমাজতন্ত্রকে।**

কিন্তু আধুনিক পুঁজিতন্ত্রের **সমস্ত** জানলা দিয়েই **সমাজতন্ত্র** এখন তাকিয়ে রয়েছে আমাদের দিকে; আধুনিক পুঁজিতন্ত্রের ভিত্তিতে যেটা হয় অগ্রপদক্ষেপ এমন প্রত্যেকটা ব্যবস্থায় **সমাজতন্ত্র** ফুটে ওঠে **সরাসরি, ব্যবহারিক আকারে।**

সর্বজনীন শ্রমবাধ্যতা — এটা কী?

এটা হল আধুনিক একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্রের ভিত্তিতে একটা অগ্রপদক্ষেপ, একটা কিছু সাধারণ পরিকল্পনা অনুসারে সমগ্র অর্থনৈতিক জীবন নিয়ামনের একটা ব্যবস্থা, জাতীয় শ্রমসাশ্রয়ের জন্য এবং জাতীয় শ্রমের মূঢ় পুঁজিতান্ত্রিক অপচয় রোধের একটা ব্যবস্থা।

জার্মানিতে সর্বজনীন শ্রমবাধ্যতা চালু করছে য়ুংকাররা (ভূস্বামীরা) আর পুঁজিপতিরা, কাজেই সেটা অনিবার্যভাবে হয়ে ওঠে শ্রমিকদের পক্ষে যুদ্ধের সশ্রম কারাবাসের দশা।

কিন্তু একই ব্যবস্থাটাকে ধরে কোন বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সেটার তাৎপর্য নিয়ে ভেবে দেখুন। শ্রমিক, সৈনিক এবং কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলির প্রবর্তিত, নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত সর্বজনীন শ্রমবাধ্যতা **তবু নয়** সমাজতন্ত্র, কিন্তু সেটা **আর নয়** পুঁজিতন্ত্র। সেটা হবে সমাজতন্ত্রের **দিকে** এক বিপুল **পদক্ষেপ;** পূর্ণ গণতন্ত্র বজায় থাকলে জনরাশির বিরুদ্ধে অভূতপূর্ব বলপ্রয়োগ ছাড়া সেটা থেকে পুঁজিতন্ত্রে পশ্চাদপসরণ আর সম্ভবপর হতে পারে না।

১০-১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯১৭ ৩৪ খণ্ড, ১৯০-১৯৪ পৃঃ

ক্ষমতা দখল করতে হবে বলশেভিকদের

রাশিয়া সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি, পেত্রগ্রাদ ও মস্কো কমিটির নিকট চিঠি

উভয় রাজধানীর শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতে সংখ্যাধিক্য পাওয়ায় বলশেভিকরা স্বহস্তে রাষ্ট্রক্ষমতা নিতে পারে এবং নেওয়া **উচিত।**

পারে, কেননা জনগণকে টেনে আনা, প্রতিপক্ষের প্রতিরোধ জয় করা, তাকে চূর্ণ করা, রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে তা ধরে রাখার পক্ষে উভয় রাজধানীতে জনগণের বিপ্লবী অংশগুলির সক্রিয় সংখ্যাধিক্যই যথেষ্ট। কেননা, তৎক্ষণাৎ গণতান্ত্রিক শান্তির প্রস্তাব দিয়ে, তৎক্ষণাৎ কৃষকদের জমি দিয়ে, কেরেনস্কি কর্তৃক বিপর্যস্ত বিধ্বস্ত গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে পুনরুদ্ধার করে বলশেভিকরা এমন সরকার গড়বে যা **কেউ** উচ্ছেদ করতে পারবে **না।**

জনগণের অধিকাংশ আমাদের **পক্ষে।** সেটা দেখা গেছে ৬ মে থেকে ৩১ আগস্ট এবং ১২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত, দীর্ঘ ও দুরূহ ঘটনাপ্রবাহে। রাজধানী শহরগুলির সোভিয়েতে সংখ্যাধিক্য হল **আমাদের পক্ষে** জনগণের চলে আসার **ফলশ্রুতি।** সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি ও মেনশেভিকদের দোলায়মানতা, তাদের মধ্যে আন্তর্জাতিকতাবাদীদের শক্তিবৃদ্ধিও একই বিষয় সপ্রমাণ করে।

গণতান্ত্রিক সম্মেলন (১০২) বৈপ্লবিক জনগণের অধিকাংশের প্রতিনিধি **নয়, ওটা শুধু আপসপরায়ণ পেটি-বুর্জোয়া শীর্ষাংশ।** নির্বাচনের তথ্য দিয়ে নিজেকে প্রতারিত হতে দেওয়া চলে না। ব্যাপারটা নির্বাচন নিয়ে নয়। পেত্রগ্রাদ ও মস্কোর নগর কাউন্সিল নির্বাচনের সঙ্গে সোভিয়েতগুলির নির্বাচনের তুলনা করে দেখুন। মস্কোতে নির্বাচন আর ১২ আগস্ট মস্কো ধর্মঘটের তুলনা করুন। জনগণকে যারা চালিত করছে সেই বিপ্লবী অংশগুলির অধিকাংশ সম্পর্কে এই হল বাস্তব তথ্য।

গণতান্ত্রিক সম্মেলন প্রবঞ্চিত করছে কৃষকদের। এটা তাদের শান্তি বা জমি কিছুই দিচ্ছে না।

কেবল বলশেভিক সরকারই কৃষকদের তুষ্ট করবে।

* * *

কেন ঠিক **এখনই** বলশেভিকদের ক্ষমতা দখল করতে হবে?

কারণ পেত্রগ্রাদের আসন্ন আত্মসমর্পণের প্রেক্ষিতে আমাদের ঝুঁকি শতগুণ বাড়বে।

আর কেরেনস্কি অ্যান্ড কোং-র হাতে ফৌজের নেতৃত্ব বিধায় পেত্রগ্রাদের আত্মসমর্পণে বাধা দেবার **শক্তি** আমাদের **নেই।**

আর সংবিধান সভার 'অপেক্ষায়' থাকাও চলে না, কেননা পেত্রগ্রাদের ওই আত্মসমর্পণের মাধ্যমে কেরেনস্কি অ্যান্ড কোং সেই সভা যে-কোন সময় **বানচাল করতে পারে।** ক্ষমতা দখল করে কেবল আমাদের পার্টিই সংবিধান সভার আহ্বান নিশ্চিত করতে পারে। অতঃপর এটি অন্যান্য পার্টিকে গড়িমসির দোষে অভিযুক্ত করবে এবং সেই অভিযোগ সপ্রমাণ করতে পারবে।

ব্রিটিশ ও জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে পৃথক চুক্তিতে বাধা দেওয়া উচিত এবং তা সম্ভব, তবে কেবল দ্রুত ব্যবস্থা নিলেই।

মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের দোলায়মানতায় জনগণ ক্লান্ত। রাজধানী দুটিতে কেবল আমাদের বিজয়ই কৃষকদের আমাদের সপক্ষে টেনে আনবে।

* * *

প্রশ্নটা অভ্যুত্থানের 'দিন' নিয়ে, সংকীর্ণ অর্থে তার 'মুহূর্ত' নিয়ে নয়। যারা শ্রমিক ও সৈনিকদের সঙ্গে, **জনগণের** সঙ্গে **সংশ্লিষ্ট** তাদের সাধারণ ইচ্ছায়ই কেবল তা নির্ধারিত হবে।

প্রশ্নটা হল এই যে আমাদের পার্টি এখন কার্যত **নিজেদের কংগ্রেস** পাচ্ছে গণতান্ত্রিক সম্মেলনেই এবং এই কংগ্রেসকে (চাক বা না চাক) **বিপ্লবের ভাগ্য** নির্ধারণ করতে **হবে।**

প্রশ্নটা হল পার্টির কাছে **কর্তব্যটা** পরিষ্কার করে তোলা। এখনকার অবশ্যকর্তব্য হবে পেত্রগ্রাদ ও মস্কোতে (তার বিভাগীয় অঞ্চল সমেত) **সশস্ত্র অভ্যুত্থান,** ক্ষমতা দখল, সরকার উচ্ছেদ। সংবাদপত্রে ততটা প্রকাশ

না করে এজন্য **কীভাবে** আন্দোলন **সম্ভবপর** তা-ই ভাবতে হবে।

অভ্যুত্থান **সম্পর্কে** মার্কসের উক্তি: **'অভ্যুত্থান হল একটা শিল্পকলা'** (১০৩), ইত্যাদি **স্মরণীয়** ও বিচার্য।

* * *

'আনুষ্ঠানিক' **সংখ্যাধিক্যের** জন্য অপেক্ষা করা **বলশেভিকদের** পক্ষে বাতুলতা হবে: কোন বিপ্লবই **তার** অপেক্ষা করে না। কেরেনস্কি অ্যান্ড কোং‌ও তার অপেক্ষায় নেই এবং তারা পেত্রগ্রাদের আত্মসমর্পণের আয়োজন করছে। 'গণতান্ত্রিক সম্মেলনের' করুণ দ্বিধাই পেত্রগ্রাদ ও মস্কোর শ্রমিকদের সহ্যের বাঁধ ভাঙবে ও ভাঙছে! এখন ক্ষমতা দখল না করলে ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না।

কোন **শাসনযন্ত্র** নেই? একটি **শাসনযন্ত্র** আছে: সোভিয়েতগুলি এবং গণতান্ত্রিক সংগঠনগুলি। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি **ঠিক** এখনই, ব্রিটিশ ও জার্মানদের মধ্যে পৃথক শান্তিচুক্তির **প্রাক্কালে, আমাদের পক্ষেই।** ঠিক এখনই **সমস্ত** জাতির কাছে শান্তির প্রস্তাব দেওয়া **জয়লাভেরই** নামান্তর।

একইসঙ্গে মস্কো ও পেত্রগ্রাদে (কে শুরু করবে সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, এমন কি মস্কোও শুরু করতে পারে) ক্ষমতা দখল করে আমরা **অবশ্যই এবং নিঃসন্দেহে** জয়লাভ করব।

ন. লেনিন

১৯১৭ সালের ১২-১৪ (২৫-২৭) সেপ্টেম্বরে লিখিত

৩৪ খণ্ড, ২৩৯-২৪১ পৃঃ

মার্কসবাদ ও অভ্যুত্থান

রাশিয়া সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির নিকট চিঠি

প্রভাবশালী 'সমাজতান্ত্রিক' পার্টিগুলি মার্কসবাদের যেসব বিদ্বেষপূর্ণ ও প্রায় বহুপ্রচারিত বিকৃতি ঘটিয়েছে তার মধ্যে এই সুবিধাবাদী মিথ্যাটি অন্তর্গত, যথা: অভ্যুত্থানের প্রস্তুতিকে, সাধারণভাবে অভ্যুত্থানকেই একটা শিল্পকলা হিসেবে দেখা নাকি 'ব্লাঙ্কিবাদ'।

সুবিধাবাদের নেতা বার্নস্টাইন মার্কসবাদকে ব্লাঙ্কিবাদে অভিযুক্ত করে আগেই এক শোচনীয় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, বর্তমানের সুবিধাবাদীরা ব্লাঙ্কিবাদের সোরগোল তুলে বার্নস্টাইনের রিক্ত 'ভাবনাকে' একবিন্দু নবায়িতও করে নি, 'সমৃদ্ধ'ও করে নি।

অভ্যুত্থানকে একটা শিল্পকলা হিসেবে দেখার জন্য মার্কসবাদীদের কিনা ব্লাঙ্কিবাদে অভিযুক্ত করা! সত্যের এর চেয়ে ঘোরতর বিকৃতি আর কী হতে পারে যখন কোন এক মার্কসবাদীও একথা অস্বীকার করতে পারে না যে স্বয়ং মার্কসই একান্ত সুনির্দিষ্ট, যথাযথ ও তর্কাতীত রূপে এই ব্যাপারে মত দিয়েছেন, অভ্যুত্থানকে স্পষ্টতই **শিল্পকলা** বলেছেন, বলেছেন যে অভ্যুত্থানকে গ্রহণ করতে হবে শিল্পকলার মতো, বলেছেন দরকার প্রাথমিক সাফল্য **জয় করা** এবং শত্রুর ওপর **আক্রমণ** বন্ধ না করে, তার বিহ্বলতার সুযোগ নিয়ে সাফল্য থেকে সাফল্যে এগিয়ে যাওয়া, ইত্যাদি।

অভ্যুত্থান সার্থক হতে হলে নির্ভর করা উচিত চক্রান্তের ওপর নয়, পার্টির ওপর নয়, অগ্রণী শ্রেণীটির ওপর। এই হল প্রথম কথা। অভ্যুত্থানকে নির্ভর করতে হবে **জনগণের বৈপ্লবিক জোয়ারের** ওপর। এই হল দ্বিতীয় কথা। ক্রমবর্ধমান বিপ্লবের ইতিহাসের এমন **সন্ধিক্ষণে** অভ্যুত্থানকে নির্ভর করতে হবে যখন জনগণের অগ্রণী পঙ্‌ক্তিগুলির সক্রিয়তা সর্বোচ্চে উঠেছে, যখন শত্রুদের মধ্যে এবং **বিপ্লবের দুর্বল, দোমনা, অস্থিরচিত্ত বন্ধুদের মধ্যে**

দোলায়মানতা সবচেয়ে বেশি। এই হল তৃতীয় কথা। অভ্যুত্থানের প্রশ্ন উপস্থাপনে **ব্লাঙ্কিবাদ থেকে মার্কসবাদের** তফাৎ এই তিনটি শর্তে।

কিন্তু এই শর্তগুলি যদি বর্তমান থাকে, তাহলে অভ্যুত্থানকে শিল্পকলা হিসেবে দেখতে অস্বীকার করার অর্থ মার্কসবাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ও বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা।

বর্তমানে আমরা যে-মুহূর্তের মধ্য দিয়ে চলেছি সেটাকে কেন এমন মুহূর্ত বলে ধরা উচিত, যখন পার্টির পক্ষে একথা স্বীকার করা **বাধ্যতামূলক** যে বাস্তব ঘটনাবলির ধারায় অভ্যুত্থান হয়ে দাঁড়িয়েছে নির্দিষ্ট দিনের কর্মসূচি এবং অভ্যুত্থানকে দেখা উচিত শিল্পকলা হিসেবে, তা প্রমাণের জন্য বোধ হয় সবচেয়ে ভাল হবে তুলনার পদ্ধতি নিয়ে ৩-৪ জুলাইয়ের সঙ্গে সেপ্টেম্বর দিনগুলিকে যাচাই করা।

সত্য লঙ্ঘন না করে ৩-৪ জুলাইয়ে প্রশ্নটা হাজির করা যেত এভাবে: ক্ষমতা দখল করাই সঠিক, কেননা অন্যথায়ও শত্রু আমাদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের অভিযোগ আনবে ও অভ্যুত্থানকারী হিসেবে আমাদের দমন করবে। কিন্তু এ-থেকে ক্ষমতা দখলের অনুকূলে সিদ্ধান্ত টানা যেত না, কেননা অভ্যুত্থানের বিজয়ের বাস্তব পরিস্থিতি তখন ছিল না।

১) তখন বিপ্লবের অগ্রবাহিনী হতে সক্ষম শ্রেণীটি আমাদের পক্ষে ছিল না।

রাজধানী দুটির শ্রমিক ও সৈনিকদের মধ্যে আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা তখনো ছিল না। এখন উভয় সোভিয়েতেই তা বর্তমান। সেটা গড়ে উঠেছে **কেবল** জুলাই ও আগস্টের ইতিহাসে, বলশেভিক 'দলনের' অভিজ্ঞতা ও কর্নিলভ হাঙ্গামার অভিজ্ঞতায়।

২) একটা সার্বজনীন বিপ্লবী জোয়ার তখন ছিল না। কর্নিলভ হাঙ্গামার পরে এখন সেটা আছে। প্রদেশগুলির অবস্থা এবং নানা স্থানে সোভিয়েতগুলি কর্তৃক ক্ষমতাগ্রহণে তা প্রমাণিত হচ্ছে।

৩) সেই সময় একটা গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ রাজনৈতিক আয়তনে আমাদের শত্রুদের মধ্যে ও দোমনা পেটি বুর্জোয়াদের মধ্যে **দোলায়মানতা** ছিল না। এখন দোলায়মানতা রয়েছে বিরাটাকারে। আমাদের প্রধান শত্রু, মিত্রশক্তি ও বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদ (কেননা 'মিত্রশক্তি' রয়েছে বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের পুরোভাগে) বিজয়াবধি যুদ্ধ এবং রাশিয়ার বিরুদ্ধে পৃথক সন্ধি — এই দুয়ের মধ্যে **দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।** আমাদের পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা **স্পষ্টতই**

জনগণের মধ্যে সংখ্যাধিক্য হারিয়ে ভয়ানক দোদুল্যচিত্ত হয়ে পড়েছে, কাদেতদের সঙ্গে সঙ্ঘ, অর্থাৎ জোট অস্বীকার করেছে।

৪) তাই ৩-৪ জুলাইয়ে অভ্যুত্থান হত ভুল: আমরা আঙ্গিক বা রাজনৈতিক কোন দিক থেকেই ক্ষমতা ধরে রাখতে পারতাম না। আঙ্গিকভাবে, যদিও পেত্রগ্রাদ কোন কোন মুহূর্তে এসে গিয়েছিল আমাদের হাতে। কেননা পেত্রগ্রাদ দখলের জন্য আমাদের শ্রমিক ও সৈন্যরা তখন **লড়তে ও মরতে** যেত না: এমন 'হিংস্রতা', কেরেনস্কি **তথা** সেরেতেলি-চের্নোভদের **প্রতি** এমন ফুঁসন্ত বিদ্বেষ ছিল না, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিকদের অংশগ্রহণে বলশেভিকদের ওপর যে-দলন চলে, তার অভিজ্ঞতায় আমাদের লোকেরা তখনো পোক্ত হয় নি।

রাজনৈতিকভাবে আমরা ৩-৪ জুলাইয়ে ক্ষমতা ধরে রাখতে পারতাম না, কেননা **কর্নিলভ হাঙ্গামার আগে** ফৌজ ও প্রদেশগুলি পেত্রগ্রাদের বিরুদ্ধে অভিযান করতে পারত ও করত।

এখনকার ছবিটা অন্যরকম।

শ্রেণীটির, বিপ্লবের অগ্রবাহিনীর, জনগণকে সঙ্গে টানতে সমর্থ জাতির অগ্রবাহিনীর অধিকাংশ আমাদের পক্ষে।

জনগণের **অধিকাংশ** আমাদের পক্ষে, কেননা কৃষকেরা যে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ব্লক (এবং খোদ সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের) কাছ থেকে **জমি পাবে না** তার অতি প্রকট, জাজ্বল্যমান লক্ষণ হল চের্নোভের পদত্যাগ, এবং মোটেই এটা একমাত্র লক্ষণ নয়। বিপ্লবের লোকায়ত চরিত্রের মূল কারণটা এখানেই।

সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ এবং সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিকদের গোটা ব্লকটির অশ্রুতপূর্ব দোলায়মানতার পরিস্থিতিতে যে-পার্টি তার পথ সম্পর্কে দৃঢ়চিত্তে সজ্ঞান, এমন এক পার্টির সুবিধাজনক অবস্থা রয়েছে আমাদের।

আমাদের **বিজয় সুনিশ্চিত,** কেননা জনগণ একেবারে হতাশার মুখে এসে পৌঁছেছে আর 'কর্নিলভ হাঙ্গামার দিনগুলোয়' গোটা জনগণের কাছে আমাদের নেতৃত্বের তাৎপর্য দেখিয়ে, তারপর ব্লক-ওয়ালাদের কাছে আপসের **প্রস্তাব পেশ করে** এবং তাদের অব্যাহত দোলায়মানতা সত্ত্বেও **তাদের কাছে প্রত্যাখ্যাত হবার পর** পরিত্রাণের সঠিক পথ আমরাই জনগণকে দেখাচ্ছি।

আমাদের আপসের প্রস্তাব বুঝি-বা **এখনো** প্রত্যাখ্যাত হয় নি, গণতান্ত্রিক সম্মেলন তা **এখনো** গ্রহণ করতে পারে একথা ভাবলে প্রকাণ্ড ভুল হবে।

আপস প্রস্তাবিত হয়েছিল **পার্টি থেকে পার্টির কাছে;** অন্যভাবে প্রস্তাব উত্থাপন করা যায় না। **পার্টিগুলি** তা প্রত্যাখ্যান করেছে। গণতান্ত্রিক সম্মেলন মাত্র একটা **সম্মেলন,** তার বেশি কিছু নয়। একটা কথা ভোলা চলে না: তার ভেতর বিপ্লবী জনগণের **অধিকাংশের,** গরিব ও ক্রুদ্ধ কৃষকদের প্রতিনিধিত্ব নেই। এটা হল **জনগণের সংখ্যালঘুর** সম্মেলন — এই চাক্ষুষ সত্যটা ভোলা চলে না। গণতান্ত্রিক সম্মেলনকে একটা পার্লামেণ্ট হিসেবে দেখলে আমাদের পক্ষ থেকে হবে একটা মহাভুল, প্রকাণ্ড একটা পার্লামেণ্টী আহাম্মকি (১০৪), কেননা এই সম্মেলন **যদি** নিজেকে এমন কি বিপ্লবের কায়েমী সার্বভৌম পার্লামেণ্ট বলেও ঘোষণা করে, তাহলেও সেই সম্মেলন কিছুই **ফয়সালা করবে না।** ফয়সালা রয়েছে **তার বাইরে,** পেত্রগ্রাদ ও মস্কোর শ্রমিক পাড়াগুলোয়।

সার্থক অভ্যুত্থানের সব ক'টি বাস্তব পূর্বশর্ত আমাদের সামনে। আমাদের রয়েছে পরিস্থিতিগত এক অসাধারণ সুবিধা, যখন লোককে যা জ্বালিয়ে মারে দুনিয়ায় এই সবচেয়ে যন্ত্রণাকর জিনিস — দ্বিধার অবসান ঘটাবে **কেবল** অভ্যুত্থানে আমাদের বিজয়; যখন অভ্যুত্থানে **কেবল** আমাদের বিজয়েই অবিলম্বে জমি পাবে কৃষক; যখন অভ্যুত্থানে কেবল **আমাদের** বিজয়েই বিপ্লবের বিরুদ্ধে পৃথক শান্তির খেলা **চুকবে,** খেলা চুকবে বিপ্লবের **হিতার্থে** অনেক পরিপূর্ণ, ন্যায়সঙ্গত ও শীঘ্র একটা শান্তির প্রস্তাব দিয়ে।

পরিশেষে, কেবল আমাদের পার্টিই অভ্যুত্থানে জয়লাভ করে পেত্রগ্রাদকে বাঁচাতে **পারে,** কেননা আমাদের শান্তিপ্রস্তাব যদি প্রত্যাখ্যাত হয়, এমন কি সাময়িক যুদ্ধবিরতিও যদি আমরা না পাই, তাহলে তখন **আমরা** হয়ে দাঁড়াব 'প্রতিরক্ষাবাদী', আমরা গিয়ে দাঁড়াব **সমর পার্টিগুলির নেতৃত্বে,** হয়ে দাঁড়াব **সবচেয়ে 'সামরিক'** পার্টি, লড়াই চালাব সত্যি করেই বিপ্লবী উপায়ে। পুঁজিপতিদের **সমস্ত** রুটি ও **সমস্ত** বুট আমরা কেড়ে নেব। তাদের জন্য রাখব রুটির ছাল, পায়ে পরাব গাছের বাকলের জুতা। **সমস্ত** রুটি ও **সমস্ত** বুট আমরা ফ্রণ্টকে দেব।

আর তাহলে আমরা রক্ষা করতে পারব পেত্রগ্রাদকে।

রাশিয়ায় সত্যিকারের বিপ্লবী যুদ্ধের পক্ষে আত্মিক ও বৈষয়িক সম্পদ এখনো অপরিমিত; জার্মানরা আমাদের অন্তত সাময়িক যুদ্ধবিরতি দেবে এই সম্ভাবনা শতকরা ৯৯ ভাগ। আর এখন যুদ্ধবিরতি পাওয়া তো **গোটা দুনিয়া** জয় করারই নামান্তর।

* * *

বিপ্লবকে বাঁচাতে ও সাম্রাজ্যবাদীদের উভয় দলের দ্বারা রাশিয়াকে 'পৃথক' বিভাজন থেকে বাঁচাতে পেত্রগ্রাদ ও মস্কোর শ্রমিকদের অভ্যুত্থান যে একান্ত আবশ্যক একথা স্বীকার করার পর আমাদের উচিত, প্রথমত, সম্মেলনে ক্রমবর্ধমান অভ্যুত্থানের পরিস্থিতির উপযোগী করে নিজেদের রাজনৈতিক রণকৌশল খাপ খাইয়ে নেওয়া এবং দ্বিতীয়ত, আমাদের দেখান উচিত যে অভ্যুত্থানকে শিল্পকলা হিসেবে নেওয়ার আবশ্যিকতার বিষয়ে মার্কসের কথাটাকে আমরা কেবল মুখেই স্বীকার করছি না।

সম্মেলনে আমাদের উচিত সংখ্যাবৃদ্ধির পেছনে না ছুটে, দ্বিধাগ্রস্তদের দোলায়মানদের শিবিরেই ছেড়ে দিতে ভয় না পেয়ে অবিলম্বে বলশেভিক দলকে সংহত করে তোলা। এই দোদুল্যমানেরা দৃঢ়চিত্ত, নিঃস্বার্থ যোদ্ধাদের শিবিরের চেয়ে **সেখানেই** থাকলে বিপ্লবের বেশি উপকার হবে।

আমাদের উচিত বলশেভিকদের একটি সংক্ষিপ্ত ঘোষণা রচনা করা, তাতে স্পষ্টত লম্বা-চওড়া বক্তৃতা এবং সাধারণ 'বক্তৃতার' অপ্রাসঙ্গিকতায় জোর দিয়ে বলা দরকার: বিপ্লবরক্ষার জন্য চাই অবিলম্বে সংগ্রাম, বুর্জোয়ার সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদ, বর্তমান সরকারের সম্পূর্ণ অপসারণ, রাশিয়ার 'পৃথক' বিভাজনের উদ্যোক্তা ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদ, **বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের নেতৃত্বাধীন বিপ্লবী গণতন্ত্রের** কাছে অবিলম্বে সমস্ত ক্ষমতার হস্তান্তর।

জনগণের জন্য শান্তি, কৃষকদের জন্য জমি, কলঙ্ককর মুনাফার বাজেয়াপ্তি এবং পুঁজিপতিদের কৃত উৎপাদনের কলঙ্কজনক ক্ষতিরোধ — এই কর্মসূচিগত প্রস্তাব প্রসঙ্গে উক্ত সিদ্ধান্তের একান্ত সংক্ষিপ্ত ও তীক্ষ্ন বর্ণনা থাকা চাই আমাদের ঘোষণায়।

ঘোষণাটা যত সংক্ষিপ্ত ও যত তীক্ষ্ন হয়, ততই ভাল। কেবল আরও দুটি জরুরি কথা তাতে বলা দরকার: জনসাধারণ দোলায়মানতার ফলে উত্ত্যক্ত হয়ে উঠেছে, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিকদের সংকল্পহীনতায় তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছে; আমরা এই **দুটি পার্টির** সঙ্গে চূড়ান্ত **সম্পর্কচ্ছেদ** করছি, কেননা তারা বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

দ্বিতীয় কথা: অবিলম্বে, বিনা রাজ্যগ্রাসে শান্তির প্রস্তাব দিলে, অবিলম্বে মিত্রশক্তি-সাম্রাজ্যবাদী ও সর্ববিধ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করলে অবিলম্বে **হয়** একটা যুদ্ধবিরতি ঘটবে, নয় সমগ্র বিপ্লবী প্রলেতারিয়েত

চলে আসবে প্রতিরক্ষার পক্ষে এবং তার নেতৃত্বে বিপ্লবী গণতন্ত্র চালাবে সত্যি করেই ন্যায্য, সত্যি করেই বিপ্লবী একটা যুদ্ধ।

এই ঘোষণাটা পড়ার পর কথা নয় **সিদ্ধান্ত নেওয়া,** প্রস্তাব-লেখা নয় **কাজ করার** আহ্বান জানিয়ে আমাদের **সমস্ত** দলটাকে **কলকারখানা ও সৈন্য-ব্যারাকে পাঠাতে** হবে। ওখানেই তাদের জায়গা, ওখানেই জীবনের নাড়ী, ওখানেই বিপ্লবকে বাঁচাবার উৎস, ওখানেই গণতান্ত্রিক সম্মেলনের চালিকাশক্তি।

সেখানে উদ্দীপ্ত আবেগময় বক্তৃতায় আমাদের কর্মসূচি ব্যাখ্যা করতে হবে ও প্রশ্নটা রাখতে হবে এইভাবে: হয় সম্মেলন সেটা **পুরোপুরি** গ্রহণ করুক, নয় অভ্যুত্থান। মধ্যপন্থা নেই। বিলম্ব অসম্ভব। বিপ্লব মরছে।

প্রশ্নটা এইভাবে রেখে, সমস্ত দলটাকে কারখানা ও সৈন্য-ব্যারাকে কেন্দ্রীভূত করে **আমরা সঠিকভাবে অভ্যুত্থান শুরুর মুহূর্ত বাছব।**

আর অভ্যুত্থানকে মার্কসবাদী কায়দায়, অর্থাৎ শিল্পকলা হিসেবে নিতে হলে আমাদের এক মুহূর্তে নষ্ট না করে অভুত্থানকারী বাহিনীগুলির **কেন্দ্রদপ্তর** গঠন করতে হবে, শক্তিবিন্যাস ঘটাতে হবে, বিশ্বস্ত রেজিমেণ্টগুলিকে পাঠাতে হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলিতে, ঘেরাও করতে হবে আলেক্সান্দ্রিন্স্কি থিয়েটার, দখল করতে হবে পিটার ও পোল দুর্গ, (১০৫) সেনাপতিমণ্ডলী ও সরকারকে গ্রেপ্তার করতে হবে, য়ুংকার ও বন্য ডিভিসনের বিরুদ্ধে (১০৬) এমন সব বাহিনী পাঠাতে হবে যারা বরং মরবে তবু নগরকেন্দ্রের দিকে শত্রুসৈন্যকে এগুতে দেবে না; সশস্ত্র শ্রমিকদের জমায়েৎ করতে হবে আমাদের, ডাক দিতে হবে শেষ মরিয়া সংগ্রামে, তৎক্ষণাৎ দখল করতে হবে টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন কেন্দ্র, **আমাদের** কেন্দ্রদপ্তরকে বসাতে হবে কেন্দ্রীয় টেলিফোন আপিসে, সমস্ত কলকারখানা, সমস্ত রেজিমেণ্টগুলি, সশস্ত্র সংগ্রামের সমস্ত এলাকা, ইত্যাদির সঙ্গে তার টেলিফোন যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে।

বলাই বাহুল্য, এসবই দৃষ্টান্তস্বরূপ, শুধু এটা **দেখাবার** জন্য যে **অভ্যুত্থানকে শিল্পকলা হিসেবে না নিলে** বর্তমান মুহূর্তে মার্কসবাদের প্রতি বিশ্বস্ত, বিপ্লবের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা যায় না।

ন. লেনিন

১৯১৭ সালের ১৩-১৪ (২৬-২৭) সেপ্টেম্বরে লিখিত

৩৪ খণ্ড, ২৪২-২৪৭ পৃঃ

সংকট পরিপক্ক

১

সন্দেহ নেই যে সেপ্টেম্বরের শেষভাগটা রুশ বিপ্লবের এবং সব দেখেশুনে মনে হয় বিশ্ববিপ্লবের ইতিহাসেও একটা বিরাট সন্ধিক্ষণ বটে।

পচনশীল সরকারী 'সমাজতন্ত্র' যা কার্যত জাতিদম্ভী-সমাজবাদ, তার যেটুকু সৎ অবশিষ্ট টিকে ছিল, তারই অসীম পৌরুষের প্রতিনিধি হিসেবে কিছু লোকের অভিযানেই শুরু হয়েছিল বিশ্ব শ্রমিকবিপ্লব। জার্মানিতে লিব্‌ক্লেখ্‌ট, অস্ট্রিয়ায় আডলার, ইংলণ্ডে ম্যাকলিন হলেন সেইরূপ একক বীরদের মধ্যে খ্যাতনামা যাঁরা বিশ্ববিপ্লবে পুরোগামীর কঠিন ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

এই বিপ্লবের ঐতিহাসিক প্রস্তুতির দ্বিতীয় পর্যায় হল ব্যাপক গণ-অসন্তোষ হিসেবে প্রকটিত সরকারী পার্টিগুলির ভাঙন, গুপ্ত প্রকাশনা ও রাজপথের বিক্ষোভ। বেড়ে ওঠে যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, বেড়ে ওঠে সরকারী দমননীতিতে দণ্ডিতের সংখ্যা। নিজেদের আইনানুগত্য, এমন কি নিজেদের ব্যক্তিস্বাধীনতার জন্যও প্রসিদ্ধ দেশ — জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি ও ইংলণ্ডের কারাগারগুলি ভরে ওঠে শত শত আন্তর্জাতিকতাবাদী, যুদ্ধবিরোধী ও শ্রমিকবিপ্লবের সমর্থকে।

এবার এসেছে তৃতীয় পর্যায়, যাকে বলা যায় বিপ্লবের প্রাক্কাল। মুক্ত ইতালিতে পার্টি-নেতাদের ব্যাপক গ্রেপ্তার এবং বিশেষ করে জার্মানিতে **সামরিক অভ্যুত্থানের** (১০৭) সূত্রপাত — এই হল বিরাট বাঁক নেবার সন্দেহাতীত লক্ষণ, বিশ্বায়তনে **বিপ্লবের প্রাক্কালের** লক্ষণ।

কোন সন্দেহ নেই যে জার্মানিতে আগেও সৈন্যবাহিনীতে বিদ্রোহের এক-একটা ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু সেইসব ঘটনা এতই ক্ষুদ্র, এতই বিচ্ছিন্ন, এতই দুর্বল যে সেগুলি চেপে যাওয়া, চুপ করে থাকা সম্ভব হয়েছিল — সেটাই তো বিদ্রোহাত্মক ক্রিয়াকলাপ **জনগণের সংক্রমণশীলতা** রোধের প্রধান

পন্থা। অবশেষে নৌবহরেও এরূপ আন্দোলন পরিপক্ক হয়ে উঠল, যা জার্মানির সামরিক কৃতদাসত্বের আমলে অভূতপূর্বরূপে বিশদীকৃত এবং অবিশ্বাস্য পণ্ডিতিপনায় পালনীয় কঠোরতা সত্ত্বেও যা নিয়ে চুপ করে থাকা **সম্ভব হল না।**

সংশয়ের অবকাশ নেই। আমরা দাঁড়িয়ে আছি বিশ্ব প্রলেতারীয় বিপ্লবের দ্বারদেশে। আর আমরা, রুশী বলশেভিকরাই যখন কেবল সমস্ত দেশের সমস্ত আন্তর্জাতিকতাবাদীদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত প্রচুর স্বাধীনতা ভোগ করছি, আছে আমাদের প্রকাশ্য পার্টি, দু'ডজন পত্রপত্রিকা, আমাদের পক্ষে রয়েছে শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের রাজধানীস্থ সোভিয়েত দুটি, বৈপ্লবিক কালে জনগণের **অধিকাংশ** যখন আমাদের দিকে, তখন সত্যি করেই আমাদের ক্ষেত্রে একথাটা প্রযোজ্য হতে পারে এবং হওয়া উচিত: যে অনেক পেয়েছে তার কাছ থেকে অনেক আশা করাও যায়।

২

রাশিয়া যে এখন বিপ্লবের সন্ধিক্ষণে এতে কোন সন্দেহ নেই।

একটি কৃষক অধ্যুষিত দেশে এবং একটি বিপ্লবী, প্রজাতন্ত্রী সরকারের আমলে, যে গতকালও পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রে প্রাধান্য করেছে, সেই সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিক পার্টির সমর্থন পেয়েছে তার আমলেই বেড়ে উঠছে একটি **কৃষক অভ্যুত্থান।**

এটা অবিশ্বাস্য হলেও সত্য বটে।

আমরা বলশেভিকরা এই ঘটনায় অবাক হই না, বরাবরই আমরা বলে এসেছি যে বুর্জোয়ার সঙ্গে কুখ্যাত 'কোয়ালিশন' সরকার হল গণতান্ত্রিকতা ও বিপ্লবের প্রতি **বিশ্বাসঘাতকতার** সরকার, **সাম্রাজ্যবাদী** যুদ্ধের সরকার, জনগণের **হাত থেকে** পুঁজিপতি ও জমিদারদের **রক্ষার** সরকার।

সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিকদের প্রতারণার দৌলতে এখনো রাশিয়ায়, প্রজাতন্ত্রের আমলে, বিপ্লবের কালে সোভিয়েতগুলির পাশাপাশি রয়ে গেছে পুঁজিপতি ও জমিদারদের একটি সরকার। এটা এক মর্মান্তিক কটু ও ভয়ংকর বাস্তবতা। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বিলম্বিত করায় এবং তার ফলাফলে জনগণ যে-অশ্রুতপূর্ব দুর্দশায় পড়েছে তাতে যদি রাশিয়ায় একটা কৃষক অভ্যুত্থান শুরু হয় এবং বাড়তে থাকে, তাতে বিস্ময়ের কী আছে?

বলশেভিকদের শত্রুরা সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের **সরকারী** পার্টির নেতারা, খোদ যে-পার্টিটি 'কোয়ালিশনকে' সমর্থন করে এসেছে সর্বদা, শেষ দিন অথবা শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত জনগণের অধিকাংশ ছিল যাদের পক্ষে, সেই পার্টি যা কোয়ালিশনের কর্মনীতিতে কৃষক স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতায় নিঃসন্দেহ হয়ে ওঠা 'নতুন' সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের ধিক্কার দিচ্ছে, তাড়না করছে, সেই পার্টির নেতারা যদি তাদের সরকারী মুখপত্র 'দিয়েলো নারোদা'র ২৯ সেপ্টেম্বরের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে নিম্নোক্ত কথা লেখে, তাতে বিস্ময়ের কী আছে?

'...ঠিক রাশিয়ার কেন্দ্রাঞ্চলেই গ্রামে এখনো বিদ্যমান গোলামী সম্পর্কের প্রাধান্য উচ্ছেদের জন্য এযাবৎ প্রায় কিছুই করা হয় নি... গ্রামে ভূমি-সম্পর্কের শৃঙ্খলাবিধানের যে-আইন বহুদিন আগেই সাময়িক সরকারে আনীত হয়েছিল, এমন কি আইন-সম্মেলনের মতো শোধনাগারও যা পেরিয়ে গেছে, তা কোন এক দপ্তরে নৈরাশ্যজনকভাবে আটকে আছে... জার প্রশাসনের পুরনো অভ্যাস থেকে আমাদের প্রজাতন্ত্রী সরকার এখনো মোটেই মুক্তি পায় নি, স্তলিপিনের পাঞ্জা এখনো সজোরে জানান দিচ্ছে আমাদের বিপ্লবী মন্ত্রীদের আচার-আচরণে, আমাদের এই নিশ্চয়োক্তি কি সঙ্গত নয়?'

এই কথাই লিখছে সরকারী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা! শুধু একবার ভেবে দেখুন: কোয়ালিশনের পক্ষপাতীরা স্বীকার করতে **বাধ্য হচ্ছে** যে কৃষকদেশে বিপ্লবের সাত মাসেও কৃষকদের 'গোলামি উচ্ছেদের জন্য প্রায় কিছুই করা হয় নি' — জমিদারের কাছে তাদের গোলামি উচ্ছেদের জন্য! এই সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা নিজেদের সহযোগী কেরেনস্কি এবং তাঁর গোটা মন্ত্রিদঙ্গলকে **স্তলিপিনপন্থী** বলতে **বাধ্য হয়েছে।**

কোয়ালিশনের ভরাডুবি হয়েছে এবং যে-সরকারী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা কেরেনস্কিকে সহ্য করছে তারা যে **জনবিরোধী, কৃষকবিরোধী, প্রতিবিপ্লবী** পার্টি হয়ে দাঁড়িয়েছে শুধু তাই নয়, সারা রুশ-বিপ্লব একটা বাঁক নিতে চলেছে, এমন কথাও যারা বলে আমাদের প্রতিপক্ষের শিবির থেকে এর চেয়ে মুখর প্রমাণ আর কী মিলবে?

কেরেনস্কি, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি, নিকিতিন আর গ্ভোজদিওভ, মেনশেভিক এবং পুঁজি ও জমিদারী স্বার্থের প্রতিনিধি অন্যান্য মন্ত্রীদের সরকারের বিরুদ্ধে কৃষকদেশে কৃষক-অভ্যুত্থান! প্রজাতন্ত্রী সরকারের **সামরিক ব্যবস্থায়** সে অভ্যুত্থানের দমন!

সংকট পরিপক্ব হয়ে উঠেছে, বিপ্লব একটা চরম সংকটমুহূর্ত অতিক্রম করছে, কৃষক-অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে সরকারের জয়লাভে এখন বিপ্লব নিশ্চিতই

খতম হবে, কর্নিলভ হাঙ্গামার চূড়ান্ত বিজয় ঘটবে, এসব কথা অস্বীকার করে এই ঘটনাবলীর সামনে কি কেউ প্রলেতারিয়েতের বিবেকবান সমর্থক থাকতে পারে?

৩

একথা স্বতঃই পরিষ্কার যে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সাত মাসের পর একটি কৃষকদেশে ব্যাপারটা কৃষক-অভ্যুত্থান পর্যন্ত গড়ালে সেটা দেশব্যাপী বিপ্লবের আসন্ন ভরাডুবি, তার অভূতপূর্ব চরম সংকটগ্রস্ত অবস্থা, প্রতিবিপ্লবী শক্তির **শেষ সীমায়** উত্তরণের ঘটনাকেই অকাট্যভাবে প্রমাণ করে।

এটা খুবই সহজবোধ্য। কৃষক-অভ্যুত্থানের মতো একটি ঘটনার সামনে অন্য সমস্ত রাজনৈতিক লক্ষণ যদি দেশব্যাপী সংকটের পরিপক্বতার বিরুদ্ধেও যায়, তাহলেও তাদের কোন তাৎপর্য নেই বললেই চলে।

কিন্তু সমস্ত লক্ষণেই দেখা যাচ্ছে উল্টোটি: দেশব্যাপী সংকট পেকে উঠেছে।

রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় জীবনে কৃষিসমস্যার পর বিশেষত জনগণের পেটি-বুর্জোয়া অংশের কাছে, জাতিগত প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এবং আমরা দেখছি যে সেরেতেলি অ্যান্ড কোং-র মহাশয়দের স্থাপিত 'গণতান্ত্রিক' সম্মেলনে র‍্যাডিকাল-প্রবণতার দিক থেকে 'জাতীয়' কুরিয়া [প্রতিনিধিত্বের এক্তিয়ার — অনুঃ] পড়ছে দ্বিতীয় স্থানে, শুধু তা ট্রেড ইউনিয়নগুলির নিচে এবং কোয়ালিশনের **বিরুদ্ধে** প্রদত্ত ভোটের শতাংশে (৫৫-র মধ্যে ৪০) শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলির কুরিয়ার চেয়ে **ঊর্ধ্বে**। কৃষক-অভ্যুত্থান দমনের সরকার, কেরেনস্কি সরকার ফিনল্যান্ড থেকে বিপ্লবী সৈন্যবাহিনী সরিয়ে আনছে ফিন প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়াদের শক্তিবৃদ্ধির জন্য। ইউক্রেনে সরকারের সঙ্গে সাধারণভাবে ইউক্রেনীয়দের এবং বিশেষত ইউক্রেনীয় সৈন্যবাহিনীর সংঘর্ষ ঘটছে ঘন ঘন।

ফৌজের কথাটা ধরা যাক। যুদ্ধকালে গোটা রাষ্ট্রীয় জীবনে এর তাৎপর্য অসাধারণ। আমরা দেখেছি সরকারের সঙ্গে বল্টিক নৌবহর ও ফিন সৈন্যদের সম্পূর্ণ **সম্পর্কচ্ছেদ**। আমরা দেখছি দুবাসভের সাক্ষ্য। ইনি বলশেভিক নন, কথা বলছেন সমস্ত ফ্রন্টের তরফ থেকে এবং সমস্ত বলশেভিকদের চেয়েও

বিপ্লবীর মতো বলছেন যে সৈন্যরা আর লড়বে না। এই সরকারী প্রতিবেদনে আমরা দেখছি যে সৈনিকদের মেজাজ 'অস্থির', 'শৃঙ্খলার' (অর্থাৎ কৃষক অভ্যুত্থান দমনে এইসব সৈন্যের অংশগ্রহণের) আশ্বাস দেওয়া চলে না। শেষত আমরা দেখছি মস্কোর ভোটাভুটি, সতের হাজার সৈন্যের চোদ্দ হাজারই সেখানে ভোট দিয়েছে বলশেভিকদের পক্ষে।

মস্কোর আঞ্চলিক পরিষদের নির্বাচনের এই ভোট হল দেশব্যাপী মনোভাবের প্রগাঢ় পরিবর্তনের এক বিস্ময়কর লক্ষণ। পেত্রগ্রাদের চেয়ে মস্কো যে বেশি পেটি-বুর্জোয়া এটা সুবিদিত। মস্কোর প্রলেতারিয়েত যে গ্রামের সঙ্গে অনেক বেশি যুক্ত, তাদের যে গাঁয়ের দিকে টান, গ্রাম্য কৃষকদের মনোবৃত্তির সঙ্গে নৈকট্য আছে, এই ব্যাপারটা বহুবার প্রমাণিত হয়েছে এবং তা তর্কাতীত।

এখন সেই মস্কোতেই সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিকদের পক্ষে ভোট নেমে এসেছে ৭০ শতাংশ থেকে ১৮ শতাংশে। পেটি বুর্জোয়ারা ও জনগণ যে কোয়ালিশন থেকে সরে এসেছে তাতে সন্দেহ নেই। কাদেতরা ১৭ শতাংশ থেকে ৩০ শতাংশে উঠেছে, কিন্তু 'দক্ষিণপন্থী' সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি এবং 'দক্ষিণপন্থী' মেনশেভিকরা স্পষ্টত তাদের সঙ্গে যোগ দিলেও তারা রয়ে গেছে সংখ্যালঘু, নৈরাশ্যজনক সংখ্যালঘু। আর 'রুস্‌স্কিয়ে ভেদোমস্তি' (১০৮) পত্রিকা বলছে যে কাদেতদের পক্ষে ভোটের **অনপেক্ষ** সংখ্যা ৬৭ হাজার থেকে নেমে এসেছে ৬২ হাজারে। শুধু বলশেভিকদের পক্ষেই ভোট ৩৪ হাজার থেকে ৮২ হাজারে বেড়ে উঠেছে। **সমস্ত** ভোটের ৪৭ শতাংশ পেয়েছে তারা। বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের সঙ্গে এখন যে আমরা সোভিয়েতে, ফৌজে, **দেশে** সংখ্যাধিক্যে আছি তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

আর যেসব লক্ষণ শুধু লক্ষণাত্মক নয়, খুবই বাস্তব গুরুত্বধারী তা হল রেল ও ডাক কর্মীদের যে-বাহিনীটার সাধারণ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে বিপুল তাৎপর্য বর্তমান, সেটি সরকারের সঙ্গে তীব্র সংঘর্ষ চালিয়ে যাচ্ছে (১০৯), এমন কি প্রতিরক্ষাবাদী মেনশেভিকরাও 'তাদের' মন্ত্রী নিকিতিনের ওপর অসন্তুষ্ট আর সরকারী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরাও কেরেনস্কি অ্যাণ্ড কোং-কে বলছে 'স্তলিপিনপন্থী'। এটা কি পরিষ্কার নয় যে মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের পক্ষ থেকে সরকারের প্রতি এরূপ 'সমর্থনের' মূল্য যদি কিছু থেকেও থাকে তবে সেটা নিতান্তই নেতিবাচক?

৪

৫

হ্যাঁ, কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির (১১০) নেতারা বুর্জোয়া ও জমিদারদের বাঁচাবার জন্য সঠিক রণকৌশল অনুসরণ করছেন। এবং এতটুকু সন্দেহ নেই যে বলশেভিকরা যদি সাংবিধানিক মোহ, সোভিয়েতগুলির কংগ্রেসে 'বিশ্বাস', সংবিধান-সভার আহ্বান, সোভিয়েতগুলির কংগ্রেসের 'প্রতীক্ষা', ইত্যাদির ফাঁদে পড়তে চায়, তাহলে কোন সন্দেহই নেই যে তেমন বলশেভিকরা হয়ে দাঁড়াবে প্রলেতারীয় সাধনার প্রতি **হীন বিশ্বাসঘাতক।**

তারা বিশ্বাসঘাতক হয়ে দাঁড়াবে, কারণ নৌবহরে যে-বিপ্লবী জার্মান শ্রমিকেরা অভ্যুত্থান শুরু করেছে, নিজেদের আচরণে তারা তাদের ডুবিয়ে দেবে। এরূপ পরিস্থিতিতে সোভিয়েতগুলির কংগ্রেস, ইত্যাদির 'অপেক্ষা করা' হবে **আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা,** আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার সামিল।

কেননা আন্তর্জাতিকতাবাদ তো বুলি নয়, একাত্মতার বাক্য নয়, গৃহীত প্রস্তাব নয়, আন্তর্জাতিকতাবাদ **কাজ।**

বলশেভিকরা বিশ্বাসঘাতকতা করবে **কৃষকদের প্রতি,** কেননা 'দিয়েলো নারোদা' **পর্যন্ত** যাকে তুলনা করছে স্তলিপিনপন্থীদের সঙ্গে, সেই সরকার দ্বারা কৃষক-অভ্যুত্থান দমন সহ্য করার অর্থ হল গোটা বিপ্লবকেই **ধ্বংস করা,** চিরকালের মতো তাকে ধ্বংস করা। অরাজকতা আর জনগণের বর্ধমান উদাসীনতা নিয়ে গলাবাজি চলছে, কিন্তু কৃষকদের যখন **অভ্যুত্থানে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে** আর তথাকথিত 'বৈপ্লবিক গণতন্ত্রীরা' সধৈর্যে সহ্য করছে সামরিক অবদমন তখন নির্বাচনে উদাসীন না থেকে জনগণের গত্যন্তর কী!!

গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার প্রতি বলশেভিকরা বিশ্বাসঘাতকতা করবে, কেননা এরূপ মুহূর্তে কৃষক-অভ্যুত্থান দমন সহ্য করার **অর্থ** হবে 'গণতান্ত্রিক সম্মেলন' আর 'প্রাক্-পার্লামেণ্ট' যেভাবে নির্ধারিত হয়েছে **'ঠিক' সেভাবেই,** আরও খারাপভাবে, কদর্যরূপে সংবিধান-সভার নির্বাচন নির্ধারিত হতে দেওয়া।

সংকট পরিপক্ব হয়ে উঠেছে। রুশ-বিপ্লবের **সমস্ত** ভবিষ্যৎ নিয়ে এখন বাজি ধরা হয়েছে। বলশেভিক পার্টির **সমস্ত** সম্মান প্রশ্নাধীন। বাজি ধরা হয়েছে **সমাজতন্ত্রের** জন্য আন্তর্জাতিক শ্রমিক বিপ্লবের **সমস্ত** ভবিষ্যৎ।

সংকট পরিপক্ব...

২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯১৭

এই পর্যন্ত ছাপান যাবে, বাকীটুকু **কেন্দ্রীয় কমিটি, পেত্রগ্রাদ কমিটি, মস্কো কমিটি** এবং **সোভিয়েতগুলির** সদস্যদের মধ্যে **বিলির** জন্য।

৬

অতঃপর কী করা? Aussprechen was ist, 'সত্যটাই বলতে হবে', সত্য কথাটা মানতে হবে যে আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটিতে, পার্টির শীর্ষে অবিলম্বে ক্ষমতা দখলের **বিরুদ্ধে,** অবিলম্ব অভ্যুত্থানের **বিরুদ্ধে** সোভিয়েতগুলির কংগ্রেসের জন্য **অপেক্ষা করার** একটা ঝোঁক বা অভিমত রয়েছে। এই ধারা বা অভিমতটাকে **পরাস্ত করা** দরকার (১১১)।

অন্যথায় বলশেভিকরা নিজেদের চির **কলঙ্কিত করবে,** পার্টি হিসেবে **নিজেদের ধ্বংস করবে।**

কেননা এমন একটা মুহূর্ত ছেড়ে দিয়ে সোভিয়েতগুলির কংগ্রেসের জন্য 'অপেক্ষা করা' হল **অকাট্য নির্বুদ্ধিতা** অথবা **ডাহা বেইমানি।**

এটা হবে জার্মান শ্রমিকদের প্রতি পুরোপুরি বিশ্বাসঘাতকতা। তাদের বিপ্লব **শুরুর** জন্য অপেক্ষা করা তো আমাদের কাজ নয়!! সেক্ষেত্রে লিবের্দানেরাও (১১২) তার 'সমর্থনে' দাঁড়াবে। কিন্তু কেরেনস্কি, কিশকিন অ্যান্ড কোং যতক্ষণ ক্ষমতায় আছে ততক্ষণ তা **শুরু** হতে **পারে না।**

এটা হবে কৃষকদের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাসঘাতকতা। দুই **রাজধানীর** সোভিয়েত হাতে থাকায় কৃষক-অভ্যুত্থান দমিত হতে দেওয়ার অর্থ কৃষকদের সমস্ত আস্থা **হারান,** এবং **সঙ্গত কারণেই হারান,** তার অর্থ কৃষকদের চোখে লিবের্দান আর যতসব নচ্ছারদের সমতুল্য হওয়া।

সোভিয়েতগুলির কংগ্রেসের 'অপেক্ষায় থাকা' পুরোপুরি নির্বুদ্ধিতা, কেননা তার অর্থ **কয়েক সপ্তাহ** ফসকে যেতে দেওয়া আর **সপ্তাহ**, এমন কি দিনও এখন নির্ধারণ করছে **সবকিছু**। অর্থাৎ ভীরুর মতো ক্ষমতা দখল **অস্বীকার**, কেননা ১-২ নভেম্বরে সেটা হবে **অসম্ভব** (রাজনৈতিক ও কৌশলগত উভয় দিক থেকেই; কারণ **এমন** হাঁদার মতো অভ্যুত্থানের দিন 'ধার্য করলে'* তখনই কসাক সৈন্যদের ডেকে আনা হবে)।

সোভিয়েতগুলির কংগ্রেসের 'অপেক্ষায় থাকা' একটা নির্বুদ্ধিতা, কেননা কংগ্রেস **কিছুই দেবে না, কিছুই দিতে পারে না!**

'নৈতিক' গুরুত্ব? আশ্চর্য ব্যাপার!! আমরা যখন জানি যে সোভিয়েতগুলি কৃষকদের **পক্ষে** এবং কৃষক-অভ্যুত্থান **দমন করা হচ্ছে** তখন কিনা প্রস্তাবাদি আর লিবেরদানদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার 'গুরুত্ব'!! তাতে করে আমরা এইসব **সোভিয়েতগুলিকে** তুচ্ছ বাগবিতণ্ডার আসরে পরিণত করব। আগে পরাস্ত করুন কেরেনস্কিকে, তারপর কংগ্রেস ডাকুন।

অভ্যুত্থানের বিজয় এখন বলশেভিকদের জন্য **নিশ্চিত**: ১) তিনটি জায়গা থেকে, পেত্রগ্রাদ থেকে, মস্কো থেকে, বল্টিক নৌবহর থেকে আমরা **অতর্কিত** আঘাত হানতে পারি** (যদি সোভিয়েত কংগ্রেসের জন্য 'বসে না থাকি'); ২) আমাদের পক্ষে **সমর্থন** নিশ্চিত করবে এমন ধ্বনি আমাদের আছে: জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষক-অভ্যুত্থান দমনকারী **সরকার** নিপাত যাক! ৩) **দেশে** আমরা সংখ্যাধিক; ৪) মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের ধ্বংস পরিপূর্ণ; ৫) মস্কোয় ক্ষমতা দখলের কৌশলগত সুযোগ আমাদের আছে (অতর্কিতে শত্রুকে অভিভূত করে দেবার জন্য সেখান থেকেই শুরু হতে পারে); ৬) পেত্রগ্রাদে **হাজার হাজার সশস্ত্র** শ্রমিক ও সৈনিক আমাদের আছে যারা **অবিলম্বে** শীতপ্রাসাদ (১১৩) আর কেন্দ্রদপ্তর, টেলিফোন **স্টেশন** এবং **সমস্ত** বড় বড় ছাপাখানা অধিকার করতে পারে; সেখান থেকে আমাদের হঠান যাবে না, আর **ফৌজে** এমন আন্দোলন

---

* 'ক্ষমতা দখলের' সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ২০ অক্টোবর সোভিয়েতগুলির কংগ্রেস 'ডাকা' — হাঁদার মতো অভ্যুত্থান 'ধার্য করার' দিন থেকে এটার তফাৎ কোথায়?? এখন ক্ষমতা দখল সম্ভব, আর ২০-২৯ অক্টোবরে তা আপনাদের পক্ষে সম্ভব হবে না।

** সৈন্যবাহিনীগুলির অবস্থান, ইত্যাদি **অনুধাবনের** জন্য পার্টি কী করেছে? একটা 'শিল্পকলা' হিসেবে অভ্যুত্থান চালানর জন্য? — শুধু কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি, ইত্যাদিতে কথোপকথন!!

চলবে যে শান্তির, কৃষকের জন্য জমি, ইত্যাদির অনুসারী এই সরকারের সঙ্গে লড়া **অসম্ভব** হয়ে দাঁড়াবে।

অবিলম্বে, অকস্মাৎ যদি আমরা পেত্রগ্রাদ, মস্কো, বল্টিক নৌবহর — এই তিনটি জায়গা থেকে আঘাত হানি, তাহলে শতকরা নিরানব্বই ভাগ নিশ্চিত যে আমরা ৩-৫ জুলাইয়ের চেয়েও কম আত্মত্যাগে জয়লাভ করব, কেননা শান্তির সরকারের বিরুদ্ধে **সৈন্যদল যাবে না।** পেত্রগ্রাদে যদি-বা কেরেনস্কির 'বিশ্বস্ত' অশ্বারোহী বাহিনী, প্রভৃতি **ইতিমধ্যেই** থেকে থাকে, তাহলেও দু'দিক থেকে আঘাত হানায় এবং **আমাদের প্রতি** ফৌজের সহানুভূতি থাকায় কেরেনস্কি **আত্মসমর্পণ করতে** বাধ্য হবে। এখনকার মতো এমন সুযোগ থাকতেও যদি ক্ষমতা দখল না করা হয় তাহলে সোভিয়েতগুলির নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের সমস্ত বাগ্‌বিস্তার পরিণত হবে **মিথ্যায়।**

এখন ক্ষমতা না নেওয়া, 'অপেক্ষা করা', কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটিতে বকবক করা, 'সংস্কার জন্য' (সোভিয়েত) 'সংগ্রামে' সীমাবদ্ধ, 'কংগ্রেসের জন্য সংগ্রামে' সীমাবদ্ধ থাকার অর্থ **বিপ্লবকেই ধ্বংস করা।**

গণতান্ত্রিক সম্মেলনের শুরু থেকে আমার এই পীড়াপীড়ির **উত্তরটি পর্যন্ত** যে-কেন্দ্রীয় কমিটি দিল না, প্রাক্-পার্লামেণ্টে যোগদানের লজ্জাকর সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীতে মেনশেভিকদের আসন দেওয়া হল, ইত্যাদির মতো মহাভুলের যেসব উল্লেখ আমার প্রবন্ধাদিতে ছিল, কেন্দ্রীয় মুখপত্র তা **কেটে দিচ্ছে** — এইসব দেখে প্রশ্নটার আলোচনা করতেও কেন্দ্রীয় কমিটির অনিচ্ছার 'সূক্ষ্ম' আভাস, মুখ বুজে থাকার সূক্ষ্ম আভাস, আমায় সরে যাবার জন্য প্রস্তাবের সূক্ষ্ম আভাস আমায় লক্ষ্য করতেই হবে।

কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে পদত্যাগের আর্জি আমাকে পেশ করতে হচ্ছে এবং সেটাই আমি করছি এবং পার্টির **নিম্ন স্তরে** ও পার্টির কংগ্রেসে আন্দোলনের জন্য নিজের স্বাধীনতা আমি রাখব।

কেননা এই আমার একান্ত প্রত্যয় যে আমরা যদি সোভিয়েতগুলির কংগ্রেসের 'অপেক্ষায় থাকি' এবং বর্তমান মুহূর্তটা ফসকে যেতে দিই, তাহলে বিপ্লবকে আমরা **ধ্বংস করব।**

২৯/৯

ন. লেনিন

পুনশ্চ: পুরো একপ্রস্ত ঘটনায় দেখা গেল যে **এমন কি** কসাক সৈন্যরাও শান্তির সরকারের বিরুদ্ধে যাবে না! আর সংখ্যায় তারা কত? কোথায় তারা? আর গোটা ফৌজ কি আমাদের **জন্য** ইউনিট বরাদ্দ করবে না?

১-৩ এবং ৫ পরিচ্ছেদ ১৯১৭ সালের ২০ (৭) অক্টোবর ৩০ নং 'রাবোচি পুত্' পত্রিকায় মুদ্রিত; ৬ পরিচ্ছেদ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২৪ সালে

৩৪ খণ্ড, ২৭২-২৮৩ পৃঃ

বলশেভিকরা কি রাষ্ট্রক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে?

প্রবন্ধ থেকে

এবার যেসব যুক্তিতে বলশেভিকরা ক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে না বলে কাদেত থেকে শুরু করে 'নোভায়া-জিজ্‌ন'ওয়ালারা (১১৪) পর্যন্ত 'সবাই' স্থিরনিশ্চিত, তা বিচার করা যাক।

ভারিক্কী 'রেচ' প্রায় কোন যুক্তিই দেয় নি। তা শুধু বলশেভিকদের বিরুদ্ধে বাছাই-করা ক্ষিপ্ত গালাগালির বন্যা বইয়েছে। প্রসঙ্গত, প্রদত্ত উদ্ধৃতিটি থেকে দেখা যাবে যে কেউ যদি ভাবে, এই দ্যাখ, 'রেচ' ক্ষমতা দখলের জন্য বলশেভিকদের 'প্ররোচিত করছে', তাই 'সাবধান কমরেডরা, কেননা শত্রুর পরামর্শ কুপরামর্শ না হয়ে যায় না!' তাহলে গভীর ভুল হবে। আমরা যদি কাজের লোকের মতো সাধারণ ও সুনির্দিষ্ট উভয় বিবেচনার হিসাব না নিয়ে নিজেদের 'বোঝাতে' যাই যে বুর্জোয়ারা আমাদের ক্ষমতা দখলের জন্য 'প্ররোচিত করছে', তাহলে বুর্জোয়ার কাছে আমরা বোকাই বনব, কেননা বুর্জোয়ারা তো নিশ্চয় সর্বদাই সবিদ্বেষে বলশেভিকদের ক্ষমতা দখলের ফলে লক্ষ লক্ষ সর্বনাশের ভবিষ্যদ্বাণী করবে, সর্বদাই সবিদ্বেষে চিৎকার করবে: 'বলশেভিকদের ক্ষমতা দখল করতে দিয়ে পরে বরং একঘায়ে চূর্ণ করে তৎক্ষণাৎ ও 'বহু বছরের জন্য' বলশেভিকদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়াই ভাল।' যদি চান বলব, এধরনের চিৎকারও 'প্ররোচনা', শুধু উল্টো দিক থেকে। কাদেত ও বুর্জোয়ারা মোটেই আমাদের ক্ষমতা দখলের 'পরামর্শ দিচ্ছে' না এবং কখনো 'দেয়' নি, তারা বুঝি-বা কেবল সরকারের অসাধ্য সব সমস্যার কথা বলে আমাদের **ভয় দেখাতে** চাইছে।

না, ভীতিগ্রস্ত বুর্জোয়ার চিৎকারে আমরা নিজেদের ভয় পেতে দেব না। আমাদের দৃঢ়ভাবে মনে রাখতে হবে যে 'অসাধ্য' সামাজিক কর্তব্য আমরা কদাচ গ্রহণ করি নি এবং দুষ্কর পরিস্থিতি থেকে একমাত্র উপায় হিসেবে সমাজতন্ত্রের দিকে অবিলম্ব পদক্ষেপের **পুরোপুরি** সাধনীয় কর্তব্যাদির

সমাধান হবে কেবল প্রলেতারিয়েত ও গরিব কৃষকদের একনায়কত্বে। রাশিয়ার প্রলেতারিয়েত যদি ক্ষমতা নেয়, তাহলে বিজয় এবং যে-কোন দিনের চেয়ে, যে-কোন স্থানের চেয়ে পাকাপাকি বিজয় এখন নিশ্চিত।

যেসব **সুনির্দিষ্ট** ঘটনাচক্রে এক-একটা মুহূর্ত প্রতিকূল হয়ে দাঁড়ায় সেটা পুরোপুরি কার্যকরভাবে আলোচনা করব, কিন্তু বুর্জোয়াদের উদ্দাম চিৎকারে মুহূর্তের জন্যও নিজেদের ভয় পেতে দেব না এবং ভুলব না যে বলশেভিকদের দ্বারা **সমস্ত** ক্ষমতা দখলের প্রশ্ন সত্যিই **জরুরি হয়ে উঠছে।** এখন ক্ষমতা দখলকে 'অকালীয়' বলে মানলে যা হবে তার চেয়ে অনেক বেশি বিপদে পড়বে আমাদের পার্টি যদি কথাটা আমরা ভুলে যাই। এদিক থেকে বর্তমানে 'অকালীয়' কিছু থাকতে পারে **না:** হয়ত একটি-দুটি বাদে দশ-লাখ সম্ভাবনার সব ক'টিই এর পক্ষে।

'রেচ' পত্রিকার ক্ষিপ্ত গালাগালির জবাবে শুধু এই কথা বলা চলে ও বলতে হবে:

অনুমোদনের বাণী যাই শুনে
স্তুতির মধুর মর্মরে নয়,
ক্ষিপ্ত ক্রোধের তর্জনে! (১১৫)

বুর্জোয়ারা যে আমাদের এত প্রচণ্ড ঘৃণা করছে, এতে এই সত্যেরই একটা জাজ্বল্যমান প্রমাণ মিলছে যে আমরা বুর্জোয়া প্রভুত্ব উচ্ছেদের **সঠিক** পথ ও উপায় দেখাচ্ছি জনগণকে।

* * *

'দিয়েলো নারোদা' এবার এক বিরল ব্যতিক্রম হিসেবে গালাগালি দিয়ে আমাদের সম্মানিত করার কৃপা করে নি, বা ছায়ামাত্র কোন যুক্তিও দেয় নি। শুধু পরোক্ষে, ইঙ্গিত মারফত 'মন্ত্রিসভা গঠন করতে বলশেভিকরা বাধ্য থাকবে' এই সম্ভাবনা দিয়ে আমাদের **ভয় দেখাবার** চেষ্টা করেছে। খুবই মানি যে আমাদের ভয় পাওয়াতে গিয়ে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিরা নিজেরাই একান্ত অকপটে ভীত, যমের মতো ভয় পাচ্ছে ভীত উদারনীতিকের অপচ্ছায়ায়। একথাও সমানভাবেই মানতে রাজী যে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি ও তার অনুরূপ 'যোগাযোগ' (অর্থাৎ, সোজা কথা বললে কাদেতদের সঙ্গে দহরম) কমিশনের মতো বিশেষ রকমের উচ্চস্থানীয় ও বিশেষ রকমের পচা সব প্রতিষ্ঠানে কোন কোন বলশেভিককে ভয় পাওয়াতে তারা পারবে,

কেননা প্রথমত, এইসব কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি, ‘প্রাক্-পার্লামেণ্ট’, ইত্যাদির হাওয়া অতি জঘন্য ও ন্যক্কারজনক রকমের পূতিগন্ধময়, দীর্ঘকাল এই বায়ুসেবন **যে-কোন** লোকের পক্ষেই অনিষ্টকর। এবং দ্বিতীয়ত, আন্তরিকতা সংক্রামক এবং আন্তরিকভাবে ভীতিগ্রস্ত কোন কূপমণ্ডূকের পক্ষে কোন কোন বিপ্লবীকে পর্যন্ত সাময়িকভাবে কূপমণ্ডূকে পরিণত করা সম্ভবপর।

কিন্তু কাদেতদের সঙ্গে মন্ত্রী হবার, বা কাদেতদের চোখে মন্ত্রিপদযোগ্যতার দুর্ভাগ্যভোগী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারির এই অকপট ভীতি ‘মানবিকভাবে’ দেখলে যতই বোধগম্য হোক না কেন, নিজেদের ভয় পেতে দেবার অর্থ এমন এক রাজনৈতিক ভুল করা যা সহজেই প্রলেতারিয়েতের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার কাছাকাছি পেঁছিতে পারে। আপনাদের কার্যকর যুক্তি দেখান, মশায়রা! আশা করবেন না যে আপনাদের ভীতিগ্রস্ততায় আমরা নিজেদের ভয় পাওয়াব!

* * *

কার্যকর যুক্তি এবার আমরা পাচ্ছি কেবল ‘নোভায়া জিজ্ন’ পত্রিকায়। এবার সে বলশেভিক সমর্থকের ভূমিকার চেয়ে (সমস্ত দিক থেকে প্রীতিকর এই মহিলা তাতে স্পষ্টই ‘মর্মাহত হচ্ছিল’) বুর্জোয়া উকিলের যে-ভূমিকাটা তাকে ভাল মানায়, সেই ভূমিকায় নেমেছে।

ছয়টি যুক্তি দিয়েছে উকিল:

১) ‘দেশের বাকি শ্রেণীগুলি থেকে’ প্রলেতারিয়েত ‘বিচ্ছিন্ন’;

২) ‘গণতন্ত্রের সত্যিকার জীবন্ত শক্তিগুলি থেকে’ সে ‘বিচ্ছিন্ন’;

৩) ‘কর্মকৌশলের দিক থেকে রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করতে’ সে ‘পারবে না’;

৪) এই যন্ত্রকে ‘চালু করতে’ সে ‘পারবে না’;

৫) ‘পরিস্থিতি অসাধারণ রকমের জটিল’;

৬) ‘শত্রুশক্তির সমস্ত চাপ’ সে ‘প্রতিরোধ করতে পারবে না, যা শুধু প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বকেই নয়, অধিকন্তু গোটা বিপ্লবকেই ধ্বংস করতে বাধ্য করবে’।

প্রথম যুক্তিটি ‘নোভায়া জিজ্ন’ পেশ করেছে একেবারে হাস্যকর রকম আনাড়ীভাবে, কেননা পুঁজিবাদী ও আধা-পুঁজিবাদী সমাজে আমরা মাত্র তিনটি শ্রেণীর কথা জানি: বুর্জোয়া, পেটি-বুর্জোয়া (তার প্রধান প্রতিনিধি হিসেবে কৃষক) এবং প্রলেতারিয়েত। বাকি শ্রেণী থেকে প্রলেতারিয়েতের

বিচ্ছিন্নতার কথা তোলার কী অর্থ হয় যখন প্রশ্নটাই হচ্ছে বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের লড়াই নিয়ে, বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে বিপ্লব নিয়ে?

হয়ত 'নোভায়া জিজ্‌ন' কৃষকদের থেকে প্রলেতারিয়েতের বিচ্ছিন্নতার কথা বলতে চেয়েছিল, কেননা এক্ষেত্রে জমিদারদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্নতার কথা তো আর উঠতে পারে না। কিন্তু প্রলেতারিয়েত কৃষকদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন, একথা যথাযথ ও পরিষ্কার করে বলতে যাওয়া অসম্ভব, কেননা এরূপ উক্তির প্রকট অশুদ্ধতা খুবই সহজলক্ষ্য।

এ কথা কল্পনাতীত যে পুঁজিবাদী দেশে পেটি বুর্জোয়ার কাছ থেকে প্রলেতারিয়েত এত কম বিচ্ছিন্ন ছিল, যেমনটা বর্তমানে রাশিয়ার প্রলেতারিয়েত, অবশ্য মনে রাখবেন **বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে** বিপ্লবের কথাটা। সেরেতেলির 'বুলিগিন দুমা', অর্থাৎ কুখ্যাত 'গণতান্ত্রিক' সম্মেলনের 'কুরিয়া' হিসেবে বুর্জোয়ার সঙ্গে কোয়ালিশনের **পক্ষে** ও **বিপক্ষে** ভোটদানের যে হালের তথ্য রয়েছে তা বাস্তব ও তর্কাতীত। সোভিয়েত কুরিয়াগুলি নিলে পাই:

	কোয়ালিশনের পক্ষে	বিপক্ষে
শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলি	৮৩	১৯২
কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলি	১০২	৭০
সমস্ত সোভিয়েত	১৮৫	২৬২

অতএব, বুর্জোয়ার সঙ্গে কোয়ালিশনের **বিরুদ্ধে** — এই প্রলেতারীয় ধ্বনির পক্ষেই সোভিয়েতগুলির অধিকাংশ। এবং আমরা আগেই দেখেছি যে এমন কি কাদেতরাই সোভিয়েতগুলিতে বলশেভিকদের প্রভাববৃদ্ধির কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। আর এখানে আমরা বলছি সম্মেলনের কথা, যা গড়েছে সোভিয়েতগুলির **গতকালের** নেতা সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি ও মেনশেভিকরা, কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে যাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত। পরিষ্কার বোঝা যায় যে সোভিয়েতগুলিতে বলশেভিকদের **সত্যিকার** প্রাধান্য এক্ষেত্রে **খাটো করে দেখান হয়েছে।**

বুর্জোয়ার সঙ্গে কোয়ালিশন এবং কৃষক কমিটিগুলির নিকট আশু জমিদারীগুলি হস্তান্তর — এই উভয় প্রশ্নে এখনই বলশেভিকদের রয়েছে শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলির মধ্যে **সংখ্যাগরিষ্ঠতা, জনগণের** ক্ষেত্রে **সংখ্যাগরিষ্ঠতা,** পেটি বুর্জোয়ার ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠতা। সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিদের মুখপত্র ২৫ নং 'জ্‌নামিয়া ত্রুদা' (১১৬) থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর তারিখের ১৯ নং 'রাবোচি পুত্‌' (১১৭) পেত্রগ্রাদে

১৮ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত স্থানীয় কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলির সম্মেলনের খবর তুলে দিয়েছে। এই সম্মেলনে অবাধ কোয়ালিশনের পক্ষে মত দেয় চারটি কৃষক-সোভিয়েতের কার্যনির্বাহী কমিটি (কস্ত্রমা, মস্কো, সামারা ও তাভ্রিদা গুবের্নিয়া [১১৮])। কাদেতদের বাদ দিয়ে কোয়ালিশনের পক্ষে মত দেয় **তিনটি** গুবের্নিয়া ও **দুটি** ফৌজ-সোভিয়েতের কার্যনির্বাহী কমিটি (ভ্লাদিমির, রিয়াজান ও কৃষ্ণসাগর গুবের্নিয়া)। কোয়ালিশনের বিরুদ্ধে মত দেয় **তেইশটি** গুবের্নিয়া ও **চারটি** ফৌজ-সোভিয়েতের কার্যনির্বাহী কমিটি।

সুতরাং, অধিকাংশ কৃষকই কোয়ালিশনের বিরুদ্ধে!

এই হল 'প্রলেতারিয়েতের বিচ্ছিন্নতা'।

প্রসঙ্গত, উল্লেখ্য যে, কোয়ালিশনের পক্ষে মত দিয়েছে তিনটি প্রত্যন্ত গুবের্নিয়া: সামারা, তাভ্রিদা ও কৃষ্ণসাগর, যেখানে খেতমজুর-খাটিয়ে ধনী কৃষক ও বড়ো জমিদাররা সংখ্যাগরিষ্ঠ, চারটি শিল্প-গুবের্নিয়াও ভোট দিয়েছে (ভ্লাদিমির, রিয়াজান, কস্ত্রমা, মস্কো), যেখানে রাশিয়ার অন্যান্য গুবের্নিয়ার চেয়ে কৃষক বুর্জোয়ারা বেশি শক্তিশালী। এই প্রশ্ন আরও বিশদ তথ্য সংগ্রহ করে দেখলে এবং **'ধনী'** কৃষকপ্রধান গুবের্নিয়াগুলিতে **গরিব** কৃষকদের কিছুটা খবর সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারলে তা খুবই চিত্তাকর্ষক হত।

তদুপরি এটাও চিত্তাকর্ষক যে 'অ-রুশ দলগুলি' কোয়ালিশন-বিরোধীদের খুবই বেশি সংখ্যাধিক্য দিয়েছে, যথা: ৪০ বনাম ১৫। রাশিয়ার পূর্ণাধিকারহীন জাতিগুলির ক্ষেত্রে বোনাপার্টপন্থী কেরেনস্কি অ্যান্ড কোং-র রাজ্যগ্রাসী, স্থূল রকমের জবরদস্তিমূলক নীতির ফল ফলেছে। নিপীড়িত জাতিগুলির ব্যাপক জনগণ, অর্থাৎ তাদের ভেতরকার পেটি-বুর্জোয়া জনগণ রাশিয়ার প্রলেতারিয়েতকে বুর্জোয়ার চেয়ে বেশি বিশ্বাস করে, কেননা ইতিহাস এখানে মুক্তির জন্য নিপীড়ক জাতির বিরুদ্ধে নিপীড়িত জাতির সংগ্রামকেই প্রাধান্য দিয়েছে। বুর্জোয়ারা পাষণ্ডের মতো নিপীড়িত জাতিগুলির মুক্তির স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে; প্রলেতারিয়েত মুক্তির আদর্শের প্রতি বিশ্বস্ত রয়েছে।

বর্তমানে জাতিসমস্যা ও কৃষিসমস্যা হল রুশ জনগণের পেটি-বুর্জোয়া অংশের মূল প্রশ্ন। এটা তর্কাতীত। এবং উভয় প্রশ্নেই প্রলেতারিয়েত যে-কোন সময়ের তুলনায় বিরল রকমে 'বিচ্ছিন্ন **নয়'**। জনগণের অধিকাংশই তার পক্ষে। সে **একলা** উভয় প্রশ্নেই এমন বদ্ধপরিকর, সত্যসত্যিই 'বিপ্লবী-

গণতান্ত্রিক' নীতি অনুসরণে সক্ষম যাতে সঙ্গে সঙ্গেই প্রলেতারীয় রাষ্ট্রক্ষমতার পক্ষে অধিকাংশ জনগণের সমর্থন নিশ্চিতই হবে না, জনগণের মধ্যে ঘটাবে বিপ্লবী উদ্দীপনার এক খাঁটি বিস্ফোরণও, কেননা জনগণ এই প্রথম দেখবে যে সরকারের পক্ষ থেকে জার আমলের মতো জমিদার কর্তৃক কৃষক, বড়ো রুশী কর্তৃক ইউক্রেনীদের নির্মম নিপীড়ন চলছে না, প্রজাতন্ত্রের আমলেও গালভরা বুলিতে ঢাকা একই রকম নীতি চালিয়ে যাবার যে চেষ্টা হয়েছে তা নেই, নেই জ্বালাতন, অপমান, গড়িমসি, কারসাজি, এড়িয়ে-যাওয়া (কৃষক ও নিপীড়িত জাতিদের প্রতি কেরেনস্কির যতকিছু আশীর্বাদ), বরং রয়েছে প্রবল সহানুভূতি, যা প্রকাশ পাচ্ছে কাজের মধ্যে, রয়েছে জমিদারদের বিরুদ্ধে অবিলম্ব ও বৈপ্লবিক ব্যবস্থা আর ফিনল্যাণ্ড, ইউক্রেন, বেলোরুশিয়ার জন্য, মুসলমানদের জন্য অবিলম্বে **পরিপূর্ণ** স্বাধীনতা, ইত্যাদি।

সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিক শ্রীমানরা এটা ভালই জানে, তাই সমবায়ী সমিতিগুলির আধা-কাদেত কর্তাদের টেনে আনছে জনগণের **বিরুদ্ধে** তাদের **প্রতিক্রিয়াশীল**-গণতান্ত্রিক নীতির পেছনে তল্পিবাহক হিসেবে। সেইজন্যই, দৃষ্টান্তস্বরূপ, এক্ষুনি সমস্ত জমি কৃষক কমিটিদের হাতে তুলে নেওয়া উচিত কিনা, ফিন অথবা ইউক্রেনীদের অমুক দাবিটা পূরণ করা উচিত কিনা, ইত্যাদি ব্যবহারিক কর্মনীতির সুনির্দিষ্ট কতকগুলি ধারা নিয়ে জনমত নির্ধারণে, গণভোটের ব্যবস্থায়, অন্তত সমস্ত স্থানীয় সোভিয়েতে, সমস্ত স্থানীয় সংগঠনে ভোটগ্রহণের ব্যবস্থায় তারা কদাচ সাহস পাবে না।

আর শান্তির প্রশ্ন, বর্তমানের কঠোরতম এই প্রশ্নটি নেওয়া যাক। প্রলেতারিয়েত নাকি 'বাকি শ্রেণীগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন'... এক্ষেত্রে প্রলেতারিয়েত হল সত্যি করেই **গোটা** জাতির প্রতিনিধি, **সমস্ত** শ্রেণীর সকল জীবন্ত ও সৎ মানুষের প্রতিনিধি, পেটি বুর্জোয়ার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতিনিধি, কেননা ক্ষমতা অর্জন করে কেবল প্রলেতারিয়েতই **সঙ্গে সঙ্গে** সমস্ত যুধ্যমান জাতির কাছে ন্যায়সঙ্গত শান্তির প্রস্তাব করবে, যথাসম্ভব শীঘ্র এবং যথাসম্ভব ন্যায়সঙ্গত শান্তি অর্জনের জন্য কেবল প্রলেতারিয়েতই সত্যিকারের **বিপ্লবী** ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (গোপন চুক্তি প্রকাশ, ইত্যাদি)।

না, 'নোভায়া জিজ্ন'-এর মহাশয়েরা প্রলেতারিয়েতের বিচ্ছিন্নতা নিয়ে চিৎকার করতে গিয়ে কেবল বুর্জোয়ার সমক্ষে নিজেদের ব্যক্তিক ভীতিই প্রকাশ করছে। রাশিয়ার বাস্তব পরিস্থিতি নিঃসন্দেহেই এই যে **ঠিক এই**

সময়েই প্রলেতারিয়েত অধিকাংশ পেটি বুর্জোয়া থেকে 'বিচ্ছিন্ন' **নয়**। ঠিক এই সময়েই 'কোয়ালিশনের' শোচনীয় অভিজ্ঞতার পর প্রলেতারিয়েত স্বপক্ষে পেয়েছে **অধিকাংশ** জনগণের সহানুভূতি। বলশেভিকদের ক্ষমতা ধরে রাখার **এই** শর্তটা **বিদ্যমান বৈকি**।

* * *

দ্বিতীয় যুক্তিটা হল এই যে প্রলেতারিয়েত নাকি 'গণতন্ত্রের সত্যিকার জীবন্ত শক্তিগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন'। এর অর্থ বোঝা অসম্ভব। এটা নিশ্চয় 'গ্রীক', যেমনটি এরকম ক্ষেত্রে ফরাসীরা বলে থাকে।

'নোভায়া জিজ্ন'-এর লেখকেরা তো মন্ত্রিপদযোগ্য লোক। কাদেতদের মন্ত্রিসভায় তারা পুরোপুরি খাপ খাবে। কেননা এইসব মন্ত্রীদের কাছ থেকে চাওয়া হয় কেবল মনোহর ও ভব্য অথচ অর্থহীন বুলি আওড়ানোর দক্ষতা এবং যা দিয়ে যে-কোন অপকর্ম ঢাকা দেওয়া যায় এই সেই কারণেই যা সাম্রাজ্যবাদী ও সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদীদের করতালি লাভ নিশ্চিত করে। প্রলেতারিয়েত এখন গণতন্ত্রের সত্যিকার জীবন্ত শক্তিগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন, 'নোভায়া-জিজ্ন'ওয়ালাদের এই উক্তির জন্য কাদেত, ব্রেশকোভ্স্কায়া, প্লেখানভ অ্যান্ড কোং-র করতালি লাভ নিশ্চিত, কেননা **পরোক্ষভাবে** এতে বলা হচ্ছে — অথবা বলা হয়েছে বলে বোঝা হবে — যে, কাদেত, ব্রেশকোভ্স্কায়া, প্লেখানভ, কেরেনস্কি অ্যান্ড কোং-ই হল 'গণতন্ত্রের জীবন্ত শক্তি'।

বাজে কথা। ওরা মৃত শক্তি। কোয়ালিশনের ইতিহাসই তা প্রমাণ করেছে।

বুর্জোয়াদের সামনে এবং বুর্জোয়া-বুদ্ধিজীবী পরিস্থিতিতে ভয় পেয়ে 'নোভায়া-জিজ্ন'ওয়ালারা সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি ও মেনশেভিকদের 'ভলিয়া নারোদা' (১১৯), 'ইয়েদিনস্ত্ভো', ইত্যাদির মতো **দক্ষিণপন্থী** অংশকেই 'জীবন্ত' বলে মানছে, যারা মূলত কাদেতদের থেকে আলাদা নয়। আমরা কিন্তু জীবন্ত বলে ভাবি কেবল তাকে যা কুলাকদের (১২০) বদলে জনগণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, কোয়ালিশনের শিক্ষা যাদের কোয়ালিশনের প্রতি বিমুখ করেছে। পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রের 'সক্রিয় জীবন্ত শক্তি' হল সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি ও মেনশেভিকদের বাম-অংশ। প্রলেতারিয়েত যে বিচ্ছিন্ন **নয়** তার সুনিশ্চিত বাস্তব একটা লক্ষণ হল বিশেষ করে জুলাই প্রতিবিপ্লবের পর এই বাম-অংশের শক্তিবৃদ্ধি।

সেটা আরও জাজ্বল্যমান দেখা যাচ্ছে একান্ত ইদানীং কেন্দ্রপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের বামে দোলায়মানতা থেকে, যা প্রকাশ পেয়েছে চের্নোভের ২৪ সেপ্টেম্বরের এই বিবৃতিতে যে তাঁর দল কিশকিন অ্যান্ড কোং-র **সঙ্গে** নতুন কোয়ালিশন **সমর্থন** করতে অক্ষম। শহরে ও বিশেষত গ্রামাঞ্চলে প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যার দিক থেকে নেতৃস্থানীয় ও বিশিষ্ট সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পার্টি এতদিন পর্যন্ত যার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই ছিল সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি কেন্দ্রে, তার এই বাম দোলায়মানতা থেকে দেখা যাচ্ছে যে কতকগুলি শর্তে বিশুদ্ধ বলশেভিক সরকারকে 'পরিপূর্ণ সমর্থনের নিশ্চয়তা দান' গণতন্ত্রের পক্ষে আবশ্যক বলে 'দিয়েলো নারোদা'-র যে-বিবৃতি আমরা উদ্ধৃত করেছি, সেটা আসলে নিতান্তই একটা কথার কথা নয়।

কিশকিনের সঙ্গে নতুন কোয়ালিশন সমর্থন করতে কেন্দ্রপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের অস্বীকৃতি, অথবা গ্রামাঞ্চলের (ককেশাসে জর্দানিয়া, ইত্যাদি) **প্রতিরক্ষাবাদী-মেনশেভিকদের** মধ্যে কোয়ালিশন-**বিরোধীদের** প্রাধান্যের মতো ঘটনাগুলিতে বিষয়গত প্রমাণ মিলছে যে **জনগণের** যে-অংশটি এতদিন মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের পক্ষে গিয়েছিল তারা বিশুদ্ধ বলশেভিক সরকারকে **সমর্থন করবে।**

গণতন্ত্রের ঠিক এই **জীবন্ত** শক্তিটি থেকেই রাশিয়ার প্রলেতারিয়েত এখন বিচ্ছিন্ন নয়।

* * *

তৃতীয় যুক্তি: প্রলেতারিয়েত 'কর্মকৌশলের দিক থেকে রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করতে পারবে না'। বলতে কি, এটাই হল সবচেয়ে সাধারণ, সবচেয়ে চলতি যুক্তি। সেই কারণে, তথা বিজয়ী প্রলেতারিয়েতের সম্মুখস্থ সবচেয়ে **গুরুতর,** সবচেয়ে **দুরূহ** একটি কর্তব্যের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করছে বলে এই যুক্তিটি সর্বাধিক মনোযোগ্য। সন্দেহ নেই যে এই কর্তব্যগুলি খুবই কঠিন, কিন্তু নিজেদের সমাজতন্ত্রী বলে অভিহিত করে আমরা যদি দুরূহতার কথা তুলি কেবল কর্তব্য পালন **এড়িয়ে যাবার** জন্য, তাহলে বাস্তব ক্ষেত্রে বুর্জোয়ার সেবাদাস থেকে আমাদের পার্থক্য মুছে যায়। প্রলেতারীয় বিপ্লবের কর্তব্যের দুরূহতা থেকেই তো প্রলেতারিয়েত সমর্থকদের সেইসব কর্তব্য পালনের উপায় নিয়ে ঘনিষ্ঠতর ও নির্দিষ্টতর অধ্যয়নে রত হওয়ার কথা।

রাষ্ট্রযন্ত্র বলতে বোঝায় সর্বাগ্রে স্থায়ী ফৌজ, পুলিস এবং আমলাতন্ত্র। প্রলেতারিয়েত এই যন্ত্রকে কর্মকৌশলের দিক থেকে দখল করতে পারবে না, একথা বলে 'নোভায়া জিজ্ন'-এর লেখকেরা চূড়ান্ত অজ্ঞতা দেখিয়েছে এবং বাস্তব ঘটনা ও বলশেভিক সাহিত্যে বহুপূর্বে উল্লিখিত যুক্তি বা বিবেচনাগুলি গ্রাহ্য করতে অনিচ্ছাই প্রকাশ করেছে।

'নোভায়া জিজ্ন'-এর লেখকেরা যদি নিজেদের মার্কসবাদী বলে নাও ভাবে, তাহলেও অন্তত মনে করে যে মার্কসবাদের সঙ্গে তাদের পরিচয় আছে, সুশিক্ষিত সমাজতন্ত্রী তারা। আর প্যারিস কমিউনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মার্কস এই শিক্ষা দিয়ে গেছেন যে তৈরি রাষ্ট্রযন্ত্রটিকে স্রেফ দখলে নিয়ে স্বীয় উদ্দেশ্যে তা চালু করতে প্রলেতারিয়েত **পারে না,** প্রলেতারিয়েতকে এই যন্ত্র **চূর্ণ করতে** হবে ও তার জায়গায় আনতে হবে নতুন যন্ত্র (এ নিয়ে আমি বিশদে আলোচনা করব অন্য একটি পুস্তিকায়, তার প্রথম সংস্করণ তৈরি হয়ে গেছে এবং 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব। রাষ্ট্র বিষয়ে মার্কসবাদের শিক্ষা এবং বিপ্লবে প্রলেতারিয়েতের কর্তব্য' নামে শীঘ্রই প্রকাশিত হবে)। এই নতুন রাষ্ট্রযন্ত্র গঠিত হয়েছিল প্যারিস কমিউনে এবং **একই ধরনের** 'রাষ্ট্রযন্ত্র' হল রাশিয়ায় শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলি। ১৯১৭ সালের ৪ এপ্রিল থেকে শুরু করে বহুবার এই ব্যাপারটির উল্লেখ করেছি, সেকথা বলা হয়েছে বলশেভিক সম্মেলনগুলির সিদ্ধান্তে তথা বলশেভিক সাহিত্যে। 'নোভায়া জিজ্ন' নিশ্চয়ই মার্কস ও বলশেভিকদের সঙ্গে পূর্ণ মতানৈক্য ঘোষণা করতে পারত, কিন্তু দুরূহ সমস্যার প্রতি বলশেভিকরা বুঝি-বা গুরুত্বশীল নয় বলে যা এত ঘন ঘন ও এত উন্নাসিকভাবে বলশেভিকদের গালি দেয়, সেই পত্রিকার পক্ষ থেকে সাধারণভাবে প্রশ্নটা এড়িয়ে যাওয়ার অর্থ তো স্বীয় দারিদ্র্যের প্রত্যয়পত্র পেশ করারই সামিল।

'রাষ্ট্রযন্ত্র' 'দখল করতে' ও 'তাকে চালু করতে' প্রলেতারিয়েত পারে **না।** কিন্তু সাবেকী রাষ্ট্রযন্ত্রটায় বিদ্যমান পীড়নমূলক, রুটিনবাঁধা, অসংশোধনীয় বুর্জোয়া-রূপী সবকিছু সে **চূর্ণ করতে** পারে এবং তার বদলে বসাতে পারে **নিজের** নতুন যন্ত্র। শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলিই হল সেই যন্ত্র।

'নোভায়া জিজ্ন' যে এই 'রাষ্ট্রযন্ত্রটার' কথা একেবারেই ভুলে গেছে, সেটাকে সোজাসুজি বিকট না বলে পারা যায় না। এইভাবে তাত্ত্বিক বিচারে নেমে 'নোভায়া-জিজ্ন'ওয়ালারা রাজনৈতিক তত্ত্বের ক্ষেত্রে মূলত সেই

কাজই করছে, কাদেতরা যা করছে ব্যবহারিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে। কেননা প্রলেতারিয়েত ও বিপ্লবী গণতন্ত্রের যদি কোন নতুন রাষ্ট্রযন্ত্রের **প্রয়োজন না থাকে,** তাহলে সোভিয়েতগুলি raison d'être* ও অস্তিত্বের অধিকার হারায়, সোভিয়েতগুলিকে শূন্যে পরিণত করতে চেষ্টিত কাদেত-কর্নিলভপন্থীরাই হয়ে দাঁড়ায় **সঠিক!**

'নোভায়া জিজ্‌ন'-এর এই বিকট তাত্ত্বিক ভ্রান্তি ও রাজনৈতিক অন্ধতা বিকটতর হয়েছে এইজন্য যে এমন কি আন্তর্জাতিকতাবাদী-মেনশেভিকরাও (১২১) (পেত্রগ্রাদের নগর পরিষদে গত নির্বাচনে যাদের সঙ্গে জোট বেঁধেছিল 'নোভায়া জিজ্‌ন') এই প্রশ্নে বলশেভিকদের সঙ্গে খানিকটা নৈকট্য দেখিয়েছে। গণতান্ত্রিক সম্মেলনে সোভিয়েত সংখ্যাগরিষ্ঠদের পক্ষ থেকে কমরেড মার্তভ যে-ঘোষণা করেন তাতে আমরা পড়ি:

'...সত্যিকার জনসৃজনোদ্যোগের পরাক্রান্ত উচ্ছ্রয়ে বিপ্লবের প্রথম দিনগুলোতেই যে শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলি গড়ে ওঠে তারা হল বিপ্লবী রাষ্ট্রপাটের সেই নববস্ত্র, যা পুরনো আমলের রাষ্ট্রপাটের জীর্ণ বস্ত্রকে স্থানচ্যুত করেছে...'

বলা হয়েছে খানিকটা কাব্য করে, অর্থাৎ ভাষার উচ্ছ্বাসে এখানে রাজনৈতিক চিন্তার স্পষ্টতার ত্রুটি চাপা দেওয়া হয়েছে। পুরনো 'বস্ত্রকে' সোভিয়েতগুলি **এখনো** স্থানচ্যুত করে **নি** এবং এই পুরনো 'বস্ত্রটা' পুরনো আমলের রাষ্ট্রপাট **নয়,** এটা জারতন্ত্র ও বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র **উভয়েরই** রাষ্ট্রপাট। কিন্তু সে যাই হোক, মার্তভ এখানে 'নোভায়া-জিজ্‌ন'ওয়ালাদের চেয়ে অনেকটাই উঁচু বৈকি।

সোভিয়েতগুলি হল নতুন রাষ্ট্রযন্ত্র যা, প্রথমত যোগাচ্ছে শ্রমিক ও কৃষকদের সশস্ত্র শক্তি, তদুপরি সাবেকী স্থায়ী ফৌজের মতো তা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, বরং তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত; সামরিক দিক থেকে এই শক্তি আগের চেয়ে অতুলনীয় রকমের শক্তিশালী, বৈপ্লবিক দিক থেকে তার আর কোন বদলি নেই। দ্বিতীয়ত, এই যন্ত্র থেকে মিলছে জনগণের সঙ্গে, জনগণের অধিকাংশের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠ, অচ্ছেদ্য, সহজে পরীক্ষণীয় ও নবীভবনযোগ্য একটা সংযোগ, সাবেকী রাষ্ট্রযন্ত্রে যার ছায়াও ছিল না। তৃতীয়ত, যন্ত্রটি নির্বাচিত হয় বলে এবং আমলাতান্ত্রিক অনুষ্ঠানসর্বস্বতা

---

* অস্তিত্বের অর্থ। — সম্পাঃ

ছাড়াই জনগণের ইচ্ছায় নির্বাচিতদের বদলান যায় বলে আগের যন্ত্রগুলির চেয়ে এটা অনেক বেশি গণতান্ত্রিক। চতুর্থত, এটি অতি বিভিন্ন পেশার সঙ্গে দৃঢ় সংযোগ যোগায় এবং ফলত আমলাতন্ত্র ছাড়াই খুবই বিভিন্ন ধরনের অত্যন্ত মৌলিক সব সংস্কার সাধন সহজ হয়। পঞ্চমত, অগ্রবাহিনীকে অর্থাৎ নিপীড়িত শ্রেণীগুলির, শ্রমিক ও কৃষকদের সবচেয়ে সচেতন, সবচেয়ে উদ্যোগী, অগ্রণী অংশকে তা একটি সাংগঠনিক রূপ দিচ্ছে এবং এভাবে একটি যন্ত্র গড়ে উঠছে যার সাহায্যে নির্যাতিত শ্রেণীগুলির অগ্রদূতরা এইসব শ্রেণীর বিপুল জনগণের পুরোটাকে ওপরে তোলে, শিখিয়ে, তালিম দিয়ে পরিচালিত করতে পারবে যারা এতদিন পর্যন্ত পুরোপুরিই রাজনৈতিক জীবন ও ইতিহাসের বাইরে দাঁড়িয়েছিল। ষষ্ঠত, এতে পার্লামেণ্টপ্রথার সুবিধার সঙ্গে সরাসরি ও প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের সুবিধাগুলি যুক্ত করার সুযোগ মিলবে, অর্থাৎ জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ওপর **আইন-প্রণয়ন এবং প্রশাসনের** দুটি কাজই ন্যস্ত হবে। বুর্জোয়া পার্লামেণ্টপ্রথার সঙ্গে তুলনায় এটা হবে গণতন্ত্রের বিকাশে দুনিয়াজোড়া ঐতিহাসিক তাৎপর্যশীল এক বিশিষ্ট অগ্রগতি।

১৯০৫ সালে আমাদের সোভিয়েতগুলি ছিল, বলা যেতে পারে, কেবল গর্ভস্থ ভ্রূণ, কেননা টিকে ছিল মাত্র কয়েক সপ্তাহ। স্পষ্টই বোঝা যায় যে তখনকার পরিস্থিতিতে তাদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের কথাই ওঠে না। ১৯১৭ সালের বিপ্লবেও এ নিয়ে এখনো কথা উঠতে পারে না, কেননা কয়েক মাসের মেয়াদটা খুবই সংক্ষিপ্ত, আর প্রধান কথা, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিক নেতারা সোভিয়েতগুলির **ব্যভিচার ঘটিয়েছে,** তাদের নামিয়েছে বক্তৃতা-বৈঠকের ভূমিকায়, নেতাদের আপসনীতির লেজুড়ের ভূমিকায়। লিবের, দান, সেরেতেলি, চের্নোভদের পরিচালনায় পচে গেছে, জীবন্তই খসে খসে গেছে সোভিয়েতগুলো। সোভিয়েতগুলোর সত্যিকার বিকাশ, তাদের প্রবণতা ও সামর্থ্যের পূর্ণ উন্মোচন সম্ভব হতে পারে কেবল সমস্ত রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে, কেননা অন্যথায় তাদের **করবার কিছু থাকে না,** অন্যথায় তারা হয়ে থাকবে নিতান্তই ভ্রূণ (বেশিদিন ভ্রূণ হয়ে থাকা বিপজ্জনক), বা খেলনা। 'দ্বৈত ক্ষমতা' আসলে সোভিয়েতগুলির পক্ষাঘাতের সামিল।

বৈপ্লবিক শ্রেণীগুলির সৃজনোদ্যোগে সোভিয়েতগুলি যদি গড়ে না উঠত, তাহলে রাশিয়ায় প্রলেতারীয় বিপ্লবের কোন আশা থাকত না, কেননা পুরনো যন্ত্র দিয়ে প্রলেতারিয়েত নিঃসন্দেহেই ক্ষমতা ধরে রাখতে পারত

না, আর সঙ্গে সঙ্গেই নতুন যন্ত্র গড়াও অসম্ভব। সেরেতেলি-চের্নোভদের হাতে সোভিয়েতগুলির ব্যভিচারের শোচনীয় ইতিহাস, 'কোয়ালিশনের' ইতিহাস হল সেইসঙ্গে পেটি-বুর্জোয়া মোহ থেকেও সোভিয়েতগুলির মুক্তির ইতিহাস, **সমস্ত** ও **সর্বাবিধ** বুর্জোয়া কোয়ালিশনের **সমস্ত** জঘন্যতা ও নোংরামির ব্যবহারিক জ্ঞানলাভের 'যমালয়' দিয়ে যাত্রারও ইতিহাস। আশা করা যাক এই 'যমালয়' তাদের জীর্ণ না করে পোক্তই করেছে।

* * *

প্রলেতারীয় বিপ্লবের প্রধান বাধা হল দেশব্যাপ্ত পরিসরে অতি যথাযথ ও অতি সততাপূর্ণ হিসাব ও নিয়ন্ত্রণ, উৎপাদন ও উৎপন্নের বণ্টনে **শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ** চালু করা।

'শ্রমিক নিয়ন্ত্রণের' ধ্বনি দিয়ে আমরা নাকি সিণ্ডিক্যালিজমে (১২২) পা দিচ্ছি, আমাদের এইকথা বলেছিল 'নোভায়া জিজ্‌ন'-এর লেখকেরা। এটা হল নির্বোধ স্কুলছাত্রসুলভ 'মার্কসবাদ' প্রয়োগের দৃষ্টান্ত, যা ভেবে দেখা হয় নি, স্ত্রুভের কায়দায় **মুখস্থ করা হয়েছে।** সিণ্ডিক্যালিজম পলেতারিয়েতের বৈপ্লবিক একনায়কত্ব হয় অস্বীকার করে, নয় তাকে তথা সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতাকেই সবচেয়ে পেছনের স্থানে ঠেলে দেয়। আমরা তাকে দিই প্রথম স্থান। 'নোভায়া-জিজ্‌ন'ওয়ালাদের মতো যদি শুধু বলা হয়: শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ **নয়,** রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ, তাহলে দাঁড়ায় একটা সংস্কারবাদী বুর্জোয়া বুলি, মূলত একটা নির্ভেজাল কাদেত-সূত্র, কেননা 'রাষ্ট্রীয়' নিয়ন্ত্রণে শ্রমিকদের **অংশগ্রহণে** কাদেতদের কোনই আপত্তি নেই। কাদেত-কর্নিলভপন্থীরা চমৎকার জানে যে এরূপ অংশগ্রহণই হল বুর্জোয়া কর্তৃক শ্রমিকদের বোকা বানানর সেরা উপায়, রাজনৈতিক দিক থেকে যতরকম গ্‌ভোজদিওভ, নিকিতিন, প্রকপোভিচ, সেরেতেলি ও তাদের গোটা দঙ্গলটাকে সূক্ষ্মভাবে **উৎকোচে** হাত করার সেরা উপায়।

আমরা যখন সর্বদাই প্রলেতারীয় একনায়কত্বের **পাশেই,** সর্বদাই তার **পরেই** 'শ্রমিক নিয়ন্ত্রণের' কথা বলি, তখন তাতে করে কোন ধরনের রাষ্ট্রের কথা হচ্ছে সেটা বোঝাই। রাষ্ট্র হল **শ্রেণী**প্রভুত্বের সংস্থা। কোন শ্রেণীর? যদি বুর্জোয়ারা হয়, তাহলেই হয় কাদেত-কর্নিলভপন্থী-'কেরেনস্কি'-মার্কা রাষ্ট্রপাট, যা রাশিয়ার শ্রমিক জনগণের ওপর 'কর্নিলভপনা ও কেরেনস্কিপনা চালাচ্ছে' আজ ছয় মাসের বেশি। যদি প্রলেতারিয়েত হয়, যদি কথাটা হয়

প্রলেতারীয় রাষ্ট্র, **অর্থাৎ** প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব নিয়ে, তাহলে শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ হয়ে উঠতে **পারে** উৎপাদন ও উৎপন্ন বণ্টনের ওপর দেশব্যাপী, সর্বাঙ্গীণ, সর্বত্রবিদ্যমান, সবচেয়ে নিখুঁত ও সততাপূর্ণ **হিসাব।**

এই হল প্রলেতারীয়, অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রধান দুরূহতা, এই হল তার প্রধান কর্তব্য। সোভিয়েতগুলি ছাড়া এই কর্তব্য অন্তত রাশিয়ার পক্ষে হত অসাধ্য। প্রলেতারিয়েতের সাংগঠনিক কাজ যে এই ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটি সমাধান করতে **পারে,** তার **ইঙ্গিত মিলছে** সোভিয়েতগুলি থেকে।

এখানে আমরা রাষ্ট্রযন্ত্র বিষয়ক প্রশ্নটির অন্য দিকটায় এসে পড়েছি। স্থায়ী ফৌজ, পুলিস, আমলাতন্ত্রের, প্রধানত 'পীড়নমূলক' যন্ত্রটা ছাড়াও আধুনিক রাষ্ট্রে আছে আরেকটি যন্ত্র যা ব্যাঙ্ক ও সিন্ডিকেটগুলির সঙ্গে বিশেষ নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট, এমন যন্ত্র যা হিসাব ও রেজিস্ট্রির রাশি রাশি কাজ সম্পাদন করে, যদি অবশ্য এভাবে বলাটা অনুমোদনীয় হয়। এই যন্ত্রটাকে চূর্ণ করা অসম্ভব, তার প্রয়োজনও নেই। তাকে শুধু ছিনিয়ে আনতে হবে পুঁজিপতিদের অধীনতা থেকে, তার কাছ থেকে **কেটে ফেলতে** হবে, **ছেঁটে ফেলতে** হবে, **দূর করতে** হবে পুঁজিপতি ও তার প্রভাবের জালকে, তাকে করতে হবে প্রলেতারীয় সোভিয়েতগুলির **অধীনস্থ,** তাকে করতে হবে প্রশস্ততর, পূর্ণাঙ্গতর, দেশব্যাপ্ততর। বৃহৎ পুঁজিবাদ কর্তৃক ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত সাফল্যগুলি ব্যবহারক্রমেই (সাধারণভাবে কেবল এই ধরনের সাফল্যের ওপর নির্ভর করেই প্রলেতারীয় বিপ্লব তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারে) এটা নিষ্পাদন **সম্ভবপর।**

ব্যাঙ্ক, সিন্ডিকেট, ডাক, পরিভোগ-সমিতি, কর্মচারী ইউনিয়নের ধরনে পুঁজিবাদ একটি হিসাব **যন্ত্র** গড়েছে। **বড়ো বড়ো ব্যাঙ্ক ছাড়া সমাজতন্ত্র অসম্ভব।**

বড়ো বড়ো ব্যাঙ্কই **হল** সেই 'রাষ্ট্রযন্ত্র' যা সমাজতন্ত্র কার্যকর করার জন্য আমাদের **প্রয়োজন,** যা আমরা **তৈরী অবস্থাতেই** পুঁজিবাদের কাছ থেকে **নেব,** যেখানে আমাদের কাজ হল কেবল এই চমৎকার যন্ত্রটা থেকে **পুঁজিবাদী ধরনে বিকৃতিগুলি ছেঁটে ফেলা,** একে **আরও বৃহৎ,** আরও গণতান্ত্রিক, আরও সর্বাত্মক করা। পরিমাণ পরিণত হবে গুণে। বৃহতাধিক বৃহত্তম একটি একক রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক, প্রতিটি ভোলোস্তে, প্রতিটি কারখানায় যার শাখা বিদ্যমান — এটাই হল **সমাজতান্ত্রিক** যন্ত্রের দশ ভাগের নয় ভাগ। এটা হল সর্বরাষ্ট্রীয় আয়তনে **খাজাঞ্চিগিরি,** সর্বরাষ্ট্রীয় আয়তনে

উৎপাদন ও উৎপন্ন বণ্টনের **হিসাব,** এটা বলা যেতে পারে, **সমাজতান্ত্রিক** সমাজের মূল **অস্থিসংস্থানের** মতো।

এই 'রাষ্ট্রযন্ত্রটা' (পুঁজিবাদে যেটা পুরোপুরি রাষ্ট্রীয় নয়, কিন্তু আমাদের বেলায়, সমাজতন্ত্রে সেটা হবে পুরোপুরি রাষ্ট্রীয়) আমরা 'দখল করে' এক আঘাতে, এক হুকুমেই 'চালু করতে' পারি, কেননা খাজাঞ্চিগিরি, নিয়ন্ত্রণ, রেজিস্ট্রি, হিসাব ও নিকাশের বাস্তব কাজটা এক্ষেত্রে করে **কর্মচারীরা,** যাদের অধিকাংশ নিজেরাই আছে প্রলেতারীয় বা আধা-প্রলেতারীয় অবস্থায়।

প্রলেতারীয় সরকারের একটি হুকুমেই এইসব কর্মচারী রাষ্ট্রীয় কর্মচারীর পদে আসতে পারে ও আসতে হবে, যেভাবে ব্রিয়াঁ ও অন্যান্য বুর্জোয়া মন্ত্রীদের মতো পুঁজিবাদের চৌকি-কুকুরেরা এক হুকুমেই ধর্মঘটী রেল-শ্রমিকদের নিয়ে আসে রাষ্ট্রীয় কর্মচারীর পদে। এই ধরনের রাষ্ট্রীয় কর্মচারী আমাদের দরকার হবে অনেক এবং বেশি সংখ্যায় তা পাওয়াও **সম্ভব,** কেননা হিসাব ও নিয়ন্ত্রণের কাজটা পুঁজিবাদ সহজ করে দিয়েছে, তাকে পরিণত করেছে অপেক্ষাকৃত সরল, যে-কোন সাক্ষর ব্যক্তির সাধ্যায়ত্ত একটি **হিসাব-রক্ষণ** প্রণালীতে।

সোভিয়েতগুলির দ্বারা নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান রাখার শর্তে ব্যাঙ্ক, সিন্ডিকেট, বাণিজ্য, ইত্যাদি, ইত্যাদি, কর্মচারীজনকে 'রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে আনা' কর্মকৌশলের দিক থেকে (পুঁজিবাদ ও ফিনান্স পুঁজিবাদ আমাদের জন্য যে প্রাথমিক কাজটা করে দিয়েছে তার দৌলতে) রাজনৈতিকভাবে পুরোপুরি সম্ভবপর।

আর উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা, সংখ্যায় যারা বেশি নয়, কিন্তু পুঁজিপতিদের প্রতি যারা আকৃষ্ট তাদের প্রতি আচরণ করতে হবে পুঁজিপতিদের মতো, 'কড়াভাবে'। পুঁজিপতিদের মতো তারাও **বাধা** দেবে। সেই বাধা **চূর্ণ করা** প্রয়োজন হবে, আর শিশুর মতো দুর্মর-সরলতায় পেশেখোনভ যেক্ষেত্রে ১৯১৭ সালের জুন মাসেই আবোল-তাবোল বলে বসেন যে 'পুঁজিপতিদের প্রতিরোধ চূর্ণ হয়ে গেছে', সেক্ষেত্রে এই বালভাষণটিকে, এই ছেলেমানুষী বড়াইকে, এই শিশুসুলভ ফক্কাড়িকে **প্রলেতারিয়েত বাস্তবে রূপান্তরিত করবে।**

কাজটা আমরা করতে পারি, কেননা কথাটা হচ্ছে জনগণের এক নগণ্য সংখ্যাল্পের প্রতিরোধ চূর্ণ করা নিয়ে, আক্ষরিক অর্থেই তারা মুষ্টিমেয় লোক, তাদের প্রত্যেকের ওপরেই কর্মচারী ইউনিয়ন, ট্রেড ইউনিয়ন, পরিভোগ-সমিতি ও সোভিয়েতগুলি এমন **তদারকির** ব্যবস্থা রাখবে যে

প্রতিটি তিত্ তিতিচ্ই (১২৩) হয়ে পড়বে সেদানের কাছে (১২৪) ফরাসীদের মতোই **পরিবেষ্টিত।** এই তিত্ তিতিচ্দের প্রত্যেকের নামই আমরা জানি: শুধু ডিরেক্টর, ব্যবস্থাপকমণ্ডলীর সদস্য, বড়ো বড়ো শেয়ার-হোল্ডার, প্রভৃতির তালিকা নিলেই যথেষ্ট। সংখ্যায় তারা কয়েক শত, খুব বেশি হলে **সারা** রাশিয়ায় কয়েক হাজার, তাদের প্রত্যেকের ওপর প্রলেতারীয় রাষ্ট্র নিশ্চয়ই সোভিয়েত, কর্মচারী ইউনিয়ন, ইত্যাদি যন্ত্রের সাহায্যে ডজন ডজন, শত শত নিয়ন্ত্রক বসাতে পারবে, যার ফলে 'প্রতিরোধ চূর্ণের বদলে **শ্রমিক নিয়ন্ত্রণের** মাধ্যমে (পুঁজিপতিদের ওপর) যাবতীয় প্রতিরোধকেই **সম্ভবত অসম্ভব** করে তোলা যাবে।

এমন কি পুঁজিপতিদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্তও নয়, 'আসল ব্যাপার' হবে পুঁজিপতিদের ও তাদের সম্ভাব্য সমর্থকদের ওপর দেশব্যাপী, সর্বাত্মক শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ। কেবল বাজেয়াপ্তে কিছু হবে না, কেননা তার মধ্যে সংগঠনের উপাদান নেই, সঠিক বণ্টনের হিসাব নেই। বাজেয়াপ্তের বদলে আমরা সহজেই বসাতে পারি **ন্যায্য** ট্যাক্স (এমন কি 'শিঙ্গারিওভ' (১২৫) হারে হলেও) — শুধু করধার্য এড়ান, সত্য গোপন, আইন ফাঁকি দেবার সুযোগ না থাকলেই হল। আর এই সুযোগ **বন্ধ করতে পারে কেবল শ্রমিক রাষ্ট্রের** শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ।

বাধ্যতামূলক সিণ্ডিকেটভুক্তি, অর্থাৎ রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে সমিতির মধ্যে বাধ্যতামূলক সম্মিলন — এই জিনিসটা তৈরি করে তুলেছে পুঁজিবাদ, এই জিনিসটাকেই কার্যকর করেছে জার্মানির য়ুঙ্কার সরকার, রাশিয়ায় এই জিনিসটাই পুরোপুরি কার্যকর হবে সোভিয়েতগুলির স্বার্থে, প্রলেতারীয় একনায়কত্বের স্বার্থে, এই জিনিসটাই **আমাদের দেবে** এমন এক **'রাষ্ট্রযন্ত্র'** যা একাধারে বহুমুখী, আধুনিকতম ও আমলাতান্ত্রিকতাহীন।*

* * *

বুর্জোয়া উকিলদের চতুর্থ যুক্তি: প্রলেতারিয়েত রাষ্ট্রযন্ত্র 'চালু করতে' পারবে না। যুক্তিটা পূর্বযুক্তির তুলনায় মোটেই নতুন কিছু নয়। সাবেকী যন্ত্রটা অবশ্যই আমরা দখল করে চালু করতে পারব না। সোভিয়েত-রূপী নতুন যন্ত্রটা **ইতিমধ্যেই** চালু হয়ে গেছে 'সত্যিকার জনসৃজনোদ্যোগের

---

* বাধ্যতামূলক সিণ্ডিকেটভুক্তির বিশদ তাৎপর্য নিয়ে আমার 'আসন্ন বিপর্যয় এবং তা প্রতিহত করার উপায়' পুস্তিকা দ্রষ্টব্য।

পরাক্রান্ত উৎসারে'। এই যন্ত্র থেকে দরকার কেবল সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিক নেতাদের আধিপত্যে পরান **নিগড়গুলো** খুলে নেওয়া। যন্ত্রটি **ইতিমধ্যেই** চলছে, দরকার কেবল কদর্য, পেটি-বুর্জোয়া বোঝাগুলো ছুঁড়ে ফেলা, যা তাকে পুরোদমে সামনে এগুতে বাধা দিচ্ছে।

ওপরে যা বলা হয়েছে তার পরিপূরণের জন্য দুটো ব্যাপার এখানে আলোচনা করা দরকার: প্রথমত, আমরা **নয়**, পুঁজিবাদই তার সামরিক-সাম্রাজ্যবাদী পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণের যে নতুন উপায়াদি গড়ে তুলেছে তা; দ্বিতীয়ত, প্রলেতারীয় ধরনের রাষ্ট্র **পরিচালনার** ব্যাপারে আরও গণতান্ত্রিকতা প্রবর্তনের তাৎপর্য।

শস্যের একচেটিয়া কারবার ও রুটির রেশনকার্ড আমরা তৈরি করি নি, করেছে যুধ্যমান পুঁজিবাদী রাষ্ট্র। ইতিমধ্যেই তা পুঁজিবাদের আওতায় সার্বজনীন শ্রমবাধ্যতা প্রতিষ্ঠা করেছে, এটা হল শ্রমিকদের জন্য সামরিক কয়েদ-খাটুনির জেলখানা। কিন্তু প্রলেতারিয়েত তার সমস্ত ইতিহাসসৃষ্টিকারী কার্যকলাপের মতো এক্ষেত্রেও তার হাতিয়ার গ্রহণ করছে পুঁজিবাদের কাছ থেকে, 'উদ্ভাবন' বা, 'শূন্য থেকে বানায়' নি।

শস্যের একচেটিয়া কারবার, রুটির রেশনকার্ড, সার্বজনীন শ্রমবাধ্যতা হল প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের হাতে, সার্বভৌম সোভিয়েতগুলির হাতে হিসাব ও নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে শক্তিশালী উপায়, এমন উপায় যা পুঁজিপতি ও **সাধারণভাবে ধনীদের ওপর** প্রয়োগ করে, তাদের ওপর **শ্রমিক** কর্তৃক প্রযুক্ত হয়ে রাষ্ট্রযন্ত্র 'চালু করার' মতো, পুঁজিপতিদের প্রতিরোধ জয় করার মতো, তাদের প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের অধীনস্থ করার মতো এমন এক শক্তি যোগাবে ইতিহাসে যা আজও দেখা যায় নি। নিয়ন্ত্রণ ও **শ্রমবাধ্যতার** এই উপায় কনভেনশনের (১২৬) আইন ও তার গিলোটিনের চেয়ে অনেক শক্তিশালী। গিলোটিন **শুধু** ভয় দেখিয়েছিল, কেবল **সক্রিয়** প্রতিরোধই চূর্ণ করেছিল। **আমাদের পক্ষে সেটা যথেষ্ট নয়।**

আমাদের পক্ষে সেটা যথেষ্ট নয়। আমাদের দরকার পুঁজিপতিরা যাতে প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের সর্বশক্তিমত্তা টের পায় ও সক্রিয় প্রতিরোধের কথা না ভাবে এই অর্থে তাদের শুধু 'ভয় দেখানোই' নয়। আমাদের দরকার **নিষ্ক্রিয়** এবং নিঃসন্দেহেই আরও বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর প্রতিরোধকেও চূর্ণ করা। যে-কোন রকমের প্রতিরোধ চূর্ণ করলেই হবে না। নতুনভাবে সংগঠিত রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে তাদের **কাজ করতে বাধ্য করতে** হবে আমাদের। পুঁজিপতিদের শুধু 'ভাগানই' যথেষ্ট নয়, (অনুপযোগী ও

গেঁড়ে বসা 'প্রতিরোধীদের' ভাগিয়ে দিয়ে), দরকার **নতুন রাষ্ট্রের সেবায়** তাদের লাগান। এটা পুঁজিপতি তথা বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের একটা শীর্ষস্তর, কর্মচারী, ইত্যাদির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

সেই উপায় আমাদের আছে। সেই উপায় ও হাতিয়ার আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে যুধ্যমান পুঁজিবাদী রাষ্ট্রই। উপায়টি হল শস্যের একচেটিয়া কারবার, রুটির রেশনকার্ড, সার্বজনীন শ্রমবাধ্যতা। 'যে খাটবে না, তার খাওয়াও চলবে না' — এই মূল, প্রথমতম ও প্রধানতম নিয়মটিকে শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলি ক্ষমতা পেয়ে কার্যকর করতে পারে ও করবে।

প্রত্যেক শ্রমিকেরই আছে তার কাজের রেকর্ড বই। এতে তার মানহানি ঘটে না, যদিও **বর্তমানে** তা নিঃসন্দেহেই পুঁজিবাদী মজুরি-দাসত্বের এক দলিল, মেহনতী মানুষটি কোন পরজীবীর এক্তিয়ারে, তার প্রত্যয়পত্র।

সোভিয়েতগুলি কাজের রেকর্ড বই চালু করবে **ধনীদের জন্য, তারপর ক্রমশ সমগ্র** জনগণের জন্য (কৃষকদেশে সম্ভবত বিপুল সংখ্যাগুরু কৃষকদের জন্য কাজের রেকর্ড বই অনেক দিন দরকার করবে না)। কাজের রেকর্ড বই তখন আর হয়ে থাকবে না 'ইতর জনের' চিহ্ন, 'নিচু' মহলের দলিল, মজুরি-দাসত্বের প্রত্যয়পত্র। এটি পরিণত হবে এই প্রত্যয়পত্রে যে নতুন সমাজে 'শ্রমিক' আর নেই, কিন্তু সেইসঙ্গে এমন লোকও নেই যে **কাজ করে না।**

ধনীরা পেশাসূত্রে ঘনিষ্ঠতম শ্রমিক বা কর্মচারী ইউনিয়নের কাছ থেকে কাজের রেকর্ড বই সংগ্রহ করতে বাধ্য থাকবে, প্রতি সপ্তাহে অথবা স্থিরীকৃত অন্য কোন মেয়াদের পর পর তাদের উক্ত ইউনিয়ন থেকে এই প্রত্যয়পত্র পেতে হবে যে তারা সততার সঙ্গে কাজ করছে; এছাড়া তারা রেশনকার্ড এবং সাধারণভাবে খাদ্যদ্রব্য পাবে না। প্রলেতারীয় রাষ্ট্র বলবে, আমাদের দরকার ব্যাঙ্কিং ও সম্মিলিত উদ্যোগগুলির জন্য ভাল সংগঠক (এই ব্যাপারে পুঁজিপতিদের বেশি অভিজ্ঞতা আছে, আর অভিজ্ঞ লোকেদের হাতে কাজ চলে ভাল), আমাদের দরকার আগের চেয়ে কেবল বেশি বেশি সংখ্যায় ইঞ্জিনিয়র, কৃষিবিদ, কৃতকৌশলী ও নানা ধরনের বৈজ্ঞানিকভাবে প্রশিক্ষিত বিশেষজ্ঞ। এই ধরনের সমস্ত কর্মীরই আমরা দেব তাদের সাধ্যায়ত্ত ও অভ্যস্ত কাজ, আমরা খুব সম্ভব পূর্ণায়তনে বেতনের সমতা আনব কেবল ক্রমে ক্রমে, উৎক্রমণকালের মধ্যে এই ধরনের বিশেষজ্ঞদের জন্য উচ্চতর বেতন বজায় রাখব, কিন্তু তাদের ওপর আমরা সর্বাঙ্গীণ শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ চাপাব, 'যে খাটবে না, সে খেতেও পাবে না' — এই নিয়মটাকে আমরা অব্যর্থভাবেই পুরোপুরি কার্যকর করব। আর কাজের

সাংগঠনিক রূপটা আমরা উদ্ভাবন করব না, পুঁজিবাদের কাছ থেকে তৈরি অবস্থায় নেব ব্যাঙ্ক, সিন্ডিকেট, সেরা সেরা কারখানা, পরীক্ষাকেন্দ্র, আকাদমি, ইত্যাদি। কেবল অগ্রণী দেশগুলির অভিজ্ঞতা থেকে সেরা নিদর্শনগুলি ধার করলেই আমাদের চলবে।

অবশ্যই, আমরা ইউটোপিয়ায় এতটুকু পা না দিয়ে ও স্থিরমস্তিষ্ক বাস্তব বিচারের ভিত্তি না ছেড়েই একথা বলতে পারি: গোটা পুঁজিপতি শ্রেণীই প্রচন্ডতম বাধা দেবে, কিন্তু সমস্ত জনগণের সোভিয়েত সংগঠন সেই প্রতিরোধ চূর্ণ করবে, সেক্ষেত্রে বিশেষ ধরনের একগুঁয়ে ও অবাধ্য পুঁজিপতিদের, বলাই বাহুল্য, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ও কারাদন্ড দিয়ে শাস্তি দিতে হবে, কিন্তু প্রলেতারিয়েতের বিজয়ে, যেমন, আজকের 'ইজ্‌ভেস্তিয়া' কাগজে (১২৭) যা পড়লাম এই ধরনের ঘটনার সংখ্যা **বাড়বে:**

'২৬ সেপ্টেম্বর কারখানা কমিটিগুলির কেন্দ্রীয় পরিষদে দুজন ইঞ্জিনিয়র এসে ঘোষণা করে যে একদল ইঞ্জিনিয়র স্থির করেছে সমাজতন্ত্রী ইঞ্জিনিয়রদের ইউনিয়ন গড়বে। এই ইউনিয়নের মতে বর্তমান সময়টা মূলত সমাজবিপ্লবের সূচনা বিধায় সে শ্রমিক জনগণের আজ্ঞাধীনে নিজেকে পেশ করতে ও শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষা করে শ্রমিক সংগঠনগুলির পূর্ণ ঐক্যে কাজ করতে ইচ্ছুক। কারখানা কমিটিগুলির কেন্দ্রীয় পরিষদের মুখপাত্ররা জবাব দেন যে পরিষদ তাদের সংগঠনের মধ্যে সাগ্রহেই ইঞ্জিনিয়র-বিভাগ গঠন করবে, সেই বিভাগ তাদের কর্মসূচির মধ্যে উৎপাদনের ওপর শ্রমিক নিয়ন্ত্রণের যে-মূল থিসিসটি কারখানা কমিটিগুলির পথম সম্মেলনে গৃহীত হয়েছিল তা অন্তর্ভুক্ত করবে। শীঘ্রই কারখানা কমিটিগুলির কেন্দ্রীয় পরিষদের প্রতিনিধি এবং ইঞ্জিনিয়র-সমাজতন্ত্রীদের উদ্যোক্তা দলের একটি সম্মিলিত অধিবেশন হবে।' ('কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির ইজ্‌ভেস্তিয়া', ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯১৭।)

* * *

আমাদের বলা হচ্ছে প্রলেতারিয়েত রাষ্ট্রযন্ত্র চালু করতে পারবে না।

১৯০৫ সালের পর রাশিয়া শাসন করেছে ১,৩০,০০০ জমিদার, তারা ১৫ কোটি লোকের ওপর চালায় অপরিসীম জবরদস্তি, সীমাহীন লাঞ্ছনা এবং বিপুল সংখ্যাগুরুকে অমানুষিক মেহনত ও অর্ধানশনে থাকতে বাধ্য করে।

আর বলশেভিক পার্টির ২,৪০,০০০ সভ্য নাকি রাশিয়া শাসন করতে পারবে না, তাকে শাসন করতে পারবে না ধনীদের বিরুদ্ধে গরিবদের স্বার্থে। এই ২,৪০,০০০ লোকের পেছনে আছে অন্তত ১০ লক্ষ সাবালকের ভোট, কেননা পার্টিসভ্যদের সঙ্গে প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতটা ঠিক এই, যা

ইউরোপের অভিজ্ঞতা ও রাশিয়ার অভিজ্ঞতা, দৃষ্টান্তস্বরূপ, অন্তত পেত্রগ্রাদ নগর পরিষদের আগস্ট নির্বাচনের অভিজ্ঞতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই হল আমাদের **১০ লক্ষ** লোকের 'রাষ্ট্রযন্ত্র', এমন লোক যারা প্রতি মাসের ২০ তারিখে একটা মোটা টাকা পাবার লোভে নয়, ভাবাদর্শের কারণেই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অনুগত।

শুধু কি তাই, এক লহমায় রাষ্ট্রযন্ত্রকে **দশগুণ বাড়িয়ে তোলার** 'অলৌকিক উপায়' আমাদের আছে, এমন উপায় কোন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের কখনো ছিল না, থাকা সম্ভব নয়। এই অলৌকিক ব্যাপারটা হল রাষ্ট্র চালানর দৈনন্দিন কাজে মেহনতীদের টানা, গরিবদের টানা।

এই অলৌকিক উপায়টা কত সহজে প্রয়োগ করা যায়, কত অভ্রান্ত তার ক্রিয়া, সেটা বোঝাবার জন্য একটা সাধারণ অথচ লক্ষণীয় দৃষ্টান্ত দেব।

ফ্ল্যাট থেকে জোর করে কোন পরিবারকে উঠিয়ে অন্য পরিবারকে সেখানে বসাবার প্রয়োজন হয় রাষ্ট্রের। পুঁজিবাদী রাষ্ট্র তা প্রায়ই করে, আমাদের প্রলেতারীয় বা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রও তা করবে।

পুঁজিবাদী রাষ্ট্র উঠিয়ে দেয় শ্রমিক পরিবারকে, রোজগেরে লোক হারিয়ে যারা ভাড়া দিতে পারছে না। হাজির হয় আদালতের আমীন, সঙ্গে পুরো এক দঙ্গল পুলিস বা মিলিশিয়া। শ্রমিক পাড়ায় কাউকে ওঠাতে গেলে দরকার হয় কসাক বাহিনীর। কেন? কারণ বড় রকমের সামরিক প্রহরা ছাড়া আমীন ও 'মিলিশিয়া' ওখানে যেতে চায় না। তারা জানে যে ওঠাবার দৃশ্যটা চারিপাশের সমস্ত বাসিন্দাদের মধ্যে, প্রায় মরিয়া হয়ে ওঠা হাজার লোকের মধ্যে এমন ক্ষিপ্ত ক্রোধ, পুঁজিপতিদের ও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের প্রতি এমন বিদ্বেষ জাগিয়ে তোলে যে আমীন ও মিলিশিয়া দঙ্গলকে তারা যে-কোন মুহূর্তে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতে পারে। দরকার পড়ে বড় রকমের সামরিক শক্তির, বড় বড় শহরে দরকার হয় অবশ্যই কোন দূর প্রান্ত থেকে কয়েক রেজিমেণ্ট সৈন্য আনার, যাতে শহরের গরিবদের জীবন সৈন্যদের কাছে পরকীয় ঠেকে, যাতে সমাজতন্ত্রে 'সংক্রামিত হতে' না পারে তারা।

প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের প্রয়োজন হবে চূড়ান্ত রকমের অভাবী পরিবারকে ধনীর ফ্ল্যাটে বসান। আমাদের শ্রমিক মিলিশিয়ার বাহিনীতে থাকবে, ধরা যাক, ১৫ জন লোক: দুজন নাবিক, দুজন সৈনিক, দুজন সচেতন শ্রমিক (তাদের মধ্যে আমাদের পার্টির সভ্য বা দরদী থাকুক মাত্র একজন), তাছাড়া একজন বুদ্ধিজীবী, আর গরিব মেহনতীদের মধ্য থেকে ৮ জন, তাদের

মধ্যে অবশ্যই ৫ জন মেয়ে, চাকর-বাকর, গতর-খাটিয়ে, ইত্যাদি। বাহিনীটি এল ধনীর ফ্ল্যাটে, পরীক্ষা করে দেখলে দুজন পুরুষ ও দুজন মহিলার জন্য রয়েছে ৫টি কামরা। 'আপনারা মশায় এই শীতটা দুটি কামরায় ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকুন, আর দুটি কামরায় ভিতঘর থেকে আসা দুটি পরিবারকে বসাবার জন্য তৈরি হোন। আপাতত, যতদিন ইঞ্জিনিয়রদের সাহায্যে (আপনিও তো মনে হয় ইঞ্জিনিয়র?) সকলের জন্য ভাল ভাল ফ্ল্যাট তৈরি করতে না পারছি ততদিন আপনাদের অবশ্যই ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকতে হবে। আপনার টেলিফোনে কাজ চালাবে ১০টি পরিবার। এতে বাঁচবে কাজের ১০০ ঘণ্টা, যা দোকানপত্তর, ইত্যাদি নিয়ে ছোটাছুটিতে যায়। তাছাড়া আপনার সংসারে আছেন দুজন বেকার আধা-মজুর, হালকা কাজ তাঁরা করতে সক্ষম: ৫৫ বছরের ভদ্রমহিলা ও ১৪ বছরের ছেলে। তাঁরা প্রতিদিন ৩ ঘণ্টা করে ডিউটি দিয়ে ১০টি পরিবারের জন্য খাদ্য-দ্রব্যের সঠিক বণ্টন তদারক করবেন ও তার প্রয়োজনীয় হিসাব রাখবেন। আমাদের বাহিনীতে যে-কলেজছাত্রটি আছেন, তিনি দুটি কপিতে এই রাষ্ট্রীয় আজ্ঞাটা এক্ষুনি লিখে দেবেন এবং আপনি দয়া করে আমাদের একটা রসিদ দিন যে আজ্ঞাটি যথাযথ পালনে আপনি বাধ্য থাকবেন।'

জাজ্বল্যমান এই দৃষ্টান্তটি থেকে এভাবে, আমার মতে, পুরনো বুর্জোয়া এবং নতুন সমাজতান্ত্রিক, রাষ্ট্রীয় যন্ত্র ও রাষ্ট্রিয় প্রশাসনের তফাৎটা আঁচ করা যাবে।

আমরা ইউটোপিয়াপন্থী নই। আমরা জানি যে এই মুহূর্তেই যে-কোন গতর-খাটিয়ে বা যে-কোন রাঁধুনী রাষ্ট্রচালনায় নামতে পারে না। এই ব্যাপারে আমরা কাদেত, ব্রেশকোভ্স্কায়া, সেরেতেলি সকলের সঙ্গেই একমত। কিন্তু এইসব মহোদয়দের সঙ্গে আমাদের তফাৎ এই যে রাষ্ট্র **চালান,** প্রশাসনের মামুলী দৈনন্দিন কাজ চালাতে সক্ষম বুঝি-বা কেবল ধনীরা অথবা ধনীপরিবার থেকে আসা আমলারা — এই কুসংস্কার অবিলম্বে বর্জনের দাবি করি আমরা। আমরা দাবি করি যে রাষ্ট্রপ্রশাসনের ব্যাপারটা **শিখুক** সচেতন শ্রমিক ও সৈনিকেরা এবং শুরুটা হোক অবিলম্বে, অর্থাৎ অবিলম্বে সেটার শিক্ষায় সমস্ত মেহনতী, সমস্ত গরিবদের টেনে আনা **শুরু হোক।**

আমরা জানি যে জনগণকে গণতান্ত্রিকতা শেখাতে কাদেতরাও সম্মত। কাদেত মহিলারা সেরা ইংরেজী ও ফরাসী নজির মোতাবেক চাকরানিদের কাছে নারীর সমানাধিকার নিয়ে বক্তৃতা দিতে রাজী। সামনের কনসার্ট-

সভায় রঙ্গমঞ্চে হাজার হাজার লোকের সামনে চুম্বনোৎসবও হবে: কাদেতপন্থী মহিলা বক্তাটি চুমু খাবেন ব্রেশকোভ্‌স্কায়াকে, ব্রেশকোভ্‌স্কায়া খাবেন প্রাক্তন মন্ত্রী সেরেতেলিকে এবং কৃতার্থ জনগণ এইভাবে প্রজাতান্ত্রিক সাম্য, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্বের একটা প্রত্যক্ষ পাঠ নেবে...

হ্যাঁ, আমরা একথা মানি যে ব্রেশকোভ্‌স্কায়া ও সেরেতেলি নিজেদের ধরনে গণতান্ত্রিকতায় নিষ্ঠাবান ও জনগণের মধ্যে তা প্রচার করে থাকেন। কিন্তু কী করা যাবে যদি গণতান্ত্রিকতা সম্বন্ধে আমাদের ধারণাটা হয় একটু অন্য রকমের?

আমাদের মতে যুদ্ধের অশ্রুতপূর্ব চাপ ও দুর্দশা লাঘবের জন্য, সেইসঙ্গে জনগণের দেহে যুদ্ধসৃষ্ট বীভৎস ক্ষতগুলি চিকিৎসার জন্য দরকার **বৈপ্লবিক** গণতান্ত্রিকতা, দরকার ঠিক সেই ধরনের **বৈপ্লবিক** ব্যবস্থা যা গরিবদের স্বার্থে বাসগৃহ বণ্টনের দৃষ্টান্তে বর্ণনা করেছি। শহর ও গ্রাম উভয় ক্ষেত্রেই খাদ্যদ্রব্য, পোশাক-আশাক, জুতো, ইত্যাদি, গ্রামের জমি, প্রভৃতির ব্যাপারেও **ঠিক একইভাবে** এগুন দরকার। **এইভাবে** রাষ্ট্র পরিচালনায় আমরা **সঙ্গে সঙ্গে** এক কোটি নয়, সম্ভবত দু'কোটি লোকের এক **রাষ্ট্রযন্ত্রকে টানতে** পারি, এমন যন্ত্র যা কোন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রেই দেখা যায় নি। এই যন্ত্র কেবল আমরাই গড়তে পারি, কেননা জনগণের বিপুল সংখ্যাগুরুর পরিপূর্ণ ও নিঃস্বার্থ সহানুভূতির নিশ্চয়তা আমাদের পক্ষেই। এই যন্ত্র কেবল আমরাই গড়তে পারি, কেননা আমাদের আছে সুদীর্ঘ পুঁজিবাদী 'তালিমে' শৃঙ্খলাবদ্ধ (খামোকাই তো আর আমরা পুঁজিবাদের কাছে তালিম নিতে যাই নি) সচেতন শ্রমিক, যারা শ্রমিক-মিলিশিয়া গড়ে তাকে **ক্রমশ** প্রসারিত করতে **পারে** (অবিলম্বেই প্রসারিত করতে শুরু করে) **দেশব্যাপী** মিলিশিয়ায়। সচেতন শ্রমিকদেরই নেতৃত্ব করতে হবে, কিন্তু প্রশাসনের ব্যাপারে মেহনতী ও নিপীড়িতদের ব্যাপক জনগণকে তারা কাজে লাগাতে পারে।

বলাই বাহুল্য, এই নতুন যন্ত্রের প্রথম পদক্ষেপগুলিতে ভুলভ্রান্তি অপরিহার্য। কিন্তু কৃষকদেরও কি ভুল হয় নি যখন ভূমিদাসপ্রথা থেকে মুক্তি পেয়ে তারা নিজেরাই নিজেদের কাজ চালাতে থাকে? নিজেরাই নিজেদের চালাবার ব্যাপারটা জনগণকে শেখানর, ভুলভ্রান্তি থেকে মুক্তির আর কী পথ আছে ব্যবহারিক অনুশীলন ছাড়া? সত্যিকারের স্বশাসনে অবিলম্বে নামা ছাড়া? রাষ্ট্র চালাতে পারে বুঝি কেবল বিশেষ ধরনের আমলারা যারা তাদের গোটা সামাজিক পরিস্থিতির ফলেই পুরোপুরি পুঁজির পরাধীন — এই বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী কুসংস্কারটিকে বিদায় দেওয়াই

এখনকার প্রধান কাজ। এখনকার প্রধান কাজ হল এমন অবস্থার অবসান ঘটান যেখানে বুর্জোয়ারা, আমলারা, 'সমাজতান্ত্রিক' মন্ত্রীরা শাসন চালাতে চাইছে পুরনো ঢঙে, অথচ পারছে না এবং সাত মাসের পর কৃষকদেশেই দেখা দিচ্ছে কৃষক বিদ্রোহ!! প্রধান কথা হল নিপীড়িত ও মেহনতীদের মনে তাদের স্বশক্তিতে বিশ্বাস জাগান, হাতে-কলমে দেখান যে **গরিবদের স্বার্থে** তারা নিজেরাই রুটি, খাদ্যদ্রব্য, দুধ, পোশাক, বাসগৃহ, ইত্যাদির **ন্যায়সঙ্গত**, কঠোররূপে সুশৃঙ্খল ও সংগঠিত বণ্টনের কাজে লাগতে পারে ও লাগতে হবে। এছাড়া ধ্বংস ও বিপর্যয় থেকে রাশিয়ার উদ্ধার **নেই**, আর প্রশাসনের ব্যাপারটা প্রলেতারিয়ান ও আধা-প্রলেতারিয়ানদের হাতে সততা আর সাহসের সঙ্গে সর্বত্র তুলে দেওয়া শুরু হলে জনগণের মধ্যে ইতিহাসে অদৃষ্টপূর্ব এমন এক বিপ্লবী উদ্দীপনা জাগবে, দুর্দশার বিরুদ্ধে সংগ্রামে জনগণের শক্তি এতগুণ বাড়বে যে আমাদের সংকীর্ণ, সেকেলে, আমলাতান্ত্রিক শক্তির পক্ষে যা অসম্ভব মনে হয় তা হয়ে উঠবে কোটি কোটি জনগণের শক্তির পক্ষে সাধ্যায়ত্ত, যারা **খাটতে শুরু করছে** পুঁজিপতিদের জন্য নয়, বাবুদের জন্য নয়, আমলাদের জন্য নয়, শাস্তির ভয়ে নয় — **নিজেদের জন্য**।

১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বরের শেষে —
১ (১৪) অক্টোবরে লিখিত

৩৪ খণ্ড, ২৯৪-৩১৭ পৃঃ

কেন্দ্রীয় কমিটি, মস্কো কমিটি, পেত্রগ্রাদ কমিটি এবং পেত্রগ্রাদ ও মস্কো সোভিয়েতগুলির বলশেভিক সদস্যদের নিকট চিঠি

প্রিয় কমরেডগণ, ঘটনাবলী এত সুস্পষ্টরূপে আমাদের কর্তব্য নির্দেশ করছে যে গড়িমসি হয়ে উঠছে সরাসরি **অপরাধ**।

বেড়ে উঠছে কৃষক-আন্দোলন। সরকার তীব্রতর করছে বন্য দমননীতি, সৈন্যবাহিনীতে আমাদের প্রতি সহানুভূতি বৃদ্ধি পাচ্ছে (মস্কোতে সৈন্যদের শতকরা ৯৯টি ভোট আমাদের পক্ষে, ফিনল্যান্ডের সৈন্যবাহিনী ও নৌবহর সরকারের বিরুদ্ধে, সাধারণভাবেই ফ্রন্ট সম্পর্কে দুবাসভের সাক্ষ্য)।

জার্মানিতে বিপ্লবের সূত্রপাত সুস্পষ্ট, বিশেষত নৌসেনাদের ওপর গুলি চালানর পর। মস্কোর নির্বাচনে ৪৭ শতাংশ বলশেভিক — এটা একটা বিরাট জয়। বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের সঙ্গে **দেশে স্পষ্টতই** আমাদের সংখ্যাগুরুত্ব রয়েছে।

রেল আর ডাক-তারের কর্মীরা সংঘর্ষে নেমেছে সরকারের সঙ্গে। লিবের্‌দানেরা ২০ তারিখে কংগ্রেসের বদলে বিশের পরবর্তী কোন একটা সময়ে কংগ্রেস, ইত্যাদি, ইত্যাদির কথা বলছে।

এরূপ অবস্থায় 'অপেক্ষা করা' অপরাধ।

সোভিয়েতগুলির কংগ্রেসের জন্য অপেক্ষা করার অধিকার নেই বলশেভিকদের, **এক্ষুনি** তাদের **ক্ষমতা দখল করা** উচিত। তাতে করে তারা যেমন বাঁচাবে বিশ্ববিপ্লবকে (কেননা অন্যথায় সমস্ত দেশের সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে রফার বিপদ আছে, জার্মানিতে গুলিবর্ষণের পর তারা পরস্পর মিটমাট করে **যোগ দেবে আমাদের বিরুদ্ধে**), তেমনি বাঁচাবে রুশ বিপ্লবকেও (অন্যথায় সত্যিকারের অরাজকতা হয়ে দাঁড়াবে **আমাদের চেয়ে** শক্তিশালী) এবং বাঁচাবে যুদ্ধলিপ্ত লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন।

বিলম্ব করা অপরাধ। সোভিয়েতগুলির কংগ্রেসের জন্য অপেক্ষা করা হল আনুষ্ঠানিকতা নিয়ে ছেলেমানুষি খেলা, লজ্জাকর খেলা, বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা।

অভ্যুত্থান ছাড়া যদি ক্ষমতা দখল করা না যায়, তাহলে **অভ্যুত্থানে এগ্বতে হবে এক্ষ্বনি।** খ্ববই সম্ভব যে ঠিক এক্ষ্বনিই অভ্যুত্থান ছাড়াই ক্ষমতা দখল করা যায়: যেমন মস্কো সোভিয়েত যদি এক্ষ্বনি ক্ষমতা দখল করে (পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের সঙ্গে একত্রে) নিজেদের সরকার বলে ঘোষণা করে। মস্কোয় বিজয় স্বনিশ্চিত, এমন কেউ নেই যার সঙ্গে লড়াই করতে হবে। পেত্রগ্রাদ সব্বর করতে পারে। সরকারের করার কিছ্ব নেই, তার উদ্ধার নেই, সে আত্মসমর্পণ করবে।

কেননা ক্ষমতা দখল করে, ব্যাঙ্ক, কলকারখানা, 'র্বস্‌স্কোয়ে স্লভো' (১২৮) দখল করে মস্কো সোভিয়েত বিশাল একটা ঘাঁটি আর শক্তি পাবে, সমস্ত রাশিয়া জ্বড়ে প্রচার চালান সহ একথা বলতে পারেন: আমরা **আগামী কালই শান্তির** প্রস্তাব দেব যদি আত্মসমর্পণ করেন বোনাপার্টপন্থী কেরেনস্কি (অন্যথা আমরা তাঁকে উচ্ছেদ করব)। **এক্ষ্বনি জমি** দেব কৃষকদের, **এক্ষ্বনি** দাবি মেনে নেব রেল ও ডাক-তারের কর্মীদের, ইত্যাদি।

পেত্রগ্রাদ থেকেই 'শ্বর্ব করতে' হবে, এটা অনিবার্য নয়। মস্কো যদি বিনা রক্তপাতে 'শ্বর্ব করে', তাহলে তাকে নিশ্চয় সমর্থন করবে: ১) ফ্রন্টের ফৌজ সহান্বভূতি দিয়ে, ২) সর্বত্র কৃষক সম্প্রদায় এবং ৩) নৌবহর ও ফিন সৈন্যবাহিনী **অভিযান চালাবে পেত্রগ্রাদে।**

পেত্রগ্রাদের কাছাকাছি কেরেনস্কির যদি অশ্বারোহী বাহিনীর দ্ব'-একটা কোরও থেকে থাকে, তাহলেও আত্মসমর্পণ করতে তিনি বাধ্য। মস্কোর সোভিয়েত সরকারের জন্য আন্দোলন চালিয়ে পেত্রগ্রাদের সোভিয়েত সব্বর করতে পারে। স্লোগান হল: সোভিয়েতগ্বলির হাতে ক্ষমতা, কৃষকদের জন্য জমি, সমস্ত জাতির জন্য শান্তি, ক্ষ্বধার্তের জন্য র্বটি।

বিজয় স্বনিশ্চিত এবং শতকরা নব্বই ভাগ সম্ভাবনা, সেটা হবে বিনা রক্তপাতে।

অপেক্ষা হবে বিপ্লবের কাছে অপরাধ।

অভিনন্দনান্তে **ন. লেনিন**

১৯১৭ সালের ১ (১৪) অক্টোবরে লিখিত

৩৪ খণ্ড, ৩৪০-৩৪১ পৃঃ

বাইরের লোকের পরামর্শ

এই পঙ্‌ক্তিগুলি লিখছি ৮ অক্টোবর, সামান্যই আশা আছে যে তা ৯ তারিখে পেত্রগ্রাদের কমরেডদের হাতে পেঁছিবে। সম্ভবত বিলম্ব হবে, কেননা উত্তরাঞ্চলের সোভিয়েতগুলির কংগ্রেস নির্ধারিত হয়েছে ১০ অক্টোবর। তাহলেও আমার 'বাইরের লোকের পরামর্শ' পেশ করতে চেষ্টা করছি এই ঘটনাচক্রের জন্য যে পেত্রগ্রাদ ও গোটা 'অঞ্চলের' শ্রমিক ও সৈনিকদের সম্ভাব্য অভিযান অচিরেই শুরু হবে, কিন্তু এখনো হয় নি।

সমস্ত ক্ষমতা যে সোভিয়েতগুলির হাতে আনতে হবে তা স্পষ্ট। তেমনি প্রত্যেক বলশেভিকের কাছে এটাও তর্কাতীত হওয়া উচিত যে সাধারণভাবে সারা বিশ্বের এবং বিশেষত যুধ্যমান দেশগুলির মেহনতী ও শোষিতদের পক্ষ থেকে, বিশেষ করে রুশ-কৃষকদের পক্ষ থেকে বৈপ্লবিক-প্রলেতারীয় (অথবা বলশেভিক — এটা এখন একই ব্যাপার) ক্ষমতার প্রতি বিপুলতম সহানুভূতি এবং নিঃস্বার্থ সমর্থন সুনিশ্চিত। এইসব বড়বেশি সুবিদিত এবং বহু আগেই প্রমাণিত সত্যগুলি নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন নেই।

আলোচনা করা দরকার সেটা যা সমস্ত কমরেডদের কাছে বড় একটা পুরো পরিষ্কার নয়, যথা: সোভিয়েতগুলির নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরণ হল এখন কার্যত সশস্ত্র অভ্যুত্থানেরই নামান্তর। মনে হবে এটা তো স্বতঃস্পষ্ট, কিন্তু এ-নিয়ে সবাই ভালভাবে ভাবেও নি এবং ভাবছেও না। এখন সশস্ত্র অভ্যুত্থান প্রত্যাখ্যান করার অর্থ হবে বলশেভিকবাদের প্রধান স্লোগান (সমস্ত ক্ষমতা চাই সোভিয়েতগুলির হাতে) এবং সাধারণভাবে সমস্ত বৈপ্লবিক-প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদ প্রত্যাখ্যানের সামিল।

কিন্তু সশস্ত্র অভ্যুত্থান হল রাজনৈতিক সংগ্রামের একটা **বিশেষ** প্রকারভেদ, বিশেষ নিয়মাদির তা অধীন, তা নিয়ে মন দিয়ে ভাবা দরকার। সশস্ত্র

'অভ্যুত্থান যুদ্ধের মতোই একটা শিল্পকলা' এই কথা লিখে কার্ল মার্কস এই সত্যটাকে আশ্চর্য স্পষ্টতায় প্রকাশ করেছেন।

এই বিদ্যার প্রধান নিয়মগুলির মধ্য থেকে মার্কস তুলে ধরেছেন:

১) অভ্যুত্থান নিয়ে কখনো **খেলা করা** উচিত **নয়,** সেটা শুরু করলে দৃঢ়ভাবে জেনে রাখা উচিত যে **শেষপর্যন্ত যেতে** হবে।

২) নির্ধারক মুহূর্তে, নির্ধারক জায়গাগুলোতে **শক্তির বড়ো রকমের ভারাধিক্য** সমবেত করতে হবে, কেননা অন্যথায় সেরা প্রস্তুতি ও সংগঠন থাকায় শত্রু অভ্যুত্থানকারীদের নিশ্চিহ্ন করবে।

৩) একবার অভ্যুত্থান **শুরু** হলে কাজ চালাতে হবে **দৃঢ়সংকল্পে** এবং অবশ্য-অবশ্যই, শর্তহীনভাবে চলে যেতে হবে **আক্রমণে।** 'প্রতিরক্ষা হল সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মৃত্যু'।

৪) চেষ্টা করতে হবে শত্রুর ওপর অপ্রত্যাশিতভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ার, তার সৈন্য যখন বিক্ষিপ্ত সেই মুহূর্তটাই ধরতে হবে।

৫) যে করেই হোক **'নৈতিক শ্রেষ্ঠতা'** বজায় রেখে সামান্য করে সাফল্য অর্জন করতে হবে **প্রতিদিন** (ব্যাপারটা যদি হয় একটা শহর নিয়ে, তাহলে বলা উচিত: প্রতি ঘণ্টায়)।

সশস্ত্র অভ্যুত্থানের দিক থেকে মার্কস সমস্ত বিপ্লবের শিক্ষাকে এক করে দেখেছেন 'ইতিহাসে বিপ্লবী রণকৌশলের শ্রেষ্ঠতম ওস্তাদ দাঁতোঁ-র' এই উক্তির সঙ্গে: 'স্পর্ধা, স্পর্ধা এবং পুনরপি স্পর্ধা'।

রাশিয়ায় এবং ১৯১৭ সালের অক্টোবরে এটা প্রয়োগের অর্থ: পেত্রগ্রাদের ওপর যুগপৎ, যথাসম্ভব অপ্রত্যাশিত ও ক্ষিপ্র আক্রমণ, অবশ্য-অবশ্যই বাইরে থেকে ও ভেতর থেকে, শ্রমিক পাড়াগুলি থেকে এবং ফিনল্যান্ড, রেভেল, ক্রনস্টাড্ট, **গোটা** নৌবাহিনীর অভিযান, আমাদের 'বুর্জোয়া গার্ড' বাহিনী (য়ুঙ্কার) আমাদের 'ভাঁদে-র সৈন্যদল' (কসাকদের একাংশ), ইত্যাদির ১৫-২০ হাজারের (বেশিও হতে পারে) ওপর শক্তির **বিপুল ভারাধিক্য** অর্জন।

আমাদের প্রধান **তিনটি** শক্তি: নৌবহর, শ্রমিক এবং সৈন্যদের বাহিনীগুলি এমনভাবে সমন্বিত করতে হবে যাতে অবশ্য-অবশ্যই দখল করে এবং **যে-কোন মূল্যে** দখলে রাখে: ক) টেলিফোন, খ) টেলিগ্রাফ, গ) রেলস্টেশনগুলি, ঘ) সর্বাগ্রে সেতুগুলি।

অনতিবৃহৎ বাহিনীগুলির জন্য **সবচেয়ে দৃঢ়সংকল্প** লোকেদের (আমাদের 'ঝটিতি সংগ্রামী', এবং **শ্রমিক যুবজন** তথা সেরা নৌসৈন্যদের) বরাদ্দ করতে হবে **সমস্ত** গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করা এবং **সমস্ত** স্থানে,

সমস্ত জরুরি অভিযানে **অংশ নেবার জন্য** যেমন:

পেত্রগ্রাদকে ঘেরাও করে বিচ্ছিন্ন করা আর নৌবহর, শ্রমিক এবং সৈন্যবাহিনীগুলির সমন্বিত আক্রমণে তা দখল করা — যে-কাজে প্রয়োজন **শিল্পকলার এবং তিনগুণ সাহসের।**

শত্রুর 'কেন্দ্রগুলিকে' (য়ুঙ্কারদের বিদ্যালয়, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন, ইত্যাদি) আক্রমণ ও ঘেরাও করার জন্য অস্ত্র ও বোমা সহ সেরা শ্রমিকদের বাহিনী গঠন করতে হবে। তাদের জিগির হবে: **সবাই মরব কিন্তু শত্রুকে পথ ছাড়ব না।**

আশা করব অভিযানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে পরিচালকেরা দাঁতোঁ ও মার্কসের মহান অনুজ্ঞাগুলি সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করবেন।

রুশ-বিপ্লব ও বিশ্ববিপ্লবের সাফল্য নির্ভর করছে দুই-তিন দিনের সংগ্রামের ওপর।

১৯১৭ সালের ৮ (২১) অক্টোবরে লিখিত

৩৪ খণ্ড, ৩৮২-৩৮৪ পৃঃ

উত্তরাঞ্চলের সোভিয়েতগুলির বিভাগীয় কংগ্রেসে অংশগ্রহণকারী কমরেড বলশেভিকদের নিকট চিঠি

কমরেডগণ! আমাদের বিপ্লব সাতিশয় রকমের একটা সংকট কালের মধ্য দিয়ে চলেছে। বর্ধমান বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এবং তার বিরুদ্ধে সারা দুনিয়ার সাম্রাজ্যবাদের সংগ্রামের যে-সংকট তার সঙ্গে এর সন্নিপাত ঘটেছে। আমাদের পার্টির দায়িত্বশীল পরিচালকদের ওপর রয়েছে বিরাট একটা কর্তব্য, তা পালিত না হলে আন্তর্জাতিক প্রলেতারীয় আন্দোলন পুরোপুরি বানচাল হয়ে যাবার আশংকা রয়েছে। মুহূর্তটা এমন যে বিলম্বটা সত্যি করেই মৃত্যুর সমতুল্য।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দিকে তাকিয়ে দেখুন। বিশ্ববিপ্লবের বৃদ্ধি তর্কাতীত। চেক শ্রমিক বিক্ষোভের বিস্ফোরণ যে অবিশ্বাস্য পাশবিকতায় দমন করা হয়েছে, সেটা সরকারের চরম সন্ত্রস্ততার পরিচায়ক। ইতালিতেও ব্যাপারটা গড়িয়েছে তুরিনের গণবিক্ষোভে (১২৯)। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল জার্মান নৌবহরে অভ্যুত্থান। জার্মানির মতো দেশে, তদুপরি বর্তমান পরিস্থিতিতে বিপ্লব কী অবিশ্বাস্য রকমের দুরূহ সেটার ধারণা রাখা উচিত। জার্মান নৌবহরের অভ্যুত্থান যে বিশ্ববিপ্লব বৃদ্ধির মহাসংকট সূচিত করছে, তাতে সন্দিহান হওয়া অসম্ভব। জার্মানির পরাজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করে আমাদের জাতিদম্ভীরা যখন অবিলম্বে তার কাছ থেকে শ্রমিক অভ্যুত্থান দাবি করছে, তখন আমরা, রুশী বিপ্লবী-আন্তর্জাতিকতাবাদীরা ১৯০৫-১৯১৭ সালের অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে সৈন্যবাহিনীতে বিদ্রোহের চেয়ে বিপ্লব বৃদ্ধির অমোঘ লক্ষণ আর কল্পনা করা যায় না।

ভেবে দেখুন, জার্মান বিপ্লবীদের সমক্ষে এখন আমরা কী অবস্থায় পড়েছি। তারা আমাদের বলতে পারে: আমাদের আছেন শুধু একা লিব্‌ক্নেখ্‌ট, যিনি খোলাখুলি বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর সশ্রম কারাদণ্ডে অবদমিত। প্রকাশ্যে বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা বোঝাবার

মতো একটা সংবাদপত্রও আমাদের নেই, সভা-সমাবেশের স্বাধীনতা আমাদের নেই। শ্রমিক কিংবা সৈনিক প্রতিনিধিদের একটা সোভিয়েতও নেই আমাদের। সত্যিকারের ব্যাপক জনগণের কাছে আমাদের কণ্ঠস্বর পেঁছয় কোনক্রমে। অথচ শতের মধ্যে একটিমাত্র সম্ভাবনা থাকলেও আমরা অভ্যুত্থানের চেষ্টা করেছি! আর আপনারা রুশী বিপ্লবী-আন্তর্জাতিকতাবাদীরা পেয়েছেন অবাধ আন্দোলনের অর্ধ-বৎসর, আপনাদের আছে ডজন দুই সংবাদপত্র, আছে পুরো একসারি শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত, দুই রাজধানীর সোভিয়েতেই জয়লাভ করেছেন আপনারা, আপনাদের পক্ষে রয়েছে গোটা বল্টিক নৌবহর এবং ফিনল্যান্ডস্থ গোটা রুশ সৈন্যবাহিনী, অথচ অভ্যুত্থানের জন্য আমাদের আহ্বানে কোন জবাব দিচ্ছেন না আপনারা, আপনাদের অভ্যুত্থানের বিজয়ের শতকরা নিরানব্বই ভাগ সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও আপনারা উচ্ছেদ করছেন না আপনাদের সাম্রাজ্যবাদী কেরেনস্কিকে।

আমরা আন্তর্জাতিকের প্রতি সত্যিকারের বিশ্বাসঘাতক হয়ে দাঁড়াব এরূপ মুহূর্তে, এরূপ অনুকূল পরিস্থিতিতে জার্মান বিপ্লবীদের এরূপ আহ্বানের জবাব যদি আমরা দিই **শুধু...** প্রস্তাব নিয়ে!

এর সঙ্গে যোগ করুন যা সবাই আমরা চমৎকার জানি: রুশ-বিপ্লবের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদীদের বোঝাপড়া আর চক্রান্ত দ্রুত বেড়ে উঠছে। যে করেই হোক তাকে টুঁটি টিপে মারা, সামরিক ব্যবস্থাদি আর শান্তিচুক্তির ক্ষেত্রে রাশিয়ার ঘাড় ভেঙে টুঁটি টিপে মারা — এই দিকেই ক্রমে সন্নিকট হচ্ছে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ। এটাই বিশেষ তীক্ষ্ন করে তুলছে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সংকট, এটাই অভ্যুত্থান বিলম্বিত করাকে বিশেষ বিপজ্জনক — আমি বলব, আমাদের দিক থেকে বিশেষ অপরাধজনক করে তুলছে।

তারপর রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির কথা ধরুন। কেরেনস্কি তথা সাধারণভাবে সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতি জনগণের অচেতন আস্থার প্রকাশক পেটি-বুর্জোয়া আপসপন্থী পার্টিগুলির ভরাডুবি পুরোপুরি পেকে উঠেছে। ভরাডুবিটা পরিপূর্ণ। গণতান্ত্রিক সম্মেলনে কোয়ালিশনের বিরুদ্ধে সোভিয়েত কুরিয়ার ভোট, কোয়ালিশনের বিরুদ্ধে কৃষক প্রতিনিধিদের স্থানীয় সোভিয়েতগুলির **অধিকাংশের** (আভ্ক্সেন্তিয়েভ এবং কেরেনস্কির অন্যান্য বন্ধুরা যেখানে অধিষ্ঠিত তাদের সেই কেন্দ্রীয় সোভিয়েতকে অগ্রাহ্য করে) ভোট, মস্কোয় নির্বাচন, যেখানে শ্রমিকরা সাধারণ কৃষকদের বেশি

কাছাকাছি এবং **৪৯ শতাংশের বেশি** ভোট পড়েছে বলশেভিকদের পক্ষে (আর সৈনিকদের মধ্যে ১৭ হাজারের মধ্যে ১৪ হাজার) — এটা কি কেরেনস্কির প্রতি এবং কেরেনস্কি অ্যান্ড কোং-র সঙ্গে আপসকামীদের প্রতি জনগণের আস্থা একেবারে চুরমার হয়ে যাওয়া নয়? এইসব ভোটাভুটির চেয়ে আর কোন রকমে পরিষ্কার করে জনসাধারণ বলশেভিকদের বলতে পারে: আমাদের পরিচালনা করুন, আমরা আপনাদের সঙ্গে যাব! — এ কি ধারণা করা যায়?

এইভাবে আমরা জনসাধারণের অধিকাংশকে নিজেদের পক্ষে পেয়ে, উভয় রাজধানীর সোভিয়েতকে জয় করে বসে থাকব কি? কিসের অপেক্ষায় বসে থাকব? যাতে কেরেনস্কি আর তাঁর কর্নিলভী জেনারেলরা পেত্রগ্রাদকে তুলে দেয় জার্মানদের হাতে আর তাতে করে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে, প্রকাশ্যে বা আড়ালে যোগ দেয় **যেমন** ব্যকানান **তেমন** ভিলহেল্মের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে রুশ-বিপ্লবের সম্পূর্ণভাবে টুঁটি টিপে ধরার জন্য!

জনগণ মস্কোর ভোটাভুটিতে আর সোভিয়েতগুলিকে পুনর্নির্বাচিত করে আমাদের প্রতি আস্থা দেখিয়েছে। কিন্তু এটাই সবকিছু নয়। অনীহা ও ঔদাসীন্য বৃদ্ধির লক্ষণও আছে। সেটা বোঝা যায়। কাদেত ও তাদের ধুয়াধারীরা চিৎকার করছে কিন্তু তাতে বিপ্লবের ভাটা নয়, প্রস্তাব আর নির্বাচনে আস্থার ভাটাই বোঝায়। বিপ্লবে জনগণ প্রধান পার্টিদের কাছ থেকে দাবি করে কথা নয় কাজ, বাক্যবিস্তার নয়, সংগ্রামে বিজয়। সেই মুহূর্ত এগিয়ে আসছে যখন জনগণের মধ্যেও এই অভিমত গড়ে উঠবে যে বলশেভিকরাও অন্যদের থেকে কিছু ভাল নয়, কেননা ওদের প্রতি আমাদের আস্থা প্রকাশের পরও তারা **কাজ করতে** পারল না।

সারা দেশ জুড়ে জ্বলে উঠছে কৃষক-অভ্যুত্থান। খুবই স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে কাদেত ও তাদের লেজুড়েরা সর্বোপায়ে তার গুরুত্ব হ্রাস করছে, তাকে চালাচ্ছে 'দাঙ্গা-হাঙ্গামা' আর 'অরাজকতা' বলে। এই মিথ্যা চুরমার হয়ে যায় এই ঘটনায় যে অভ্যুত্থানের কেন্দ্রগুলিতে কৃষকদের হাতে জমি দেওয়া শুরু হয়েছে। 'দাঙ্গা-হাঙ্গামা' আর 'অরাজকতায়' এমন চমৎকার রাজনৈতিক ফলাফল আগে কখনো মেলে নি! কৃষক-অভ্যুত্থানের বিপুল শক্তি এটা দেখাচ্ছে যে আপসপন্থীরা, 'দিয়েলো নারোদা' পত্রিকার সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা, **এমন কি** ব্রেশকো-ব্রেশকোভ্‌স্কায়াও আন্দোলন চূড়ান্তরূপে তাঁদের মাথা ডিঙিয়ে বেড়ে ওঠার আগেই সেটা চাপা দেবার জন্য কৃষকদের জমি দেবার কথা বলছেন।

আর কর্নিলভপন্থী কেরেনস্কির (ঠিক সম্প্রতিই সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি নিজেরাই তাঁর এই কর্নিলভপন্থা ফাঁস করেছেন) কসাক বাহিনীরা এই কৃষক-অভ্যুত্থান **খণ্ডে খণ্ডে** দমন করা অবধি আমরা কি অপেক্ষা করে থাকব?

বোঝা যাচ্ছে, আমাদের পার্টির বহু পরিচালক যে-স্লোগানটি আমরা সবাই মেনেছি এবং অশেষ বার পুনরাবৃত্তি করেছি তার **বিশেষ** তাৎপর্যটি লক্ষ্য করেন নি। স্লোগানটি হল: সমস্ত ক্ষমতা চাই সোভিয়েতগুলির হাতে। এমন পর্ব ছিল, বিপ্লবের অর্ধ-বৎসরে এমন মুহূর্ত ছিল যখন এই স্লোগানে অভ্যুত্থান বোঝাত **না**। হয়ত এই সব পর্ব আর মুহূর্ত কমরেডদের একাংশের চোখ অন্ধ করে দিয়েছে, তাদের ভুলিয়ে দিয়েছে যে আমাদের পক্ষেও, অন্তত সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি থেকে স্লোগানটি হয়ে দাঁড়িয়েছে **অভ্যুত্থানে আহ্বানের সমতুল্য**।

এই ব্যাপারে তিলমাত্র সন্দেহ থাকতে পারে না। 'দিয়েলো নারোদা' 'জনবোধ্য'রূপে এই বলে সেটা বুঝিয়েছে যে 'কোন ক্ষেত্রেই কেরেনস্কি তা মেনে নেবেন না!' সে কি আর না হয়ে যায়!

'সমস্ত ক্ষমতা চাই সোভিয়েতগুলির হাতে' — এই স্লোগান অভ্যুত্থানে আহ্বান ছাড়া আর কিছু নয়। আর কয়েক মাস যাবৎ জনগণকে অভ্যুত্থানে ডাক দিয়ে জনগণ আমাদের প্রতি আস্থা প্রকাশ করার পর বিপ্লব চূর্ণ হওয়ার প্রাক্কালে আমরা যদি সেই জনগণকে অভ্যুত্থানে চালিত না করি, তাহলে পুরোপুরি ও সন্দেহাতীত রূপে আমরাই দোষী হব।

কাদেত ও আপসপন্থীরা ৩-৫ জুলাইয়ের দৃষ্টান্ত, কৃষ্ণশতকী আন্দোলনের বৃদ্ধি, ইত্যাদির কথা বলে ভয় দেখাচ্ছে। কিন্তু ৩-৫ জুলাই সম্পর্কে যদি কোন ভুল থাকে তবে সেটা এই যে আমরা ক্ষমতা দখল করি নি। আমি মনে করি, ভুলটা তখন হয় নি, কেননা আমরা **তখনো** সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলাম না আর এখন এটা হবে একটা মারাত্মক ভুল এবং ভুলের চেয়েও খারাপ। কৃষ্ণশতকীদের বিক্ষোভ বৃদ্ধির ঘটনা সহজবোধ্য। বর্ধমান প্রলেতারীয়-কৃষক বিপ্লবের আবহাওয়ায় এটা হল চরমপন্থার প্রকোপ বৃদ্ধি। কিন্তু এ থেকে অভ্যুত্থানের **বিরুদ্ধে** যুক্তি খাড়া করাটা হাস্যকর, কেননা পুঁজিপতিদের কাছে আত্মবিক্রীত কৃষ্ণশতকীদের শক্তিহীনতা, **সংগ্রামে কৃষ্ণশতকীদের শক্তিহীনতা** এমন কি প্রমাণেরও অপেক্ষা রাখে না। সংগ্রামে এরা নিতান্তই শূন্যস্থানে। সংগ্রামে কর্নিলভ ও কেরেনস্কি নির্ভর করতে পারেন কেবল বন্য ডিভিসন এবং কসাকদের ওপর। আর **এখন** ভাঙন

শুরু হয়েছে কসাকদের মধ্যেও, তাছাড়া ওদের কসাক অঞ্চলের মধ্যেও দেখা দিয়েছে কৃষকদের চালিত গৃহযুদ্ধের বিপদ।

আমি এই ছত্রগুলি লিখছি রবিবার, ৮ অক্টোবর, আপনারা এগুলি পড়বেন ১০ অক্টোবরের আগে নয়। এখান দিয়ে যাচ্ছেন এমন একজন যাত্রী কমরেডের কাছে শুনলাম যে ওয়ারস সড়ক দিয়ে যারা যাচ্ছে তারা বলছে কেরেনস্কি কসাকদের নিয়ে আসছেন পেত্রগ্রাদে! খুবই সম্ভব। আমরা যদি এটা **সব দিক থেকে** যাচাই করে না দেখি এবং **দ্বিতীয় তলবের কর্নিলভ বাহিনীর শক্তি** ও বণ্টন না **অনুধাবন করি,** তাহলে সেটা হবে সরাসরি আমাদেরই দোষ।

কর্নিলভ বাহিনীকে কেরেনস্কি আবার পেত্রগ্রাদের কাছাকাছি নিয়ে এসেছেন সোভিয়েতগুলির নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরণে বাধা দেবার জন্য, সেই ক্ষমতা কর্তৃক অবিলম্বে শান্তির প্রস্তাব দানে বাধা দেবার জন্য, এক্ষুনি কৃষকদের হাতে **সমস্ত** জমি হস্তান্তরণে বাধা দেবার জন্য, পেত্রগ্রাদ জার্মানদের হাতে তুলে দিয়ে নিজে মস্কোয় পালাবার জন্য! তাই, অভ্যুত্থানের স্লোগানটি আমাদের **যথাসম্ভব** ব্যাপকভাবে ছড়াতে হবে এবং তা বিপুল সাফল্য লাভ করবে।

সোভিয়েতগুলির সারা-রাশিয়া কংগ্রেসের জন্য অপেক্ষা করা চলে না, কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি এটাকে নভেম্বর পর্যন্তও পিছিয়ে দিতে পারে, মুলতবি রাখা চলে না, আবার কর্নিলভ বাহিনীকে আমদানি করতে দেওয়া চলে না কেরেনস্কিকে। সোভিয়েতগুলির কংগ্রেসে ফিনল্যাণ্ড, নৌবহর আর রেভেলের প্রতিনিধিত্ব আছে, একত্রে এরা কর্নিলভী রেজিমেণ্টগুলির বিরুদ্ধে অবিলম্বে এগুতে পারে পেত্রগ্রাদের দিকে, নৌবহর, কামান আর মেশিনগানের যাত্রা আর দুই-তিন কোর সৈন্য দিতে পারে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, যারা ভিবর্গে কর্নিলভী জেনারেলদের প্রতি তাদের ঘৃণার শক্তি দেখিয়েছে এবং যাদের সঙ্গে আবার ষড়যন্ত্রে মদত দিচ্ছেন কেরেনস্কি।

বল্টিক নৌবহর পেত্রগ্রাদে গেলে এই ফ্রণ্টটা বুঝি-বা জার্মানদের নিকট উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে, এই বিবেচনা থেকে দ্বিতীয় তলবের কর্নিলভ বাহিনীকে অবিলম্বে চূর্ণ করার সুযোগ ছেড়ে দেওয়াটা হবে মহাভুল। কুৎসাকারী কর্নিলভীরা সেটা বলবে, যেমন সাধারণভাবেই বলবে যত রাজ্যের মিথ্যে কথা, কিন্তু মিথ্যায় এবং কুৎসায় নিজেকে ভয় পেতে দেওয়াটা তো বিপ্লবীর পক্ষে অযোগ্যতা। কেরেনস্কি যে পেত্রগ্রাদকে তুলে দেবে জার্মানদের হাতে, এটা এখন **স্পষ্টাধিক স্পষ্ট**। বিপরীত কোন প্রমাণেই

এই ব্যাপারে আমাদের পরিপূর্ণ বিশ্বাস টলবে না যে — ঘটনাটি তা-ই, কারণ তা আসছে সমস্ত ঘটনাপ্রবাহ এবং কেরেনস্কির গোটা কর্মনীতি থেকে।

কেরেনস্কি এবং কর্নিলভীরা পেত্রগ্রাদকে জার্মানদের হাতে তুলে দেবে। খোদ পেত্রগ্রাদকে বাঁচাবার জন্যই দরকার কেরেনস্কির উচ্ছেদ এবং, **উভয় রাজধানীর সোভিয়েতগুলির** ক্ষমতা দখল, এই সোভিয়েত দুটি তৎক্ষণাৎ সমস্ত জাতির কাছে শান্তির প্রস্তাব দেবে এবং এতে করে জার্মান বিপ্লবীদের প্রতি নিজেদের কর্তব্য পালন করবে, এতে করে রুশ-বিপ্লবের বিরুদ্ধে দুর্বৃত্ত চক্রান্ত, আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্তগুলি ব্যর্থ করার চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

পেত্রগ্রাদের সন্নিকটে কর্নিলভ বাহিনীর বিরুদ্ধে বল্টিক নৌবহর, ফিনল্যাণ্ডস্থ সৈন্যদল, রেভেল আর ক্রনস্টাড্‌ট-এর সৈন্য অবিলম্বে এগুলেই শুধু রুশ-বিপ্লব ও বিশ্ববিপ্লবকে বাঁচান সম্ভব। এরূপ অগ্রগমনেই **কয়েক দিনের মধ্যে** কসাক সৈন্যবাহিনীর একাংশের আত্মসমর্পণ, অন্যাংশ ধ্বংসের ও কেরেনস্কির উৎখাত ঘটাবার শতকরা নিরানব্বই ভাগ সম্ভাবনা রয়েছে, কেননা উভয় রাজধানীর শ্রমিক ও সৈনিকেরা এরূপ অগ্রগমনই সমর্থন করবে।

বিলম্ব হবে মৃত্যুর সমতুল্য।

'সমস্ত ক্ষমতা চাই সোভিয়েতগুলির হাতে'—এটাই অভ্যুত্থানের স্লোগান। এ সম্পর্কে সচেতন না হয়ে, সেটা না ভেবে যে ধ্বনিটা প্রয়োগ করে, সে নিজেকেই দোষী করুক। আর অভ্যুত্থানকে দেখতে পারা চাই একটা **শিল্পকলা** হিসেবে — গণতান্ত্রিক সম্মেলনের সময় আমি এই নিয়ে পীড়াপীড়ি করেছিলাম, এখনো করছি, কেননা **এটাই** শিক্ষা দেয় মার্কসবাদ, এটাই শিক্ষা দিচ্ছে রাশিয়ার এবং গোটা বিশ্বের সমগ্র বর্তমান পরিস্থিতি।

ব্যাপারটা ভোটাভুটি নিয়ে নয়, 'বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিদের' টানা নিয়ে নয়, প্রাদেশিক সোভিয়েতগুলিকে যোগ করা নিয়ে নয়, তাদের কংগ্রেস নিয়ে নয়। ব্যাপারটা অভ্যুত্থান নিয়ে এবং প্রেত্রগ্রাদ, মস্কো, হেলসিংফোর্স, ক্রনস্টাড্‌ট, ভিবর্গ আর রেভেল তা স্থির করে দিতে **পারে** এবং করা উচিত। **পেত্রগ্রাদের উপকণ্ঠে** এবং পেত্রগ্রাদের ভেতরে — এইখানেই এই অভ্যুত্থান স্থিরীকৃত এবং সংঘটিত হতে পারে এবং হওয়া উচিত যথাসম্ভব গুরুত্বসহকারে, যথাসম্ভব সুপ্রস্তুত হয়ে, যথাসম্ভব দ্রুত, যথাসম্ভব উদ্যোগ নিয়ে।

নৌবহর, ক্রনস্টাডট, ভিবর্গ, রেভেল পারে এবং তাদের উচিত পেত্রগ্রাদের দিকে এগিয়ে আসা, কর্নিলভী রেজিমেণ্টগুলোকে ছত্রভঙ্গ করা, উভয় রাজধানীতে জাগরণ সৃষ্টি করা, ক্ষমতার জন্য গণ-আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, যা অবিলম্বে জমি দেবে কৃষককে, যা অবিলম্বে শান্তির প্রস্তাব করবে এবং কেরেনস্কির সরকারকে উৎখাত করে তারা প্রতিষ্ঠিত করবে এই ক্ষমতা।

বিলম্ব হবে মৃত্যুর সমতুল্য।

ন. লেনিন

৮ অক্টোবর, ১৯১৭

৩৪ খণ্ড, ৩৮৫-৩৯০ পৃঃ

রাশিয়ার সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টি (বলশেভিক)-এর কেন্দ্রীয় কমিটিতে চিঠি (১৩০)

প্রিয় কমরেডগণ!

আত্মসম্মান আছে এমন পার্টি ধর্মঘট-ভাঙার কাজ এবং নিজেদের মধ্যে ধর্মঘট-ভাঙা দালালদের সহ্য করতে পারে না। এটা স্বতঃস্পষ্ট। আর অ-পার্টি সংবাদপত্রে জিনোভিয়েভ ও কামেনেভের বিবৃতি নিয়ে যত বেশি ভাবা যায়, তত বেশি তর্কাতীত হয়ে ওঠে যে তাঁদের আচরণ হল পুরোপুরিই ধর্মঘট-ভাঙা দালালি। পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের অধিবেশনে কামেনেভের চালবাজিটা সরাসরি অতি হীন: উনি, বুঝছেন-না, ত্রৎস্কির সঙ্গে পুরোপুরি একমত। কিন্তু এটা বোঝা কি কঠিন যে ত্রৎস্কি যা বলেছেন শত্রুর সামনে তার বেশি বলতে তিনি **পারেন না,** তাঁর সেই অধিকার নেই, সেটা করা তাঁর চলে না। এটা কি বোঝা কঠিন, যে-পার্টি শত্রুর কাছ থেকে লুকিয়ে রাখছে **তার** সিদ্ধান্ত (সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রয়োজনীয়তা, সেটা পরিপক্ক, সর্বাঙ্গীণ প্রস্তুতি, ইত্যাদি), সেই পার্টির **কর্তব্য** হল, জনসভায় এই সিদ্ধান্ত তাকে **বাধ্য করছে** শুধু 'দোষ' নয়, উদ্যোগের দায়ও শত্রুর ওপর চাপিয়ে দিতে। শুধু শিশুর পক্ষেই এটা না বোঝা সম্ভব। কামেনেভের চালবাজিটা স্রেফ একটা জালিয়াতি। জিনোভিয়েভের চালবাজি সম্পর্কেও একই কথা বলা দরকার। অন্তত তাঁর 'কৈফিয়তী' পত্র (মনে হয় কেন্দ্রীয় সংস্থায় [১৩১]) আমি শুধুই দেখেছি মাত্র (কেননা বিশেষ অভিমত, যে 'তথাকথিত বিশেষ অভিমত' নিয়ে ঢাক পেটাচ্ছে **বুর্জোয়া** সংবাদপত্র, তা আমি, কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য, **এখনো পর্যন্ত** দেখি নি)। জিনোভিয়েভের 'যুক্তি' হল: 'কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার **আগেই'** লেনিন তাঁর চিঠি চারিদিকে পাঠাতে থাকেন এবং আপনারা তার প্রতিবাদ করেন নি। চারটে

দাগ টেনে **আগেই** কথাটি চিহ্নিত করে হুবহু এই কথাই লিখেছেন জিনোভিয়েভ। ধর্মঘট সম্পর্কে কেন্দ্রের সিদ্ধান্তের **আগে** তার পক্ষে ও বিপক্ষে প্রচার করা চলে, কিন্তু ধর্মঘটের পক্ষে সিদ্ধান্তের **পর** (শত্রুর কাছ থেকে তা গোপন রাখতে হবে এই অতিরিক্ত সিদ্ধান্তের পর) ধর্মঘটের বিরুদ্ধে প্রচার করা যে ধর্মঘট-ভাঙা দালালি, সেটা কি বোঝা কঠিন? প্রতিটি শ্রমিকই সেটা বোঝে। সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রশ্ন কেন্দ্রে আলোচিত হয়েছে সেপ্টেম্বর থেকে। ঠিক তখনই জিনোভিয়েভ ও কামেনেভ লিখিতভাবে তাঁদের বক্তব্য প্রকাশ করতে পারতেন এবং **করা উচিত** ছিল যাতে **সবাই** তাঁদের যুক্তিগুলি দেখে **সবাই** তাঁদের পরিপূর্ণ বিহ্বলতার মূল্যায়ন করতে পারতেন। সিদ্ধান্ত গ্রহণের **আগে** পুরো একমাস নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি গোপন রেখে সিদ্ধান্তের **পর** নিজেদের বিশেষ অভিমত চারিদিকে পাঠান — এর অর্থ ধর্মঘট-ভাঙা দালাল হওয়া।

জিনোভিয়েভ ভান করছেন যেন এই প্রভেদটা তিনি বোঝেন না, বোঝেন না যে ধর্মঘট সম্পর্কে সিদ্ধান্তের পর, কেন্দ্রের সিদ্ধান্তের পর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নিম্নতন সংস্থাগুলির কাছে প্রচার চালাতে পারে কেবল ধর্মঘট-ভাঙা দালাল। প্রতিটি শ্রমিকই সেটা বুঝবে।

আর জিনোভিয়েভ ঠিক এই প্রচারই চালিয়েছেন এবং কেন্দ্রের সিদ্ধান্তকে অমান্য করেছেন যেমন রবিবারের সভায় (১৩২), যেখানে তিনি ও কামেনেভ একটি ভোটও পান নি, তেমনি তাঁর বর্তমান পত্রে। কেননা এই দৃঢ়োক্তি করার নির্লজ্জতা তিনি রাখেন যে 'পার্টিকে জিজ্ঞাসা করা হয় নি', এরূপ প্রশ্নে 'সিদ্ধান্ত নিতে পারে না জনাদশেক লোক'। ভেবে দেখুন! কেন্দ্রীয় কমিটির সমস্ত সভ্যই জানেন যে নির্ধারক সভাটিতে উপস্থিত ছিলেন দশাধিক সদস্য, হাজির ছিলেন **পূর্ণাধিবেশনের অধিকাংশ,** স্বয়ং কামেনেভ এই সভায় ঘোষণা করেন যে 'সভাটি চূড়ান্ত', কেন্দ্রীয় কমিটির অনুপস্থিত সদস্যদের কাছে এটা পুরোপুরি জানা ছিল যে কেন্দ্রীয় কমিটির **অধিকাংশ** সদস্য জিনোভিয়েভ ও কামেনেভের সঙ্গে **একমত নন**। এবং কামেনেভও যাকে **চূড়ান্ত** বলে মেনেছেন, সেই সভায় কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তের **পর** কেন্দ্রীয় কমিটিরই এক সদস্যের একথা লেখার ঔদ্ধত্য হল যে 'পার্টিকে জিজ্ঞাসা করা হয় নি' এবং 'এরূপ প্রশ্নে জনাদশেক সিদ্ধান্ত নিতে পারে না'। এটা পুরোপুরি ধর্মঘট-ভাঙা দালালি। পার্টি-কংগ্রেসের আগে সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্রীয় কমিটি। কেন্দ্রীয় কমিটিই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের **আগে** কামেনেভ ও জিনোভিয়েভ লিখিতভাবে তাঁদের বক্তব্য প্রকাশ

না করে কেন্দ্রীয় কমিটির সেই সিদ্ধান্ত হয়ে যাবার **পর** তাতে **আপত্তি করতে** শুরু করলেন।

এটা হল পুরোপুরি ধর্মঘট-ভাঙা দালালি। ব্যাপারটা যখন ধর্মঘটের অবিলম্ব ও **গোপন** প্রস্তুতি নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর কোন আপত্তি **অননুমোদনীয়**। 'শত্রুকে সতর্ক করে দেওয়ার' ব্যাপারটা এখন **আমাদের** ওপর চাপাবার নির্লজ্জতা রাখেন জিনোভিয়েভ। কোথায় লজ্জাহীনতার সীমা? কে নষ্ট করল ব্যাপারটা, **অ-পার্টি** সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে **'শত্রুকে সতর্ক'** যারা করল তারা ছাড়া কে ভাঙল ধর্মঘট?

যে-সংবাদপত্র এই **নির্দিষ্ট** প্রশ্নে **সমস্ত** বুর্জোয়ার **সঙ্গে** এক হয়ে চলেছে সেখানে কিনা পার্টির 'নির্ধারক' সিদ্ধান্তের **বিরুদ্ধতা!**

এটা সহ্য করতে হলে পার্টি অসম্ভব, পার্টি ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে।

বাজারভ যা জেনে ফেলছেন এবং অ-পার্টি সংবাদপত্রে ছাপাচ্ছেন, সেটাকে 'বিশেষ অভিমত' বলার অর্থ পার্টিকে অপদস্থ করা।

অ-পার্টি সংবাদপত্রে কামেনেভ ও জিনোভিয়েভের বিবৃতি আরও জঘন্য এইজন্য যে তাঁদের **প্যাঁচাল মিথ্যাটা** পার্টি প্রকাশ্যে খণ্ডন করতে পারে না: সঠিক তারিখটা আমার জানা নেই, নিজের ও জিনোভিয়েভের তরফ থেকে লিখেছেন এবং ছাপিয়েছেন কামেনেভ। (এরূপ বিবৃতির **পর** কামেনেভের **সমস্ত** আচরণ ও বিবৃতির জন্য জিনোভিয়েভ পুরোপুরি দায়ী।)

কী করে এটা খণ্ডন করতে পারে কেন্দ্রীয় কমিটি?

পুঁজিপতিদের সামনে আমরা এই সত্য কথাটা বলতে পারি না, আমরা ধর্মঘটের **সিদ্ধান্ত নিয়েছি** এবং ঠিক করেছি তার **ধার্য তারিখটা** ওদের কাছ থেকে **গোপন রাখতে** হবে।

আরও বড়ো একটা কাজের ক্ষতি না করে আমরা জিনোভিয়েভ ও কামেনেভের প্যাঁচাল মিথ্যাটাকে খণ্ডন করতে পারি না। এই উভয় ব্যক্তির অপরিসীম পাষণ্ডতা, খাঁটি বিশ্বাসঘাতকতা এইখানে যে তাঁরা পুঁজিপতিদের কাছে ধর্মঘটীদের পরিকল্পনা ফাঁস করে দিয়েছেন, কেননা সংবাদপত্রে আমরা যদি চুপ করে থাকি, তাহলে সবাই বুঝে নেবে ব্যাপারটা **কী।**

রদ্‌জিয়াঙ্কো আর কেরেনস্কির কাছে কামেনেভ ও জিনোভিয়েভ **সশস্ত্র** অভ্যুত্থান বিষয়ে, শত্রুর কাছ থেকে **সশস্ত্র** অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি গোপন রাখা, সশস্ত্র অভ্যুত্থানের তারিখ বিষয়ে নিজেদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির **সিদ্ধান্ত ফাঁস করে দিয়েছেন।** এটা সত্য ঘটনা। কোনরকম আঁকুপাঁকুতেই

এটা খণ্ডিত হয় না। কেন্দ্রীয় কমিটির দুজন সদস্য প্যাঁচাল মিথ্যায় পুঁজিপতিদের কাছে **ফাঁস করে দিলেন** শ্রমিকদের সিদ্ধান্ত। একটাই তার জবাব হতে পারে এবং হওয়া উচিত: কেন্দ্রীয় কমিটির অবিলম্ব সিদ্ধান্ত:

'অ-পার্টি সংবাদপত্রে জিনোভিয়েভ ও কামেনেভের বিবৃতিতে পুরোপুরি ধর্মঘট-ভাঙা দালালিতে নিশ্চিত হয়ে, কেন্দ্রীয় কমিটি দুজনকেই পার্টি থেকে বহিষ্কৃত করছে।'

ভূতপূর্ব ঘনিষ্ঠ কমরেডদের সম্পর্কে একথা লেখা আমার পক্ষে সহজ হয় নি, কিন্তু এক্ষেত্রে দ্বিধা করা আমি অপরাধ বলে গণ্য করব, কেননা বিপ্লবীদের যে-পার্টি ধর্মঘট-ভাঙা দালালদের শাস্তি দেয় না, সেটি **ধ্বংস হবে।**

সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রশ্ন, ধর্মঘট-ভাঙা দালালেরা যদি রদ্‌জিয়াঙ্কো আর কেরেনস্কির কাছে সেটা ফাঁস করে দেওয়ার ফলে দীর্ঘদিন মুলতবি রাখতেও হয়, তাহলেও সেটা কর্মসূচি থেকে **বাতিল হয়** নি, পার্টি বাতিল করে নি। এখন, নিজেদের মধ্যে 'প্রখ্যাত' ধর্মঘট-ভাঙা দালাল **থাকলে** কী করে **সশস্ত্র** অভ্যুত্থানের নিজেদের তৈরি করা, এর পরিকল্পনা করা সম্ভব? তারা যতই প্রখ্যাত, ততই **বিপজ্জনক,** ততই 'ক্ষমার' অযোগ্য। On n'est trahi que par les siens, বলে ফরাসীরা। বিশ্বাসঘাতক হতে পারে কেবল **নিজেদের** লোক।

ধর্মঘট-ভাঙা দালালেরা যতই **'প্রখ্যাত'** ব্যক্তি, বহিষ্কার মারফত তাদের অবিলম্ব শাস্তিদান ততই আবশ্যিক।

শুধু এইভাবেই শ্রমিক পার্টির আরোগ্যলাভ, মেরুদণ্ডহীন এক ডজন বুদ্ধিজীবীর হাত থেকে রেহাই নিয়ে বিপ্লবীদের পঙ্‌ক্তি সংহত করে **বিপ্লবী শ্রমিকদের** সঙ্গে মহান এবং কঠিনতম বাধাগুলির দিকে এগুন সম্ভব।

এই সত্য কথাটা আমরা ছাপাতে পারি না যে: কেন্দ্রীয় কমিটির চূড়ান্ত সভার **পর** রবিবারের অধিবেশনে সিদ্ধান্তের **পুনর্বিচার** দাবি করার মতো লজ্জাহীনতা ছিল জিনোভিয়েভ আর কামেনেভের, আর কামেনেভ নির্লজ্জের মতো চেঁচিয়েছিলেন, 'কেন্দ্রীয় কমিটি ডুবেছে, কেননা এক সপ্তাহের মধ্যে কিছুই করা হয় নি' (এটা আমি খণ্ডন করতে পারি **নি,** কেননা **ঠিক যা করা হয়েছে** সেটা আমার পক্ষে খুলে বলা উচিত হত না), আর জিনোভিয়েভ নির্দোষ ভাব করে পেশ করলেন সভা কর্তৃক বর্জিত প্রস্তাব: '২০ তারিখে সোভিয়েতগুলির কংগ্রেসে যেসব বলশেভিকের আসার

কথা তাদের সঙ্গে আলোচনা ছাড়া কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ উচিত হবে না।'

ভেবে দেখুন একবার! ধর্মঘট বিষয়ে **কেন্দ্রের** সিদ্ধান্তের পর নিম্নতন **সমাবেশে** প্রস্তাব করা হল সেটা মুলতবি রাখা হোক (২০ তারিখের কংগ্রেসের কাছে। পরে কংগ্রেস মুলতবি রইল... জিনোভিয়েভরা বিশ্বাস রেখেছেন লিবের্দানদের ওপর), এবং তুলে দেওয়া হোক কিনা **এমন** একটা মণ্ডলীর হাতে যা পার্টির নিয়মাবলীসম্মত নয়, কেন্দ্রীয় কমিটির ওপর যার কোন ক্ষমতা **নেই**, পেত্রগ্রাদকে যে জানে **না**।

এর পরেও জিনোভিয়েভের ঔদ্ধত্য হয়েছে এই কথা লেখার: 'এ করে পার্টির ঐক্য বড় একটা বজায় থাকবে না।'

অন্য কথায় বললে এটা ভাঙনের হুমকি।

এই হুমকির জবাবে আমি বলব যে আমি শেষপর্যন্ত যাব, শ্রমিকদের কাছে আমার বলবার স্বাধীনতা আমি নেব, এবং **যাই হোক না কেন,** ধর্মঘট-ভাঙা দালাল বলেই ধর্মঘট-ভাঙা দালাল জিনোভিয়েভকে ধিক্কার দেব। ভাঙনের হুমকিতে আমি জবাব দেব দুই দালালকেই পার্টি থেকে বহিষ্কারের জন্য শেষপর্যন্ত লড়ে।

একমাস তর্কবিতর্কাদির পর ট্রেড ইউনিয়নের পরিচালকমণ্ডলী স্থির করল: ধর্মঘট অপিরহার্য এবং পরিপক্ক, মালিকদের কাছ থেকে তার তারিখটা গোপন রাখতে হবে। তারপর পরিচালকমণ্ডলীর দুজন এই সিদ্ধান্তে তর্ক তুলতে গিয়ে **নিম্নতন সংস্থায়** হেরে গেল। তখন এই দুজন সংবাদপত্রে যায়, পুঁজিপতিদের কাছে প্যাঁচাল মিথ্যা দিয়ে পরিচালকমণ্ডলীর এই সংকল্প ফাঁস করে ফলত ধর্মঘটের অর্ধনাশ ঘটায় কিংবা প্রতিপক্ষকে সতর্ক করে তাকে টেনে আনে অতি প্রতিকূল মুহূর্তে পর্যন্ত।

এই হল ধর্মঘট-ভাঙা দালালির পুরো ঘটনাটি। সেইজন্যই **সমস্ত** দলিলপত্র প্রকাশ সম্ভব হলে তা প্রকাশ করার অধিকার বজায় রেখে (তাঁদের ভাঙনের হুমকির কথা মনে রেখে) আমি ধর্মঘট-ভাঙা উভয় দালালকে বহিষ্কারের দাবি করছি।

১৯১৭ সালের ১৯ অক্টোবরে
(১ নভেম্বরে) লিখিত

৩৪ খণ্ড, ৪২৩-৪২৭ পৃঃ

শ্রমিক, সৈনিক এবং কৃষকদের প্রতি!

শ্রমিক এবং সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের দ্বিতীয় সারা-রাশিয়া কংগ্রেসের কাজ আরম্ভ হয়েছে (১৩৩)। সোভিয়েতগুলির বিপুল সংখ্যাগুরু অংশের প্রতিনিধিরা রয়েছেন এই কংগ্রেসে। কৃষক সোভিয়েতগুলি থেকেও কিছু প্রতিনিধি উপস্থিত রয়েছেন। আপসপন্থী কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির প্রাধিকার খতম। শ্রমিক, সৈনিক এবং কৃষকদের বিপুল সংখ্যাগুরু অংশের সংকল্পের সমর্থনপুষ্ট, পেত্রগ্রাদে শ্রমিকদের এবং গ্যারিসনের জয়যুক্ত অভ্যুত্থানের সমর্থনপুষ্ট এই কংগ্রেস ক্ষমতা নিল নিজ হাতে।

সাময়িক সরকার উচ্ছেদ হয়েছে। সাময়িক সরকারের মন্ত্রীদের বেশির ভাগ গ্রেপ্তার হয়েছে ইতিমধ্যে।

সমস্ত জাতির প্রতি অবিলম্ব গণতান্ত্রিক শান্তির প্রস্তাব এবং সমস্ত ফ্রণ্টে অবিলম্ব যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব উত্থাপন করবে সোভিয়েত সরকার। ভূস্বামী, ক্রাউন এবং মঠগুলির ভূমি বিনা খেসারতে কৃষক কমিটিগুলির কাছে হস্তান্তরণ হাসিল করবে সোভিয়েত সরকার। ফৌজে পূর্ণ গণতন্ত্র চালু করে সোভিয়েত সরকার সৈনিকদের অধিকার সুরক্ষিত করবে। উৎপাদনে শ্রমিকের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করবে। ধার্য সময়ে সংবিধান সভা বসাবে। শহরে রুটি এবং গ্রামে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ ব্যবস্থা চালু করবে। রাশিয়ায় বাসিন্দা সমস্ত জাতির সাচ্চা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার নিশ্চিত করবে।

এই কংগ্রেস এই আইন জারি করছে: এলাকাগুলিতে সমস্ত ক্ষমতা যাবে শ্রমিক, সৈনিক এবং কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলির হাতে, তাদের নিশ্চিত করতে হবে সাচ্চা বৈপ্লবিক শৃঙ্খলা।

পরিখায় সৈনিকদের সতর্ক এবং দৃঢ় থাকতে আহ্বান জানাচ্ছে এই কংগ্রেস। নতুন সরকার সরাসরি সমস্ত দেশের জনগণের উদ্দেশে যে গণতান্ত্রিক শান্তির প্রস্তাব তুলবে, সেই শান্তিচুক্তি সম্পাদিত না হওয়া অবধি সময়ে

বৈপ্লবিক ফৌজ যে সাম্রাজ্যবাদের সমস্ত হামলার বিরুদ্ধে বিপ্লবকে রক্ষা করতে সমর্থ হবে, তাতে এই সোভিয়েতগুলির কংগ্রেসের কোন সংশয় নেই। বিত্তবান শ্রেণীগুলোর বেলায় বাজেয়াপ্ত এবং করাধানের স্থিরসংকল্প কর্মনীতির সাহায্যে বৈপ্লবিক ফৌজকে সবকিছু পুরোপুরি সরবরাহ করার জন্য নতুন সরকার করবে সবকিছু, আর সৈনিক পরিবারগুলির অবস্থার উন্নতি ঘটাবে।

পেত্রগ্রাদের বিরুদ্ধে সৈন্যচালনার চেষ্টা করছে কর্নিলভপন্থীরা — কেরেনস্কি, কালেদিন এবং অন্যান্যেরা। কেরেনস্কি ধোঁকা দিয়ে চালনা করেছিলেন সিপাইদের কয়েকটা ইউনিট, তারা চলে এসেছে উদ্বুদ্ধ জনগণের পক্ষে।

সৈনিকগণ, প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলুন কর্নিলভপন্থী কেরেনস্কির বিরুদ্ধে! হুঁশিয়ার থাকুন!

রেলের শ্রমিক-কর্মচারিগণ, পেত্রগ্রাদের বিরুদ্ধে কেরেনস্কির পাঠান সমস্ত সৈন্যবাহী ট্রেন রুখে দিন!

সৈনিকগণ, কলকারখানা আর আপিসের শ্রমিক-কর্মচারিগণ, বিপ্লবের ভাগ্য, গণতান্ত্রিক শান্তির ভাগ্য আপনাদেরই হাতে!

ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ!

শ্রমিক এবং সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের
সারা-রাশিয়া কংগ্রেস

কৃষক সোভিয়েতগুলির প্রতিনিধিগণ

১৯১৭ সালের ২৫ অক্টোবরে
(৭ নভেম্বরে) লিখিত

৩৫ খণ্ড, ১১-১২ পৃঃ

শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের দ্বিতীয় সারা-রাশিয়া কংগ্রেসে শান্তি প্রসঙ্গে বিবরণী

২৬ অক্টোবর (৮ নভেম্বর), ১৯১৭

শান্তি সংক্রান্ত প্রশ্নটা জরুরী, আজকের দুরূহ প্রশ্ন। এবিষয়ে বলা এবং লেখা হয়েছে অনেককিছু আর আপনারা সবাই নিশ্চয়ই আলোচনা করেছেন বিস্তর। তাই আমি একটা ঘোষণা পড়ে দিতে চাইছি — আপনাদের নির্বাচিত সরকার সেটা প্রকাশ করবে।

শান্তির ডিক্রি

২৪-২৫ অক্টোবরের বিপ্লবসৃষ্ট শ্রমিক-কৃষকের সরকার শ্রমিক, সৈনিক এবং কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলির ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে ন্যায্য, গণতান্ত্রিক শান্তির জন্য অবিলম্বে আলাপ-আলোচনা শুরু করতে আহ্বান জানাচ্ছে সমস্ত যুধ্যমান জাতি এবং তাদের সরকারগুলির উদ্দেশে।

যুদ্ধে অবসন্ন জর্জরিত, বিধ্বস্ত সমস্ত যুধ্যমান দেশের শ্রমিক এবং অন্যান্য মেহনতী মানুষের বিপুল সংখ্যাগুরু অংশ আকুল কামনা করছে যে ন্যায্য বা গণতান্ত্রিক শান্তির জন্য — জারতান্ত্রিক রাজতন্ত্র উচ্ছেদ হবার পর থেকে রুশী শ্রমিক আর কৃষক যার জন্য স্পষ্ট এবং সনির্বন্ধ দাবি করে আসছে সমানে — এমন শান্তি বলতে সরকার বোঝাচ্ছে সংযুক্তি ছাড়া (অর্থাৎ পররাজ্য দখল ছাড়া, বলপূর্বক পরজাতিকে সংযোজিত করা ছাড়া) এবং খেসারত ছাড়া অবিলম্ব শান্তি।

সমস্ত যুধ্যমান জাতি অবিলম্বে এই রকমের শান্তিচুক্তি সম্পাদন করুক রাশিয়া সরকার সেই প্রস্তাব দিচ্ছে এবং একটুও দেরি না করে যাবতীয় স্থিরনিশ্চিত ব্যবস্থা অবলম্বনে নিজের প্রস্তুতির কথা প্রকাশ করছে, যতক্ষণ না এমন শান্তির কড়ারগুলি সমস্ত দেশ এবং সমস্ত জাতির জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্বশীল পরিষদগুলি চূড়ান্তভাবে সমর্থন করছে।

সাধারণভাবে গণতন্ত্রীদের এবং বিশেষত মেহনতী শ্রেণীগুলির ন্যায়বুদ্ধি

অনুসারে এই সরকারের ধারণায় পররাজ্য সংযুক্তি বা গ্রাস বলতে বোঝায় কোন একটা জাতির যথাযথ, স্পষ্ট এবং স্বেচ্ছায় ব্যক্ত সম্মতি এবং ইচ্ছা ছাড়াই একটি ক্ষুদ্র বা দুর্বল জাতিকে একটি বৃহৎ বা পরাক্রান্ত রাষ্ট্রের অধিকারে নেওয়া — এমন বলপূর্বক সংযোজন যখনই ঘটে থাকুক না কেন, সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রে বলপূর্বক সংযোজিত কিংবা বলপূর্বক সেটার চৌহদ্দির ভিতর আটক জাতিটির উন্নয়ন বা অনগ্রসরতার মাত্রা যা-ই হোক না কেন, আর পরিশেষে, এই জাতিটি ইউরোপেই হোক কিংবা সাগরপারের কোন দূরদেশেই হোক, এই সবকিছু নির্বিশেষে।

যে-কোন জাতিকে যদি কোন একটা রাষ্ট্রের চৌহদ্দির ভিতরে বলপূর্বক আটকে রাখা হয় আর পত্র-পত্রিকায়, জনসভায়, বিভিন্ন পার্টির সিদ্ধান্তে কিংবা জাতিগত উৎপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে এবং অভ্যুত্থান সহ যে-কোন উপায়ে ব্যক্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট জাতিটিকে যদি অবাধ ভোটে তার রাষ্ট্রসত্তার আকার নির্ধারণের অধিকার দেওয়া না হয় — এমন ভোট হওয়া চাই সংযোজনকারী কিংবা সাধারণভাবে অধিকতর শক্তিশালী জাতির সৈন্য পুরোপুরি অপসারণের পরে এবং একটুও চাপ প্রয়োগ ছাড়াই: এমন সংযোজনই হল সংযুক্তি, অর্থাৎ দখল এবং জবরদস্তি।

এই সরকার বিজিত পশ্চাৎপদ জাতিসত্তাগুলিকে শক্তিশালী এবং সমৃদ্ধ জাতিগুলির মধ্যে কিভাবে ভাগাভাগি করা হবে এই প্রশ্ন নিয়ে এই যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়াটাকে বিশ্বজনের বিরুদ্ধে সবচেয়ে মস্ত অপরাধ বলে বিবেচনা করে এবং সে কোন ব্যতিক্রম ছাড়াই সমস্ত জাতির পক্ষে ন্যায্য হিসেবে বিবৃত কড়ারগুলি অনুসারে যুদ্ধ শেষ করে শান্তিচুক্তিতে অবিলম্বে সই দেবার সংকল্প ঘোষণা করছে।

তার সঙ্গে সঙ্গে সরকার জানাচ্ছে, শান্তির উল্লিখিত কড়ারগুলিকে সেটা চরমপত্র হিসেবে ধরছে না। অর্থাৎ কিনা, শান্তির অন্যান্য যে-কোন কড়ারও বিবেচনা করতে সে প্রস্তুত। তার সনির্বন্ধ দাবি শুধু এই যে, যে-কোন যুধ্যমান দেশ যথাসম্ভব দ্রুত সেগুলি উপস্থাপিত করুক আর সেই শান্তি প্রস্তাব হোক খুব স্পষ্ট, তাতে যেন মোটেই কোন দ্ব্যর্থতা কিংবা গোপনীয়তা না থাকে।

এই সরকার গুপ্ত কূটনীতি লোপ করছে আর সমগ্র জনগণের পুরোপুরি দৃষ্টিগোচরে একেবারে প্রকাশ্যে সমস্ত আলাপ-আলোচনা চালাবার দৃঢ় অভিপ্রায় ঘোষণা করছে। এই সরকার ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত সময়ে জমিদার আর পুঁজিপতিদের সরকারের

অনুমোদিত এবং সম্পাদিত সমস্ত গোপন সন্ধিচুক্তি পুরোপুরি প্রকাশ করতে অবিলম্বে উদ্যোগ গ্রহণ করবে। এইসব গোপন সন্ধিচুক্তিতে যাকিছুর লক্ষ্য হল রুশী জমিদার আর পুঁজিপতিদের বিশেষ সুযোগ আর বিশেষাধিকার বাগানো এবং বড় রুশীদের দখলগুলো বজায় রাখা কিংবা বাড়ান (লক্ষ্যটা বহুলাংশে তাই-ই), এমন সবকিছু নাকচ হল বলে অকুণ্ঠ এবং অবিলম্ব ঘোষণা করছে এই সরকার।

শান্তির জন্য অবিলম্বে প্রকাশ্য আলাপ-আলোচনা শুরু করতে সমস্ত দেশের সরকার এবং জনগণের কাছে প্রস্তাব উত্থাপন করার সঙ্গে সঙ্গে এই সরকার নিজের দিক থেকে জানাচ্ছে, লিখিতভাবে, তারযোগে এবং বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে আলাপের সাহায্যে কিংবা এমনসব প্রতিনিধিদের সম্মেলনে এই আলাপ-আলোচনা চালাতে সরকার প্রস্তুত। এমন আলাপ-আলোচনা সহজতর করার জন্য সরকার নিরপেক্ষ দেশগুলিতে পূর্ণক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি নিয়োগ করছে।

এই সরকার সমস্ত যুধ্যমান দেশের সরকার আর জনগণের কাছে অবিলম্ব যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব তুলছে এবং নিজের দিক থেকে বিবেচনা করছে যে, এই যুদ্ধবিরতির মেয়াদ অন্তত তিন মাস হওয়া বাঞ্ছনীয়, অর্থাৎ মেয়াদটা এমন হওয়া চাই যাতে যুদ্ধে জড়িত কিংবা বাধ্য হয়ে অংশগ্রাহী সমস্ত জাতি বা রাষ্ট্রের (কোন ব্যতিক্রম ছাড়াই) প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে শান্তির আলাপ-আলোচনা সম্পূর্ণ করা এবং শান্তির কড়ারগুলি চূড়ান্তভাবে সমর্থনের জন্য সমস্ত দেশের জন-প্রতিনিধিদের দায়ত্বপ্রাপ্ত পরিষদগুলি আহূত হতে পারে।

সমস্ত যুধ্যমান দেশের সরকার এবং জনগণের উদ্দেশে এই শান্তিপ্রস্তাব উত্থাপন করার সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়ার অস্থায়ী শ্রমিক-কৃষক সরকার বিশেষত আবেদন জানাচ্ছে মানবজাতির সবচেয়ে উন্নত তিনটি জাতির, বর্তমান যুদ্ধে অংশগ্রাহী সবচেয়ে বড় তিনটি রাষ্ট্র—ইংলণ্ড, জার্মানি আর ফ্রান্সের শ্রেণীসচেতন শ্রমিকদেরও উদ্দেশে। প্রগতি এবং সমাজতন্ত্রের কর্মব্রতে বৃহত্তম অবদান এই দেশগুলির শ্রমিকদেরই তাঁরা তুলে ধরেছেন মস্ত মস্ত দৃষ্টান্ত — ইংলণ্ডে চার্টিস্ট আন্দোলন (১৩৪), ফরাসী প্রলেতারিয়েতের নিষ্পন্ন কয়েকটা ঐতিহাসিক তাৎপর্যসম্পন্ন বিপ্লব, আর পরিশেষে জার্মানিতে সমাজতন্ত্র-বিরোধী বিশেষ আইনের (১৩৫) বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম এবং জার্মানিতে প্রলেতারিয়েতের গণসংগঠনগুলি গড়ে তোলার দীর্ঘকালীন অটল সুশৃঙ্খল কাজ, যে-কাজ সারা পৃথিবীর শ্রমিকদের সামনে আদর্শস্বরূপ। প্রলেতারীয়

বীরত্ব এবং ঐতিহাসিক সৃজনীকর্মের এই সমস্ত দৃষ্টান্ত থেকে এই নিশ্চয়তা আসছে যে, যুদ্ধের বিভীষিকা আর পরিণামগুলো থেকে বিশ্বজনকে উদ্ধার করার যে-কর্তব্যের সম্মুখীন হয়েছে উল্লিখিত দেশগুলির শ্রমিকেরা সেটা তাঁরা বুঝবেন, আর পূর্ণাঙ্গ, অটল এবং সর্বোচ্চ সক্রিয়তা দিয়ে তাঁরা শান্তিস্থাপনে আমাদের কৃতকার্য হতে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত রকমের দাসত্ব আর সমস্ত রকমের শোষণ থেকে আমাদের জনসমষ্টির মেহনতী এবং শোষিত জনরাশিকে মুক্ত হতে সাহায্য করবেন।

২৪-২৫ অক্টোবরের বিপ্লবসৃষ্ট শ্রমিক-কৃষকের সরকারকে শ্রমিক, সৈনিক এবং কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলির সমর্থনের উপর নির্ভর করে শান্তির জন্য আলাপ-আলোচনা শুরু করতে হবে অবিলম্বে। আমাদের আবেদন করতে হবে সরকারগুলি এবং দেশে দেশে জনগণ উভয়ের উদ্দেশে। সরকারগুলিকে আমরা অগ্রাহ্য করতে পারি না। কেননা, তাতে শান্তিস্থাপনের সম্ভাবনায় বিলম্ব ঘটবে। এটা ঘটাতে সাহস করতে পারে না জনগণের সরকার, তবে সেটার সঙ্গে সঙ্গে দেশে দেশে জনগণের উদ্দেশে আবেদন না করার অধিকারও আমাদের নেই। সরকার আর জনগণের মধ্যে বিভিন্ন বৈসাদৃশ্য রয়েছে সর্বত্র। কাজেই যুদ্ধ আর শান্তির প্রশ্নে দেশে দেশে জনগণকে হস্তক্ষেপ করতে আমাদের সাহায্য করতে হবে। সংযুক্তি আর খেসারত ছাড়া শান্তির জন্য আমাদের সমগ্র কর্মসূচি নিয়ে আমরা নিশ্চয়ই পীড়াপীড়ি করব। সেটা থেকে আমরা হটব না। কিন্তু, আমাদের শত্রুদের শর্তগুলি আমাদের শর্তগুলি থেকে পৃথক। কাজেই, আমাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু করা নিরর্থক, এমন কথা তাদের বলার সুযোগ আমরা দিতে পারি না। না, সেই সুবিধাজনক অবস্থানটা থেকে তাদের বঞ্চিত করতে হবে আমাদের। শর্তগুলিকে আমাদের চরমপত্রের আকারে হাজির করা চলবে না। শান্তির যে-কোন কড়ার এবং সমস্ত প্রস্তাব নিয়ে বিচার-বিবেচনা করতে আমরা রাজি, এই দফাটা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কাজেকাজেই। সেগুলো নিয়ে আমরা বিচার-বিবেচনা করব। কিন্তু, তাই বলে সেগুলো আমরা মেনে নেবই এমনটা বোঝায় না। বিচার-বিবেচনার জন্য সেগুলিকে আমরা পেশ করব সংবিধান সভায়। কোন কনসেশন দেওয়া চলে, আর কোনটা দেওয়া চলে না, তা স্থির করার ক্ষমতা সেটার থাকবে। যেসব সরকার শান্তি আর ন্যায়পরতার প্রতি আন্তরিকতাহীন মৌখিক আনুগত্য প্রকাশ করে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চালায় রাজ্যগ্রাস আর লুটেরা যুদ্ধ, সেগুলির আচরিত ভাঁওতাবাজির

বিরুদ্ধে আমরা লড়ছি। যাকিছু ভাবে সেই সবই বলবে না কোন সরকার। আমরা কিন্তু গোপন কূটনীতির বিরোধী। আমরা কাজ করব খোলাখুলি, সমগ্র জনগণের পুরোপুরি দৃষ্টিগোচরে। বিভিন্ন দুষ্করতা সম্বন্ধে আমরা চোখ বুজে থাকছি না, কখনও থাকি নি। যুদ্ধ করতে গররাজি হয়েই যুদ্ধ শেষ করে দেওয়া যায় না। যুদ্ধশেষ একতরফা হতে পারে না। আমরা তিন মাসের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব তুলছি। কিন্তু, মেয়াদটা একটু কম হলে সেটা আমরা প্রত্যাখ্যান করব না, অবসন্ন ফৌজ যাতে স্বচ্ছন্দে নিঃশ্বাস ফেলতে পারে, সেটা শুধু অলপক্ষণের জন্য হলেও। অধিকন্তু, সমস্ত সভ্য দেশে শর্তগুলি নিয়ে আলোচনার জন্য জাতীয় পরিষদগুলিকে তলব করতে হবে।

অবিলম্ব যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব উত্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা আবেদন জানাচ্ছি সেইসব দেশের শ্রেণীসচেতন শ্রমিকদের প্রতি যাঁরা এতকিছু করেছেন প্রলেতারীয় আন্দোলনের বিকাশের জন্য। আমরা আবেদন জানাচ্ছি ইংলন্ডের শ্রমিকদের প্রতি, যেখানে হয়েছিল চার্টিস্ট আন্দোলন, ফ্রান্সের শ্রমিকদের প্রতি, যাঁরা বারংবার অভ্যুত্থানে প্রদর্শন করেছেন তাঁদের শ্রেনীচেতনার শক্তি আর জার্মানির শ্রমিকদের প্রতি, যাঁরা লড়াই চালিয়েছেন সমাজতন্ত্রী-বিরোধী আইনের বিরুদ্ধে এবং গড়ে তুলেছেন বিভিন্ন শক্তিশালী সংগঠন।

১৪ মার্চের ইস্তাহারে আমরা ব্যাঙ্কারদের (১৩৬) উচ্ছেদ করতে আহবান জানিয়েছিলাম। কিন্তু, আমাদের নিজেদের ব্যাঙ্কারদের উচ্ছেদ করা তো দূরের কথা, জোট বাঁধা হল তাদের সঙ্গে। ব্যাঙ্কারদের সরকারটাকে এখন আমরা উচ্ছেদ করেছি।

সরকারগুলো আর বুর্জোয়ারা তাদের সমস্ত শক্তি সংহত করতে এবং শ্রমিক-কৃষকের বিপ্লবটিকে রক্তে ডুবিয়ে দিতে চেষ্টা করবে সর্বতোভাবে। তবে যুদ্ধের তিনটা বছর হয়েছে জনরাশির পক্ষে একটা চমৎকার শিক্ষা — অন্যান্য দেশে সোভিয়েত আন্দোলন এবং জার্মান নৌবিদ্রোহ, যেটাকে দমন করেছিল জল্লাদ ভিলহেল্মের য়ুঙ্কারেরা। শেষে, আমাদের মনে রাখতে হবে আমরা রয়েছি গহন আফ্রিকায় নয়, রয়েছি ইউরোপে, যেখানে খবর ছড়ায় দ্রুত।

শ্রমিক আন্দোলন জয়যুক্ত হবে এবং প্রস্তুত করবে শান্তি আর সমাজতন্ত্রের পথ। (**বিলম্বিত হর্ষধ্বনি।**)

৩৫ খন্ড, ১৩-১৮ পৃঃ

শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের দ্বিতীয় সারা-রাশিয়া কংগ্রেসে ভূমি সম্বন্ধে বিবরণী

২৬ অক্টোবর (৮ নভেম্বর), ১৯১৭

আমরা জোর দিয়ে বলি, ভূমি সংক্রান্ত প্রশ্নটাকে স্পষ্ট তুলে ধরার গুরুত্ব প্রতিপন্ন এবং প্রদর্শিত হয়েছে বিপ্লবে। সশস্ত্র অভ্যুত্থান, দ্বিতীয়, অক্টোবর বিপ্লব স্পষ্ট প্রমাণ করেছে জমি তুলে দেওয়া চাই কৃষকের হাতে। উচ্ছেদ-করা সরকার এবং মেনশেভিক আর সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের আপসপন্থী পার্টি দুটো ভূমি সংক্রান্ত প্রশ্নটার মীমাংসা নানা ছুতো করে সমানে পিছিয়ে দিচ্ছিল এবং এইভাবে দেশকে এনে ফেলেছিল অর্থনৈতিক অরাজকতা আর কৃষকবিদ্রোহের মাঝে — এতে তাদের অপরাধ হয়েছিল। গ্রামাঞ্চলে দাঙ্গা-হাঙ্গামা আর অরাজকতা নিয়ে তাদের কথাবার্তা মিথ্যে, কাপুরুষোচিত এবং কপট শোনায়। কোথায়, কবে দাঙ্গা-হাঙ্গামা আর অরাজকতা ঘটেছে কোন সুবিবেচিত ব্যবস্থার ফলে? সরকার যদি সুবিবেচিত কাজ করত, তাদের ব্যবস্থাগুলোর ফলে যদি গরিব কৃষকদের প্রয়োজন মিটত, তাহলে কি বিক্ষোভ-উত্তেজনা দেখা দিত কৃষক জনরাশির মধ্যে? কিন্তু আভ্‌ক্সেন্তিয়েভ আর দান-দের সোভিয়েতগুলির (১৩৭) অনুমোদিত সমস্ত সরকারী ব্যবস্থা ছিল কৃষকদের স্বার্থের পরিপন্থী, ঐসব ব্যবস্থা কৃষকদের বিদ্রোহ করতে বাধ্য করেছিল।

বিদ্রোহটাকে জাগিয়ে তুলে পরে সরকার শোরগোল লাগাল দাঙ্গা-হাঙ্গামা আর অরাজকতার কথা তুলে, যেজন্য দায়ী ছিল তারা নিজেরাই। হিংস্র অবদমন দিয়ে তারা সেটাকে চূর্ণ করতে যাচ্ছিল। কিন্তু, তাদেরই ঝেঁটিয়ে দূর করল বিপ্লবী সৈনিক, নাবিক এবং শ্রমিকদের সশস্ত্র অভ্যুত্থান। ভূমি সংক্রান্ত প্রশ্নটার মীমাংসা হওয়া চাই শ্রমিক-কৃষক বিপ্লবের সরকারের প্রথম কর্তব্য। সেটাই বিপুল গরিব কৃষক জনরাশিকে শান্ত এবং সন্তুষ্ট করতে পারে। আপনাদের সোভিয়েত সরকারকে যা জারি করতে হবে এমন একটা ডিক্রির ধারাগুলি আমি আপনাদের কাছে পড়ে দিচ্ছি। এই ডিক্রির একটা

ধারায় রয়েছে 'ভূমি কমিটিগুলিকে প্রদত্ত ম্যাণ্ডেট'। সেটা রচিত হয়েছে স্থানীয় কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলির ২৪২টা ম্যাণ্ডেটের ভিত্তিতে।

ভূমি সম্বন্ধে ডিক্রি

১) কোন খেসারত ছাড়াই জমিতে জমিদারের মালিকানা লোপ হল সঙ্গে সঙ্গে।

২) জমিদারীগুলি, তেমনি ক্রাউন, মঠ আর গির্জা (১৩৮) সমস্ত ভূমিও, সেগুলোর সমস্ত পশুসম্পদ, সরঞ্জাম, ঘরবাড়ি এবং সেগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবকিছু সমেত ন্যস্ত হবে ভোলস্ত্ ভূমি কমিটিগুলি এবং উয়েজ্দ (১৩৯) কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলির হাতে — সংবিধান সভা আহূত হওয়া অবধি।

৩) বাজেয়াপ্ত-করা সম্পত্তির মালিক এখন থেকে সমগ্র জনগণ। সেই সম্পত্তির যে-কোন ক্ষতি করাটাকে গুরুতর অপরাধ বলে ঘোষণা করা হল। সেই অপরাধের শাস্তি দেবে বৈপ্লবিক আদালতগুলি। ভূমিসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার সময়ে কঠোরতম শৃঙ্খলা পালন করান, কতখানি ভূসম্পত্তি এবং ঠিক কোনটা বাজেয়াপ্ত করতে হবে তা নির্ধারণ করা, বাজেয়াপ্ত-করা সমস্ত সম্পত্তির যথাযথ ফর্দ করা, আর জনগণের কাছে হস্তান্তরিত সমস্ত কৃষি প্রতিষ্ঠানগুলিকে সমস্ত ঘর-বাড়ি, সরঞ্জাম, পশু, মজুত দ্রব্যসমগ্রী, ইত্যাদি সমেত অতি যথাযথ বৈপ্লবিক উপায়ে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা নেবে উয়েজ্দ কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলি।

৪) এই মহতী ভূমি-সংস্কার সম্বন্ধে সংবিধান সভার চূড়ান্ত গৃহীত না হওয়ার সময়ে এটাকে সর্বত্র কার্যে পরিণত করা হবে নিম্নলিখিত 'কৃষক ম্যাণ্ডেট' অনুসারে — ২৪২টা স্থানীয় কৃষক ম্যাণ্ডেট থেকে এটাকে প্রস্তুত করেছে 'কৃষক প্রতিনিধিদের সারা-রাশিয়া সোভিয়েতের ইজ্ভেস্তিয়া' (১৪০), পত্রিকাটির ৮৮ নং সংখ্যায় সেটা প্রকাশিত হয়েছে (পেত্রগ্রাদ, ৮৮ নং, ১৯ অগস্ট, ১৯১৭)।

ভূমি সম্বন্ধে কৃষক ম্যাণ্ডেট

'পূর্ণ পরিসরে ভূমি সংক্রান্ত প্রশ্নটার মীমাংসা করতে পারে শুধু জনগণের সংবিধান সভা।

ভূমি সংক্রান্ত প্রশ্নের সবচেয়ে সমদর্শী মীমাংসা হতে হবে নিম্নলিখিতরূপ:

১) জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা লোপ হল চিরকালের মতো; জমি বেচাকেনা, ইজারা, বন্ধক, কিংবা অন্য কোনভাবে হস্তান্তরিত করা চলবে না।

রাষ্ট্রীয়, ক্রাউনের, রাজের [ক্যাবিনেট], মঠের, চার্চের, কল-কারখানার, অহস্তরণীয় জমি, ব্যক্তিগত, সাধারণী, কৃষকের, ইত্যাদি যা-ই হোক সমস্ত জমি **বিনা খেসারতে বাজেয়াপ্ত হবে,** এই সমস্ত জমি হবে সমগ্র জনগণের সম্পত্তি, যারা তাতে চাষবাস করে সেই সবার কাজে লাগবে সেই ভূমি।

মালিকানার এই বিপ্লবে ক্ষতিগ্রস্তরা জীবনযাত্রার নতুন পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে যা আবশ্যক শুধু সেই সময়ের জন্য সাধারণ সহায়তা পাবার অধিকারী বলে গণ্য হবে।

২) সমস্ত খনিসম্পদ — আকরিক, তেল, কয়লা, লবণ, ইত্যাদি, তেমনি রাষ্ট্রিক গুরুত্বসম্পন্ন সমস্ত বনভূমি আর জলভাগও যাবে পুরোপুরি এবং একমাত্র রাষ্ট্রের ব্যবহারের জন্য। সমস্ত ছোট ছোট নদী, হ্রদ, বন, ইত্যাদি যাবে কমিউনগুলির ব্যবহারের জন্য, সেগুলিকে পরিচালনা করবে স্থানীয় স্বশাসন সংস্থা।

৩) যেসব জমিতে **উ'চু-মাত্রার** বিজ্ঞানসম্মত খেত-খামার চালান হয় — ফলবাগান, আবাদ, বীজতলা, নার্সারি, হট্‌হাউস, ইত্যাদি — সেসব জমি **বিলি করা হবে না,** সেগুলিকে **আদর্শ খামারে পরিণত করা হবে,** এমনসব জমির আয়তন আর গুরুত্ব অনুসারে সেগুলোকে **রাষ্ট্র কিংবা কমিউনগুলির** হাতে দেওয়া হবে কেবল তাদেরই ব্যবহারের জন্য।

শহরে এবং গ্রামে ফলবাগান আর সবজিখেত সমেত বাস্তুভিটা এখনকার মালিকদের ব্যবহারের জন্য রেখে দেওয়া হবে। সেসব জমির আয়তন এবং ভোগব্যবহার বাবত ধার্য করের পরিমাণ স্থির হবে আইন অনুসারে।

৪) অশ্বপ্রজন খামারগুলি, সরকারী এবং ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সেরা জাতের পশু আর হাঁসমুরগি চাষ, ইত্যাদি বাজেয়াপ্ত করে সমগ্র জনগণের সম্পত্তি হবে; এমন খামারের আয়তন আর গুরুত্ব অনুসারে তা যাবে কেবল রাষ্ট্র কিংবা কমিউনের নিজস্ব ব্যবহারের জন্য।

খেসারতের প্রশ্নটা নিয়ে বিবেচনা করবে সংবিধান সভা।

৫) বাজেয়াপ্ত ভূমিসম্পত্তিগুলির সমস্ত পশুসম্পদ এবং খামারের সরঞ্জাম ঐসব সম্পত্তির আয়তন এবং গুরুত্ব অনুসারে যাবে রাষ্ট্র কিংবা কোন কমিউনের হাতে, কেবল সেটারই ব্যবহারের জন্য বিনা খেসারতে।

সামান্য জমির মালিক কৃষকদের খামারের সরঞ্জাম বাজেয়াপ্তির আওতায় পড়বে না।

৬) রাশিয়া রাষ্ট্রের সমস্ত নাগরিক (নারী-পুরুষ নির্বিশেষে) যারা নিজেদের শ্রমে, পরিবারের সাহায্যে কিংবা শরিকী ব্যবস্থায় জমিতে চাষবাস করতে চায় তাদের দেওয়া হবে জমি ব্যবহারের অধিকার, কিন্তু সেটা শুধু তারা যদি সেই জমিতে চাষবাস করতে সমর্থ হয়। মজুর খাটান অনুমোদিত নয়।

কোন গ্রাম কমিউনের কোন সদস্যের দু'বছর অবধি সময়ের জন্য সাময়িকভাবে শারীরিক অশক্ত অবস্থার ক্ষেত্রে সে আবার কাজ করতে সক্ষম হওয়া অবধি সময়ে

তার জমিতে যৌথভাবে চাষবাস করে তাকে সাহায্য করাটা হবে গ্রাম কমিউনের অবশ্যকরণীয়।

বার্ধক্য কিংবা ভগ্নস্বাস্থ্যের দরুন স্থায়িভাবে অশক্ত এবং নিজে চাষবাস করতে অপারক কৃষকের জমি ব্যবহার করার অধিকার খোয়া যাবে। কিন্তু, তার পরিবর্তে সে রাষ্ট্র থেকে পেনশন পাবে।

৭) রায়তিস্বত্ব হবে সর্বভিত্তিক, অর্থাৎ মেহনতী মানুষের মধ্যে জমি বিলি করা হবে স্থানীয় অবস্থার অনুযায়ী কোন শ্রম-মান কিংবা ভোগ্য-মান অনুসারে (১৪১)।

বাস্তুভিটা, খামার, সাধারণ কিংবা সমবায় — রায়তিস্বত্বের আকার যেমনটা স্থির করবে প্রত্যেকটা পৃথক গ্রাম আর বসতি, তার উপর একেবারে কোন বাধা-নিষেধই থাকবে না।

৮) হস্তান্তরিত সমস্ত ভূমি জাতীয় ভূমি-নিধির অন্তর্ভুক্ত হবে। গণতান্ত্রিক উপায়ে সংগঠিত সম্প্রদায়হীন গ্রাম-কমিউন আর নগর-কমিউন থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় আঞ্চলিক সংস্থাগুলি অবধি স্থানীয় আর কেন্দ্রীয় স্বশাসন সংস্থাগুলির উপর ঐ ভূমি কৃষকদের মধ্যে বিলি করার ভার থাকবে।

জনসংখ্যাবৃদ্ধি এবং কৃষিকাজে উৎপাদনশীলতা আর বৈজ্ঞানিক মানের উন্নতি অনুসারে মাঝে মাঝে ভূমি-নিধির পুনর্বণ্টন হতে পারবে।

আবণ্টিত জমি-বন্দের চৌহদ্দিতে রদ-বদলের সময়ে আবণ্টিত জমি-বন্দের মূল কোষকেন্দ্রটা অক্ষত রেখে দেওয়া হবে।

কোন সদস্য কমিউন ছেড়ে গেলে তার জমি ভূমি-নিধিতে ফেরত যাবে; এমন জমিতে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে ছেড়ে-যাওয়া সদস্যের নিকট আত্মীয়দের কিংবা তার মনোনীত লোককে।

আবণ্টিত জমি-বন্দে দেওয়া সার এবং উন্নয়নকার্য যে-পরিমাণে ঐ জমি ভূমি-নিধিতে ফেরত যাবার সময়ের মধ্যে ব্যবহারের ফলে একেবারে নিঃশেষ হয়ে যাবে না সেটার খরচা বাবত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

কোন একটা এলাকায় ব্যবহার্য জমির পরিমাণ স্থানীয় জনসমষ্টির প্রয়োজনানুরূপ না হলে বাড়তি মানুষের বসতির ব্যবস্থা হবে অন্যত্র।

রাষ্ট্র নিজে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবে। সেটার খরচ এবং সরঞ্জাম, ইত্যাদি যোগানের খরচও দেবে রাষ্ট্র।

পুনর্বাসন হবে নিম্নলিখিত ক্রমানুসারে: পুনর্বাসন যারা চায় এমনসব ভূমিহীন কৃষক, তারপরে কমিউনের যেসব সদস্যের বদ-অভ্যাস আছে, ফৌজ থেকে পলাতক, ইত্যাদি আর শেষে, লটারি করে কিংবা আপসে।'

এই ম্যান্ডেটের সমগ্র মর্মবস্তুতে ব্যক্ত হয়েছে সারা রাশিয়ার শ্রেণীসচেতন কৃষকদের বিপুল সংখ্যাগুরু অংশের অবাধ সংকল্প। এটা সাময়িক আইন হিসেবে জারি হল। সংবিধান সভা আহূত হওয়া অবধি সময়ের মধ্যে এটাকে যথাসম্ভব বলবৎ করা হবে অবিলম্বে আর এটার কোন অনুবিধি

বলবৎ করা হবে যথাযোগ্য ক্রমে ক্রমে, যেমনটা স্থির করবে উয়েজ্দ কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলি।

৫) সাধারণ কৃষক এবং সাধারণ কসাকদের (১৪২) জমি বাজেয়াপ্ত করা হবে না।

এখানে কেউ কেউ বলছেন, খাস ডিক্রি এবং ম্যাণ্ডেটটা রচনা করেছিল সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা। তাতে কী হল? এগুলো কে রচনা করছে তাতে কিছু এসে-যায় কি? সেটার সঙ্গে এমন কি আমাদের মতভেদ থাকলেও, গণতান্ত্রিক সরকার হিসেবে আমরা বিপুল জনরাশির সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করতে পারি না। অভিজ্ঞতার পোড় খেয়ে, ডিক্রিটাকে বাস্তবে প্রয়োগ করে এবং এলাকাগুলিতে এটাকে বলবৎ করার মধ্যে কৃষকেরা নিজেরাই উপলব্ধি করবে কোথায় রয়েছে সত্যটা। কৃষকেরা সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের অনুগামী থেকে গেলেও, এই পার্টিকে তারা সংবিধান সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিলেও তখনও আমরা বলব — তাতে কী হল? অভিজ্ঞতাই সবচেয়ে সেরা গুরু। সেটা দেখিয়ে দেবে সঠিক কে। সমস্যাটার মীমাংসা কৃষকেরা করুক একদিক থেকে, আমরা করব অন্যদিক থেকে। বৈপ্লবিক সৃজনীকর্মের সাধারণ ধারায়, নতুন নতুন রাষ্ট্র-রূপ গড়ে তোলার প্রক্রিয়ায় অভিজ্ঞতা আমাদের একত্রে মিলিত হতে বাধ্য করবে। আমাদের চলতে হবে অভিজ্ঞতা অনুসারে। জনরাশির সৃজনীশক্তির পূর্ণ স্বাধীনতা আমাদের দিতে হবে। সশস্ত্র অভ্যুত্থান দিয়ে উচ্ছেদ-করা সাবেকী সরকার ভূমিসমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিল সাবেকী অপরিবর্তিত জারের আমলাতন্ত্রের সাহায্যে। কিন্তু আমলাতন্ত্র সমস্যাটার সমাধান করার বদলে শুধু লড়েছিল কৃষকদের বিরুদ্ধে। আমাদের বিপ্লবের আট মাসে কিছু শিখেছে কৃষকেরা। সমস্ত ভূমিসমস্যার সমাধান তারা করতে চায় নিজেরাই। তাই আমরা এই খসড়া আইনের যাবতীয় সংশোধনের বিরোধী। এর কোন খুঁটিনাটি আমরা চাই না। কেননা, কর্মসূচি নয়, আমরা লিখছি একটা ডিক্রি। রাশিয়া বিপুল, স্থানীয় অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন। আমরা ভরসা করি, কৃষকেরা নিজেরাই সমস্যাটার সমাধান করতে পারবে সঠিকভাবে, যথাযোগ্য উপায়ে — আমরা যা পারতাম তার চেয়ে ভালভাবে। সেটা তারা করল আমাদের মূল ভাবধারা অনুসারে, না, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি কর্মসূচির মূল ভাবধারা অনুসারে, তা নয় আসল কথাটা। আসল কথাটা হল এই

যে, গ্রামাঞ্চলে কোন ভূস্বামী আর নেই, এবিষয়ে তাদের দৃঢ়নিশ্চিত করতে হবে। **সমস্ত প্রশ্নের** নিষ্পত্তি করবে তারা নিজেরাই। আর নিজেদের জীবন গুছিয়ে তুলবে তারা নিজেরাই। (**উচ্চ হর্ষধ্বনি**।)

৩৫ খণ্ড, ২৩-২৭ পৃঃ

শ্রমিকের নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে খসড়া প্রবিধান

১। যেসব শিল্প, বাণিজ্য, ব্যাঙ্কিং, কৃষি এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত শ্রমিক আর আপিস-কর্মচারীর সংখ্যা (একত্রে) পাঁচের কম নয় কিংবা যেগুলিতে খাটান অর্থের পরিমাণ বছরে ১০,০০০ রুব্‌লের কম নয়, সেগুলিতে **সমস্ত** উৎপন্ন দ্রব্য আর কাঁচামালের উৎপাদন, সংরক্ষণ, ক্রয় এবং বিক্রয়ের উপর **শ্রমিকের নিয়ন্ত্রণ** চালু করা হবে।

২। একটি প্রতিষ্ঠানের **সমস্ত** শ্রমিক আর আপিস-কর্মচারীরা শ্রমিকের নিয়ন্ত্রণ খাটাবে হয় সরাসরি — যদি প্রতিষ্ঠানটা তা চলবার পক্ষে যথেষ্ট ছোট হয় — নইলে তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মারফত, যারা **অবিলম্বে** নির্বাচিত হবে বিভিন্ন সাধারণ সভায়, তাতে নির্বাচনের কার্যবিবরণ লিপিবদ্ধ করা হবে এবং নির্বাচিতদের নাম জানান হবে সরকারকে এবং শ্রমিক, সৈনিক আর কৃষক প্রতিনিধিদের স্থানীয় সোভিয়েতগুলিকে।

৩। শ্রমিক আর আপিস-কর্মচারীদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অনুমতি ব্যতিরেকে রাষ্ট্রীয় গুরুত্বসম্পন্ন (৭ নং ধারা দ্রষ্টব্য) কোন প্রতিষ্ঠানের কিংবা শিল্পায়তনের কাজ স্থগিত রাখা কিংবা সেটার পরিচালনায় কোন পরিবর্তন ঘটান কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

৪। **সমস্ত** হিসাবের খাতা আর দলিলপত্র এবং মালমশলা, যন্ত্রপাতি আর উৎপন্ন দ্রব্যের **সমস্ত** গুদাম আর মজুত দেখবার ক্ষমতা থাকবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের, তাতে কোন ব্যতিক্রম থাকবে না।

৫। শ্রমিক আর আপিস-কর্মচারীদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সিদ্ধান্তগুলি প্রতিষ্ঠান-মালিকদের অবশ্যপালনীয়, একমাত্র ট্রেড ইউনিয়ন আর কংগ্রেসগুলি ওইসব সিদ্ধান্ত রদ করতে পারে।

৬। রাষ্ট্রীয় গুরুত্বসম্পন্ন **সমস্ত** প্রতিষ্ঠানে কঠোরতম সুব্যবস্থা আর শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য এবং সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য **সমস্ত** মালিক

এবং শ্রমিকের নিয়ন্ত্রণ খাটাবার উদ্দেশ্যে শ্রমিক আর আপিস-কর্মচারীদের নির্বাচিত **সমস্ত** প্রতিনিধি রাষ্ট্রের কাছে জবাবদিহি করবে। কাজে অবহেলা এবং মজুত, হিসাব, ইত্যাদি গোপন করার জন্য অপরাধীদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত সহ পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের শাস্তি দেওয়া হবে।

৭। রাষ্ট্রীয় গুরুত্বসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানগুলি বলতে বোঝায় প্রতিরক্ষার জন্য কর্মরত সমস্ত প্রতিষ্ঠান কিংবা সমগ্র জনসমষ্টির জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস উৎপাদনের সঙ্গে যে-কোনভাবে সংশ্লিষ্ট সমস্ত প্রতিষ্ঠান।

৮। স্থানীয় শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলি এবং কারখানা কমিটিগুলির বিভিন্ন সম্মেলন এবং আপিস-কর্মচারীদের প্রতিনিধিদের সাধারণ সভায় ওই কর্মচারীদের কমিটিগুলিও শ্রমিকের নিয়ন্ত্রণের আরও বিশদ নিয়মাবলী রচনা করবে।

১৯১৭ সালের ২৬ কিংবা ২৭ অক্টোবরে (৮ কিংবা ৯ নভেম্বরে) লিখিত

৩৫ খণ্ড, ৩০-৩১ পৃঃ

সংবিধান সভা সম্বন্ধে থিসিস

১। সংবিধান সভা বসাবার দাবিটা ছিল বৈপ্লবিক সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির কর্মসূচির খুবই ন্যায়সংগত একটা অঙ্গ, তার কারণ কোন বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রে সংবিধান সভা হল গণতান্ত্রিকতার সর্বোচ্চ আকার, আর কারণ হল এই যে, কেরেনস্কির নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদী প্রজাতন্ত্র প্রাক্-পার্লামেণ্ট স্থাপন করার সাহায্যে নির্বাচনে জুয়াচুরি এবং নানা উপায়ে গণতান্ত্রিকতা লঙ্ঘনের আয়োজন করছিল।

২। সংবিধান সভা বসাবার দাবি তোলার সঙ্গে সঙ্গে বৈপ্লবিক সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি ১৯১৭ সালের বিপ্লবের শুরু থেকে বারংবার জোর দিয়ে বলেছে, সংবিধান সভা সহ সাধারণ বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের চেয়ে উন্নততর আকারের গণতান্ত্রিকতা হল সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র।

৩। বুর্জোয়া ব্যবস্থা থেকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উত্তরণের জন্য, প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের জন্য (শ্রমিক, সৈনিক এবং কৃষক প্রতিনিধিদের) সোভিয়েতগুলির প্রজাতন্ত্র (সংবিধান সভা শোভিত প্রচলিত বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে তুলনায়) উন্নততর ধরনের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানই শুধু নয়, অধিকন্তু এই ধরনটাই হল সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পক্ষে সবচেয়ে কম যন্ত্রণাকর।

৪। ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি সময়ে পেশ-করা বিভিন্ন প্রার্থীতালিকার ভিত্তিতে আমাদের বিপ্লবে সংবিধান সভা আহ্বান করা হয়েছে এমন পরিবেশে, যাতে এই সংবিধান সভা নির্বাচনে সাধারণভাবে জনগণের সংকল্প এবং বিশেষত মেহনতী জনগণের সংকল্পের যথাযথ অভিব্যক্তির সম্ভাবনা নেই।

৫। প্রথমত, বিভিন্ন পার্টির দেওয়া প্রার্থী তালিকাগুলো সত্যিই যখন ওইসব তালিকায় প্রদর্শিত পার্টিগত গ্রুপ-বিভাগ জনগণের প্রকৃত বিভাগের

অনুযায়ী হয়, একমাত্র সেক্ষেত্রেই আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ফলে জনগণের সংকল্পের যথাযথ অভিব্যক্তি ঘটতে পারে। কিন্তু আমাদের বেলায় — যা সুবিদিত — জনগণের মধ্যে, বিশেষত কৃষকদের মধ্যে মে-অক্টোবর মাসে যে পার্টির অনুগামীদের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি সেই সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পার্টি ১৯১৭ সালে অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে সংবিধান সভার জন্য সম্মিলিত নির্বাচনী তালিকা নিয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু সংবিধান সভার নির্বাচনের পরে এবং সভার অধিবেশনের আগে ১৯১৭ সালে নভেম্বর মাসে (১৪৩) পার্টিটিতে ভাঙন ঘটে।

এই কারণে, ভোটদাতাদের বিপুল অংশের সংকল্প এবং নির্বাচিত সংবিধান সভার গঠনের মধ্যে আনুষ্ঠানিক অনুযায়িতাও নেই, তা থাকতে পারে না।

৬। দ্বিতীয়ত, একদিকে, জনগণের সংকল্প, বিশেষত মেহনতী শ্রেণীগুলির সংকল্প, আর অন্যদিকে, সংবিধান সভার গঠন, এই দুইয়ের মধ্যেকার অসামঞ্জস্যের আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ — আনুষ্ঠানিক কিংবা কানুনী নয়, সামাজিক-অর্থনৈতিক, শ্রেণীগত — উৎপত্তিস্থল রয়েছে, সেটা হল: সংবিধান সভার নির্বাচন যখন হয়েছিল সেসময়ে জনগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ তখনও জানতে পারে নি অক্টোবর, সোভিয়েত, প্রলেতারীয়-কৃষক বিপ্লবের পূর্ণ পরিধি আর তাৎপর্য, এই বিপ্লব শুরু হয় ১৯১৭ সালে ২৫ অক্টোবর, অর্থাৎ সংবিধান সভার জন্য প্রার্থীতালিকাগুলো পেশ হয়ে যাবার পরে।

৭। একেবারে আমাদের চোখের সামনেই অক্টোবর বিপ্লব বিকাশের বিভিন্ন ক্রমায়ত পর্ব পার হয়ে চলছে, ক্ষমতা জিতে নিচ্ছে সোভিয়েতগুলির জন্য, রাজনৈতিক প্রশাসন বুর্জোয়াদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তুলে দিচ্ছে প্রলেতারিয়েত আর গরিব কৃষককুলের হাতে।

৮। রাজধানীতে ২৪-২৫ অক্টোবরের বিপ্লবের বিজয় দিয়ে এটা শুরু হয়, তখন প্রলেতারিয়ানদের এবং কৃষকদের মধ্যে রাজনীতিগতভাবে সবচেয়ে সক্রিয় অংশের সেনামুখ — শ্রমিক এবং সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত-গুলির দ্বিতীয় সারা-রাশিয়া কংগ্রেস — বলশেভিক পার্টিকে সংখ্যাগুরু করে সেটাকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে।

৯। তখন, নভেম্বর আর ডিসেম্বর মাস জুড়ে বিপ্লবের প্রসার ঘটে সমগ্র ফৌজে এবং কৃষকদের মধ্যে — সর্বাগ্রে সাবেকী পরিচালক সংস্থা-গুলোকে গদিচ্যুত করায় এবং সেগুলোর জায়গায় নতুন নতুন পরিচালক

সংস্থা নির্বাচন করায় এটা প্রকাশ পায় (সাবেকী পরিচালক সংস্থাগুলো ছিল ফৌজী কমিটিগুলো, বিভিন্ন গুবের্নিয়া কৃষক-কমিটি, সারা-রাশিয়া কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি, ইত্যাদি); বিপ্লবের প্রলেতারীয় পর্বের প্রতীক নয়, এগুলো ছিল বিপ্লবের বাতিল-করা আপসমূলক পর্বের, সেটার বুর্জোয়াদের প্রতীক, কাজেই গভীরতর এবং বিস্তৃততর জনরাশির চাপে এগুলোর বিলুপ্তি অবধারিত, অনিবার্যই ছিল।

১০। শোষিত জনগণের বিভিন্ন সংগঠনের পরিচালক সংস্থাগুলি পুনর্গঠনের জন্য তাদের পরাক্রমশালী আন্দোলন শেষ হয় নি এখনো, ১৯১৭ সালের ডিসেম্বর মাসের এই মাঝামাঝি সময়েও; রেলশ্রমিক-কর্মচারী কংগ্রেসের অধিবেশন চলছে এখনো — এটা হল সেই আন্দোলনের একটা পর্ব।

১১। কাজে কাজেই রাশিয়ায় শ্রেণীগত শক্তিগুলির শ্রেণী-সংগ্রামের ধারায় সেগুলির দল-বিভাগের আকার ১৯১৭ সালে নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে যা দাঁড়াচ্ছে সেটা ১৯১৭ সালে অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি সময়ে সংবিধান সভার জন্য বিভিন্ন পার্টির প্রস্তুত-করা প্রার্থীতালিকাগুলোতে যা প্রকাশ পেতে পারত তার থেকে আদপেই পৃথক।

১২। ইউক্রেনে (তেমনি ককেশাসে এবং অংশত ফিনল্যাণ্ডে আর বেলোরুশিয়ায়ও) সাম্প্রতিক ঘটনাবলী অনুরূপভাবে বিভিন্ন শ্রেণীশক্তির পুনর্বিন্যাস নির্দেশ করছে, যেটা ঘটছে একদিকে, ইউক্রেনের রাদা (১৪৪), ফিনল্যাণ্ডের ডায়েট, ইত্যাদির বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ এবং অন্যদিকে, এর প্রত্যেকটা জাতীয় প্রজাতন্ত্রে সোভিয়েতরাজ, প্রলেতারীয়-কৃষক বিপ্লব, এই দুইয়ের মধ্যে সংগ্রামের প্রক্রিয়ায়।

১৩। শেষে, সোভিয়েতরাজের বিরুদ্ধে, কৃষক-শ্রমিক সরকারের বিরুদ্ধে কাদেত-কালেদিন প্রতিবৈপ্লবিক বিদ্রোহ দিয়ে বাধান গৃহযুদ্ধটা শ্রেণী-সংগ্রামকে চরমে তুলেছে, আর রাশিয়ার জাতিগুলি, সর্বাগ্রে দেশটির শ্রমিক শ্রেণী এবং কৃষকেরা ইতিহাসক্রমে যেসব সুকঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে সেগুলিকে যথাবিধি গণতান্ত্রিক উপায়ে মীমাংসা করার যাবতীয় সম্ভাবনা বিনষ্ট করেছে।

১৪। প্রলেতারীয়-কৃষক বিপ্লবকে বাস্তবিকই নিরাপদ করতে পারে শুধু বুর্জোয়া ও ভূস্বামী বিদ্রোহের (যা প্রকাশ পেয়েছে কাদেত-কালেদিন আন্দোলনে) উপর শ্রমিক-কৃষকদের পূর্ণ বিজয়, শুধু দাসমালিকদের এই

বিদ্রোহের ক্ষমাহীন সামরিক অবদমন। বিপ্লবে ঘটনাধারা এবং শ্রেণী-সংগ্রামের বিকাশধারার ফলে উঠেছে 'সংবিধান সভার হাতে সমস্ত ক্ষমতা!' এই স্লোগানটি — এতে উপেক্ষিত হচ্ছে শ্রমিক-কৃষক বিপ্লবের সাফল্যগুলি, উপেক্ষিত হচ্ছে সোভিয়েত ক্ষমতা, উপেক্ষিত হচ্ছে দ্বিতীয় সারা-রাশিয়া শ্রমিক এবং সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলির কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত, দ্বিতীয় সারা-রাশিয়া কৃষক প্রতিনিধিদের কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত, ইত্যাদি — এটা **প্রকৃতপক্ষে হয়ে উঠেছে** কাদেতদের আর কালেদিনপন্থীদের এবং তাদের মদতদারদের স্লোগান। সমগ্র জনগণ এখন পুরোপুরি অবহিত হয়েছে যে, সংবিধান সভা সোভিয়েতরাজ থেকে ভিন্নপথ ধরলে সভার অবধারিত রাজনৈতিক বিলুপ্তি অনিবার্য।

১৫। শান্তি সংক্রান্ত সমস্যাটা হল জাতীয় জীবনের বিশেষভাবে সুকঠিন সমস্যাগুলোরই একটা। শান্তির জন্য রাশিয়ায় সাচ্চা বৈপ্লবিক সংগ্রাম শুরু হয়েছে শুধু ২৫ অক্টোবর বিপ্লবের বিজয়ের পরে। এই বিজয়ের প্রথম ফলগুলি হল গোপন সন্ধিচুক্তিগুলো প্রকাশন, যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদন, রাজ্যগ্রাস আর খেসারত ছাড়া সর্বজনীন শান্তির (১৪৫) জন্য প্রকাশ্য আলাপ-আলোচনার সূচনা।

শান্তির জন্য বৈপ্লবিক সংগ্রামের কর্মনীতি পুরোপুরি এবং খোলাখুলি লক্ষ্য করা এবং সেটার ফলাফল বিচার-বিশ্লেষণ করার সুযোগ জনগণের বিভিন্ন বিস্তৃত অংশ বাস্তবিকই পাচ্ছে শুধু এখন।

সংবিধান সভা নির্বাচনের সময়ে এমন কোন সুযোগ ছিল না জনগণের বিপুল অংশের।

নির্বাচিত সংবিধান সভার গঠন এবং যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটাবার প্রশ্নে জনগণের প্রকৃত সংকল্পের মধ্যে অসামঞ্জস্য এই দৃষ্টিকোণ থেকেও যে অনিবার্য, সেটা খুবই স্পষ্ট।

১৬। উল্লিখিত সমস্ত পরিস্থিতির সাকল্যের ফলটা এই যে, বুর্জোয়া শাসনের অধীনে প্রলেতারীয়-কৃষক বিপ্লবের আগে পার্টিগুলির নির্বাচনী তালিকা যা ছিল সেগুলোর ভিত্তিতে আহূত সংবিধান সভার বিরোধ বাধবে মেহনতী এবং শোষিত শ্রেণীগুলির সংকল্প আর স্বার্থের সঙ্গে, এটা অবশ্যম্ভাবী — ওইসব শ্রেণী বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শুরু করে ২৫ অক্টোবর থেকে। প্রতিনিধিদের প্রত্যাহৃত করে যে-কোন মুহূর্তে নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য জনগণের অধিকার স্বীকৃতির অনুবিধি সংবিধান সভা সংক্রান্ত আইনে না থাকার দরুন সংবিধান সভার

আনুষ্ঠানিক অধিকার যদি ক্ষুণ্ণ নাও হত সেক্ষেত্রেও স্বভাবতই বিপ্লবের স্বার্থের স্থান হত ওইসব আনুষ্ঠানিক অধিকারের ঊর্ধ্বে।

১৭। মামুলি বুর্জোয়া গণতন্ত্রের চৌহদ্দির ভিতরে এবং শ্রেণী-সংগ্রাম আর গৃহযুদ্ধ উপেক্ষা করে আনুষ্ঠানিক কানুনী দৃষ্টিকোণ থেকে সংবিধান সভা সংক্রান্ত প্রশ্নটা নিয়ে বিচার-বিবেচনা করার প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ যে-কোন চেষ্টা প্রলেতারিয়েতের কর্মব্রতের প্রতি বেইমানি এবং বুর্জোয়া দৃষ্টিকোণ অবলম্বনেরই শামিল। অক্টোবরের অভ্যুত্থান এবং প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের করণীয় কাজগুলির তাৎপর্য উপলব্ধি করতে না পেরে অল্প কয়েকজন বলশেভিক নেতা পথভ্রষ্ট হয়ে এই যে-ভুলের মাঝে গিয়ে পড়েছেন সেটার বিরুদ্ধে প্রত্যেককে এবং সবাইকে হুঁশিয়ারি জানান বিপ্লবী সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির অবশ্যকর্তব্য।

১৮। একদিকে, সংবিধান সভা নির্বাচন আর অন্যদিকে, জনগণের সংকল্প এবং মেহনতী আর শোষিত শ্রেণীগুলির স্বার্থ, এই দুইয়ের ভিন্নমুখীতার দরুন যে-সংকট দেখা দিয়েছে সেটার যন্ত্রণাহীন সমাধান ঘটান সম্ভবপর, একমাত্র যদি জনগণ যথাসম্ভব ব্যাপকভাবে এবং দ্রুত সংবিধান সভার সদস্যদের নতুন করে নির্বাচিত করার অধিকার খাটায়, আর সংবিধান সভা যদি এই নতুন নির্বাচন সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির আইন মেনে নেয়, সোভিয়েতরাজ, সোভিয়েত বিপ্লব এবং শান্তি, জমি আর শ্রমিকের নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত প্রশ্নগুলিতে সেটার কর্মনীতি মান্য করার অকুণ্ঠ ঘোষণা করে, আর স্থিরসংকল্প হয়ে শামিল হয় কাদেত-কালেদিন প্রতিবিপ্লবের শত্রুদের শিবিরে।

১৯। যদি এইসব শর্ত পূরণ না হয় সেক্ষেত্রে, সংবিধান সভার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংকটের মীমাংসা হতে পারে শুধু বৈপ্লবিক উপায়ে, তাতে সোভিয়েতরাজ অতি তেজী, দ্রুত, দৃঢ় এবং স্থিরসংকল্প বৈপ্লবিক ব্যবস্থা অবলম্বন করবে কাদেত-কালেদিন প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে — এই প্রতিবিপ্লব যে-কোন স্লোগান আর প্রতিষ্ঠানের (সংবিধান সভায় অংশগ্রহণ পর্যন্ত) পিছনে আত্মগোপন করুক না কেন। এই সংগ্রামের মধ্যে সোভিয়েতরাজের কর্মক্ষমতা সঙ্কুচিত করার যে-কোন চেষ্টা প্রতিবিপ্লবে মদত দেবার শামিল।

১৯১৭ সালের ১১ কিংবা ১২ (২৪ কিংবা ২৫) ডিসেম্বরে লিখিত

৩৫ খণ্ড, ১৬২-১৬৬ পৃঃ

প্রতিযোগিতা সংগঠিত করতে হয় কীভাবে?

প্রতিযোগিতা, ব্যক্তিগত কারবার এবং পংজিপতিদের আর পংজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্যান্য যাবতীয় জমকাল মল্য আর আশীর্বাদের প্রশংসায় বর্জোয়া লেখকেরা ঝুড়ি ঝুড়ি দিস্তে কাগজ নিঃশেষ করে চলেছেন। সমাজতন্ত্রীদের বিরদ্ধে অভিযোগ করা হয়, তারা এইসব মল্যের গরত্ব বঝতে চায় না, তারা 'মানবপ্রকৃতিকে' তুচ্ছ করে। কিন্তু যে ক্ষদ্র, স্বাধীন পণ্য-উৎপাদনের আমলে প্রতিযোগিতার ফলে **বেশকিছ** মাত্রায় কর্মপ্রচেষ্টা, প্রবল সক্রিয়তা আর বলিষ্ঠ উদ্যম সৃষ্টি হতে পারত তার জায়গায় পংজিতন্ত্র বাস্তবিকপক্ষে অনেক আগেই এনেছে বৃহৎ আর খবই-বৃহৎ আয়তনের কারখানার উৎপাদন, যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান, সিণ্ডিকেট এবং অন্যান্য একচেটিয়া কারবার। **এমন** পংজিতন্ত্রের আমলে প্রতিযোগিতার অর্থ হল **জনসমষ্টির,** সেটার বিপল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের, প্রতি শত মেহনতীদের মধ্যে নিরানব্বই জনের কর্মপ্রচেষ্টা, সক্রিয়তা আর বলিষ্ঠ উদ্যমের অবিশ্বাস্য রকমের পাশব অবদমন। এর আরও অর্থ হল — আর্থিক জয়াচুরি, স্বজনপোষণ, সামাজিক সিঁড়িটার উপরকার ধাপগলির উপর হীনানগত্য দ্বারা প্রতিযোগিতার প্রতিস্থাপন।

প্রতিযোগিতা প্রশমিত করা তো দরের কথা, সমাজতন্ত্র বরং তার উল্টো, এই প্রথম বারের মতো সেটাকে যথার্থ **ব্যাপক** এবং যথার্থ **গণ**পরিসরে খাটাবার সযোগ সৃষ্টি করে, শ্রমক্ষেত্রে অধিকাংশ মেহনতীকে প্রকৃতপক্ষে টেনে আনে সেখানে, যেখানে সামর্থ্য প্রদর্শন করতে পারে, ক্ষমতা বিকশিত করতে পারে এবং তাদের মধ্যে বিদ্যমান যে-প্রভূত প্রতিভা তা উদ্ঘাটিত করতে পারে, সেই জনগণকেই পংজিতন্ত্র হাজারে হাজারে, লক্ষে লক্ষে পেষণ, দমন আর শ্বাসরোধ করেছে।

এখন একটি সমাজতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে — এখন প্রতিযোগিতা সংগঠিত করা আমাদের কর্তব্য।

বুর্জোয়াদের মোসাহেবেরা আর পা-চাটারা সমাজতন্ত্রকে বলেছে একটা একরূপী, ছকে-বাঁধা, একঘেয়ে আর নীরস ব্যারাকের মতো ব্যবস্থা। টাকার কুমিরদের মোসাহেবেরা, শোষকদের পা-চাটারা, বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী ভদ্দরলোকেরা সমাজতন্ত্রকে একটা জুজু হিসেবে ব্যবহার করেছে জনগণকে 'ভয় খাওয়াবার' জন্য, — পুঁজিতন্ত্রের আমলে এই জনগণের ভাগ্যে অবধারিত ছিল সশ্রম কারাবাসের মতো জীবন আর দুঃসাধ্য, একঘেয়ে মেহনতের ব্যারাক ধরনের বাধ্যতা, অবধারিত ছিল অতি শোচনীয় দারিদ্র্য আর আধা-উপোসের জীবন। এই সশ্রম কারাবাস থেকে জনগণকে মুক্ত করার দিকে প্রথম ব্যবস্থা হল ভূসম্পত্তিগুলো বাজেয়াপ্ত করা, শ্রমিকের নিয়ন্ত্রণ চালু করা এবং ব্যাঙ্কগুলির রাষ্ট্রীয়করণ। এর পরবর্তী ব্যবস্থাগুলি হবে — কলকারখানা রাষ্ট্রীয়করণ, সমগ্র জনসমষ্টিকে আবশ্যিকভাবে বিভিন্ন ক্রেতা সংঘে সংগঠিত করা — ওই সংঘগুলি একইসঙ্গে হবে উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী বিক্রিরও সংঘ এবং শস্য আর অন্যান্য অবশ্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের বাণিজ্যে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া কারবারী।

যথার্থ গণ-পরিসরে কর্মপ্রচেষ্টা, প্রতিযোগিতা এবং বলিষ্ঠ উদ্যম প্রদর্শনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে শুধু এখন। পুঁজিপতিকে যেখান থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে, কিংবা যেখানে আসল শ্রমিকের নিয়ন্ত্রণ দিয়ে তাকে শায়েস্তা করা হয়েছে এমন প্রত্যেকটা কারখানা, যেখানে ভূস্বামী শোষককে ধরে ফেলে তার ভূমি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এমন প্রত্যেকটা গ্রাম শুধু এখন হয়েছে এমন ক্ষেত্র যেখানে মেহনতীরা তাদের কর্মদক্ষতা উদ্ঘাটিত করতে পারে, পিঠ একটুখানি সোজা করতে পারে, সম্পূর্ণ সিধে হয়ে দাঁড়াতে পারে এবং নিজেদের মানুষ বলে বোধ করতে পারে। শতাব্দীর পরে শতাব্দী ধরে পরের জন্য খাটুনি আর জবরদস্তির চাপে শোষকদের জন্য মেহনত করার পরে এই প্রথম **নিজের জন্য কাজ করা** এবং অধিকন্তু, নিজের কাজে প্রযুক্তিবিদ্যা আর সংস্কৃতির যাবতীয় সাধন প্রয়োত করা সম্ভব হয়ে উঠেছে।

ঝুনো-কট্টর পরজীবী আর তাদের মোসাহেবদের বিরুদ্ধে বিরোধ, বাধা, সংঘর্ষ আর বলপ্রয়োগ ছাড়া মানবেতিহাসের এই বৃহত্তম পরিবর্তন — জবরদস্তির চাপে কাজ করা থেকে নিজের জন্য কাজ করা — ঘটতে পারে না নিশ্চয়ই। তাতে কোন শ্রমিকের কোন মোহ নেই। অতি শোচনীয় অভাব-অনটন আর শোষকদের জন্য দীর্ঘ বহু বছরের দাস-শ্রমের ভিতর দিয়ে, অসংখ্য অবমাননা আর হিংস্রতার ভিতর দিয়ে শক্ত হয়ে-ওঠা শ্রমিক আর

গরিব কৃষকেরা বোঝে যে ওইসব শোষকের প্রতিরোধ **ভাঙতে সময়** লাগবে। শ্রমিক আর কৃষকেরা একটুও সংক্রামিত নয় সেইসব ভাবোচ্ছ্বাসের মোহ দিয়ে, যা আছে বুদ্ধিজীবী ভদ্দরলোকদের এবং 'নোভায়া জিজ্‌ন' দঙ্গলের আর অন্যান্য ছিঁচকাঁদুনেদের, যারা পুঁজিপতিদের 'অভিশাপ দিয়ে চেঁচিয়ে' গলা ভেঙেছে, তাদের বিরুদ্ধে 'অঙ্গভঙ্গি করেছে', তাদেরকে 'চূর্ণ করেছে', কিন্তু **কাজের বেলায়,** পুঁজিপতিদের **অপসারিত করার** কাজটাকে বাস্তবে রূপায়িত করার বেলায় কেঁদে ভেঙে পড়েছে এবং আচরণ করেছে চাবুক-খাওয়া কুকুরছানার মতো।

জবরদস্তির চাপে কাজ করা থেকে নিজের জন্য কাজ করায়, সুবিশাল জাতীয় (এবং কিছু পরিমাণে আন্তর্জাতিক, বিশ্ব) পরিসরে পরিকল্পিত এবং সংগঠিত শ্রমে বিরাট পরিবর্তনের জন্য শোষকদের প্রতিরোধ দমনের **'সামরিক'** ব্যবস্থাবলীর উপরে আরও দরকার প্রলেতারিয়েত আর গরিব কৃষকদের বিপুল **সাংগঠনিক,** সংগঠনী প্রচেষ্টা। গতকালকার দাসমালিকদের (পুঁজিপতিদের) এবং তাদের মোসাহেবদের দঙ্গলগুলোকে — বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী ভদ্দরলোকদের — নির্মমভাবে দমন করার করণীয় কাজটার সঙ্গে সাংগঠনিক করণীয় কাজটা বিজড়িত হয়ে একটা অখণ্ড কাজ হয়ে উঠেছে। গতকালকার দাসমালিকেরা আর তাদের বুদ্ধিজীবী ক্রীড়নকেরা বলে এবং ভাবে: আমরা বরাবরই ছিলাম সংগঠক আর সর্দার। আমরা হাঁক-হুকুম করেছি, সেটা আমরা চালিয়ে যেতেই চাই। 'সাধারণ লোক' — শ্রমিক আর কৃষকদের — মেনে চলতে আমরা অসম্মত হব। তাদের কাছে আমরা বশ্যতাস্বীকার করব না। ধনীদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধাগুলো এবং জনসাধারণের উপর পুঁজির শাসন রক্ষার জন্য জ্ঞানকে আমরা একখানা অস্ত্রে রূপান্তরিত করব।

বুর্জোয়ারা আর বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা বলে, ভাবে এবং করে তাইই। **স্বার্থপরতার** দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাদের আচরণ বোধগম্য। সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীদের মোসাহেবেরা আর পা-চাটারা, পুরুতরা, গোগলের চিত্রিত আমলারা এবং বেলিন্‌স্কিকে যারা ঘৃণা করত সেই 'বুদ্ধিজীবীরা' — তাদের পক্ষেও ভূমিদাসপ্রথা ত্যাগ করা 'কঠিন' হয়েছিল। কিন্তু শোষকদের এবং তাদের বুদ্ধিজীবী ভৃত্যদের উদ্দেশ্যটা বৃথা। শ্রমিক আর কৃষকেরা তাদের প্রতিরোধ চূর্ণ করতে আরম্ভ করছে — দুঃখের কথা, এখনো যথেষ্ট কড়াভাবে, দৃঢ়ভাবে এবং নির্মমভাবে নয় — এবং সেটাকে **চূর্ণ** তারা **করবেই।**

'তারা' ভাবে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব মেহনতী জনগণের উপর যে-বিরাট, বিশ্ব-ঐতিহাসিক অর্থে যথার্থ বীরোচিত সাংগঠনিক কর্তব্য ন্যস্ত করেছে সেটাকে নিয়ে 'সাধারণ লোকেরা', 'সাধারণ' শ্রমিক আর গরিব কৃষকেরা এ'টে উঠতে পারবে না। পর্ণজিপতিদের আর পর্ণজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সেবা করতে অভ্যস্ত বর্দ্ধিজীবীরা নিজেদের সান্ত্বনা দেবার জন্য বলে: 'আমাদের ছাড়া তোমাদের চলতে পারে না।' কিন্তু তাদের এই ধৃষ্ট অনুমানের মধ্যে কোন সত্যতা নেই: শিক্ষিত লোকেরা ইতিমধ্যেই জনগণের পক্ষে, মেহনতী জনগণের পক্ষে এসে পড়ে পর্ণজির গোলামদের প্রতিরোধ চূর্ণ করতে সাহায্য করছেন। কৃষককুল আর শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে বহুতর প্রতিভাশালী সংগঠক রয়েছেন, নিজেদের সম্বন্ধে সচেতন হতে, জেগে উঠতে, বিরাট, চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন, সৃজনশীল কাজের দিকে হাত বাড়াতে, নিজেদের শক্তি দিয়ে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ার কাজের মোকাবিলা করতে তাঁরা আরম্ভ করছেন সবেমাত্র।

শ্রমিকদের এবং সাধারণভাবে সমস্ত মেহনতী আর শোষিত মানুষের এই স্বাধীন উদ্যম বিকশিত করা, সৃজনশীল **সাংগঠনিক** কাজে সেটাকে যতখানি সম্ভব বিস্তৃতভাবে বিকশিত করা এখনকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ — হয়ত সবচেয়ে গুরুত্বসম্পন্ন করণীয় কাজ। রাষ্ট্রীয় প্রশাসন চালাতে এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজের সাংগঠনিক বিকাশ পরিচালিত করতে সক্ষম কেবল তথাকথিত 'উচ্চতর শ্রেণীগুলি', কেবল ধনীরা আর যারা ধনীদের বিদ্যালয়ে পড়ে পাস করেছে তারা — এই পুরনো **অদ্ভুত-অযৌক্তিক**, বর্বর, জঘন্য এবং ঘৃণ্য কুসংস্কারটাকে আমাদের ভাঙতেই হবে, যেমন করেই হোক।

এই কুসংস্কারটাকে লালিত-বর্ধিত করেছে পচা বাঁধা-ছক, বদ্ধ মতামত, নানা দাসোচিত অভ্যাস এবং আরও বেশি মাত্রায়, পর্ণজিপতিদের নোংরা স্বার্থপরতা, যাদের স্বার্থে লুণ্ঠনের সঙ্গে প্রশাসন চালান এবং প্রশাসনের সঙ্গে লুণ্ঠন চালান হয়ে থাকে। না, শ্রমিকদের জ্ঞানশক্তি চাই, একথা তারা ভুলবে না মুহূর্তের জন্যও। জ্ঞানলাভের জন্য যে অসাধারণ সাগ্রহ প্রচেষ্টা শ্রমিকেরা প্রদর্শন করে — বিশেষত এখন — তার থেকে দেখা যাচ্ছে, এ সম্বন্ধে কোন ভ্রান্ত ধারণা প্রলেতারিয়েতের মধ্যে নেই, থাকতেও পারে না। **সাধারণ স্তরের** শ্রমিক আর কৃষকেরা যারা পড়তে এবং লিখতে পারে, যারা লোক সম্বন্ধে ধারণা করতে পারে এবং যাদের হাতেকলমের অভিজ্ঞতা আছে, তারা **সাংগঠনিক** কাজ করতে সক্ষম। বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা যে 'সাধারণ

মানুষ' সম্বন্ধে অমন উদ্ধতভাবে, অবজ্ঞাভরে কথা বলে, তাদের মধ্যে এমন নরনারী রয়েছে **বহুতর**। শ্রমিক শ্রেণী আর কৃষককুলের মধ্যেকার এইরকমের কর্মদক্ষতা হল একটা সমৃদ্ধ এবং অদ্যাবধি অব্যবহৃত উৎস।

শ্রমিকেরা আর কৃষকেরা এখনো 'ভীরু'; **তারাই** এখন **শাসক** শ্রেণী, এই ধারণাটায় তারা এখনো অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারে নি, তারা এখনো যথেষ্ট স্থিরনিশ্চিত নয়। অভাব-অনটন আর ভুখার তাড়নায় যারা জীবনভর লাঠির হুমকিতে কাজ করতে বাধ্য হয়েছে এমন কোটি কোটি মানুষের মধ্যে বিপ্লব এইসব গুণ **এক-ঘায়ে** সঞ্চারিত করে দিতে পারে না। কিন্তু ১৯১৭ সালের অক্টোবরের বিপ্লব শক্তিশালী, অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম এবং অপরাজেয়, তার কারণ এই বিপ্লব এইসব গুণকে **জাগিয়ে তোলে,** পুরনো প্রতিবন্ধগুলোকে ভেঙে দেয়, অপসারিত করে জিঞ্জিরগুলোকে, **স্বাধীনভাবে** নতুন জীবন গড়ার পথে মেহনতী জনগণকে পরিচালিত করে।

হিসাবরক্ষণ আর নিয়ন্ত্রণ — এই হল প্রত্যেকটি শ্রমিক, সৈনিক আর কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতের, প্রত্যেকটি ক্রেতা সংঘের, প্রত্যেকটি ইউনিয়ন কিংবা সরবরাহ কমিটির, প্রত্যেকটি কলকারখানা কমিটির কিংবা সাধারণভাবে শ্রমিকের নিয়ন্ত্রণ সংস্থার **প্রধান** অর্থনৈতিক কাজ।

যে-কোন গোলামের একমাত্র লক্ষ্য হল শ্রমের বোঝা লাঘব করা কিংবা **বুর্জোয়াদের কাছ থেকে** অন্তত সামান্য কিছুটা পাওয়া — এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শ্রমের পরিমাপ আর উৎপাদনের উপকরণকে দেখার পুরনো অভ্যাসটার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই চালাতে হবে। অগ্রসর, শ্রেণীসচেতন শ্রমিকেরা ইতিমধ্যেই এই লড়াই শুরু করেছে, — যেসব নবাগত যুদ্ধের সময়ে বিশেষভাবে বিরাট সংখ্যায় দলে দলে কারখানাজগতে ঢুকেছিল, যারা এখন **জনগণের** কারখানাকে, যা জনগণের দখলে এসেছে সেই কারখানাকে নিয়ে পুরনো কায়দায় চলতে চায়, যাদের একমাত্র লক্ষ্য হল 'যথাসম্ভব বড় হিস্সাটা বাগিয়ে নিয়ে সরে পড়া', তাদের বিরুদ্ধে দৃঢ়সংকল্প প্রতিরোধ চালাচ্ছে ওই শ্রমিকেরা। সমস্ত সচেতন, সৎ এবং সুবুদ্ধিসম্পন্ন কৃষক আর মেহনতী মানুষ এই লড়াইয়ে অগ্রগামী শ্রমিকদের পাশে এসে দাঁড়াবে।

হিসাবরক্ষণ আর নিয়ন্ত্রণ **যদি** চালায় সর্বোচ্চ রাষ্ট্রক্ষমতা হিসেবে শ্রমিক, সৈনিক আর কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলি, কিংবা তা যদি চলে **এই ক্ষমতার** নির্দেশ অনুসারে, কর্তৃত্ব অনুসারে — বহুবিস্তৃত,

সাধারণ, সর্বজনীন হিসাবরক্ষণ আর নিয়ন্ত্রণ, সম্পাদিত শ্রমের পরিমাপ আর উৎপন্নের বণ্টনের হিসাবরক্ষণ আর নিয়ন্ত্রণ — প্রলেতারিয়েতের রাজনৈতিক শাসন প্রতিষ্ঠিত এবং নিরাপদ হয়ে গেলে সেটা হল সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের **মর্ম**।

সমাজতন্ত্রে উত্তরণের জন্য অবশ্যপ্রয়োজনীয় হিসাবরক্ষণ আর নিয়ন্ত্রণ খাটাতে পারে কেবল জনগণ। **ধনী, বদমাশ, নিষ্কর্মা আর হুল্লোড়বাজদের উপর** হিসাবরক্ষণে আর নিয়ন্ত্রণে **লক্ষ লক্ষ** শ্রমিক আর কৃষকের স্বেচ্ছাকৃত আর সচেতন সহযোগিতা, বৈপ্লবিক উৎসাহ-উদ্দীপনা দিয়ে বিশিষ্ট সহযোগিতা, একমাত্র তাইই পরাস্ত করতে পারে অভিশপ্ত পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের এই জেরগুলোকে, মানবজাতির এইসব নিকৃষ্ট অংশকে, এই আরোগ্যাতীত জীর্ণ আর ক্ষয়িত অঙ্গগুলোকে, এই সংক্রামক রোগ, এই উৎপাত, এই দুষ্টক্ষতকে, যা সমাজতন্ত্র পেয়েছে পুঁজিতন্ত্র থেকে।

শ্রমিকেরা আর কৃষকেরা, মেহনতীরা আর শোষিতরা! ভূমি, ব্যাংক এবং কলকারখানা এখন হয়েছে সমগ্র জনগণের সম্পত্তি! দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন আর বণ্টনের হিসাব নেওয়া আর নিয়ন্ত্রণ করার কাজ আরম্ভ করতে হবে আপনাদের **নিজেদেরই** — এটা, **একমাত্র** এটাই সমাজতন্ত্রের বিজয়ে পৌঁছবার পথ, সমাজতন্ত্রের বিজয়ের একমাত্র নিশ্চায়ক, সমস্ত শোষণের উপর, সমস্ত দারিদ্র্য আর অভাব-অনটনের উপর বিজয়ের নিশ্চায়ক! কেননা রুটি, লোহা, কাঠ, পশম, তুলো আর শণ রাশিয়ায় আছে প্রত্যেকের চাহিদা মেটাবার মতো যথেষ্ট — শুধু যদি শ্রম আর তার উৎপন্নগুলি যথোপযুক্তভাবে বণ্টিত হয়, শুধু যদি এই বণ্টনের উপর সমগ্র জনগণের **কার্যকর, প্রায়োগিক** নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হয়, শুধু যদি আমরা পরাস্ত করতে পারি জনশত্রুদের — ধনীদের আর তাদের মোসাহেবদের সর্বপ্রথমে এবং তারপর বদমাশ, নিষ্কর্মা আর হুল্লোড়বাজদের — সেটা রাজনীতিতেই **শুধু নয়, দৈনন্দিন অর্থনৈতিক** জীবনেও।

জনগণের এই শত্রুদের জন্য, সমাজতন্ত্রের শত্রুদের জন্য, মেহনতী জনগণের শত্রুদের জন্য কোন ক্ষমা নেই! ধনীদের আর তাদের মোসাহেব বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের বিরুদ্ধে আমৃত্যু যুদ্ধ; যুদ্ধ চলবে বদমাশ, নিষ্কর্মা আর হুল্লোড়বাজদের বিরুদ্ধে! ওই প্রথম এবং পরবর্তীরা সবাই একই জাতের — পুঁজিতন্ত্রের সন্তান, অভিজাত আর বুর্জোয়া সমাজের বংশধর — যে-সমাজে মুষ্টিমেয় লোক জনগণের উপর লুণ্ঠন চালাত, তাদের অপমান করত; যে-সমাজে দারিদ্র্য আর অভাব-অনটন হাজার হাজার মানুষকে

হুল্লোড়বাজি, দুর্নীতি আর বদমাশির পথে জোর করে ঠেলে দিত এবং তাদের যাবতীয় মানবিক উপাদানের বিলুপ্তি ঘটাত; যে-সমাজ অনিবার্যভাবেই মেহনতীদের মনে গড়ে তুলেছিল এমন কি প্রতারণার সাহায্যেও শোষণ এড়াবার প্রবৃত্তি, জঘন্য শ্রম যা মাত্র এক মুহূর্তের জন্য হলেও কৌশলে এড়াবার, তার থেকে পার পাবার প্রবৃত্তি, সম্ভাব্য যে-কোন উপায়ে, যেন-তেন প্রকারে অন্তত রুটির টুকরোখানাও জোটানোর প্রবৃত্তি, যাতে উপোস দিতে না-হয়, যাতে নিজের আর আপনজনদের ক্ষুধার জ্বালা একটু জুড়ন যায়।

ধনীরা আর বদমাশরা একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ, তারা হল পুঁজিতন্ত্র লালিত **পরজীবীদের** প্রধান দুটো বিভাগ; তারা হল সমাজতন্ত্রের প্রধান শত্রু। এই শত্রুদের উপর সমগ্র জনগণের বিশেষ নজর রাখতে হবে, সমাজতন্ত্রের আইনকানুনের সামান্যতম লঙ্ঘনের জন্যও তাদের নির্মমভাবে শাস্তি দিতে হবে। এই ব্যাপারে কোন দুর্বলতা, দ্বিধা কিংবা ভাবোচ্ছ্বাস দেখানটা হবে সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে এক মহা অপরাধ।

এইসব পরজীবীকে সমাজতান্ত্রিক সমাজের পক্ষে নির্দোষ করে ফেলার জন্য সম্পাদিত কাজের পরিমাণ এবং উৎপাদন আর উৎপন্ন বণ্টনের উপর সমগ্র জনগণের, লক্ষ লক্ষ শ্রমিক আর কৃষকের হিসাবরক্ষণ আর নিয়ন্ত্রণ সংগঠিত করতে হবে, এইসব শ্রমিক-কৃষক অংশগ্রহণ করবে স্বেচ্ছায়, প্রবল এবং বৈপ্লবিক উৎসাহ-উদ্দীপনা সহকারে। এই হিসাবরক্ষণ আর নিয়ন্ত্রণের কাজ প্রত্যেকটি সৎ, বুদ্ধিমান এবং যোগ্য শ্রমিক আর কৃষকের **সামর্থ্যের মধ্যে পড়ে সম্পূর্ণতই,** এটা সংগঠিত করার জন্য আমাদের জাগিয়ে তুলতে হবে তাদের সংগঠনী প্রতিভা, যে-প্রতিভা তাদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যাবে; তাদের মধ্যে আমাদের জাগিয়ে তুলতে হবে এবং দেশব্যাপী পরিসরে সংগঠিত করতে হবে সাংগঠনিক সাফল্যের ক্ষেত্রে **প্রতিযোগিতা;** কোন শিক্ষিত ব্যক্তির প্রয়োজনীয় পরামর্শ এবং 'শিক্ষিতদের' মধ্যে সুপ্রচলিত **গেঁতোমি** আর 'সাধারণ' শ্রমিক আর কৃষকের প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণের মধ্যে পার্থক্য কী সেটা শ্রমিক আর কৃষকেরা যাতে স্পষ্ট দেখতে পায় তা করতে হবে।

এই গেঁতোমি, এই অসতর্কতা, অপরিচ্ছন্নতা, সময়নিষ্ঠার অভাব, স্নায়বিক উত্তেজনার তড়বড়ানি, কৃতির বদলি আলোচনা এবং কাজের বদলি কথার ঝোঁক, কোনকিছুই শেষ না-করে দুনিয়াসুদ্ধ সবকিছু হাতে নেবার ঝোঁক হল 'শিক্ষিতদের' চারিত্র্য। কিন্তু এটা এজন্য নয় যে তারা স্বভাবতই মন্দ,

তাদের অসৎ অভিপ্রায়ের দরুন তো নয়ই। এর কারণ হল তাদের জীবনের যাবতীয় অভ্যাস, তাদের কাজের পরিবেশ, অবসাদ, কায়িক শ্রম থেকে মানসিক শ্রমের অস্বাভাবিক বিচ্ছিন্নতা, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আমাদের ভিতরকার বুদ্ধিজীবীদের এইসব শোচনীয়, কিন্তু বর্তমানে অবশ্যম্ভাবী বৈশিষ্ট্যগুলোর দরুন এবং বুদ্ধিজীবীদের **সাংগঠনিক** কাজের উপর **শ্রমিকদের** যথেষ্ট তত্ত্বাবধানের **অভাবের** দরুন যেসব ভুলভ্রান্তি, ইত্যাদি ঘটেছে, সেগুলির স্থান আমাদের বিপ্লবের বিভিন্ন ভুলভ্রান্তি, ত্রুটি আর খুঁতের মধ্যে কোনক্রমেই গুরুত্বহীন নয়।

শ্রমিক আর কৃষকেরা এখনো 'ভীরু'; এই ভীরুতা থেকে তাদের মুক্তিলাভ করতে হবে, এ থেকে মুক্তিলাভ তারা করবেও **নিশ্চয়ই**। শিক্ষিত লোকদের, বুদ্ধিজীবীদের এবং বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ আর নির্দেশ ছাড়া আমাদের চলবে না। প্রত্যেকটি সুবুদ্ধিসম্পন্ন শ্রমিক আর কৃষক তা খুব ভালভাবেই জানে, আমাদের ভিতরকার বুদ্ধিজীবীরা শ্রমিক আর কৃষকদের দিক থেকে মনোযোগ আর কমরেডসুলভ শ্রদ্ধার অভাব আছে বলে অভিযোগ করতে পারেন না। তবে, পরামর্শ আর নির্দেশ হল এক জিনিস, আর **প্রায়োগিক** হিসাবরক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণের সংগঠন অন্য জিনিস। বুদ্ধিজীবীরা প্রায়ই চমৎকার পরামর্শ আর নির্দেশ দিয়ে থাকেন, কিন্তু দেখা যায় তাঁরা হাস্যকরভাবে, **অদ্ভুতভাবে,** লজ্জাকরভাবে 'অসুবিধাজনক' এবং এই পরামর্শ আর নির্দেশ কার্যে **পরিণত করতে,** কথাকে কাজে রূপান্তরিত করার উপর **প্রায়োগিক নিয়ন্ত্রণ** খাটাতে অক্ষম।

ঠিক এই দিক দিয়ে, 'জনগণের' ভিতর থেকে, কারখানা-শ্রমিক আর মেহনতী কৃষকদের ভিতর থেকে প্রায়োগিক সংগঠকদের সাহায্য আর **নেতৃত্বের ভূমিকা বাদ দিয়ে** চলা নিতান্তই অসম্ভব। 'দেবতারা বানিয়ে দেয় না থালা-ঘটি-বাটি' — এই সত্যটা শ্রমিক আর কৃষকদের মগজে বেশ ভালভাবে বসে যাওয়া দরকার। তাদের বুঝতেই হবে **প্রায়োগিক কাজই** এখন গোটা জিনিসটা; সেই ঐতিহাসিক মুহূর্ত এসে গেছে যখন তত্ত্ব রূপান্তরিত হচ্ছে কর্মে, কর্ম তত্ত্বে জীবনসঞ্চার করছে, তত্ত্ব সংশোধিত হচ্ছে, পরীক্ষিত হচ্ছে কর্ম দিয়ে; 'প্রকৃত আন্দোলনের প্রত্যেকটা পদক্ষেপ এক-ডজন কর্মসূচির চেয়ে বেশি গুরুত্বসম্পন্ন'* — মার্কসের এই কথাটা এখন বিশেষভাবে সত্য হয়ে উঠেছে, এখন ধনী আর বদমাশদের কার্যক্ষেত্রে

* ক. মার্কস। ব্রাকে-র কাছে ১৮৭৫ সালের ৫ মে চিঠি। — সম্পাঃ

যথার্থই শায়েস্তা করা, সংযত করা, তাদের সম্পূর্ণভাবে তালিকাভুক্ত করে ফেলার এবং তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন রাখার প্রত্যেকটা ব্যবস্থা সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে এক-ডজন চমৎকার যুক্তির চেয়ে বেশি দামী। কেননা, 'তত্ত্ব নীরস, বন্ধু আমার, কিন্তু সতেজ হল শাশ্বত জীবনতরুটি' (১৪৬)।

শ্রমিক আর কৃষকদের ভিতরকার প্রায়োগিক সংগঠকদের মধ্যে প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে হবে। বিভিন্ন ছাঁচে-ঢালা ধরনধারণ চালু করা এবং উপর থেকে সমসত্ত্বতা চাপিয়ে দেবার প্রত্যেকটা চেষ্টা, যা করতে বুদ্ধিজীবীদের এত ঝোঁক, সেটাকে রুখতে হবে। বিভিন্ন ছাঁচে-ঢালা ধরনধারণ এবং উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া সমসত্ত্বতার কোন মিল নেই গণতান্ত্রিক আর সমাজতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার সঙ্গে। খুঁটিনাটিতে, সুনির্দিষ্ট স্থানীয় উপাদানে, কাজের **উদ্যোগে,** নিয়ন্ত্রণ খাটাবার **প্রণালীতে,** পরজীবীদের (ধনী আর বদমাশ, গেঁতো আর হিস্টিরিয়াগ্রস্ত বুদ্ধিজীবী, ইত্যাদি, ইত্যাদিদের) উন্মূলিত করা আর তাদের নির্দোষ করে ফেলার **উপায়ে বিভিন্নতার দরুন** অপরিহার্য উপাদানগুলির, মূল উপাদানগুলির, মর্মের ঐক্য ক্ষুণ্ণ হয় না, বরং নিশ্চিতই হয়।

ছকে-বাঁধা ধরনধারণ থেকে মুক্ত স্বেচ্ছামূলক কেন্দ্রিকতার সঙ্গে কীভাবে সংযুক্ত করতে হয় নিচ থেকে আসা কর্মোদ্যোগ, স্বাধীনতা, অবাধ কৃতি আর তেজ, তার বিরাট দৃষ্টান্ত যুগিয়েছে প্যারিস কমিউন। আমাদের সোভিয়েতগুলি সেই একই পথ ধরে চলছে। কিন্তু সেগুলি এখনো 'ভীরু', সেগুলি এখনো ষোল-আনা অটল হয়ে কাজে লাগে নি, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ার নতুন, বিরাট, সৃজনশীল কাজে এখনো 'দাঁত বসায়' নি। সোভিয়েতগুলিকে কাজে লাগতে হবে আরও বলিষ্ঠভাবে, তাদের আরও বেশি উদ্যম দেখাতে হবে। শ্রম আর উৎপন্ন বণ্টনের উপর হিসাবরক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণের প্রায়োগিক সংগঠক হিসেবে প্রত্যেক 'কমিউনকে' — যে-কোন কারখানা, যে-কোন গ্রাম, যে-কোন ক্রেতা সংঘ আর যে-কোন সরবরাহ কমিটিকে — পরস্পরের সঙ্গে **প্রতিযোগিতা** চালাতে হবে। এই হিসাবরক্ষণ আর নিয়ন্ত্রণের কর্মসূচি সবার কাছে সহজ-সরল, স্পষ্ট এবং বোধগম্য, সেটা হল — প্রত্যেকের পাওয়া চাই রুটি; প্রত্যেকের পাওয়া চাই অটুট জুতা আর ভাল পোশাক; প্রত্যেকের পাওয়া চাই উষ্ণ বাসস্থান; প্রত্যেকের কাজ করা চাই বিবেকবুদ্ধির তাগিদে; একটাও বদমাশকে (কাজে ফাঁকিবাজদের সমেত) ছাড়া থাকতে দেওয়া হবে না, তাদের রাখতে হবে জেলে, কিংবা তারা কঠোরতম রকমের বাধ্যতামূলক শ্রম-দণ্ড ভোগ **করবে;**

সমাজতন্ত্রের নিয়মকানুন লঙ্ঘনকারী একজন ধনীকেও বদমাশদের অদৃষ্ট এড়াতে দেওয়া হবে না, বদমাশের অদৃষ্টই ন্যায়ত হওয়া চাই ধনীর অদৃষ্ট। 'যে কাজ করে না সে খেতেও পাবে না' — এই হল সমাজতন্ত্রের **প্রায়োগিক** অনুশাসন। **প্রায়োগিকভাবে** এটাই কাজে পরিণত করতে হবে। এইসব **প্রায়োগিক** সাফল্যই আমাদের 'কমিউনগুলি' এবং শ্রমিক আর কৃষকদের মধ্য থেকে সংগঠকদের গর্ববোধ করার জিনিস। বুদ্ধিজীবীদের ভিতরকার সংগঠকদের পক্ষে এটা প্রযোজ্য বিশেষভাবে (**বিশেষভাবে,** কারণ, নিজেদের নির্দেশ আর প্রস্তাবগুলি নিয়ে **বেশি, অত্যধিক** গর্বিত হওয়া তাদের অভ্যাস)।

ধনী, বদমাশ আর নিষ্কর্মাদের উপর হিসাবরক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণ রাখার হাজার হাজার প্রায়োগিক ধরন আর প্রণালী কমিউনগুলিকে এবং শহর আর গ্রামাঞ্চলের ছোট ছোট ইউনিটগুলিকে নিজেদের নির্ধারণ করে সেগুলিকে কার্যক্ষেত্রে পরীক্ষা করতে হবে। এক্ষেত্রে বিভিন্নতা হয় কার্যকারিতার একটি নিশ্চায়ক এবং সমস্ত দুষ্ট পোকামাকড়, মশা-মাছি — বদমাশ, ছারপোকা— ধনী, ইত্যাদি, ইত্যাদি থেকে রাশিয়া ভূভাগকে **সাফ করে ফেলার** একই অভিন্ন লক্ষ্যসাধনে সাফল্যের এক প্রতিশ্রুতি। এক জায়গায় দশটা ধনী, এক-ডজন বদমাশ, কাজ এড়িয়ে চলে (হুল্লোড়বাজদের কায়দায়, পেত্রগ্রাদে বিশেষত পার্টির ছাপাখানাগুলিতে বহু কম্পোজিটর যেভাবে কাজ এড়িয়ে চলে সেই কায়দায়) এমন আধা-ডজন শ্রমিককে জেলে পোরা হবে। আর এক জায়গায় তাদের লাগান হবে টাটি সাফ করার কাজে। আরও কোন জায়গায়, মেয়াদ খাটার পরে, তারা দুর্বৃত্তি না-ছাড়া অবধি **হানিকর** লোক হিসেবে তাদের উপর সবাই যাতে নজর রাখতে পারে সেজন্য তাদের দেওয়া হবে 'হলদে টিকিট'। অন্য এক জায়গায় নিষ্কর্মাদের প্রতি দশ-জনে একজনকে সরাসরি গুলি করে মারা হবে। আবার অন্য কোন জায়গায় মিশ্রপ্রণালী অবলম্বন করা যেতে পারে যেমন ধনী, বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী, বদমাশ আর হুল্লোড়বাজদের মধ্যে যারা সংশোধনসাধ্য তাদের অবেক্ষাধীনভাবে ছেড়ে দিয়ে নিজেদের দ্রুত সংশোধন করার সুযোগ দেওয়া হবে। বিভিন্নতা যত বেশি হবে, আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতা হবে ততই বেশি সুষ্ঠু আর সমৃদ্ধিশালী, ততই বেশি নিশ্চিত আর দ্রুত হবে সমাজতন্ত্রের সাফল্য, আর চলিতকর্মের পক্ষে সংগ্রামের **সর্বশ্রেষ্ঠ** বিভিন্ন প্রণালী আর উপায় বের করাও — বের করতে পারে তো শুধু চলিতকর্মই — হবে ততই বেশি সহজ।

কোন কমিউনে, কোন বড় শহরের কোন মহল্লায়, কোন কারখানায়, আর কোন গ্রামে **নেই** কোন উপোসী মানুষ, **নেই** কোন বেকার, **নেই** কোন নিষ্কর্মা ধনী, **নেই** বুর্জোয়াদের কোন জঘন্য মোসাহেব, নিজেদের বুদ্ধিজীবী হিসেবে পরিচয়দানকারী অন্তর্ঘাতক? শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে, গরিবদের জন্য ভাল ভাল নতুন বাড়ি তৈরি করতে, ধনীদের বাড়িতে তাদের বাস করতে প্রত্যেকটি গরিব পরিবারের প্রত্যেকটি শিশুর জন্য এক-বোতল দুধের নিয়মিত যোগান দিতে সবচেয়ে বেশি কাজ হয়েছে কোথায়? কমিউন, লোকসমাজ, উৎপাদক-ক্রেতা সংঘ আর সমিতি এবং শ্রমিক, সৈনিক আর কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলির মধ্যে **প্রতিযোগিতা** গড়ে ওঠা চাই ওইসব বিষয়েই। এই কাজেই **কর্মদক্ষ সংগঠকদের কার্যক্ষেত্রে** সামনে এগোতে হবে এবং রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের কাজে তাদের উপরে উঠতে হবে। জনগণের মধ্যে বিদ্যমান বিস্তর কর্মদক্ষতা, সেটা তো শুধু চাপা পড়েই আছে। সেটা যাতে প্রকটিত হতে পারে তার জন্য সুযোগ দেওয়া চাই। জনগণের সমর্থনে সেটা **এবং একমাত্র সেটাই** রাশিয়াকে রক্ষা করতে পারে, সমাজতন্ত্রের আদর্শকে রক্ষা করতে পারে।

১৯১৭ সালের ২৪-২৭ ডিসেম্বর
(১৯১৮ সালের ৬-৯ জানুয়ারি) মাসে
লিখিত

৩৫ খণ্ড, ১৯৫-২০৫ পৃঃ

সংবিধান সভার সিদ্ধান্ত:

১। ক) রাশিয়া এতদ্দারা শ্রমিক, সৈনিক এবং কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের প্রজাতন্ত্র বলে ঘোষিত হল। কেন্দ্রীয় আর স্থানিক সমস্ত ক্ষমতা ন্যস্ত হল এইসব সোভিয়েতের হাতে।

খ) স্বাধীন জাতিসমূহের অবাধ সম্মিলনের নীতি অনুসারে সোভিয়েত জাতীয় প্রজাতন্ত্রগুলির ফেডারেশন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হল রাশিয়া সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র।

২। মানুষের উপর মানুষের যাবতীয় শোষণ লোপ করা, সমাজের শ্রেণীবিভাগ সম্পূর্ণভাবে দূর করা, শোষকদের প্রতিরোধ নির্মমভাবে দমন করা, সমাজের সমাজতান্ত্রিক সংগঠন কায়েম করা এবং সমস্ত দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয় ঘটানই এটার মূল লক্ষ্য, তাই সংবিধান সভার আরও সিদ্ধান্ত:

ক) ভূমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা এতদ্দারা লোপ হল। সমস্ত ঘর-বাড়ি, খামারের সরঞ্জাম এবং কৃষি-উৎপাদনের অন্যান্য আনুষঙ্গিক বস্তু সমেত সমস্ত ভূমি সমগ্র মেহনতী জনগণের সম্পত্তি বলে ঘোষিত হল।

খ) শোষকদের উপর মেহনতী জনগণের ক্ষমতা নিশ্চিত করার জন্য এবং কলকারখানা, খনি, রেলওয়ে ও উৎপাদন আর পরিবহণের অন্যান্য উপকরণ পুরোপুরি শ্রমিক-কৃষক রাষ্ট্রের সম্পত্তিতে পরিণত করার একটা প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে শ্রমিকের নিয়ন্ত্রণ এবং সর্বোচ্চ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (১৪৮) সংক্রান্ত আইন দুটো এতদ্দারা অনুমোদিত হল।

গ) পুঁজির জোয়াল থেকে জনগণের মুক্তির একটা পূর্বশর্ত হিসেবে সমস্ত ব্যাংককে শ্রমিক-কৃষক রাষ্ট্রের সম্পত্তিতে পরিণতকরণ এতদ্দারা অনুমোদিত হল।

ঘ) সমাজের পরজীবী অংশগুলোকে লোপ করার জন্য এতদ্দারা সর্বজনীন শ্রমবাধ্যতা চালু হল।

ঙ) এতদ্দারা মেহনতী জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করা এবং শোষকদের ক্ষমতা পুনঃস্থাপনের সমস্ত সম্ভাবনা দূর করার জন্য মেহনতী জনগণের অস্ত্রসজ্জা, শ্রমিক আর কৃষকদের সমাজতান্ত্রিক লাল ফৌজ গঠন এবং বিত্তবান শ্রেণীগুলোর পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের আইন জারি হল।

৩। ক) পাপিষ্ঠতম এই যুদ্ধে পৃথিবীটাকে রক্তাপ্লুত করেছে ফিনান্স-পুঁজি আর সাম্রাজ্যবাদ, তাদের কবল থেকে বিশ্বজনকে ছিনিয়ে নেবার দৃঢ়সংকল্প ব্যক্ত করে সংবিধান সভা সর্বান্তঃকরণে অনুমোদন করছে সোভিয়েতরাজের অনুসৃত কর্মনীতি: গোপন সন্ধিচুক্তিগুলো বর্জন, যুদ্ধে সৈন্যবাহিনীগুলোয় শ্রমিক আর কৃষকদের সঙ্গে ব্যাপকতম সৌভ্রাত্র প্রতিষ্ঠার আয়োজন, যেমন করে হোক বৈপ্লবিক উপায়ে জাতিসমূহের মধ্যে গণতান্ত্রিক শান্তিস্থাপন— রাজ্যগ্রাস আর খেসারত ছাড়া এবং জাতিসমূহের অবাধ আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে শান্তি।

খ) একই লক্ষ্য অনুসারে সংবিধান সভা বুর্জোয়া সভ্যতার বর্বর কর্মনীতির সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদ দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করছে — যা এশিয়ায়, সাধারণভাবে উপনিবেশগুলিতে এবং ক্ষুদ্র দেশগুলিতে কোটি কোটি মেহনতী মানুষকে দাসদশাগ্রস্ত করে মুষ্টিমেয় বাছা বাছা জাতিতে শোষকদের সমৃদ্ধি সৃষ্টি করেছে।

জন-কমিসার পরিষদ কর্তৃক ঘোষিত ফিনল্যাণ্ডের পূর্ণ স্বাধীনতা, পারস্য থেকে সৈন্যাপসরণ শুরু, আর্মেনিয়ার আত্মনিয়ন্ত্রণের স্বাধীনতা (১৪৯) — এই কর্মনীতিতে স্বাগত জানাচ্ছে সংবিধান সভা।

৪। গ) জার, ভূস্বামী আর বুর্জোয়াদের বিভিন্ন সরকারের গ্রহণ-করা ঋণগুলোকে নাকচ করার সোভিয়েত আইনটিকে আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কিং, ফিনান্স-পুঁজির উপর প্রথম আঘাত বলে সংবিধান সভা বিবেচনা করছে এবং পুঁজির জোয়ালের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক শ্রমিক অভ্যুত্থান ঘটা অবধি সোভিয়েতরাজ এই পথে অবিচলিতভাবে চলবে বলে দৃঢ়বিশ্বাস প্রকাশ করছে।

অক্টোবর বিপ্লবের আগে, যখন জনগণ একযোগে শোষকদের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়াবার অবস্থায় ছিল না, শোষকদের শ্রেণীগত বিশেষাধিকারের সপক্ষে তাদের পূর্ণ প্রতিরোধ-শক্তির পরিচয় পায় নি, সমাজতান্ত্রিক সমাজ

গড়ার কাজে তখনো কার্যক্ষেত্রে লেগে যায় নি, এমন সময়ে রচিত পার্টি প্রার্থী-তালিকাগুলোর ভিত্তিতে নির্বাচিত সংবিধান সভা মনে করছে যে, সোভিয়েতরাজের বিরুদ্ধে, এমন কি আনুষ্ঠানিকভাবেও দাঁড়ালে সেটা তার খুব বড় ভুল হবে।

মূলত সংবিধান সভার বিবেচনায়, জনগণ যখন চূড়ান্ত লড়াই চালাচ্ছে তাদের শোষকদের বিরুদ্ধে, তখন কোন শাসনসংস্থায় শোষকদের কোন স্থান থাকতে পারে না। ক্ষমতা ন্যস্ত হওয়া চাই পুরোপুরি এবং একমাত্র মেহনতী জনগণের হাতে এবং তাদের ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি শ্রমিক, সৈনিক এবং কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলির হাতে।

সোভিয়েতরাজকে এবং জন-কমিসার পরিষদের ডিক্রিগুলিকে সমর্থন করে সংবিধান সভা মনে করছে, সমাজের সমাজতান্ত্রিক পুনঃনির্মাণকাজের মূলনীতিগুলি স্থির করাতেই তার নিজস্ব কাজ সীমাবদ্ধ।

এইসঙ্গে, রাশিয়ায় সমস্ত জাতির মেহনতী শ্রেণীগুলির যথার্থ অবাধ আর স্বতঃপ্রবৃত্ত, কাজেই আরও বেশি মজবুত আর সুস্থিত সম্মিলনী গড়তে সচেষ্ট হয়ে সংবিধান সভা রাশিয়ার সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলির ফেডারেশনের মূলনীতিগুলি ধার্য করায় নিজ কাজ সীমাবদ্ধ রাখছে, আর প্রত্যেকটি জাতির শ্রমিক এবং কৃষকেরা ফেডারেল সরকারে আর অন্যান্য ফেডারেল সোভিয়েত প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে চায় কিনা, চাইলে সেটা কোন শর্তে, তা তাদের নিজ নিজ ক্ষমতাপ্রাপ্ত সোভিয়েতগুলির কংগ্রেসে স্বাধীনভাবে স্থির করার দায়িত্ব তাদের উপর ছেড়ে দিচ্ছে।

১৯১৮ সালের ৩ (১৬) জানুয়ারির মধ্যে লিখিত

৩৫ খণ্ড, ২২১-২২৩ পৃঃ

সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির অধিবেশনে সংবিধান সভা ভেঙ্গে দেয়া সম্পর্কে প্রদত্ত বক্তৃতা

৬ (১৯) জানুয়ারি, ১৯১৮

কমরেডগণ, সমাজকে সমাজতন্ত্রের পথে পুনর্গঠনের দৃষ্টান্তহীন কর্মকাণ্ড মোকাবিলায় উদ্যোগী রুশ বিপ্লবের পুরো ঘটনাপ্রবাহের ফলশ্রুতি হিসেবেই সোভিয়েতরাজ ও সংবিধান সভার মধ্যেকার এই সংঘাতের সূত্রপাত। ১৯০৫ সালের ঘটনাবলীর পর জারতন্ত্রের দিনশেষ সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ ছিল না। এটা যে সেই গর্ত থেকে উঠে এল তা কেবল গ্রামীণ জনগণের অনগ্রসরতা ও অজ্ঞতার জন্যই। ১৯১৭ সালের বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য হল: একদিকে, ঘটনাপ্রবাহের চাপে বুর্জোয়া-সাম্রাজ্যবাদী পার্টির প্রজাতন্ত্রী পার্টিতে রূপান্তর এবং অন্যদিকে, সেই ১৯০৫ সালে গঠিত গণতান্ত্রিক সংগঠন, সোভিয়েতগুলির অভ্যুদয়। এমন কি, তখনো সমাজতন্ত্রীরা বুঝতে পেরেছিল যে এই সোভিয়েতগুলির সংগঠন মহৎ, নতুন ও বিশ্ববিপ্লবের ইতিহাসে দৃষ্টান্তহীন কিছু সৃষ্টি করছে। এককভাবে জনগণের উদ্যোগপ্রসূত এই সোভিয়েতগুলি হল বিশ্ব-ইতিহাসে গণতান্ত্রিকতার এক নজিরবিহীন ধরন।

বিপ্লব দুটি শক্তির জন্ম দিয়েছে: জারতন্ত্র উচ্ছেদের জন্য জনগণের ঐক্য ও মেহনতী মানুষের সংহতি। অক্টোবর বিপ্লবের শত্রুদের মুখে যখন শুনি যে সমাজতন্ত্রের ধারণাটি অবাস্তব ও ইউটোপীয়, তখন আমি সাধারণত একটি সরল ও সহজ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি। আমি বলি, আপনাদের মতে সোভিয়েতগুলি কী? বিশ্ববিপ্লবের বিকাশের ইতিহাসে নজিরবিহীন এই গণসংগঠনের উৎস কী? তাঁদের কেউ এর কোন সঠিক উত্তর দেন নি ও দিতে পারেন নি। নিষ্ক্রিয়ভাবে বুর্জোয়া ব্যবস্থাকে সমর্থন দিয়ে তাঁরা এসব শক্তিশালী সংগঠনগুলির বিরোধিতা করেন, যেগুলির গঠন ইতিপূর্বে দুনিয়ার আর কোন বিপ্লবই প্রত্যক্ষ করে নি। জমিদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত সকলেই কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলির সঙ্গে হাত

মেলাচ্ছেন। নিষ্ক্রিয় দর্শক হতে গররাজি ও সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের শরিক সকলকেই সোভিয়েতগুলি গ্রহণ করছে। এগুলি সারা দেশে তাদের জাল বিস্তার করেছে এবং গণসোভিয়েতের জাল যতই নিবিড় হবে মেহনতীদের শোষণের সম্ভাবনাও ততই কমবে। কেননা বুর্জোয়া ব্যবস্থার সমৃদ্ধির সঙ্গে সোভিয়েতগুলির অস্তিত্ব সঙ্গতিশীল নয়। ঠিক এর মধ্যেই নিহিত আছে সেইসব বুর্জোয়া প্রতিনিধির সমস্ত বৈপরীত্যের উৎসগুলি, যারা একমাত্র তাদের নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই আমাদের সোভিয়েতগুলির বিরুদ্ধে নিজ সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে।

পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উত্তরণ হল দীর্ঘ ও তিক্ত সংগ্রামনির্ভর। জারতন্ত্র উৎখাতের পর রাশিয়া বিপ্লবের পক্ষে আরও অগ্রগতি অবশ্যম্ভাবী ছিল। বুর্জোয়া বিপ্লবের সাফল্যেই তা থামতে পারত না, কেননা যুদ্ধ এবং ক্লান্ত জনগণের জন্য এর সৃষ্ট অবর্ণনীয় যন্ত্রণাই সমাজবিপ্লব শুরুর অনুকূল ভূমি তৈরি করেছিল। তাই বিপ্লবের পরবর্তী ঘটনাবলী এবং অতঃপর সংঘটিত গণবিপ্লব কোন পার্টি, কোন ব্যক্তি বা তারা যেভাবে উচ্চকণ্ঠে বলে, কোন 'একনায়কের' ইচ্ছার অবদান — এমন ধারণার চেয়ে হাস্যকর আর কিছুই হতে পারে না। বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠেছিল ঠিক রাশিয়ার বর্ণনাতীত কষ্টভোগের জন্য, যুদ্ধসৃষ্ট পরিস্থিতির জন্য, যা মেহনতী জনগণের কাছে কঠোর ও অমোঘ বিকল্প উপস্থিত করেছিল: বলিষ্ঠ, বেপরোয়া ও নির্ভীক পদক্ষেপ কিংবা বুভুক্ষার কবলে ধ্বংস ও মৃত্যু।

আর বিপ্লবের এই আগুনে মূর্ত হয়েছে সোভিয়েতগুলি, শ্রমিক বিপ্লবের অবলম্বন সৃষ্টিতে। রুশ জনগণ জারতন্ত্র থেকে সোভিয়েতগুলিতে পৌঁছে এক বিপুল অগ্রগতি সাধন করেছে। ঘটনাটি অনস্বীকার্য ও নজিরবিহীন। যেখানে সকল দেশ ও রাষ্ট্রের বুর্জোয়া পার্লামেণ্টগুলি পুঁজিতন্ত্র ও ব্যক্তিগত মালিকানার আওতায় নিজেদের সীমিত রেখেছে, কোথাও বিপ্লবী আন্দোলন সমর্থন করে নি, সেখানে সোভিয়েতগুলি বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়ে জনগণকে এইভাবে নির্দেশ দেয়: লড়াইয়ে পরিচালিত করো, নিজের হাতে সব কিছু নাও ও নিজেদের সংগঠিত করো। সন্দেহাতীত যে, সোভিয়েতগুলির শক্তির দ্বারা ঘটমান বিপ্লব বিকাশের প্রক্রিয়ার মধ্যে যাবতীয় ভুলত্রুটি ঘটার অনিবার্য সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু সকলেই জানে যে, বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে সর্বদা ও অবশ্যম্ভাবীভাবে অস্থায়ী বিশৃঙ্খলা, ধ্বংস ও গোলমাল যুক্ত থাকে। বুর্জোয়া সমাজ তো সেই অভিন্ন যুদ্ধ, সেই

অভিন্ন কসাইখানাই। আর এই পরিস্থিতিই সংবিধান সভা ও সোভিয়েতগুলির মধ্যে সংঘাত বাধিয়েছে, তা জোরদার করেছে। যারা বলে যে আমরা এখন সংবিধান সভা 'ভেঙ্গে দিচ্ছি' অথচ এক সময় তা সমর্থন করেছিলাম, তারা ন্যূনতম সুবুদ্ধি দেখানর বদলে আসলে বাগাড়ম্বরপূর্ণ ও অর্থহীন শব্দাবলীই আওড়াচ্ছে। কেননা একদা আমরা ক্ষমতার কুখ্যাত সংগঠনগুলি সহ জারতন্ত্র এবং কেরেনস্কি প্রজাতন্ত্রের তুলনায় সংবিধান সভাকেই ভাল বিবেচনা করেছি। কিন্তু সোভিয়েতগুলির অভ্যুদয় ঘটলে ও সমগ্র জনগণের বিপ্লবী সংগঠন হয়ে উঠলে যেগুলি স্বভাবতই দুনিয়ার যে-কোন পার্লামেণ্টের তুলনায় বহুগুণ উন্নত হয়ে ওঠে, যে-কথাটি আমি সেই গত এপ্রিল মাসেই বলেছিলাম। বুর্জোয়া ও জমিদারী মালিকানা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে এবং বুর্জোয়া ব্যবস্থার সকল জের উৎখাতকারী চূড়ান্ত রূপান্তর ঘটিয়ে সোভিয়েতগুলি আমাদের সেই পথে ঠেলে দিয়েছে যা জনগণকে নিজেদের জীবন সংগঠনে পরিচালিত করেছে। আমরা সংগঠনের এই মহৎ কর্মকাণ্ড গ্রহণ করেছি এবং ভাল যে আমরা তা করেছি। অবশ্য সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে অচিরেই জনগণের সামনে পরিচ্ছন্ন, নিখুঁত ও অনিন্দনীয় ধরনে উপস্থিত করা সম্ভবপর নয়। অনিবার্যভাবে এর সঙ্গে জড়ান থাকবে গৃহযুদ্ধ, অন্তর্ঘাত ও প্রতিরোধ। যারা এর উল্টো কথা বলে তারা হয় মিথ্যাবাদী কিংবা মাফলার জড়ান লোকেরা (১৫০)। (**বিপুল করতালি**।) ২০ এপ্রিলের ঘটনাবলী, যখন মানুষ কোন পার্টি বা 'একনায়কের' নির্দেশ ছাড়াই আপসপন্থীদের সরকারের বিরুদ্ধে স্বাধীন ও ঐকবদ্ধ ভাবে বেরিয়ে এসেছিল এবং এই ঘটনায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে বুর্জোয়ারা দুর্বল ও সমর্থনহীন। জনগণ নিজ শক্তি আঁচ করেছিল এবং তাদের শান্ত করার জন্য শুরু হয়েছিল মন্ত্রিপর্যায়ের সেই বিখ্যাত লিপফ্রগ খেলা, যার লক্ষ ছিল জনগণকে প্রবঞ্চনা করা। কিন্তু জনগণ অচিরেই খেলাটির মধ্য দিয়ে, বিশেষত তার পরে, যখন দেখল যে কেরেনস্কির দুটি পকেটই সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে আক্রমণাত্মক গোপন চুক্তিতে বোঝাই আর আক্রমণের জন্য সৈন্যবাহিনী চালনা শুরু হয়ে গেছে। ক্রমে ক্রমে আপসপন্থীদের কার্যকলাপ প্রবঞ্চিত জনগণের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং তাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে থাকে। ফল হল অক্টোবর বিপ্লব। জনগণ অভিজ্ঞতা থেকে, নির্যাতন, ফাঁসি ও পাইকারী হত্যার যন্ত্রণা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করল এবং সেজন্য মেহনতীদের অভ্যুত্থানের জন্য বলশেভিক বা কোন 'একনায়কের' উপর ওই কসাইদের দোষারোপ নিতান্তই অর্থহীন। কংগ্রেস, সভা, সম্মেলন, ইত্যাদিতে খোদ জনগণের মধ্যে ফাটল

প্রতিপন্ন করা হয়েছে। জনগণ এখনো অক্টোবর বিপ্লব পুরোপুরি বুঝতে পারে নি। এই বিপ্লব কার্যত দেখিয়েছে কীভাবে জনগণ নিজের হাতে জমিজমা, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং শ্রমিক ও কৃষক রাষ্ট্রের হাতে পরিবহণ ও উৎপাদনের উপায়গুলি গ্রহণ করা উচিত। আমাদের স্লোগান ছিল সমস্ত ক্ষমতা চাই সোভিয়েতগুলির হাতে। এজন্যই আমরা লড়ছি। জনগণ চেয়েছিল যে সংবিধান সভা ডাকা হোক, এবং আমরা তা ডেকেছিলাম। কিন্তু কুখ্যাত সংবিধান সভার সত্যিকার চেহারাটা অচিরেই তারা আঁচ করতে পেরেছিল। আর এখন আমরা জনগণের ইচ্ছাপূরণ করেছি, যা হল — সমস্ত ক্ষমতা চাই সোভিয়েতগুলির হাতে। অন্তর্ঘাতকদের আমরা ধ্বংস করব। আমি যখন স্মোল্‌নি থেকে, প্রাণ ও উদ্যমের উৎস থেকে তাউরিদা প্রাসাদে পৌঁছই তখন আমার মনে হয়েছিল যেন আমি লাস ও নিষ্প্রাণ মমিদের মধ্যেই রয়েছি। তারা সমাজতন্ত্রের সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য সম্ভাব্য সবকিছু জড় করেছিল। তারা হিংস্রতা ও অন্তর্ঘাতে নিযুক্ত ছিল। এমন কি তারা মানবতার শ্রেষ্ঠ গৌরব জ্ঞানকে পর্যন্ত মেহনতীদের শোষণের উপায় বানিয়েছিল। কিন্তু, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অগ্রগতিতে কিছুটা বাধাসৃষ্টিতে সমর্থ হলেও তারা তা আটকাতে পারে নি এবং কখনই পারবে না। বস্তুত যে-সোভিয়েতগুলি এখন বুর্জোয়া ব্যবস্থার পুরনো ধসে-পড়া ভিত ভাঙ্গতে শুরু করেছে এবং তা ভদ্রতা সহকারে করার বদলে স্থূল, প্রলেতারীয় ও চাষীসুলভ কায়দায় করছে, তারা যথেষ্ট শক্তিশালী বটে।

সংবিধান সভার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর হল মারাত্মক বুর্জোয়াদের সঙ্গে আপসেরই নামান্তর। রুশ সোভিয়েতগুলি নতুন পোশাকের আড়ালে আত্মগোপনকারী আপসের বিশ্বাসঘাতক কর্মনীতির স্বার্থের বহু উপরে মেহনতীদের স্বার্থকে স্থান দেয়। গৃহযুদ্ধ বন্ধের জন্য একঘেয়ে নাকী কান্নারত চের্নোভ ও সেরেতেলির মতো সেকেলে কর্মীদের বক্তৃতা পুরাকালের পচা ও ছাতা-ধরা দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। কিন্তু যতদিন কালেদিন থাকবে, যতদিন 'সংবিধান সভার কাছে সকল ক্ষমতা' এই স্লোগানের আড়ালে 'সোভিয়েত রাজ ধ্বংস হোক' স্লোগানটি লুকান থাকবে, ততদিন গৃহযুদ্ধ অনিবার্যই থেকে যাবে। পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যার বিনিময়ে আমরা সোভিয়েতের ক্ষমতা ত্যাগ করতে পারি! (**বিপুল করতালি।**) আর যখন সংবিধান সভা তার সামনে সোভিয়েতগুলি কর্তৃক উপস্থাপিত কণ্টকর ধরনের যাবতীয় জরুরি সমস্যাগুলি পুনরায় মুলতুবি রাখতে চাইলে আমরা তখন

সংবিধান সভাকে বলেছিলাম যে ওগুলি এক মুহূর্তের জন্যও মুলতুবি রাখা চলবে না। সোভিয়েতরাজের ইচ্ছানুসারে জনগণের ক্ষমতা অস্বীকারকারী সংবিধান সভাকে ভেঙ্গে দেয়া হয়। খেলায় রিয়াবুশিনস্কিদের হার হয়েছে। তাদের দিক থেকে প্রতিরোধের যে-কোন চেষ্টা গৃহযুদ্ধ তীব্রতর করবে ও তার নতুন জোয়ার জাগাবে।

সংবিধান সভা ভেঙ্গে দেয়া হয়। যে-কোন মূল্যেই হোক সোভিয়েত বিপ্লবী প্রজাতন্ত্র জয়ী হবেই। (**বিপুল করতালি, জয়ধ্বনি।**)

৩৫ খণ্ড, ২৩৮-২৪২ পৃঃ

অদ্ভুত এবং বিকট

আমাদের পার্টির মস্কো আঞ্চলিক ব্যুরো ১৯১৮ সালে ২৪ ফেব্রুয়ারি গৃহীত এক প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করেছে, 'অস্ট্রিয়া এবং জার্মানির সঙ্গে শান্তিচুক্তির (১৫১) শর্তাবলী কার্যে পরিণত করার সঙ্গে যা সংশ্লিষ্ট হবে' কেন্দ্রীয় কমিটির সেইসব সিদ্ধান্ত মান্য করতে অস্বীকার করেছে, আর প্রস্তাবের একটা 'ব্যাখ্যামূলক মন্তব্য' ঘোষণা করেছে যে, সেটার 'বিবেচনায় অতি নিকট ভবিষ্যতেই পার্টিতে ভাঙন এড়ান দুষ্কর' হবে।*

এই সবকিছুতে বিকট, এমন কি অদ্ভুতও নেই কিছুই। পৃথক শান্তির প্রশ্নে কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে যেসব কমরেডের তীব্র মতভেদ আছে তাঁরা কেন্দ্রীয় কমিটির তীব্র নিন্দা করবেন এবং ভাঙন অনিবার্য বলে দৃঢ়বিশ্বাস প্রকাশ করবেন, এটা খুবই স্বাভাবিক। এসবই পার্টি-সদস্যদের খুবই ন্যায্য অধিকার, তা বেশ বোঝাই যায়।

কিন্তু অদ্ভুত এবং বিকট হল এটা। প্রস্তাবের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে একটা 'ব্যাখ্যামূলক মন্তব্য'। এখানে সেটা দেওয়া হল পুরোপুরি:

'মস্কো আঞ্চলিক ব্যুরোর বিবেচনায় খুবই নিকট ভবিষ্যতে পার্টিতে ভাঙন এড়ান দুষ্কর, তাই ব্যুরো পার্টিতে পৃথক শান্তিচুক্তির পক্ষপাতী ও সমস্ত নরমপন্থী

---

* প্রস্তাবটার পুরো বক্তব্য এই: 'কেন্দ্রীয় কমিটির ক্রিয়াকলাপ নিয়ে আলোচনা করে রাশিয়ার সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির মস্কো আঞ্চলিক ব্যুরো কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক ধারা এবং গঠনের কারণে সেটার প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করছে; নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচনের জন্যে প্রথম সুযোগেই জিদ ধরা হবে। তাছাড়া, অস্ট্রিয়া এবং জার্মানির সঙ্গে শান্তিচুক্তির শর্তাবলী কার্যে পরিণত করার সঙ্গে যা সংশ্লিষ্ট হবে, কেন্দ্রীয় কমিটির সেইসব সিদ্ধান্ত অকুণ্ঠচিত্তে মান্য করতে মস্কো আঞ্চলিক ব্যুরো নিজেকে বাধ্য মনে করছে না।' প্রস্তাবটা গৃহীত হয় সর্বসম্মতিক্রমে।

সুবিধাবাদী এই উভয়েরই সমান বিরোধী সমস্ত অটল বিপ্লবী কমিউনিস্টদের এক করতে সাহায্য করার লক্ষ্য গ্রহণ করছে। **বিশ্ববিপ্লবের স্বার্থে আমরা মনে করি যা এখন নিছক নামসর্বস্ব হয়ে দাঁড়াচ্ছে সেই সোভিয়েতরাজ খোয়ানর সম্ভাবনাটাকে মেনে নেওয়াই বিধেয়।** আগের মতোই আমরা এই মত পোষণ করছি যে, অন্যান্য সমস্ত দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ধারণার প্রসার ঘটান এবং স্থিরসংকল্প হয়ে শ্রমিকদের একনায়কত্ব এগিয়ে নেওয়া, রাশিয়ায় বুর্জোয়া প্রতিবিপ্লব নির্মমভাবে দমন করাই আমাদের মূল কাজ।'

এখানে যে-কথাগুলির উপর আমরা জোর দিয়েছি সেগুলিই... অদ্ভুত এবং বিকট।

বিষয়টার আসল গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটা রয়েছে এই কথাগুলিতেই। এই কথাগুলির দরুন প্রস্তাব রচয়িতাদের তুলে-ধরা গোটা লাইন্‌টা কিম্ভূতকিমাকার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁদের বাদবাকি ভ্রান্তিটাকে অসাধারণ স্পষ্ট করে খুলে ধরেছে এই কথাগুলি...

'বিশ্ববিপ্লবের স্বার্থে সোভিয়েতরাজ খোয়ানর সম্ভাবনাটাকে মেনে নেওয়াই বিধেয়...' এটা অদ্ভুত, কেননা সিদ্ধান্তসূত্র এবং সিদ্ধান্তের মধ্যে কোন সংযোগও নেই। 'বিশ্ববিপ্লবের স্বার্থে সোভিয়েতরাজের **সামরিক পরাজয়** মেনে নেওয়াই বিধেয়' — এমন উপস্থাপনা হতে পারত সঠিক কিংবা বেঠিক, কিন্তু সেটাকে অদ্ভুত বলা যেত না। এই হল প্রথম কথা।

দ্বিতীয় কথাটা: সোভিয়েতরাজ 'এখন নিছক নামসর্বস্ব হয়ে দাঁড়াচ্ছে'। এটা তো শুধু অদ্ভুত নয়, অধিকন্তু বিষম বিকট। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, রচয়িতারা সবকিছু জট পাকিয়ে ফেলেছেন। জটটা খুলতে হচ্ছে আমাদের।

প্রথম প্রশ্নে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, রচয়িতাদের ধারণাটা হল এই যে, বিশ্ববিপ্লবের স্বার্থে যুদ্ধে পরাজয়ের সম্ভাবনা মেনে নেওয়াই বিধেয়, তার ফলে সোভিয়েতরাজ খোয়া যাবে, অর্থাৎ কিনা, ঘটবে রাশিয়ায় বুর্জোয়াদের বিজয়। এই ধারণাটাকে ব্যক্ত করে রচয়িতারা পরোক্ষে মেনে নিয়েছেন আমি থিসিসে (১৯১৮ সালের ৮ জানুয়ারির থিসিস, যা 'প্রাভদা'য় প্রকাশিত হয় ১৯১৮ সালে ২৪ ফেব্রুয়ারি)* যা বলেছিলাম সেটার যাথার্থ্য, সেটা হল জার্মানির উপস্থাপিত শান্তির শর্ত গ্রহণ করতে অস্বীকার করার ফলে ঘটবে রাশিয়ার পরাজয় এবং সোভিয়েতরাজের উচ্ছেদ।

এইভাবে, la raison finit toujours par avoir raison — সত্যের জয়

---

* ভ. ই. লেনিন। 'মন্দভাগ্য শান্তির প্রশ্নে ইতিহাস প্রসঙ্গে'। — সম্পাঃ

সর্বদাই! বৈপ্লবিক **যুদ্ধ সম্বন্ধে** সাধারণ বুলি-কপচানিতে যারা গণ্ডিবদ্ধ থাকে তারা যেসব কারণ সম্বন্ধে চুপচাপ থেকে কাটিয়ে যাওয়াটাকে শ্রেয় মনে করে সেই **আদত** কারণগুলো সম্বন্ধে আমার 'চরমপন্থী' বিরোধীরা, মস্কোওয়ালারা যাঁরা ভাঙনের কথা প্রকাশ্যে বলার পর্যায়ে গেছেন বলেই বাধ্য হয়েছেন। আমার থিসিস এবং যুক্তিগুলির সারমর্মটাই (আমার ১৯১৮ সালের ৭ জানুয়ারির থিসিসগুলি যেকেউ মনোযোগ দিয়ে পড়তে ইচ্ছুক হলেই দেখবেন) হল এই যে, চূড়ান্ত কঠোর এই শান্তি আমাদের গ্রহণ করতে হবে **এখনই**, অবিলম্বে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে ঐকান্তিক **প্রস্তুতি** চালাতে হবে বৈপ্লবিক যুদ্ধের জন্য (অধিকন্তু, সেটা গ্রহণ করতে হবে এইরকমের ঐকান্তিক প্রস্তুতির **স্বার্থেই**)। বৈপ্লবিক যুদ্ধ সম্বন্ধে বুলি-কপচানিতে যারা গণ্ডিবদ্ধ থেকেছে তারা আমার যুক্তিগুলির সারমর্মটাকেই উপেক্ষা করেছে কিংবা লক্ষ্য করতে অপারক হয়েছে কিংবা লক্ষ্য করতে চায় নি। তাই, আমার যুক্তিগুলির **সারমর্ম** নিয়ে 'নীরবতার চক্রান্তটাকে' ভেঙে দিয়েছেন বলে আমার অন্তরের অন্তস্তল থেকে এখন ধন্যবাদ জানাতে হচ্ছে আমার 'চরমপন্থী' বিরোধীদের, মস্কোওয়ালাদেরই। সেগুলির উত্তর দিলেন **প্রথমে** মস্কোওয়ালারা।

কী তাঁদের উত্তরটা?

তাঁদের উত্তরটা হল আমার **সুনির্দিষ্ট** যুক্তির **যাথার্থ্য স্বীকৃতি**। হ্যাঁ, মস্কোওয়ালারা স্বীকার করেছেন এখনই জার্মানদের সঙ্গে লড়লে আমাদের পরাজয় নিশ্চিত।* হ্যাঁ, এই পরাজয় থেকে নিশ্চয়ই ঘটবে সোভিয়েতরাজের পতন।

আমার যুক্তিগুলির সারমর্মটার বিরুদ্ধে, অর্থাৎ এখনই আমরা যুদ্ধে নামলে কী দাঁড়াবে যুদ্ধের পরিস্থিতিটা এই প্রসঙ্গে আমার **সুনির্দিষ্ট** উক্তির বিরুদ্ধে 'নীরবতার চক্রান্তটা' ভেঙে দিয়েছেন বলে এবং আমার সুনির্দিষ্ট উক্তির যাথার্থ্য নির্ভয়ে মেনে নিয়েছেন বলে আমি অন্তরের অন্তস্তল থেকে বারবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার 'চরমপন্থী' বিরোধীদের, মস্কোওয়ালাদের।

---

* যুদ্ধ এড়ানটা যে-কোন অবস্থায়ই অসম্ভব, এই পালটা যুক্তির জবাব দিয়েছে ঘটনা: আমার থিসিস পড়ে দেওয়া হয়েছিল ৮ জানুয়ারি; ১৫ জানুয়ারি শান্তি আসতে **পারত**। হাঁপ ছাড়ার ফুরসত নিশ্চিত হল নিঃসন্দেহে (অতি সংক্ষিপ্ত ফুরসতও বৈষয়িক এবং নৈতিক উভয়ত বিপুল তাৎপর্যসম্পন্ন হত আমাদের পক্ষে, কেননা **জার্মানদের** ঘোষণা করতে হত একটা **নতুন** যুদ্ধ), যদি... যদি কিনা না চলত বৈপ্লবিক বুলি-কপচানি।

তারপর। আমার যুক্তিগুলিকে মূলত সঠিক বলে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন মস্কোওয়ালারা, সেগুলিকে প্রত্যাখ্যান করা হল কোন্ কারণে?

কারণটা হল এই যে, বিশ্ববিপ্লবের স্বার্থে সোভিয়েতরাজ খোয়ানটা আমাদের মেনে নিতে **হবে।**

বিশ্ববিপ্লবের স্বার্থে সেটা চাই কেন? এখানেই আসল কথাটা; আমার যুক্তিগুলিকে যাঁরা ব্যর্থ করতে চান তাঁদের বিচারধারার একেবারে সারমর্মটাই এই। আর ঠিক এই, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, বুনিয়াদী এবং অপরিহার্য এই বিষয়েই বলা হয় নি একটিও কথা, না প্রস্তাবে, না ব্যাখ্যামূলক মন্তব্যে। যা সর্বজনবিদিত এবং অকাট্য — 'রাশিয়ায় বুর্জোয়া প্রতিবিপ্লব নির্মমভাবে দমন করা' (যেটার ফলস্বরূপে সোভিয়েতরাজ খোয়া যাবে সেই কর্মনীতির প্রণালী আর উপায় প্রয়োগ করে?) এবং পার্টিতে সমস্ত নরমপন্থী সুবিধাবাদীদের বিরোধিতা করা — সে-সম্বন্ধে বলার সময় এবং জায়গা পেয়েছেন রচয়িতারা, কিন্তু যা বাস্তবিকই প্রশ্নসাপেক্ষ, আর শান্তির বিরুদ্ধবাদীদের মতাবস্থানের একেবারে সারমর্মটাই যেখানে সংশ্লিষ্ট সে-বিষয়ে — একটি কথাও নয়।

অদ্ভুত। খুবই অদ্ভুত। প্রস্তাব রচয়িতারা এই বিষয়ে বিশেষত দুর্বল বোধ করেছেন বলেই কি তাঁরা এতে নীরব থেকেছেন? **কেন** (এটা বিশ্ববিপ্লবের স্বার্থে চাই) তা সোজাসুজি বললে খুব সম্ভব তাঁরা নিজেদের স্বরূপ খুলে ধরতেন...

তা যা-ই হোক, প্রস্তাব রচয়িতারা যেসব যুক্তি দিয়ে **হয়ত-বা** চালিত হয়েছেন সেগুলি আমাদের **খুঁজে বের করতে** হচ্ছে।

ওই রচয়িতারা কী মনে করেন, সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে যে-কোন শান্তি স্থাপনই বিশ্ববিপ্লবের স্বার্থে নিষিদ্ধ? পেত্রগ্রাদের সভাগুলির মধ্যে একটায় শান্তিবিরোধীদের কেউ কেউ এই মত প্রকাশ করেছিলেন, তবে পৃথক শান্তিতে যাঁদের আপত্তি আছে তাঁদের মধ্যে শুধু একটা নগণ্য সংখ্যালঘু অংশই সেটা সমর্থন করেন। (১৫২) এটা তো স্পষ্টই যে, এই অভিমত অনুসারে এগোলে ব্রেস্ত্ আলাপ-আলোচনার উপযোগিতা অগ্রাহ্য করা হয় এবং প্রত্যাখ্যান করা হয় শান্তি, সেটার সঙ্গে 'এমন কি' পোল্যান্ড, লাতভিয়া আর কুর্ল্যান্ড ফেরত দেবার ব্যবস্থা থাকলেও। এই অভিমত (যেটাকে দৃষ্টান্তস্বরূপ পেত্রগ্রাদের শান্তিবিরোধীদের অধিকাংশই প্রত্যাখ্যান করেন) যে বেঠিক সেটা দিবালোকের মতোই স্পষ্ট। এইভাবে দেখলে,

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো দিয়ে পরিবেষ্টিত কোন সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের পক্ষে কোন অর্থনৈতিক চুক্তি সম্পাদন করাই চলে না, চাঁদে উড়ে যাওয়া ছাড়া তার আদৌ কোন অস্তিত্বই থাকতে পারে না।

ওই রচয়িতারা কী মনে করেন, বিশ্ববিপ্লবের স্বার্থে সেটাকে **ঠেলা দেওয়া** আবশ্যক, আর এমন ঠেলা দেওয়া যেতে পারে শুধু যুদ্ধ দিয়ে, শান্তি দিয়ে নয় কিছুতেই, তাতে সাম্রাজ্যবাদকে 'বৈধ করে দেওয়া হচ্ছে' বলে জনগণের মধ্যে ধারণা জন্মাতে পারে? মার্কসবাদের সঙ্গে এমন 'তত্ত্বের' একেবারে কোন মিলই নেই, কেননা মার্কসবাদ বরাবরই বিপ্লবকে 'ঠেলা দেবার' বিরোধী, — যা বিপ্লবের উদ্ভব ঘটায় সেই শ্রেণীবিরোধের প্রকোপ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিকশিত হয় বিপ্লব। অমন তত্ত্ব এই অভিমতেরই শামিল: সংগ্রামের একটা রূপ হিসেবে সশস্ত্র অভ্যুত্থান সবসময়ে এবং সমস্ত পরিস্থিতিতেই অবশ্যকরণীয়। তবে, দেশে বুর্জোয়াদের উচ্ছেদ করে সোভিয়েতরাজ বিশ্ববিপ্লবের **আনুকূল্য করবে,** কিন্তু আনুকূল্য করার **আকার** সেটা স্থির করবে নিজ শক্তি অনুসারে, এটাই সেই বিপ্লবের স্বার্থে আবশ্যক। কারও **নিজ** দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরাজয়ের সম্ভাবনা মেনে নিয়ে আন্তর্জাতিক পরিসরে সেই বিপ্লবের আনুকূল্য করার মতটা এমন কি 'ঠেলা দেবার' তত্ত্ব থেকেও আসে না।

কিংবা, জার্মানিতে বিপ্লব ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে, সেটা ইতিমধ্যে পেঁছে গেছে প্রকাশ্য, দেশজোড়া গৃহযুদ্ধের পর্বে, কাজেই জার্মান শ্রমিকদের সাহায্য করে আমাদের নিজেদের খতম হয়ে যেতে হবে ('সোভিয়েতরাজ খোয়ান') জার্মান বিপ্লবকে **বাঁচাবার জন্য,** যে-বিপ্লব চূড়ান্ত লড়াই শুরু করে দিয়ে বিষম বিপন্ন হয়ে পড়েছে — এমনটাই কি মনে করছেন প্রস্তাব রচয়িতারা? এই তত্ত্ব অনুসারে, আমরা খতম হয়ে গিয়ে জার্মান প্রতিবিপ্লবের সামরিক শক্তির একাংশকে ভিন্নমুখ করব, তাতে করে বাঁচিয়ে দেব জার্মান বিপ্লবটিকে।

এইসব সিদ্ধান্তসূত্র মেনে নিলে, পরাজয়ের সম্ভাবনা এবং সোভিয়েতরাজ খোয়ানর সম্ভাবনা মেনে নেওয়াটা 'বিধেয়ই' (প্রস্তাব রচয়িতারা যা বলেছেন) শুধু নয়, অধিকন্তু পুরোদস্তুর কর্তব্যই, সেটা বেশ বোঝাই যায় বটে। এইসব সিদ্ধান্তসূত্রের কোন অস্তিত্বই নেই, সেটা স্পষ্ট। জার্মান বিপ্লব পেকে উঠছে, কিন্তু জার্মানিতে বিস্ফোরণের পর্বে, জার্মানিতে গৃহযুদ্ধের পর্বে সেটা পেঁছয় নি, তা স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। 'সোভিয়েতরাজ খোয়ানর সম্ভাবনা মেনে নিয়ে' আমরা জার্মান বিপ্লবের পরিণত হয়ে ওঠায় আনুকূল্য করব

না নিশ্চয়ই, বরং **ব্যাহতই করব** সেটাকে। তাতে আমরা আনুকূল্য করব জার্মান প্রতিক্রিয়াশীলতার, সেটার সুবিধে করে দেব, ব্যাহত করব জার্মানির সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন আর জার্মান প্রলেতারিয়ান এবং আধা-প্রলেতারিয়ানদের মধ্যে যারা এখনো সমাজতন্ত্রের পক্ষে এসে যায় নি তাদের বিপুল জনরাশিকে ভয় পাইয়ে সমাজতন্ত্র থেকে দূরে ঠেলে দেব, তারা সোভিয়েত রাশিয়াকে ধ্বংস হতে দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে, ১৮৭১ সালে প্যারিস কমিউনের বিনাশ দেখে যেমনটা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল ইংরেজ শ্রমিকেরা।

ওই রচয়িতাদের বক্তব্যগুলোকে যত খুশি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখুন, তাতে কোন সংগতি খুঁজে পাবেন না। 'বিশ্ববিপ্লবের স্বার্থে সোভিয়েতরাজ খোয়ানর সম্ভাবনা মেনে নেওয়াই বিধেয়', এই অভিমতের সমর্থনে কোন সংগত যুক্তি নেই।

দেখা যাচ্ছে 'সোভিয়েতরাজ এখন হয়ে উঠছে নিছক নামসর্বস্ব' — এই বিকট অভিমতটাই ঘোষণা করে বসেছেন মস্কো-প্রস্তাবের রচয়িতারা।

যেহেতু জার্মান সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের কাছ থেকে খেসারত আদায় করবে, জার্মানির বিরুদ্ধে আমাদের প্রচার আর আলোড়ন চালাতে বারণ করবে, তাই সোভিয়েতরাজের আর কোন তাৎপর্য থাকছে না, সেটা 'হয়ে দাঁড়াচ্ছে নিছক নামসর্বস্ব' — সম্ভবত এটাই প্রস্তাব রচয়িতাদের 'বিচার' ধারা। আমরা বলছি 'সম্ভবত', তার কারণ এই রচয়িতারা তাঁদের উপস্থাপনার সমর্থনে স্পষ্ট এবং নির্দিষ্ট কিছুই হাজির করেন নি।

সোভিয়েতরাজের তাৎপর্য নিছক নামসর্বস্ব, আর সোভিয়েতরাজ খোয়ানর সম্ভাবনার ঝুঁকি নেবার কর্মকৌশল গ্রহণযোগ্য, এই মর্মে 'তত্ত্বের' মোদ্দা কথাটা হল — প্রগাঢ় আর নিরুপায় দুঃখবাদ এবং পরিপূর্ণ নৈরাশ্য। যেহেতু, যা-ই হোক পরিত্রাণ তো নেইই, কাজেই খতম হয়ে যাক সোভিয়েতরাজও — এই মনোভাবের তাড়নায়ই এসেছে এই বিকট প্রস্তাবটি। কখনো কখনো যে তথাকথিত 'অর্থনৈতিক' যুক্তির সাজ পরিয়ে হাজির করা হয় এইসব ধারণা, সেটাতেও প্রকাশ পায় সেই একই নিরুপায় দুঃখবাদ: কেমনধারা সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র এটা — তার মর্মার্থ হল — যখন কিছুটা নজরানা মাত্র নয়, এমন বিপুল পরিমাণ নজরানা সেটার কাছ থেকে আদায় হতে পারে?

নৈরাশ্য ছাড়া কিছুই নয়: যা-ই হোক, আমরা খতম হবই!

রাশিয়া এখন যে অতি নিদারুণ অবস্থায় পড়েছে তাতে ওই মেজাজটা

বেশ বোঝা যায়। কিন্তু সচেতন বিপ্লবীদের মধ্যে এটা 'বোধগম্য' নয়। এতে মস্কোওয়ালাদের অভিমত কিম্ভূতকিমাকারে পর্যবসিত হয়েছে, এটাই আমরা দেখছি। ১৭৯৩ সালের ফরাসীরা কিছুতেই এমন কথা বলত না যে, তাদের সাফল্য — প্রজাতন্ত্র আর গণতান্ত্রিকতা — নিছক নামসর্বস্ব হয়ে পড়ছে, প্রজাতন্ত্র খোয়া যাবার সম্ভাবনা তাদের মেনে নিতে হবে। নৈরাশ্যে নয়, তারা ভরপুর ছিল বিজয়ের বিশ্বাসে। বৈপ্লবিক যুদ্ধের আহ্বান জানান, আর সেইসঙ্গে একটা বিধিবৎ গৃহীত প্রস্তাবে 'সোভিয়েতরাজ খোয়ানর সম্ভাবনা মেনে নেবার' কথা বলাটায় নিজ স্বরূপ পুরোপুরিই খুলে ধরা হয়।

১৯১৮ সালে রাশিয়া যা সইছে, বিজেতার হাতে তার চেয়েও অধিকতর অতুলনীয় এবং অপরিমেয় পরাজয়, রাজ্যগ্রাস, অবমাননা এবং উৎপীড়নে জর্জরিত হয়েছিল প্রাশিয়া এবং অন্যান্য কয়েকটি দেশ উনিশ শতকের গোড়ায়, নেপোলিয়নীয় যুদ্ধগুলোর সময়ে। আমাদের উপর এখন যতটা পদদলন হতে পারে তার চেয়ে শতগুণ সজোরে নেপোলিয়নের সামরিক জ্যাক্‌বুটের তলায় পিষ্ট হয়ে প্রাশিয়ার সেরা মানুষেরা হতাশ হয়ে পড়ে নি, তারা বলে নি তাদের জাতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানাদি 'নিছক নামসর্বস্ব'। তারা হাল ছেড়ে বসে নি, 'যা-ই হোক, আমরা তো খতম হব' মনোভাবে ডোবে নি। ব্রেস্ত্‌ সন্ধির চেয়ে অধিকতর অপরিমেয় দুঃসহ, পাশব, অবমাননাকর এবং পীড়াদায়ক শান্তিচুক্তিতে তারা সই দিয়েছে, সুযোগের জন্য ধৈর্য ধরে থেকেছে, বিজেতার জোয়াল সয়েছে শক্ত হয়ে থেকে, আবার লড়েছে, আবার পড়েছে বিজেতার জোয়ালে, যৎপরোনাস্তি জঘন্য শান্তিচুক্তিতে সই দিয়েছে আবার, আবার উঠে দাঁড়িয়েছে, আর **শেষে মুক্তি জিতে নিয়েছে** (প্রবলতর প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেতাদের মধ্যে বিবাদের সুযোগ কাজে না লাগিয়ে **নয়)।**

সেটার পুনরাবৃত্তি কেন হতে পারবে না আমাদের ইতিহাসে?

কেন আমরা হতাশায় ভেঙে পড়ে 'সোভিয়েতরাজ হয়ে দাঁড়াচ্ছে নিছক নামসর্বস্ব' বলে প্রস্তাব লিখব — যে-প্রস্তাব, হা ভগবান, অতিবড় লজ্জাকর শান্তির চেয়ে লজ্জাকর?

আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের দৈত্যগুলোর বিরুদ্ধে সংগ্রামে সবচেয়ে সর্বনাশা সামরিক পরাজয়ে রাশিয়ায়ও কেন জাতীয় চরিত্র পোক্ত হয়ে উঠবে না, দৃঢ়তর হবে না আত্মশাসন, বড়াই আর বুলিবাজির অবসান ঘটবে না, স্থৈর্যশিক্ষা হবে না, আর জনগণ কেন বুঝেসুঝে গ্রহণ করবে না

নেপোলিয়নের দলিত প্রাশিয়ার মানুষের মতো এই কর্মকৌশল — ফৌজ না থাকলে অতিবড় অবমাননাকর শান্তিচুক্তিতে সই দাও, তারপর শক্তি সমাবেশ করো, উঠে দাঁড়াও বারবার?

অন্যান্য জাতি যদি এর চেয়ে নিদারুণ দুর্দশাও শক্ত হয়ে থেকে সহ্য করতে পেরে থাকে, তাহলে আমরা কেন হতাশায় ভেঙে পড়ব প্রথম শান্তিচুক্তিতেই — সেটা অসম্ভব রকম দুর্ভর হলেও?

এই হতাশার কর্মকৌশলের অনুযায়ী কোনটা — যে-প্রলেতারিয়ান জানে শক্তির অভাব থাকলে পরাজয় স্বীকার করতে হয় আর তবু যে-কোন ক্ষতিস্বীকার করেও বারবার উঠে দাঁড়াতে এবং **যে-কোন** পরিস্থিতিতে শক্তি সঞ্চয় করতে পারে, সেই প্রলেতারিয়ানের দৃঢ়তা, না কি আমাদের দেশে যারা বৈপ্লবিক যুদ্ধ সম্বন্ধে বুলি-কপচানিতে রেকর্ড ছাপিয়ে গেছে সেই বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পার্টি ধরনের পেটি বুর্জোয়াদের মেরুদণ্ডহীনতা?

না, মস্কোওয়ালা 'চরমপন্থী'প্রিয় কমরেডসব, কঠোর পরীক্ষার প্রত্যেকটা দিনই আপনাদের দূরে সরিয়ে দেবে সবচেয়ে শ্রেণীসচেতন এবং স্থৈর্যশীল সেইসব শ্রমিকদের কাছ থেকে। তারা বলবে সোভিয়েতরাজ নিছক নামসর্বস্ব হয়ে **দাঁড়াচ্ছে** না, **দাঁড়াবে** না — সেটা শুধু এখন নয়, যখন বিজেতা প্স্কভে এসে দাঁড়িয়ে আমাদের কাছ থেকে শস্য, আকরিক আর টাকায় এক-হাজার কোটি রুব্ল নজরানা আদায় করছে, সেটা বিজেতা এমন কি নিজনি নভগরদ আর দন তীরের রস্তভ অবধি পৌঁছে গিয়ে আমাদের কাছ থেকে দু'-হাজার কোটি রুব্ল নজরানা আদায় করলেও।

কখনো কোন বৈদেশিক রাজ্যজয়ের ফলে কোন জনগণের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান 'নিছক নামসর্বস্ব' হয়ে দাঁড়ায় না (আর সোভিয়েতরাজ তো ইতিহাস-জ্ঞাত যাবতীয়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানই শুধু **নয়**)। বরং তার উলটোটা — বিজাতীয়দের দ্বারা রাজ্যজয়ের ফলে সোভিয়েতরাজের প্রতি জনগণের সহানুভূতি শুধু প্রবলতরই হবে, অবশ্য যদি... যদি সেটা হঠকারী নির্বুদ্ধিতায় প্রবৃত্ত না হয়।

ফৌজ না থাকলে জঘন্যতম শান্তিচুক্তি করতে অস্বীকার করলে সেটা হয় হঠকারী জুয়াড়ী চাল। যে-সরকার ওইভাবে অস্বীকার করে সেটা সংগত কারণেই জনগণের নিন্দাই হয়।

ইতিহাসে আগে ব্রেস্ত্ শান্তিচুক্তির চেয়ে বিপুল মাত্রায় দুর্ভর এবং অবমাননাকর বিভিন্ন সন্ধিচুক্তিতে সই দেওয়া হয়েছে (তার কোন কোন

দৃষ্টান্ত আগে দেওয়া হয়েছে), তাতে সংশ্লিষ্ট সরকার অপদস্থ হয় নি, নামসর্বস্ব হয়ে দাঁড়ায় নি; সরকার কিংবা জনগণ কোনটার সর্বনাশ হয়ে যায় নি, জনগণ তাতে বরং আরও পোক্ত হয়ে উঠেছে, অতিবড় নৈরাশ্যময় পরিস্থিতিতে বিজেতার বুটের তলায় থেকেও শক্তিমান ফৌজ গড়ে তোলার কঠোর এবং দুরূহ বিদ্যা **শিখেছে।**

নতুন এবং সত্যিকারের দেশপ্রেমিক যুদ্ধের দিকে চলছে রাশিয়া, সেই যুদ্ধ সোভিয়েতরাজকে বজায় রাখা এবং সংহত করার জন্য। সম্ভবত আর একটা যুগ — নেপোলিয়নীয় যুদ্ধগুলির যুগের মতো — হবে সোভিয়েত রাশিয়ার উপর আগ্রাসীদের চাপিয়ে দেওয়া মুক্তি**যুদ্ধসমূহের** (একটা যুদ্ধ নয়, একপ্রস্ত যুদ্ধের) যুগ। সেটা সম্ভব।

কাজেই, ফৌজ না থাকার দরুন অপরিহার্য হয়ে-পড়া যে-কোন দুর্ভর এবং চূড়ান্ত দুর্ভর শান্তির চেয়ে বেশি অবমাননাকর হল অবমাননাকর হতাশা। অভ্যুত্থান এবং যুদ্ধকে আমরা **গুরুত্বসহকারে** ধরলে গোটা-দশেক জঘন্য শান্তিচুক্তিতেও আমরা খতম হব না। হতাশা আর বুলি-কপচানি দিয়ে আমরা আত্মবিনাশ না ঘটালে কোন বিজেতা আমাদের বিনষ্ট করতে পারবে না।

'প্রাভদা' — ৩৭ ও ৩৮ নং সংখ্যা,
২৮ (১৫) ফেব্রুয়ারি ও ১ মার্চ
(১৬ ফেব্রুয়ারি), ১৯১৮

৩৫ খণ্ড, ৩৯৯-৪০৭ পৃঃ

রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-এর বিশেষ সপ্তম কংগ্রেসে পার্টির কর্মসূচি পর্যালোচনা ও পার্টির নাম বদলানর সম্বন্ধে বিবরণ থেকে (১৫৩)

৮ মার্চ, ১৯১৮

সোভিয়েত ধরনের রাষ্ট্রের সংজ্ঞার্থ নির্ধারণ করাই অতঃপর আমাদের কাজ। এই প্রশ্নে তত্ত্বগত বিচার-বিবেচনার রূপরেখা আমি দিতে চেষ্টা করেছি আমার 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' গ্রন্থে। আমার মনে হয়, পশ্চিম ইউরোপে প্রাধান্যশালী অফিশিয়াল সমাজতন্ত্র বস্তুত রাষ্ট্র সম্বন্ধে মার্কসীয় বিচার-বিবেচনাটাকে যৎপরোনাস্তি বিকৃত করেছে, আর সোভিয়েত বিপ্লবের অভিজ্ঞতা এবং রাশিয়ায় সোভিয়েতগুলির প্রতিষ্ঠা সেটাকে চমৎকারভাবেই প্রতিপন্ন করেছে। আমাদের সোভিয়েতগুলিতে কাঁচা এবং অসমাপ্ত রয়েছে অনেকিকছুই, তাতে কোন সন্দেহ নেই, সেগুলির কাজকর্ম যারা পরীক্ষা করেছে তাদের প্রত্যেকের কাছেই সেটা সহজলক্ষ্য; কিন্তু যা বিশেষ গুরুত্বসম্পন্ন, ঐতিহাসিক মূল্যধর, সমাজতন্ত্রের পৃথিবীজোড়া বিকাশের ক্ষেত্রে যা একটা অগ্রপদক্ষেপ, তা হল: সেগুলি নতুন ধরনের রাষ্ট্র। প্যারিস কমিউন হল একটা নগরে সংঘটিত অল্প কয়েক সপ্তাহের ব্যাপার, তাতে জনগণ কী করছিল সে সম্বন্ধে তারা সচেতন ছিল না। কমিউনটাকে যারা সৃষ্টি করেছিল তারা সেটাকে বোঝে নি। উদ্বুদ্ধ জনগণের অব্যর্থ সহজজ্ঞান অনুসারে চলে তারা প্রতিষ্ঠা করেছিল কমিউন। কিন্তু, ফরাসী সমাজতন্ত্রীদের দুটি দলের কোনটাই কী করছিল সে-সম্বন্ধে সচেতন ছিল না। প্যারিস কমিউন এবং জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির বহু বছরের বিকাশের কাঁধের উপর দাঁড়িয়ে আছি বলে আমাদের এমন পরিবেশ রয়েছে যাতে সোভিয়েতরাজ সৃষ্টি করতে লেগে কী করছি তা আমরা স্পষ্ট দেখতে পারছি। সোভিয়েতগুলিতে রয়েছে অনেক স্থূলতা আর শৃঙ্খলার অভাব— এটা হল আমাদের দেশের পেটি-বুর্জোয়া প্রকৃতি থেকে টিকে-থাকা একটা জের—সেই সবকিছু সত্ত্বেও জনরাশি সৃষ্টি করেছে এই নতুন ধরনের রাষ্ট্র। সেটা কাজ চালিয়ে আসছে সপ্তাহের পর সপ্তাহ নয়, মাসের পর মাস, আর

একটি নগরীতে নয়, একটি বিশাল দেশ জুড়ে — কতকগুলি জাতিঅধ্যুষিত দেশে। এই ধরনের সোভিয়েতরাজ নিজের যোগ্যতা দেখিয়েছে, কেননা সেটা প্রসারিত হয়েছে ফিনল্যান্ডে, যে-দেশটি সবদিক থেকেই পৃথক, সেখানে কোন সোভিয়েত নেই, কিন্তু রয়েছে অন্তত একটা নতুন ধরনের ক্ষমতা, প্রলেতারীয় ক্ষমতা (১৫৪)। তাই, তত্ত্বগতভাবে যা অকাট্য বলে বিবেচিত, এটা হল তার প্রমাণ — সেটা এই যে, সোভিয়েতরাজ একটা নতুন ধরনের রাষ্ট্র, যাতে আমলাতন্ত্র নেই, পুলিস নেই, নেই স্থায়ী ফৌজ, যে-রাষ্ট্রে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিকতার জায়গায় স্থাপিত হয়েছে একটা নতুন গণতন্ত্র, এই গণতন্ত্র সামনে নিয়ে এসেছে মেহনতী জনগণের অগ্রদূতদের, তাদের দিয়েছে বিধানিক এবং নির্বাহী কর্তৃত্ব, সামরিক প্রতিরক্ষার জন্য তাদের দায়িত্ব দিয়েছে, সৃষ্টি করেছে রাষ্ট্রযন্ত্র, যেটা জনগণকে নতুন করে শিক্ষাদীক্ষা দিতে পারে।

রাশিয়ায় এটা সবে শুরু হয়েছে, আর যেভাবে শুরু হয়েছে তাতে ত্রুটি আছে। যা আমরা শুরু করেছি তাতে ত্রুটিটা কী, সে-সম্বন্ধে সচেতন থাকলে আমরা সেটা অতিক্রম করতে পারব, অবশ্য ইতিহাস যদি সেই সোভিয়েতরাজ নিয়ে কাজ করবার মতো উপযুক্ত গোছের কিছুটা সময় দেয়। তাই আমার মতে, নতুন ধরনের রাষ্ট্রের সংজ্ঞার্থ থাকতে হবে আমাদের কর্মসূচির একটা বিশিষ্ট স্থানে। দুঃখের কথা, আমাদের কর্মসূচি নিয়ে কাজ করতে হয়েছে সরকারী কাজের মাঝে, আর সেটা এতই তাড়াহুড়ো করে যাতে একটা বিধিবৎ খসড়া কর্মসূচি রচনার জন্য আমরা কমিশনটাকে ডাকতে পর্যন্ত পারি নি। প্রতিনিধিদের মধ্যে যা বিলি করা হয়েছে সেটা একটা কাঁচা খসড়া* মাত্র, তা প্রত্যেকেই স্পষ্ট দেখতে পারেন। সোভিয়েতরাজ সংক্রান্ত প্রশ্নটাকে এতে বেশ অনেকটা জায়গা দেওয়া হয়েছে, আমার মনে হয়, আমাদের কর্মসূচির আন্তর্জাতিক তাৎপর্যটা উপলব্ধ হবে এখানেই। আমার বিবেচনায়, আমাদের বিপ্লবের আন্তর্জাতিক তাৎপর্যটাকে বিভিন্ন স্লোগান, আবেদন, প্রদর্শন, ইস্তাহার, ইত্যাদিতে গণ্ডিবদ্ধ রাখাটা খুবই ভুল। তা যথেষ্ট নয়। ইউরোপীয় শ্রমিকদের আমাদের দেখাতে হবে ঠিক কী আমরা শুরু করেছি, কীভাবে শুরু করেছি, সেটাকে বুঝতে হবে কীভাবে; তাহলে, সমাজতন্ত্র কীভাবে হাসিল করতে হয় এই প্রশ্নটার সামনাসামনি এসে পড়বে তারা। তাদের নিজেদের বিবেচনা করা চাই —

---

* ভ. ই. লেনিন। 'খসড়া কর্মসূচির কাঁচা রূপরেখা'। — সম্পাঃ

রুশীরা একটাকিছু শুরু করেছে, সেটা করবার মতোই বটে; তাদের শুরু করাতে যদি ত্রুটি থেকে থাকে, আমাদের করতে হবে আরও ভালভাবে। তার জন্য যতখানি সম্ভব নির্দিষ্ট মালমশলা তাদেরকে আমাদের যুগিয়ে দিতে হবে, আর বলতে হবে আমরা যা সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেছি তাতে নতুনটা কী। সোভিয়েতরাজের আকারে আমাদের হয়েছে একটা নতুন ধরনের রাষ্ট্র; এটার উদ্দেশ্য আর গঠনের রূপরেখা তুলে ধরতে আমরা চেষ্টা করব, আমরা বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করব কেন এই নতুন ধরনের গণতন্ত্র, যাতে তালগোল পাকান এবং অযৌক্তিক রয়েছে এতকিছু, বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করব কী এটার প্রাণশক্তি — মেহনতী জনগণের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর, শোষণ এবং দমনযন্ত্র অপসারণ। রাষ্ট্র হল দমনের যন্ত্র। শোষকদের দমন করতে হবে, তবে পুলিস দিয়ে তাদের দমন করা যায় না, তাদের দমন করবে জনগণ নিজেরাই, সেই যন্ত্রটাকে সংযুক্ত থাকতে হবে জনরাশির সঙ্গে, সেটাকে হতে হবে জনরাশির প্রতিনিধি, যেমনটা রয়েছে সোভিয়েতগুলি। সোভিয়েতগুলি জনগণের ঢের বেশি কাছাকাছি, জনরাশির আরও কাছাকাছি হবার সুযোগ জুটিয়ে দেয় সেগুলি; সেগুলি ওই জনরাশির শিক্ষাদীক্ষার অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি করে। আমরা বেশ ভালভাবেই জানি রুশী কৃষক জানতে-শিখতে ব্যগ্র; আর আমরা চাই তারা জানুক-শিখুক, সেটা বই থেকে নয়, তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে। সোভিয়েতরাজ একটা যন্ত্র। এটা এমন এক যন্ত্র যেটা সরাসরি জনগণকে রাষ্ট্রপরিচালনা এবং দেশজোড়া পরিসরে উৎপাদন সংগঠিত করতে শেখাবে। কাজটা প্রচন্ড দুষ্কর। তবে তা হাসিল করতে আমরা শুরু করছি। এটা ইতিহাসের নিরিখে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং তা আমাদের একটি দেশের বিবেচনা থেকেই শুধু নয়। সাহায্য করতে আমরা ডাকছি ইউরোপীয় শ্রমিকদের। ঠিক সেই সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকেই আমাদের কর্মসূচির সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা আমাদের দিতে হবে। এই কারণেই এটাকে আমরা প্যারিস কমিউনের অনুসৃত পথের অনুবৃত্তি মনে করি। সেজন্যই ইউরোপীয় শ্রমিকরা একবার সে-পথে পা বাড়ালে সাহায্য করতে সক্ষম হবে বলে আমরা নিশ্চিত। ওই তারা করবে আমরা যা করছি, কিন্তু করবে আরও ভালভাবে আর ভারকেন্দ্রটা সরে যাবে আনুষ্ঠানিক দৃষ্টিকোণ থেকে নির্দিষ্ট পরিবেশে। সাবেকী আমলে সভানুষ্ঠানের স্বাধীনতার দাবিটা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দাবি, আর সভানুষ্ঠানের স্বাধীনতা সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিকোণটা হল এই যে, সভানুষ্ঠান এখন কেউ ঠেকাতে পারে না, সোভিয়েতরাজকে এজন্য ঘর-

বাড়ির ব্যবস্থা করে দিতে হয় শুধু। মোটা দাগের বিভিন্ন নীতির সাধারণ ঘোষণাই বুর্জোয়াদের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ: 'সমস্ত নাগরিকের সভানুষ্ঠানের স্বাধীনতা আছে, কিন্তু তাদের সমবেত হতে হবে খোলা জায়গায়, আমরা তাদের ঘর-বাড়ি দেব না।' কিন্তু আমরা বলি: 'ফাঁকা কথা কমাও, চাই আরও বেশি সারবান কিছু।' প্রাসাদগুলোকে দখল করতে হবে — তাউরিদা প্রাসাদই শুধু নয়, অন্যান্য আরও অনেক — আর সভানুষ্ঠানের স্বাধীনতা সম্বন্ধে আমরা কিছু বলি না। গণতান্ত্রিক কর্মসূচিতে অন্যান্য সমস্ত দফায় সেটাকে প্রসারিত করতে হবে। আমাদের হতে হবে নিজেদের বিচারক। আদালতগুলির কাজে এবং দেশশাসনে সমস্ত নাগরিককে শরিক হতে হবে। রাষ্ট্রপরিচালনায় একেবারে সমস্ত মেহনতী মানুষকেই টেনে নেওয়াটা আমাদের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। কাজটা প্রচণ্ড দুষ্কর। কিন্তু একটা সংখ্যালঘু পার্টি আসলে সমাজতন্ত্র কায়েম করতে পারে না। সেটা কায়েম করতে পারে শুধু কোটি কোটি মানুষ, যখন সেটা নিজেরাই তারা শিখে ফেলে। বই আর বক্তৃতা থেকে শেখা নয়, অবিলম্বে নিজেরাই সেটা শুরু করে দিতে জনগণকে সাহায্য করতে আমরা চেষ্টা করছি। এটাকে আমরা নিজেদের সপক্ষে একটা বিশেষত্ব বলে মনে করি। আমাদের এই কর্তব্যগুলিকে আমরা স্পষ্ট এবং নির্দিষ্টভাবে বিবৃত করতে পারলে তাতে প্রশ্নটা নিয়ে ইউরোপীয় জনগণের আলোচনায় এবং ব্যবহারিক উপস্থাপনে উৎসাহ জাগান হবে। যা করা চাই সেটা নিয়ে আমরা হয়ত আনাড়িপনা করছি, কিন্তু জনগণকে যথাকর্তব্য পালনে আমরা তাগিদ দিচ্ছি। আমাদের বিপ্লব যা করছে সেটা যদি আকস্মিক না হয় (আমাদের স্থিরবিশ্বাস তা নয়), এটা যদি না হয় আমাদের পার্টির কোন সিদ্ধান্তের ফল, বরং হয় এমন কোন বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবী ফল যে-বিপ্লবকে মার্কস বলেছেন 'জনগণের' অর্থাৎ সেই বিপ্লব জনগণ নিজেরা সৃষ্টি করে তাদের স্লোগানের সাহায্যে, তাদের প্রচেষ্টা দিয়ে, সাবেকী বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের কর্মসূচির পুনরাবৃত্তি করে নয় — এইভাবে সবকিছু উপস্থাপিত করলেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটি আমাদের করায়ত্ত হবে।

৩৬ খণ্ড, ৫০-৫৩ পৃঃ

সোভিয়েতরাজের আশু কর্তব্য

পুস্তিকা থেকে

রাশিয়ার সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের আন্তর্জাতিক অবস্থান এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মূল কর্তব্য

...বুর্জোয়া বিপ্লবগুলিতে মেহনতীদের প্রধান কর্তব্য ছিল সামন্ততন্ত্র, রাজতন্ত্র, মধ্যযুগীয়তা বিলোপের নেতিবাচক বা ধ্বংসাত্মক কাজটা পালন করা। নবসমাজ গড়ার ইতিবাচক বা সৃষ্টিমূলক কাজটা পালন করেছে জনগণের মধ্যে সম্পত্তিবান, বুর্জোয়া সংখ্যাল্পেরা। এবং শ্রমিক ও গরিব কৃষকদের প্রতিরোধ সত্ত্বেও সেই কাজটা তারা অপেক্ষাকৃত অনায়াসে পালন করেছে শুধু এইজন্য নয় যে পুঁজিশোষিত জনগণের প্রতিরোধ সেই সময় তাদের বহুবিক্ষিপ্ত ও অপরিণত অবস্থার জন্য ছিল চূড়ান্ত রকমের দুর্বল। এটা এইজন্যও যে, অরাজক ধরনে গঠিত পুঁজিবাদী সমাজের মূল সংগঠনী শক্তি হল স্বতঃস্ফূর্তভাবে বর্ধমান ও প্রসারমান জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার।

অবশ্য, যে-কোন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে এবং ফলত ১৯১৭ সালের ২৫ অক্টোবর রাশিয়ায় আমরা যে-সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শুরু করেছি তাতেও, প্রলেতারিয়েত ও তাদের পরিচালিত গরিব কৃষকদের প্রধান কর্তব্য হল পরিকল্পিত উৎপাদন এবং কোটি কোটি লোকের অস্তিত্বের জন্য অত্যাবশ্যক উৎপন্ন বণ্টন নিয়ে নতুন নতুন সাংগঠনিক সম্পর্কের এক অসাধারণ জটিল ও সূক্ষ্ম জাল-ব্যবস্থাকে গুছিয়ে তোলার ইতিবাচক বা সৃজনমূলক কার্যসম্পাদন। এরূপ বিপ্লব সাফল্যের সঙ্গে নিষ্পন্ন হতে পারে কেবল অধিকাংশ জনগণের, সর্বাগ্রে অধিকাংশ মেহনতীর স্বাবলম্বী, ঐতিহাসিক সৃজনশীলতারই শর্তে। প্রলেতারিয়েত ও গরিব কৃষকেরা যথেষ্ট সচেতনতা, ভাবাদর্শনিষ্ঠা, আত্মত্যাগ ও অধ্যবসায় আয়ত্ত করতে পারলেই শুধু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয় নিশ্চিত হতে পারে। নবসমাজের স্বাবলম্বী নির্মাণে মেহনতী ও নিপীড়িত জনগণের সক্রিয়তর অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টিকারী নতুন সোভিয়েত ধরনের রাষ্ট্র গঠন করে আমরা কেবল দুরূহ

কর্তব্যের অল্পাংশমাত্র সাধন করেছি। প্রধান দুরূহতা রয়েছে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে: যথা — পণ্য উৎপাদন ও বণ্টনের ওপর কঠোরতম ও সার্বত্রিক হিসাব ও নিয়ন্ত্রণ কার্যকর করা, শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়ান, **কার্যত** উৎপাদনের **সামাজিকীকরণ।**

বর্তমানে যারা রাশিয়ার শাসক পার্টি, সেই বলশেভিক পার্টির বিকাশ অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই সেই ঐতিহাসিক বাঁকটির বৈশিষ্ট্যকে দেখায়, যেখানে আমরা এখন পৌঁছেছি, এবং যা হল বর্তমান রাজনৈতিক মুহূর্তের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য, আর যা সোভিয়েতরাজের নতুন অভিমুখের, অর্থাৎ নতুন কাজের নতুন উপস্থাপনার দাবি জানায়।

ভবিষ্যতের যে-কোন পার্টির **প্রথম** কর্তব্য হল তার কর্মসূচি ও রণকৌশলের শুদ্ধতায় জনগণের অধিকাংশের প্রতীতি জন্মান। যেমন জারতন্ত্রের আমলে, তেমনি কেরেনস্কি ও কিশকিনদের সঙ্গে চের্নোভ ও সেরেতেলিদের সমঝোতার পর্বেও এই কর্তব্যটি ছিল সর্বপ্রধান। এই যে-কর্তব্যটি, বলাই বাহুল্য, এখনো মোটেই সুসম্পূর্ণ হয় নি (ষোল-আনা সম্পূর্ণ যা কদাচই হতে পারে না), তা মোটের ওপর সাধিত হয়েছে, কেননা মস্কোর বিগত সোভিয়েতগুলির কংগ্রেসে (১৫৫) যা তর্কাতীতরূপে দেখা গেল তা হয় রাশিয়ার অধিকাংশ শ্রমিক ও কৃষক স্পষ্টতই বলশেভিকদের পক্ষে।

আমাদের পার্টির দ্বিতীয় কর্তব্য ছিল রাজনৈতিক ক্ষমতা জয় ও শোষকদের প্রতিরোধ দমন। এই কর্তব্যটাও মোটেই শেষ পর্যন্ত সমাপ্ত হয় নি এবং সেটা উপেক্ষা করা অসম্ভব, কেননা একদিকে, রাজতন্ত্রী ও কাদেতরা এবং অন্যদিকে, তাদের ধুয়াধারী ও লেজুড় মেনশেভিক ও দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিরা সোভিয়েতরাজ উচ্ছেদের জন্য সম্মিলিত হবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ১৯১৭ সালের ২৫ অক্টোবর থেকে (মোটামুটি) ১৯১৮ সালের ফেব্রুয়ারি, অথবা বগায়েভস্কির আত্মসমর্পণ — এই পর্বের মধ্যে শোষকদের প্রতিরোধ দমনের কর্তব্য প্রধানত সাধিত হয়েছে।

এবার পরবর্তী এবং বর্তমান মুহূর্তের বৈশিষ্ট্যসূচক তৃতীয় কর্তব্য সামনে আসছে — রাশিয়ার **প্রশাসন** সংগঠন। বলাই বাহুল্য, এই কর্তব্যটি ১৯১৭ সালের ২৫ অক্টোবরের পরের দিনই আমরা হাজির করি ও স্থির করি, কিন্তু যতদিন পর্যন্ত শোষকদের প্রতিরোধ তখনো প্রকাশ্য গৃহযুদ্ধের

রূপ নিচ্ছিল, ততদিন পর্যন্ত প্রশাসনের কাজটা **প্রধান, কেন্দ্রীয় হয়ে উঠতে পারে নি।**

এখন এটা প্রধান ও কেন্দ্রীয় কাজ হয়ে উঠেছে। আমরা বলশেভিক পার্টি, রাশিয়ার **প্রতীতি জন্মিয়েছি।** আমরা ধনীদের কাছ থেকে গরিবদের জন্য, শোষকদের কাছ থেকে মেহনতীদের জন্য রাশিয়াকে **জয় করে নিয়েছি।** এবার রাশিয়াকে আমাদের **চালাতে** হবে। এবং বর্তমান **মুহূর্তের সমস্ত** মৌলিকতা, **সমস্ত দুরূহতা** হল জনগণের প্রতীতি জন্মান ও শোষকদের সামরিক দমনের প্রধান কর্তব্য থেকে **প্রশাসনের** প্রধান কর্তব্যে **উৎক্রমণের বৈশিষ্ট্যটি** বোঝা।

মানবেতিহাসে এই প্রথম একটা সমাজতান্ত্রিক পার্টি মোটের ওপর ক্ষমতা দখল ও শোষকদের দমন করার কাজ সমাপ্ত করতে পেরেছে, **সোজাসুজি প্রশাসনিক** কাজের **সম্মুখীন হতে** পেরেছে। সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তনের এই **দুরূহতম** (ও সবচেয়ে চরিতার্থ) কর্তব্যের যোগ্য সাধক হতে পারা চাই আমাদের। **বুঝে নেওয়া** চাই যে সার্থক প্রশাসনের জন্য প্রত্যয় জাগাতে পারার কৃতিত্ব **ছাড়াও,** গৃহযুদ্ধে জয়লাভের কৃতিত্ব ছাড়াও দরকার **কার্যক্ষেত্রে সংগঠনের** কৃতিত্ব। এটা কঠিনতম কাজ, কেননা প্রশ্নটা হল কোটি কোটি লোকের জীবনের গভীরতম ভিত্তি, অর্থনৈতিক ভিত্তিগুলোকে নতুনভাবে সংগঠিত করার। এটা সবচেয়ে চরিতার্থতার কাজ, কেননা তার সমাধানের (প্রধান প্রধান ও মূল দিকগুলিতে) **পরেই** কেবল আমরা বলতে পারব যে রাশিয়া **শুধু** সোভিয়েত নয়, **হয়ে উঠেছে** সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র।

এই মুহূর্তের সাধারণ স্লোগান

চূড়ান্ত রকমের দুর্বিষহ ও নড়বড়ে শান্তি, এবং যুদ্ধ ও বুর্জোয়া প্রভুত্ব থেকে পাওয়া (কেরেনস্কি ও তৎসমর্থক মেনশেভিক ও দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিদের মারফত) যন্ত্রণাকর ধ্বংসাবস্থা, বেকারি ও বুভুক্ষার উত্তরাধিকার, তার ফলে সৃষ্ট বিষয়মুখ পরিস্থিতির যে-বর্ণনা আগে দিয়েছি, এসবের ফলে ব্যাপক মেহনতী জনগণ চরম ক্লান্তিতে, এমন কি নিঃশেষিত অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। দৃঢ়ভাবে তারা খানিকটা বিশ্রামের দাবি করছে এবং তা না করে পারে না। দিনের প্রধান কর্তব্য হল যুদ্ধ ও বুর্জোয়া শাসনে ধ্বংসপ্রাপ্ত উৎপাদনী শক্তির পুনরুদ্ধার; যুদ্ধের ফলে, যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে, চোরাবাজারির ফলে এবং উৎখাত-কৃত শোষকক্ষমতা

পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য বুর্জোয়ার প্রচেষ্টার ফলে সৃষ্ট ক্ষতগুলির চিকিৎসা; দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন; দৃঢ়ভাবে প্রাথমিক শৃঙ্খলারক্ষা। আপাতবিরোধী বলে মনে হলেও, প্রকৃতপক্ষে উল্লিখিত বিষয়গত পরিস্থিতির কারণে একথা একেবারেই সন্দেহাতীত যে, বর্তমান মুহূর্তে রাশিয়ার সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সোভিয়েতরাজ পাকাপোক্ত করতে পারে কেবল সেইক্ষেত্রে, যদি সে বুর্জোয়া, মেনশেভিক ও দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিদের প্রতিরোধ সত্ত্বেও সামাজিকতা রক্ষার ঠিক এই অতিপ্রাথমিক ও প্রাথমিকতম কর্তব্যগুলি কার্যত সাধন করতে পারে। বর্তমান পরিস্থিতির সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের ফলে এবং ভূমির সমাজিকীকরণ, শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ, ইত্যাদি আইন সমেত সোভিয়েত-রাজের অস্তিত্ব থাকায় এইসব প্রাথমিকতম কর্তব্যের ব্যবহারিক সমাধান ও সমাজতন্ত্রের দিকে প্রথম পদক্ষেপের সাংগঠনিক দুরূহতা অতিক্রম হয়ে দাঁড়িয়েছে একই ছবির দুই দিক।

অর্থের নিখুঁত ও বিবেকসম্মত হিসাব রাখ, মিতব্যয়ীর মতো কারবার চালাও, আড্ডা মের না, চুরিচামারি কর না, মেহনতের ক্ষেত্রে কড়া শৃঙ্খলা মেনে চল — এই ধরনের যেসব কথা বলে বুর্জোয়ারা যখন শোষক শ্রেণী হিসেবে নিজেদের প্রভুত্ব চাপা দিত তখন সঙ্গতভাবেই বিপ্লবী প্রলেতারিয়েত যাকে বিদ্রূপ করত, ঠিক এই ধরনের স্লোগানই এখন, বুর্জোয়া উচ্ছেদের পর হয়ে উঠছে বর্তমান মুহূর্তের আশু ও প্রধান স্লোগান। এবং একদিকে, **ব্যাপক** মেহনতী জনগণের পক্ষ থেকে এইসব স্লোগানকে কার্যত চালু করাই হল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদী লুটেরাদের (কেরেনস্কি যাদের নেতা) নির্যাতনে অর্ধমৃত দেশটা উদ্ধারের **একমাত্র** শর্ত, অন্যদিকে, **সোভিয়েত**রাজ কর্তৃক অনুসৃত **তার** পদ্ধতিতে, **তার** আইনগুলির ভিত্তিতে কার্যত এই ধ্বনিগুলিকে কার্যকর করাটা সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয়ের পক্ষে অত্যাবশ্যক ও **যথেষ্ট**। আর ঠিক এই কথাটাই তারা বুঝতে অক্ষম, যারা এত 'গতানুগতিক' ও 'তুচ্ছ' স্লোগানকে প্রধান করে তোলাকে ঘৃণাভরে উড়িয়ে দেয়। মাত্র এক বছর আগে জারতন্ত্রের উচ্ছেদ-করা ও ছয় মাসেরও কম আগে কেরেনস্কিদের কবল থেকে মুক্তি-পাওয়া ক্ষুদে কৃষকপ্রধান দেশটায় স্বভাবতই স্বতঃস্ফূর্ত অরাজকতা থেকে গেছে কম নয়, যা বেড়ে উঠেছে যে-কোন দীর্ঘস্থায়ী ও প্রতিক্রিয়াশীল যুদ্ধের সহগামী পাশবিকতা ও বন্যতায়, এবং সেখানে হতাশা ও লক্ষ্যহীন বিদ্বেষের মনোভাবও গড়ে উঠেছে যথেষ্টই। এবং এর সঙ্গে যদি বুর্জোয়ার খানসামাদের (মেনশেভিক, দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি, প্রভৃতি) প্ররোচনামূলক রাজনীতির

কথা যোগ করি, তাহলে জনগণের মেজাজে একটা পুরো পরিবর্তন ঘটিয়ে তাদের সঠিক, সহিষ্ণু ও সুশৃঙ্খল শ্রমে উৎক্রমণের জন্য সেরা ও সচেতন শ্রমিক ও কৃষকদের পক্ষ থেকে কী পরিমাণ দীর্ঘকালীন ও একরোখা প্রয়াস দরকার, তা খুবই বোধগম্য হয়ে ওঠে। ব্যাপক গরিব জনগণ (প্রলেতারিয়ান ও আধা-প্রলেতারিয়ান কর্তৃক নিষ্পন্ন এরূপ উত্তরণই কেবল বুর্জোয়া ও বিশেষত অসংখ্য একরোখা কৃষক বুর্জোয়াদের ওপর বিজয় সম্পূর্ণ করতে পারে।

১৯১৮ সালের ১৩-২৬ এপ্রিলের মধ্যে লিখিত

৩৬ খণ্ড, ১৬৮-১৭৫ পৃঃ

সোভিয়েতরাজের আশু কর্তব্য সম্পর্কে ছয়টি থিসিস

১। সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি অতিমাত্রায় সুকঠিন ও সংকটাকীর্ণ, কেননা আন্তর্জাতিক পুঁজি ও সাম্রাজ্যবাদের অতিসুগভীর ও মূলগত স্বার্থই তাকে প্রবৃত্ত করছে শুধু রাশিয়ার ওপর সামরিক হানার প্রয়াসে নয়, রাশিয়াকে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিয়ে সোভিয়েতরাজকে শ্বাসরুদ্ধ করার একটা রফাতেও।

শুধু পশ্চিম ইউরোপে জাতিদের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের তীব্রতা এবং দূরপ্রাচ্যে জাপান ও আমেরিকার মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী প্রতিযোগিতা এই প্রয়াসকে অচল অথবা সংযত করছে, তাও কেবল অংশত এবং খুব সম্ভব খানিকটা সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য।

সেই কারণে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের অত্যাবশ্যক রণকৌশল হওয়া উচিত: একদিকে, দেশের দ্রুততম অর্থনৈতিক উন্নয়ন, তার প্রতিরক্ষা সামর্থ্য বৃদ্ধি, পরাক্রান্ত সমাজতান্ত্রিক ফৌজ গঠনের জন্য সমস্ত শক্তির চূড়ান্ত প্রয়োগ এবং অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক কর্মনীতিতে অবশ্যকর্তব্য হিসেবে এদিক-ওদিক করা, পশ্চাদপসরণ, ততদিন পর্যন্ত কালহরণ, যতদিন না আন্তর্জাতিক প্রলেতারীয় বিপ্লব চূড়ান্তরূপে পরিপক্ক হয়ে উঠছে, যা এখন কয়েকটি অগ্রণী দেশে পূর্বাপেক্ষা দ্রুত পরিপক্ক হয়ে উঠছে।

২। অভ্যন্তরীণ নীতির ক্ষেত্রে বর্তমান মুহূর্তে ১৯১৮ সালের ১৫ মার্চের সারা-রাশিয়া সোভিয়েতগুলির কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুসারে সামনের কর্তব্য হিসেবে যা এগিয়ে এসেছে তা হল সাংগঠনিক কাজ। সামাজিকীকৃত বৃহৎ যান্ত্রিক (শ্রমের) উৎপাদনের ভিত্তিতে উৎপাদন এবং উৎপন্ন বণ্টনের নতুন ও সর্বোচ্চ সংগঠনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এই কর্তব্যটিই হল ১৯১৭ সালের ২৫ অক্টোবরে সূচিত রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রধান আধেয় এবং তার পূর্ণ বিজয়ের প্রধান শর্ত।

৩। নিছক রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বর্তমান পরিস্থিতির মর্মবস্তু হল এই যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচির নির্ভুলতায় রাশিয়ার মেহনতীদের প্রত্যয় জাগান এবং শোষকদের কাছ থেকে মেহনতীদের জন্য রাশিয়াকে জিতে নেওয়ার কাজটা প্রধান এবং মূলগত দিক থেকে সম্পূর্ণ হলেও এখন সামনে আসছে প্রধান সমস্যা — রাশিয়াকে কীভাবে শাসন করা যায় — সেই সমস্যা। সঠিক প্রশাসন সংগঠন, সোভিয়েতরাজের নির্দেশগুলির অটল সংসাধন — এই হল সোভিয়েতগুলির জরুরী কাজ, এই হল সোভিয়েত ধরনের রাষ্ট্রের পূর্ণ বিজয়ের শর্ত, যে-ধরনের রাষ্ট্রের পক্ষে আনুষ্ঠানিক ডিক্রি জারি করা যথেষ্ট নয়, দেশের সর্বত্র তা প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত করাই যথেষ্ট নয়, প্রশাসনের নিয়মিত ও দৈনন্দিন কাজে ব্যবহারিকভাবে তার সুব্যবস্থা এবং যাচাই করে দেখাও প্রয়োজন।

৪। সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক নির্মাণকর্মের ক্ষেত্রে বর্তমান পরিস্থিতির মর্মবস্তুটি হল এই যে উচ্ছেদকারীদের — জমিদার ও পুঁজিপতিদের — সরাসরি উচ্ছেদের তুলনায় উৎপাদন এবং উৎপন্ন বণ্টনের ওপর আমাদের সর্বজনীন ও সর্বাত্মক হিসাব ও নিয়ন্ত্রণ এবং উৎপাদনের প্রলেতারীয় নিয়ামন প্রবর্তনের কাজ খুবই পেছিয়ে আছে। এই মূলগত ঘটনাতেই নির্ধারিত হচ্ছে আমাদের কর্তব্য।

এ থেকে, একদিকে, এই দাঁড়ায় যে বুর্জোয়ার সঙ্গে আমাদের সংগ্রাম প্রবেশ করছে একটা নতুন পর্যায়ে, যথা: ভরকেন্দ্র হয়ে দাঁড়াচ্ছে হিসাব ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা। অক্টোবরে পুঁজির বিরুদ্ধে আমরা যেসব বিজয় অর্জন করেছি, জাতীয় অর্থনীতির এক-একটা শাখায় জাতীয়করণের যে-ব্যবস্থা নিয়েছি শুধু এই পথেই তা সুদৃঢ় হতে পারে, শুধু এই পথেই সম্ভব হতে পারে বুর্জোয়ার সঙ্গে সংগ্রামের সফল সমাপ্তির প্রস্তুতি, অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের পরিপূর্ণ সংহতি।

অন্যদিকে, উল্লিখিত এই মূল ঘটনা থেকে পাওয়া যায় কেন কোন কোন পরিস্থিতিতে সোভিয়েতরাজকে এক পা পিছু হটতে অথবা বুর্জোয়া প্রবণতার সঙ্গে আপস করতে হয়েছে তার ব্যাখ্যা। এই ধরনের পিছু হটা এবং প্যারিস কমিউনের নীতি থেকে বিচ্যুত হওয়ার দৃষ্টান্ত হল বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞদের জন্য উচ্চ বেতনের প্রচলন। এই ধরনের আপস হল সমবায়ে সমগ্র জনসাধারণকে ক্রমশ টেনে আনার জন্য ব্যবস্থাদি গ্রহণে বুর্জোয়া সমবায়ীদের সঙ্গে রফা। প্রলেতারীয়রাজ যতদিন সর্বজনীন নিয়ন্ত্রণ ও হিসাবকে পুরোপুরি চালু করতে না পারছে, ততদিন এই ধরনের আপস

আবশ্যকীয়। এবং আমাদের কর্তব্য হল জনগণের কাছে এগুলির নেতিবাচক দিক সম্পর্কে মোটেই মুখ বুজে না থেকে এরূপ আপস সম্পূর্ণ বিদূরণের একমাত্র পথ ও পদ্ধতি হিসেবে হিসাব ও নিয়ন্ত্রণ উন্নত করার জন্য সচেষ্ট হওয়া। বর্তমান মুহূর্তে মন্থর কিন্তু নিশ্চিত অগ্রগতির একমাত্র জামিনস্বরূপ এরূপ আপস (হিসাব ও নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে আমাদের বিলম্বের দরুন) আবশ্যকীয়। উৎপাদন এবং উৎপন্নের বণ্টনের হিসাব ও নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি চালু হলে এরূপ আপসের প্রয়োজনীয়তা থাকবে না।

৫। শ্রমশৃঙ্খলা ও শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ব্যবস্থাবলীর গুরুত্বই এখন সমধিক। এদিকে ইতিমধ্যে গৃহীত ব্যবস্থা, বিশেষত ট্রেড ইউনিয়নগুলির পক্ষ থেকে গৃহীত ব্যবস্থাকে সর্বশক্তিতে সমর্থন করা, মজবুত করা ও বর্ধিত করা প্রয়োজন। এতে থাকবে, যেমন, ঠিকা-মজুরি প্রবর্তন, টেইলর প্রথায় বৈজ্ঞানিক ও প্রগতিশীল যা-কিছু আছে তার অনেকগুলির প্রচলন, কারখানার সাধারণ কাজের মোট ফলাফল অথবা রেলপথ ও জলপথ পরিবহণের ব্যবহারিক পরিমাণ, ইত্যাদি অনুসারে পারিশ্রমিককে সমানুপাতিক করা। এক-একটা উৎপাদনী ও পরিভোগী কমিউনের মধ্যে প্রতিযোগিতা, সংগঠকদের বাছাই, ইত্যাদিও এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে।

৬। পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণে প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব অবশ্য-অবশ্যই আবশ্যক। আমাদের বিপ্লবেও এই সত্যের পূর্ণ ব্যবহারিক সমর্থন পাওয়া গেছে। কিন্তু একনায়কত্ব একটি বিপ্লবী সরকারের পূর্বশর্তাধীন, যা যেমন শোষকদের তেমনি গুণ্ডাদের দমনে সত্যিই কঠোর ও নির্মম আর আমাদের ক্ষমতা এদিক থেকে বড়ো বেশি নরম। কাজের সময় একনায়কত্বের অধিকার দিয়ে (দৃষ্টান্তস্বরূপ, রেল ডিক্রিতে যা দাবি করা হয়েছে) নির্বাচিত অথবা সোভিয়েত সংস্থাদি দ্বারা নিযুক্ত সোভিয়েত পরিচালক, একনায়কদের এক-ব্যক্তিক নির্দেশ বিনাবাক্যে পালন এখনো মোটেই যথেষ্টরূপে নিশ্চিত হয় নি। এটি হল পেটি-বুর্জোয়া নৈরাজ্যের, ক্ষুদে-মালিকী অভ্যাস, প্রবৃত্তি, মনোবৃত্তির নৈরাজ্যিক প্রভাবের ফলশ্রুতি, যা প্রলেতারীয় শৃঙ্খলা ও সমাজতন্ত্রের আমূল বিরোধী। প্রলেতারিয়েতকে এই পেটি-বুর্জোয়া নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তার পুরো শ্রেণীসচেতনাকে সংহত করতে হবে, যা শুধু প্রত্যক্ষেই অভিব্যক্ত নয় (প্রলেতারীয়রাজের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া ও তার লেজুড়দের — মেনশেভিক, দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি, ইত্যাদির নানাবিধ প্রতিরোধ), পরোক্ষেও

প্রকটিত (কর্মনীতির মূল প্রশ্নগুলির ক্ষেত্রে যেমন পেটি-বুর্জোয়া বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের পার্টিতে, তেমনি পেটি-বুর্জোয়া বিপ্লববাদের পদ্ধতি নিয়ে বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের অনুকরণে আমাদের পার্টির 'বামপন্থী কমিউনিস্ট' ধারাতেও পরিস্ফুট হিস্টিরিয়া-গ্রস্ত দোলায়মানতা)।

লৌহদৃঢ় শৃঙ্খলা এবং পেটি-বুর্জোয়া দোলায়মানতার বিরুদ্ধে পুরোপুরি প্রলেতারীয় একনায়কত্ব প্রয়োগ — এই হল বর্তমান মুহূর্তের সাধারণ ও সংক্ষিপ্ত ধ্বনি।

১৯১৮ সালের ২৯ এপ্রিল ও ৩ মে'র মধ্যে লিখিত

৩৬ খণ্ড, ২৭৭-২৮০ পৃঃ

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদগুলির প্রথম সারা-রাশিয়া কংগ্রেসে প্রদত্ত ভাষণ

২৬ মে, ১৯১৮

(**কমরেড লেনিনের আগমনে তুমুল করতালি।**) কমরেডগণ, সর্বাগ্রে জনকমিসার পরিষদের পক্ষ থেকে অর্থনৈতিক পরিষদগুলির কংগ্রেসকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। (**করতালি।**)

কমরেডগণ, অর্থনীতির সর্বোচ্চ পরিষদের ওপর এখন বর্তেছে এক সুকঠিন এবং অতি গৌরবজনক একটি কর্তব্য। কোন সন্দেহ নেই যে অক্টোবর বিপ্লবের বিজয় যত এগিয়ে যাবে, যে-পরিবর্তন তা শুরু করেছে সেটা যত গভীরে পৌঁছবে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্যগুলির ভিত্তি যত দৃঢ় স্থাপিত হবে এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা যত কায়েম হবে, ততই বড় হয়ে উঠবে অর্থনৈতিক পরিষদগুলির ভূমিকা, সমস্ত রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির মধ্যে কেবল এদেরকেই নিজেদের জন্য একটা পাকা স্থান করে নিতে হবে। আমরা যতই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কাছাকাছি যাব, নিছক প্রশাসনিক যন্ত্র, যা শুধুই প্রশাসন চালায় তেমন যন্ত্রের প্রয়োজন যতই কমে আসবে, এই পরিষদগুলির স্থানও ততই পাকা হবে। শোষকদের প্রতিরোধ চূড়ান্তরূপে চূর্ণ হবার পরেই, মেহনতীরা সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের ব্যবস্থা রপ্ত করার পরেই এই প্রশাসনযন্ত্রটি কথাটার প্রকৃত, সংকীর্ণ, সঙ্কুচিত অর্থে — সাবেকী রাষ্ট্রের এই প্রশাসনযন্ত্রটির নির্বন্ধ হল শুকিয়ে মরা। আর তখন সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক পরিষদ ধরনের যন্ত্রের নির্বন্ধ হল বেড়ে ওঠা, বিকশিত হওয়া, সুদৃঢ় হওয়া, সংগঠিত সমাজের প্রধান প্রধান সমস্ত ক্রিয়াকলাপ পরিপূর্ণ করা।

তাই, কমরেডগণ, যখন আমি সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক পরিষদের অভিজ্ঞতা এবং এটির সঙ্গে অচ্ছেদ্য ও ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত স্থানীয় পরিষদগুলির ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করি, তখন অসম্পূর্ণ, অসমাপ্ত, অসংগঠিত বহুকিছু সত্ত্বেও নৈরাশ্যবাদী সিদ্ধান্ত টানার সামান্যতম কোন ভিত্তিও আমাদের থাকে

না। কেননা সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক পরিষদের এবং সমস্ত আঞ্চলিক ও স্থানীয় পরিষদের গৃহীত কর্তব্যগুলি এতই বিরাট, এতই সর্বব্যাপী যে আমরা যা দেখছি তাতে শঙ্কিত হওয়ার মতো মোটেই কিছু নেই। অবশ্য খুব ঘন ঘন, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে হয়ত-বা বড় বেশি ঘন ঘন 'সাতবার মেপে একবার কাট' এই প্রবচনটা প্রযুক্ত হচ্ছে না। এই প্রবচনে ব্যাপারটা যত সহজে বলা হয়েছে, দুঃখের বিষয়, সমাজতান্ত্রিক ধারায় অর্থনীতি সংগঠনের ব্যাপারটা মোটেই তত সহজ নয়।

সমস্ত ক্ষমতা — এবার সেটা শুধু রাজনৈতিক নয়, এমন কি প্রধানত রাজনৈতিকও নয়, অর্থনৈতিক, অর্থাৎ যা মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অতি সুগভীর বনিয়াদ নিয়ে — সেই ক্ষমতা নতুন শ্রেণীর হাতে চলে আসায়, যে-শ্রেণী আবার এমন যা মানবজাতির ইতিহাসে প্রথম অধিকাংশ জনগণকে, মেহনতী ও শোষিতদের গোটা জনগণকে নিজেদের সঙ্গে টেনে নিয়ে যাচ্ছে — তাতে আমাদের কাজ আরও জটিল হয়ে ওঠে। বলাই বাহুল্য, যে আমাদের যখন কোটি কোটি লোকের জীবনযাত্রার সুগভীর বনিয়াদ একেবারে নতুন করে সংগঠিত করতে হবে, তখন তার সাংগঠনিক কাজের অপরিসীম গুরুত্ব ও অপরিসীম দুরূহতায় 'সাতবার মেপে একবার কাট' এই প্রবচন অনুসারে ব্যাপারটা গুছিয়ে তোলা যে সম্ভব নয়, তা একেবারেই স্পষ্ট। আগে প্রাথমিকভাবে মেপে-টেপে চূড়ান্তরূপে যার মাপ নেওয়া গেল পরে তা যুৎসই করে কাটা আমাদের সত্যিই চলে না। গতিপথেই, নানা সংস্থায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে, মেহনতীদের সাধারণ যৌথ অভিজ্ঞতায় যাচাই করে এবং সর্বোপরি তাদের কাজের ফলাফলের ভিত্তিতেই আমাদের অর্থনৈতিক ইমারতটি গড়তে হবে। কাজের গতিপথেই, তদুপরি পুঁজিবাদী শোষণের শেষ গলিত দন্তটা তুলে ফেলার যত কাছাকাছি আমরা আসছি, ততই যারা ক্ষেপে উঠছে বেশি করে, সেই শোষকদের মরিয়া সংগ্রাম ও ক্ষিপ্ত প্রতিরোধের পরিস্থিতিতেই আমাদের কাজটা করতে হবে। বোঝাই যায় যে আমাদের এমন কি, নিতান্ত অল্প সময়ের মধ্যে জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন শাখার ধরন, নিয়মাবলী ও প্রশাসন সংস্থাগুলি কয়েকবার করে পুনর্গঠন করতে হলেও এমন পরিস্থিতিতেও নৈরাশ্যের কোনই ভিত্তি নেই, যদিও অবশ্য বুর্জোয়া এবং আহত মহানুভবতায় শোষকরা তাদের আক্রোশাত্মক গলাবাজির একটা বড় ভিত্তি পেতে পারে। কিন্তু এই কাজের যারা রয়েছে খুব কাছাকাছি, তাতে অংশ নিচ্ছে বড় বেশি সরাসরি, যেমন জল-সরবরাহের প্রধান সংস্থা, তাদের পক্ষে তিনবার করে নিয়মাবলী, মান

ও প্রশাসনের বিধান পালটান অবিশ্যি মাঝে মাঝে খুবই খারাপ লাগে, এই ধরনের কাজ থেকে তাদের খুব একটা সন্তোষ লাভের কথা নয়। কিন্তু বড় বেশি ঘন ঘন ডিক্রির অদলবদলজনিত অপ্রীতি থেকে যদি মনোযোগ একটু সরিয়ে আনি, রুশ প্রলেতারিয়েতকে আপাতত নিজেদের অপ্রতুল শক্তিতে যে-বিরাট, বিশ্ব-ঐতিহাসিক কর্মভার পালন করতে হচ্ছে তা যদি আরেকটু গভীর ও দূরদৃষ্টির সঙ্গে লক্ষ্য করি, তাহলে নানা ধরনের প্রশাসন প্রণালী ও নানা প্রকারের শৃঙ্খলার এমন কি আরও বহু রদবদল এবং কার্যত পরীক্ষা-নিরীক্ষার অপরিহার্যতা তৎক্ষণাৎ বোধগম্য হয়ে উঠবে। এরূপ বিশাল একটা কর্মকাণ্ডে আমরা কখনো দাবি করতে পারি না এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবিত কোন বিচক্ষণ সমাজতন্ত্রীর চিন্তাতেও এটা আসবে না যে নবসমাজ সংগঠনের রূপগুলি তৎক্ষণাৎ, এক দমকে গড়ে তুলতে পারার মতো কোন পূর্বপ্রস্তুত নির্দেশ দেয়া আমাদের পক্ষে সম্ভবপর।

আমরা যা জানতাম, পুঁজিবাদী সমাজ সম্পর্কে যাঁরা সেরা ওয়াকিবহাল, যাঁরা তার বিকাশের পরিণামদর্শী শ্রেষ্ঠ চিন্তক তাঁরা আমাদের যথাযথরূপে এইকথা বলেছেন যে, উৎপাদনের উপায়ের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা ইতিহাসের দিক থেকে মৃত্যুদণ্ডিত, পুনর্গঠন ঐতিহাসিকভাবে অনিবার্য এবং তা এই বৃহৎ ধারায় এগোন উচিত, এই মালিকানা ভেঙে পড়বে, শোষকদের উচ্ছেদ হবে অবশ্যম্ভাবী। বৈজ্ঞানিক যাথার্থ্যে এটা সিদ্ধ হয়েছিল। আমাদেরও সেটা জানা ছিল যখন স্বহস্তে আমরা সমাজতন্ত্রের পতাকা তুলে ধরি, যখন আমরা নিজেদের সমাজতন্ত্রী বলে ঘোষণা করি, যখন সমাজতান্ত্রিক পার্টি প্রতিষ্ঠা করি, যখন সমাজের পুনর্গঠন শুরু করি। সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনে প্রবৃত্ত হবার জন্য যখন আমরা ক্ষমতা গ্রহণ করি, তখন এটা আমাদের জানা ছিল, কিন্তু পুনর্গঠনের রূপ, সুনির্দিষ্ট সংগঠনের বিকাশের হার জানা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এই ব্যাপারে শুধু যৌথ অভিজ্ঞতা, শুধু লক্ষ লক্ষের অভিজ্ঞতা আমাদের দিতে পারে নির্ধারক নির্দেশ, ঠিক এইজন্য যে আমাদের কর্মকাণ্ডের পক্ষে, সমাজতন্ত্র নির্মাণের ব্যাপারে এযাবৎ জমিদার ও পুঁজিপতিদের সমাজে যেসব শীর্ষস্তরের শত শত, হাজার হাজার লোকে ইতিহাস গড়ে গেছে তাদের অভিজ্ঞতা যথেষ্ট নয়। আমরা ওভাবে এগোতে পারি না ঠিক এইজন্য যে আমরা যৌথ অভিজ্ঞতা, লক্ষ লক্ষ মেহনতীর অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল।

তাই আমরা জানি যে সাংগঠনিক যে-কাজটা হল সোভিয়েতগুলির

প্রধান, মূলগত এবং বনিয়াদী কর্তব্য, যেটা অনিবার্যই আমাদের এনে দেবে একরাশ অভিজ্ঞতা, যাতে থাকবে একরাশ পদক্ষেপ, একরাশ ঢেলে-সাজা, একরাশ দূরূহতা, বিশেষ করে লোককে তার স্বস্থানে স্থাপন করার দিক থেকে, কেননা এক্ষেত্রে কোন অভিজ্ঞতা নেই। এখানে প্রতিটি পদক্ষেপ নিজেদেরই ভেবে ঠিক করতে হবে আর এ পথে ভুল যত গুরুতর হবে, ততই এই নিশ্চয়তা বাড়বে যে ট্রেড ইউনিয়নগুলির সভ্যসংখ্যার প্রতিটি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, যারা ছিল শোষিত, এতদিন পর্যন্ত যারা চিরাচরিত অভ্যস্ত ধরনে দিন কাটিয়ে মেহনতীদের শিবির থেকে আসছে সোভিয়েত সংগঠন গড়ার শিবিরে তেমন লক্ষ লক্ষ নতুন লোকের যোগদানের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে তাদের সংখ্যা যাদের এই কর্তব্য সাধন করতে এবং কাজটা সঠিক ধারায় স্থাপন করতে হবে।

অর্থনৈতিক পরিষদ, সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক পরিষদ বিশেষ ঘন ঘন যার সম্মুখীন হয়, তেমন একটা গৌণ কর্তব্য, বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞদের কাজে লাগাবার কর্তব্যটা ধরা যাক। আমরা সবাই, অন্তত যারা বিজ্ঞান ও সমাজতন্ত্রের জমিতে দণ্ডায়মান তারা সবাই জানি যে কর্তব্যটা সাধিত হতে পারে কেবল তখন এবং সাধিত হতে পারে কেবল সেই অনুপাতে, যে-অনুপাতে বৈজ্ঞানিক তথ্যে নিহিত, বিপুলায়তনে বাস্তবায়িত, শ্রমের বৈষয়িক, কৃৎকৌশলগত পূর্বশর্ত গড়ে তুলেছে আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদ এবং সেই কারণে সাধিত হতে পারে কেবল বিজ্ঞানসম্মতভাবে শিক্ষিত বিপুলসংখ্যক কর্মী গড়ে তুলে। আমরা জানি যে এটা ছাড়া সমাজতন্ত্র অসম্ভব। যেসব সমাজতন্ত্রী গত অর্ধশতক যাবৎ পুঁজিবাদের বিকাশ অনুধাবন করে বারম্বার এই সিদ্ধান্তে পেঁাছেছেন যে সমাজতন্ত্র অনিবার্য, তাঁদের রচনাদি যদি আমরা ফের পড়ি, তাহলে দেখব যে বিনা ব্যতিক্রমে তাঁরা সবাই উল্লেখ করেছেন যে বুর্জোয়া নিগড় থেকে, পুঁজির কাছে তার পরাধীনতা থেকে, নোংরা পুঁজিবাদী অর্থগৃধ্নুতার স্বার্থের কাছে তার দাসত্ব থেকে বিজ্ঞানকে মুক্তি দেবে কেবল সমাজতন্ত্র। সমস্ত মেহনতীদের সচ্ছলতার সুযোগ দিয়ে তাদের জীবন লঘুভার করার দিক থেকে বৈজ্ঞানিক বিবেচনায় সামাজিক উৎপাদন ও উৎপন্ন বণ্টনকে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত এবং সত্যি করে অধীনস্থ করার সুযোগ দেবে কেবল সমাজতন্ত্র। কেবল সমাজতন্ত্রই এটা সাধন করতে পারে। এবং আমরা জানি যে এটা তাকে সাধন করতেই হবে এবং এই সত্যের উপলব্ধিতেই রয়েছে মার্কসবাদের সমস্ত মুশকিল আর তার সমস্ত শক্তি।

এটা আমাদের সাধন করতে হবে এমন সব লোকেদের ওপর নির্ভর করে যারা তার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন। কেননা, পুঁজি যতই বৃহৎ হয়, ততই বেড়ে ওঠে বুর্জোয়ার উৎপীড়ন আর শ্রমিকদের অবদমন। যখন ক্ষমতা এল প্রলেতারিয়েত ও গরিব কৃষক সম্প্রদায়ের হাতে, যখন এই জনগণের সমর্থনে সরকার তার কর্তব্য গ্রহণ করেছে, তখন আমাদের এইসব সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠন সাধন করতে হচ্ছে বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে, সেইসব বিশেষজ্ঞ যারা লালিত-পালিত হয়েছে বুর্জোয়া সমাজে, যারা অন্য পরিস্থিতি দেখে নি, যারা অন্য সমাজব্যবস্থা কল্পনা করতে পারে না। সেই কারণে এইসব লোক যখন একেবারেই অকপট এবং নিজ কর্মভারের প্রতি বিশ্বস্ত থাকে, এমন কি সেইসব ক্ষেত্রেও তারা হাজার হাজার বুর্জোয়া কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, নিজেদের অলক্ষ্যে হাজার হাজার সূত্রে তারা বুর্জোয়া সমাজের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে, যে সমাজ মুমূর্ষু, খসে পড়ছে এবং সেই কারণে ক্ষিপ্ত প্রতিরোধ সৃষ্টি করছে।

কর্তব্য ও কৃতিত্বের এইসব দুরূহতা আমরা গোপন করতে পারি না। শ্রমিক শ্রেণী যখন ক্ষমতা গ্রহণ করেছে, যখন পুঁজিবাদের আমলকার অতিসমৃদ্ধ সংস্কৃতি এবং জ্ঞান ও কৃৎকৌশলের যে সঞ্চয় আমাদের কাছে ঐতিহাসিক দিক থেকে অপরিহার্য ও অত্যাবশ্যক তার সবটাকে পুঁজিবাদের হাতিয়ার থেকে সমাজতন্ত্রের হাতিয়ারে পরিণত করার কর্তব্য বিষয়ে মনস্থির করে নিয়েছে, তখন সুনির্দিষ্ট ব্যবহারিক কী কী দুরূহতা দেখা দেবে, সে-বিষয়ে কোন সমাজতন্ত্রীর তেমন রচনা অথবা সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন প্রমুখ সমাজতন্ত্রীর তেমন মতামত আমার জানা নেই। সাধারণ সূত্রায়ণে, বিমূর্ত যুক্তিতে এটা সহজ, কিন্তু যে-পুঁজিবাদ অবিলম্বেই মরছে না এবং মরণ যতই ঘনিয়ে আসছে ততই তার প্রতিরোধ হচ্ছে ক্ষিপ্ত, তার সঙ্গে সংগ্রামে এই কাজটা অতি শ্রমসাধ্য। এক্ষেত্রে যদি পরীক্ষা চলতে থাকে, আমরা যদি আংশিক ভুলের একাধিকবার সংশোধন করি, এটা ঘটবেই, কারণ অর্থনীতির কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের পুঁজিবাদের সেবক থেকে মেহনতীর সেবকে, তার পরামর্শদাতায় অবিলম্বে পরিণত করা সম্ভবপর নয়। এটা অবিলম্বে করতে না পারলেও বিন্দুমাত্র নৈরাশ্যের কারণ নেই, কেননা আমরা যে-কর্তব্য নিয়েছি সেটা বিশ্ব-ঐতিহাসিক দুরূহতা ও তাৎপর্যের কর্তব্য। আমরা এই ঘটনাটায় চোখ বুজে থাকছি না যে আমাদের একার পক্ষে, একটা দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পক্ষে, তা সেটা যদি হয় রাশিয়ার চেয়ে অনেক কম পশ্চাৎপদ দেশেও, যদি আমরা থাকতাম চার

বছরের অভূতপূর্ব, যন্ত্রণাকর, গুরুভার, ছারখার করা যুদ্ধের চেয়ে লঘু একটা পরিস্থিতিতে, তাহলেও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের একটা দেশের পক্ষে আপন শক্তিতে সেটা পুরোপুরি পালন করার নয়। শক্তির সুস্পষ্ট অসমতার দিকে আঙুল দেখিয়ে যে-ব্যক্তি রাশিয়ায় ঘটমান সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে মাফলার জড়ান লোকটার মতো, নিজের নাকের ডগাটুকু ছাড়িয়ে তার দৃষ্টি যায় না, সে ভুলে গেছে যে কয়েকটি ক্ষেত্রে শক্তির অসমতা ছাড়া বড় ধরনের কোন ঐতিহাসিক উপপ্লব ঘটে না। শক্তি বেড়ে ওঠে সংগ্রামের প্রক্রিয়ায়, বিপ্লব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে। দেশ যখন বৃহত্তম পুনর্গঠনের পথে নামে, তখন এই দেশের এবং এই দেশে বিজয়ী শ্রমিক শ্রেণীর পার্টির কৃতিত্ব হল এই যে আগে যেসব কর্তব্য নেওয়া হয়েছিল বিমূর্তভাবে, তত্ত্বের দিক থেকে, তার দিকে আমরা এগিয়ে যাই পুরোপুরি ব্যবহারিকভাবে। এই অভিজ্ঞতাটা ভোলার নয়। এখন যারা ট্রেড ইউনিয়ন ও স্থানীয় সগঠনে সঙ্ঘবদ্ধ এবং দেশব্যাপী সমস্ত উৎপাদনের সুব্যবস্থার কাজটা ব্যবহারিকভাবে হাতে নিচ্ছে, সেই শ্রমিকদের এই অভিজ্ঞতাটা, যাই ঘটুক, রুশ বিপ্লব এবং আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ভাগ্যচক্রের পরিবর্তন যতই গুরুভার হোক, এই অভিজ্ঞতাটা খারিজ করা চলে না। সমাজতন্ত্রের অর্জন হিসেবে তা ইতিহাসে স্থান পেয়েছে এবং এই অভিজ্ঞতার ওপর ভবিষ্যৎ আন্তর্জাতিক বিপ্লব গড়বে তাদের সমাজতান্ত্রিক ইমারত।

আমি আরও একটা, হয়ত-বা সবচেয়ে সুকঠিন একটা কর্তব্যের উল্লেখ করতে চাই ব্যবহারিকভাবে যার ফয়সালা করতে হবে সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক পরিষদকে। এটা হল শ্রমশৃঙ্খলার কর্তব্য। সত্যি বলতে কি, আমরা যখন এই কর্তব্যটার কথা বলি, তখন আমাদের মানতে এবং সানন্দে তুলে ধরতে হবে যে ঠিক ট্রেড ইউনিয়নগুলিই, তাদের সবচেয়ে বড় বড় সংগঠনগুলি — ধাতুকর্মী ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটি, ট্রেড ইউনিয়নগুলির সারা-রাশিয়া সোভিয়েত — লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে সঙ্ঘবদ্ধ করা সর্বোচ্চ ট্রেড ইউনিয়নের সংগঠনগুলিই প্রথম স্বাধীন উদ্যোগে এই কর্তব্য পালনের কাজটা হাতে নিয়েছে আর এ কর্তব্যের তাৎপর্য বিশ্ব-ঐতিহাসিক। এটা বুঝতে হলে ছোটো ছোটো আংশিক অসাফল্য থেকে, আলাদা আলাদা ভাবে ধরলে যেসব দুরূহতাকে মনে হবে অনতিক্রম্য, তা থেকে মনোযোগ সরিয়ে আনতে হবে। এসবের ঊর্ধ্বে উঠে সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ঐতিহাসিক বদলটা লক্ষ্য করতে হবে। শুধু এই দৃষ্টিবিন্দু থেকে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে কী

বিপুল কর্তব্যভার আমরা গ্রহণ করেছি এবং কী বিপুল তাৎপর্যসম্পন্ন যে, এবার সমাজের সবচেয়ে অগ্রণী প্রতিনিধিরা, মেহনতী ও শোষিত জনগণ স্বীয় উদ্যোগে সেই কাজটা নিজেদের হাতে নিয়েছে যা ১৮৬১ সালের আগে (১৫৬) রাশিয়ায় ভূমিদাস প্রথার আমলে সাধন করেছিল মুষ্টিমেয় জমিদার, এটাকে তারা মনে করত নিজেদের ব্যাপার। তখন তাদের কাজ ছিল সর্বরাষ্ট্রীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা ও শৃঙ্খলা গড়ে তোলা।

আমরা জানি ভূমিদাসমালিক-জমিদাররা এই শৃঙ্খলা গড়েছে কিভাবে। সেটা ছিল অধিকাংশ জনগণের নিষ্পেষণ, লাঞ্ছনা, কয়েদ-খাটুনির যন্ত্রণা। ভূমিদাস প্রথা থেকে বুর্জোয়া অর্থনীতিতে এই গোটা উৎক্রমণটা স্মরণ করুন। যা আপনারা দেখেছেন, যদিও আপনাদের অধিকাংশের পক্ষে তা দেখা হয়ে ওঠে নি এবং যা আপনারা বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষদের কাছ থেকে জেনেছেন — ১৮৬১ সালের পর বুর্জোয়া অর্থনীতিতে এই উৎক্রমণটা, পুরনো ভূমিদাস প্রথার আমলকার বেত্রদণ্ডের শৃঙ্খলা থেকে, মানুষের উপর সবচেয়ে নির্বুদ্ধি, নির্মম ও রুক্ষ নিপীড়ন এবং অত্যাচারের শৃঙ্খলা থেকে বুর্জোয়া শৃঙ্খলায়, বুভুক্ষার শৃঙ্খলায়, তথাকথিত স্বাধীন মজুরির যে-শৃঙ্খলা ছিল আসলে পুঁজিবাদী দাসত্বের শৃঙ্খলা, তাতে এই উৎক্রমণটা ঐতিহাসিকভাবে ছিল সহজ। কেননা, একজন শোষকের কাছ থেকে মানবজাতি চলে যায় অন্য শোষকের কাছে, কেননা জাতীয় শ্রমের লুণ্ঠক ও শোষকদের একটা সংখ্যালঘু অংশ জাতীয় শ্রমের লুণ্ঠক ও শোষকদের আরেকটা সংখ্যালঘু অংশকে জায়গা ছেড়ে দেয়, কেননা মেহনতী ও শোষিত শ্রেণীগুলির ব্যাপক অংশকে দমনে রেখে জমিদাররা সে জায়গাটা ছেড়ে দেয় পুঁজিপতিদের — একটা সংখ্যালঘু অন্য সংখ্যালঘুকে। এমন কি একটা শোষক শৃঙ্খলার স্থলে অন্য শোষকের শৃঙ্খলার এই বদলটাতেও বছরের পর বছর নয়, লেগেছে দশকের পর দশকের চেষ্টা। এই কালপর্বে জমিদার-ভূমিদাস মালিকেরা একেবারে অকপটেই বিশ্বাস করত যে সবকিছুই ধ্বংস হতে চলেছে, ভূমিদাসপ্রথা ছাড়া দেশ চালান অসম্ভব। আর তখন নতুন মালিক-পুঁজিপতি প্রতি পদে মুশকিলের সম্মুখীন হয়ে তাদের কারবারের হাল ছেড়ে দিচ্ছিল। উৎক্রমণকালের এই অসুবিধার বাস্তব প্রমাণের একটা বৈষয়িক লক্ষণ ছিল এই যে সেরা যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করার জন্য রাশিয়া তখন বিদেশী যন্ত্রপাতি আমদানি করেছিল, কিন্তু সেইসব যন্ত্রপাতি চালাবার মতো লোক বা ব্যবস্থাপক পাওয়া যাচ্ছিল না। সাবেকী ভূমিদাস প্রথাভিত্তিক শৃঙ্খলা থেকে নতুন বুর্জোয়া-পুঁজিবাদী শৃঙ্খলায় উৎক্রমণে চলে আসাটা

এতই সংকঠিন ছিল যে রাশিয়ার সর্বত্র দেখা গেল অব্যবহৃত সেরা সেরা যন্ত্র ঢিপ হয়ে আছে।

তাই কমরেডরা, ব্যাপারটা যদি এইভাবে দেখা যায় তাহলে এইসব লোক, এইসব শ্রেণী, এই বুর্জোয়া, বুর্জোয়ার এইসব সহযোগীদের দ্বারা নিজেদের বুদ্ধিভ্রংশ হতে দেবেন না, যাদের সমস্ত চেষ্টাই হল আতঙ্ক ছড়ান, হতাশা ছড়ান, গোটা কাজটাকে পুরোপুরি নৈরাশ্যজনক করে দেখান, তার নৈরাশ্য তুলে ধরা, যারা এক-একটা বিচ্ছিন্ন ক্ষেত্রে শৃঙ্খলাহীনতা ও ভগ্নদশার উল্লেখ করে এই সংবাদে বিপ্লবের মুণ্ডপাত করছে, যেন দুনিয়ায়, যেন ইতিহাসে স্খলিতাবস্থা ছাড়া, শৃঙ্খলার ক্ষতি ছাড়া, অভিজ্ঞতার ক্লেশকর পদক্ষেপ ছাড়া যাতে জনগণ নিজেরাই গড়ে তুলছে নতুন শৃঙ্খলা, সেক্ষেত্রে একটাও সত্যকারের বড়ধরনের বিপ্লব হয়েছে। আমাদের ভোলা উচিত নয় যে আমরা প্রথম এলাম ইতিহাসের এমন একটা প্রাক্‌পর্যায়ে যখন নতুন শৃঙ্খলা, শ্রমশৃঙ্খলা, কমরেডসুলভ যোগাযোগের শৃঙ্খলা, সোভিয়েত শৃঙ্খলা আসলে গড়ে তুলছে লক্ষ লক্ষ মেহনতী ও শোষিত। এই ব্যাপারে দ্রুত সাফল্যের দাবি আমরা করি না, তার ভরসায় আমরা নেই। আমরা জানি যে এই কাজটায় লাগবে পুরো একটা ঐতিহাসিক যুগ। এই ঐতিহাসিক যুগটা আমরা শুরু করেছি, যে-যুগে আমরা একটি দেশে একটি পুঁজিবাদী সমাজের শৃঙ্খলা ভাঙছি, যে-দেশ এখনো বুর্জোয়া, এবং এইজন্য আমরা গর্ববোধ করছি যে সমস্ত সচেতন শ্রমিক, বদ্ধপরিকর সমস্ত মেহনতী কৃষক তা চূর্ণ করতে সর্বোপায়ে সাহায্য করছে। এই যুগে জনগণের মধ্যে স্বেচ্ছায়, নিজস্ব উদ্যোগে এই চেতনা বৃদ্ধি পাচ্ছে যে মেহনতীদের শোষণ ও দাসত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত এই শৃঙ্খলার বদলে তাদের আনতে হবে, ওপর থেকে নির্দেশ অনুসারে নয়, নিজেদের জীবনাভিজ্ঞতার নির্দেশেই ঐক্যবদ্ধ শ্রমের নতুন শৃঙ্খলা, কোটি কোটি লোকের বাসভূমি গোটা রাশিয়ার সম্মিলিত সংগঠিত শ্রমিক ও মেহনতী কৃষকদের শৃঙ্খলা। এই কর্তব্যটি বিপুল দুরূহতাসঙ্কুল, তবে চরিতার্থতার কাজ, কেননা কাজটা আমরা যখন ব্যবহারিকভাবে সাধন করে উঠব, কেবল তখনই পুঁজিবাদী সমাজকে আমরা সমাধিস্থ করব, তার কফিনে শেষ পেরেকটি ঠোকা হবে। (**করতালি।**)

৩৬ খণ্ড, ৩৭৭-৩৮৬ পৃঃ

আশ্চর্য ভবিষ্যদ্বাণী

ঈশ্বরের কৃপায় আজকাল আর কেউ দৈবরহস্যে বিশ্বাসী নয়। বিস্ময়কর দৈববাণী এখন রূপকথার গল্প। কিন্তু বৈজ্ঞানিক ভবিষ্যদ্বাণী সত্য বটে। আর আজকাল যখন প্রায়ই লজ্জাকর হতাশা এবং এমন কি নৈরাশ্যও দেখা যায় তখন এমন একটি বৈজ্ঞানিক ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ করা যাক যা সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস ১৮৮৭ সালে সিগিজ্‌মুণ্ড বর্কখেইম লিখিত '১৮০৬-১৮০৭ সালের জার্মান শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিকদের স্মরণে' ('Zur Erinnerung für die deutschen Mordspatrioten 1806-1807') পুস্তিকার মুখবন্ধে আসন্ন যুদ্ধ সম্পর্কে লিখেছিলেন। (এটা হল ১৮৮৮ সালে হটিঙ্গেন-জুরিখ থেকে 'সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক লাইব্রেরি' প্রকাশিত পুস্তিকা নং XXIV.)

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস ত্রিশ বছরের বেশি সময় আগে এভাবেই ভাবী বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে বলেছিলেন:

'...এক বিশ্বযুদ্ধ এবং যে-বিশ্বযুদ্ধের পরিসর ও হিংস্রতা স্বপ্নাতীত, তা ছাড়া আর কোন যুদ্ধই প্রাশিয়া-জার্মানির পক্ষে সম্ভবপর নয়। আশি লক্ষ থেকে এককোটি সৈন্য পরস্পরকে হত্যা করবে এবং এতে তারা সারা ইউরোপকে এতটা গ্রাস করবে যাতে সে শূন্য হয়ে পড়বে, যা কোন পঙ্গপালের ঝাঁক কখনো করতে পারে নি। ত্রিশ বছর যুদ্ধের (১৫৭) ধ্বংস তিন থেকে চার বছরের আয়তনে ঘনীভূত হবে এবং সারা মহাদেশে ছড়িয়ে পড়বে। দুর্ভিক্ষ, মহামারী এবং চরম দারিদ্র্যের ফলে সৈন্যবাহিনী ও জনগণ উভয়ের মধ্যে ব্যাপক নৈরাশ্য দেখা দেবে। শিল্প, বাণিজ্য ও ঋণ ব্যবস্থার কৃত্রিম যন্ত্রের হতাশ বিশৃঙ্খলা ব্যাপক দেউলিয়াপনায় পর্যবসিত হবে।

পুরনো রাষ্ট্রগুলি এবং তাদের ঐতিহ্যবাহী রাষ্ট্রীয় বিচক্ষণতা এমন পর্যায়ে অধঃপতিত হবে যে অনেকগুলি রাজমুকুটই পথে গড়াগড়ি যাবে অথচ সেগুলি কুড়ানর লোক থাকবে না। কীভাবে এসব শেষ হবে এবং একক বিজয়ী হিসেবে কার অভ্যুদয় ঘটবে — কেউ তা আগে থেকে বলতে পারবে না। কেবল একটি ফলশ্রুতিই নিশ্চিত: ব্যাপক অবসাদ এবং শ্রমিক শ্রেণীর চূড়ান্ত বিজয়ের পরিস্থিতির উদ্ভব।

'অস্ত্রসজ্জায় একে অন্যকে ছাড়িয়ে যাওয়ার ব্যবস্থার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছন শেষ পর্যন্ত এই অনিবার্য ফলই ফলাবে। হে আমার প্রভু, রাজন্যবর্গ, রাষ্ট্রনেতা — আপনাদের প্রজ্ঞা পুরনো ইউরোপকে এই পর্যায়েই টেনে এনেছে। আর যদি এখন আপনাদের আর কিছুই করণীয় নেই, বাকী শুধু শেষ মহাযুদ্ধের নাচটাই শুরু করা — এটা আমাদের পক্ষে ঠিকই মানানসই হবে (uns kann es recht sein)। যুদ্ধ হয়ত আমাদের কিছুকালের মতো পেছনে ঠেলে দেবে, ইতিমধ্যে দখল করা কতকগুলি অবস্থান ছিনিয়ে নেবে। কিন্তু আপনাদের মুক্ত করা শক্তিগুলিকে আপনারা যখন আর বাগ মানাতে পারবেন না, ঘটনা তখন আপন নিয়মেই এগুবে: করুণ ঘটনার শেষে আপনারা ধ্বংস হবেন আর ততদিনে প্রলেতারিয়েত হয়ত-বা জয়ী হবে, কিংবা যে-কোন অবস্থাতেই (doch) তাদের জয় অনিবার্য হয়ে উঠবে।

লণ্ডন, ১৫ ডিসেম্বর, ১৮৮৭

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস'

এই ভবিষ্যদ্বাণীতে কী অপূর্ব প্রতিভাই না প্রকটিত! আর এই সঠিক, স্বচ্ছ, সংক্ষিপ্ত ও বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিশ্লেষণের প্রতিটি বাক্য চিন্তায় কত-না অশেষ সমৃদ্ধ! যারা আজ লজ্জাকরভাবে অবিশ্বাস, হতাশা ও নৈরাশ্যে আত্মসমর্পিত, তাদের পক্ষে এ থেকে কতকিছুই তো শেখা সম্ভব, যদি... যদি বুর্জোয়ার সামনে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতে অভ্যস্ত বা এতে ভীত ব্যক্তিরা চিন্তা করতে পারে, চিন্তার মতো ক্ষমতাটুকু না হারায়!

এঙ্গেলসের কোন কোন পূর্বাভাস ভিন্নভাবে প্রমাণিত হয়েছে: ত্রিশ বছর দীর্ঘ উন্মত্ত সাম্রাজ্যবাদী ঘটনাপ্রবাহের প্রেক্ষিতে পৃথিবী ও পুঁজিবাদ অপরিবর্তিত থাকবে, এমনটি ভাবা চলে না। কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়কর হল এই যে এঙ্গেলসের অনেকগুলি পূর্বাভাসই 'অক্ষরে অক্ষরে' সত্য প্রমাণিত হচ্ছে। কেননা, এঙ্গেলস অত্যন্ত নিখুঁত শ্রেণীবিশ্লেষণ দিয়েছিলেন, আর

শ্রেণীগুলি ও তাদের মধ্যেকার সম্পর্কগুলি তো অপরিবর্তিতই রয়ে গেছে।

'...যুদ্ধ হয়ত ঠিকই কিছুকালের মতো আমাদের পেছনে হটিয়ে দেবে...' ঠিক এই পথেই ঘটনাপ্রবাহ এগিয়েছে, কিন্তু এগিয়ে গেছে আরও দূরে, আরও মন্দাবস্থায়: 'পেছনে হঠে যাওয়া' কোন কোন জাতিদম্ভী-সমাজবাদী ও তাদের মেরুদণ্ডহীন 'আধা-বিরোধীরা', কাউট্স্কিপন্থীরা নিজেদের পশ্চাদপসরণ প্রশংসা করতে শুরু করেছে এবং সমাজতন্ত্রের প্রত্যক্ষ বিশ্বাসঘাতক ও বেইমান হয়ে উঠেছে।

'...যুদ্ধ হয়ত ইতিমধ্যে আমাদের দখলকরা অনেকগুলি অবস্থান ছিনিয়ে নেবে...' একগুচ্ছ 'আইনসম্মত' অধিকার শ্রমিক শ্রেণীর কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু, পক্ষান্তরে সে পরীক্ষায় ইস্পাত হয়ে উঠেছে এবং বেআইনী সংগঠনের, বেআইনী লড়াইয়ের, নিজ শক্তিগুলিকে বিপ্লবী আক্রমণের জন্য তৈরি করার কঠিন অথচ কার্যকর শিক্ষালাভ করছে।

'...অনেকগুলি রাজমুকুটই পথে গড়াগড়ি যাবে...' কয়েকটি রাজমুকুট ইতিমধ্যেই গড়াগড়ি গেল। আর এগুলিরই একটি হল অন্যতর ডজনখানেক মুকুটের সমতুল্য: সমগ্র রাশিয়ার স্বৈরাচারীর চূড়ামণি — নিকোলাই রমানভের মুকুট।

'...কীভাবে এসব শেষ হবে, কেউ তা আগে থেকে বলতে পারবে না...' চার বছর যুদ্ধের পর এই না-বলতে পারাটা, বলা যায়, আরও দুরূহ হয়ে উঠেছে।

'...আমাদের শিল্প, বাণিজ্য ও ঋণ ব্যবস্থার কৃত্রিম যন্ত্রের হতাশ বিশৃঙ্খলা...' যুদ্ধের চতুর্থ বছরের শেষে পুঁজিপতিদের দ্বারা যুদ্ধে জড়ান অন্যতম অতিবৃহৎ ও অনগ্রসরতম রাষ্ট্র, রাশিয়ার ক্ষেত্রে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু জার্মানি ও অস্ট্রিয়ায় কি বুভুক্ষা বাড়ছে না আর অন্যান্য দেশেও তেমনি কাপড় ও কাঁচামালের অভাব আর উৎপাদনযন্ত্রের অবক্ষয়ে কি অনুরূপ অবস্থায় পৌঁছনর পরিস্থিতি দেখা দিচ্ছে না?

এঙ্গেলস কেবল 'বৈদেশিক' যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট ফলাফলগুলির কথাই বলেছেন। তিনি অভ্যন্তরীণ, অর্থাৎ গৃহযুদ্ধের কথা বলেন নি, যা ব্যতিরেকে ইতিহাসের একটিও বিরাট বিপ্লব ঘটে নি এবং যা ব্যতিরেকে কোন অলঘুচিত্ত মার্কসবাদীর পক্ষেই পুঁজিতন্ত্রের থেকে সমাজতন্ত্রে রূপান্তর কল্পনা করা সম্ভবপর নয়। একটি বৈদেশিক যুদ্ধের পক্ষে পুঁজিতন্ত্রের 'কৃত্রিম যন্ত্রে' 'হতাশ বিশৃঙ্খলা' সৃষ্টি ছাড়া কিছু সময়ের জন্য এগিয়ে চলা সম্ভবপর হলেও এমন ফলশ্রুতি ছাড়া গৃহযুদ্ধ মোটেই কল্পনীয় নয়।

'নোভায়া জিজ্‌ন' দল, মেনশেভিক, দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি, ইত্যাদির মতো যারা নিজেদের 'সমাজতন্ত্রী' বলাটা অব্যাহত রেখে বিদ্বেষের সঙ্গে এই 'হতাশ বিশৃঙ্খলার' অভিব্যক্তি দেখায় আর সবকিছুর জন্য বিপ্লবী প্রলেতারিয়েত, সোভিয়েতরাজ ও সমাজতন্ত্রে রূপান্তরের 'ইউটোপিয়াকে' দোষী সাব্যস্ত করে তাদের আহাম্মকী, মেরুদণ্ডহীনতা কতই-না স্পষ্ট, বুর্জোয়াকে দেয়া ওদের ভাড়াটে সৈনিকবৃত্তির কথা আর না-ই বা বললাম। 'বিশৃঙ্খলা' বা খাঁটি রুশ শব্দ 'রাজরুখা' তো যুদ্ধেরই সৃষ্টি। বিশৃঙ্খলা ছাড়া সত্যিকার যুদ্ধ অসম্ভব। বিশৃঙ্খলা ছাড়া সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অপরিহার্য শর্ত ও অনুষঙ্গ — গৃহযুদ্ধও অসম্ভব বটে। বিশৃঙ্খলার 'প্রেক্ষিতে' বিপ্লব ও সমাজতন্ত্রের নিন্দাজ্ঞাপনের একটাই অর্থ: নীতিহীনতা প্রদর্শন এবং কার্যত বুর্জোয়ার পক্ষসমর্থন।

'...দুর্ভিক্ষ, মহামারী এবং চরম দারিদ্র্যের ফলে সৈন্যবাহিনী ও জনগণ উভয়ের মধ্যে ব্যাপক নৈরাশ্য...'

এঙ্গেলস কত সরল ও স্বচ্ছ ভাবে এই প্রশ্নাতীত সিদ্ধান্তে পৌঁছন যা প্রত্যেকের কাছেই বোধগম্য হয়ে উঠবে যে অনেক বছরের তীব্র ও উদ্বেগপূর্ণ যুদ্ধের বিষয়গত ফলাফল অনুভবে সমর্থ। আর ওইসব অসংখ্য 'সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট' ও ভুয়ো 'সমাজতন্ত্রীরা' বিস্ময়কর পরিমাণ আহাম্মক, যারা এই সরলতম ধারণাটিও বুঝতে চায় না বা বুঝতে পারে না।'

সৈন্যবাহিনী ও ব্যাপক সংখ্যক সাধারণ মানুষের **হতাশা** না ঘটিয়ে বহু বছর স্থায়ী একটি যুদ্ধ চালান কি বোধগম্য? অবশ্যই না। দীর্ঘ যুদ্ধের এমন ফলাফল পুরো একটি প্রজন্মের উপর না হলেও কয়েক বছর তো অনিবার্যভাবেই কার্যকর থাকে। আর আমাদের 'মাফলার জড়ান লোকেরা', নিজেদের 'সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট' ও 'সমাজতন্ত্রী' হিসেবে পরিচয়দাতা বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী ছিঁচকাঁদুনেরা নীতিভ্রষ্টতার দেখা দেয়ার জন্য বা বিশেষত নীতিভ্রষ্টতার চরম ক্ষেত্রে তা দমনের জন্য গৃহীত অনিবার্য কঠিন ব্যবস্থাকে বিপ্লবে দোষারোপকারী বুর্জোয়াকে সমর্থন দেয়, যদিও এটা দিবালোকের মতোই স্পষ্ট যে, এটা ঘটছে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধেরই ফলে এবং দীর্ঘ লড়াই ছাড়া, নির্যাতনমূলক কয়েকটি কঠোর ব্যবস্থা ছাড়া যুদ্ধের এই ফলাফল থেকে কোন বিপ্লবই নিজেকে মুক্ত করতে পারে না।

'নোভায়া জিজ্‌ন', 'ভ্পেরিওদ' (১৫৮) বা 'দিয়েলো নারোদা' পত্রিকার মিষ্টি-কথার লেখকরা প্রলেতারিয়েত ও অন্যান্য নির্যাতিত শ্রেণীগুলিকে একটি বিপ্লব 'তাত্ত্বিকভাবে' অনুমোদন করতে পারেন যদি কেবল সেই বিপ্লব স্বর্গ

থেকে নেমে আসে এবং মাটিতে জন্মায় না, বিকশিত হয় না — যে-মাটি চার বছরের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের হত্যাকাণ্ডে আমাদের জনগণের রক্তে ভেজা, যে-হত্যাকাণ্ডে লক্ষ লক্ষ মানুষ ধ্বংস হয়েছে, সন্ত্রস্ত হয়েছে, নীতিভ্রষ্ট হয়েছে।

তারা শুনেছে ও 'তত্ত্বে' স্বীকার করেছে যে বিপ্লব প্রসবের সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু ব্যাপারটা ঘটামাত্র তারা লজ্জাকরভাবে ভীত হয়ে পড়ে আর তাদের ভীত গোঙানিতে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল প্রলেতারিয়েতের আক্রমণের বিরুদ্ধে বুর্জোয়ার কুটিল সোরগোল। সাহিত্যে প্রসবের বর্ণনা স্মরণ করুন, যেখানে লেখকের লক্ষ্য হল প্রসবযন্ত্রণার তীব্রতা, ব্যথা ও অসহ্যতার সত্যিকার ছবি আঁকা, যেমনটি আছে এমিল জোলার 'La joie de vivre' ('জীবনের আনন্দ') বা ভেরেসায়েভের 'ডাক্তারের নোটগুলি' বইয়ে। মানুষের ক্ষেত্রে সন্তানপ্রসব নারীকে প্রায় নিষ্প্রাণ, রক্তরঞ্জিত মাংসস্তূপে পরিণত করে, তাকে অত্যাচারিত পীড়িত ও যন্ত্রণায় উন্মত্ত করে তোলে। কিন্তু যে 'ব্যক্তি' প্রেমে ও প্রেমের পরিণতিতে, নারীর মাতৃত্বে রূপান্তরে **কেবল** এটাই দেখে, সে কি মনুষ্যপদবাচ্য? **এজন্য** কে প্রেম ও প্রসবকে অস্বীকার করে?

প্রসবযন্ত্রণা কম বা বেশি হতে পারে। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা মার্কস ও এঙ্গেলস সর্বদাই বলেছেন যে, পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে রূপান্তর অনিবার্যভাবেই **দীর্ঘ প্রসবযন্ত্রণার** অনুষঙ্গী হবে। আর একটি বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল বিশ্লেষণক্রমে এঙ্গেলস সহজ ও স্বচ্ছ ভাবে এই প্রশ্নাতীত ও সুস্পষ্ট ঘটনার কথা বলেছেন যে যুদ্ধ পরবর্তী ও সংশ্লিষ্ট বিপ্লব (এবং ততোধিক, আমাদের অংশটি যোগ করা যাক, যুদ্ধের সময় শুরু হওয়া বিপ্লব এবং যা বিশ্বযুদ্ধের মাঝখানে উদ্ভূত ও সেখানেই নিজেকে চালিয়ে নিতে বাধ্য) হল **বিশেষ মারাত্মক** ধরনের এক প্রসবের ঘটনা।

স্পষ্টত এটা বুঝেই এঙ্গেলস বিশ্বযুদ্ধে মরণোন্মুখ পুঁজিতন্ত্রজাত সমাজতন্ত্র সম্পর্কে অত্যন্ত সতর্কভাবে কথা বলেন। তাঁর ভাষায়: 'কেবল একটি ফল (বিশ্বযুদ্ধের) একান্তভাবেই নিশ্চিত: ব্যাপক ক্লান্তি এবং শ্রমিক শ্রেণীর চূড়ান্ত বিজয়ের পরিস্থিতির **উদ্ভব**।'

আমরা যে-মুখবন্ধটি দেখছি সেটার শেষে এই চিন্তা এমন কি আরও স্বচ্ছভাবে ব্যক্ত হয়েছে:

'...এই করুণ ঘটনার শেষে আপনারা (পুঁজিপতি, জমিদার, রাজন্যবর্গ ও বুর্জোয়া রাষ্ট্রনেতারা) ধ্বংস হবেন আর ততদিনে প্রলেতারিয়েত হয়ত-বা জয়ী হবে, কিংবা যে-কোন অবস্থাতেই তাদের জয় অনিবার্য হয়ে উঠবে।'

মারাত্মক প্রসবযন্ত্রণা বিষম ব্যাধির বা মৃত্যুর সম্ভাবনা খুবই বাড়ায়। কিন্তু যেখানে প্রসবে ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে সেখানে পুরনো সমাজের গর্ভজাত নতুন সমাজের মৃত্যু ঘটতে পারে না। সম্ভাব্য যা কিছু ঘটতে পারে তা হল জন্মটি অধিকতর যন্ত্রণাদায়ী, দীর্ঘতর হতে পারে, শ্লথ হতে পারে বিকাশ ও বৃদ্ধি।

যুদ্ধ এখনো শেষ হয় নি। ব্যাপক ক্লান্তি ইতিমধ্যেই দেখা দিয়েছে। শর্তাধীনে যুদ্ধের যে-দুটি **সরাসর** ফল সম্পর্কে এঙ্গেলস পূর্বাভাস দিয়েছিলেন (ইতিমধ্যেই অর্জিত হয়েছে শ্রমিক শ্রেণীর বিজয় বা **সকল প্রতিবন্ধ সত্ত্বেও** এটা অনিবার্য হয়ে উঠার পরিস্থিতির উদ্ভব) সে সম্পর্কে এখন ১৯১৮ সালের মাঝামাঝি **উভয়টিই** স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

একটিতে, পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির অনগ্রসরতম একটি দেশে শ্রমিক শ্রেণীর বিজয় **ইতিমধ্যেই অর্জিত হয়েছে।** দৃষ্টান্তহীন যন্ত্রণা ও চেষ্টায় অন্যগুলিতেও সেই পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে, যা এই বিজয়কে ‘যে-কোন অবস্থাতেই অনিবার্য’ করে তুলবে।

‘সমাজতন্ত্রী’ ছিঁচকাঁদুনেরা গোঙরাক, বুর্জোয়া উন্মত্ত ও ক্রুদ্ধ হোক। কিন্তু যারা না দেখার জন্য চোখ বুজে আছে আর না শোনার জন্য কান বন্ধ করেছে কেবল তারাই জানতে পারে না যে সমাজতন্ত্রে গর্ভবতী বৃদ্ধা পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের প্রসবযন্ত্রণা সারা দুনিয়ার সর্বত্রই শুরু হয়ে গেছে। আমাদের দেশ, যা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বগিতে ঘটনাপ্রবাহে সাময়িকভাবে এগিয়ে গেছে, সে এখন প্রসবের প্রথম পর্যায়ের বিশেষ তীব্র যন্ত্রণাটা ভোগ করছে। পূর্ণ নিশ্চয়তা ও চূড়ান্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ভবিষ্যৎ মোকাবিলার মতো সঙ্গত কারণ আমাদের অবশ্যই আছে। এটা আমাদের জন্য কয়েকটি প্রাগ্রসরতর দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের নতুন বিজয় ও নতুন মিত্র সৃষ্টি করছে। আমরা গর্বিত হতে এবং নিজেদের সৌভাগ্যবান ভাবতে পারি যে, ভাগ্যক্রমে এটা পৃথিবীর একাংশে প্রথমে আমাদের ভাগেই পড়েছে — সেই বুনো জানোয়ার, পুঁজিতন্ত্র, যা দুনিয়াকে রক্তে ভাসিয়ে দিয়েছে আর মানবজাতিকে বুভুক্ষায় ও নীতিভ্রষ্টতায় এনেছে, এবং যে নিশ্চিতই অচিরে ধ্বংস হবে, মরণকালে সে যতই দানবীয় ও ক্রোধে হিংস্র হয়ে উঠুক।

২৯ জুন, ১৯১৮

৩৬ খণ্ড, ৪৭২-৪৭৮ পৃঃ

মার্কিন শ্রমিকদের নিকট চিঠি

কমরেডগণ! একজন রুশ বলশেভিক, ১৯০৫ সালের বিপ্লবে যিনি অংশ নিয়েছিলেন ও তারপর বহু বছর আপনাদের দেশে কাটিয়েছেন তিনি আপনাদের কাছে আমার চিঠি পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নেবেন বলেছেন (১৫৯)। আমি অতি সানন্দেই তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করি, কেননা ঠিক এই সময়টাতেই মার্কিন বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে সবচেয়ে তাজা, সবচেয়ে প্রবল, পুঁজিপতিদের মুনাফা বখরা নিয়ে জাতিসমূহের বিশ্বজোড়া হত্যাকাণ্ডে সর্বশেষ যোগদানকারী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আপসহীন শত্রু হিসেবে। ঠিক এই সময়েই মার্কিন কোটিপতিরা, এই আধুনিক দাসমালিকেরা প্রথম সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রকে শ্বাসরোধের লক্ষ্যে ইঙ্গ-জাপানী পশুদের সশস্ত্র অভিযানে (প্রত্যক্ষে অথবা পরোক্ষে, প্রকাশ্যে অথবা ভণ্ডামি করে গোপনে, তাতে কিছু আসে যায় না) সম্মতি দিয়ে রক্তপিপাসু সাম্রাজ্যবাদের রক্তাক্ত ইতিহাসের একটি অতি করুণ পৃষ্ঠা উন্মোচন করেছে।

আজকের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের মতোই অধিকৃত জমি ও লুঠ-করা মুনাফার ভাগ নিয়ে রাজা, জমিদার, পুঁজিপতিদের কলহ থেকে উৎপন্ন বিপুলসংখ্যক আগ্রাসী যুদ্ধের তুলনায় যে-ধরনের যুদ্ধের সংখ্যা এত কম, তেমনি একটি মহান, সত্যিকারের মুক্তিসাধক, সত্যিকারের বিপ্লবী যুদ্ধ থেকেই নূতনতম সুসভ্য আমেরিকার ইতিহাস শুরু হয়েছে। সেটা ছিল ইংরেজ দস্যুদের বিরুদ্ধে মার্কিন জনগণের যুদ্ধ, যে-দস্যুরা আমেরিকাকে ঠিক সেইভাবেই দলিত করছিল, ঔপনিবেশিক দাসত্বে বেঁধে রাখছিল, যেভাবে এই 'সুসভ্য' রক্তপিপাসুরা এখনো ভারতে, মিসরে এবং বিশ্বের সর্বাঞ্চলে কোটি কোটি লোককে দলিত করছে, ঔপনিবেশিক দাসত্বে বেঁধে রাখছে।

সেদিন থেকে প্রায় ১৫০ বছর কেটেছে। বুর্জোয়া সভ্যতা তার সবকিছু

সমৃদ্ধ ফল ফলিয়েছে। ঐক্যবদ্ধ মনুষ্যশ্রমের উৎপাদন-শক্তির উচ্চ বিকাশে, যন্ত্রপ্রয়োগে এবং আধুনিক প্রযুক্তির যাবতীয় অলৌকিকতায় আমেরিকা স্বাধীন ও শিক্ষিত দেশগুলির মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। সেইসঙ্গেই আমেরিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে একদিকে, নোংরামি ও বিলাসে নিমজ্জমান মুষ্টিমেয় উদ্ধত কোটিপতি ও অন্যদিকে, চিরকাল নিঃস্বতার প্রান্তে দাঁড়ান লক্ষ লক্ষ মেহনতীদের মধ্যে ব্যবধানের অতলতায় প্রথম সারির একটি দেশ। সামন্ত দাসত্বের বিরুদ্ধে বিপ্লবী যুদ্ধের নিদর্শন বিশ্বকে দেখিয়েছিল যে মার্কিন জনগণ হয়ে দাঁড়িয়েছে মুষ্টিমেয় কোটিপতির আধুনিকতম, পুঁজিবাদী মজুরি-দাস, হয়ে দাঁড়িয়েছে ভাড়াটে জল্লাদের ভূমিকাধারী, যারা ধনী পিশাচদের উপকারার্থে ফিলিপাইনকে 'মুক্ত করার' (১৬০) অজুহাতে ১৮৯৮ সালে তাকে দলন করেছিল এবং ১৯১৮ সালে জার্মানদের কাছ থেকে 'রক্ষা করার' অজুহাতে দলন করছে রুশ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রকে।

কিন্তু জাতিসমূহের সাম্রাজ্যবাদী রক্তস্নানের চার বছর বৃথা যায় নি। ইংরেজ ও জার্মান উভয় দঙ্গলের পাষণ্ডগণ কর্তৃক জনপ্রতারণার ব্যাপারটি তর্কাতীত ও স্বতঃস্পষ্ট ঘটনায় আমূল উদ্ঘাটিত হয়ে গেছে। চার বছরের যুদ্ধ তার পরিণামফল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে লুঠের বখরা নিয়ে দস্যুদের যে-যুদ্ধ তাতে পুঁজিবাদের সাধারণ নিয়মটা কী: যে ছিল সবচেয়ে ধনী ও সবচেয়ে প্রবল সে মুনাফা তুলেছে ও লুঠ করেছে সবার চেয়ে বেশি; যে ছিল সবচেয়ে দুর্বল, সে হয়েছে চূড়ান্তরূপে লুণ্ঠিত, নিপীড়িত, দমিত ও দলিত।

'ঔপনিবেশিক দাসদের' সংখ্যার দিক থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দস্যুরাই ছিল সবার চেয়ে প্রবল। 'নিজেদের' (অর্থাৎ শত শত বছরে লুঠ-করা) ভূমির এক ইঞ্চিও ইংরেজ পুঁজিপতিরা হারায় নি, বরং আফ্রিকায় সমস্ত জার্মান উপনিবেশ গ্রাস করেছে, গ্রাস করেছে মেসোপোটেমিয়া ও প্যালেস্টাইন, গ্রীসকে দলন করেছে ও রাশিয়াকে লুঠ করতে শুরু করেছে।

'তাদের' সৈন্যদের সংগঠন ও শৃঙ্খলার দিক থেকে জার্মান সাম্রাজ্যবাদের দস্যুরা ছিল সবচেয়ে প্রবল, কিন্তু উপনিবেশের দিক থেকে দুর্বল। সমস্ত উপনিবেশই তারা হারিয়েছে। কিন্তু তারা লুঠ করেছে অর্ধেক ইউরোপ, ছোটো ছোটো দেশ ও দুর্বল জাতিদের দলিত করেছে সবচেয়ে বেশি সংখ্যায়। উভয় পক্ষ থেকে কী মহান 'মুক্তি' যুদ্ধ! উভয় দঙ্গলের দস্যুরা, ইঙ্গ-ফরাসী ও জার্মান পুঁজিপতিরা তাদের তল্পিবাহকদের, জাতিদম্ভী-সমাজবাদীদের

অর্থাৎ '**নিজ**' বুর্জোয়ার পক্ষে চলে-আসা সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে একত্রে কী চমৎকারভাবেই না 'পিতৃভূমি রক্ষা করেছে'!

মার্কিন কোটিপতিরা ছিল প্রায় সবার চেয়ে ধনী, তাদের ভৌগোলিক পরিস্থিতি ছিল সবচেয়ে নিরাপদ। মুনাফা তারা লুটেছে সবার চেয়ে বেশি। সবাইকে, এমন কি, সবচেয়ে ধনী দেশকেও তারা নিজেদের করদ করে তুলেছে। শত শত কোটি ডলার তারা লুটেছে। আর প্রতিটি ডলারেই নোংরামির দাগ: ইংলন্ড ও তার 'সহযোগীদের' মধ্যে, জার্মান ও তার পেটোয়াদের মধ্যে গুপ্তচুক্তির নোংরামি, সেই চুক্তি লুঠের মাল বাঁটোয়ারা নিয়ে, শ্রমিকদের নিপীড়ন ও সমাজতন্ত্রী-আন্তর্জাতিকতাবাদীদের নির্যাতনের জন্য পরস্পরকে 'সাহায্য করার' চুক্তি। প্রতিটি ডলারেই 'লাভজনক' যুদ্ধ-ঠিকার নোংরামি, যাতে প্রতি দেশেই ধনী হয়েছে ধনীরা আর সর্বনাশ হয়েছে গরিবদের। প্রতিটি ডলারেই রক্তের দাগ — সেই রক্তসমুদ্রের রক্ত, যা নিঃসৃত হয়েছে সেই মহান, উদার, যুক্তিবিধায়ক, পূতপবিত্র সংগ্রামে ১ কোটি নিহত ও ২ কোটি পঙ্গুর দেহ থেকে, যা মীমাংসা করবে: ইংরেজ না জার্মান ডাকাত, কার ভাগ্যে বেশি লুঠ জুটবে, ইংরেজ না জার্মান জল্লাদ, সারা বিশ্বের দুর্বল জাতিদের **প্রধান** দলনকর্তা কে হবে।

জার্মান দস্যুরা যদি তাদের সামরিক অনাচারে সমস্ত রেকর্ড ভেঙে থাকে, তাহলে ইংরেজ দস্যুরা সমস্ত রেকর্ড ভেঙেছে শুধু গ্রাস-করা উপনিবেশের সংখ্যাতেই নয়, নিজেদের ন্যক্কারজনক ভণ্ডামির সূক্ষ্মতায়ও। ঠিক এই মুহূর্তেই ইঙ্গ-ফরাসী ও মার্কিন বুর্জোয়া সংবাদপত্র কোটি কোটি সংখ্যায় মিথ্যা ও কুৎসা রটাচ্ছে রাশিয়া সম্পর্কে, রাশিয়ার বিরুদ্ধে তাদের লুণ্ঠনমূলক অভিযানকে ভণ্ডামি করে সমর্থন করছে জার্মানদের হাত থেকে নাকি রাশিয়ার 'রক্ষা' প্রচেষ্টার অজুহাতে।

এই জঘন্য ও ইতর মিথ্যাটাকে খণ্ডনের জন্য বেশি বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন নেই: শুধু একটি সর্বজনবিদিত ঘটনার উল্লেখই যথেষ্ট। ১৯১৭ সালের অক্টোবরে রাশিয়ার শ্রমিকেরা যখন নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী সরকারকে উৎখাত করে, তখন সোভিয়েতরাজ, বিপ্লবী শ্রমিক ও কৃষকদের রাজ খোলাখুলি রাজ্যগ্রাস ও ক্ষতিপূরণ বর্জিত ন্যায়সঙ্গত শান্তির প্রস্তাব করে, সমস্ত জাতির পরিপূর্ণ সমানাধিকারস্বীকৃত শান্তি — এবং সে এই শান্তির প্রস্তাব করে **সমস্ত** যুধ্যমান দেশের কাছেই।

ঠিক ইঙ্গ-ফরাসী ও মার্কিন বুর্জোয়ারাই আমাদের প্রস্তাব গ্রহণ করে

নি। সার্বজনীন শান্তি নিয়ে আমাদের সঙ্গে আলাপ চালাতে পর্যন্ত অস্বীকার করে ঠিক এরাই! সমস্ত জাতির স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকের মতো আচরণ করে ঠিক **এরাই**, ঠিক এরাই সাম্রাজ্যবাদী রক্তস্নানকে প্রলম্বিত করে চলে!

রাশিয়াকে ফের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে টেনে আনবার মতলব করে ঠিক এরাই শান্তির আলাপ-আলোচনা বর্জন করে ও তাতে করে সমান ডাকাত, সেই জার্মান পুঁজিপতিদের হাত খোলা রেখে দেয়, যারা রাজ্যগ্রাসী ও জবরদস্তিমূলক ব্রেস্ত্ শান্তি চাপিয়ে দেয় রাশিয়ার ওপর!

ব্রেস্ত্ শান্তির জন্য ইঙ্গ-ফরাসী ও মার্কিন বুর্জোয়ারা যে আমাদের ওপর 'দোষ' চাপাচ্ছে, তার চেয়ে জঘন্য ভণ্ডামি কল্পনা করা কঠিন। ব্রেস্ত্‌কে সার্বজনীন শান্তির জন্য সার্বজনীন আলাপ-আলোচনায় পরিণত করা ঠিক যেসব দেশের ওপর নির্ভর করছিল, ঠিক সেই সব দেশের পুঁজিপতিরাই কিনা হয়ে উঠেছে আমাদের 'অভিযোক্তা'! ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের শকুনেরা উপনিবেশ লুণ্ঠন ও জাতিসমূহের রক্তস্নানে স্ফীত হয়ে যুদ্ধকে আজ ব্রেস্তের পরেও প্রায় পুরো এক বছর প্রলম্বিত করেছে আর ওরাই কিনা 'অভিযোগ করছে' **আমাদের বিরুদ্ধে,** বলশেভিকদের বিরুদ্ধে, যারা ন্যায়সঙ্গত শান্তির প্রস্তাব দিয়েছিল সমস্ত দেশের কাছে, — **আমাদের বিরুদ্ধে,** যারা ভূতপূর্ব জারের সঙ্গে ইঙ্গ-ফরাসী পুঁজিপতিদের গুপ্ত অপরাধী চুক্তিগুলিকে ছিঁড়ে ফেলে, প্রকাশ করে ও সর্বজনসমক্ষে ধিক্কৃত করে।

যে-দেশবাসীই হোক না কেন, সারা বিশ্বের শ্রমিকেরা আমাদের অভিনন্দিত করেছে, সহানুভূতি প্রকাশ করেছে, করতালি দিয়েছে এইজন্য যে আমরা সাম্রাজ্যবাদী সম্পর্ক, নোংরা সাম্রাজ্যবাদী চুক্তি, সাম্রাজ্যবাদী শেকলের লৌহবেষ্টনী ছিন্ন করেছি, এইজন্য যে আমরা বেরিয়ে এসেছি স্বাধীনতায় ও তার জন্য কঠিনতম আত্মত্যাগ বরণ করেছি, এইজন্য যে আমরা সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক দলিত ও লুণ্ঠিত হলেও সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসেবে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের **বাইরে** থেকেছি এবং সারা বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছি শান্তির পতাকা, সমাজতন্ত্রের পতাকা।

আশ্চর্যের কিছু নেই যে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদীদের দঙ্গলটা সেজন্য আমাদের ঘৃণা করছে, আমাদের 'অভিযুক্ত করছে', এবং আমাদের দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি ও মেনশেভিক সহ সাম্রাজ্যবাদীদের সমস্ত তল্পিবাহকেরাই আমাদের 'অভিযুক্ত করছে'। যেমন বলশেভিকদের প্রতি সাম্রাজ্যবাদের এই সব চৌকিদার কুকুরের ঘৃণা থেকে তেমনি সমস্ত

দেশের সচেতন শ্রমিকদের সহানুভূতি থেকে আমাদের কর্মযজ্ঞের ন্যায্যতায় নতুন নিশ্চয়তা আমরা আহরণ করছি।

যে একথা বোঝে না যে বুর্জোয়ার উপর বিজয়লাভের জন্য, শ্রমিকদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য, আন্তর্জাতিক প্রলেতারীয় বিপ্লবের **সূত্র-পাতের** জন্য কোন আত্মোৎসর্গেই — ভূখণ্ডের একাংশ বিসর্জনের মতো, সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকে দুঃসহ পরাজয়ের মতো আত্মোৎসর্গেও — থেমে **না** যাওয়া সম্ভব ও উচিত, সে সমাজতন্ত্রীই নয়। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্বার্থ কার্যত সামনে এগিয়ে দেবার জন্য যে তার 'নিজ' পিতৃভূমির দিক থেকে মহৎ আত্মোৎসর্গের প্রস্তুতি **হাতে-কলমে** না প্রমাণ করেছে, সে সমাজতন্ত্রীই নয়।

'নিজের' স্বার্থের জন্য, অর্থাৎ বিশ্ব-আধিপত্য লাভের জন্য ইংলণ্ড ও জার্মানির সাম্রাজ্যবাদীরা বেলজিয়ম ও সার্বিয়া থেকে শুরু করে প্যালেস্টাইন ও মেসোপোটেমিয়া পর্যন্ত অনেকগুলি দেশের সর্বনাশ ও দলনে কুণ্ঠিত হয় নি। আর 'নিজেদের' স্বার্থের জন্য, পুঁজির জোয়াল থেকে সারা বিশ্বের মেহনতীদের মুক্তির জন্য, সার্বজনীন স্থায়ী শান্তি লাভের জন্য সমাজতন্ত্রীদের কি উচিত আত্মোৎসর্গহীন একটা পথ না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকা, সহজ সাফল্যের 'গ্যারাণ্টি' না পাওয়া পর্যন্ত লড়াই শুরু করতে ভয় পাওয়া, বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্বার্থের চেয়ে 'নিজেদের', বুর্জোয়া সৃষ্ট 'পিতৃভূমির' নিরাপত্তা ও অখণ্ডতাকে উঁচু করে তোলা? আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রের যে-নচ্ছাররা, বুর্জোয়া নীতির যে-তল্পিবাহকেরা একথা ভাবে তারা তিনগুণ ধিক্কারের যোগ্য।

ইঙ্গ-ফরাসী ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হিংস্র পশুরা জার্মান সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে 'সমঝোতার' অভিযোগে আমাদের 'অভিযুক্ত করে'। কী ভণ্ড! কী শয়তান! শ্রমিক সরকারের কুৎসা রটাচ্ছে এরা। অথচ 'তাদেরই' নিজ দেশের মজুরদের যে-সহানুভূতি রয়েছে আমাদের প্রতি তারই ভয়ে কম্পমান হচ্ছে! তবে ভণ্ডামি তাদের ফাঁস হয়ে যাবে। তারা ভান করছে যেন বোঝে না **শ্রমিকদের বিরুদ্ধে,** মেহনতীদের বিরুদ্ধে বুর্জোয়ার (নিজ দেশের ও পরদেশের) সঙ্গে 'সমাজতন্ত্রীদের' সমঝোতা আর নিজ বুর্জোয়াকে যারা পরাজিত করেছে সেই শ্রমিকদের **রক্ষার জন্য** এক জাতীয় বর্ণের **বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে** অপর বর্ণের বুর্জোয়ার সঙ্গে সমঝোতা, যাতে প্রলেতারিয়েত বিভিন্ন দলের বুর্জোয়াদের শত্রুতার সুযোগ নিতে পারে, তার তফাৎটা কী।

বস্তুতপক্ষে প্রতিটি ইউরোপীয়ই এই তফাৎটা ভালই জানে এবং মার্কিন

জনগণ তাদের নিজস্ব ইতিহাসে খুবই সুস্পষ্টরূপে সেই অভিজ্ঞতা 'লাভ করেছে', যা এখুনি দেখাব। সমঝোতা নানা রকমের আছে, ফরাসীরা যেমন বলে, fagots et fagots*।

আন্তর্জাতিক বিপ্লব পুরো পরিপক্ক হয়ে ওঠার আগেই প্রলেতারিয়েতের আন্তর্জাতিক ঐক্যে বিশ্বাসী, নিরস্ত্র, নিজের ফৌজ ভেঙে-দেওয়া রাশিয়ার বিরুদ্ধে যখন জার্মান সাম্রাজ্যবাদের শকুনেরা ১৯১৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে সৈন্য পাঠায়, তখন ফরাসী রাজতন্ত্রীদের সঙ্গে একটা নির্দিষ্ট 'সমঝোতায়' আসতে আমি এতটুকু দ্বিধা করি নি। মুখে বলশেভিকদের দরদী ও কাজে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বস্ত ও অনুরাগী সেবক ফরাসী ক্যাপটেন সাদুল আমার কাছে ফরাসী অফিসার দ্য লিউবেরসাককে নিয়ে আসেন। দ্য লিউবেরসাক আমায় বলেন, 'আমি রাজতন্ত্রী, আমার একমাত্র লক্ষ্য জার্মানির পরাজয়।' আমি জবাব দিই, সে তো বলাই বাহুল্য (cela va sans dire)। কিন্তু তাতে জার্মান আক্রমণে বাধা দেওয়ার স্বার্থে রেলপথ উড়িয়ে দেবার জন্য বিস্ফোরণ-বিশেষজ্ঞ ফরাসী অফিসাররা আমাদের যে-কাজ করে দিতে চেয়েছিল তা নিয়ে দ্য লিউবেরসাকের সঙ্গে 'সমঝোতায় আসতে' আমার এতটুকু বাধা হয় নি। এ হল এমন এক 'সমঝোতার' নিদর্শন যা প্রতিটি সচেতন শ্রমিক অনুমোদন করবে। এ হল সমাজতন্ত্রের স্বার্থে সমঝোতা। ফরাসী রাজতন্ত্রী ও আমি পরস্পর করমর্দন করি এই কথা জেনেই যে পারলে উভয়েই আমরা নিজের 'শরিককে' সাগ্রহে ঝুলিয়ে দিতে রাজি। কিন্তু সাময়িকভাবে আমাদের স্বার্থ মিলেছিল। আক্রমণকারী জার্মান লুটেরাদের বিরুদ্ধে **আমরা** রুশ ও আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্বার্থে **অন্য** সাম্রাজ্যবাদীদের সমান হিংস্র প্রতিকূল স্বার্থ কাজে লাগাই। এভাবে আমরা রাশিয়ার ও অন্যান্য দেশের শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থেরই সেবা করি। আমরা প্রলেতারিয়েতের শক্তি বাড়াই ও সারা বিশ্বের বুর্জোয়াদের দুর্বল করি। কতকগুলি অগ্রণী দেশে দ্রুত পরিপক্কমান প্রলেতারীয় বিপ্লব পুরো পেকে ওঠার মুহূর্তটার প্রতীক্ষায় আমরা **যে-কোন** যুদ্ধেই, যা সঙ্গত ও বাধ্যতামূলক, সেই মহড়া নেওয়া, এদিক-ওদিক করা ও পিছু হটার কৌশল প্রয়োগ করি।

এবং ইঙ্গ-ফরাসী ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হাঙ্গরেরা আক্রোশে যতই ফুঁসুক, আমাদের বিরুদ্ধে যতই কুৎসা রটাক, দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-

---

* তফাৎ আছে বস্তুর সঙ্গে বস্তুর। — সম্পাঃ

রেভলিউশানারি, মেনশেভিক, প্রভৃতি প্রেমিক-সমাজবাদী পত্রিকা কিনে নেবার জন্য যত কোটি কোটি টাকাই তারা খরচ করুক, রাশিয়ায় ইঙ্গ-ফরাসী সৈন্যের আক্রমণ প্রতিরোধে প্রয়োজন হলে জার্মান সাম্রাজ্যবাদের লুটেরাদের সঙ্গেও **একই রকম** 'সমঝোতা' চুক্তিতে **আমি মুহূর্তের জন্যও দ্বিধা করব না।** এবং আমি খুব ভালই জানি যে আমার রণকৌশলকে অনুমোদন করবে রাশিয়া, জার্মানি, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, আমেরিকার, — এক কথায়, সমগ্র সভ্যজগতের সচেতন প্রলেতারিয়েত। এই রণকৌশলে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কাজে সুবিধা হয়, তার অভিযান ত্বরান্বিত হয়, আন্তর্জাতিক বুর্জোয়া দুর্বল হয়, সেই বুর্জোয়াকে পরাস্ত করতে নামা শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থান সুদৃঢ় হয়।

আর মার্কিন জনগণ এই রণকৌশল বহুদিন আগেই গ্রহণ করেছে ও তাতে বিপ্লবের উপকারই হয়েছে। তারা যখন উৎপীড়ক ইংরেজদের বিরুদ্ধে নিজেদের মহান মুক্তিযুদ্ধ চালায়, তখন তাদের বিরুদ্ধে ফরাসী ও স্পেনীয় উৎপীড়করাও ছিল, যাদের দখলে ছিল বর্তমান উত্তর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের একাংশ। মুক্তির জন্য নিজেদের সুকঠিন যুদ্ধে মার্কিন জনগণও একদল উৎপীড়কের বিরুদ্ধে অন্য উৎপীড়কদের সঙ্গে 'সমঝোতা' করেছিল এবং তা উৎপীড়কদের দুর্বল করা ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে বিপ্লবী উপায়ে সংগ্রামীদের শক্তিশালী করার স্বার্থে, উৎপীড়িত **জনগণের** স্বার্থে। ফরাসী, স্পেনীয় ও ইংরেজদের মধ্যেকার বিরোধটা কাজে লাগায় মার্কিন জনগণ। কখনো কখনো এমন কি, উৎপীড়ক ফরাসী ও স্পেনীয় সৈন্যদের সঙ্গে একত্রেই তারা লড়াই চালায় উৎপীড়ক ইংরেজদের বিরুদ্ধে। প্রথমে তারা পরাস্ত করে ইংরেজদের, পরে মুক্তি অর্জন করে (অংশত মুক্তিপণ দিয়ে) ফরাসী ও স্পেনীয়দের হাত থেকে।

মহান রুশ বিপ্লবী চের্নিশেভ্স্কি (১৬১) বলেছিলেন — ঐতিহাসিক ক্রিয়াকলাপ তো নেভস্কি সড়কের ফুটপাথ নয়। যে-লোক প্রলেতারিয়েতের বিপ্লব 'অনুমোদন করে' কেবল 'এই শর্তে' যে সেটা সহজে ও মসৃণভাবে এগুবে, অবিলম্বেই বিভিন্ন দেশের প্রলেতারিয়েতের ঐক্যবদ্ধ অভিযান ঘটবে, পরাজয়ের বিরুদ্ধে আগে থেকেই গ্যারাণ্টি থাকবে, বিপ্লবের পথটা হবে প্রশস্ত, অবাধ ও সরল রেখায়, আর বিজয়ে পেঁছিতে গিয়ে মাঝে মাঝে অতি সুকঠিন আত্মোৎসর্গ, 'অবরুদ্ধ দুর্গে অবরোধযাপন' অথবা অতি সংকীর্ণ, দুর্গম, বঙ্কিম ও বিপজ্জনক পাহাড়ী পথে এগোনর প্রয়োজন হবে না, সে বিপ্লবী নয়, বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী পণ্ডিতিপনা থেকে সে মুক্তি পায়

নি, কার্যক্ষেত্রে তাকে অনবরতই গড়িয়ে যেতে দেখা যাবে প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়ার শিবিরে, যেমন গেছে আমাদের দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিরা, মেনশেভিকরা, এমন কি (তুলনায় বিরল হলেও) বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিরা।

বুর্জোয়ার পিছু পিছু এই সব মহোদয়ও আমাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবের 'বিশৃঙ্খলা', শিল্পের 'ধ্বংস', বেকারি ও খাদ্যাভাবের অভিযোগ আনতে ভালবাসে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে যারা অভিনন্দিত ও সমর্থন করেছিল, অথবা সেই যুদ্ধ যে চালিয়ে যাচ্ছিল, সেই কেরেনস্কির সঙ্গে 'সমঝোতা করেছিল', তাদের কাছ থেকে এই অভিযোগ কী পরিমাণই না ভণ্ডামি! এই সবকিছু দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধই। যুদ্ধ থেকে যে-বিপ্লবের জন্ম সে-বিপ্লব জাতিসমূহের বহু বছরের ধ্বংসাত্মক, প্রতিক্রিয়াশীল রক্তস্নানের দায়ভাগস্বরূপ এক অবিশ্বাস্য দুরূহতা ও যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে ছাড়া যেতে পারে না। আমাদের বিরুদ্ধে শিল্পের 'ধ্বংস' বা 'সন্ত্রাসের' অভিযোগ আনার অর্থ হয় ভণ্ডামি, নয় একটা নির্বোধ পণ্ডিতিপনা এবং শ্রেণী-সংগ্রামের যে উদ্দাম ও চূড়ান্ত তীব্রতাকে বিপ্লব বলা হয়, তার মূল শর্তগুলি বোঝার প্রকট অক্ষমতা।

আসলে, এই ধরনের 'অভিযোক্তারা' যদি শ্রেণী-সংগ্রাম 'স্বীকারও করে', তাহলেও তারা সীমাবদ্ধ থাকে তার মৌখিক স্বীকৃতিতে, কার্যক্ষেত্রে তারা অবিরাম শ্রেণীসমূহের 'সমঝোতা' বা 'সহযোগিতার' পেটি-বুর্জোয়া ইউটোপিয়ায় অধঃপতিত হয়। কেননা, বিপ্লবের যুগে অবধার্য ও অনিবার্য রূপেই শ্রেণী-সংগ্রাম সর্বদা ও সর্বদেশেই **গৃহযুদ্ধের** রূপ পরিগ্রহ করে এবং প্রচণ্ড রকমের ছারখার ছাড়া, সন্ত্রাস ছাড়া, যুদ্ধের স্বার্থে আনুষ্ঠানিক গণতন্ত্রের সংকোচন ছাড়া গৃহযুদ্ধ অকল্পনীয়। এই আবশ্যিকতাটা লক্ষ্য না করা, উপলব্ধি না করা, অনুভব না করা সম্ভব কেবল মুখমিষ্টি পুরুতদের পক্ষে — সে পুরুত খৃষ্ট ধর্মেরই হোক বা বৈঠকখানাবাসী, পার্লামেণ্টারী সমাজতন্ত্রীরূপ 'ঐহিক' পুরুত হোক। ইতিহাস যখন সংগ্রাম ও যুদ্ধের মধ্য দিয়ে মানবজাতির মহত্তম সব প্রশ্নের মীমাংসা দাবি করছে তখন সমস্ত আবেগ ও দৃঢ়সংকল্পে সেই লড়াইয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ার বদলে ওই যুক্তিতে বিপ্লব পরিহার করতে পারে কেবল প্রাণহীন 'মাফলার জড়ান লোক'।

মার্কিন জনগণের মধ্যে বিপ্লবী ঐতিহ্য আছে। মার্কিন প্রলেতারিয়েতের সেরা প্রতিনিধিরা তা বরণ করেছেন। আমাদের প্রতি, বলশেভিকদের প্রতি তাঁদের পরিপূর্ণ সহানুভূতি তাঁরা প্রকাশ করেছেন একাধিকবার। এটি

হল ১৮ শতকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহ্য, তারপর ১৯ শতকে গৃহযুদ্ধের ঐতিহ্য। যদি শিল্প ও জাতীয় অর্থনীতির কয়েকটা শাখার শুধুমাত্র 'ধ্বংসই' ধরি, তাহলে কিছু কিছু দিকে ১৮৭০ সালে আমেরিকা ছিল ১৮৬০ সালের চেয়ে **পিছিয়ে**। অথচ **এই** যুক্তিতে ১৮৬৩-১৮৬৫ সালের আমেরিকায় গৃহযুদ্ধের মহত্তম, বিশ্ব-ঐতিহাসিক, প্রগতিশীল ও বিপ্লবী তাৎপর্য অস্বীকার করতে গেলে লোককে কী পুঁথিবাগীশ, কী নির্বোধই না হতে হয়!

বুর্জোয়ার প্রতিনিধিরা বোঝে যে নিগ্রো-দাসত্বের উচ্ছেদ, দাসমালিকদের ক্ষমতা উচ্ছেদের জন্য দেশের পক্ষে বহু বছরের গৃহযুদ্ধ এবং যে-কোনই যুদ্ধেরই আনুষঙ্গিক সেই অতল সর্বনাশ, ধ্বংস ও সন্ত্রাসের মধ্য দিয়ে যাওয়াই সঙ্গত। কিন্তু এখন যখন **মজুরি-দাসত্ব**, পুঁজিবাদী দাসত্ব উচ্ছেদের, বুর্জোয়া ক্ষমতা উচ্ছেদের আরও অপারিসীম বৃহৎ একটা কর্তব্যের প্রশ্ন আসছে — তখন বুর্জোয়ার প্রতিনিধি ও রক্ষকেরা, তথা বুর্জোয়ার দ্বারা ভীতিগ্রস্ত, বিপ্লব এড়িয়ে-যাওয়া সমাজতন্ত্রী-সংস্কারবাদীরা গৃহযুদ্ধের আবশ্যিকতা ও বৈধতা মানতে অক্ষম ও অনিচ্ছুক।

মার্কিন শ্রমিকেরা বুর্জোয়ার পেছনে যাবে না। তারা থাকবে আমাদের সঙ্গে, বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধের পক্ষে। আমার এই বিশ্বাস দৃঢ় হচ্ছে সারা বিশ্বের এবং মার্কিন শ্রমিক আন্দোলনের সমস্ত ইতিহাস থেকে। সেই সঙ্গে মার্কিন প্রলেতারিয়েতের অতি প্রিয় একজন নায়ক ইউজিন ডেব্‌সের কথাও আমার স্মরণ হচ্ছে, ইনি 'যুক্তির আহ্বানে' ('Appeal to Reason') (১৬২) — মনে হয় ১৯১৫ সালের শেষে — 'What shall I fight for' ('কিসের জন্য লড়ব') প্রবন্ধে লিখেছিলেন (১৯১৬ সালের গোড়ায় সুইজারল্যান্ডে বার্নে একটি প্রকাশ্য শ্রমিক সভায় আমি সে প্রবন্ধের উদ্ধৃতি দিয়েছিলাম*), —

— তিনি, ডেব্‌স, বর্তমানের অপরাধী ও প্রতিক্রিয়াশীল যুদ্ধের জন্য ঋণমঞ্জুরের পক্ষে ভোট দেওয়ার বদলে বরং গুলি খেয়ে মরতে রাজী; তিনি, ডেব্‌স, প্রলেতারিয়ানদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শুধু একটি পবিত্র, ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধই মানেন, যথা: পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, মজুরি-দাসত্ব থেকে মানবজাতির মুক্তির যুদ্ধ।

---

* ভ. ই. লেনিন। ১৯১৬ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি বার্নে আন্তর্জাতিক সভায় ভাষণ। — সম্পাঃ

মার্কিন কোটিপতিদের মাথা ও পুঁজিপতি হাঙ্গরদের সেবক উইলসন যে ডেব্‌সকে কারারুদ্ধ করেছেন তাতে আমার অবাক লাগে না। সাচ্চা আন্তর্জাতিকতাবাদীদের বিরুদ্ধে, বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের সাচ্চা প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে পাশবিকতা করুক না বুর্জোয়ারা! তাদের পক্ষ থেকে নৃশংসতা ও পাশবিকতা যত বেশি হবে, ততই ঘনিয়ে আসবে প্রলেতারীয় বিপ্লবের বিজয়দিবস।

আমাদের বিপ্লবে সংঘটিত ধ্বংসের জন্য আমাদের অভিযুক্ত করা হয়... কিন্তু অভিযোক্তারা কারা? বুর্জোয়ার লেজুড়েরা, সেই একই বুর্জোয়া যারা চার বছরের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে প্রায় সমগ্র ইউরোপীয় সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে বর্বরতা, বন্যতা ও বুভুক্ষার স্তরে ইউরোপকে টেনে নামিয়েছে। আর এই বুর্জোয়ারাই এখন আমাদের কাছে এই দাবি করছে যে, আমরা যেন বিপ্লব ঘটাই এই ধ্বংসের ওপর নয়, সংস্কৃতির ধ্বংসস্তূপের মধ্যে নয়, যুদ্ধজনিত ভাঙচুর ও ছারখারের মধ্যে নয়, সেই লোকগুলোকে নিয়ে নয়, যারা বন্য হয়ে উঠেছে যুদ্ধের জন্যই। আহা, কী মানবিক ও ন্যায়পর এই বুর্জোয়া!

বুর্জোয়ার ভৃত্যেরা আমাদের অভিযুক্ত করছে **সন্ত্রাসের** জন্য... ইংরেজ বুর্জোয়ারা ভুলে গেছে তাদের ১৬৪৯, ফরাসীরা ১৭৯৩ সাল। বুর্জোয়ারা যখন **সন্ত্রাস** প্রয়োগ করে নিজ হিতার্থে সামন্তদের বিরুদ্ধে, তখন সেটা ন্যায্য ও বৈধ। **সন্ত্রাস** হয়ে ওঠে পৈশাচিক ও অপরাধ যখন তা বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে প্রয়োগের স্পর্ধা করে শ্রমিক ও গরিব কৃষকেরা! সন্ত্রাস ছিল ন্যায্য ও বৈধ যখন তা প্রযুক্ত হয় এক শোষক সংখ্যাল্পের স্থলে অন্য শোষক সংখ্যাল্পের স্থান করার জন্য। সন্ত্রাস হয়ে দাঁড়ায় পৈশাচিক ও অপরাধ যখন প্রযুক্ত হতে শুরু করে **সমস্ত** শোষক সংখ্যাল্পদের উচ্ছেদের স্বার্থে, সত্যসত্যই বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থে, প্রলেতারিয়েত ও আধা-প্রলেতারিয়েত, শ্রমিক শ্রেণী ও গরিব কৃষকদের স্বার্থে!

আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের বুর্জোয়ারা ১ কোটি লোককে হত্যা করেছে ও ২ কোটিকে পঙ্গু করেছে 'তাদের' যুদ্ধে, ইংরেজ নাকি জার্মান কোন লুটেরা সারা বিশ্বের ওপর আধিপত্য করবে তাই নিয়ে যুদ্ধে।

আমাদের যুদ্ধে, উৎপীড়ক ও শোষকদের বিরুদ্ধে উৎপীড়িত ও শোষিতদের যুদ্ধে যদি সব দেশ নিয়ে ৫ লক্ষ কি ১০ লক্ষের বলিদান প্রয়োজন হয়, তাহলে বুর্জোয়ারা বলবে প্রথম বলিদানটা বৈধ, দ্বিতীয়টা অপরাধ।

প্রলেতারিয়েত বলবে একেবারেই অন্য কথা।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিভীষিকার মধ্যে প্রলেতারিয়েত এখন পুরোপুরি ও পরিষ্কার করে আত্মস্থ করছে সেই মহা সত্যটি যা সমস্ত বিপ্লবই শিখিয়ে এসেছে, সেই সত্য যা শ্রমিকদের দান করে গেছেন তাদের শ্রেষ্ঠ গুরুরা, আধুনিক সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতারা। সেই সত্য হল এই যে, **শোষকদের প্রতিরোধ দমন** না করে সফল বিপ্লব সম্ভব নয়। আমরা শ্রমিক ও মেহনতী কৃষকেরা যখন রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকার করলাম, তখন শোষকদের প্রতিরোধ দমন করাই ছিল আমাদের কর্তব্য। সেটা যে আমরা করেছি ও করছি তাতে আমরা গর্বিত। আমাদের আক্ষেপ এই যে সেটা আমরা করছি যথেষ্ট কঠোর ও দৃঢ়সংকল্পে নয়।

আমরা জানি যে সমস্ত দেশেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিরুদ্ধে বুর্জোয়ার উন্মাদ প্রতিরোধ অনিবার্য এবং সেই প্রতিরোধ এই বিপ্লবের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে **বাড়তে** থাকবে। এই প্রতিরোধ প্রলেতারিয়েত চূর্ণ করবে। প্রতিরোধী বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামের গতিপথে বিজয়ের জন্য, ক্ষমতা লাভের জন্য শেষপর্যন্ত সে পরিপক্কতা লাভ করবে।

আমাদের বিপ্লব যেসব ভুল করছে তেমন প্রতিটি ভুল নিয়েই দুনিয়া ফাটিয়ে চিৎকার করুক আত্মবিক্রীত বুর্জোয়া সংবাদপত্র। নিজেদের ভুলে আমাদের ভয় নেই। বিপ্লব শুরু হয়েছে বলেই যে লোকেরা দেবতা হয়ে উঠেছে তা নয়। মেহনতী যে-শ্রেণীগুলি যুগের পর যুগ নিপীড়িত, পদদলিত ও সবলে নিষ্পিষ্ট হয়েছে দারিদ্র্য, অজ্ঞতা ও বর্বরতার যাঁতাকলে, তারা বিনা ভুলে বিপ্লব করতে পারে না। এবং একদা যা বলেছিলাম, বুর্জোয়া সমাজের শবদেহটা স্রেফ কফিন এঁটে সমাধিস্থ করার মতো নয়। নিহত পুঁজিবাদ গলে পচে খসে খসে পড়ছে আমাদের মধ্যেই, সংক্রামিত করছে বাতাস, বিষাক্ত করছে আমাদের জীবন আর সাবেকী, পচা ও মৃতের হাজার সূত্রে ও সম্পর্কে আঁকড়ে ধরছে নবীন, তাজা, তরুণ ও জীবন্তকে।

বুর্জোয়া ও তার তল্পিবাহকেরা (আমাদের মেনশেভিক ও দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা তাদের মধ্যে পড়ে) বিশ্বজুড়ে আমাদের যে-ভুল নিয়ে চিৎকার করছে তেমন প্রতিটি একশ ভুলের সঙ্গে সঙ্গে ঘটছে ১০,০০০টি করে মহান ও বীরোচিত কীর্তি — সেইসব কীর্তি আরও মহান ও বীরোচিত এই কারণে যে তা সাধারণ, অগোচর, কারখানা এলাকা বা সুদূর গণ্ডগ্রামের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যে লুক্কায়িত, এবং তা করছে

যে-লোকেরা তারা তাদের প্রতিটি সাফল্য নিয়ে দুনিয়া ফাটিয়ে চ্যাঁচাতে অভ্যস্ত নয় (সে সুযোগও নেই তাদের)।

কিন্তু ব্যাপারটা যদি এমন কি, উল্টোই হত — যদিও আমি জানি যে সেরূপ অনুমান বিশ্বাস্য নয় — যদি আমাদের প্রতি ১০০টি সঠিক কাজের সঙ্গে ঘটত ১০,০০০টি ভুল, তাহলেও আমাদের বিপ্লব হত **এবং তা হবে** মহান ও অজেয় **বিশ্ব-ইতিহাসের ক্ষেত্রে,** কেননা এই **প্রথম বার** সংখ্যাল্পরা নয়, শুধুমাত্র ধনীরা নয়, শুধুমাত্র শিক্ষিতেরা নয় — **আসল জনগণ,** মেহনতীদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠেরা **নিজেরাই** নতুন জীবন গড়ে তুলছে, সমাজতান্ত্রিক সংগঠনের কঠিনতম সব প্রশ্নের সমাধান করছে **নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়ে।**

এই কাজের প্রতিটি ভুল, নিজেদের সমগ্র জীবন ঢেলে সাজার জন্য কোটি কোটি সাধারণ শ্রমিক ও কৃষকদের এই নিতান্ত বিবেকনিষ্ঠ ও অকপট কাজের প্রতিটি ভুলই তো শোষক সংখ্যাল্পদের হাজার হাজার 'নির্ভুল' সাফল্যের সমকক্ষ — যে-সাফল্যে মেহনতীদের প্রবঞ্চিত ও প্রতারিতই করা হয়। কেননা, কেবল এই রকম ভুলের **মধ্য দিয়েই** নবজীবন গড়ার **শিক্ষা মিলবে,** শ্রমিক ও কৃষকেরা পুঁজিপতিদের **বাদ দিয়েই** চালিয়ে নেবার শিক্ষা পাবে, কেবল এইভাবেই, হাজার হাজার প্রতিবন্ধক ভেদ করে বিজয়ী সমাজতন্ত্রের পথ করে নেবে তারা।

বিপ্লবী কাজ চালাতে গিয়ে ভুল করছে আমাদের সেই কৃষকেরা যারা এক আঘাতেই, ১৯১৭ সালের ২৫ থেকে ২৬ অক্টোবরের (পুরনো পঞ্জিকা মতে) এক রাত্রিতেই জমিতে সমস্ত ব্যক্তিমালিকানা নাকচ করে ও এখন মাসের পর মাস অপার দুরূহতা জয় করে, নিজেই নিজেদেরকে সংশোধন করে, অর্থনৈতিক জীবনের নতুন পরিস্থিতির বন্দোবস্ত, কুলাকদের সঙ্গে সংগ্রাম, **মেহনতীদের** জন্য (ধনীদের জন্য নয়) জমির ব্যবস্থা, বৃহৎ **কমিউনিস্ট** কৃষিকার্যে উত্তরণের দুরূহতম সমস্যার সমাধান করছে হাতে-কলমে।

বিপ্লবী কাজ চালাতে গিয়ে ভুল করে বসছে আমাদের সেই শ্রমিকেরা, যারা বর্তমানে, কয়েক মাসের মধ্যে প্রায় সমস্ত বৃহত্তম কলকারখানা জাতীয়কৃত করেছে এবং কঠিন দৈনন্দিন পরিশ্রম মারফৎ গোটাগুটি এক-একটা শিল্পশাখা পরিচালনার নতুন ব্যাপারটা শিখে নিচ্ছে, জাতীয়কৃত উদ্যোগগুলোকে সচল করছে আর গতানুগতিকতা, পেটি-বুর্জোয়াপনা ও স্বার্থপরতার বিপুল প্রতিবন্ধক জয় করে নতুন সমাজ-সম্পর্কের, নতুন

শ্রমশৃঙ্খলার, সদস্যদের উপর শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়নগুলির **নতুন** কর্তৃত্বের ভিত্তিপ্রস্তরে ইঁটের পর ইঁট গাঁথছে।

বিপ্লবী কাজ চালাতে গিয়ে ভুল করে বসছে আমাদের সেই সোভিয়েতগুলি, যা ১৯০৫ সালেই গড়ে উঠেছিল জনগণের পরাক্রান্ত জোয়ারে। শ্রমিক ও কৃষকদের সোভিয়েতগুলি — এ হল রাষ্ট্রের নতুন **ধরন**, গণতন্ত্রের নতুন ও উচ্চতম **ধরন**, এ হল প্রলেতারীয় একনায়কত্বের রূপ, বুর্জোয়া **ছাড়াই** ও বুর্জোয়ার **বিরুদ্ধেই** রাষ্ট্র চালাবার পদ্ধতি। গণতন্ত্র এখানে ধনীদের জন্য গণতন্ত্র নয়, সমস্ত বুর্জোয়া, এমন কি সবচেয়ে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রেও গণতন্ত্র যা হয়ে আছে তা নয়, এই সর্বপ্রথম তা জনগণের সেবক, মেহনতীদের সেবক। কোটি কোটি লোককে নিয়ে এই সর্বপ্রথম জনগণই সাধন করছে প্রলেতারিয়ান ও আধা-প্রলেতারিয়ানদের একনায়কত্ব কার্যকর করার কর্তব্য — এমন কর্তব্য যার সমাধান না করলে সমাজতন্ত্রের কথাই **উঠতে পারে না**।

আমাদের প্রতিনিধি সোভিয়েতগুলি নিয়ে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, সরাসরি নির্বাচনের অবিদ্যমানতার কথা তুলে পুঁথিবাগীশেরা অথবা যেসব লোকেরা বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বা পার্লামেণ্টারী কুসংস্কারে আকণ্ঠ নিমগ্ন, তারা নয় বিমূঢ় হয়ে মাথাই নাড়ুক! ১৯১৪-১৯১৮ সালের মহা অভ্যুত্থানের সময়ে এইসব লোক কিছুই ভোলে নি, কিছুই শেখে নি। মেহনতীদের জন্য নতুন গণতন্ত্রের সঙ্গে প্রলেতারীয় একনায়কত্বের সমাবন্ধ — রাজনীতিতে জনগণকে ব্যাপকতম আকারে টেনে আনার সঙ্গে গৃহযুদ্ধের সমাবন্ধ, — এরূপ সমাবন্ধ তৎক্ষণাৎ দেখা দেয় না এবং রুটিনবাঁধা পার্লামেণ্টারী গণতান্ত্রিকতার গতানুগতিক রূপে গড়ে ওঠে না। নতুন দুনিয়ার, সমাজতন্ত্রের দুনিয়ারই উচ্চাবচ আমাদের সামনে জেগে উঠছে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের আকারে। এবং এই দুনিয়া যে তৈরি হয়ে জন্মায় না, জুপিটারের মাথা থেকে মিনার্ভার (১৬৩) মতো এক লহমায় আবির্ভূত হয় না, সেটা আশ্চর্যের কিছু নয়।

সাবেকী বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক সংবিধানে যেক্ষেত্রে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, আনুষ্ঠানিক সমতা ও সভার অধিকারের গুণগান করা হয়েছে, সেখানে আমাদের প্রলেতারীয় ও কৃষক সোভিয়েত সংবিধানে আনুষ্ঠানিক সমতার ভণ্ডামি ঝেঁটিয়ে সাফ করা হয়েছে। বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীরা যখন সিংহাসন উচ্ছেদ করে তখন তারা প্রজাতন্ত্রীদের সঙ্গে রাজতন্ত্রীদের আনুষ্ঠানিক সমতা নিয়ে উদ্বেগ বোধ করে নি। যখন বুর্জোয়াকে উচ্ছেদের প্রশ্ন আসে, তখন বুর্জোয়ার জন্য অধিকারের আনুষ্ঠানিক সমতার চেষ্টা করতে পারে

কেবল বেইমানরা অথবা নির্বোধেরা। ভাল ভাল সমস্ত ভবনই যদি বুর্জোয়াদের দখলে থাকে, তাহলে শ্রমিক ও কৃষকদের কাছে 'সভার স্বাধীনতার' মূল্য মাত্র কানাকড়ি। ধনীদের কাছ থেকে গ্রামে ও শহরে সর্বত্রই সমস্ত ভাল ভাল ভবন **কেড়ে নিয়েছে** আমাদের সোভিয়েতগুলো এবং এই **সমস্ত** ভবনই শ্রমিক ও কৃষকদের হাতে **তুলে দিয়েছে তাদের** ইউনিয়ন ও **তাদের** সভার জন্য। এই হল **আমাদের** সভার স্বাধীনতা — মেহনতীদের জন্য! এই হল আমাদের সোভিয়েত, আমাদের সমাজতান্ত্রিক **সংবিধানের** তাৎপর্য ও সারার্থ!

সেইজন্যই আমরা সবাই এত গভীরভাবে বিশ্বাস করি যে আমাদের সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের ওপর আরও যত দুর্ভাগ্যই নামুক না কেন, **সেই প্রজাতন্ত্র অপরাজেয়।**

তা অপরাজেয়, কারণ উন্মাদ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিটি আঘাত, আন্তর্জাতিক বুর্জোয়ার হাতে আমাদের প্রতিটি পরাজয়ই শ্রমিক ও কৃষকদের নতুন নতুন স্তরকে সংগ্রামে উত্থিত করছে, প্রচণ্ডতম আত্মদানের মূল্যে তাদের শিক্ষিত করে তুলছে, পোক্ত করে তুলছে তাদের, জন্ম দিচ্ছে নতুন গণশৌর্যের।

আমরা জানি যে আপনাদের কাছ থেকে, মার্কিন শ্রমিক কমরেডদের কাছ থেকে সাহায্য, বলতে কি, শীঘ্র আসবে না, কেননা বিভিন্ন দেশে বিপ্লবের বিকাশ চলে বিভিন্ন রূপে ও বিভিন্ন গতিবেগে (তা না হয়ে পারে না)। আমরা জানি যে, ইউরোপীয় প্রলেতারীয় বিপ্লব ইদানীং যত দ্রুত পরিণত হয়েই উঠুক না কেন, সামনের কয়েক সপ্তাহেই তা প্রজ্বলিত হয়ে উঠতে নাও পারে। আন্তর্জাতিক বিপ্লবের অনিবার্যতায় আমরা ভরসা রেখেছি। কিন্তু, তার অর্থ মোটেই এই নয় যে বোকার মতো আমরা **নির্দিষ্ট** একটা স্বল্প মেয়াদের মধ্যেই বিপ্লব অনিবার্য বলে ধরেছি। নিজেদের দেশে ১৯০৫ ও ১৯১৭ সালের দুটি মহাবিপ্লব আমরা দেখেছি ও জানি যে, বিপ্লব ফরমাশ দিয়েও হয় না, বোঝাপড়া করেও হয় না। আমরা জানি যে, ঘটনাচক্র **আমাদের** সমাজতান্ত্রিক প্রলেতারিয়েতের রুশ বাহিনীটিকে সামনে ঠেলে দিয়েছে আমাদের গুণপনার জন্য নয়, রাশিয়ার বিশেষ এক পশ্চাৎপদতার জন্যই। আমরা জানি যে আন্তর্জাতিক বিপ্লবের বিস্ফোরণের আগে অনেকগুলি পৃথক পৃথক বিপ্লবের পরাজয় সম্ভবপর।

তাসত্ত্বেও আমরা দৃঢ় বিশ্বাসেই জানি যে আমরা অপরাজেয়, কেননা সাম্রাজ্যবাদী রক্তস্নানে মানবজাতি ভেঙে পড়বে না, সেই রক্তস্নানকেই তা পরাস্ত করবে। **আমাদের** দেশটাই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের কয়েদী শেকলকে

প্রথম ছিন্ন করেছে। সেই শেকল ভাঙার জন্য আমরা কঠোরতম আত্মবলি সয়েছি। কিন্তু, শেকল আমরা ভেঙেছি। সাম্রাজ্যবাদী পরাধীনতার বাইরে আমরা, সাম্রাজ্যবাদের পূর্ণ উচ্ছেদের জন্য সংগ্রামের ঝাণ্ডা আমরা তুলে ধরেছি সারা দুনিয়ার সামনে।

আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অন্যান্য বাহিনী আমাদের সাহায্যে এসে না পৌঁছন পর্যন্ত আমরা যেন এক অবরুদ্ধ দুর্গের মধ্যে আছি। কিন্তু সেই রকম বাহিনী বর্তমান। আমাদের চেয়ে তারা জনবহুল। সাম্রাজ্যবাদের পাশবিকতা যত দীর্ঘায়ত হচ্ছে ততই পেকে উঠছে তারা, বেড়ে উঠছে, শক্তিশালী হয়ে উঠছে। নিজেদের সমাজবাদী-বেইমানদের সঙ্গে, গমপের্স, হেণ্ডার্সন, রেনোদেল, শাইডেমান, রেন্‌নারদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করছে শ্রমিকেরা। শ্রমিকেরা ধীরে ধীরে, কিন্তু অটলভাবেই এগুচ্ছে কমিউনিস্ট, বলশেভিক রণকৌশলের দিকে, প্রলেতারীয় বিপ্লবের দিকে। একমাত্র সেই বিপ্লবই তো পারে মুমূর্ষু সংস্কৃতি ও মুমূর্ষু মানবজাতিকে বাঁচাতে।

এক কথায়, আমরা অপরাজেয়, কেননা সারা বিশ্বের প্রলেতারীয় বিপ্লবও অপরাজেয়।

ন. লেনিন

২০ অগস্ট, ১৯১৮

৩৭ খণ্ড, ৪৮-৬৪ পৃঃ

প্রলেতারীয় বিপ্লব এবং আদর্শভ্রষ্ট কাউট্স্কি

রচনা থেকে

কাউট্স্কি কীভাবে মার্কসকে মামুলি উদারনীতিকে পরিণত করলেন

কাউট্স্কি তাঁর পুস্তিকাটিতে প্রলেতারীয় বিপ্লবের একেবারে মর্মবস্তু সংক্রান্ত মৌলিক প্রশ্ন, প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব নিয়েই আলোচনা করেছেন। প্রশ্নটা সর্বোচ্চ গুরুত্বসম্পন্ন সমস্ত দেশেরই পক্ষে, বিশেষত অগ্রসর দেশগুলির পক্ষে, বিশেষত যুধ্যমান দেশগুলির পক্ষে, বিশেষত এই বর্তমান সময়ে। অতিরঞ্জনের ভয় ছাড়াই বলা যায় যে সমগ্র প্রলেতারীয় শ্রেণী-সংগ্রামের মূল প্রশ্ন এটাই। কাজেই এদিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক।

প্রশ্নটাকে কাউট্স্কি নির্দিষ্ট আকারে তুলে ধরেছেন এইভাবে: 'সমাজতান্ত্রিক মতধারা দুটোর মধ্যে' (অর্থাৎ বলশেভিক আর অ-বলশেভিক) 'বৈসাদৃশ্যটা' হল **'একনায়কত্বমূলক** আর **গণতান্ত্রিক** এই দুটো আমূল পৃথক প্রণালীর মধ্যকার বৈসাদৃশ্য' (৩ পৃঃ)।

প্রসঙ্গত বলে রাখা যাক, রাশিয়ায় অ-বলশেভিকদের, অর্থাৎ মেনশেভিক আর সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের সমাজতন্ত্রী বলে অভিহিত করতে গিয়ে কাউট্স্কি চালিত হয়েছেন তাদের **নাম** অনুসারে, অর্থাৎ একটা শব্দ দিয়ে, কিন্তু প্রলেতারিয়েত আর বুর্জোয়াদের মধ্যে সংগ্রামের ক্ষেত্রে তাদের **যথার্থ অবস্থান** অনুসারে নয়। মার্কসবাদের কী অপূর্ব উপলব্ধি আর প্রয়োগ! তবে এই সম্বন্ধে আরও বলব পরে।

এখন আমাদের বিবেচ্য প্রধান বিষয়টি হল: 'গণতান্ত্রিক আর একনায়কত্বমূলক প্রণালীর' মধ্যে 'মৌলিক বৈসাদৃশ্য' সম্বন্ধে কাউট্স্কির বিরাট আবিষ্কার। বিষয়টির জটিলতা এখানেই; কাউট্স্কির পুস্তিকার সারমর্ম এটাই। সেটা এমন ভয়ঙ্কর তত্ত্বগত জগাখিচুড়ি, মার্কসবাদ তাতে জলাঞ্জলি দেওয়া হয়েছে এমনই পুরোপুরি, যাতে কাউট্স্কি বার্নস্টাইনকে অনেকটা ছাড়িয়ে গেছেন, তা কবুল করতেই হয়।

প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের **প্রশ্নটা হল** প্রলেতারীয় রাষ্ট্র আর বুর্জোয়া রাষ্ট্রের মধ্যে সম্বন্ধের প্রশ্ন, প্রলেতারীয় গণতন্ত্র আর বুর্জোয়া গণতন্ত্রের মধ্যে সম্বন্ধের প্রশ্ন। এটা তো মনে হয় একেবারেই সরল। কিন্তু ইতিহাসের একই সাবেকী পাঠ্যপুস্তক থেকে কথা আউড়ে আউড়ে ধুলোর মতো শুকিয়ে-যাওয়া ইস্কুল-মাস্টারের মতো কাউট্স্কি নাছোড়বান্দা হয়ে বিশ শতকের দিকে পিঠ ফিরিয়ে আর আঠার শতকের দিকে মুখ ঘুরিয়ে এই এক-শ' বারের মতো কতকগুলো অনুচ্ছেদে অসম্ভব রকম ক্লান্তিকর ধরনে জাবর কেটেই চলেছেন বুর্জোয়া গণতন্ত্র এবং স্বৈরাচার আর মধ্যযুগীয় আচারের মধ্যে সম্বন্ধ নিয়ে!

শোনায় ঠিক যেন তিনি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে নেকড়া চিবোচ্ছেন!

কিন্তু তার মানে হল, কোন্টা কী তা বুঝতে তিনি একেবারেই অপারক। এমনসব লোক যেন রয়েছে যারা 'গণতন্ত্রের প্রতি অবজ্ঞা' (১১ পৃঃ) প্রচার করে, ইত্যাদি দেখাতে কাউট্স্কির চেষ্টায় না হেসে পারা যায় না। বিচার্য বিষয়টাকে ঝাপসা করে এবং তালগোল পাকিয়ে দিতে কাউট্স্কি অমনধারা অর্থহীন কথাবার্তাই ব্যবহার করেছেন, কেননা **বুর্জোয়া** গণতন্ত্র সম্বন্ধে নয় সাধারণভাবে গণতন্ত্র সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি কথা বলেছেন উদারনীতিকদের মতো; এই যথাযথ, শ্রেণীগত অভিধার প্রয়োগ পর্যন্ত তিনি এড়িয়ে গেছেন, আর সেটার বদলে বলতে চেয়েছেন 'প্রাক্-সমাজতান্ত্রিক' গণতন্ত্রের কথা। এই বাচালটি তাঁর পুস্তিকাখানার প্রায় তৃতীয়াংশ, তেষট্টি পৃষ্ঠার মধ্যে কুড়ি পৃষ্ঠা জুড়ে লিখেছেন ওইসব বাজে কথা, যা বুর্জোয়াদের পক্ষেই বড়ই প্রীতিকর, কেননা সেটা বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে ঝকমকে করে দেখাবারই শামিল, প্রলেতারীয় বিপ্লবের প্রশ্নটাকে তাতে ঝাপসা করে দেওয়া হয়।

কিন্তু যা-ই হোক, কাউট্স্কির পুস্তিকার নামটা তো 'প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব'। প্রত্যেকে জানে এটাই মার্কসের মতবাদের একেবারে **সারমর্ম**; তাই বিস্তর অপ্রাসঙ্গিক অর্থহীন কথা বলার পরে কাউট্স্কি প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব সম্বন্ধে মার্কসের কথাগুলি উল্লেখ করতে **বাধ্য হন**।

কিন্তু এই 'মার্কসবাদীটি' **যেভাবে** তা করেন সেটা স্রেফ হাস্যকর! শুনুন কথাটা:

'এই অভিমতটার' (যেটাকে কাউট্স্কি নাম দিয়েছেন 'গণতন্ত্রের প্রতি অবজ্ঞা') 'অবলম্বন হল কার্ল মার্কসের একটিমাত্র কথা।' হুবহু তাই-ই কাউট্স্কি বলেছেন ২০ পৃষ্ঠায়। আর ৬০ পৃষ্ঠায় সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি

করা হয়েছে, সেটা এমন কি এই আকারে — 'প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব সম্বন্ধে ১৮৭৫ সালে একখানা চিঠিতে মার্কসের একবার মাত্র ব্যবহৃত ছোট্ট কথাটাকে' (হুবহু তাই-ই তিনি বলেছেন — des Wörtchens!!) 'সুবিধামতো জিইয়ে তুলেছে' তারা (বলশেভিকরা)।

মার্কসের 'ছোট্ট কথাটা' এই:

'পুঁজিতান্ত্রিক আর কমিউনিস্ট সমাজের মাঝামাঝি বিদ্যমান থাকে একটা থেকে অন্যটায় বৈপ্লবিক রূপান্তরের কালপর্যায়। এটার সঙ্গে মানানসই একটা রাজনৈতিক উত্তরণের কালপর্যায়ও থাকে, যেখানে রাষ্ট্র প্রলেতারিয়েতের বৈপ্লবিক একনায়কত্ব ছাড়া কিছু হতে পারে না'।*

সর্বপ্রথম, মার্কসের গোটা বৈপ্লবিক মতবাদটি যাতে সংক্ষেপে বিবৃত তাঁর সেই ধ্রুপদী যুক্তিকে তাঁর 'একটিমাত্র কথা', এমন কি 'ছোট্ট কথা' আখ্যা দেওয়াটা মার্কসবাদের অবমাননা, সর্বত মার্কসবাদ বর্জন। এটা ভোলা চলে না যে, মার্কস তো কাউট্‌স্কির প্রায় মুখস্থ, আর তিনি যা-কিছু লিখেছেন সেগুলি থেকে দেখা যায়, তাঁর ডেস্কে কিংবা মাথার মধ্যে এমন কতকগুলো পায়রা-খোপ রয়েছে যেখানে মার্কসের সর্বকালের লেখা সবকিছু অতি সযত্নে সাজিয়ে রাখা হয়েছে যাতে হাতের কাছে তৈরি থাকে উদ্ধৃতি দেবার জন্য। **কাউট্‌স্কি না জানতে পারেন না** যে, প্যারিস কমিউনের আগে এবং বিশেষত তার পরে মার্কস এবং এঙ্গেলস দু'জনেই বিভিন্ন প্রকাশিত রচনা ছাড়া চিঠিপত্রেও প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব সম্বন্ধে বলেছেন **একাধিক বার!** কাউট্‌স্কি না জানতে পারেন না যে, 'প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব' অভিধায় শুধু ইতিহাসের নজিরে আরও নির্দিষ্ট এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আরও যথাযথ আকারে তুলে ধরা হয়েছে বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রটাকে 'চূর্ণবিচূর্ণ করার' জন্য প্রলেতারিয়েতের কাজটাকে; ১৮৪৮ সালের এবং আরও বেশি পরিমাণে ১৮৭১ সালের বিপ্লবের অভিজ্ঞতা সংক্ষেপে তুলে ধরতে গিয়ে মার্কস এবং এঙ্গেলস দু'জনেই এই বিষয়ে বলেছেন ১৮৫২ থেকে ১৮৯১ সালের মধ্যে **চল্লিশ বছর ধরে।**

ওই বুজরুক মার্কসবাদী কাউট্‌স্কির হাতে মার্কসবাদের এই বিকট বিকৃতির ব্যাখ্যা করা যায় কেমন করে? ব্যাপারটার দর্শনগত মূলগুলির দিক থেকে দেখলে এটা হল দ্বান্দ্বিকতার বদলে পল্লবগ্রাহিতা আর কুতর্ক আমদানি করারই শামিল। এমনধারা প্রতিস্থাপনে কাউট্‌স্কি সিদ্ধহস্ত।

---

* ক. মার্কস। 'গোথা কর্মসূচির সমালোচনা', ৪ পরিচ্ছেদ। — সম্পাঃ

ব্যবহারিক রাজনীতির দিক থেকে দেখলে এটা সুবিধাবাদীদের কাছে, অর্থাৎ শেষপর্যন্ত বুর্জোয়াদের কাছে বশ্যতারই শামিল। যুদ্ধ বাধার পর থেকে কাউট্‌স্কি বাক্যে মার্কসবাদী এবং কর্মে বুর্জোয়াদের খিদমতগার হবার এই বিদ্যায় ক্রমাগত অধিকতর দ্রুত উন্নতি করে শেষে এতে মহাপারদর্শী হয়ে উঠেছেন।

যে-লক্ষণীয় কায়দায় কাউট্‌স্কি প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব সম্বন্ধে মার্কসের 'ছোট্ট কথাটার' 'ব্যাখ্যা দিয়েছেন' সেটাকে বিচার-বিশ্লেষণ করতে গেলে প্রত্যয়টি দৃঢ়তর হয়। শুনুন এই কথাগুলি:

'দুঃখের কথা, এই একনায়কত্বকে মার্কস কিভাবে দেখেন সেটার আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা তিনি উপেক্ষা করেছেন...' (এটা হল আদর্শভ্রষ্টের ডাহা মিথ্যাবুলি, কেননা বাস্তবিকই কতকগুলি বিস্তারিত ইঙ্গিত আমাদের দিয়েছেন মার্কস এবং এঙ্গেলস, সেগুলিকে ভেবেচিন্তে ইচ্ছাকৃতভাবে তুচ্ছ করেছেন বুজরুক মার্কসবাদী কাউট্‌স্কি।) '...একনায়কত্ব শব্দটার আক্ষরিক অর্থ হল গণতন্ত্রের লুপ্তি। তবে অবশ্যি আক্ষরিকভাবে ধরলে, শব্দটার আরেকটা অর্থ হল এক-ব্যক্তির একচ্ছত্র শাসন, যাতে কোন আইন-কানুনের বাধা নেই। — স্বেচ্ছাচার, সেটা স্বৈরতন্ত্র থেকে পৃথক শুধু এই পরিমাণে যে, স্থায়ী রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠানের উদ্দিষ্ট হিসেবে নয়, অস্থায়ী জরুরী ব্যবস্থা হিসেবে।

''প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব' যেহেতু একটিমাত্র ব্যক্তির নয়, একটি শ্রেণীর একনায়কত্ব, তাই ঠিক সেজন্যই মার্কস এই প্রসঙ্গে কথাটাকে আক্ষরিক অর্থে ভেবে থাকতে পারেন এমন সম্ভাবনা থাকে না।

'এখানে তিনি **শাসনের ধরনের** কথা বলছেন না, বলছেন একটা **অবস্থার** কথা, যেখানেই প্রলেতারিয়েত রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করে সেখানে সেই পরিবেশ দেখা দেয়। সেটা অবশ্যম্ভাবী। এক্ষেত্রে মার্কস শাসনের ধরনের কথা যে ভাবেন নি এই তথ্যেই প্রমাণিত: তাঁর মত ছিল ইংলন্ডে আর আমেরিকায় উত্তরণটা ঘটতে পারত শান্তিপূর্ণভাবে, অর্থাৎ গণতান্ত্রিক উপায়ে' (২০ পৃঃ)।

'তত্ত্ববিদ' কাউট্‌স্কির প্রযুক্ত প্রণালীগুলোকে পাঠক যাতে স্পষ্ট দেখতে পান সেজন্য ভেবেচিন্তেই এই যুক্তিটি পুরোপুরি উদ্ধৃত করা হল।

প্রশ্নটাকে কাউট্‌স্কি এমনভাবে ধরতে চেয়েছেন যাতে শুরু করতে হয় একনায়কত্ব **'শব্দটার'** সংজ্ঞার্থ দিয়ে।

উত্তম। যার যেমন খুশি সেইভাবে কোন প্রশ্ন মোকাবিলার পবিত্র অধিকার আছে প্রত্যেকের। তবে মোকাবিলার অসৎ ধরন থেকে আন্তরিক আর সৎ ধরনটাকে পৃথক করা চাই। প্রশ্নটাকে কেউ গুরুত্ব সহকারে এইভাবে মোকাবিলা করতে চাইলে 'শব্দটার' তার নিজ সংজ্ঞা দেওয়াই বিধেয়।

তাহলেই প্রশ্নটা তোলা হয় ন্যায্য আর মানানসই ভাবে। কাউট্‌স্কি কিন্তু তা করেন না। তিনি লিখেছেন, 'একনায়কত্ব শব্দটার আক্ষরিক অর্থ হল গণতন্ত্রের লুপ্তি।'

প্রথমত, এটা কোন সংজ্ঞার্থ নয়। কাউট্‌স্কি যদি একনায়কত্ব সংক্রান্ত ধারণাটার সংজ্ঞার্থ দেওয়া এড়িয়ে যেতে চেয়ে থাকেন, তাহলে প্রশ্নটাকে তিনি এই বিশেষ কায়দায় তুলে ধরতে চাইলেন কেন?

দ্বিতীয়ত, স্পষ্টতই এটা ভুল। সাধারণভাবে 'গণতন্ত্র' সম্বন্ধে বলাটা কোন উদারনীতিকের পক্ষে স্বভাবসিদ্ধ ব্যাপার বটে। কিন্তু কোন মার্কসবাদী জিজ্ঞাসা করতে ভুলবে না: 'কোন শ্রেণীর জন্য?' যেমন, প্রত্যেকে জানে ('ইতিহাসবেত্তা' কাউট্‌স্কিও জানেন), প্রাচীনকালে দাসদের মধ্যে বিভিন্ন বিদ্রোহ থেকে, এমন কি প্রবল বিক্ষোভ থেকেও সঙ্গে সঙ্গে এটা প্রকাশ পেয়েছিল যে, প্রাচীন রাষ্ট্র ছিল মূলত **দাসমালিকদের একনায়কত্ব**। এই একনায়কত্ব কি দাসমালিকদের **মধ্যে** এবং তাদের **জন্য** গণতন্ত্র লোপ করেছিল কি? প্রত্যেকেই জানে সেটা তা করে নি।

'মার্কসবাদী' কাউট্‌স্কি এই বিকট অদ্ভুত আর অসত্য উক্তিটা করেছেন, তার কারণ তিনি **'ভুলে গিয়েছিলেন'** শ্রেণী-সংগ্রাম...

কাউট্‌স্কির উদারনৈতিক আর ভুয়ো বক্তব্যটাকে মার্কসবাদানুগ এবং সত্য বক্তব্যে রূপান্তরিত করতে হলে বলতে হবে: একনায়কত্ব বলতে অবশ্যই যে-শ্রেণী অন্যান্য শ্রেণীগুলির উপর একনায়কত্ব খাটায় সেটার গণতন্ত্রের লুপ্তি বোঝায় না। তবে যে-শ্রেণীর উপর কিংবা বিরুদ্ধে একনায়কত্ব খাটান হয় সেটার বেলায় গণতন্ত্রের লুপ্তি (কিংবা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সংকোচন, সেটাও একরকমের লুপ্তি) বোঝায় বটে।

তবে উক্তিটা যতই যথার্থ হোক, একনায়কত্বের সংজ্ঞার্থ এতে পাওয়া যায় না।

কাউট্‌স্কির পরবর্তী বাক্যটাকে বিচার-বিশ্লেষণ করা যাক:

'...তবে অবশ্যি আক্ষরিকভাবে ধরলে, শব্দটার আরেকটা অর্থ হল এক-ব্যক্তির একচ্ছত্র শাসন, যাতে কোন আইন-কানুনের বাধা নেই...'

অন্ধ কুকুরছানার মতো এলোপাতাড়ি একবার এদিক, আরেকবার ওদিক শুঁকতে শুঁকতে কাউট্‌স্কি আপতিক **একটা** যথার্থ ধারণায় গিয়ে হোঁচট খেয়েছেন (যেমন, একনায়কত্ব হল কোন আইনকানুনের বাধাহীন শাসন), তবু একনায়কত্বের সংজ্ঞার্থ **দিতে** তিনি **অপারক হয়েছেন**। অধিকন্তু তিনি

স্পষ্টতই এক স্পষ্ট ঐতিহাসিক মিথ্যা বলেছেন, যেন একনায়কত্ব বলতে বোঝায় এক-ব্যক্তির শাসন। এমন কি ব্যাকরণের বিচারেও এটা বেঠিক, কেননা মুষ্টিমেয় ব্যক্তি, কিংবা কোন ঘোঁট, কিংবা কোন শ্রেণী, ইত্যাদিও একনায়কত্ব খাটাতে পারে।

তারপর কাউট্স্কি দেখিয়েছেন একনায়কত্ব আর স্বৈরতন্ত্রের মধ্যকার পার্থক্য। কিন্তু, তাঁর কথা স্পষ্টতই বেঠিক হলেও সেটা নিয়ে আমরা বিশেষ কিছু বলব না। কেননা যে-প্রশ্নে আমাদের আগ্রহ সেক্ষেত্রে সেটা একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক। বিশ শতক থেকে আঠার শতকে এবং আঠার শতক থেকে সুদূর প্রাচীনকালের দিকে মোড় ঘোরাতে কাউট্স্কির ঝোঁকের কথা প্রত্যেকেই জানে। তাই আমরা আশা রাখি, জার্মান প্রলেতারিয়েত একনায়কত্ব কায়েম করার পর তাঁর এই ঝোঁকটার কথা মনে রেখে তাঁকে যেন কোন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রাচীন ইতিহাসের শিক্ষক নিয়োগ করে। স্বৈরতন্ত্র নিয়ে দার্শনিকতার আড়ালে প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের সংজ্ঞার্থ এড়িয়ে যাবার চেষ্টা আসলে ডাহা মূর্খতা কিংবা খুবই আনাড়িসুলভ চাতুরি।

তার ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, একনায়কত্ব নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়ে কাউট্স্কি বকবক করে একগাদা নির্জলা মিথ্যা কথা বলেছেন, কিন্তু কোন সংজ্ঞার্থ দেন নি! অথচ নিজ মননক্ষমতার উপর নির্ভর না করে তিনি স্মরণশক্তি কাজে লাগিয়ে মার্কস যেসব জায়গায় একনায়কত্বের কথা বলেছেন সেগুলিকে টেনে বের করতে পারতেন সেই 'পায়রা-খোপগুলো' থেকে। সেটা করলে তিনি নিশ্চয়ই নিম্নলিখিতরূপ কিংবা মূলত অনুরূপ সংজ্ঞার্থ স্থির করতে পারতেন:

সরাসরি বলভিত্তিক এবং কোন আইন-কানুনের বাধাহীন শাসন হল একনায়কত্ব।

প্রলেতারিয়েতের বৈপ্লবিক একনায়কত্ব হল বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের বলপ্রয়োগে অর্জিত এবং অব্যাহত রাখা শাসন, যাতে কোন আইন-কানুনের বাধা থাকে না।

এই সরল সত্য যা প্রত্যেকটি শ্রেণীসচেতন শ্রমিকের (যে জনগণের প্রতিনিধি, প্রতিনিধি নয় পুঁজিপতিদের উৎকোচে বশীভূত পাজি পেটি-বুর্জোয়াদের উপর-স্তরটির, যেমনটা সমস্ত দেশের সমাজবাদী-সাম্রাজ্যবাদীরা) কাছে সম্পূর্ণ স্পষ্ট, এই সত্যটা, যা তার মুক্তির জন্য সংগ্রামরত শোষিত শ্রেণীগুলির প্রত্যেকটি প্রতিনিধির কাছে স্পষ্ট, প্রত্যেকটি মার্কসবাদীর কাছে তর্কাতীত, এই সত্যটাকে 'জোর করে টেনে বের করতে' হচ্ছে

মহাবিদ্বান মিঃ কাউট্স্কির কাছ থেকে! কীভাবে এটা ব্যাখ্যেয়? দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের (১৬৪) নেতারা যে হয়ে পড়েছে বুর্জোয়াদের খিদমতগার ঘৃণ্য হীন স্তাবক, এরা যে বশ্যতার মনোবৃত্তিতে ভরপুর, স্রেফ এভাবেই বিষয়টি বোধগম্য।

আক্ষরিক অর্থে একনায়কত্ব শব্দ বোঝায় একটিমাত্র ব্যক্তির একনায়কত্ব, এই স্পষ্ট বাজে কথাটা বলে দিয়ে কাউট্স্কি প্রথমে একটা হাতসাফাই করে ফেললেন, আর তার পর — এই হাতসাফাইয়ের ভিত্তিতে! — তিনি বলে দিলেন যে, 'কাজেই' কোন শ্রেণীর **একনায়কত্ব** সম্বন্ধে মার্কসের কথাগুলি আক্ষরিক অর্থে উদ্দিষ্ট **নয়** (সেটা যে-অর্থে উদ্দিষ্ট তাতে একনায়কত্ব বলতে বৈপ্লবিক বলপ্রয়োগ বোঝায় না, বোঝায় বুর্জোয়া — লক্ষ্য করুন — 'গণতন্ত্রের' অবস্থায় 'শান্তিপূর্ণ উপায়ে' সংখ্যাগরিষ্ঠতালাভ)।

কোন একটা 'অবস্থা' এবং কোন 'শাসনের ধরনের' মধ্যে পার্থক্য করা চাই — যদি ইচ্ছে হয়। আশ্চর্য প্রগাঢ় পার্থক্য বটে; এ যেন যে-লোক বোকার মতো যুক্তি দেখায় তার বোকামির 'অবস্থা' এবং তার বোকামির 'ধরনের' মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয়।

একনায়কত্বকে 'আধিপত্যের একটা অবস্থা' (হুবহু এই কথাটাই তিনি প্রয়োগ করেছেন একেবারে পরের পৃষ্ঠায়ই, ২১ পৃঃ) বলে ব্যাখ্যা দেবার **প্রয়োজন বোধ করেছেন** কাউট্স্কি, কেননা সেক্ষেত্রে **বৈপ্লবিক সহিংসতা এবং সহিংস বিপ্লব মিলিয়ে যায়।** 'আধিপত্যের অবস্থা' হল এমন অবস্থা, যাতে যে-কোন সংখ্যাগুরুই পড়ে যায়... 'গণতন্ত্রের' আওতায়! সুখের কথা, এমন জুয়াচুরির কল্যাণে **বিপ্লব মিলিয়ে যায়!**

জুয়াচুরিটা কিন্তু অত্যন্ত কাঁচা। সেটা কাউট্স্কিকে পার পাইয়ে দিতে পারে না। একনায়কত্ব বলতে ধরে নিতে হয়, তাতে বোঝায় — যা আদর্শ-ভ্রষ্টদের পক্ষে বড়ই অপ্রীতিকর — এক শ্রেণীর বিরুদ্ধে অন্য শ্রেণীর **বৈপ্লবিক বলপ্রয়োগের অবস্থা।** এই তথ্যটাকে কেউ লুকিয়ে রাখতে পারে না। কোন একটা 'অবস্থা' এবং 'শাসনের ধরনের' মধ্যে পার্থক্য করাটা উদ্ভট। এই প্রসঙ্গে শাসনের বিভিন্ন ধরনের কথা বলাটা তিনগুণ মূর্খতা, কেননা রাজতন্ত্র আর প্রজাতন্ত্র যে দুটো ভিন্ন ধরনের শাসন তা জানে ইস্কুলের প্রত্যেকটি পড়ুয়া। মিঃ কাউট্স্কিকে বুঝিয়ে বলা দরকার যে, পুঁজিতন্ত্রের আমলে সমস্ত উত্তরণকালীন 'শাসনের ধরনের' মতো শাসনের ওই **উভয়** ধরনই **বুর্জোয়া রাষ্ট্রের,** অর্থাৎ **বুর্জোয়া একনায়কত্বের** বিভিন্ন রকমফের মাত্র।

পরিশেষে, শাসনের বিভিন্ন ধরনের কথা বলাটা শুধু মূর্খের মতোই নয়, অধিকন্তু অত্যন্ত স্থূলভাবে মার্কসকে মিথ্যাকরণ — এক্ষেত্রে যিনি বলেছেন **রাষ্ট্রের** অমুক কিংবা অমুক আকারের বা ধরনের কথা, **শাসনের** বিভিন্ন ধরনের কথা নয়।

বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে বলপূর্বক বিনষ্ট করে সেখানে নতুন রাষ্ট্রযন্ত্র স্থাপন করা ছাড়া প্রলেতারীয় বিপ্লব অসম্ভব — এঙ্গেলসের কথায় এই নতুন রাষ্ট্রযন্ত্র তো 'রাষ্ট্র শব্দটার যথাযথ অর্থে আর রাষ্ট্র নয়'*।

কিন্তু আদর্শভ্রষ্টতার অবস্থানের দরুন কাউট্স্কিকে এই সবকিছুকে ঝাপসা এবং মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে হয়।

দেখুন, তাঁর প্রযুক্ত এড়াবার ফিকিরগুলো কত বাজে।

প্রথম ফিকির। '...এক্ষেত্রে মার্কস যে শাসনের ধরনের কথা ভাবেন নি তা এই তথ্যেই প্রমাণিত: তাঁর মত ছিল ইংলণ্ডে আর আমেরিকায় রদবদলটা ঘটতে পারত শান্তিপূর্ণভাবে, অর্থাৎ গণতান্ত্রিক উপায়ে...'

এর সঙ্গে **শাসনের ধরনের** একেবারে কোন সংস্রবই নেই, কেননা কোন কোন রাজতন্ত্র রয়েছে, যা বুর্জোয়া **রাষ্ট্রের** নমুনাসই নয়, দৃষ্টান্তস্বরূপ, যাতে কোন সামরিক ঘোঁট নেই, আর এমনসব প্রজাতন্ত্রও রয়েছে যেগুলো এদিক থেকে খুবই নমুনাসই, দৃষ্টান্তস্বরূপ, যাতে আছে সামরিক ঘোঁট আর আমলাতন্ত্র। এটা সর্বজনবিদিত ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক তথ্য, তার মিথ্যাকরণে কাউট্স্কি অপারক।

ঐকান্তিক এবং আন্তরিক ধারায় বিবেচনা করতে চাইলে কাউট্স্কি নিজেকে জিজ্ঞাসা করতেন: বিপ্লব সংক্রান্ত এমন কোন কোন ঐতিহাসিক নিয়ম আছে কি যাতে কোন ব্যতিক্রম থাকে না? তাতে উত্তরটা হত: না, এমন কোন নিয়ম নেই। এমন নিয়ম খাটে শুধু যা নমুনাসই তাতে, মার্কস একবার যাকে বলেছিলেন 'আদর্শস্বরূপ' তাতে, সেটা বলতে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন মাঝারি ধরনের, সাধারণ-স্বাভাবিক, নমুনাসই পুঁজিতন্ত্র।

তারপর। অষ্টম দশকে এমন কিছু ছিল কি যার দরুন **এখন আমরা যা নিয়ে আলোচনা করছি** সে বিষয়ে ইংলণ্ড আর আমেরিকা ব্যতিক্রম হয়ে দাঁড়িয়েছিল? এই প্রশ্নটা যে তোলা চাই সেটা ইতিহাসের সমস্যাবলী

* ফ. এঙ্গেলস। ১৮৭৫ সালের ১৮-২৫ মার্চে আ. বেবেলের কাছে লেখা চিঠি। — সম্পাঃ

সংক্রান্ত বিজ্ঞানের চাহিদার সঙ্গে আদৌ ওয়াকিবহাল যে-কোন ব্যক্তির কাছেই সহজলক্ষ্য হবে। এই প্রশ্ন না তোলাটা বিজ্ঞান মিথ্যাকরণের শামিল, কুতর্কে প্রবৃত্ত হবার শামিল। প্রশ্নটা তোলা হয়ে গেলে উত্তর সম্বন্ধে কোন সংশয় থাকতে পারে না: প্রলেতারিয়েতের বৈপ্লবিক একনায়কত্ব হল বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে **সহিংসতা; মার্কস** এবং **এঙ্গেলস** বারবার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে দেখিয়েছেন (বিশেষত 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ' এবং সেটার ভূমিকায়) **সমরবাদ আর আমলাতন্ত্রের** অস্তিত্বের দরুন এমন সহিংসতার অপরিহার্যতা দেখা দেয় **বিশেষভাবে।** কিন্তু ঠিক এইসব প্রতিষ্ঠানাদি ইংলণ্ডে আর আমেরিকায় **অবর্তমান ছিল** উনিশ **শতকের** অষ্টম দশকে, **যখন মার্কস** মন্তব্যটা করেছিলেন (এখন ইংলণ্ডে আর আমেরিকায় **সেগুলো রয়েছে বটে**)!

স্বমতত্যাগের আড়াল হিসেবে কাউটস্কিকে একেবারে প্রতিপদেই ছলাকলার শরণ নিতে হয়েছে!

আর লক্ষ্য করুন, 'শান্তিপূর্ণভাবে, **অর্থাৎ গণতান্ত্রিক উপায়ে'** কথাটা লেখার মধ্যে তিনি কেমন অনিচ্ছাকৃতভাবে প্রকাশ করে ফেলেছেন নিজ কুমতলবটা!!

একনায়কত্বের সংজ্ঞার্থ দিতে গিয়ে কাউটস্কি এই ধারণার মূল উপাদানটাকে পাঠকের কাছ থেকে গোপন করার জন্য যথাশক্তি করেছেন — উপাদানটা হল বৈপ্লবিক **সহিংসতা।** কিন্তু সত্যটা এখন বেরিয়ে পড়েছে: এটা হল **শান্তিপূর্ণ বিপ্লব** আর **সহিংস বিপ্লবের** মধ্যকার বৈসাদৃশ্য সংক্রান্ত প্রশ্ন।

বিষয়টার জটিলতা সেখানেই। শুধু **সহিংস** বিপ্লব থেকে **রেহাই পাবার** জন্য, আর নিজের ওই বিপ্লব-বর্জন গোপন করার জন্য, পালিয়ে **উদারনৈতিক** শ্রমিক নীতির পক্ষে, অর্থাৎ বুর্জোয়াদের পক্ষে নিজের চলে যাওয়াটা গোপন করার জন্য কাউটস্কিকে এই সমস্ত এড়াবার ফন্দিফিকির, কুতর্ক আর জালিয়াতির শরণ নিতে হয়েছে। বিষয়টার জটিলতা সেখানেই।

প্রাক্-একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্র প্রকৃতপক্ষে তার সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁছেছিল উনিশ শতকের অষ্টম দশকে, সেটার মূল **অর্থনৈতিক** প্রলক্ষণগুলোর সবচেয়ে নমুনাসই প্রকাশ ঘটেছিল ইংলণ্ডে আর আমেরিকায়, এইসব অর্থনৈতিক প্রলক্ষণের কারণে প্রাক্-একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্রের বিশেষত্ব হয়ে উঠেছিল শান্তি আর মুক্তির প্রতি — তুলনা করে ধরলে — সর্বোচ্চ মাত্রার অনুরাগ, এই মূল তথ্যটা 'ভুলে যান' কাউটস্কি — ইতিহাসের এমনই

নির্লজ্জ মিথ্যাকরণ চালিয়েছেন 'ইতিহাসবেত্তা' কাউট্স্কি। পক্ষান্তরে, সবে বিশ শতকে সম্পূর্ণ পরিণত সাম্রাজ্যবাদের, অর্থাৎ একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্রের মূল **অর্থনৈতিক** প্রলক্ষণগুলির কারণে সেটার বিশেষত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে শান্তি আর মুক্তির প্রতি সামান্যতম অনুরাগ এবং সমরবাদের সর্বব্যাপী প্রসার। শান্তিপূর্ণ কিংবা সহিংস বিপ্লব কতখানি নমুনাসই কিংবা সম্ভাবনীয় তা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে এটা 'লক্ষ্য করতে না পারাটা' বুর্জোয়াদের অতি মামুলি খিদমতগারের স্তরে নেমে যাবারই ব্যাপার।

এড়াবার দ্বিতীয় ফিকির। প্যারিস কমিউন ছিল প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব, কিন্তু সেটা নির্বাচিত হয়েছিল **সর্বজনীন** ভোটে, অর্থাৎ বুর্জোয়াদের ভোটাধিকার কেড়ে না নিয়ে, অর্থাৎ **'গণতান্ত্রিক উপায়ে'**। তাতে কাউট্স্কির সোল্লাস উক্তি: '...মার্কসের পক্ষে' (বা: মার্কস অনুসারে) 'প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব হল একটা অবস্থা, যা বিশুদ্ধ গণতন্ত্র থেকে অবশ্যই আসত যদি প্রলেতারিয়েত হত সংখ্যাগুরু' (bei überwiegendem Proletariat, S. 21)।

কাউট্স্কির এই তর্কটা এমনই মজাদার যে বাস্তবিকই হয়ে দাঁড়ায় রীতিমতো একটা embarras de richesses (এতে যা আপত্তি তোলা যায়... তার প্রাচুর্যের দরুন ভেবে ওঠা দায় তা নিয়ে কী করা যায়)। প্রথমত, সবাই জানে সেরা লোকজন, সেনানীমণ্ডলী, বুর্জোয়াদের উর্ধ্বস্তরগুলো প্যারিস থেকে পালিয়ে গিয়েছিল ভার্সাইয়ে। ভার্সাইয়ে ছিলেন 'সমাজতন্ত্রী' লুই ব্লাঁ, — প্রসঙ্গত, সমাজতন্ত্রের 'সমস্ত ধারাই' প্যারিস কমিউনে অংশগ্রহণ করেছিল, এই মর্মে কাউট্স্কির উক্তিটা যে ঝুটা, তা সপ্রমাণ হয় এ থেকে। প্যারিসের বাসিন্দারা দুটো যুধ্যমান শিবিরে ভাগ হয়ে গিয়েছিল: একটায় ছিল বুর্জোয়াদের জঙ্গী এবং রাজনীতিগতভাবে সক্রিয় গোটা অংশটা, এই বিভাগটাকে 'সর্বজনীন ভোটের' 'বিশুদ্ধ গণতন্ত্র' হিসেবে তুলে ধরাটা হাস্যকর নয় কি?

দ্বিতীয়ত, বুর্জোয়া সরকারের বিরুদ্ধে **ফ্রান্সের** শ্রমিক সরকার হিসেবে ভার্সাইয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়েছিল কমিউন। প্যারিস যখন ফ্রান্সের ভাগ্য নির্ধারণ করছিল, তার সঙ্গে 'বিশুদ্ধ গণতন্ত্র' আর 'সর্বজনীন ভোটের' সংস্রবটা কী? সমগ্র ফ্রান্স যেটার মালিক সেই ব্যাঙ্ক দখল না করে কমিউন ভুল করল, এই মত প্রকাশ করায় মার্কস কি 'বিশুদ্ধ গণতন্ত্রের' নীতি আর প্রয়োগ অনুসারেই চলেন নি?

বাস্তবিকপক্ষে, এটা তো স্পষ্টই যে, যেখানে লোককে 'ভিড় করে' হাসতে পুলিস মানা করে এমন একটা দেশে লিখছেন কাউট্স্কি, নইলে ব্যঙ্গবিদ্রূপে তাঁর প্রাণান্ত হত।

তৃতীয়ত, মার্কস এবং এঙ্গেলসের কথা যাঁর কলমের ডগায় থাকে সেই মিঃ কাউট্স্কিকে আমি সশ্রদ্ধভাবে স্মরণ করিয়ে দিতে চাইছি কমিউন সম্বন্ধে এঙ্গেলসের নিম্নলিখিত মূল্যায়নটি, যা তিনি করেছিলেন... 'বিশুদ্ধ গণতন্ত্রের' দৃষ্টিকোণ থেকে:

'এই ভদ্রলোকেরা' (কর্তৃত্বতন্ত্রবিরোধীরা) 'বিপ্লব দেখেছেন কখনও? বিপ্লব নিশ্চয়ই সবচেয়ে কর্তৃত্বস্বীকারের ব্যাপার। এই কৃতি দিয়ে জনসমষ্টির একাংশ অপরাংশের উপর নিজ ইচ্ছা চাপিয়ে দেয় রাইফেল, বেয়নেট আর কামানের সাহায্যে — এগুলি সবই খুবই কর্তৃত্বস্বীকারের উপায়। বিজয়ী পক্ষের অস্ত্রশস্ত্র প্রতিক্রিয়াশীলদের মনে যে আতঙ্ক সঞ্চারিত করে তার সাহায্যে ওই পক্ষকে সেটার শাসন বজায় রাখা চাই। বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জনগণের কর্তৃত্ব প্রয়োগ না করলে প্যারিস কমিউন টিকত কি একদিনের বেশি? সেই কর্তৃত্ব খুবই কম ব্যবহার করেছিল বলে আমরা কি উলটে সেটাকে দুষতে পারি না?'*

এই তো আপনাদের 'বিশুদ্ধ গণতন্ত্র'! কোন মামুলি পেটি-বুর্জোয়া, 'সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট' (পঞ্চম দশকের ফরাসী অর্থে এবং ১৯১৪-১৮ সালের সাধারণ ইউরোপীয় অর্থে) শ্রেণীবিভক্ত সমাজে 'বিশুদ্ধ গণতন্ত্র' নিয়ে কথা বলতে চাইলে এঙ্গেলস তাকে কী ব্যঙ্গবিদ্রূপই না করতেন!

কিন্তু ঢের হল। কাউট্স্কির নানা আজগবি ব্যাপারের সবগুলোর ফিরিস্তি দেওয়া অসম্ভব, কেননা তাঁর উচ্চারিত প্রত্যেকটা বাক্যই স্বমতত্যাগেরই এক-একটা অতল গহ্বর।

প্যারিস কমিউনের খুবই বিস্তারিত বিশ্লেষণ করে মার্কস এবং এঙ্গেলস দেখিয়েছেন যে, 'রেডি-মেড রাষ্ট্রযন্ত্রটাকে' **চূর্ণবিচূর্ণ করার, দূর করে দেবার** চেষ্টার মধ্যেই প্যারিস কমিউনের উৎকর্ষ নিহিত।** এই সিদ্ধান্তটিকে মার্কস এবং এঙ্গেলস এতই গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেছিলেন যাতে 'কমিউনিস্ট

---

* ফ. এঙ্গেলস। 'কর্তৃত্ব প্রসঙ্গে'। — সম্পাঃ

** ক. মার্কস। ১৮৭১ সালের ১২ এপ্রিলে ল. কুগেলমানের কাছে লেখা চিঠি। ক. মার্কস। 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ', ৩ পরিচ্ছেদ। — সম্পাঃ

ইস্তাহার'-এর (অংশত) 'অচলিত' কর্মসূচিতে* তাঁরা ১৮৭২ সালে এই **একটিমাত্র** সংশোধনীই ঢুকিয়েছিলেন। মার্কস এবং এঙ্গেলস দেখিয়েছেন — কমিউন ফৌজ আর আমলাতন্ত্র লোপ করেছিল, তুলে দিয়েছিল **পার্লামেণ্টারিতন্ত্র**, 'সেই পরগাছা উপবৃদ্ধি, রাষ্ট্রটাকে' চূর্ণ করেছিল, ইত্যাদি। কিন্তু মহাজ্ঞানী কাউট্‌স্কি তাঁর শোবার টুপিটা পরে আউড়ে চলেন 'বিশুদ্ধ গণতন্ত্র' নিয়ে রূপকথাটা, যা হাজারবার বলেছেন উদারনৈতিক অধ্যাপকরা।

১৯১৪ সালের ৪ অগস্ট রোজা লুক্সেমবুর্গ বলেছিলেন বর্তমান জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি একটা **দুর্গন্ধী লাশ** তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

এড়াবার তৃতীয় ফিকির। 'একনায়কত্বকে শাসনের একটা ধরন হিসেবে বললে আমরা একটা শ্রেণীর একনায়কত্বের কথা বলতে পারি না, কেননা আমরা আগেই যা বলেছি, একটা শ্রেণী পারে শুধু কর্তৃত্ব করতে, কিন্তু শাসন করতে পারে না...' শাসন করতে পারে বিভিন্ন 'সংগঠন' বা বিভিন্ন 'পার্টি'।

'তালগোল পাকান মাথামোটা উপদেষ্টা মশাই', এটা তালগোল পাকান ব্যাপার, ন্যক্কারজনক তালগোল পাকান ব্যাপার! একনায়কত্ব নয় একটা 'শাসনের ধরন'; সেটা হাস্যকর বাজে কথা। মার্কস 'শাসনের ধরনের' কথা বলেন নি, তিনি বলেছেন **রাষ্ট্রের** আকার বা ধরনের কথা। সেটা সর্বত পৃথক, একেবারেই পৃথক। একটা **শ্রেণী** শাসন করতে পারে না, এমনটা বলাও সর্বত ভুল: এমন আজগবি কথা বলতে পারে শুধু কোন 'পার্লামেণ্টারী বামন', যে বুর্জোয়া পার্লামেণ্ট ছাড়া কিছুই দেখতে পায় না, লক্ষ্য করে না বিভিন্ন 'শাসক পার্টি' ছাড়া কিছুই। শাসক **শ্রেণীর** শাসনের বিভিন্ন দৃষ্টান্ত কাউট্‌স্কিকে যোগাবে ইউরোপের যে-কোন দেশ, যেমন মধ্যযুগের ভূস্বামীদের শাসন — তাদের সংগঠনের অভাব সত্ত্বেও।

সংক্ষেপে: যার জুড়ি মেলে না একেবারেই এমন ধারায় কাউট্‌স্কি প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব সংক্রান্ত ধারণাটিকে বিকৃত করেছেন, আর মার্কসকে মামুলি উদারনীতিকে পরিণত করেছেন, অর্থাৎ কিনা নিজেই নেমে গেছেন উদারনীতিকের স্তরে, যে-উদারনীতিক 'বিশুদ্ধ গণতন্ত্রের' নানা তুচ্ছ

---

* ক. মার্কস এবং ফ. এঙ্গেলস। 'কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার', ১৮৭২ সালের জার্মান সংস্করণের ভূমিকা। — সম্পাঃ

ব‌ুলি আওড়ায়, তাতে **বুর্জোয়া** গণতন্ত্রের শ্রেণীগত মর্মবস্তুটাকে সাজ পরিয়ে ঝকমকে করে দেখান হয়, আর সর্বোপরি সরে যাওয়া হয় উৎপীড়িত শ্রেণীর **বৈপ্লবিক সহিংসতা** থেকে। উৎপীড়কদের বিরুদ্ধে উৎপীড়িত শ্রেণীর বৈপ্লবিক সহিংসতা যাতে বাদ যায় এমনভাবে 'প্রলেতারিয়েতের বৈপ্লবিক একনায়কত্ব' সংক্রান্ত ধারণাটির 'ব্যাখ্যা দিয়ে' কাউট্‌স্কি মার্কসের উদারনৈতিক বিকৃতিসাধনে বিশ্বরেকর্ড ছাপিয়ে গেছেন। দেখা গেল, আদর্শভ্রষ্ট কাউট্‌স্কির সঙ্গে তুলনায় আদর্শভ্রষ্ট বার্নস্টাইন শিশুমাত্র।

বুর্জোয়া গণতন্ত্র এবং প্রলেতারীয় গণতন্ত্র

যে-প্রশ্নটাকে কাউট্‌স্কি বেহায়ার মতো তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন সেটা আসলে এইরূপ।

বিভিন্ন **শ্রেণী** যতকাল বজায় রয়েছে ততদিন 'বিশুদ্ধ গণতন্ত্রের' কথা বললে কাণ্ডজ্ঞান আর ইতিহাসকে স্পষ্টত উপহাস করাই হয়। আমরা বলতে পারি শুধু **শ্রেণীগত** গণতন্ত্রের কথা। (বন্ধনীর মধ্যে একটা কথা বলে রাখা যাক: 'বিশুদ্ধ গণতন্ত্র' কথাটায় শ্রেণী-সংগ্রাম আর রাষ্ট্রের প্রকৃতি এই দুয়েরই সম্বন্ধে উপলব্ধির অভাব প্রকাশ পায়, কথাটা **অজ্ঞতাসূচক** শুধু তাই নয়, অধিকন্তু এটা দুনো ফাঁকা বুলি, কেননা কমিউনিস্ট সমাজে পরিবর্তিত এবং অভ্যাসে পরিণত হবার প্রক্রিয়ায় গণতন্ত্র **একটু-একটু করে মিলিয়ে যাবে**, 'বিশুদ্ধ' গণতন্ত্র হবে না কখনও।)

উদারপন্থী কেউ শ্রমিকদের বোকা বানাতে চাইলে এই 'বিশুদ্ধ গণতন্ত্রের' ঝুটা কথাটা বলে। সামন্ততন্ত্রের জায়গায় আসে বুর্জোয়া গণতন্ত্র, আর বুর্জোয়া গণতন্ত্রের জায়গায় আসে প্রলেতারীয় গণতন্ত্র, তা ইতিহাসে জানা আছে।

মধ্যযুগীয় রীতি-নীতির তুলনায় বুর্জোয়া গণতন্ত্র প্রগতিশীল, বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রলেতারিয়েতকে বুর্জোয়া গণতন্ত্র কাজে লাগান চাই তাতে যেন অন্যথা না হয়, এই সত্যটা 'প্রমাণ করতে' কাউট্‌স্কি যে ডজন ডজন পৃষ্ঠা লাগিয়েছেন সেটা আসলে শ্রমিকদের বোকা বানাবার মতলবে স্রেফ উদারনৈতিক বাজে কথা। শিক্ষিত জার্মানির বেলায় শুধু নয়, অশিক্ষিত রাশিয়ার বেলায়ও এটা স্বতঃসিদ্ধ সত্য। আধুনিক অর্থাৎ **পুঁজিতান্ত্রিক** গণতন্ত্রের **বুর্জোয়া** সারমর্মটা সম্বন্ধে কিছু বলা **এড়াবার জন্য** কাউট্‌স্কি ভারিক্কিচালে বলেছেন ভেইটলিং আর প্যারাগুয়ের জেসুইটদের

সম্বন্ধে এবং আরও অনেককিছু, তাতে তিনি স্রেফ 'বিদগ্ধ' ধুলো দিয়েছেন শ্রমিকদের চোখে।

মার্কসবাদ থেকে কাউট্স্কি নিয়েছেন যা উদারপন্থীদের পক্ষে, বুর্জোয়াদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য (মধ্যযুগ সম্বন্ধে সমালোচনা, সাধারণভাবে পুঁজিতন্ত্রের এবং বিশেষত পুঁজিতান্ত্রিক গণতন্ত্রের ঐতিহাসিক প্রগতিশীল ভূমিকা), আর মার্কসবাদে যা বুর্জোয়াদের **গ্রহণযোগ্য নয়** সেই সবকিছু (বুর্জোয়াদের বিনাশের জন্য তাদের বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের বৈপ্লবিক সহিংসতা) তিনি অগ্রাহ্য করেছেন, চুপচাপ থেকে বাদ দিয়ে গেছেন, সেগুলোর বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এই কারণেই, নিজ বিষয়গত মতাবস্থানের দরুন এবং তাঁর বিষয়ীগত প্রত্যয় নির্বিশেষে কাউট্স্কি নিঃসন্দেহে বুর্জোয়াদের খিদমতগার প্রতিপন্ন হয়েছেন।

মধ্যযুগীয় রীতি-নীতির তুলনায় বুর্জোয়া গণতন্ত্র একটা মস্ত ঐতিহাসিক অগ্রগতি হলেও এটা বরাবরই থেকে যায় সীমাবদ্ধ, খণ্ডিত, ভুয়ো আর কপট, ধনীদের স্বর্গধাম আর শোষিতদের জন্য, গরিবদের জন্য একটা ফাঁদ, ছলনা, তেমনটা হতে বাধ্য পুঁজিতন্ত্রের আমলে। এই সত্যটা মার্কসের শিক্ষার একটি অতি অপরিহার্য অঙ্গ, আর 'মার্কসবাদী' কাউট্স্কি বুঝতে পারেন নি সেটাই। এতে, এই মৌলিক প্রশ্নে যে-পরিস্থিতির ফলে যে-কোন বুর্জোয়া গণতন্ত্র হয়ে পড়ে ধনীদের জন্য গণতন্ত্র, সেটার বিজ্ঞানসম্মত সমালোচনা করার বদলে কাউট্স্কি বুর্জোয়াদের 'আনন্দ'দান করেছেন।

মার্কস এবং এঙ্গেলসের যেসব তাত্ত্বিক প্রস্তাব ওই অতি নির্লজ্জ বুজরুকটি 'ভুলে গেছেন' (বুর্জোয়াদের খুশি করার জন্য) সেগুলিকে মহাবিদ্বান মিঃ কাউট্স্কিকে প্রথমে মনে করিয়ে দেওয়া যাক, তারপর বিষয়টার যথাসম্ভব জনবোধ্য ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে।

প্রাচীন আর সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রই শুধু নয়, তদুপরি 'আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক রাষ্ট্রও হল মজুরি-শ্রমের উপর পুঁজির শোষণের একটি হাতিয়ার' (রাষ্ট্র বিষয়ে রচনায় এঙ্গেলস)।* 'কাজেই, যেহেতু রাষ্ট্র হল শুধু একটা উত্তরণকালীন প্রতিষ্ঠান যেটাকে প্রয়োগ করা হয় সংগ্রামে, বিপ্লবে, প্রতিপক্ষকে বলপূর্বক দমিয়ে রাখার জন্য, সেজন্য মুক্ত মানুষের রাষ্ট্র এই কথাটা বলা একেবারেই নিরর্থক; প্রলেতারিয়েতের পক্ষে রাষ্ট্র যতক্ষণ

---

* ফ. এঙ্গেলস। 'পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি'। — সম্পাঃ

আবশ্যক সেটা তাদের মুক্তির খাতিরে নয়, তাদের প্রতিপক্ষকে দমিয়ে রাখার জন্য আর যেইমাত্র মুক্তির কথা বলা সম্ভব হয়ে ওঠে অমনি রাষ্ট্র ও তদনুরূপ থাকে না' (১৮৭৫ সালে ২৮ মার্চ বেবেলের কাছে এঙ্গেলসের লেখা চিঠি থেকে)। 'তবে আসলে রাষ্ট্র একটা শ্রেণীর উপর অপর শ্রেণীর উৎপীড়নের যন্ত্র ছাড়া কিছু নয়, আর বাস্তবিকপক্ষে সেটা রাজতন্ত্রের আমলের তুলনায় গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে ও কম নয়।' (মার্কসের 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ' গ্রন্থে এঙ্গেলসের ভূমিকা থেকে)। সর্বজনীন ভোটাধিকার হল 'শ্রমিক শ্রেণীর পরিপক্বতার একটা মাপকাঠি। **এখনকার দিনের রাষ্ট্রে সেটা তার চেয়ে বেশি কিছু দিতে পারে না, কখনও দেবে না'** (রাষ্ট্র বিষয়ে রচনায় এঙ্গেলস।* বক্তব্যটির প্রথমাংশটা বুর্জোয়াদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য, সেটা নিয়ে মিঃ কাউট্স্কি অত্যন্ত বিরক্তিকর জাবর কেটেছেন। কিন্তু যে-দ্বিতীয়াংশটাকে আমরা মোটা হরফে দিলাম, যেটা বুর্জোয়াদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়, সেটাকে উপেক্ষা করে নীরব থেকেছেন আদর্শভ্রষ্ট কাউট্স্কি!)। 'কমিউন কার্যকর, একসঙ্গে নির্বাহী আর বিধানিক সংস্থা হবার কথা ছিল, পার্লামেণ্টারী সংস্থা নয়... শাসক শ্রেণীর কোন সদস্যটি পার্লামেণ্টে জনগণের প্রতিনিধিত্ব করবে এবং তাদের দমন করবে (ver- und zertreten) সেটা তিন কিংবা ছ'বছরে একবার স্থির করার বদলে সর্বজনীন ভোটাধিকার বিভিন্ন কমিউনবদ্ধ জনগণের খিদমত করত, যেভাবে কোন মালিকের কারবারের জন্য শ্রমিক, ফোরম্যান এবং হিসাবরক্ষক খুঁজতে তার কাজে লাগে ব্যক্তিগত ভোট' (প্যারিস কমিউন সম্বন্ধে মার্কসের 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ' থেকে)।

মহাবিদ্বান মিঃ কাউট্স্কির চমৎকার জানা এইসব বক্তব্যের প্রত্যেকটাই তাঁর মুখে এক-একটা চপেটাঘাত, তাঁর স্বমত বর্জনের নগ্ন সাক্ষ্য। এইসব সত্য সম্বন্ধে কাউট্স্কির সামান্যতম উপলব্ধিও প্রকাশ পায় নি তাঁর পুস্তিকার কোথাও। তাঁর গোটা পুস্তিকাটিই মার্কসবাদের ডাহা পরিহাস!

আধুনিক রাষ্ট্রগুলির বুনিয়াদী বিধানের কথা ধরলে, ওইসব রাষ্ট্রের প্রশাসনের বিষয়টা ধরলে, সভা-সমাবেশের স্বাধীনতা কিংবা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, 'আইনের চোখে সমস্ত নাগরিকের সমতার' কথা ধরলে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দেখা যাবে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ভণ্ডামির নিদর্শন, যা প্রত্যেকটি সৎ এবং শ্রেণীসচেতন শ্রমিকের কাছে সুপরিচিত। 'জনশৃঙ্খলা লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে'

---

* ফ. এঙ্গেলস। 'পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি'। — সম্পাঃ

অর্থাৎ শোষিত শ্রেণী কর্তৃক বাস্তবিককই নিজ দাসদশা 'লঙ্ঘন' সহ অ-দাসোচিত ধরনের আচরণে সচেষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠান, সামরিক আইন জারি, ইত্যাদির জন্য বুর্জোয়াদের সুযোগ যাতে নিশ্চিত থাকে এমন কোন ফাঁক কিংবা শর্ত সংবিধানে নেই এমন একটাও রাষ্ট্র নেই, সেটা যতই গণতান্ত্রিক হোক। কাউট্স্কি নির্লজ্জ হয়ে বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে সুশোভিত করছেন, কিন্তু, দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমেরিকায় কিংবা সুইজারল্যান্ডে সবচেয়ে গণতান্ত্রিক আর প্রজাতান্ত্রিক বুর্জোয়ারা ধর্মঘটী শ্রমিকদের মোকাবিলা করে কীভাবে সেটা উল্লেখ করেন নি।

বিজ্ঞ ও বিদ্বান কাউট্স্কি এসব বিষয়ে চুপচাপ! এই বিষয়ে নীরব থাকাটা যে জঘন্য ব্যাপার তা বোঝেন না ওই বিদ্বান রাজনীতিক। গণতন্ত্র বলতে বোঝায় 'সংখ্যালঘুর নিরাপত্তা' — শ্রমিকদের এই ধরনের শিশু-ভোলান গপ্প শোনানই তাঁর বেশি পছন্দ। এটা অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি! প্রভু যিশুর নামে গণিত এই ১৯১৮ সালে, বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী গণহত্যার এই পঞ্চম বর্ষে আর পৃথিবীর সমস্ত 'গণতান্ত্রিক দেশে' আন্তর্জাতিকতাবাদী সংখ্যালঘুদের (অর্থাৎ রেনোদেল আর লংগে, শাইডেমান আর কাউট্স্কি, হেন্ডার্সন আর ওয়েব এবং অন্যান্যদের মতো জঘন্যভাবে যাঁরা সমাজতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেন নি তাঁরা) টুঁটি টিপে মারার সময়ে বিদগ্ধ মিঃ কাউট্স্কি 'সংখ্যালঘু রক্ষণের' গুণগান করছেন মিঠে সুরে, বড়ই মিঠে সুরে। আগ্রহী মাত্রেই এটা পড়তে পারেন কাউট্স্কির পুস্তিকার ১৫ পৃষ্ঠায়। আর ১৬ পৃষ্ঠায় এই বিদগ্ধ ...জন আপনাদের বলছেন আঠার শতকের ইংলন্ডের হুইগ আর টোরিদের (১৬৫) সম্বন্ধে!

কী আশ্চর্য পাণ্ডিত্য! বুর্জোয়াদের কাছে কী মার্জিত হীনানুগত্য! পুঁজিপতিদের সামনে কী সুসভ্য আভূমি আনতি, পদলেহন! আমি ক্রুপ কিংবা শাইডেমান, ক্লেমাঁসো কিংবা রেনোদেল হলে মিঃ কাউট্স্কিকে লাখ লাখ টাকা দিতাম, পারিতোষিক দিতাম বিশ্বাসঘাতকের প্রাপ্য চুম্বন, তাঁকে প্রশংসা করতাম শ্রমিকদের সামনে, সনির্বন্ধ আহ্বান জানাতাম তাঁর মতো 'মান্যবরদের' সঙ্গে 'সমাজতান্ত্রিক ঐক্যের' জন্য। প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের বিরুদ্ধে পুস্তিকা লেখা, আঠার শতকের ইংলন্ডের হুইগ আর টোরিদের সম্বন্ধে বলা, গণতন্ত্র বলতে 'সংখ্যালঘুর রক্ষণ' বোঝায় এমন উক্তি করা, আর আমেরিকার 'গণতান্ত্রিক' প্রজাতন্ত্রে আন্তর্জাতিকতাবাদীদের বিরুদ্ধে **গণহত্যার দাঙ্গাগুলো** সম্বন্ধে নীরব থাকা — এটা বুর্জোয়াদের গোলামী নয় কি?

একটা 'তুচ্ছ জিনিস' 'ভুলে গেছেন' বিদ্বান মিঃ কাউট্স্কি। ভুলটা হয়ত আপতিক... সেটা এই যে, কোন বুর্জোয়া গণতন্ত্রের শাসক-পার্টি সংখ্যালঘুর নিরাপত্তা দেয় শুধু অন্য **বুর্জোয়া** পার্টিকে। কিন্তু, **সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ, সারগর্ভ এবং মৌলিক** প্রশ্নে প্রলেতারিয়েতের ভাগ্যে জোটে 'সংখ্যালঘুর রক্ষণের' বদলে সামরিক আইন কিংবা গণহত্যা। **যে-গণতন্ত্র যতবেশি বিকশিত, সেখানে বুর্জোয়াদের পক্ষে বিপজ্জনক যে-কোন প্রগাঢ় রাজনৈতিক ভিন্নপথগামিতায় গণহত্যা কিংবা গৃহযুদ্ধ ততই বেশি আসন্ন হয়ে ওঠে।** প্রজাতান্ত্রিক ফ্রান্সে দ্রেইফুস মামলা (১৬৬), আমেরিকার গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে নিগ্রো আর আন্তর্জাতিকতাবাদীদের লিঞ্চ করা, গণতান্ত্রিক ইংলণ্ডে আয়র্ল্যান্ড আর আলস্টারের ব্যাপার, রাশিয়া গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে বলশেভিকদের উপর নির্যাতন এবং ১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসে তাঁদের বিরুদ্ধে গণহত্যা ঘটানর অভিযোগ সংশ্লিষ্ট বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ওই 'নিয়মটা' নিয়ে পণ্ডিতপ্রবর মিঃ কাউট্স্কি বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারতেন। শুধু যুদ্ধকাল থেকে নয়, যুদ্ধপূর্বকাল, শান্তিকাল থেকেও আমি দৃষ্টান্ত বেছে নিয়েছি সুচিন্তিতভাবেই। কিন্তু মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতে পটু মিঃ কাউট্স্কি বিশ শতকের এইসব তথ্য সম্বন্ধে চোখ বুজে থেকে সেগুলোর বদলে আঠার শতকের হুইগ আর টোরিদের সম্বন্ধে আশ্চর্য নতুন, অতি আকর্ষণীয়, অসাধারণ শিক্ষাপ্রদ এবং অসম্ভবরকম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা শ্রমিকদের বলতেই বেশি পছন্দ করেন!

বুর্জোয়া পার্লামেণ্টের বিষয়টাই ধরুন। গণতন্ত্র **যতবেশি** উন্নত হয়, বুর্জোয়া পার্লামেণ্ট **ততবেশি** স্টক-এক্সচেঞ্জ আর ব্যাংকারদের বশবর্তী হয়ে পড়ে, এটা বিদ্বান কাউট্স্কি কখনও শোনেন নি, এমনটা হতে পারে কি? এথেকে এমনটা বোঝায় না যে, বুর্জোয়া পার্লামেণ্টারীপ্রথা আমাদের কাজে লাগান চলবে না (বলশেভিকরা এটাকে কাজে লাগিয়েছে পৃথিবীতে বোধহয় অন্য যে-কোন পার্টির চেয়ে ভালভাবে, কেননা ১৯১২-১৪ সালে চতুর্থ দুমায় গোটা শ্রমিক কিউরিয়া আমরা জিতে নিয়েছিলাম)। তবে এথেকে এটা বোঝায় বটে যে, বুর্জোয়া পার্লামেণ্টারী ব্যবস্থার **ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতা এবং গতানুগতিক প্রকৃতির** কথা ভুলে বসতে পারে শুধু কোন উদারপন্থীই, যেমনটা ভুলে বসেছেন কাউট্স্কি। এমন কি সবচেয়ে গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া রাষ্ট্রেও উৎপীড়িত জনগণ প্রতিপদে পুঁজিপতিদের 'গণতন্ত্রের' ঘোষিত **আনুষ্ঠানিক** সমতা এবং প্রলেতারিয়ানদের **মজুরি-দাস** বানানর হাজার হাজার **প্রকৃত** সীমাবদ্ধতা আর ফন্দিফিকিরের মধ্যকার

নিদারুণ অসংগতির **সম্মুখীন** হয়। পুঁজিতন্ত্রের বিকৃতি, মিথ্যাচার আর ভণ্ডামি সম্বন্ধে মানুষের চোখ খুলে দিচ্ছে ঠিক ওই অসংগতিটাই। জনগণকে বিপ্লবের জন্য **প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে** সমাজতন্ত্রের প্রচারক আর আন্দোলনকারীরা জনগণের সামনে অবিরাম খুলে ধরেছেন এই অসংগতিটাকেই! আর যখন **শুরু হয়ে গেছে** বিপ্লবের যুগ তখন সেদিকে পিঠ ফিরিয়ে কাউট্স্কি **মুমূর্ষু** বুর্জোয়া গণতন্ত্রের গুণকীর্তন জুড়ে দিয়েছেন।

প্রলেতারীয় গণতন্ত্রের একটা ধরন হিসেবে সোভিয়েত শাসন পৃথিবীতে অভূতপূর্ব পরিসরে গণতন্ত্রের বিকাশ এবং প্রসার ঘটিয়েছে — জনসমষ্টির বিপুল সংখ্যাগুরু অংশের জন্য, শোষিত এবং মেহনতী মানুষের জন্য। গণতন্ত্র সম্বন্ধে লেখা একখানা গোটা পুস্তিকায় — যেমনটা কাউট্স্কি লিখেছেন — দুটো পৃষ্ঠা একনায়কত্বের জন্য, ডজন ডজন পৃষ্ঠা 'বিশুদ্ধ গণতন্ত্রের' জন্য দেওয়া হল, আর ওই তথ্যটাই **অগোচরে থেকে গেল** অর্থাৎ উদারনৈতিক ধারায় বিষয়টার পুরোদস্তুর বিকৃতি ঘটান হল।

পররাষ্ট্রনীতির কথাই ধরুন। কোন বুর্জোয়া রাষ্ট্রে, অতিবড় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও এটা প্রকাশ্যে সম্পাদিত হয় না। জনসাধারণকে ঠকান হয় সর্বত্র, আর গণতান্ত্রিক ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, আমেরিকা আর ইংলন্ডে সেটা করা হয় অন্যান্য দেশের চেয়ে অতুলনীয় ব্যাপক পরিসরে, অতুলনীয় সূক্ষ্ম কায়দায়। সোভিয়েতরাজ বৈপ্লবিক উপায়ে পররাষ্ট্রনীতি থেকে রহস্যের যবনিকাটা ছিঁড়ে ফেলেছে। কাউট্স্কি এটা লক্ষ্য করেন নি। এই সম্বন্ধে তিনি নীরব, যদিও 'প্রভাবাধীন অঞ্চল ভাগাভাগির' জন্য (অর্থাৎ পুঁজিপতি ডাকাতদের মধ্যে পৃথিবীটা বাঁটোয়ারার জন্য) লুণ্ঠনমূলক যুদ্ধ আর গোপন চুক্তির এই যুগে এটা **মৌলিক** গুরুত্বপূর্ণ, কেননা শান্তির প্রশ্ন, কোটি কোটি মানুষের জীবন-মরণের প্রশ্ন নির্ভর করছে এরই উপর।

রাষ্ট্রের কাঠামোর বিষয়টাই ধরা যাক। সোভিয়েত সংবিধান অনুসারে নির্বাচন 'পরোক্ষ' এই বিচার অবধি হরেক রকমের 'তুচ্ছ জিনিসে' কাউট্স্কি ঠোকর মেরেছেন, কিন্তু বাদ দিয়ে গেছেন আসল কথাটাই। রাষ্ট্রব্যবস্থার, রাষ্ট্রযন্ত্রের **শ্রেণী**-চরিত্রটি তিনি দেখতে পান নি। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের অবস্থায় পুঁজিপতিরা হাজার হাজার ফন্দিফিকিরে প্রশাসনের কাজ, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সভা-সমিতির স্বাধীনতা, ইত্যাদি থেকে জনগণকে **ঠেলে সরিয়ে রাখে**; 'বিশুদ্ধ' গণতন্ত্র যতবেশি বিকশিত হয় ততই বেশি ধূর্ত এবং কার্যকর হয় ওইসব ফন্দিফিকির। জনগণকে, সবিশেষ **শোষিত**

জনগণকে প্রশাসনের কাজে **শামিল করেছে** পৃথিবীতে সোভিয়েতরাজই **এই প্রথম বার** (যথাযথভাবে বললে, দ্বিতীয় বার, কেননা এটা করতে শুরু করেছিল প্যারিস কমিউন)। হাজার হাজার প্রতিবন্ধ খাড়া করে বুর্জোয়া পার্লামেণ্টে (বুর্জোয়া গণতন্ত্রের আমলে সেটা **কখনও** কোন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের **নিষ্পত্তি করে না,** তা করে স্টক-এক্সচেঞ্জ আর ব্যাংক) শরিকানা থেকে মেহনতী মানুষকে **দূরে রাখা হয়।** বুর্জোয়া পার্লামেণ্ট যে শ্রমিকদের পক্ষে একটি **বিজাতীয়** প্রতিষ্ঠান, প্রলেতারিয়ানদের উপর বুর্জোয়াদের **উৎপীড়নের হাতিয়ার,** একটি বৈরীশ্রেণীর প্রতিষ্ঠান, শোষক সংখ্যালঘুর প্রতিষ্ঠান, তা তারা খুব ভালই জানে ও বোঝে, দেখে ও উপলব্ধি করে।

সোভিয়েতগুলি হল খোদ মেহনতী আর শোষিতদের নিজেদেরই সরাসর সংগঠন যা সম্ভাব্য সর্বতোভাবে নিজেদের রাষ্ট্রটিকে সংগঠিত এবং শাসন করতে তাদের **সহায়তা দেয়।** এবং এক্ষেত্রে বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলিতে সবচেয়ে ভালভাবে সম্মিলিত থাকার সুবিধাটা রয়েছে মেহনতী আর শোষিত মানুষের অগ্রদূত, শহরের প্রলেতারিয়েতের' অন্যদের তুলনায় এর পক্ষে নির্বাচন করা এবং নির্বাচিতদের উপর নিয়ন্ত্রণ খাটান সহজতর। সমস্ত মেহনতী আর শোষিত মানুষকে তাদের অগ্রদূত, প্রলেতারিয়েতের চারপাশে সমবেত করতে আপনা থেকে **আনুকূল্য দেয়** সোভিয়েত ধরনের সংগঠন। সাবেকী বুর্জোয়া বন্দোবস্ত — আমলাতন্ত্র, ধনসম্পদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা, বুর্জোয়া শিক্ষা, সামাজিক সংযোগাদির বিশেষ সুযোগ-সুবিধা, ইত্যাদি (বুর্জোয়া গণতন্ত্র যতবেশি বিকশিত হয় এইসব প্রকৃত সুযোগ-সুবিধার রকমফের ততই বাড়ে) — সবকিছুই মিলিয়ে যায় সোভিয়েত ধরনের সংগঠনের আওতায়। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা তখন আর ভণ্ডামি নয়, কেননা ছাপাখানা আর কাগজের মজুতগুলো বুর্জোয়াদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়। সেরা ইমারত, প্রাসাদ, অট্টালিকা আর জমিদারবাড়িগুলোর বেলায়ও সেই একই ব্যাপার। সোভিয়েতরাজ হাজারে হাজারে এইসব সেরা ইমারত শোষকদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল একচোটে, আর যেটা ছাড়া গণতন্ত্র একটা ধাপ্পাবাজি সেই সভা-সমিতির অধিকারটাকে এইভাবে জনগণের পক্ষে **লক্ষগুণ** বেশি 'গণতান্ত্রিক' করে তুলে ছিল। জীবন যখন উদ্দীপনা-চঞ্চল, যখন কোন স্থানীয় প্রতিনিধিকে দ্রুত প্রত্যাহ্বান কিংবা তাঁকে সোভিয়েতগুলির সাধারণ কংগ্রেসে প্রতিনিধি করে পাঠান আবশ্যক, তখন অস্থানীয় সোভিয়েতগুলিতে

পরোক্ষ নির্বাচনের ফলে সোভিয়েতগুলির কংগ্রেস অনুষ্ঠান সহজতর হয়, **গোটা** ব্যবস্থাটি হয় কম ব্যয়সাপেক্ষ, বেশি নমনীয়, আসে শ্রমিক আর কৃষকদের আরও বেশি নাগালের মধ্যে।

প্রলেতারীয় গণতন্ত্র যে-কোন বুর্জোয়া গণতন্ত্রের চেয়ে **লক্ষগুণ** বেশি গণতান্ত্রিক। সবচেয়ে গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের চেয়ে লক্ষগুণ বেশি গণতান্ত্রিক হল সোভিয়েতরাজ।

এটা দেখতে অপারক ব্যক্তি নিশ্চয়ই হয় বুর্জোয়াদের খিদমত করেন সুচিন্তিতভাবে, নইলে রাজনীতির দিক থেকে দরজার পেরেকটার মতো অসাড়, বুর্জোয়া কেতাবগুলোর ধুলো-জমা পাতাগুলোর পেছন থেকে বাস্তব জীবনটাকে দেখতে অক্ষম, বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বদ্ধধারণায় একেবারে নিরেট এবং বিষয়গত বিচারে এইভাবে বুর্জোয়াদের গোলামে পরিণত।

এটা দেখতে অপারক ব্যক্তি নিশ্চয়ই **নিপীড়িত** শ্রেণীগুলির দৃষ্টিকোণ থেকে যে **প্রশ্ন উপস্থাপনে** অক্ষম, তা হল:

পৃথিবীতে, এমন কি সবচেয়ে গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া দেশগুলির মধ্যেও সোভিয়েত রাশিয়ার মতো এমন একটিও দেশ আছে কি যেখানে **গড়পড়তা ধরনের সাধারণ** শ্রমিক, গড়পড়তা ধরনের সাধারণ **খেতমজুর,** কিংবা সাধারণভাবে গ্রামীণ আধা-প্রলেতারিয়ান (অর্থাৎ উৎপীড়িত মানুষের, জনসমষ্টির বিপুল সংখ্যাগুরু অংশের নমুনাসই কেউ) সেরা ইমারতগুলিতে সভা করার মতো **স্বাধীনতা,** নিজ ধ্যানধারণা প্রকাশ ও নিজ স্বার্থের সপক্ষে সবচেয়ে বড় ছাপাখানা এবং কাগজের সবচেয়ে বড় মজুত ব্যবহার করার মতো **স্বাধীনতা,** প্রশাসন এবং রাষ্ট্রটিকে 'গড়েপিটে তোলার' কাজে নিজ শ্রেণীর নরনারীদের তুলে ধরার মতো এমন **স্বাধীনতার** কাছাকাছিও কিছু ভোগ করে?

কোন দেশে ওয়াকিবহাল শ্রমিক কিংবা খেতমজুরদের মধ্যে এর উত্তর সম্পর্কে সন্দিহান হাজারে এমন একজনকেও মিঃ কাউট্স্কি খুঁজে পাবেন, এটা ভাবাও হাস্যকর। বুর্জোয়া পত্রপত্রিকায় সত্যের টুকরোটাকরা স্বীকৃতি শুনে সারা পৃথিবীর শ্রমিকেরা সহজবৃত্তি থেকেই সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়। এটা স্পষ্টতই এইজন্য যে, তারা এটাকে দেখে **প্রলেতারীয়** গণতন্ত্র, **গরিব মানুষের জন্য গণতন্ত্র** হিসেবে, প্রত্যেকটা বুর্জোয়া গণতন্ত্র, শ্রেষ্ঠতম বুর্জোয়া গণতন্ত্র প্রকৃতপক্ষে যা সেই ধনীদের জন্য গণতন্ত্র হিসেবে নয়।

আমাদের উপর শাসন চালান (এবং আমাদের রাষ্ট্রটাকে 'গড়েপিটে

তোলেন') বুর্জোয়া আমলারা, পার্লামেণ্টের বুর্জোয়া সদস্যরা, বুর্জোয়া বিচারকরা — এই সহজ-সরল, স্পষ্ট ও অকাট্য সত্যটাকেই সবচেয়ে গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া দেশ সমেত প্রত্যেকটা বুর্জোয়া দেশের উৎপীড়িত শ্রেণীগুলির লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মানুষ জানে নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে, টের পায়, উপলব্ধি করে প্রতিদিন।

কিন্তু রাশিয়ায় আমলাতান্ত্রিক যন্ত্রটাকে সম্পূর্ণ চূর্ণবিচূর্ণ করা হয়েছে, ধূলিসাৎ করা হয়েছে; সাবেকী বিচারপতিদের সবাইকে বিদেয় করা হয়েছে, ভেঙে দেওয়া হয়েছে বুর্জোয়া পার্লামেণ্ট — শ্রমিক আর কৃষকদের প্রতিনিধিত্ব **ঢের বেশি নাগালের** মধ্যে আনা হয়েছে; আমলাদের জায়গায় এসেছে **তাদের** সোভিয়েতগুলি, বা **তাদের** সোভিয়েতগুলিকে লাগান হয়েছে আমলাদের নিয়ন্ত্রণ করতে, আর বিচারপতি নির্বাচনের কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে **তাদের** সোভিয়েতগুলিকে। সোভিয়েতরাজ, অর্থাৎ বর্তমান ধরনের প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব যে সবচেয়ে গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের চেয়েও লক্ষগুণ বেশি গণতান্ত্রিক, এটা সমস্ত উৎপীড়িত শ্রেণীর উপলব্ধি করার পক্ষে ওই একটামাত্র তথ্যই যথেষ্ট।

যে-সত্যটি প্রত্যেক শ্রমিকের কাছে এতই সহজ ও স্পষ্ট তা কাউট্স্কি বোঝেন না। কেননা, গণতন্ত্র **কোন শ্রেণীর জন্য,** এই প্রশ্নটা তুলতে তিনি 'ভুলে গেছেন', প্রশ্নটা তোলায় 'অনভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন'। তিনি যুক্তি দিয়েছেন 'বিশুদ্ধ' (অর্থাৎ শ্রেণীহীন কিংবা শ্রেণী-বহিরভূত?) গণতন্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে। তাঁর যুক্তি শাইলোকের (১৬৭) মতো: 'এক পাউণ্ড মাংস,' অন্য কিছু নয়। সমস্ত নাগরিকের সমতা — নইলে গণতন্ত্র নেই।

বিদ্যাদিগ্‌গজ কাউট্স্কিকে, 'মার্কসবাদী' ও 'সমাজতন্ত্রী' কাউট্স্কিকে আমাদের জিজ্ঞাসা করতে হচ্ছে:

শোষিত এবং শোষকদের মধ্যে সমতা সম্ভব কি?

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের ভাবাদর্শগত নেতার লেখা একখানা বই নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে এমন প্রশ্ন তুলতে চাওয়াটা ভয়ানক ব্যাপার, অবিশ্বাস্য ব্যাপার। তবে 'লাঙলে হাত লাগালে আর ফিরে চাইতে নেই', তেমনি কাউট্স্কি সম্বন্ধে লিখতে বসে আমাকে এই বিদ্বানটির কাছে ব্যাখ্যা করে বলতেই হবে শোষক আর শোষিতের মধ্যে কেন সমতা সম্ভবপর নয়।

কাউট্স্কির যুক্তি নিম্নরূপ:

(১) 'শোষকেরা বরাবরই জনসমষ্টির একটা ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু অংশমাত্র' (কাউট্স্কির পুস্তিকার ১৪ পৃঃ)।

এটা ঠিকই, অকাট্যও। এটাকে আরম্ভস্থল হিসেবে ধরলে যুক্তিটা হওয়া উচিত কী? যুক্তি দেওয়া যেতে পারে মার্কসীয়, সমাজতান্ত্রিক ধারায়। সেক্ষেত্রে এগোতে হয় শোষিত আর শোষকদের মধ্যে সম্পর্ক থেকে। কিংবা কেউ যুক্তি দিতে পারেন উদারনৈতিক, বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক ধারায়। সংখ্যাগুরু আর সংখ্যালঘুর মধ্যে সম্পর্ক থেকে এগোতে হয় সেক্ষেত্রে।

মার্কসীয় ধরনে যুক্তি দিলে আমাদের বলতে হয়: শোষকেরা অনিবার্যভাবে রাষ্ট্রটাকে (আমরা বলছি গণতন্ত্রের কথা, অর্থাৎ রাষ্ট্রের একটা ধরনের কথা) শোষিতদের উপর নিজের শ্রেণীর, শোষকদের আধিপত্যের একখানা হাতিয়ারে পরিণত করে। তাই সংখ্যাগুরুর উপর, শোষিতদের উপর শাসক শোষকেরা যতকাল থাকবে ততকাল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হবে অবশ্যম্ভাবীভাবে শোষকদের জন্য গণতন্ত্র। শোষিতদের রাষ্ট্রের মৌলিক পার্থক্য থাকবেই অমন রাষ্ট্র থেকে। এটাকে হতে হবে শোষিতদের জন্য গণতন্ত্র এবং **শোষকদের দমন করার** একটা উপায়; তেমনি, একটা শ্রেণীকে দমন করা বলতে বোঝায় সেই শ্রেণীর বেলায় অসমতা, 'গণতন্ত্র' থেকে সেটাকে বাদ দেওয়া।

উদারনৈতিক ধরনে যুক্তি দিলে বলতে হয়: সংখ্যাগুরুরা সিদ্ধান্ত নেয়, সংখ্যালঘুরা মান্য করে। যারা মান্য করে না তাদের শাস্তি দেওয়া হয়। এই হল মোট কথা। সাধারণভাবে রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্র সম্বন্ধে কিংবা বিশেষত 'বিশুদ্ধ গণতন্ত্র' সম্বন্ধে কিছুই বলার দরকার নেই। কেননা তা অপ্রাসঙ্গিক। কেননা সংখ্যাগুরু তো সংখ্যাগুরুই, আর সংখ্যালঘু তো সংখ্যালঘুই। এক পাউন্ড মাংস তো এক পাউন্ড মাংসই — ব্যস্, ফুরিয়ে গেল।

কাউট্স্কি যুক্তি দিয়েছেন ঠিক এইভাবেই:

(২) 'গণতন্ত্রের সঙ্গে বেখাপ একটি রূপ কেন প্রলেতারিয়েতের আধিপত্য ধারণ করবে এবং তা ধারণ করাটা অপরিহার্য কেন?' (২১ পৃঃ)। তারপর আছে প্রলেতারিয়েতের পক্ষে থাকে সংখ্যাগুরু এই মর্মে একটা নিরতিশয় বিস্তারিত এবং অত্যন্ত বাগবহুল ব্যাখ্যা, সেটার সমর্থনে মার্কস থেকে

একটা উদ্ধৃতি, আর প্যারিস কমিউনে ভোট সংক্রান্ত বিভিন্ন সংখ্যা। তাতে সিদ্ধান্ত হল: 'যে-রাজ জনগণের মাঝে এতই বদ্ধমূল, গণতন্ত্রের উপর অন্যায় হস্তক্ষেপ করার সামান্যতম কারণও সেটার নেই। গণতন্ত্র দমনে সহিংসতার আশ্রয় নিলে সেসব ক্ষেত্রে সেটা সবসময়ে সহিংসতা ছাড়া কাজ চালাতে পারে না। সহিংসতার মোকাবিলা করা যায় শুধু সহিংসতা দিয়েই। কিন্তু যে-রাজ জানে সেটা জনসমর্থনপুষ্ট সেটা সহিংসতা করবে শুধু গণতন্ত্র **রক্ষা করার** জন্য, তা **ধ্বংস করার** জন্য নয়। সেটার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ভিত্তি হল সর্বজনীন ভোটাধিকার, বিপুল নৈতিক কর্তৃত্বের এই গভীর উৎসটি — এটাকে সেই রাজ খতম করতে চেষ্টা করলে তা হবে সেটার পক্ষে স্রেফ আত্মঘাতী' (২২ পৃঃ)।

দেখতেই পাচ্ছেন, শোষিত আর শোষকদের মধ্যকার সম্পর্কটা অন্তর্হিত হয়েছে কাউট্স্কির যুক্তিতে। পড়ে রয়েছে শুধু সাধারণভাবে সংখ্যাগুরু, সাধারণভাবে সংখ্যালঘু, সাধারণভাবে গণতন্ত্র, সেই 'বিশুদ্ধ গণতন্ত্র' যেটার সঙ্গে আমরা আগে থেকেই সুপরিচিত।

আর লক্ষ্য করবেন, এই সবকিছু বলা হয়েছে **প্যারিস কমিউন প্রসঙ্গে!** সবকিছু আরও স্পষ্ট করে তোলার জন্য **কমিউন প্রসঙ্গে** একনায়কত্ব বিষয়ে মার্কস এবং এঙ্গেলস কী বলেছেন সেটা দেখাতে আমি তাঁদের রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি:

মার্কস: '...বুর্জোয়াদের প্রতিরোধ চূর্ণ করার জন্য... শ্রমিকেরা বুর্জোয়াদের একনায়কত্বের জায়গায় নিজেদের বৈপ্লবিক একনায়কত্ব স্থাপন করতে গিয়ে... শ্রমিকেরা রাষ্ট্রকে দেয় একটা বৈপ্লবিক এবং অল্পকালস্থায়ী আকার...'*

এঙ্গেলস: (কোন বিপ্লবে) '...প্রতিক্রিয়াপন্থীদের মাঝে বিজয়ী দলের অস্ত্রশস্ত্র যে-ভিত্তি সঞ্চারিত করে তার সাহায্যেই দলটিকে নিজশাসন বজায় রাখতে হবে। প্যারিস কমিউন বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জনগণের কর্তৃত্ব প্রয়োগ না করলে সেটা একদিনের বেশি টিকত কি? উলটে, সেই কর্তৃত্ব বড্ড কমই প্রয়োগ করল বলে আমরা সেটাকে দুষতে পারি না?..'**

এঙ্গেলস: 'কাজেই যেহেতু রাষ্ট্র হল একটা অল্পকালস্থায়ী প্রতিষ্ঠান, সেটাকে সংগ্রামে, বিপ্লবে প্রয়োগ করা হয় প্রতিপক্ষকে বলপূর্বক দমিয়ে

---

* ক. মার্কস। 'রাজনৈতিক ঔদাসীন্য'। — সম্পাঃ

** ফ. এঙ্গেলস। 'কর্তৃত্ব প্রসঙ্গে'। — সম্পাঃ

রাখার জন্য, তাই 'মুক্ত মানুষের রাষ্ট্রের' কথা বলাটা একেবারেই নিরর্থক। রাষ্ট্র যতকাল অবধি প্রলেতারিয়েতের দরকার হয়, তাদের সেটা দরকার হয় মুক্তির খাতিরে নয়, দরকার হয় প্রতিপক্ষকে দমিয়ে রাখার জন্য; আর যেইমাত্র মুক্তির কথা বলা সম্ভব হয়ে ওঠে অমনি রাষ্ট্র আর তদনুরূপ থাকে না...'*

মার্কস এবং এঙ্গেলস থেকে কাউট্স্কির দূরত্ব আসমান-জমিন ফারাকেরই মতো, প্রলেতারীয় বিপ্লবী থেকে উদারপন্থীর দূরত্বের সমান। কাউট্স্কির কথিত বিশুদ্ধ গণতন্ত্র এবং সাদাসিধে 'গণতন্ত্র' 'মুক্ত মানুষের রাষ্ট্রের' স্রেফ শব্দান্তরিত রূপ, অর্থাৎ **একেবারেই নিরর্থক।** মহাবিদ্বান গদিয়ান নির্বোধের বুজরুকি চালে কিংবা ইস্কুলের দশ-বছরের খুকিটির মতো নিরীহ ভঙ্গিতে কাউট্স্কি জিজ্ঞাসা করছেন: সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলে একনায়কত্বের দরকার কী? আর মার্কস এবং এঙ্গেলস ব্যাখ্যা করে বলছেন:

— — বুর্জোয়াদের প্রতিরোধ চূর্ণ করার জন্য,

— — প্রতিক্রিয়াপন্থীদের মনে ভীতি সঞ্চারের জন্য,

— — বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জনগণের কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য,

— — প্রলেতারিয়েত যাতে তাদের প্রতিপক্ষদের বলপূর্বক দমিয়ে রাখতে পারে।

এসব ব্যাখ্যা কাউট্স্কি বোঝেন না। গণতন্ত্রের 'বিশুদ্ধতায়' মোহাচ্ছন্ন হয়ে, সেটার বুর্জোয়া প্রকৃতি না-দেখে তিনি 'অবিচলিতভাবে' জিদ ধরে বলেছেন, সংখ্যাগুরুরা যেহেতু সংখ্যাগুরু, তাই সংখ্যালঘুর 'প্রতিরোধ চূর্ণ করার' দরকার নেই, সেটাকে 'বলপূর্বক দমিয়ে রাখার'ও দরকার নেই — গণতন্ত্র লঙ্ঘনের **বিভিন্ন ঘটনা** দমন করাই যথেষ্ট। গণতন্ত্রের 'বিশুদ্ধতা' দিয়ে মোহাচ্ছন্ন কাউট্স্কি **অনবধানতাবশত** সেই একই ছোট্ট ভুলটা করে বসেছেন যা সমস্ত বুর্জোয়া গণতন্ত্রী সবসময়েই করে থাকেন, সেটা এই যে, (পুঁজিতন্ত্রের আমলে যা জুয়াচুরি আর কপটতা ছাড়া কিছুই নয় সেই) আনুষ্ঠানিক সমতাকে তিনি প্রকৃত সমতা বলে ধরে নিয়েছেন! নিতান্তই তুচ্ছ জিনিস তো!

শোষক আর শোষিত সমান হতে পারে না।

---

* ফ. এঙ্গেলস। ১৮৭৫ সালের ১৮-২৮ মার্চ আ. বেবেলের কাছে লেখা চিঠি। — সম্পাঃ

কাউট্‌স্কির কাছে এই সত্যটা যতই অপ্রীতিকর হোক, তবু এটাই সমাজতন্ত্রের সারমর্ম।

আরেকটা সত্য: এক শ্রেণীর উপর অপর শ্রেণীর শোষণের সমস্ত সম্ভাবনা সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট না হওয়া অবধি সাচ্চা, প্রকৃত সমতা বাস্তবায়িত হতে পারে না।

কেন্দ্রে একটা অভ্যুত্থান কৃতকার্য হলে, কিংবা ফৌজে বিদ্রোহ ঘটলে শোষকেরা পরাস্ত হতে পারে একচোটে। কিন্তু খুবই বিরল এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ছাড়া শোষকদের বিনষ্ট করা যায় না একচোটে। কোন বৃহৎ দেশের সমস্ত ভূস্বামী আর পুঁজিপতিদের একচোটে বেদখল করা অসম্ভব। তাছাড়া, আইনমাফিক কিংবা রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে শুধু বেদখল করা দিয়েই ব্যাপারটার বিশেষকিছু নিষ্পত্তি হয়ে যায় না, কেননা ভূস্বামী আর পুঁজিপতিদের **উচ্ছেদ** একটা প্রকৃত ঘটনা হওয়া দরকার, কল-কারখানা আর ভূসম্পত্তিতে তাদের ব্যবস্থাপনার **জায়গায়** ভিন্ন ব্যবস্থাপনা, শ্রমিকের ব্যবস্থাপনা **কায়েম করা** প্রকৃত ঘটনা হওয়া দরকার। শিক্ষা, সমৃদ্ধ জীবনের পরিবেশ এবং অভ্যাসাদির কারণে শোষকেরা বহুপুরুষানুক্রমে অধিকতর সংগতিসম্পন্ন আর সবচেয়ে উন্নত এবং সবচেয়ে গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রগুলিতেও শোষিতদের অধিকাংশ পদদলিত, অনগ্রসর, অজ্ঞ, অবদমিত, পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন — এই শোষক আর শোষিতদের মধ্যে সমতা থাকতে পারে না। বিপ্লবের পর দীর্ঘকাল যাবৎ শোষকদের অবশ্যম্ভাবীভাবে থেকে যায় অনেকগুলো বড় বড় প্রকৃত সুবিধা: তখনও তাদের থাকে টাকাকড়ি (কেননা অর্থ হঠাৎ লোপ করা তো অসম্ভব), কিছু অস্থাবর সম্পত্তি — সেটা প্রায়ই বেশ মোটারকম, থাকে বিভিন্ন সংযোগ, সংগঠন আর ব্যবস্থাপনার অভ্যাস, ব্যবস্থাপনার যাবতীয় 'গোপনকথা' (রীতিনীতি, প্রণালী, উপায়াদি আর সুযোগ-সম্ভাবনা) সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা, উন্নততর শিক্ষা, উঁচু পর্যায়ের টেকনিকাল কর্মী—যাদের জীবনযাত্রা আর চিন্তাধারা বুর্জোয়াদের মতো — তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ, যুদ্ধবিদ্যায় অতুলনীয় পরিমাণ অভিজ্ঞতা (এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ), ইত্যাদি, ইত্যাদি।

শোষকেরা শুধু একটি দেশে পরাস্ত হলে — এটাই অবশ্য নমুনাসই, কেননা কতকগুলি দেশে যুগপৎ বিপ্লব বিরল ব্যতিক্রম — **তখনও** তারা শোষিতদের **চেয়ে শক্তিশালী** থেকে যায়, কেননা শোষকদের আন্তর্জাতিক সংযোগ বিপুল। জনসমষ্টির মধ্য থেকে মাঝারি কৃষক, কারিগর এবং

অনুরূপ অন্যান্য অনগ্রসরতম বর্গগুলির শোষিতদের একাংশ শোষকদের অনুগামী হতে পারে, এটা যে বাস্তবিকই ঘটে তা প্রমাণিত হয়েছে কমিউন সমেত **সমস্ত** বিপ্লবে (কেননা ভার্সাইয়ের সৈনিকদের মধ্যে প্রলেতারিয়ানরাও ছিল, যা 'ভুলে গেছেন' মহাপণ্ডিত কাউট্স্কি)।

এই পরিস্থিতিতে, কোন বিপ্লব আদৌ গভীরপ্রসারী এবং গুরুত্বপূর্ণ হলে তাতে প্রশ্নটার মীমাংসা হয় স্রেফ সংখ্যাগুরু আর সংখ্যালঘুদের মধ্যকার অনুপাত দিয়ে, এমন ভাবনা হল চূড়ান্ত মূঢ়তা, মামুলি উদারপন্থীর অতি নির্বোধ বদ্ধধারণা, একটা সুপ্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক সত্য জনগণের কাছ থেকে গোপন করে তাদের **ভাঁওতা দেবার** চেষ্টা। ঐতিহাসিক সত্যটা হল এই যে, শোষিতদের উপর শোষকদের কতকগুলো প্রকৃত সুবিধা কয়েক বছর বজায় থেকে যায়, আর যে-কোন গভীরপ্রসারী বিপ্লবে এই শোষকদের **প্রলম্বিত, নাছোড় আর বেপরোয়া** প্রতিরোধই **নিয়ম**। ভাবালু নির্বোধ কাউট্স্কির বিহ্বল উদ্ভট কল্পনায় ছাড়া আর কোথাও বেপরোয়া শেষ লড়াইয়ে কিংবা কতকগুলো লড়াইয়ে তাদের সুবিধাগুলো কাজে লাগাবার চেষ্টা না করে শোষকেরা কখনই শোষিত সংখ্যাগুরুর সিদ্ধান্ত মেনে নেবে না।

পুঁজিতন্ত্র থেকে কমিউনিজমে উত্তরণের জন্য প্রয়োজন একটি সমগ্র ঐতিহাসিক যুগ। এই যুগ শেষ না হওয়া অবধি অনিবার্যভাবেই শোষকেরা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবার আশা পোষণ করে আর **আশাটা** পুনঃপ্রতিষ্ঠার **চেষ্টায়** পরিণত হয়। শোষকেরা উচ্ছেদ হবে বলে মনে করে না, সেটা সম্ভব বলে কখনও বিশ্বাস করে না, উচ্ছেদের চিন্তাটাকে কখনও মনে স্থান দেয় না — প্রথম গুরুতর পরাজয়ের পর সেই উচ্ছিন্ন শোষকেরা যে-'স্বর্গধাম' থেকে বঞ্চিত হয় সেটা পুনরুদ্ধারের জন্য দশগুণ বর্ধিত তেজে, শতগুণ বর্ধিত ক্রোধে বিদ্বেষে উন্মত্ত হয়ে লড়াইয়ে নেমে পড়ে তাদের পরিবার-পরিজনের তরফে, যাদের সংসারযাত্রা ছিল কতই মধুর স্বচ্ছন্দ আর 'সাধারণ মানুষের পাল' এখন যাদের ভাগ্যে নির্দিষ্ট করে দিচ্ছে সর্বনাশ আর নিঃস্বতা (বা 'সাধারণ' শ্রম...)। পুঁজিপতি শোষকদের অনুগমন করে পেটি বুর্জোয়াদের বিভিন্ন বিস্তৃত অংশ, তাদের বেলায় সকল দেশের যুগযুগান্তরের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা দেখিয়ে দেয় তারা ইতস্তত টলে, দ্বিধা করে, একদিন সারবন্দী হয়ে এগোয় প্রলেতারিয়েতের পিছনে আর বিপ্লবে বাধা-বিপত্তি দেখে ভয় খেয়ে যায় পরদিন; শ্রমিকদের প্রথম পরাজয়ে কিংবা আধা-পরাজয়ে তারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তারা ঘাবড়ে যায়, দিগ্বিদিক বিচার না করে

ছুটোছুটি করে, শিবির বদল করে তাড়াহুড়ো করে... ঠিক আমাদের মেনশেভিক আর সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের মতো।

এমন পরিস্থিতিতে, মরিয়া হয়ে লড়া সঙ্গিন যুদ্ধের যুগে, ইতিহাস যখন প্রশ্ন তোলে যুগযুগান্তরের এবং হাজার বছরের সাবেকী বিশেষ সুযোগ-সুবিধাগুলো থাকবে কিনা — এমন সময়ে কিনা সংখ্যাগুরু আর সংখ্যালঘু সম্বন্ধে কথা, বিশুদ্ধ গণতন্ত্রের কথা, একনায়কত্ব অনাবশ্যক বলে কথা, শোষক আর শোষিতের মধ্যে সমতার কথা!! নির্বুদ্ধিতা কতটা অশেষ হলে, আর কী অগাধ কূপমণ্ডূকতা থাকলে তবেই এমনটা ঘটতে পারে!

তবে ১৮৭১ থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে অপেক্ষাকৃত 'শান্তিপূর্ণ' পুঁজিতন্ত্রের দশকগুলিতে যারা সুবিধাবাদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিচ্ছিল সেইসব সোশ্যালিস্ট পার্টিতে জমে উঠেছিল কূপমণ্ডূকতা, অক্ষমতা আর স্বমতত্যাগের অজিয়াসীয় আস্তাবলগুলো (১৬৮)...

* * *

পাঠক হয়ত লক্ষ্য করে থাকবেন, কাউট্‌স্কির পুস্তিকা থেকে উল্লিখিত উদ্ধৃতিতে তিনি বলেছেন সর্বজনীন ভোটাধিকারের উপর অন্যায় হস্তক্ষেপের কথা (প্রসঙ্গত সেটাকে তিনি প্রবল নৈতিক কর্তৃত্বের গভীর উৎস বলে অভিহিত করেছেন, যদিও সেই একই প্যারিস কমিউন এবং সেই একই একনায়কত্ব সংক্রান্ত প্রশ্ন প্রসঙ্গে এঙ্গেলস বলেছেন বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জনগণের কর্তৃত্বের কথা — 'কর্তৃত্ব' সম্বন্ধে কূপমণ্ডূক এবং বিপ্লবীর দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে খুবই স্বকীয় পার্থক্য বটে...)।

বলা দরকার, শোষকদের ভোটাধিকার কেড়ে নেবার বিষয়টা **নিছক রুশী** প্রশ্ন। এটা সাধারণভাবে প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব সংক্রান্ত প্রশ্ন নয়। ভণ্ডামি ছেড়ে কাউট্‌স্কি পুস্তিকাখানার নাম 'বলশেভিকদের বিরুদ্ধে' দিলেই সেটা পুস্তিকাখানার বিষয়বস্তুর অনুযায়ী হত। তাহলে চাঁচাছোলা ভাষায় ভোটাধিকার সম্বন্ধে বলাটা কাউট্‌স্কির পক্ষে ন্যায্য হত। কিন্তু কাউট্‌স্কি নিজেকে জাহির করতে চেয়েছেন প্রথমত 'তত্ত্ববিদ' হিসেবে। পুস্তিকাখানার তিনি নাম দিয়েছেন 'প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব' — **সাধারণভাবে**। সোভিয়েতগুলি সম্বন্ধে ও রাশিয়া সম্বন্ধে সুনির্দিষ্টভাবে তিনি বলেছেন পুস্তিকাখানার শুধু দ্বিতীয় ভাগে, ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ থেকে শুরু করে। প্রথম ভাগের (যেখান থেকে আমি উদ্ধৃতিটা নিয়েছি) বিবেচিত

বিষয় হল **গণতন্ত্র** এবং **একনায়কত্ব সাধারণভাবে।** ভোটাধিকার সম্বন্ধে বলতে গিয়ে কাউট্‌স্কি বলশেভিকদের বিরোধী হিসেবে **নিজ স্বরূপ ফাঁস করে ফেলেছেন, যিনি তত্ত্বকে কানাকড়িরও গুরুত্ব দেন নি।** কেননা তত্ত্বে, অর্থাৎ গণতন্ত্র আর একনায়কত্বের (জাতীয় ক্ষেত্রে বিশিষ্ট নয়) সাধারণ শ্রেণীগত ভিত্তি সম্বন্ধে বিচারে বিবেচ্য ছিল ভোটাধিকারের মতো একটা বিশেষ প্রশ্ন নয়, সেটা হল শোষকদের উচ্ছেদ এবং তাদের রাষ্ট্রের জায়গায় শোষিতদের রাষ্ট্র কায়েম করার ঐতিহাসিক কালপর্যায়ে গণতন্ত্র **ধনীদের জন্য, শোষকদের জন্য বজায় রাখা** যায় কিনা এই সাধারণ প্রশ্ন।

প্রশ্নটিকে কোন তত্ত্ববিদ হাজির করতে পারেন এইভাবে — শুধু এইভাবে।

কমিউনের দৃষ্টান্ত আমাদের জানা আছে। এই প্রসঙ্গে, এই সম্পর্কে মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতাদ্বয় যা বলেছেন, সবই আমরা জানি। অক্টোবর বিপ্লবের আগে লেখা আমার 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' পুস্তিকায় আমি, দৃষ্টান্তস্বরূপ, গণতন্ত্র আর একনায়কত্ব সংক্রান্ত প্রশ্ন নিয়ে ওই মালমশলার ভিত্তিতেই বিচার-বিবেচনা করেছিলাম। ভোটাধিকারের গণ্ডি বেঁধে দেবার বিষয়ে **আদৌ কোন কথাই আমি বলি নি।** আর এখন অবশ্যই বলা প্রয়োজন যে, ভোটাধিকার গণ্ডিবদ্ধ করার বিষয়টা হল জাতীয় ক্ষেত্রের একটা বিশিষ্ট প্রশ্ন, সেটা একনায়কত্ব সম্বন্ধে কোন সাধারণ প্রশ্ন নয়। রুশ বিপ্লবের **বিশিষ্ট পরিবেশ** এবং এই বিপ্লবের **বিশিষ্ট পথ** বিচার-বিশ্লেষণ করেই ভোটাধিকার গণ্ডিবদ্ধ করে দেবার প্রশ্নটা দেখা দরকার। পরে এই পুস্তিকায় সেটা করা যাবে। তবে ইউরোপে আসন্ন প্রলেতারীয় বিপ্লবগুলির সব কিংবা অধিকাংশের বেলায় বুর্জোয়াদের ভোটাধিকার গণ্ডিবদ্ধ হওয়া অনিবার্য, এমনটা আগেভাগে নিশ্চয় করে দেওয়া ভুল। তা হতেও পারে। যুদ্ধের পর এবং রুশ বিপ্লবের অভিজ্ঞতার পর হয়ত তাই হবে, কিন্তু একনায়কত্ব খাটাবার জন্যে সেটা **অত্যাবশ্যক নয়,** 'একনায়কত্ব' এই যুক্তিসিদ্ধ ধারণাটার একটা **অপরিহার্য** বিশেষত্ব সেটা নয়, 'একনায়কত্ব' এই ঐতিহাসিক এবং শ্রেণীগত ধারণার মধ্যে একটা **অপরিহার্য** শর্ত হিসেবে সেটা আসে না।

একটা **শ্রেণী** হিসেবে শোষকদের **বলপূর্বক** দমন করা এবং কাজেকাজেই সেই **শ্রেণীটির বেলায়** 'বিশুদ্ধ গণতন্ত্র' **লঙ্ঘন,** অর্থাৎ সমতা আর স্বাধীনতা লঙ্ঘন হল একনায়কত্বের অপরিহার্য বিশেষত্ব, অত্যাবশ্যক শর্ত।

প্রশ্নটা তাত্ত্বিকভাবে উপস্থাপিত হতে পারে এইভাবে, শুধু এইভাবেই। প্রশ্নটাকে এইভাবে না তুলে কাউট্‌স্কি দেখিয়ে দিয়েছেন তিনি বলশেভিকদের

বিরোধিতা করছেন তত্ত্ববিদ হিসেবে নয়, **সুবিধাবাদী** আর বুর্জোয়াদের চাটুকার হিসেবে।

কোন কোন দেশে, অমুক কিংবা অমুক পুঁজিতন্ত্রের কোন কোন জাতীয় বিশেষত্ব থাকলে শোষকদের বেলায় গণতন্ত্র কোন-না-কোন আকারে (সম্পূর্ণভাবে কিংবা অংশত) গণ্ডিবদ্ধ করা হবে, লঙ্ঘিত হবে, সেটা অমুক কিংবা অমুক পুঁজিতন্ত্রের, অমুক কিংবা অমুক বিপ্লবের নির্দিষ্ট জাতীয় বিশেষত্ব সংক্রান্ত প্রশ্ন। তাত্ত্বিক প্রশ্নটা ভিন্ন: **শোষক** শ্রেণীর বেলায় **গণতন্ত্র লঙ্ঘন না করে** প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব কি সম্ভব?

কাউট্স্কি এড়িয়ে গেছেন ঠিক এই প্রশ্নটাই, তাত্ত্বিক বিচারে গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যাবশ্যক এই **একমাত্র** প্রশ্নটা। মার্কস এবং এঙ্গেলস থেকে তিনি হরেক রকমের রচনাংশ উদ্ধৃত করেছেন, এই প্রশ্নটায় যা সংশ্লিষ্ট **সেগুলি ছাড়া,** যা আমি উপরে উদ্ধৃত করেছি।

উদারনৈতিকদের কাছে, বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের কাছে যা-কিছু গ্রহণযোগ্য, যা তাদের ধ্যানধারণার চৌহদ্দি ছাড়িয়ে যায় না, এমন সবকিছু সম্বন্ধেই কাউট্স্কি বলেছেন, কিন্তু বলেছেন না প্রধান বিষয়টি সম্বন্ধে। সেটা হল এই যে, বুর্জোয়াদের **প্রতিরোধ না ভেঙে, নিজেদের প্রতিপক্ষদের বলপূর্বক দমন না করে** প্রলেতারিয়েত জয়লাভ করতে পারে না, আর যেখানে থাকে 'বলপূর্বক দমন', যেখানে থাকে না 'স্বাধীনতা', সেখানে **স্বভাবতই গণতন্ত্র থাকে না।**

এটা কাউট্স্কি বোঝেন নি।

১৯১৮ সালের অক্টোবর — ১০ নভেম্বরের মধ্যে লিখিত

৩৭ খণ্ড, ২৪০-২৬৭ পৃঃ

রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-এর অষ্টম কংগ্রেসে গ্রামাঞ্চলে কাজ সম্বন্ধে প্রতিবেদন থেকে (১৬৯)

২৩ মার্চ, ১৯১৯

...১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে **গোটা কৃষকদের নিয়ে** আমরা ক্ষমতা দখল করি। এটা বুর্জোয়া বিপ্লব বিধায় গ্রামাঞ্চলের জেলাগুলিতে শ্রেণী-সংগ্রাম তখনো ততটা বিকশিত হয়ে ওঠে নি। আমি আগেই বলেছি যে গ্রামাঞ্চলের জেলাগুলিতে সত্যিকার প্রলেতারীয় বিপ্লব শুরু হয় কেবল ১৯১৮ সালের গ্রীষ্মকালে। আমরা এই বিপ্লবটি জাগিয়ে তুলতে না পারলে আমাদের কাজ অসম্পূর্ণ থাকত। প্রথম পর্যায় ছিল শহরগুলিতে ক্ষমতা দখল এবং সোভিয়েত ধরনের সরকার গঠন। দ্বিতীয় পর্যায়টি ছিল সকল সমাজতন্ত্রীর পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং যা ছাড়া কোন সমাজতন্ত্রীই সমাজতন্ত্রী নয়, যেমন গ্রামাঞ্চলের জেলাগুলিতে প্রলেতারিয়ান ও আধা-প্রলেতারিয়ানদের বাছাই করা ও গ্রামাঞ্চলে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে লড়াই চালানর জন্য শহুরে প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে তাদের জোটবদ্ধ করা। এই পর্যায়টিও প্রধানত শেষ হয়েছে। মূলত এই উদ্দেশ্যে আমাদের সংগঠন, গরীব কৃষকদের সমিতি (১৭০) এতটা সংহত হয়েছিল যে ওগুলিকে যথাযথভাবে নির্বাচিত সোভিয়েত দ্বারা প্রতিস্থাপনের সম্ভাবনা আমরা লক্ষ্য করেছিলাম, অর্থাৎ গ্রাম সোভিয়েতগুলির পুনর্গঠন, যাতে ওগুলিকে শ্রেণী-শাসনের সংস্থা, গ্রামাঞ্চলের জেলাগুলিতে প্রলেতারীয় ক্ষমতার সংস্থা বানান যায়। সমাজতান্ত্রিক ভূমিবন্দোবস্ত ব্যবস্থা এবং সমাজতান্ত্রিক চাষাবাদে রূপান্তরের ব্যবস্থা, যা কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি খুব বেশি আগে অনুমোদন করে নি ও যার সঙ্গে সবাই মোটামুটি পরিচিত, সেগুলি বিপ্লবের প্রলেতারীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের অভিজ্ঞতাগুলিকে মোটামুটি সংহত করে।

মূল বিষয়, প্রলেতারীয় বিপ্লবের প্রধান ও মৌলিক কাজ আমরা ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ করেছি। আর বিশেষত কাজটি সম্পূর্ণ করার জন্যই জটিলতর একটি সমস্যা আমাদের সামনে এসেছে: **মধ্যম কৃষকদের প্রতি**

আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি। যদি কেউ ভাবে যে এই সমস্যাটির উপর গুরুত্বদান হল কোন-না-কোনভাবে আমাদের রাজের চরিত্রের দুর্বলতার, প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের দুর্বলতার লক্ষণ, যতই আংশিক হোক, যতই সূক্ষ্ম হোক আমাদের মূলনীতিতে পরিবর্তনের সূচনা, তাহলে সে প্রলেতারীয় বিপ্লবের লক্ষ্য, কমিউনিস্ট বিপ্লবের লক্ষ্য বুঝতে পুরোপুরিই ব্যর্থ হয়। আমি নিশ্চিত যে, এমন কোন লোক আমাদের পার্টিতে নেই। শ্রমিক পার্টির অন্তর্ভুক্ত নয় এমন যেসব লোক এই ধরনের কথা বলতে পারে তাদের সম্পর্কে আমি কেবল আমার সহকর্মীদের হুঁশিয়ার করতে চাই। এসব কথা কোন ধারণা থেকে উদ্ভূত বলে তারা বলে না, বলে কেবল আমাদের সবকিছু নষ্ট করার জন্য, শ্বেতরক্ষীদের (১৭১) সাহায্যের জন্য — কিংবা আরও সরলভাবে বললে আমাদের বিরুদ্ধে মধ্যম কৃষকদের উত্তেজিত করার জন্য, যারা সর্বদাই দোদুল্যমান, দোদুল্যমানতা যাদের পক্ষে অপরিহার্য, যারা অনেকদিন অবধিই তাদের দোদুল্যমানতা অব্যাহত রাখবে। আমাদের বিরুদ্ধে মধ্যম কৃষকদের উত্তেজিত করতে তারা বলবে: 'দেখো, তারা তোমাদের ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করছে! অর্থাৎ তারা তোমাদের বিদ্রোহকে গ্রাহ্য করছে, তারা অস্থির হয়ে উঠছে', ইত্যাদি, ইত্যাদি। আমাদের সকল সহকর্মীকে এই ধরনের উত্তেজনাসৃষ্টির বিরুদ্ধে প্রস্তুত থাকতে হবে। আমি নিশ্চিত যে, তারা প্রস্তুত থাকবে এই শর্তে যে, শ্রেণী-সংগ্রামের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্নটির মোকাবিলায় আমরা সমর্থ।

মধ্যম কৃষকের প্রতি প্রলেতারিয়েতের দৃষ্টিভঙ্গির নির্ভুল সংজ্ঞার্থ নির্ণয় — এই মৌলিক সমস্যাটি যে জটিলতর তথা অত্যন্ত জরুরী সমস্যাও, তা খুবই সহজলক্ষ্য। কমরেডগণ, বিপুল সংখ্যাগুরু শ্রমিকের অর্জিত তত্ত্বীয় দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্নটি মার্কসবাদীদের কাছে কোনই জটিল সমস্যা নয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে আপনাদের স্মরণ করতে বলছি, কাউট্স্কি তাঁর কৃষিসমস্যা প্রসঙ্গে বইটিতে যা লিখেছিলেন, যখন তিনি শুদ্ধভাবে মার্কসের শিক্ষা ব্যাখ্যা করছিলেন এবং এক্ষেত্রে একজন সর্বসম্মত বিশেষজ্ঞ হিসেবে স্বীকৃত হতেন। কাউট্স্কি পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উৎক্রমণ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন যে সমাজতান্ত্রিক দলের কাজ হল **কৃষকদের প্রশমিত করা,** অর্থাৎ এটা দেখা যে প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়ার মধ্যে লড়াইয়ে কৃষকরা যেন নিরপেক্ষ থাকে এবং আমাদের বিরুদ্ধে বুর্জোয়াকে কোন সক্রিয় সহায়তা যোগাতে সমর্থ না হয়।

বুর্জোয়া শাসনের সুদীর্ঘ কালপর্বে কৃষকরা বুর্জোয়ার পক্ষে থেকেছে

ও তাদের ক্ষমতাকে সমর্থন দিয়েছে। বুর্জোয়ার অর্থনৈতিক শক্তি ও তাদের শাসনের রাজনৈতিক মাধ্যমগুলির কথা বিবেচনা করলেই এটা বোধগম্য হয়ে উঠবে। মধ্যম কৃষকরা অচিরেই আমাদের পক্ষে আসবে এমনটি ভাবা যায় না। কিন্তু আমরা যদি নির্ভুল নীতি অনুসরণ করে চলি তাহলে এক সময়ে তাদের দোদুল্যমানতা শেষ হবে এবং কৃষকরা আমাদের পক্ষে আসতে পারবে।

এঙ্গেলসই মার্কসের সঙ্গে একযোগে বৈজ্ঞানিক মার্কসবাদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন, অর্থাৎ যে-শিক্ষা দ্বারা আমাদের পার্টি সর্বদা, বিশেষত বিপ্লবের সময় নিজেকে চালিত করেছে। এঙ্গেলসই কৃষকদের ক্ষুদ্র কৃষক, মধ্যম কৃষক ও বড় কৃষকে ভাগ করেন এবং অদ্যাবধি এই বিভাগ অধিকাংশ ইউরোপীয় দেশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য বটে। এঙ্গেলস বলেছিলেন, 'বড় কৃষকদের সর্বত্রই বলপ্রয়োগে অবদমনের প্রয়োজন হয়ত দেখা দেবে না।' আর আমরা যে কখনো মধ্যম কৃষকের (ক্ষুদ্র কৃষক আমাদের বন্ধু) উপর বলপ্রয়োগ করব এমন চিন্তা কখনই কোন বিবেচক সমাজতন্ত্রীর মনে আসতে পারে না। এই কথাই এঙ্গেলস ১৮৯৪ সালে, তাঁর মৃত্যুর এক বছর আগে বলেছিলেন, যখন কৃষিসমস্যা প্রাধান্য পেয়েছিল।* বিষয়টিতে প্রকটিত একটি সত্য প্রায়ই আমরা বিস্মৃত হই, অথচ এটির সঙ্গে আমরা সকলেই তত্ত্বীয় দিক থেকে অভিন্নমত। জমিদার ও পুঁজিপতিদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে পূর্ণ উৎখাত আমাদের লক্ষ্য। **কিন্তু মধ্যম কৃষকের ক্ষেত্রে কোন প্রকার বলপ্রয়োগ আমরা সহ্য করব না।** এমন কি, ধনী কৃষকের ক্ষেত্রেও বুর্জোয়ার সম্পর্কের মতো আমরা দৃঢ়ভাবে বলতে পারি না — ধনী কৃষক ও কুলাকদের চরম উৎখাত। আমাদের কর্মসূচিতে এই পার্থক্য রয়েছে। আমরা বলি যে, ধনী কৃষকের প্রতিরোধ ও তাদের প্রতিবিপ্লবী কার্যকলাপ অবশ্যই নির্মূল করা হবে। কিন্তু এটা তো পূর্ণ উৎখাত নয়।

বুর্জোয়া ও মধ্যম কৃষকের ক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির মূল পার্থক্য — বুর্জোয়ার পূর্ণ উৎখাত এবং অন্যদের শোষক নয় এই মধ্যম কৃষকের সঙ্গে মৈত্রী। এই মূল ধারাটি প্রত্যেকেই তত্ত্বীয়ভাবে গ্রহণ করেছে। কিন্তু, ধারাটি কার্যত অটলভাবে অনুসৃত হয় না। স্থানীয় লোকেরা এখনো এটা অনুসরণ করতে শেখে নি। বুর্জোয়া উৎখাতের পর ও নিজ ক্ষমতা সংহত করে প্রলেতারিয়েত নানা দিক থেকে একটি নতুন সমাজনির্মাণ শুরু করলে মধ্যম কৃষকের প্রশ্নটি বড় হয়ে দেখা দেয়। দুনিয়ায়

* ফ. এঙ্গেলস। 'ফ্রান্স আর জার্মানির কৃষক সমস্যা'। — সম্পাঃ

একটিও সমাজতন্ত্রী অস্বীকার করে না যে, যেসব দেশে ব্যাপক পরিসরে চাষাবাদ বিদ্যমান রয়েছে এবং যেসব দেশে ক্ষুদ্র খামারের প্রাধান্য, সেখানে কমিউনিজম নির্মাণ অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন পথবর্তী হবে। এটা তো প্রাথমিক সত্য, অ-আ মাত্র। আর এই সত্য থেকে এটা অনিবার্য হয়ে ওঠে যে, কমিউনিস্ট নির্মাণের সমস্যা মোকাবিলার ব্যাপারে মধ্যম কৃষকদের উপর স্পষ্টতই আমাদের মূল দৃষ্টি কিছুটা ঘনীভূত করা প্রয়োজন।

কীভাবে মধ্যম কৃষকদের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি চিহ্নিত করি তার উপরই ব্যাপারটা অনেকাংশে নির্ভর করছে। তত্ত্বীয়ভাবে প্রশ্নটি তো মীমাংসিত। কিন্তু নিজ অভিজ্ঞতা থেকে আমরা খুব ভালই জানি যে কোন সমস্যার তত্ত্বীয় সমাধান এবং সমাধানটিকে কার্যত প্রয়োগের মধ্যে একটা ফারাক থেকেই যায়। আমরা এখন সরাসরি এই ফারাকের মুখোমুখি হয়েছি আর এটা মহান ফরাসী বিপ্লবেরই এক স্বকীয় বৈশিষ্ট্য, যখন ফরাসী কনভেনসন ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সত্ত্বেও সেগুলি কার্যকর করার মতো প্রয়োজনীয় সমর্থন তার ছিল না, এবং বিশেষ ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য কোন শ্রেণীর উপর নির্ভর করা উচিত এমন কি তাও জানত না।

পরিস্থিতির দিক থেকে আমরা সেই তুলনায় অশেষ সৌভাগ্যবান। এক শতাব্দীর বিকাশের কল্যাণে কোন শ্রেণীর উপর আমরা নির্ভরশীল তা আমরা জানি। কিন্তু আমরা এটাও জানি যে ওই শ্রেণীর বাস্তব অভিজ্ঞতা খুবই অপ্রতুল। শ্রমিক শ্রেণী ও শ্রমিক পার্টির কাছে মূল লক্ষ্যটি স্পষ্ট ছিল — বুর্জোয়ার ক্ষমতা উৎখাত ও শ্রমিকদের কাছে তা হস্তান্তর। কিন্তু **কীভাবে** তা করা যায়? সকলেরই মনে আছে, কতটা অসুবিধা ও কতটা ভুলের মাশুল দিয়ে আমরা শিল্পে শ্রমিকের নিয়ন্ত্রণ থেকে শ্রমিকের ব্যবস্থাপনায় পৌঁছেছিলাম। এবং তথাপি সেটা ছিল আমাদের শ্রেণীর মধ্যে, প্রলেতারিয়েতের মধ্যে কাজ, যাদের সঙ্গে আমরা সর্বদাই কাজ করে থাকি। কিন্তু এখন একটি নতুন শ্রেণী, যে-শ্রেণী শহুরে শ্রমিকদের সম্পূর্ণ অপরিচিত, তার সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি নির্ধারণের প্রয়োজন ঘটেছে। এমন একটি শ্রেণী সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি স্থির করতে হবে যার কোন সুস্পষ্ট ও স্থির অবস্থান নেই। প্রলেতারিয়েতের অধিকাংশই সমাজতন্ত্রের পক্ষে, বুর্জোয়ার অধিকাশই সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে। এই দুই শ্রেণীর মধ্যেকার সম্পর্ক নির্ণয় সহজ। কিন্তু যখন আমরা মধ্যম কৃষকের মতো মানুষের মুখোমুখি হই তখন দেখি যে **তারা শ্রেণী হিসেবে দোদুল্যমান।** মধ্যম কৃষক একাধারে মালিক ও মেহনতী। সে অন্যান্য মেহনতীর শোষক নয়।

বহু দশক ধরে মধ্যম কৃষক খুবই অসুবিধার মুখে নিজের অবস্থান টিকিয়ে রেখেছে, সে জমিদার ও পুঁজিপতির শোষণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সবকিছুই সহ্য করেছে। তবু সে সম্পত্তির মালিক। সেজন্য এই দোদুল্যমান শ্রেণীর প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি নির্ধারণে সমূহ জটিলতা বিদ্যমান। বৎসরাধিক কালের অভিজ্ঞতার আলোকে, গ্রামীণ জেলাগুলিতে ছ'মাসের অধিক প্রলেতারীয় কার্যকলাপের অভিজ্ঞতার আলোকে এবং গ্রামীণ জেলাগুলিতে ইতিমধ্যে সংঘটিত শ্রেণী-পৃথকীভবনের আলোকে আমাদের সর্বাগ্রে সতর্ক হতে হবে, শেষে না আমরা তাড়াহুড়ো করে বসি, আমাদের তত্ত্বীয় জ্ঞানে ঘাটতি থাকে আর যে-প্রক্রিয়া ঘটে চলেছে, অথচ যতটা হওয়া উচিত এখনো ততটা পরিপক্ক হয় নি — সেটা না বুঝি। কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত কমিশন আপনাদের কাছে তার যে-প্রস্তাবটি উপস্থিত করছে, যা পরবর্তী বক্তা আপনাদের পাঠ করে শোনাবেন, সেখানে আপনারা এর বিরুদ্ধে যথেষ্ট হুঁশিয়ারি দেখতে পাবেন।

অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটা স্পষ্ট যে আমাদের অবশ্যই মধ্যম কৃষকদের সাহায্য দেয়া উচিত। তত্ত্বীয়ভাবে এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু আমাদের স্বভাবের দরুন, সংস্কৃতির স্তরের দরুন, গ্রামীণ জেলাগুলির প্রয়োজনমত ব্যবহারের জন্য তাদের হাতে সাংস্কৃতিক ও টেকনিকাল বল তুলে দেবার সংগতি আমাদের যা আছে সেটা অপ্রতুল বলে এবং প্রায়ই অসহায়ভাবে গ্রামীণ জেলাগুলির দিকে এগোনর দরুন, সহকর্মীরা প্রায়ই বলপ্রয়োগের আশ্রয় নেয় এবং এভাবে সর্বকিছু নষ্ট করে ফেলে। কেবল গতকাল জনৈক কমরেড আমাকে রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-র নিজনি-নভগরদ কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত 'নিজনি-নভগরদ জেলায় পার্টির কার্যকলাপ সম্পর্কিত নির্দেশ ও নিয়মাবলী' নামের পুস্তিকাটি দিয়েছেন। এই পুস্তিকার ৪১ পৃষ্ঠায়, দৃষ্টান্ত হিসেবে রয়েছে: 'জরুরী খাজনার ডিক্রির পুরোটাই গ্রামীণ কুলাক, ফটকাবাজ ও **সাধারণভাবে মধ্যম কৃষকের** ঘাড়ে চাপান হবে।' ভাল, ভালই! এসব লোকেরা ভালই 'বুঝেছে' বটে। হতে পারে এটা কোন মুদ্রণত্রুটি, আর এমন মুদ্রণত্রুটি তো অনুমোদনীয় নয়! অথবা তড়িঘড়ি, হঠকারী কাজের নজির, যা থেকে এতে সব ধরনের হঠকারিতা যে কতটা মারাত্মক তাই বোঝা যাচ্ছে। অথবা এটা হল নিকৃষ্টতম সন্দেহ, যা আমি নভগরদ কমরেডদের উপর চাপাতে চাই না। তারা আসলে ব্যাপারটা বুঝতে পারে নি। খুব সম্ভব এটি হল দেখার ত্রুটি।

কমিশনের জনৈক কমরেডের উল্লিখিত ঘটনাগুলির মতো ব্যাপার কার্যত ঘটছে। তাকে কৃষকরা ঘিরে ধরেছিল এবং জিজ্ঞেস করছিল: 'বলুন তো, আমি কি মধ্যম কৃষক? আমার আছে দুটি ঘোড়া, একটি গাই... আমার আছে দুটি গোরু আর একটি ঘোড়া', ইত্যাদি। আর এই বক্তা, যিনি গাঁ-গঞ্জে ঘুরে বেড়ান, তাঁর থাকা উচিত ছিল এমন একটি নিখুঁত থার্‌মোমিটার, যাতে তিনি প্রতিটি কৃষককে মেপে বলতে পারেন সে মধ্যম কৃষক কি না। এজন্য অবশ্য প্রয়োজন সেই কৃষকের খামারটির পুরো ইতিহাস জানা, তার সঙ্গে উপরের ও নিচের কৃষকদের সম্পর্ক জানা — আর আমাদের পক্ষে নিখুঁতভাবে সেটা জানা সম্ভবপর নয়।

এখানে প্রয়োজন স্থানীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে যথেষ্ট বাস্তব যোগ্যতা ও জ্ঞান আর এখনো সেগুলি আমরা আয়ত্ত করতে পারি না। এটা স্বীকারে আমাদের লজ্জার কোন কারণ নেই; অবশ্যই অকপটে তা স্বীকার করা উচিত। আমরা কখনই ইউটোপীয় ছিলাম না। নিষ্কলঙ্ক কমিউনিস্ট সমাজে জন্মে ও শিক্ষালাভ করে নিষ্কলঙ্ক কমিউনিস্টদের নিষ্কলঙ্ক হাতে কমিউনিস্ট সমাজ নির্মাণের কথা আমরা কখনোই কল্পনা করি নি। এটা রূপকথা। পুঁজিতন্ত্রের ধ্বংসস্তূপ থেকেই আমাদের কমিউনিজম নির্মাণ করতে হবে আর পুঁজিতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ইস্পাত হয়ে ওঠা শ্রেণীটিই শুধু এটা করতে পারে। আপনারা ভালই জানেন যে, প্রলেতারিয়েত পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের ত্রুটি ও দুর্বলতা থেকে মুক্ত নয়। সে সমাজতন্ত্রের জন্য লড়ছে, কিন্তু এইসঙ্গে লড়ছে নিজের ত্রুটিগুলিরও বিরুদ্ধে। শহরগুলিতে বহু দশক ধরে কঠোর সংগ্রামরত প্রলেতারিয়েতের সেরা ও অগ্রগামী অংশটি এই লড়াইয়ের মাধ্যমে রাজধানী ও অন্যান্য শহর জীবনের সংস্কৃতি অর্জনের পর্যায়ে অবস্থিত ছিল এবং কিছুটা অর্জনও করেছে। আপনারা জানেন যে, এমন কি উন্নত দেশগুলিতে গ্রামীণ জেলাগুলি অজ্ঞতায় পর্যবসিত রয়েছে। আমরা অবশ্য গ্রামীণ জেলাগুলির সাংস্কৃতিক মান উন্নত করব। কিন্তু, তাতে সময় লাগবে অনেক অনেক বছর। আর সেটাই আমাদের কমরেডরা সর্বত্র ভুলে যাচ্ছেন। যাঁরা গ্রামীণ জেলাগুলি থেকে আসছেন তাঁরা লক্ষণীয়ভাবে জনগণের মুখের প্রতিটি কথা ঘুরে ফিরে আমাদের বলছেন এবং তা এখানে কর্মরত বুদ্ধিজীবীরা নন, আমলারা নন, — যাঁদের কথা যথেষ্টই শুনেছি, — বলছেন সেইসব লোকেরা যাঁরা গ্রামীণ জেলাগুলিতে বস্তুত কাজকর্ম লক্ষ্য করেছেন। এই মতামতগুলি যে বিশেষভাবে মূল্যবান কৃষিসংক্রান্ত কমিটিতে আমরা তা লক্ষ্য করেছি।

আমি নিশ্চিত যে, এইসব মতামত বিশেষত এখন মূল্যবান বিবেচিত হবে, কেননা এগুলি আসছে বই থেকে নয়, ডিক্রি থেকে নয়, আসছে অভিজ্ঞতা থেকে।

এই সবই মধ্যম কৃষকদের প্রতি সম্ভাব্য সর্বাধিক স্বচ্ছতায় আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে বলে। কাজটি খুবই কঠিন। কেননা, **বাস্তবে এমন স্বচ্ছতার কোনই অস্তিত্ব নেই।** সমস্যাটির কেবল সমাধান হয় নি তাই নয়, **অচিরে ও একসঙ্গে** সমাধান করতে চাইলে এটি **সমাধানাতীত** হয়ে ওঠে। এমন লোক আছে যারা বলে যে 'এতগুলি ডিক্রি লেখার কোনই প্রয়োজন ছিল না'। তারা সোভিয়েত সরকারকে এই বলে দোষারোপ করে যে ডিক্রি কার্যকর করার ধরন না জেনেই সে ওগুলি লিখতে শুরু করেছে। এসব লোক আসলে লক্ষ্য করে না যে তারা শ্বেতরক্ষীদের পর্যায়ে ডুবতে বসছে। আমরা যদি একথা আশা করতাম যে শত শত ডিক্রি লিখলেই গ্রামাঞ্চলের জেলাগুলিতে জীবনযাত্রার আমূল পরিবর্তন ঘটবে, তাহলে আমরা হতাম নিরেট আহাম্মক। কিন্তু অবশ্য অনুসরণীয় পথ সম্পর্কে ডিক্রিতে উল্লেখ না থাকলে আমরা সমাজতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতাম। এই ডিক্রিগুলিকে কার্যত পুরোপুরি ও দ্রুত প্রয়োগ করা না গেলেও সেগুলি প্রচারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ইতিপূর্বে যেখানে আমরা সাধারণ সত্যের সাহায্যে প্রচার চালিয়েছি সেখানে **আমরা** এখন **নিজেদের কাজের মাধ্যমে প্রচার চালাচ্ছি।** এটাও শিক্ষাদান। কিন্তু এটা হল কাজের মাধ্যমে শিক্ষাদান এবং কিছু কিছু ভুঁইফোড়ের বিচ্ছিন্ন বাকচাতুর্যের অর্থে তা না হলেও, বহুবার যার মোকাবিলা আমরা করেছি নৈরাজ্যবাদী ও পুরনো ধরনের সমাজতন্ত্রের যুগে। আমাদের ডিক্রি হল একটি আহ্বান, কিন্তু পুরনো ধরনের আহ্বান নয়, যা বলত: 'শ্রমিকরা জাগো, বুর্জোয়াকে হঠাও!' না, এই আহ্বান জনগণের প্রতি। এটা তাদের বাস্তব কাজে আহ্বান জানায়। **ডিক্রিগুলি হল নির্দেশ, যা ব্যাপক পরিসরে প্রায়োগিক কাজে আহ্বান জানায়।** এটাই হল গুরুত্বপূর্ণ। ধরা যাক, ডিক্রিতে অপ্রয়োজনীয় অনেক কিছুই আছে, কার্যত অপ্রযোজ্য অনেক কিছুই রয়েছে। কিন্তু ওগুলিতে আছে প্রায়োগিক কাজের উপকরণ আর ডিক্রির উদ্দেশ্য হল শত শত, হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ মানুষকে বাস্তব পদক্ষেপ শিক্ষাদান, যারা সোভিয়েত সরকারের কথায় কর্ণপাত করে। এটা হল গ্রামীণ জেলাগুলিতে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রায়োগিক কাজের একটি পরীক্ষা। এভাবে ব্যাপারগুলি মোকাবিলা করলে আমাদের মোট আইন,

ডিক্রি ও অধ্যাদেশ থেকে আমরা যথেষ্টই অর্জন করতে পারব। এগুলিকে তৎক্ষণাৎ ও যে-কোন মূল্যে পালনীয়, চরম নির্দেশ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

কার্যত যা-কিছু ব্যক্তিগত অন্যায় সুবিধা দেয় সেগুলিকে আমরা অবশ্যই বর্জন করব। কোন কোন জায়গায় ব্যক্তিজীবনে উন্নতিলাভেচ্ছু ও হঠকারীরা আমাদের গায়ে জোঁকের মতো সেঁটে আছে, তারা নিজেদের কমিউনিস্ট বলে, তারা আমাদের ঠকাচ্ছে, কমিউনিস্টরা ক্ষমতাসীন বিধায় তারা আমাদের স্তরে নিজের পথ করে নিয়েছে এবং এজন্যও যে অধিকতর সৎ 'সরকারী' কর্মচারীরা নিজস্ব প্রতিক্রিয়াশীল ধ্যানধারণার বশবর্তী হয়ে আমাদের সঙ্গে আসতে ও কাজ করতে অস্বীকার করেছে, অথচ উন্নতিলাভেচ্ছুদের কোন ধ্যানধারণা নেই, কোন সততা নেই। এককভাবে উন্নতিলাভেচ্ছু এই লোকেরা এলাকাগুলিতে বলপ্রয়োগ করে, আর ভাবে তারা ভাল কাজ করছে। কিন্তু মাঝে মাঝে এর ফল ফলছে এই যে, কৃষক বলে, 'সোভিয়েতরাজ দীর্ঘজীবী হোক, **নিপাত যাক কমিউনিয়া!**' (অর্থাৎ, কমিউনিজম)। এটা কোন উদ্ভাবন নয়। এই ঘটনাগুলি সত্যিকার জীবন থেকে, বিভিন্ন এলাকার কমরেডদের প্রতিবেদন থেকে নেওয়া। যে-কোন রকম মাত্রাজ্ঞানের অভাবে, যে-কোন রকম তড়িঘড়ির হঠকারিতার জন্য সর্বদা কী বিপুল পরিমাণ ক্ষতি ঘটে সেটা আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয়।

তড়িঘড়ি ছাড়া আমরা নিরুপায় ছিলাম যে-কোনভাবে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আমরা বেপরোয়া লাফ দিয়েছি, কেননা যুদ্ধ আমাদের ধ্বংসের মুখে এনেছে। বুর্জোয়া ও আমাদের ধ্বংসোদ্যোগী শক্তিগুলিকে খতম করার জন্য আমাদের বেপরোয়া ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছে। এই সবই প্রয়োজনীয় ছিল। এছাড়া আমরা জয়ী হতাম না। কিন্তু যদি মধ্যম কৃষকদের ব্যাপারে আমরা একইভাবে কাজ করি তাহলে এটা এমন আহাম্মকি, এমন নির্বুদ্ধির কাজ হবে, আমাদের আদর্শের প্রতি এমন ধ্বংসাত্মক হবে, যা কেবল স্বেচ্ছায় প্ররোচকের পক্ষে গ্রহণযোগ্য। এখানকার লক্ষ্য হবে অবশ্যই সম্পূর্ণ আলাদা। এখানে আমাদের লক্ষ্য নয় অনিবার্য শোষকের ধ্বংস, তার পরাজয় ও উৎখাত — যে-লক্ষ্য আমরা ইতিপূর্বে নিজেদের জন্য নির্ধারিত করেছিলাম। না, এখন যেহেতু সেই মূল লক্ষ্য অর্জিত সেজন্য এসেছে জটিলতর সমস্যাবলী। এখানে বলপ্রয়োগ কোনকিছু হাসিল সম্ভবপর নয়। **মধ্যম কৃষকদের উপর বলপ্রয়োগ ঘটলে অপূরণীয় ক্ষতি হবে**। এই অংশটি বিপুল, সংখ্যায় লক্ষ লক্ষ। এমন কি

ইউরোপেও যেখানে এটি এতটা বিপুল সংখ্যক নয়, যেখানে প্রযুক্তি, সংস্কৃতি, নাগরিক জীবন এবং রেলপথ ব্যাপকভাবে উন্নীত এবং যেখানে একথা মনে করা অতি সহজ, সেখানেও কেউ, এমন কি সবচেয়ে বিপ্লবী সমাজতন্ত্রীও মধ্যম কৃষকের উপর বলপ্রয়োগের কোন প্রস্তাব কখনই দেয় নি।

ক্ষমতা গ্রহণের সময় আমরা সমগ্র কৃষকসমাজের সমর্থনের উপর ভরসা করেছিলাম। তখন সকল কৃষকের ছিল একটাই লক্ষ্য: জমিদারদের বিরুদ্ধে লড়াই। কিন্তু ব্যাপক-পরিসর চাষাবাদের বিরুদ্ধে তাদের কুসংস্কারটি আজও অটুট রয়েছে। কৃষক ভাবে: 'বড় খামার তৈরি হলে আমি আবার খেতমজুরে পর্যবসিত হব।' ভাবনাটা অবশ্যই ভুল। কিন্তু ব্যাপক-পরিসর খামার সম্পর্কে কৃষকের ধারণা তো ঘৃণার অনুভূতি এবং জমিদার কর্তৃক গণনির্যাতনের স্মৃতির সঙ্গে জড়িত। সেই ধারণাটা এখনো রয়েছে, এখনো এর বিলুপ্তি ঘটে নি।

আমাদের বিশেষভাবে এই সত্যের উপর জোর দেয়া চাই যে, বিষয়টির খোদ বৈশিষ্ট্যের দরুনই এখানে বলপ্রয়োগে কোনই ফলোদয় ঘটবে না। এখানকার অর্থনৈতিক কাজটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। ভিত ও দালান অটুট রেখে আস্তর খসিয়ে ফেলার মতো কোন উপরিস্তর এখানে নেই। শহরের উপরিস্তর হিসেবে বিদ্যমান পুঁজিপতিরা গাঁয়ে নেই। **এখানে বলপ্রয়োগ পুরো লক্ষ্যটারই বিনষ্টি ঘটাবে।** প্রয়োজন দীর্ঘ শিক্ষামূলক কার্যকলাপ। কেবল আমাদের দেশেই নয়, সারা দুনিয়ায় কৃষক হল কাজের মানুষ ও বাস্তববাদী। তাকে নির্দিষ্ট দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাতে হবে যে 'কমিউনিয়া' সম্ভাব্য সবচেয়ে ভাল জিনিস। অবশ্য যদি শহর থেকে অস্থির ধরনের লোকজন গাঁয়ে গিয়ে বকবকানি শুরু করে এবং বুদ্ধিজীবীসুলভ ও কখনো-বা অবুদ্ধিজীবীসুলভ কয়েকটি কলহ বাধায় আর শেষে সকলের সঙ্গেই ঝগড়ায় মেতে নিজের পথ ধরে — তাহলে কোনই ফল ফলবে না। কখনো এমনটি ঘটে। সম্মানলাভের বদলে সঙ্গত কারণেই তারা নিজেদের হাস্যকর করে তোলে।

এই প্রশ্নে আমাদের অবশ্যই বলা উচিত যে, আমরা কমিউনকে উৎসাহ যোগাই। কিন্তু এগুলি এমনভাবে সংগঠিত হওয়া প্রয়োজন **যাতে কৃষকদের আস্থা লাভ করতে পারে।** ততদিন পর্যন্ত আমরা কৃষকদের শিক্ষক নই, তাদের ছাত্র। চাষাবাদ ও এর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের কিছুই না জেনে লোকেরা যে কেবল সামাজিক কৃষির সুবিধাগুলির কথা শোনে, শহুরে জীবনে ক্লান্ত

হয়ে গ্রামীণ জেলাগুলিতে কাজ করার আশায় গাঁয়ে ছুটে চলেছে — তার চেয়ে আহাম্মকী আর কিছুই হতে পারে না। এইসব লোকের পক্ষে নিজেদের সব বিষয়ে কৃষকদের শিক্ষক ভাবাটা নিরেট বোকামি মাত্র। **মধ্যম কৃষকের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগের মতো আহাম্মকী আর কিছুই হতে পারে না।**

মধ্যম কৃষক উৎখাত আমাদের লক্ষ্য নয়। আমাদের বরং মনে রাখা উচিত কী নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে কৃষক রয়েছে, তার কাছ থেকে শিখতে হবে উন্নততর ব্যবস্থায় উত্তরণের প্রণালীগুলি এবং **বিরত থাকা চাই তাকে হুকুম করার দুঃসাহস থেকে!** আমরা নিজেরাই এই নিয়ম তৈরি করেছি। (**সমগ্র কংগ্রেসের করতালি**।) আমাদের খসড়া প্রস্তাবে এই নিয়ম উদ্ভাবনের চেষ্টা করেছি, কেননা, কমরেডগণ, এক্ষেত্রে আমাদের পাপের বোঝাটা যথেষ্টই ভারি। এটা স্বীকারে আমরা মোটেই লজ্জিত নই। আমরা ছিলাম অনভিজ্ঞ। শোষকদের বিরুদ্ধে খোদ লড়াইটিই আমাদের অভিজ্ঞতার ফল। যদি কখনো এজন্য আমাদের নিন্দা করা হয় আমরা তখন বলতে পারি: 'প্রিয় পুঁজিপতি মহোদয়রা, এই নিন্দা কেবল আপনাদেরই প্রাপ্য। আপনারা এমন নির্মম, নির্বোধ, অটল ও বেপরোয়া বাধা না দিলে, আপনারা বিশ্ববুর্জোয়ার সঙ্গে যোগ না দিলে, বিপ্লব আরও অনেক শান্তিপূর্ণ হতে পারত।' এখন যেহেতু আমরা সব দিকের নির্মম হামলা প্রতিহত করেছি সেজন্য অন্য পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভবপর। কেননা, আমরা তো কোন সংকীর্ণ চক্র হিসেবে নয়, কাজ করছি লক্ষ লক্ষ মানুষের নেতৃস্বরূপ পার্টি হিসেবে। লক্ষ লক্ষ মানুষ পথপরিবর্তনের ব্যাপারটা তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারে না আর সেজন্য এমনটি প্রায়ই ঘটে যে কুলাকের লক্ষ্যে উদ্যত আঘাত পড়ে মধ্যম কৃষকের উপর। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। এটা কেবল এভাবেই বোঝা উচিত যে, ব্যাপারটা ঘটছে কালজীর্ণ ঐতিহাসিক পরিস্থিতির দরুন এবং এই শ্রেণীর আনুষঙ্গিক নতুন পরিস্থিতি ও নতুন কার্যকলাপের জন্য প্রয়োজন নতুন মনস্তত্ত্ব।

কৃষকদের চাষাবাদ সম্পর্কিত আমাদের ডিক্রিগুলি মূলগতভাবে শুদ্ধ। এগুলির একটিও বাতিল বা একটির জন্য আপসোস করার মতো কোনই কারণ আমাদের নেই। কিন্তু ডিক্রিগুলি শুদ্ধ হলেও **সেগুলি কৃষকদের উপর জোর করে চাপান অবশ্যই ভুল বৈকি।** কোন ডিক্রিতেই এমন কিছু উল্লিখিত নেই। এগুলি এজন্যই শুদ্ধ যে এগুলিতে অনুসরণীয় পথের হদিস রয়েছে, এগুলি বাস্তব উপায়ের পরামর্শ দেয়। আমরা যখন বলি 'সম্মিলনীতে

উৎসাহ দাও' তখন এই নির্দেশই দেয়া হয় যা কার্যকর করায় শেষ **ধরনটি** খুঁজে পাওয়ার আগে বার বার পরীক্ষা করতে হবে। যখন বলা হয় যে কৃষকের স্বেচ্ছামূলক সম্মতি আদায়ের জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত, তখন এটাই বোঝায় যে তাদের অবশ্যই রাজি করাতে হবে, বাস্তব কাজের মাধ্যমে রাজি করাতে হবে। তারা কেবল কথা শোনেই মনস্থির করবে না, এটা খুব ভাল হবে। মন্দ হত যদি তারা মনস্থির করত কেবল ডিক্রি বা উত্তেজক প্রচারপত্র পড়ে। এইভাবে অর্থনৈতিক জীবন পুনর্গঠিত হলে এমন পুনর্গঠনের কানাকড়িও দাম থাকবে না। এইসব সম্মিলনী যে ভাল সেটা অবশ্যই আগে প্রমাণ করা চাই। জনগণকে এমনভাবে সঙ্ঘবদ্ধ করা প্রয়োজন যাতে তারা সত্যিসত্যিই সঙ্ঘবদ্ধ হয়, পরস্পর বিরোধী না থাকে। এটা অবশ্যই প্রমাণ করা চাই যে সম্মিলন হল সুবিধাজনক। ঠিক এভাবেই কৃষক প্রশ্নটি উত্থাপন করে এবং ঠিক এভাবেই আমাদের ডিক্রিগুলি তা নির্ধারণ করে। অদ্যাবধি যদি আমরা এটা অর্জন না করে থাকি তাতে লজ্জার কিছু নেই, আর সরলভাবে তা স্বীকার করাই আমাদের উচিত।

আমরা এপর্যন্ত প্রত্যেকটি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মূল কাজ — বুর্জোয়াকে হটান — শুধু সম্পূর্ণ করেছি। এটা মোটামুটি নিষ্পন্ন হলেও অতি কঠিন এক অর্ধ-বর্ষ এখন শুরু হচ্ছে, যখন বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের ধ্বংস করার শেষ চেষ্টা শুরু করেছে। বিন্দুমাত্র অতিশয়োক্তি ছাড়াই আমরা এখন বলতে পারি যে **তারা নিজেই এটা বোঝে যে এই অর্ধ-বর্ষ পরে তাদের লক্ষ্যটি পুরোপুরি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।** তারা হয় এখন অবসন্ন অবস্থার সুযোগে আমাদের হারিয়ে দিক, কোণঠাসা করুক অথবা আমরা জয়ী হিসাবে আমাদের অভ্যুদয় ঘটুক এবং কেবল এককভাবে আমাদের দেশের ক্ষেত্রেই নয়। এই অর্ধ-বর্ষে খাদ্য সমস্যা ও পরিবহণ সমস্যা প্রকটতর হয়েছে, যখন সাম্রাজ্যবাদীরা কয়েকটি রণাঙ্গনে আমাদের আক্রমণের চেষ্টা করছে, তখন আমাদের অবস্থা হল খুবই কঠিন। কিন্তু **এটা হল শেষ কঠিন অর্ধ-বর্ষ।** আক্রমণকারী বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমাদের যাবতীয় শক্তির প্রস্তুতি অব্যাহত রাখা চাই।

কিন্তু যখনই আমরা গ্রামীণ জেলাগুলিতে আমাদের কাজের লক্ষ্য সম্পর্কে বলি তখন সকল অসুবিধা সত্ত্বেও, শোষকদের ধ্বংস করার আশু কাজে আমাদের অভিজ্ঞতা পুরোপুরি সংশ্লিষ্ট থাকা সত্ত্বেও, আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে, কখনই ভুললে চলবে না যে, গ্রামীণ জেলাগুলিতে মধ্যম কৃষকের সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য হল সম্পূর্ণই আলাদা।

পেত্রগ্রাদ থেকে ইভানভো-ভজনেসেন্স্ক বা মস্কো অবধি সকল শ্রেণীসচেতন শ্রমিক, যারা গ্রামীণ জেলাগুলিতে ছিল, তারা সেইসব দৃষ্টান্তের কথা উল্লেখ করেছে: কীভাবে আপাতদৃষ্টিতে সংশোধনাতীত কয়েকটি ভুলবোঝাবুঝি, মারাত্মক ধরনের কতকগুলি সংঘাত বুদ্ধিমান শ্রমিকের হস্তক্ষেপের ফলে দূরীভূত বা মীমাংসিত হয়েছে, যে-শ্রমিকরা কথা বলেছে বইয়ের ভাষায় নয় কৃষকদের বোধ্য ভাষায়, তারা কথা বলেছে সেইসব সর্দারদের ভাষায় নয় যারা গ্রামীণ জীবন সম্পর্কে কিছু না জেনেই কেবল হুকুম দেয়, কমরেডের মতো ব্যাখ্যা করেছে বিদ্যমান পরিস্থিতির আর শোষকদের বিরুদ্ধে মেহনতী হিসেবে তাদের আবেগের কাছে জানিয়েছে আবেদন। বন্ধুসুলভ এসব ব্যাখ্যা দ্বারা তারা যা অর্জন করেছে অন্য শত জনের পক্ষে তা অসম্ভব হত, যারা সর্দার বা উপরওলার মতো আচরণ করে থাকে।

আপনাদের কাছে উপস্থাপিত এই প্রস্তাবের মধ্যে এই আদর্শই তো সম্পৃক্ত রয়েছে।

আমার সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনে অন্তর্নিহিত নীতিগুলি সম্পর্কে, প্রস্তাবের সাধারণ রাজনৈতিক তাৎপর্য সম্পর্কে আমি আলোচনা করেছি। আমি দেখাতে চেষ্টা করেছি এবং মনে করি সফলও হয়েছি, যে সামগ্রিক বিপ্লবের স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা কোন নীতিপরিবর্তন করছি না, আমরা পথ বদলাচ্ছি না। শ্বেতরক্ষী ও তাদের বশংবদরা চিৎকার করছে বা করবে যে আমরা তা-ই করেছি। তারা চিৎকার করুক। আমরা গ্রাহ্য করি না। আমরা অটলতমভাবে নিজেদের লক্ষ্যমুখে চলেছি। বুর্জোয়া অবদমন থেকে মধ্যম কৃষকদের জীবন পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টি ফেরাতে হবে। তাদের সঙ্গে আমরা শান্তিতে বসবাস করব। কমিউনিস্ট সমাজে অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নীত ও উন্নত হলে শুধু তখনি মধ্যম কৃষকরা আমাদের পক্ষে থাকবে। যদি আগামীকালই আমরা চালক সহ এক লক্ষ প্রথম শ্রেণীর ট্র্যাক্টর সরবরাহ করতে পারতাম (আপনারা জানেন বর্তমানে এটা অলীক কল্পনা মাত্র), তাহলে মধ্যম কৃষক বলত: 'আমি কমিউনিয়ার পক্ষে' (অর্থাৎ কমিউনিজমের পক্ষে)। কিন্তু এজন্য প্রথমত আন্তর্জাতিক বুর্জোয়াকে পর্যুদস্ত করা, তাদের ওই ট্র্যাক্টরগুলি দিতে বাধ্য করা অথবা নিজেই সেগুলি অর্জনের মতো আমাদের উৎপাদনী শক্তিকে এতটা উন্নত করা প্রয়োজন। সমস্যাটি মোকাবিলার এটাই একমাত্র শুদ্ধ পন্থা।

কৃষকদের প্রয়োজন হল শহরের শিল্প। এটা ছাড়া সে বাঁচতে পারে না

আর তা রয়েছে আমাদের হাতে। কাজটা সঠিকভাবে শুরু করতে পারলে ওইসব পণ্য, সাজসরঞ্জাম ও শহর থেকে সংস্কৃতি কৃষকদের কাছে পৌঁছনর জন্য তারা আমাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে। এগুলি তো তাদের কাছে শোষক বা জমিদাররা আনবে না, আনবে তার সহকর্মীরা-শ্রমিকরা, যাকে তারা খুবই উচ্চমূল্যায়ন করে, সত্যিকার সাহায্য দানের নিরিখে বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্য দিয়ে থাকে আর এইসঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে, সঙ্গতভাবেই প্রত্যাখ্যান করে উপর থেকে আসা যাবতীয় প্রভুত্বকারী 'হুকুমগুলিকে'।

প্রথমে সাহায্য দিন এবং পরে আস্থা অর্জনের চেষ্টা করুন। কাজটি যদি এমন শুদ্ধভাবে শুরু করতে পারেন, যদি উয়েজ্দ আর ভোলস্ত্গুলিতে, খাদ্যসংগ্রাহক দলে এবং অন্যান্য প্রত্যেকটা সংগঠনে আমাদের প্রত্যেকটি কর্মিদলের প্রত্যেকটা পদক্ষেপ যথাযথ করা হয়, যদি এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ সতর্কভাবে পরীক্ষা করা হয় তাহলে আমরা কৃষকের আস্থাভাজন হব আর কেবল তখনই আমাদের পক্ষে আরও এগিয়ে যাওয়া সম্ভবপর হবে। এখন তাকে সাহায্য দেয়া, উপদেশ দেয়াই আমাদের প্রধান কর্তব্য। এটা সর্দারের নির্দেশ হবে না, হবে সহকর্মীর উপদেশ। তখন কৃষক পুরোপুরি আমাদেরই সমর্থন করবে।

কমরেডগণ, আমাদের প্রস্তাবে এটিই রয়েছে এবং আমার মতে এটাই হবে কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত। আমরা যদি এটা গ্রহণ করি, এটা যদি আমাদের সকল পার্টি-সংগঠনের কাজের নির্ধারক হয় তাহলে আমাদের সামনের দ্বিতীয় বৃহৎ কাজটিরও মোকাবিলা সম্ভবপর হবে।

বুর্জোয়া উৎখাত, তাদের অবদমনের কৌশল আমরা শিখেছি। এজন্য আমরা গর্বিত। কিন্তু লক্ষ লক্ষ মধ্যম কৃষকের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক মীমাংসার, তাদের আস্থালাভের কৌশল আমরা শিখি নি। এটা অবশ্যই অকপটে স্বীকার করব। কিন্তু, কাজটা আমরা বুঝতে পেরেছি। আমরা এটা শুরু করেছি। আমরা পূর্ণ আত্মবিশ্বাসে, পূর্ণ জ্ঞানে ও পূর্ণ দৃঢ়তার সঙ্গে বলি যে আমরা কাজটির মোকাবিলা করব এবং তখন সমাজতন্ত্র সম্পূর্ণ দুর্জয় হয়ে উঠবে। (**দীর্ঘ করতালি**)।

৩৮ খণ্ড, ১৯২-২০৫ পৃঃ

তৃতীয় আন্তর্জাতিক এবং ইতিহাসে তার স্থান

'আঁতাঁত' (১৭২) দেশগুলির সাম্রাজ্যবাদীরা রাশিয়াকে অবরোধ করে আছে। সংক্রমণের উৎসস্থল হিসেবে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রকে তারা পুঁজিবাদী জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চেষ্টিত। নিজেদের রাজনৈতিক প্রথার 'গণতান্ত্রিকতা' নিয়ে বড়াই-করা এই লোকগুলো সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের প্রতি বিদ্বেষে এতই অন্ধ যে, নিজেরাই তারা নিজেদের কী রকম হাস্যকর করে তুলছে সেটা লক্ষ্য করছে না। ভেবে দেখুন একবার: অগ্রসর, সর্বাধিক সুসভ্য ও 'গণতান্ত্রিক' সব দেশ, আপাদমস্তক অস্ত্রসজ্জিত, সামরিক দিক থেকে গোটা পৃথিবীর ওপর যাদের অখণ্ড প্রাধান্য, তারা কিনা এক বিধ্বস্ত, দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত, পশ্চাৎপদ এবং তাদের মতে এমন কি আধা-বুনো এক দেশ থেকে আসা **ভাবাদর্শের** সংক্রমণকে ভয় করছে যমের মতো!

মাত্র এই একটা বৈপরীত্যেই সমস্ত দেশের মেহনতীদের চোখ খুলে যাচ্ছে এবং সাম্রাজ্যবাদী ক্লেমাঁসো, লয়েড-জর্জ, উইলসন ও তাঁদের সরকারগুলির ভণ্ডামির মুখোস খুলতে সাহায্য হচ্ছে।

কিন্তু সোভিয়েতগুলির প্রতি বিদ্বেষে পুঁজিবাদীদের অন্ধতাই শুধু নয়, তাদের নিজেদের মধ্যেকার খেয়োখেয়িটাও আমাদের সাহায্য করছে, যার ফলে তারা পরস্পরকে ল্যাঙ মারতে বাধ্য হচ্ছে। নিজেদের মধ্যে তারা এক খাঁটি নীরবতার চক্রান্ত ফেঁদেছে। সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র সম্পর্কে সাধারণভাবে সত্য খবর এবং বিশেষত তার সরকারী দলিলপত্রগুলির প্রচারে তাদের সবচেয়ে বেশি ভয়। তাহলেও ফরাসী বুর্জোয়াদের প্রধান মুখপত্র 'কাল' (*Le Temps*) (১৭৩) মস্কোয় তৃতীয়, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠার খবর ছেপেছে।

তার জন্য ফরাসী বুর্জোয়াদের প্রধান মুখপত্রটির প্রতি, ফরাসী

জাতিদম্ভিতা ও সাম্রাজ্যবাদের এই নায়কটির প্রতি আমাদের সসম্মান ধন্যবাদ জানাই। এমন সাফল্যের সঙ্গে ও এমন কৃতিত্বের সঙ্গে আমাদের সাহায্য করছে বলে আমাদের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ 'কাল' পত্রিকার কাছে একটা সসম্মান মানপত্র প্রেরণে আমরা রাজী।

আমাদের রেডিওর ভিত্তিতে 'কাল' পত্রিকা যেভাবে তার খবর সাজিয়েছে তা থেকে টাকার বস্তার এই মুখপত্রটি কী উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়েছিল তা পুরোপুরি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। উইলসনকে খোঁচা দেবার ইচ্ছে হয়েছে পত্রিকার, বলছে, দেখুন যাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় নামতে চাইছেন তারা কেমন লোক! টাকার বস্তার হুকুমে কলম-চালান এই প্রাজ্ঞেরা লক্ষ্য করে নি, কীভাবে উইলসনকে বলশেভিকদের ভয় দেখানর চেষ্টাটা মেহনতী জনগণের চোখে পরিণত হচ্ছে বলশেভিকদের পক্ষে প্রচারে। ফের বলি: ফরাসী কোটিপতিদের মুখপত্রের প্রতি আমাদের সসম্মান ধন্যবাদ!

তৃতীয় আন্তর্জাতিকের প্রতিষ্ঠা হল এমন এক বিশ্বপরিস্থিতিতে যে, 'আঁতাঁত' সাম্রাজ্যবাদীদের অথবা জার্মানির শাইডেমান, অস্ট্রিয়ার রেন্নার মতো পুঁজিবাদের সেবাদাসদের কোন নিষেধাজ্ঞায়, তুচ্ছ ও শোচনীয় কোন চালাকিতেই গোটা বিশ্বে শ্রমিক-শ্রেণীর মধ্যে সেই আন্তর্জাতিকের প্রতিষ্ঠার সংবাদ প্রচার এবং তার প্রতি সহানুভূতির প্রসার ব্যাহত করা সম্ভব নয়। সেই পরিস্থিতি গড়ে উঠেছে স্পষ্টতই দিনে দিনে নয়, ঘণ্টায় ঘণ্টায় বর্ধমান প্রলেতারীয় বিপ্লবের ফলে। এই পরিস্থিতি গড়ে উঠেছে মেহনতী জনগণের মধ্যে **সোভিয়েত** আন্দোলনের ফলে — সেই আন্দোলন ইতিমধ্যে এতটা শক্তি অর্জন করেছে যে সত্যসত্যই **আন্তর্জাতিক** আন্দোলন হয়ে উঠেছে।

প্রথম আন্তর্জাতিকে (১৮৬৪-১৮৭২) স্থাপিত হয় পুঁজির ওপর শ্রমিকদের বিপ্লবী হামলা প্রস্তুতির জন্য আন্তর্জাতিক সংগঠনের বনিয়াদ। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক (১৮৮৯-১৯১৪) হল এমন আন্তর্জাতিক প্রলেতারীয় আন্দোলনের সংগঠন, যা **প্রস্থে** বাড়ছিল। ফলত, বিপ্লবী মানের সাময়িক একটা ঘাটতি, সুবিধাবাদের একটা সাময়িক প্রাবল্য এড়ান যায় নি, শেষপর্যন্ত, যার পরিণতি হয় এই আন্তর্জাতিকের লজ্জাকর ভরাডুবিতে।

তৃতীয় আন্তর্জাতিক কার্যত গড়ে ওঠে ১৯১৮ সালে, যখন সুবিধাবাদ ও জাতিদম্ভী-সমাজবাদের বিরুদ্ধে বহু বছরের সংগ্রাম প্রক্রিয়ায় বিশেষত যুদ্ধকালে একগুচ্ছ জাতির মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে উঠেছিল। আনুষ্ঠানিকভাবে তৃতীয় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠিত হল তার প্রথম কংগ্রেসে, মস্কোয় ১৯১৯ সালের মার্চে। এবং এই আন্তর্জাতিকের বৈশিষ্ট্য, তার

করণীয় — মার্কসবাদের অনুশাসন পূরণ ও সফল করা, সমাজতন্ত্র ও শ্রমিক আন্দোলনের যুগযুগের আদর্শগুলিকে কার্যকর করা — তৃতীয় আন্তর্জাতিকের এই বৈশিষ্ট্যটা সঙ্গে সঙ্গেই আত্মপ্রকাশ করেছে এই দিক থেকে যে, এই নতুন, তৃতীয়, 'আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ' **ইতিমধ্যেই** কিছুটা পরিমাণে **সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রগুলির ইউনিয়নের** সঙ্গে **মিলে যেতে** শুরু করেছে।

সমাজতন্ত্রের জন্য প্রলেতারীয়, আন্তর্জাতিক সংগ্রামের ভিত পাতা হয় প্রথম আন্তর্জাতিকে।

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক হল একগুচ্ছ দেশে আন্দোলনের বিস্তৃত, ব্যাপক প্রসারের জমি প্রস্তুতির যুগ।

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের কাজের সুফলগুলি গ্রহণ করেছে তৃতীয় আন্তর্জাতিক। এটা তার সুবিধাবাদী, জাতিদম্ভী-সমাজবাদী, বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া গাদ ছেঁকে ফেলে প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব **কার্যকর করতে শুরু করেছে।**

বিশ্বের সবচেয়ে বৈপ্লবিক আন্দোলন, পুঁজির জোয়াল উচ্ছেদের জন্য প্রলেতারিয়েতের আন্দোলন পরিচালনা করছে যেসব পার্টি, তাদের আন্তর্জাতিক সমিতির এখন একটা অভূতপূর্ব পাকা ঘাঁটি বর্তমান: একাধিক **সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র,** আন্তর্জাতিক আয়তনে যারা প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব ও পুঁজিবাদের ওপর তাদের বিজয় রূপায়িত করছে।

তৃতীয়, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের বিশ্ব-ঐতিহাসিক তাৎপর্যটা এই যে, তা কার্যকর করতে শুরু করেছে মার্কসের মহত্তম ধ্বনি, সমাজতন্ত্র এবং শ্রমিক আন্দোলনের যুগযুগব্যাপী বিকাশের সারার্থ নিহিত হয়েছে যে-ধ্বনিতে, যে-ধ্বনি অভিব্যক্ত হচ্ছে এই সংজ্ঞার্থে: প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব।

এই দূরদৃষ্টি ও এই তত্ত্ব, — একজন প্রতিভাবানের এই দূরদৃষ্টি ও তত্ত্ব বাস্তব হয়ে উঠছে।

এই লাতিন কথাটি আজ অনূদিত হয়েছে আধুনিক ইউরোপের সবকটি জাতীয় ভাষায়, — ততোধিক: বিশ্বের সমস্ত ভাষায়।

বিশ্ব-ইতিহাসের নতুন একটি যুগ শুরু হয়েছে।

মানবজাতি ছুঁড়ে ফেলছে দাসত্বের শেষ রূপটাকে: পুঁজিবাদী বা মজুরি দাসত্বকে।

দাসত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত করে মানবজাতি এই প্রথম উঠে আসছে সত্যকার স্বাধীনতায়।

এটা কীভাবে ঘটল যে, প্রথম প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করল যে দেশটি, সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র গঠন করল, সেটি ছিল ইউরোপের এক অতি পশ্চাৎপদ দেশ? বোধ হয় ভুল হবে না যদি বলি, পশ্চিমে সোভিয়েতগুলির ভূমিকার উপলব্ধি কঠিন বা মন্থর হওয়ার অন্যতম কারণ (সমাজতন্ত্রের অধিকাংশ নেতাদের সুবিধাবাদী অভ্যাস ও কূপমণ্ডূক কুসংস্কারের প্রভাব ছাড়া) রাশিয়ার পশ্চাৎপদতা এবং বুর্জোয়া গণতন্ত্র পেরিয়ে উচ্চতম রূপের গণতান্ত্রিকতা, সোভিয়েত বা প্রলেতারীয় গণতন্ত্রে তার 'উল্লম্ফনের' মধ্যেকার বৈপরীত্যটাই।

সারা দুনিয়ায় শ্রমিক জনগণ প্রলেতারীয় সংগ্রামের অস্ত্র হিসেবে এবং প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের একটা রূপ হিসেবে সোভিয়েতগুলির তাৎপর্য সহজাতবোধেই ধরেছিল। কিন্তু সুবিধাবাদে কলুষিত 'নেতারা' বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পূজা চালাতেই থাকল এবং এখনো চালাচ্ছে — একে তারা বলে সাধারণভাবে 'গণতন্ত্র'।

প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের প্রতিষ্ঠায় যে রাশিয়ার পশ্চাৎপদতার সঙ্গে বুর্জোয়া গণতন্ত্র **পেরিয়ে** তার 'উল্লম্ফনের' 'বৈপরীত্যটা' সর্বাগ্রে দেখা যাচ্ছে, তা কি আশ্চর্যের ব্যাপার? একাধিক বৈপরীত্য **ছাড়া** ইতিহাস যদি আমাদের **নতুন** রূপের এক গণতন্ত্র উপহার দিত, তবেই তা হত আশ্চর্যের।

যে-কোন মার্কসবাদীকে বা সাধারণভাবে আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত যে-কোন ব্যক্তিকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, 'প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বে বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশের উত্তরণ সমসত্ত্ব অথবা সুসমঞ্জস সমানুপাতিক সম্ভব কি না?' — তাহলে সে নিঃসন্দেহেই উত্তর দেবে, না। পুঁজিবাদী দুনিয়ায় সমসত্ত্বতা বা সামঞ্জস্য বা সমানুপাত কিছুই কদাচ ছিল না এবং থাকা সম্ভব ছিল না। এক-একটা দেশ পুঁজিবাদের ও শ্রমিক আন্দোলনের এক-একটা দিক, লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য-গুচ্ছকে বিশেষ গভীরতায় ফুটিয়ে তুলেছে। বিকাশের প্রক্রিয়া এগিয়েছে অসমানভাবে।

ফ্রান্স যখন তার মহান বুর্জোয়া বিপ্লব ঘটিয়ে গোটা ইউরোপখণ্ডকে ঐতিহাসিকভাবে নতুন জীবনে জাগিয়ে তুলছিল, তখন প্রতিবিপ্লবী জোটের মাথা হয়ে দাঁড়ায় ইংলন্ড, যদিও ফ্রান্সের তুলনায় ইংলন্ড সে-সময় ছিল পুঁজিবাদের দিক থেকে অনেক বেশি বিকশিত। আবার সেই পর্বের ইংরেজ

শ্রমিক আন্দোলন চমৎকারভাবে এমন অনেক জিনিস আগেই উপলব্ধি করতে পেরেছিল যা ছিল ভবিষ্যৎ মার্কসবাদের অন্তর্গত।

যে-সময় পৃথিবীতে ইংলন্ড এনে দিচ্ছিল প্রথম ব্যাপক, সত্যিকার ব্যাপক ও রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত প্রলেতারীয়-বৈপ্লবিক আন্দোলন, চার্টিস্ট আন্দোলন (১৭৪), তখন ইউরোপখণ্ডে ঘটছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুর্বল ধরনের বুর্জোয়া বিপ্লব, অথচ ফ্রান্সে শুরু হয়ে গেল বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের মধ্যে প্রথম মহান গৃহযুদ্ধ (১৭৫)। প্রলেতারিয়েতের বিভিন্ন জাতীয় বাহিনীকে বুর্জোয়া পরাস্ত করল একে একে এবং বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে।

এঙ্গেলস বলেছেন ইংলন্ড ছিল এমন একটা দেশের আদর্শরূপ যেখানে বুর্জোয়া-বনে-যাওয়া অভিজাতদের পাশাপাশি বুর্জোয়া সৃষ্টি করে অতি বুর্জোয়া-বনে-যাওয়া প্রলেতারিয়েতের উচ্চস্তর।* প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী সংগ্রামের দিক থেকে এই অগ্রণী পুঁজিবাদী দেশটি কয়েক দশক পেছিয়ে রইল। বিশ্ব-ঐতিহাসিক তাৎপর্যের দিক থেকে যা অসাধারণ বিরাট অবদান দিয়েছিল, ১৮৪৮ ও ১৮৭১ সালে বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে তেমন দুটি মহান শ্রমিক অভ্যুত্থানে ফ্রান্সের প্রলেতারিয়েতের শক্তি যেন-বা ফুরিয়ে গেল। পরে শ্রমিক আন্দোলনের আন্তর্জাতিকে নেতৃত্ব চলে গেল জার্মানির কাছে, উনিশ শতকের সত্তরের দশক থেকে, যখন অর্থনৈতিকভাবে ইংলন্ড ও ফ্রান্সের চেয়ে জার্মানি ছিল পিছিয়ে। এবং অর্থনৈতিকভাবে জার্মানি যখন এই দুটি দেশকে ছাড়িয়ে গেল, অর্থাৎ বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক নাগাদ, তখন দেখা গেল গোটা দুনিয়ার কাছে যা ছিল আদর্শস্বরূপ, জার্মানির সেই মার্কসবাদী শ্রমিক পার্টির নেতৃত্বে রয়েছে একদল চরম নচ্ছার, পুঁজিপতিদের কাছে আত্মবিক্রীত অতিজঘন্য একদল পাষণ্ড — শাইডেমান ও নস্‌কে থেকে ডেভিড ও লেগিন পর্যন্ত — এমন একদল অতি জঘন্য জল্লাদ, যারা শ্রমিকদের মধ্য থেকে উত্থিত হয়ে রাজতন্ত্র ও প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়ার সেবায় নিযুক্ত।

বিশ্ব-ইতিহাস অটলভাবেই প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের দিকে চলেছে, কিন্তু সেই পথ মোটেই মসৃণ, সহজ ও সরল নয়।

কার্ল কাউটস্কি যখন মার্কসবাদী ছিলেন, যখন সোভিয়েত বা প্রলেতারীয় গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে, শাইডেমানদের সঙ্গে ঐক্য ও বুর্জোয়া

---

* ফ. এঙ্গেলস। ১৮৫৮ সালের ৭ অক্টোবর ক. মার্কসের কাছে লেখা চিঠি। — সম্পাঃ

গণতন্ত্রের লড়াইয়ে হিসেবে মার্কসবাদের আদর্শভ্রষ্ট হন নি, তখন ঠিক বিশ শতকের গোড়ায় তিনি 'স্লাভগণ ও বিপ্লব' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধে তিনি এমন সব ঐতিহাসিক পরিস্থিতির কথা হাজির করেন যাতে আন্তর্জাতিক বিপ্লবী আন্দোলনের নেতৃত্ব স্লাভদের কাছে চলে যাবার সম্ভাবনা সূচিত হচ্ছিল।

এবং তা-ই ঘটেছে। বিপ্লবী প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকের নেতৃত্ব আপাতত — বলাই বাহুল্য, কেবল অল্পদিনের জন্যই — রুশীদের কাছে গেছে, যেমন উনিশ শতকের বিভিন্ন পর্বে তা গিয়েছিল ইংরেজদের হাতে, পরে ফরাসীদের ও তারপর জার্মানদের হাতে।

একাধিকবার আমাকে আগে বলতে হয়েছে যে, রুশীদের পক্ষে মহান প্রলেতারীয় বিপ্লব **শুরু করা** অগ্রণী দেশগুলির তুলনায় সহজ ছিল। কিন্তু তা **চালিয়ে যাওয়া** এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজের পরিপূর্ণ সংগঠন, এই অর্থে তাকে চূড়ান্ত বিজয়ী সমাপ্তিতে নিয়ে আসাটা হবে অনেক কঠিন।

শুরু করা আমাদের পক্ষে সহজ ছিল, কারণ প্রথমত, জার-রাজতন্ত্রের অসাধারণ রাজনৈতিক পশ্চাৎপদতায় — বিশ শতকী ইউরোপের তুলনায় — জনগণের বিপ্লবী আক্রমণের মধ্যে একটা অসাধারণ শক্তি জেগে ওঠে। দ্বিতীয়ত, রাশিয়ার পশ্চাৎপদতায় বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে প্রলেতারীয় বিপ্লব জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষক বিপ্লবের সঙ্গে স্বকীয়ভাবে মিশে যায়। ১৯১৭ সালের অক্টোবরে আমরা শুরু করি এটা থেকেই এবং তা থেকেই শুরু না করলে অত সহজে তখন আমাদের জয়লাভ হত না। ১৮৫৬ সালেই প্রুশিয়া প্রসঙ্গে মার্কস প্রলেতারীয় বিপ্লবের সঙ্গে কৃষক সমরের একটা বিশেষ যোগাযোগের সম্ভাবনা উল্লেখ করেছিলেন।* ১৯০৫ সালের শুরু থেকেই প্রলেতারিয়েত ও কৃষকসম্প্রদায়ের একটা বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব সমর্থন করে এসেছে বলশেভিকরা। তৃতীয়ত, পশ্চিমের সমাজতন্ত্রের 'শেষ কথার' সঙ্গে অগ্রবাহিনীর পরিচয় এবং জনগণের বিপ্লবী **সংগ্রাম**, উভয় দিক থেকেই শ্রমিক ও কৃষক জনগণকে রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য ১৯০৫ সালের বিপ্লব অনেক কিছু করেছে। ১৯০৫ সালের এই 'পূর্ণাঙ্গ মহলা' ছাড়া ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারির বুর্জোয়া বিপ্লব এবং অক্টোবরের প্রলেতারীয় বিপ্লব কোনটাই সম্ভব হত না। চতুর্থত, পুঁজিবাদী

---

* ক. মার্কস। ১৮৫৬ সালের ১৬ এপ্রিল ফ. এঙ্গেলসের কাছে লেখা চিঠি। — সম্পাঃ

অগ্রণী দেশগর্নলির সামরিক প্রাধান্যের বিরন্দ্ধে অন্য যে-কোন দেশের চেয়ে দীর্ঘদিন টিকে থাকা সম্ভব হয় রাশিয়ার ভৌগোলিক অবস্থায়। পঞ্চমত, কৃষকদের সঙ্গে প্রলেতারিয়েতের বিশিষ্ট একটা সম্পর্কের দরুন বর্জোয়া বিপ্লব থেকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে উৎক্রমণ সহজ হয়, গ্রাম্য মেহনতীদের আধা-প্রলেতারীয় গরিব অংশকে প্রভাবিত করা সহজ হয় শহুরে প্রলেতারিয়ানদের পক্ষে। ষষ্ঠত, ধর্মঘট সংগ্রামের দীর্ঘ তালিম ও ইউরোপীয় ব্যাপক শ্রমিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতার ফলে প্রগাঢ় ও প্রখরতর বিপ্লবী পরিস্থিতিতে **সোভিয়েতগর্নলির** মতো অমন স্বকীয় ধরনের একটা প্রলেতারীয় বিপ্লবী সংগঠনের উদ্ভব সহজ হয়।

তালিকাটি অবশ্যই অসম্পূর্ণ। তবে, আপাতত এতেই সীমাবদ্ধ থাকা যায়।

সোভিয়েত বা প্রলেতারীয় গণতন্ত্রের জন্ম হল রাশিয়ায়। এটা হল প্যারিস কমিউনের পর দ্বিতীয় বিশ্ব-ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। প্রলেতারীয় ও কৃষক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র বিশ্বের প্রথম স্থায়ী সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র বলে প্রমাণিত হল। **নতুন ধরনের রাষ্ট্র** হিসেবে সে হবে অমর। সে আর একা নয়।

সমাজতন্ত্র নির্মাণের কাজটা চালিয়ে যাওয়া, সেটাকে সম্পূর্ণ করার জন্য এখনো অনেক অনেক কিছু দরকার। প্রলেতারিয়েতের যেখানে ভার ও প্রভাব বেশি সেই সব অধিকতর সংস্কৃতিসম্পন্ন দেশের সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র একবার প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের পথ গ্রহণ করলে যে রাশিয়াকে ছাড়িয়ে যাবে, তার সমূহ সম্ভাবনা আছে।

দেউলিয়া দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক এখন মরছে, জীবন্তই খসে পড়ছে। আসলে এটা আন্তর্জাতিক বর্জোয়ার দালালেরই কাজ করছে। সত্যই এ এক পীত আন্তর্জাতিক। কাউট্স্কির মতো এর বড় বড় তত্ত্বপ্রবক্তা নেতারা **বর্জোয়া** গণতন্ত্রের গুণ গাইছেন, তাকে অভিহিত করছেন সাধারণ 'গণতন্ত্র' বা — যা আরও নির্বোধ ও আরও স্থূল — 'বিশুদ্ধ গণতন্ত্র' বলে।

বর্জোয়া গণতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে শ্রমিক জনগণকে তালিম দেওয়াই যখন ছিল প্রধান কাজ, তখনকার ঐতিহাসিকভাবে আবশ্যক হিতকর কাজ করার পর দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের যেমন দিন গেছে, তেমনি দিন গেছে বর্জোয়া গণতন্ত্রের।

এমন কি সর্বাধিক গণতান্ত্রিক বর্জোয়া প্রজাতন্ত্রও তো পুঁজি কর্তৃক মেহনতীদের দমনের একটা যন্ত্র, পুঁজির রাজনৈতিক শাসনের একটা হাতিয়ার,

বুর্জোয়া একনায়কত্ব ছাড়া কদাচ কিছুই ছিল না, কিছুই থাকতে পারত না। গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র সংখ্যাগুরুর জন্য ক্ষমতার প্রতিশ্রুতি দেয়, সে ক্ষমতা ঘোষণা করে। কিন্তু যতক্ষণ জমি ও উৎপাদনের অন্যান্য উপায়ের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা থাকছে ততক্ষণ তা সে কখনো কাজে পরিণত করতে পারে না।

বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে 'স্বাধীনতা' কার্যক্ষেত্রে ছিল **ধনীদের** স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা প্রলেতারিয়ানরা ও মেহনতী চাষীরা ব্যবহার করতে পারত ও করা উচিত ছিল পুঁজি উচ্ছেদের জন্য, বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে অতিক্রম করার জন্য শক্তি প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে। কিন্তু **আসলে** মেহনতী জনগণ পুঁজিবাদের আওতায় সাধারণভাবে গণতন্ত্র ভোগ করতে পারে নি।

জনগণের জন্য, মেহনতীদের জন্য, শ্রমিক ও ক্ষুদে চাষীদের জন্য **গণতন্ত্র** বিশ্বে এই প্রথম সৃষ্টি হল সোভিয়েত বা প্রলেতারীয় গণতন্ত্রে।

সোভিয়েতরাজের মতো জনসংখ্যার **সংখ্যাগুরুর** রাষ্ট্রশক্তি, **কার্যক্ষেত্রে** এই সংখ্যাগুরুর রাজত্ব পৃথিবীতে আগে কখনো হয় নি।

শোষক ও তাদের সহযোগীদের 'স্বাধীনতা' তা দমন করে, হরণ করে তাদের শোষণের 'স্বাধীনতা', উপোসী রাখার বিনিময়ে মুনাফা তোলার 'স্বাধীনতা', পুঁজির ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের জন্য সংগ্রামের 'স্বাধীনতা', স্বদেশের শ্রমিক ও কৃষকদের বিরুদ্ধে বিদেশের বুর্জোয়ার সঙ্গে জোট বাঁধার 'স্বাধীনতা'।

এরূপ স্বাধীনতার পক্ষসমর্থন করতে পারেন কাউট্স্কিরা। তার জন্য হতে হবে মার্কসবাদের আদর্শভ্রষ্ট, সমাজতন্ত্রের আদর্শভ্রষ্ট।

সোভিয়েত বা প্রলেতারীয় গণতন্ত্রের তাৎপর্য, প্যারিস কমিউনের সঙ্গে তার সম্পর্ক, ইতিহাসে তার স্থান, প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের একটা ধরন হিসেবে তার আবশ্যিকতা বোঝার চূড়ান্ত অক্ষমতায় হিলফের্ডিং ও কাউট্স্কির মতো দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের তত্ত্বপ্রবক্তা নেতাদের দেউলিয়াপনা যেমন জাজ্বল্যমানভাবে প্রকাশ পেয়েছে তেমন আর কিছুতে নয়।

'স্বতন্ত্র' (পড়া উচিত মধ্যবিত্ত, কূপমন্ডূক, পেটি বুর্জোয়া) জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টির (১৭৬) মুখপত্র 'স্বাধীনতার' (*Die Freiheit)* ৭৪ নং সংখ্যায় ১৯১৯ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি 'জার্মানির বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের প্রতি' একটি ইস্তাহার স্থান পেয়েছে।

এই ইস্তাহারে পার্টির কর্মকর্তারা এবং জার্মান 'সংবিধান সভার', 'জাতীয় সভার' সকল সদস্যই সই দিয়েছে।

শাইডেমানরা **সোভিয়েতগুলিকে** উচ্ছেদ করতে চাইছে এই অভিযোগ আনছে ইস্তাহারটি এবং প্রস্তাব দিচ্ছে যে, — ঠাট্টা নয়! — সোভিয়েতগুলিকে **মেলান হোক** সংবিধান সভার সঙ্গে, কিছুটা রাষ্ট্রীয় অধিকার সহ সংবিধানে একটা স্থান দেওয়া হোক সোভিয়েতগুলিকে।

প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের সঙ্গে বুর্জোয়া একনায়কত্বের আপস ও মিলন! কী সহজ! কী প্রতিভাদীপ্ত কূপমণ্ডূক একটি প্রত্যয়!

একমাত্র আক্ষেপ এই যে, রাশিয়ায় কেরেনস্কির আমলে সেটা আগেই পরীক্ষা করে দেখেছে ঐক্যবদ্ধ মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা, সমাজতন্ত্রী আখ্যাধারী এই পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা।

মার্কস পড়ে যে-লোক এই কথাটি বোঝে নি যে, পুঁজিবাদী সমাজে প্রতিটি সুতীব্র মুহূর্তে, প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণী-সংঘাতের ফলশ্রুতি হয় বুর্জোয়ার একনায়কত্ব কিংবা প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব, সে মার্কসের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মতবাদ কোনটাই কিছু বোঝে নি।

কিন্তু ১১ ফেব্রুয়ারির এই অতি অপরূপ ও হাস্যকর ইস্তাহারটি এত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উদ্ভটত্বে বোঝাই যে তার আদ্যোপান্ত আলোচনা করতে হলে বুর্জোয়ার একনায়কত্বের সঙ্গে প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের শান্তিপূর্ণ মিলন নিয়ে হিলফের্ডিং, কাউটস্কি অ্যান্ড কোং-র চমৎকার কূপমণ্ডূক প্রত্যয়টিকে বিচার করা দরকার আলাদাভাবে। আরেকটা প্রবন্ধের জন্য তা তুলে রাখতে হয়।

মস্কো, ১৫ এপ্রিল, ১৯১৯

৩৮ খণ্ড, ৩০১-৩০৯ পৃঃ

স্বাধীনতা ও সাম্যের স্লোগানের মাধ্যমে জনগণকে প্রবঞ্চনা সম্পর্কে বয়স্কশিক্ষা সংক্রান্ত প্রথম সারা-রাশিয়া কংগ্রেসে প্রদত্ত বক্তৃতা থেকে

১৯ মে, ১৯১৯

আমার তালিকার শেষ প্রশ্নটি নিয়েই এবার আলোচনা করব। বিষয়টি: বিপ্লবের পরাজয় ও জয়। যে-কাউট্স্কিকে আমি আপনাদের কাছে সেকেলে, অবক্ষয়িত সমাজতন্ত্রের প্রধান প্রতিনিধি হিসেবে উল্লেখ করেছি, তিনি প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের কাজগুলি বুঝেন নি। তিনি এই বলে আমাদের নিন্দা করেন যে, সংখ্যাগুরু কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তে ব্যাপারটার শান্তিপূর্ণ সমাপ্তি নিশ্চিত হত; একনায়কত্বের গৃহীত সিদ্ধান্ত হল সামরিক উপায়ে গৃহীত সিদ্ধান্তেরই সামিল। তাই অস্ত্রবলে জয়ী হতে না পারলে তোমরা পরাজিত ও নিশ্চিহ্ন হবে; কেননা, গৃহযুদ্ধে কাউকে বন্দী করা হয় না: এই যুদ্ধ নির্বিশেষ উৎখাতের যুদ্ধ। এভাবেই ভীত কাউট্স্কি আমাদের 'ভয় দেখানর' চেষ্টা করেছেন।

খুবই সত্যিকথা। আপনার বক্তব্য অবশ্যই সত্য। আপনার পর্যবেক্ষণের শুদ্ধতা আমরা স্বীকার করছি। অতিরিক্ত বলা নিষ্প্রয়োজন। অন্যান্য যুদ্ধের তুলনায় গৃহযুদ্ধ অনেক বেশি কঠিন ও নির্মম। সেই প্রাচীন রোমের গৃহযুদ্ধের সময় থেকে শুরু করে সারা ইতিহাসেই এমনটি ঘটেছে। জাতিসমূহের মধ্যেকার যুদ্ধের অবসান ঘটে বিত্তশালী শ্রেণীগুলির মধ্যে একটা বোঝাপড়ার ফলে। গৃহযুদ্ধগুলিতেই কেবল নির্যাতিত শ্রেণী নির্যাতনকারী শ্রেণী উৎখাতের, শ্রেণী-অস্তিত্বের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিগুলি বিলুপ্তির প্রয়াস পায়।

আপনাদের জিজ্ঞেস করি, পরাজয়ের সম্ভাবনার ঝুঁকি নিয়ে যারা বিপ্লব শুরু করেছে তাদের যারা ভয় দেখায়, 'বিপ্লবী' হিসেবে তাদের মূল্য কতটা? পরাজয়ের ঝুঁকিহীন বিপ্লবের কোন অস্তিত্ব কোনকালেই ছিল না, থাকে না, থাকবেও না। বিপ্লব হল শ্রেণীসমূহের মধ্যে হিংস্রতার চরম পর্যায়ে উত্তীর্ণ এক বেপরোয়া লড়াই। শ্রেণী-সংগ্রাম তো অনিবার্য।

পুরোপুরি বিপ্লব অস্বীকার করা, কিংবা এটা স্বীকার করা যে বিত্তশালী শ্রেণীগুলির বিরুদ্ধে লড়াই হবে অন্যান্য বিপ্লবের চেয়ে কঠোরতর — অন্যতর পথ নেই। বিজ্ঞ সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে কোনকালেই এ নিয়ে মতানৈক্য ছিল না। এক বছর আগে কাউট্স্কির দলত্যাগের বিবৃতিটি বিশ্লেষণের সময় আমি নিচের কথাগুলি লিখি: এমন কি যদি এটা গত বছরের সেপ্টেম্বরে হত, এমন কি সাম্রাজ্যবাদীরা যদি বলশেভিক সরকারকে আগামীকালই উচ্ছেদ করার অবস্থা দেখা দিত, তবু ক্ষমতাদখলের জন্য আমরা একবারও অনুশোচনা করতাম না। মেহনতী জনগণের স্বার্থের সত্যিকার প্রতিনিধি একটিও শ্রেণীসচেতন শ্রমিক এজন্য অনুশোচনা করত না, এসব সত্ত্বেও যে আমাদের বিপ্লব জয়যুক্ত হবে তাতে কোন সন্দেহ পোষণ করত না। বিপ্লব জয়যুক্ত হতে পারে যদি তা শোষণের উপর সফল আঘাতকারী অগ্রণী শ্রেণীকে সামনে আনতে পারে। এমতাবস্থায় পরাজয় সত্ত্বেও বিপ্লব বিজয়ী হয়। মনে হতে পারে এটা এক বাক্চাতুরি। কিন্তু এর সত্যাসত্য প্রমাণের জন্য ইতিহাস থেকে একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক।

ফরাসী মহাবিপ্লবের কথাই ধরি। সঙ্গত কারণেই তা মহাবিপ্লব। নিজ শ্রেণীর, বুর্জোয়ার সেবক হিসেবে এটা তার জন্য যথেষ্ট করেছে, সারা উনিশ শতকের উপর ছাপ ফেলেছে, যে শতকটি সমগ্র মানবজাতিকে দিয়েছে সভ্যতা ও সংস্কৃতি। ফরাসী মহাবিপ্লবীরা না জেনেই বুর্জোয়ার স্বার্থরক্ষা করেছেন। কেননা, তাঁদের দৃষ্টি আছন্ন ছিল 'সাম্য, স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্ব' এই শব্দাবলীতে। অবশ্য উনিশ শতকে তাঁদের শুরু করা কাজটি অব্যাহত থাকে, ক্রমান্বয়ে এগিয়ে চলে এবং সারা দুনিয়ার বিভিন্ন অংশে নিষ্পন্ন হয়।

যে-শ্রেণীর আমরা সেবক, সেই প্রলেতারিয়েতের জন্য মাত্র আঠার মাসে আমাদের বিপ্লব এতটা করেছে, যা ফরাসী বিপ্লবও করতে পারে নি।

তারা স্বদেশে দু'বছর প্রতিরোধ টিকিয়ে রেখেছিল। তারপর ইউরোপীয় প্রতিক্রিয়ার সমবেত আঘাতে, সারা দুনিয়ার দস্যুদলের সমবেত আঘাতে তারা বিধ্বস্ত হয়। ওরা ফরাসী বিপ্লবকে ধ্বংস করে, ফ্রান্সের আইনসম্মত সম্রাটকে, সেকালের রমানভকে পুনর্বাসিত করে, জমিদারদের পুনর্বাসিত করে এবং আরও বহু দশক ধরে ফ্রান্সের প্রতিটি বিপ্লবী আন্দোলনকে ধ্বংস করে চলে। তাসত্ত্বেও ফরাসী মহাবিপ্লব জয়যুক্ত হয়েছিল।

ইতিহাসের মনোযোগী পাঠকমাত্রেই স্বীকার করবেন যে, ধ্বংস হওয়া সত্ত্বেও ফরাসী বিপ্লব জয়যুক্ত হয়েছিল। কেননা, সারা দুনিয়ার জন্য

এতদ্দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বুর্জোয়া গণতন্ত্রের, বুর্জোয়া স্বাধীনতার দৃঢ় ভিত্তিটি ছিল সম্পূর্ণ দুর্ভেদ্য।

আমরা যার সেবক, সেই শ্রেণীর, সেই প্রলেতারিয়েতের জন্য, আমাদের উদ্দীষ্ট লক্ষ্য, পুঁজির শাসনলোপের জন্য আঠার মাসের মধ্যে আমাদের বিপ্লব যতকিছু করেছে, তা অবশ্যই স্বশ্রেণীর জন্য ফরাসী বিপ্লবের কৃতির চেয়ে অনেক বেশি। আর সেজন্যই আমরা বলি, যদি কল্পনা হিসেবে আমরা সবচেয়ে মন্দ সম্ভাবনাটিই ধরি, এমন কি যদি আগামীকাল কোন সুখী কলচাক বলশেভিকদের শেষ লোকটিকেও হত্যা করে, তবুও বিপ্লব অজেয়ই থেকে যাবে। বিপ্লবসৃষ্ট রাষ্ট্রসংগঠনের নতুন ধরনটি সারা দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর কাছে নৈতিকভাবে জয়যুক্ত ও ইতিমধ্যে সমর্থিত হওয়ার ঘটনাটিই আমাদের বক্তব্যটির যাথার্থ্য সপ্রমাণ করছে। সেরা ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবীরা লড়াইয়ে ধ্বংস হওয়ার সময় ছিলেন একা। অন্যান্য দেশ তাঁদের সমর্থন দেয় নি। ইউরোপের সকল দেশ সর্বাধিক ইংলন্ড তাঁদের বিরুদ্ধে ছিল, যদিও ইংলন্ড ছিল খুবই উন্নত। মাত্র আঠার মাস বলশেভিক শাসনের পর আমাদের বিপ্লব সফল হয়েছে নিজের উদ্ভাবিত একটি নতুন রাষ্ট্রসংস্থা গঠনে, সোভিয়েত সংস্থা গঠনে — যা হল সারা দুনিয়ার মেহনতীদের বোধগম্য, একান্ত আপন হিসেবে প্রিয় ও পরিচিত।

প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব যে পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে মুক্তির অত্যাবশ্যকীয়, একান্ত অপরিহার্য উপায় আমি তা আপনাদের দেখিয়েছি। একনায়কত্ব মানেই কেবল বলপ্রয়োগ নয়, যদিও বলপ্রয়োগ ছাড়া তা অসম্ভব। এটা আসলে পূর্ববর্তীর অপেক্ষা শ্রমসংগঠনের একটি উন্নততর ধরনও। সেজন্যই কংগ্রেসে দেয়া সংক্ষিপ্ত উদ্বোধনী ভাষণে আমি **সংগঠনের** মৌলিক, প্রাথমিক ও অত্যন্ত সরল কাজটির ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলাম। আর সেজন্যই আমি এইসব যাবতীয় ইনটেলেকচুয়াল ক্ষেপামি ও 'প্রলেতারীয় সংস্কৃতির' বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব ব্যক্ত করেছিলাম। ওইসব ক্ষেপামির বিরুদ্ধে আমি সংগঠনের প্রাথমিক ব্যাপারগুলি সম্পর্কে বলেছিলাম। প্রতিটি পুদ সম্পর্কে যত্নবান হয়ে শস্য ও কয়লা বণ্টন করুন — এই হল প্রলেতারীয় শৃঙ্খলার লক্ষ্য। প্রলেতারীয় শৃঙ্খলা তো দাসমালিকদের শাসনের চাবুকের শৃঙ্খলা বা পুঁজিপতিদের আমলের অনাহারশাসিত শৃঙ্খলাও নয়। এটা হল সহকর্মিসুলভ এক শৃঙ্খলা, শ্রমিক ইউনিয়নের শৃঙ্খলা। আপনারা যদি সংগঠনের এই প্রাথমিক ও অত্যন্ত সরল সমস্যাটি সমাধান করতে পারেন, তাহলে আমরা অবশ্যই জয়ী হব। কেননা, যেসব

কৃষক এখনো শ্রমিক ও পুঁজিপতিদের মধ্যে দোলায়মান, যারা এখনো সন্দিহান লোকদের সঙ্গে যোগদানের ব্যাপারে মনস্থির করতে অক্ষম, যদিও একথা তারা অস্বীকার করতে পারে না যে, ওই লোকগুলিই সংগঠনের একটি ন্যায্যতর ধরন গড়ছে যেখানে থাকবে না শোষণ, যেখানে শস্যব্যবসার 'স্বাধীনতা' হবে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধ, যে-কৃষকরা মনস্থির করতে পারছে না তারা এদের সঙ্গে থাকবে, নাকি যাবে অন্যদের সঙ্গে, যারা সেই অতীতের মতোই এখনো ব্যবসার স্বাধীনতার আশ্বাস দেয়, অর্থাৎ যাতে ইচ্ছামতো কাজ করার স্বাধীনতা বোঝায়, — সেই কৃষকরা, আমি বলছি, মনেপ্রাণেই তারা আমাদের পক্ষে যোগ দেবে। কৃষকরা যখন দেখবে যে প্রলেতারিয়েত শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এমনভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা গড়ছে — আর কৃষকরা এটাই চায়, এটাই দাবি করে, এটা তাদের পক্ষে সঙ্গতও, যদিও শৃঙ্খলার এই আকাঙ্ক্ষাটি অনেক বিভ্রান্তি, প্রতিক্রিয়া ও কুসংস্কারের সঙ্গে জড়িত — তাহলেও কিছুকাল দোলায়মান থাকার পর শেষপর্যন্ত তারা শ্রমিকদের নেতৃত্বই বরণ করবে। কৃষকরা নিজেদের থেকে ও সহজেই পুরনো সমাজ থেকে রাতারাতি নতুন সমাজে উত্তীর্ণ হতে পারে না। তারা জানে যে, পুরনো সমাজ মেহনতীদের ধ্বংস করে, তাদের দাসে পরিণত করে 'শৃঙ্খলা' নিশ্চিত করেছিল। কিন্তু প্রলেতারিয়েত যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে পারবে, এতে তারা নিশ্চিত নয়। এইসব পদদলিত, অজ্ঞ ও হাঁদা মানুষের কাছে এর চেয়ে বেশি প্রত্যাশা নিরর্থক। তারা কোন কথা, কোন কর্মসূচি বিশ্বাস করবে না। আর কথা বিশ্বাস না করাটা তাদের পক্ষে খুবই সঙ্গত। কেননা, অন্যথা যাবতীয় প্রবঞ্চনার তো কোন শেষ থাকবে না। তারা বিশ্বাস করবে কেবল কাজ, বাস্তব অভিজ্ঞতা। তাদের কাছে প্রমাণ করুন যে ঐক্যবদ্ধ প্রলেতারিয়েত, প্রলেতারীয় রাষ্ট্রক্ষমতা, প্রলেতারীয় একনায়কত্বের পক্ষে সম্ভব — মিতব্যয়ীভাবে প্রতি পুদ শস্য ও কয়লা বণ্টন করা, এমন ব্যবস্থা চালু করা যাতে প্রতি পুদ শস্য ও কয়লা মুনাফাখোররা বণ্টন করবে না, সুখারেভ্‌কা'র (১৭৭) বীরপুঙ্গবদের মুনাফা যোগাবে না, ন্যায্যভাবে বণ্টন করা হবে, উপোসী শ্রমিকের কাছে পৌঁছবে, এমন কি কলকারখানা অচল থাকাকালে বেকারীর অবস্থায় তাদের টিকিয়ে রাখবে। প্রমাণ করুন, এটা আপনাদের পক্ষে সম্ভবপর। এটাই তো প্রলেতারীয় সংস্কৃতি, প্রলেতারীয় সংগঠনের মূল কাজ। যাদের কোন অর্থনৈতিক ভিত নাই তারাও বলপ্রয়োগের আশ্রয় নিতে পারে। কিন্তু, সেক্ষেত্রে ইতিহাসে তার ব্যর্থতাই অবধারিত রয়েছে। সমাজতন্ত্রের উচ্চতর নীতি, শৃঙ্খলা ও সংগঠনের ভিত্তিতে

অগ্রণী শ্রেণীর সহযোগিতায়ই কেবল বলপ্রয়োগ সম্ভবপর। **এক্ষেত্রে সাময়িক ব্যর্থতা ঘটলেও দূরভবিষ্যতে জয় সুনিশ্চিত থাকে।**

প্রলেতারীয় সংগঠন যদি কৃষকদের কাছে প্রমাণ করতে পারে যে — সে যথাযথ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সমর্থ রয়েছে, শ্রম ও রুটির ন্যায্য বণ্টন নিশ্চিত হয়েছে এবং প্রতি পুদ শস্য ও কয়লা বাঁচানর জন্য যত্ন নেওয়া হচ্ছে, আমরা, শ্রমিকরা আমাদের সহকর্মিসুলভ, ইউনিয়ন শৃঙ্খলার মাধ্যমে এটা সম্পাদনে সক্ষম; কেবল শ্রমকে রক্ষার জন্যই আমরা আমাদের লড়াইয়ে বলপ্রয়োগের আশ্রয় নিই; আমরা কেবল মুনাফাখোরদের কাছ থেকেই শস্য নিয়ে থাকি, মেহনতীদের কাছ থেকে নয়; আমরা মধ্যম, মেহনতী কৃষকদের সঙ্গে একটা সমঝোতায় পেঁছিতে ইচ্ছুক এবং তাদের যথাসাধ্য সাহায্যদানে আমরা প্রস্তুত — যদি কৃষকরা এটা দেখে, তাহলে শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে, প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে তাদের ঐক্য দুর্ভেদ্য হয়ে উঠবে। আর এটাই আমাদের লক্ষ্য।

কিন্তু আমি তো আলোচ্য বিষয় থেকে খানিকটা দূরে সরে গেছি। যথাস্থানে অবশ্যই আমার ফিরে আসা প্রয়োজন। সব দেশে কিছুকাল আগেও যেখানে 'বলশেভিক' ও 'সোভিয়েত' শব্দ দুটি উদ্ভট অর্থবহ ছিল, আজ আর তা নেই, যেমনটি অর্থ না বোঝেই 'বক্সার' শব্দটি আমরা পুনরাবৃত্তি করি। এখন পৃথিবীর সকল ভাষায় 'বলশেভিক' ও 'সোভিয়েত' শব্দ দুটি পুনরাবৃত্ত হচ্ছে। শ্রেণীসচেতন শ্রমিকরা দেখতে পাচ্ছে যে সকল দেশের বুর্জোয়ারাই প্রতিদিনই তাদের সংবাদপত্রের লক্ষ লক্ষ কপিতে সোভিয়েতরাজ সম্পর্কে মিথ্যার কী বন্যাই না সৃষ্টি করে চলেছে। কিন্তু এই কুৎসা রটনা থেকে তারা শিক্ষাগ্রহণ করছে। সম্প্রতি আমি কয়েকটি মার্কিন সংবাদপত্র পড়েছি। আমি দেখেছি একজন মার্কিন যাজকের বক্তৃতা, তিনি তাতে বলেছেন যে বলশেভিকরা নৈতিকতাহীন, তারা নারীকে জাতীয়করণ করেছে, তারা ডাকাত ও লুটেরা। আর আমি মার্কিন সমাজতন্ত্রীদের উত্তরও পড়েছি। তারা ৫ সেণ্ট দামে রাশিয়ার সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের, এই 'একনায়কত্বের' সংবিধানের একটি কপি বিক্রি করছে, যে-সংবিধানে নেই 'শ্রম-গণতন্ত্রের সাম্য'। তারা জবাব দিচ্ছে, ওইসব 'হামলাকারী,' 'ডাকাত' ও 'স্বৈরাচারী' যারা শ্রম-গণতন্ত্রের সাম্য বিনষ্ট করছে — তাদের সংবিধানের ধারাগুলি উদ্ধৃত করে। প্রসঙ্গত, ব্রেশকোভ্স্কায়ার আমেরিকা পেঁছিনর দিনে নিউ ইয়র্কের সেরা পুঁজিবাদী সংবাদপত্র বিশাল হরপের শিরোনামে লিখেছে: 'স্বাগত পিতামহী!' মার্কিন সমাজতন্ত্রীরা সেটা পুনর্মুদ্রণ সহ লিখেছে: 'তিনি রাজনৈতিক গণতন্ত্রের

পক্ষে — মার্কিন শ্রমিকবর্গ দেখুন, পুঁজিপতিরা যে তাঁকে প্রশংসা করছে এতে বিস্ময়ের কী আছে?' তিনি রাজনৈতিক গণতন্ত্রের পক্ষে। কেন তারা তাঁকে প্রশংসা করবে? কেননা, তিনি সোভিয়েত সংবিধানের বিরুদ্ধে। মার্কিন সমাজতন্ত্রীরা বলে: 'এই তো ওইসব লুটেরাদের সংবিধানের একটি ধারা দেখুন।' আর তারা সার্বদাই সেই অভিন্ন ধারাটি উদ্ধৃত করে যাতে বলা হয়েছে: যে অন্যদের শ্রমশোষক সে নির্বাচিত হওয়ার বা নির্বাচনে ভোট দেয়ার অধিকারী নয়। আমাদের সংবিধানের এই ধারাটি সারা দুনিয়া জেনে গেছে। আর এটা এজন্য যে সোভিয়েতরাজ খোলাখুলিভাবেই বলে: সবকিছুই প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের অধীনস্থ হবে, এটা হল এক নতুন ধরনের রাষ্ট্রসংগঠন। এটা ঠিক এজন্যই সারা দুনিয়ার শ্রমিকদের সহানুভূতি লাভ করেছে। এই নতুন রাষ্ট্রসংগঠনটির জন্ম কঠোর গর্ভযন্ত্রণা থেকে। কেননা, স্বৈরাচারী জমিদার বা স্বৈরাচারী পুঁজিপতিদের দমনের চেয়ে আরও কঠিন, লক্ষ লক্ষ গুণ কঠিন হল আমাদের ধ্বংসাত্মক, পেটি-বুর্জোয়া নৈতিক শৈথিল্য অতিক্রম। কিন্তু, শোষণহীন এই নতুন সংগঠন সৃষ্টির উদ্যোগ লক্ষ লক্ষ গুণ অধিক ফল ফলিয়েছে। প্রলেতারীয় সংগঠন এই সমস্যাটি সমাধান করলেই সমাজতন্ত্রের বিজয় পূর্ণ হবে। আর ঠিক এই লক্ষ্যেই আপনারা স্কুল ও বয়স্ক শিক্ষা উভয়তই নিজেদের যাবতীয় উদ্যোগ নিয়োজিত করবেন। বিদ্যমান অতিকঠিন পরিস্থিতি সত্ত্বেও এবং অতি নিম্নমানের সংস্কৃতিসম্পন্ন একটি দেশে প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হওয়া সত্ত্বেও সোভিয়েতরাজ ইতিমধ্যেই অন্যান্য দেশের শ্রমিকদের স্বীকৃতি লাভ করেছে। 'প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব' একটি লাতিন পরিভাষা। মেহনতীরা প্রথমবার শুনে এর অর্থ বোঝে নি, এর প্রয়োগের ধরনও আঁচ করতে পারে নি। এখন এই লাতিন পরিভাষাটি আধুনিক ভাষাগুলিতে অনূদিত হয়েছে। আর আমরা দেখিয়েছি যে প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব হল সোভিয়েতরাজ, একটি সরকার, যার অধীনে শ্রমিকরা নিজেদের সংগঠিত করে ও বলে: 'আমাদের সংগঠনটিই সর্বশ্রেষ্ঠ। কোন অমেহনতী, কোন শোষক এই সংগঠনের শরিক হতে পারে না। এই সংগঠনের একটিই লক্ষ্য: পুঁজিতন্ত্র উচ্ছেদ। কোন মিথ্যা স্লোগান, 'স্বাধীনতা', 'সাম্য', ইত্যাকার কোন অন্ধভক্তিই আমাদের প্রবঞ্চিত করতে পারবে না। পুঁজির জোয়াল থেকে শ্রম মুক্তির পথে বাধাস্বরূপ কোন স্বাধীনতা, কোন সাম্য, কোন শ্রম-গণতন্ত্রকেই আমরা স্বীকার করি না।' ঠিক এটাই আমরা সোভিয়েত সংবিধানে আত্তীকৃত করেছি। আমরা ইতিমধ্যেই এজন্য সকল

দেশের শ্রমিকদের সহানুভূতিও অর্জন করতে পেরেছি। নতুন ব্যবস্থা উদ্ভবের আনুষঙ্গিক জটিলতা সত্ত্বেও এবং কঠোর পরীক্ষা, এমন কি কোন কোন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের ভাগ্যে সম্ভাব্য পরাজয় ঘটা সত্ত্বেও তারা জানে যে, দুনিয়ার কোন শক্তিই মানবজাতিকে আর পিছু হটাতে পারবে না। (**বিপুল করতালি**)।

৩৮ খন্ড, ৩৬৫-৩৭২ পৃঃ

মহৎ সূচনা

পুস্তিকা থেকে

(ফ্রণ্টের পিছনে শ্রমিকদের বীরত্ব। 'কমিউনিস্ট সুবোত্নিক') (১৭৮)

লালফৌজের সৈনিকদের বীরত্বের বহু দৃষ্টান্তের খবর বেরচ্ছে পত্র-পত্রিকাগুলিতে। কলচাক, দেনিকিন এবং ভূস্বামী আর পুঁজিপতিদের অন্যান্য শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শ্রমিক আর কৃষকেরা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে অর্জিত সাফল্য রক্ষা করতে গিয়ে প্রায়ই বিস্ময়কর বীরত্ব আর সহনশীলতার পরিচয় দেয়। গেরিলা মনোবৃত্তি, নিরুৎসাহ ভাব আর উচ্ছৃঙ্খলতা অতিক্রম করা হচ্ছে। প্রক্রিয়াটা ধীর এবং কঠিন। তবু, সবকিছু সত্ত্বেও সেটা এগোচ্ছে। সমাজতন্ত্রের বিজয়ের জন্য মেহনতী মানুষের স্বতঃপ্রবৃত্ত স্বার্থত্যাগের বীরত্ব — এটাই হল লালফৌজে নতুন কমরেডসুলভ শৃঙ্খলার ভিত্তি, যে-ভিত্তিতে পুনর্গঠিত হচ্ছে, শক্তিলাভ করছে, পরিণত হয়ে উঠছে এই ফৌজ।

ফ্রণ্টের পিছনে শ্রমিকদের বীরত্বও কম মনোযোগযোগ্য নয়। এই প্রসঙ্গে, শ্রমিকদের নিজেদেরই উদ্যোগে সংগঠিত **কমিউনিস্ট সুবোত্নিকগুলি** বাস্তবিকই বিপুল গুরুত্বপূর্ণ। স্পষ্টতই, এটা কেবল সূচনামাত্র। কিন্তু, এই সূচনাটা অসাধারণ মহান গুরুত্বপূর্ণ। এটা হল বুর্জোয়াদের উচ্ছেদ করার চেয়ে আরও কঠিন, আরও গুরুত্বপূর্ণ, আরও আমূল এবং আরও চূড়ান্ত বিপ্লবের সূচনা। কেননা, এটা হল আমাদের নিজেদের রক্ষণশীলতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, পেটি-বুর্জোয়া আত্মসর্বস্বতার উপর জয়, শ্রমিক আর কৃষকদের জন্য জঘন্য পুঁজিতন্ত্রের উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে-যাওয়া অভ্যাসগুলোর উপর জয়। এই জয় যখন সংহত হবে, তখন শুধু তখনই সৃষ্টি হবে নতুন সামাজিক শৃঙ্খলা, সমাজতান্ত্রিক শৃঙ্খলা। তখন, শুধু তখনই পুঁজিতন্ত্রে প্রত্যাবর্তন হবে অসম্ভব, বাস্তবিকই অজেয় হয়ে দাঁড়াবে কমিউনিজম।

প্রলেতারীয় বিপ্লবের পরবর্তী প্রথম কালপর্যায়ে আমাদের প্রধানত বুর্জোয়াদের প্রতিরোধ দমন, শোষকদের পরাস্ত করা এবং (যাতে কৃষ্ণশতক

আর কাদেত থেকে মেনশেভিক আর সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা অবধি সবাই জড়িত ছিল, সেই পেত্রগ্রাদ শত্রুর হাতে তুলে দেবার 'দাস-মালিকদের ষড়যন্ত্রটার' [১৭৯] মতো) তাদের ষড়যন্ত্র দমনের প্রধান এবং মূল কাজটায় আমাদের ব্যাপৃত থাকাটা স্বাভাবিক এবং অপরিহার্য। তবে যতই সময় কাটছে ততই সমান অনিবার্যভাবে এবং ক্রমাগত বেশি জরুরী হয়ে সেইসঙ্গে একেবারে সামনে এসে যাচ্ছে আরেকটা কাজ — প্রকৃত কমিউনিজম নির্মাণের, নতুন অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের, নতুন সমাজ গড়ার অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

একাধিকবার আমার বলার দরকার হয়েছে, তার মধ্যে ১২ মার্চ পেত্রগ্রাদ প্রতিনিধি সোভিয়েতের একটা অধিবেশনে বক্তৃতায় আমি বলেছি, প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব শোষকদের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগই শুধু নয় এবং এমন কি, প্রধানত বলপ্রয়োগও নয়। এই বৈপ্লবিক বলপ্রয়োগের অর্থনৈতিক ভিত্তি, এটার ফলপ্রসূতা আর সাফল্যের নিশ্চয়তা হল এই যে, প্রলেতারিয়েত শ্রমের সামাজিক সংগঠনের ক্ষেত্রে পুঁজিতন্ত্রের তুলনায় উন্নততর ধরনের সংগঠন তুলে ধরে এবং তা সৃষ্টি করে। এটাই মূল ব্যাপার। এটাই কমিউনিজমের চূড়ান্ত বিজয়ের অবশ্যম্ভাবিতার জন্য শক্তির উৎস এবং নিশ্চয়তা।

সামাজিক শ্রমের সামন্ততান্ত্রিক সংগঠনের অবলম্বন হল মুগুরের শৃঙ্খলা, যেখানে মুষ্টিমেয় ভূস্বামীদের হাতে বঞ্চিত-লুণ্ঠিত অত্যাচারিত মেহনতী মানুষ ছিল একেবারেই অজ্ঞ, পদদলিত। সামাজিক শ্রমের পুঁজিতান্ত্রিক সংগঠনের অবলম্বন হল ভুখার শৃঙ্খলা এবং বুর্জোয়া সংস্কৃতি আর বুর্জোয়া গণতন্ত্রের যাবতীয় অগ্রগতি সত্ত্বেও উন্নততম, সুসভ্য এবং গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রগুলিতে মেহনতী মানুষের বিপুল অংশ থেকে যায় অজ্ঞ, পদদলিত মজুরি-দাস কিংবা অবদমিত কৃষক, তাদের উপর বঞ্চনা-লুণ্ঠন আর অত্যাচার চালায় মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি। সামাজিক শ্রমের কমিউনিস্ট সংগঠনের দিকে প্রথম পদক্ষেপ — সমাজতন্ত্র নিহিত রয়েছে এবং কালক্রমে যা আরও অধিক পরিমাণে নিহিত থাকবে খোদ মেহনতী মানুষের নিজেদের স্বাধীন, সচেতন শৃঙ্খলার উপর, যারা জমিদার ও পুঁজিপতি উভয়ের জোয়াল ছুড়ে ফেলেছে।

এই নতুন শৃঙ্খলা আকাশ থেকে পড়ে না, কিংবা শুভেচ্ছা থেকেও সৃষ্টি হয় না। এটা জন্মায় বৃহদায়তন পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের বৈষয়িক পরিবেশ থেকে, কেবল সেটা থেকেই। সেটা ছাড়া এই শৃঙ্খলা অসম্ভব। এই

বৈষয়িক পরিবেশের আধার বা বাহন হল একটা নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক শ্রেণী, যাকে সৃষ্টি করেছে, সংগঠিত সম্মিলিত করেছে, তালিম দিয়েছে, শিক্ষাদীক্ষা দিয়েছে, পোক্ত করে তুলেছে বৃহদায়তন পুঁজিতন্ত্র। এই শ্রেণী হল প্রলেতারিয়েত।

'প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব' এই ল্যাটিন বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিক-দার্শনিক অভিধাটাকে অপেক্ষাকৃত সহজ ভাষায় প্রকাশ করলে সেটার অর্থ দাঁড়ায় ঠিক এই:

পুঁজির জোয়াল ছুড়ে ফেলার সংগ্রামে, এই সংগ্রাম বাস্তবিকই হাসিল করতে, জয়টাকে বজায় রেখে সংহত করার সংগ্রামে, নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গড়ার কাজে, বিভিন্ন শ্রেণী সম্পূর্ণভাবে লোপ করার সমগ্র সংগ্রামে মেহনতী আর শোষিতদের সমগ্র জনতাকে পরিচালিত করতে পারে শুধু একটা নির্দিষ্ট শ্রেণী — শহরের এবং সাধারণভাবে কলকারখানার শিল্পশ্রমিকেরা। (বন্ধনীর মধ্যে বলে রাখা যাক: সমাজতন্ত্র আর কমিউনিজমের মধ্যে বিজ্ঞানসম্মত পার্থক্য শুধু এই যে, প্রথম কথাটায় বোঝায় পুঁজিতন্ত্র থেকে উদ্ভূত নতুন সমাজের প্রথম পর্ব, আর পরবর্তী উচ্চতর পর্ব বোঝায় দ্বিতীয় কথাটায়।)

পীত 'বার্ন' আন্তর্জাতিক (১৮০) যে-ভুল করে সেটা এই যে, তার নেতারা শ্রেণী-সংগ্রাম এবং প্রলেতারিয়েতের নেতৃভূমিকাকে মানেন শুধু কথায়, কিন্তু ভেবেচিন্তে তার স্বাভাবিক পরিণতিতে পেঁছতে ভয় পান। বুর্জোয়াদের পক্ষে বিশেষ রকমের ভয়াবহ, তাদের অগ্রহণীয় সেই অপরিহার্য সিদ্ধান্তটায়ই তাঁদের যত ভয়। তাঁরা এটা স্বীকার করতে ভয় পান যে, প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব শ্রেণী-সংগ্রামের একটা পর্বও বটে, যতক্ষণ শ্রেণী লোপ না পায় ততকাল তা অনিবার্য, তার রূপ বদলায়, পুঁজি উৎখাত হবার ঠিক পরবর্তী কালপর্যায়ে তা হয়ে ওঠে বিশেষত প্রচণ্ড, বিশিষ্ট ধরনের। রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পর প্রলেতারিয়েত শ্রেণী-সংগ্রাম থামায় না, শ্রেণীলুপ্তি অবধি সেটা চালিয়ে যায় — নিশ্চয়ই ভিন্ন পরিস্থিতিতে, ভিন্ন আকারে, ভিন্ন উপায়ে।

'শ্রেণীলুপ্তি' বলতে কী বোঝায়? নিজেদের যাঁরা সমাজতন্ত্রী বলেন তাঁরা সবাই এটাকে সমাজতন্ত্রের আখেরি লক্ষ্য বলে মানেন। কিন্তু, সেটার তাৎপর্য নিয়ে সবাই মোটেই ভেবে দেখেন না। বিভিন্ন শ্রেণী হল মানুষের বড় বড় বর্গ, যেগুলি পরস্পর থেকে পৃথক সামাজিক উৎপাদনের ইতিহাস-নির্দিষ্ট ব্যবস্থায় সেগুলির স্থান অনুসারে, উৎপাদনের উপকরণের সঙ্গে

(বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আইনে নির্দিষ্ট এবং সুস্পষ্ট) সম্পর্ক অনুসারে, শ্রমের সামাজিক সংগঠনে ভূমিকা অনুসারে, কাজেকাজেই সামাজিক সম্পদের যে-অংশটা সেগুলি ভোগ করে সেটার পরিমাণ এবং সেটা পাবার প্রণালী অনুসারে। শ্রেণীগুলি হল মানুষের বিভিন্ন বর্গ, যেগুলির মধ্যে একটা অন্যটির শ্রম আত্মসাৎ করতে পারে সামাজিক অর্থনীতির একটা বিশেষ ব্যবস্থাধীনে সেগুলির নিজ-নিজ অবস্থানের কল্যাণে।

এটা তো স্পষ্টই যে, শ্রেণী সম্পূর্ণভাবে লোপ করার জন্য শোষকদের, ভূস্বামী আর পুঁজিপতিদের উচ্ছেদ করাই যথেষ্ট নয়, **তাদের** মালিকানা অধিকার লোপ করাই যথেষ্ট নয়। এজন্য উৎপাদন উপকরণে **সমস্ত রকমের** ব্যক্তিগত মালিকানা লোপ করাও দরকার, যেমন শহর আর গ্রামের মধ্যে পার্থক্য তেমনি কায়িক শ্রমের এবং মানসিক শ্রমের মানুষের মধ্যে পার্থক্যও লোপ করা দরকার। এজন্য খুবই দীর্ঘকাল আবশ্যক। এটা হাসিলের জন্য চাই উৎপাদন-শক্তি উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিরাট অগ্রপদক্ষেপ, ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনের বহু অবশেষের বাধা অতিক্রম করা দরকার (এইসব বাধা প্রায়ই অক্রিয়, যা বিশেষভাবে নাছোড় এবং অতিক্রম করা বিশেষভাবে কঠিন), ঐসব অবশেষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অভ্যাসাদির বিপুল প্রভাব এবং রক্ষণশীলতার জড়তা কাটান।

এই কাজটা করতে সমস্ত 'মেহনতী মানুষ' সমান সক্ষম, এমনটা ধরে নেওয়া তো ফাঁকা বুলি, কিংবা মান্ধাতার আমলের কোন প্রাক্-মার্কসীয় সমাজতন্ত্রীর বিভ্রম। কেননা, এই সামর্থ্য আসে না আপনা থেকে, এটা সৃষ্টি হয় ইতিহাসক্রমে, সৃষ্টি হয় **শুধু** বৃহদায়তন পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের বৈষয়িক পরিবেশ থেকে। পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে যাবার পথের শুরুতে এই সামর্থ্য থাকে **কেবল** প্রলেতারিয়েতের। সামনেকার বিরাট কাজটা প্রলেতারিয়েত সমাধা করতে পারে, কারণ — এক, সভ্যসমাজে এটাই সবচেয়ে শক্তিশালী এবং সবচেয়ে অগ্রসর শ্রেণী; দুই, সবচেয়ে অগ্রসর দেশগুলিতে এটাই জনসমষ্টির অধিকাংশ; আর তিন, অনগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে, যেমন রাশিয়ায় জনসমষ্টির অধিকাংশই আধা-প্রলেতারিয়ান, অর্থাৎ বছরের একাংশে যাদের জীবনযাত্রার ধরন একেবারেই প্রলেতারিয়ানদের মতো, জীবনোপায়ের একাংশ যারা রোজগার করে পুঁজিতান্ত্রিক সংস্থার মজুরি করে।

পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলির সমাধান যাঁরা করতে চান সাধারণভাবে মুক্তি, সাম্য, গণতন্ত্র, আর শ্রম

গণতন্ত্রের সাম্য ইত্যাদি কথার ভিত্তিতে (যেমনটা করেন পীত বার্ন আন্তর্জাতিকের কাউট্স্কি, মার্তভ এবং অন্যান্য বীরপুঙ্গবরা), তাঁরা তাতে শুধু ফাঁস করে দেন নিজেদের পেটি-বুর্জোয়া কূপমন্ডূক প্রকৃতি, আর ভাবাদর্শের দিক থেকে বুর্জোয়াদের পায়ে-পায়ে চলেন দাসের মতো। নির্দিষ্ট যে-শ্রেণীটা রাষ্ট্রক্ষমতা জয় করেছে সেই প্রলেতারিয়েত এবং মেহনতী জনসমষ্টির গোটা অ-প্রলেতারীয় জনরাশি আর আধা-প্রলেতারীয় জনরাশিরও মধ্যে নির্দিষ্ট সম্পর্কের সুনির্দিষ্ট বিচার-বিশ্লেষণ করেই এই প্রশ্নটার সঠিক মীমাংসা হতে পারে — ঐ সম্পর্ক গড়ে ওঠে না কোন উদ্ভট সুসমঞ্জস 'আদর্শ' পরিবেশে। সেটা গড়ে ওঠে বুর্জোয়াদের হন্যে প্রতিরোধের বাস্তব পরিবেশে, যে-প্রতিরোধ বহু এবং বিবিধ রূপ ধারণ করে।

রাশিয়া সমেত যে-কোন পুঁজিতান্ত্রিক দেশে জনসমষ্টির বিপুল সংখ্যাগুরু অংশ — মেহনতী মানুষ তো আরও বেশি করে — নিজেদের বেলায় এবং আত্মীয়-স্বজনের ক্ষেত্রে হাজার হাজার বার ভোগ করেছে পুঁজির উৎপীড়ন, পুঁজির লুণ্ঠন, পুঁজির সমস্ত রকমের অত্যাচার। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, অর্থাৎ সারা পৃথিবীতে লুটতরাজ চালাতে প্রাধান্য পাবে ব্রিটিশ না জার্মান পুঁজি, সেটা স্থির করার জন্য কোটি গণহত্যা সেই কঠোর পরীক্ষাটাকে অনেক বেশি তীব্র করে তুলেছে, সেটাকে বাড়িয়ে আরও প্রগাঢ় করে তুলেছে, সবাইকে বুঝিয়ে দিয়েছে সেটার অর্থ। তাই প্রলেতারিয়েতের প্রতি জনসমষ্টির বিপুল সংখ্যাগুরু অংশের, বিশেষত মেহনতী জনগণের সহানুভূতি অবশ্যম্ভাবী। কেননা, প্রলেতারিয়েত বীরোচিত সাহসের সঙ্গে এবং বৈপ্লবিক ধারায় ক্ষমাহীন হয়ে পুঁজির জোয়াল ছুড়ে ফেলছে, উচ্ছেদ করছে শোষকদের, তাদের প্রতিরোধ দমন করছে, যেখানে শোষকদের কোন স্থান থাকবে না সেই নতুন সমাজ গড়ার পথ প্রস্তুত করছে নিজেদের রক্ত ঢেলে।

মেহনতী জনসমষ্টির অ-প্রলেতারীয় আর আধা-প্রলেতারীয় জনরাশির পেটি-বুর্জোয়া দোদুল্যমানতা এবং বুর্জোয়া 'শৃঙ্খলায়', বুর্জোয়াদের 'পক্ষপুটে' ফিরে যাবার ঝোঁক বিপুল এবং অনিবার্য হলেও তারা প্রলেতারিয়েতের নৈতিক এবং রাজনৈতিক কর্তৃত্ব না মেনে পারে না, যে-প্রলেতারিয়েত শোষকদের উচ্ছেদ করে তাদের প্রতিরোধই শুধু দমন করে নি, তদুপরি গড়ে তুলছে নতুন এবং উন্নততর সামাজিক সম্পর্ক, সামাজিক শৃঙ্খলা: শ্রেণীসচেতন এবং সম্মিলিত মেহনতী মানুষের শৃঙ্খলা, যাদের নিজেদের ঐক্যের কর্তৃত্ব ছাড়া, নিজেদের, অধিকতর শ্রেণীসচেতন,

সাহসিক, পোক্ত, বৈপ্লবিক এবং অবিচলিত সেনামুখের কর্তৃত্ব ছাড়া কোন জোয়াল, কোন কর্তৃপক্ষ নেই।

জয়লাভ করার জন্য, সমাজতন্ত্র গড়ে সেটা মজবুত করার জন্য প্রলেতারিয়েতকে হাসিল করতে হবে দ্বিবিধ বা দ্বৈত কাজ: এক, পুঁজির বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক সংগ্রামে চরম বীরত্ব দিয়ে সমগ্র মেহনতী এবং শোষিত জনরাশিকে স্বপক্ষে আনতে হবে, তাদের স্বপক্ষে এনে সংগঠিত করতে হবে, বুর্জোয়াদের উচ্ছেদ করে বুর্জোয়াদের সবরকমের প্রতিরোধ ষোল-আনা দমন করার সংগ্রামে তাদের পরিচালিত করতে হবে। দুই, সমগ্র মেহনতী এবং শোষিত জনরাশিকে, পেটি-বুর্জোয়া বর্গগুলিকেও চালিত করতে হবে নতুন অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে, নতুন সামাজিক সম্পর্ক, নতুন শ্রমশৃঙ্খলা, নতুন শ্রম-সংগঠনের দিকে, তাতে বৃহদায়তন সমাজতান্ত্রিক শিল্পোৎপাদনের সংগঠক শ্রেণীসচেতন শ্রমিকদের গণ-সম্মিলনীর সঙ্গে সমন্বিত হবে বিজ্ঞান আর পুঁজিতান্ত্রিক প্রযুক্তিবিদ্যার সর্বসাম্প্রতিক সাফল্যগুলি।

দ্বিতীয় কাজটা প্রথমটার চেয়ে কঠিন। কেননা, বীরত্বপূর্ণ উৎসাহের দমকে-দমকে সেটা হাসিল করা যায় না। সেজন্য চাই সাদাসিধে **দৈনন্দিন** কাজের খুবই দীর্ঘকালীন, খুবই অধ্যবসায়ী, খুবই কঠিন গণবীরত্ব। তবে এই কাজটা প্রথমটার চেয়ে অপরিহার্য। কেননা, শেষপর্যন্ত গিয়ে যা দাঁড়ায় তাতে সামাজিক উৎপাদনের নতুন আর উন্নততর প্রণালী, পুঁজিতান্ত্রিক আর পেটি-বুর্জোয়া উৎপাদনের জায়গায় বৃহদায়তন সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন কায়েম করা হলে একমাত্র সেটাই হতে পারে বুর্জোয়াদের উপর জয়লাভের শক্তির গভীরতম উৎস এবং এইসব জয়ের সুস্থিতি আর স্থায়িত্বের একমাত্র নিশ্চয়তা।

* * *

'কমিউনিস্ট সুবোত্নিক' ঠিক এজন্যই এমন বিপুল ঐতিহাসিক তাৎপর্যশীল, কারণ এগুলি শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে, নতুন শ্রমশৃঙ্খলা চালু করতে, অর্থনীতিতে আর জীবনে সমাজতান্ত্রিক পরিবেশ গড়ে তুলতে শ্রমিকদের সচেতন এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত উদ্যোগ প্রকটিত করে।

১৮৭০-১৮৭১ সালের শিক্ষার পরে যে অল্প কয়েকজন, বস্তুত আরও সঠিকভাবে বললে যে অতিবিরল জার্মান বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা জাতিদম্ভী কিংবা জাতীয়তাবাদী-উদারনীতিক না হয়ে হয়েছিলেন সমাজতন্ত্রী, তাঁদের

মধ্যে একজন ই. ইয়াকভি একবার বলেছিলেন, কোন একক শ্রমিক ইউনিয়ন গড়ার ঐতিহাসিক তাৎপর্য সাদোভা-র লড়াইয়ের (১৮১) চেয়েও বেশি। কথাটা ঠিক। জার্মান জাতীয় পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠায় অস্ট্রীয় কিংবা প্রুশীয় এই দুই বুর্জোয়া রাজতন্ত্রের মধ্যে কোন্‌টার প্রাধান্য থাকবে সেটার মীমাংসা হয় সাদোভা-র লড়াইয়ে। একক শ্রমিক ইউনিয়নের গঠন হল বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের পৃথিবীজোড়া বিজয়ের পথে একটা ক্ষুদ্র পদক্ষেপ। সেইভাবে আমরা বলতে পারি, ১৯১৯ সালে ১০ মে মস্কোয় মস্কো-কাজান রেলওয়ের শ্রমিক-কর্মচারীদের সংগঠিত প্রথম কমিউনিস্ট সুবোত্‌নিকের ঐতিহাসিক তাৎপর্যটা ১৯১৪-১৯১৮ সালের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে হিন্ডেনবুর্গের কিংবা ফশ আর ইংরেজদের যে-কোন বিজয়ের চেয়ে বড়। সাম্রাজ্যবাদীদের জয়গুলোর অর্থ হল ইঙ্গ-মার্কিন আর ফরাসী কোটিপতিদের মুনাফার জন্য লক্ষ লক্ষ শ্রমিকহত্যা, ঐসব জয় হল অতিভোজনে স্ফীতকায় এবং জীবিতাবস্থায় পচতে-থাকা মুমূর্ষু পুঁজিতন্ত্রের নৃশংসতা। মস্কো-কাজান রেলওয়ে শ্রমিক-কর্মচারীদের সংগঠিত কমিউনিস্ট সুবোত্‌নিক হল নতুন, সমাজতান্ত্রিক সমাজের একটা কোষ, যে-সমাজ পৃথিবীর সমস্ত মানুষের জন্য নিয়ে আসছে পুঁজির জোয়াল আর যুদ্ধ থেকে মুক্তি।

বুর্জোয়া ভদ্দরলোকেরা এবং মেনশেভিক আর সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের সমেত তাদের তাঁবেদারেরা নিজেদেরকে 'জনমতের' প্রতিনিধি বলে মনে করতে অভ্যস্ত, তারা স্বভাবতই কমিউনিস্টদের আশা-ভরসায় ব্যঙ্গবিদ্রুপ করছে। এসব আশা-ভরসাকে তারা বলছে 'ফুলের টবে মহীরুহ'; চুরিচামারি, আলসেমি, কম উৎপাদনশীলতা, কাঁচামাল আর খাদ্যদ্রব্যের বিনষ্টি, ইত্যাদির অসংখ্য ঘটনার তুলনায় সুবোত্‌নিকের সংখ্যা নগণ্য বলে তারা মুখ সিটকাচ্ছে। এইসব ভদ্দরলোকের জবাবে আমাদের কথা হল এই যে, বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা যদি রুশী এবং বিদেশী পুঁজিপতিদের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার বদলে মেহনতী জনগণের আনুকূল্যের জন্য তাদের জ্ঞান নিয়োগ করত, তাহলে বিপ্লব এগোত আরেকটু দ্রুত আরেকটু শান্তিপূর্ণভাবে। কিন্তু সেটা আকাশকুসুম। কেননা, প্রশ্নটার মীমাংসা হচ্ছে শ্রেণী-সংগ্রাম দিয়ে। সেখানে বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশের ঝোঁক বুর্জোয়াদের দিকে। প্রলেতারিয়েত জয় হাসিল করবে বুদ্ধিজীবীদের আনুকূল্যে নয়, বরং তাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও (অন্তত বেশির ভাগ ক্ষেত্রে), সংশোধনাতীত বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের অপসারিত করে, দোদুল্যমানদের সংশোধন করে

নতুন করে শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে, শাসনাধীন করে, আর তাদের বৃহত্তর অংশকে ক্রমে ক্রমে স্বপক্ষে এনে। বিপ্লবের দুঃসাধ্যতা আর বিপত্তিগুলো নিয়ে মজা করা, আতঙ্ক ছড়ান, অতীতে ফিরে যাবার প্রচার — এইসব হল বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের শ্রেণী-সংগ্রামের হাতিয়ার আর প্রণালী। তাতে ঠকান যাবে না প্রলেতারিয়েতকে।

তবে মূল প্রশ্নটা নিয়ে আলোচনা করে দেখা যাক -- দীর্ঘ একগুচ্ছ বাধাবিপত্তি, ভুলভ্রান্তি আর পিছনে ফেরা ছাড়াই একটা নতুন উৎপাদন প্রণালী সঙ্গে সঙ্গেই বদ্ধমূল হয়ে গেল, এমনটা কি কখনও ঘটেছে ইতিহাসে? ভূমিদাসপ্রথা লোপ হবার অর্ধশতক পরেও রাশিয়ার গ্রামাঞ্চলে ভূমিদাসত্বের বেশকিছু অবশেষ টিকে ছিল। আমেরিকায় দাসপ্রথা লোপ হবার অর্ধশতক পরে নিগ্রোদের অবস্থা ছিল প্রায়ই আধা-দাসের মতো। মেনশেভিকরা আর সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা সমেত বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা যথারূপে থেকে গিয়ে পুঁজির সেবা করছে এবং একেবারেই ভুয়ো যুক্তিতর্ক প্রয়োগ করে চলছে: প্রলেতারীয় বিপ্লবের আগে তারা ইউটোপীয় বলে আমাদের উপর দোষারোপ করত, আর অতীতের সমস্ত চিহ্ন কল্পনাতীত দ্রুত মুছে দিতে হবে বলে তারা আমাদের কাছে দাবি করছে বিপ্লবের পরে!

কিন্তু আমরা ইউটোপীয় নই, বুর্জোয়া 'যুক্তিতর্কের' আসল দামটা আমরা জানি। বিপ্লবের পরে কিছুকাল ধরে নতুনের অঙ্কুরের চেয়ে সাবেকী রীতিনীতির অবশেষগুলোর প্রাধান্য থাকাটা অনিবার্য। তাও আমরা জানি। নতুনটা যখন সদ্যজাত তখন পুরনোটা সবসময়েই কিছুকাল থাকে সেটার চেয়ে প্রবল। তাই বরাবর ঘটে প্রকৃতির রাজ্যে এবং সমাজ-জীবনে। নতুন ব্যবস্থার নবাঙ্কুরের ক্ষীণতা নিয়ে টিটকারি, বুদ্ধিজীবীদের অসার সংশয়বাদ, ইত্যাদি — এসবই আসলে হল প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া শ্রেণী-সংগ্রামের প্রণালী, সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে পুঁজিতন্ত্রের প্রতিরক্ষা। ক্ষীণ নবাঙ্কুরগুলিকে আমাদের সযত্নে বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে, সর্বোচ্চ মাত্রায় মনোযোগ দিতে হবে সেগুলির প্রতি, সেগুলির বৃদ্ধিতে আনুকূল্য যোগাতে হবে সর্বতোভাবে, সেগুলির 'পরিচর্যা করতে' হবে। সেগুলির কিছু-কিছু নষ্ট হয়ে যাবে, তা অনিবার্য। 'কমিউনিস্ট সুবোত্‌নিকগুলিই' বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় আসবে তা আমরা নিশ্চিত বলতে পারি না। কিন্তু আসল কথাটা তা নয়। নতুনের একেবারে প্রত্যেকটা অঙ্কুরকেই লালন করা নিয়ে কথাটা: যেটা শিকড় গাড়তে পারে সবচেয়ে

বেশি, সেটাকে বেছে নেবে বাস্তব জীবনই। সিফিলিস উৎখাতে মানুষকে সাহায্যদানে জাপানী বিজ্ঞানী যদি নির্দিষ্ট প্রয়োজন মেটাবার উপযোগী ৬০৬ নং ওষুধটা তৈরি করার আগে ৬০৫টা ওষুধ পরীক্ষা করে দেখার মতো ধৈর্যধারণ করতে পেরে থাকেন, তাহলে পুঁজিতন্ত্রকে পরাস্ত করার মতো আরও কঠিন কাজ যাঁরা হাসিল করতে চান তাঁদের সংগ্রামের শত শত, হাজার হাজার প্রণালী, উপায় আর অস্ত্র পরখ করে সেগুলি থেকে যোগ্যতমটি নির্ধারণ করার অধ্যবসায় থাকা চাই।

'কমিউনিস্ট সুবোত্‌নিক' এতই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সেটা শুরু করেছে শ্রমিকেরা। তারা মোটেই অত্যুত্তম অবস্থার মানুষ নয়। তারা বিভিন্ন বিশেষ বৃত্তির শ্রমিক, কারও-কারও আদৌ কোন বিশেষ বৃত্তি নেই। তারা স্রেফ অদক্ষ মজুর, যাদের জীবনযাত্রা **মামুলি,** অর্থাৎ **অত্যন্ত কঠিন।** শুধু রাশিয়ায় নয়, পৃথিবীর সর্বত্রই শ্রমের উৎপাদনশীলতার যে-অবনতি দেখা যাচ্ছে তার প্রধান কারণটা আমরা সবাই বেশ ভালভাবেই জানি। সেটা হল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধজনিত ভগ্নদশা আর নিঃস্বতা, তিক্ততা আর অবসন্নতা, অসুখবিসুখ আর অপুষ্টি। শেষেরটার গুরুত্বই সর্বপ্রধান। বুভুক্ষা — এটাই হল কারণ। কিন্তু বুভুক্ষা দূর করতে হলে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়ান চাই কৃষিতে, পরিবহণে, শিল্পে। এইভাবে দাঁড়িয়েছে একটা দুষ্টচক্র গোছের ব্যাপার: শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হলে উপোস থেকে মুক্তি চাই, আর উপোস থেকে রক্ষা পেতে হলে বাড়াতে হবে শ্রমের উৎপাদনশীলতা।

আমরা জানি কার্যক্ষেত্রে এমনসব অসংগতি মীমাংসা করতে হয় দুষ্টচক্রটাকে ভেঙে ফেলে, মানুষের মেজাজে আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে, পৃথক পৃথক বর্গের বীরোচিত উদ্যোগের মাধ্যমে যা এমন আমূল পরিবর্তনের পরিবেশে অনেক সময় চূড়ান্ত ভূমিকা পালন করে। মস্কোর অদক্ষ শ্রমিকেরা এবং রেলশ্রমিকেরা (আমরা অবশ্য বলছি তাদের সংখ্যাগুরুর কথা, মুষ্টিমেয় মুনাফাখোর, বড়চাকুরে এবং অন্যান্য শ্বেতরক্ষীদের কথা নয়) হল এমন মেহনতী মানুষ যারা থাকে নিদারুণ কঠিন অবস্থার মধ্যে। তারা সবসময়ে খায় আধপেটা, আর এখন নতুন ফসল তোলার আগে খাদ্যপরিস্থিতির সাধারণ অবনতির অবস্থায় তারা বাস্তবিকই উপোসী থাকছে। বুর্জোয়া, মেনশেভিক আর সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের দুশমনী প্রতিবিপ্লবী আলোড়নে পরিবেষ্টিত এই ভুখা শ্রমিকেরা তবু 'কমিউনিস্ট সুবোত্‌নিক' সংগঠিত করছে, অতিরিক্ত সময় খাটছে **বিনা পারিশ্রমিকে**

আর ক্লান্ত, ক্লিষ্ট ও অপুষ্টির দরুন অবসন্ন হওয়া সত্ত্বেও তারা **শ্রমের উৎপাদনশীলতার বিপুল বৃদ্ধি** ঘটাচ্ছে। মহাবীরত্ব নয় এটা? এটা বিশ্ব-ঐতিহাসিক তাৎপর্যশীল পরিবর্তনের সূচনা নয়?

আখেরি বিচারে, শ্রমের উৎপাদনশীলতাই নতুন সমাজব্যবস্থার বিজয়ের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সর্বপ্রধান উপাদান। ভূমিদাসপ্রথার আমলে অজ্ঞাত ছিল শ্রমের এমনই এক উৎপাদনশীলতা সৃষ্টি করেছে পুঁজিতন্ত্র। শ্রমের একটা নতুন এবং ঢের উন্নততর উৎপাদনশীলতা সৃষ্টি করে সমাজতন্ত্র পুঁজিতন্ত্রকে পুরোদস্তুর পরাস্ত করতে পারে, পুরোদস্তুর পরাস্ত করবে। খুবই কঠিন ব্যাপার। এতে নিশ্চয়ই লাগবে দীর্ঘকাল। কিন্তু, **সেটা শুরু হয়ে গেছে** আর এটাই প্রধান কথাটা। যারা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের কঠোর চার বছর এবং আরও কঠোর দেড়-বছরের গৃহযুদ্ধের দুর্ভোগ সয়েছে সেই ভুখা শ্রমিকেরা যদি ১৯১৯ সালের গ্রীষ্মে ভুখা মস্কোয় এই মহৎ কাজটা শুরু করতে পারে, তাহলে সবকিছুর কী বিকাশই না ঘটবে যখন আমরা গৃহযুদ্ধে বিজয়ী হয়ে শান্তি জিতে নেব!

পুঁজিতন্ত্রে যা বিদ্যমান সেই উৎপাদনশীলতার তুলনায় উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারকারী স্বতঃপ্রবৃত্ত, শ্রেণীসচেতন সম্মিলিত শ্রমিকদের শ্রমের উন্নততর উৎপাদনশীলতাই হল কমিউনিজম। **কমিউনিজমের সত্যিকার** সূচনা হিসেবে কমিউনিস্ট সুবোত্নিকগুলির মূল্য অসাধারণ। তাছাড়া, এটা খুবই বিরল ঘটনা। কেননা, আমরা এখন যে-পর্বে রয়েছি তাতে 'পুঁজিতন্ত্র থেকে কমিউনিজমে উত্তরণের শুধু **প্রথম পদক্ষেপগুলিই** নেওয়া হচ্ছে' (আমাদের পার্টি কর্মসূচি যা সঙ্গতভাবেই বলে)।

কমিউনিজম তখন শুরু হয় যখন **সাধারণ শ্রমিকেরা** দুঃসাধ্য খাটুনির ফলে দমে না গিয়ে সোৎসাহ গরজের পরিচয় দেয় শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়াবার জন্য, **প্রতি পুদ্ শস্য, কয়লা, লোহা** এবং অন্যান্য উৎপাদ হিসাব করে খরচ করে, বাড়তিটা যায় না শ্রমিকদের নিজেদের কিংবা তাদের 'নিকট আত্মীয়-স্বজনের' হাতে, তা যায় তাদের 'দূর আত্মীয়-স্বজনের' হাতে, অর্থাৎ গোটা সমাজের হাতে, প্রথমে একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে, তারপর সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলির ইউনিয়নে সম্মিলিত লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মানুষের হাতে।

'পুঁজি'-তে (১৮২) কার্ল মার্কস উপহাস করেছেন মুক্তি আর মানবাধিকারের জাঁকাল এবং বাগাড়ম্বরভরা বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক মহা সনদকে, বিদ্রূপ করেছেন **সাধারণভাবে** মুক্তি, সাম্য, আর ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধে যাবতীয় বুলি-

কপচানিকে, যেসব বুলি জঘন্য বার্ন আন্তর্জাতিকের এখনকার জঘন্য বীরপুঙ্গবদের সমেত সমস্ত দেশের পেটি বুর্জোয়া আর কূপমণ্ডূকদের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। প্রশ্নটাকে প্রলেতারিয়েত হাজির করে সাদাসিধে সংযত ব্যবহারিক সহজ-সরল ধরনে, এর সঙ্গে ঐসব জাঁকাল অধিকার-ঘোষণার তুলনা করে পার্থক্যটা দেখিয়েছেন মার্কস: প্রলেতারিয়েতের এমন আচরণের একটা নমুনাসই দৃষ্টান্ত হল অপেক্ষাকৃত খাটো কর্মদিন বিধিবদ্ধ করান। প্রলেতারীয় বিপ্লবের মর্মবস্তু যতই বেশি প্রকটিত হয়ে উঠছে, আমাদের কাছে মার্কসের বক্তব্যের যথাযথতা আর প্রগাঢ়তা ততই বেশি স্পষ্ট, ততই বেশি প্রতীয়মান হয়ে উঠছে। কাউট্‌স্কিদের, মেনশেভিকদের আর সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের এবং তাঁদের পেয়ারের বার্ন-এর 'ভায়াদের' জাঁকাল, জটিল বাগাড়ম্বর থেকে সাচ্চা কমিউনিজমের 'সূত্রগুলির' পার্থক্যটা এই যে, এগুলিতে সবকিছুকে **শ্রমের পরিবেশে** পরিণত করা হয়। 'শ্রম গণতন্ত্র' সম্বন্ধে, 'মুক্তি, সাম্য আর ভ্রাতৃত্ব' সম্বন্ধে, 'জনগণের সরকার' সম্বন্ধে এবং এই সমস্ত নিয়ে বকবকানি কম হোক; আমাদের একালের শ্রেণীসচেতন শ্রমিক আর কৃষকেরা বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীর এইসব জাঁকাল বুলির মর্ম ধরে ফেলে এবং চালাকিটা দেখতে পায় তেমনি সহজেই যেভাবে মামুলি কাণ্ডজ্ঞান আর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কোন লোক 'ভ্যালা ভদ্দরলোকটির' নিখুঁত 'ঘষা-মাজা' মুখখানা আর বেদাগ চেহারা দেখেই অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত করে — 'খুব সম্ভব জোচ্চোর'।

জাঁকাল বুলি কম হোক, আরও বেশি হোক সাদাসিধে **দৈনন্দিন** কাজ এবং এক-পুদ্‌ শস্য আর এক-পুদ্‌ কয়লার জন্য গরজ! ভুখা শ্রমিক এবং ছেঁড়া কাপড়-পরা খালি-পা কৃষকদের বড় প্রয়োজনীয় ঐ এক-পুদ্‌ শস্য এবং এক-পুদ্‌ কয়লা যাতে জোটে সেজন্য আরও গরজ চাই, সেটা জোটাতে হবে **দরকষাকষি করে নয়**, পুঁজিতান্ত্রিক ধরনে নয়, কিন্তু মস্কো-কাজান রেলওয়ের অদক্ষ শ্রমিক আর রেলশ্রমিক-কর্মচারীদের মতো সাদাসিধে মেহনতী মানুষের সচেতন, স্বতঃপ্রবৃত্ত, অপার বীরত্বপূর্ণ শ্রম দিয়ে।

আমাদের সবাইকে স্বীকার করতে হবে যে, বিপ্লব সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্নে বুর্জোয়া-বুদ্ধিজীবী কায়দায় বুলি-কপচানির ধরনধারনের বিভিন্ন নিদর্শনাবশেষ দেখা যায় প্রতিপদে, সর্বত্র, এমন কি আমাদের নিজেদের কাতারেও। যেমন, পচা-গলা বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক অতীতের এইসব পচা-গলা অবশেষগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে আমাদের পত্রপত্রিকাগুলি কাজ করছে সামান্যই। সাচ্চা কমিউনিজমের সাদাসিধে অনাড়ম্বর সাধারণ তবু

প্রাণশক্তিসম্পন্ন অঙ্কুরগুলিকে লালন করতে যৎসামান্যই কাজ করে আমাদের পত্রপত্রিকাগুলি।

ধরুন, নারীর অবস্থা। এক্ষেত্রে আমাদের ক্ষমতার প্রথম বছরেই আমরা যা করেছি তার শতাংশও দশকের পর দশকে করে নি পৃথিবীর একটাও গণতান্ত্রিক পার্টি, সবচেয়ে অগ্রসর বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রও না। যেসব জঘন্য আইনে নারীকে অসমতার অবস্থায় রাখা হয়, সীমাবদ্ধ বিবাহবিচ্ছেদ সহ সেটাকে ঘিরে রাখা হয় নানা ঘৃণ্য আচার-অনুষ্ঠান দিয়ে, বিবাহবন্ধন ছাড়া জাত সন্তান যেখানে স্বীকৃতি পায় না, তাদের বাপের সন্ধান করতে বাধ্য করা হয়, ইত্যাদি, বুর্জোয়াদের এবং পুঁজিতন্ত্রের লজ্জার কারণ হয়ে যেসব আইনের বহু জের এখনও দেখা যায় সমস্ত সভ্য দেশেই সেগুলোকে আমরা যথার্থই ধূলিসাৎ করেছি। এক্ষেত্রে আমরা যা করেছি তা নিয়ে হাজার বার গর্ববোধ করার অধিকার আমাদের আছে। তবে জমিটা থেকে সাবেকী বুর্জোয়া আইনকানুন আর প্রথা-প্রতিষ্ঠানাদির আবর্জনা আমরা যত **বেশি সম্পূর্ণভাবে** সাফ করে ফেলেছি ততই আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, নির্মাণের সেই জমিটা আমরা শুধু সাফই করেছি, কিন্তু এখনও গড়ছি না।

নারীমুক্তির যাবতীয় আইনকানুন সত্ত্বেও নারী এখনও রয়ে গেছে **গৃহস্থালির দাসী।** কেননা, **এটা-ওটা ঘরকন্না** তাকে পিষে ফেলে, চেপে রাখে, ভোঁতা করে দেয়, অবনমিত করে, তাকে বেঁধে রাখে রান্নাঘরে আর শিশুপালনে, আর বর্বর রকমের অনুৎপাদী, তুচ্ছ, স্নায়ুদুর্বলকারী, একঘেঁয়ে, হাড়ভাঙা খাটুনিতে তার শ্রমের অপচয় ঘটে। এই তুচ্ছ ঘরকন্নার বিরুদ্ধে যেখানে এবং যখন (রাষ্ট্রক্ষমতা পরিচালক প্রলেতারিয়েতের নেতৃত্বে) সর্বশক্তি নিয়োগ করে সংগ্রাম শুরু হবে, কিংবা বরং বলা ভাল, যখন বৃহদায়তন সমাজতান্ত্রিক সংস্থা হিসেবে **সর্বাত্মক পরিসরে** ঘরকন্নার **রূপান্তর** শুরু হবে, শুধু তখনই শুরু হবে সত্যিকার **নারীমুক্তি,** সত্যিকার কমিউনিজম।

এই যে-প্রশ্নটাকে প্রত্যেকটি কমিউনিস্ট তত্ত্বের দিক থেকে অকাট্য মনে করেন, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সেদিকে আমরা যথেষ্ট মনোযোগ দিই কি? নিশ্চয়ই দেওয়া হয় না। এক্ষেত্রে কমিউনিজমের যেসব **অংকুর** ইতিমধ্যে রয়েছে সেগুলির উপযুক্ত যত্ন নেওয়া হয় কি? আবারও উত্তরটা — না। সাধারণের ভোজনালয়, শিশুশালা, কিণ্ডারগার্টেন — এগুলি সেইসব অংকুরের নমুনা। এগুলি হল সাদাসিধে দৈনন্দিন উপায়, তাতে জাঁক, ঘটা

কিংবা সমারোহ নেই কিছুই, যা **বাস্তবিকই নারীমুক্তি** ঘটাতে পারে, সামাজিক উৎপাদনে এবং জনজীবনে ভূমিকার দিক থেকে পুরুষের তুলনায় নারীর যে-অসমতা রয়েছে সেটাকে তা বাস্তবিকই কমাতে এবং লোপ করতে পারে। এসব উপায় নতুন নয়, (সমাজতন্ত্রের সমস্ত বৈষয়িক পূর্বশর্তের মতো) এগুলি বৃহদায়তন পুঁজিতন্ত্রেরই সৃষ্টি। তবে পুঁজিতন্ত্রের আমলে এগুলি থেকে গিয়েছিল প্রথমত বিরল, আর দ্বিতীয়ত — যা বিশেষত গুরুত্বপূর্ণ — হয় **লাভের** কারবার, তাতে দাঁওবাজি, মুনাফাখোরি, জুয়াচুরি আর ছলচাতুরির যাবতীয় নিকৃষ্ট ব্যাপার, নইলে 'বুর্জোয়া বদান্যতার কসরত', যেটাকে ন্যায্যভাবেই ঘৃণা এবং অবজ্ঞা করতেন সেরা শ্রমিকেরা।

আমাদের দেশে এইসব প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অনেক বেড়েছে, সেগুলি ধাঁচ-ধরন বদলাতে **শুরু করেছে,** তাতে কোন সন্দেহ নেই। এতেও কোন সন্দেহ নেই যে, আমরা যা জানি তার চেয়ে ঢের বেশি **সাংগঠনিক প্রতিভা** রয়েছে নারীশ্রমিক এবং নারীকৃষকদের মধ্যে। আমরা যা জানি তার চেয়ে অনেক বেশি লোক রয়েছে যারা বহুসংখ্যক কর্মী এবং সংখ্যায় আরও বেশি পরিভোগীদের সহযোগে ব্যবহারিক কাজের সুব্যবস্থা করতে পারে সেটার পরিকল্পনা, প্রণালী, ইত্যাদি সম্বন্ধে অজস্র বুলি, তাড়াহুড়ো, ঝগড়াঝাঁটি আর বকবকানি ছাড়াই, যাদের দ্বারা 'আক্রান্ত' হয়েছে আমাদের হাবাগোবা 'বুদ্ধিজীবীরা' বা মোটা-মাথা 'কমিউনিস্টরা'। কিন্তু আমরা যথোচিত **যত্ন নিই না** নতুনের এই অংকুরগুলির।

বুর্জোয়াদের দিকে চেয়ে দেখুন। **তাদের** যা দরকার সেটা বিজ্ঞাপনের কায়দাটা তারা জানে কী খাসা! দেখুন **তাদের** পত্রিকাগুলির লক্ষ লক্ষ কপিতে পুঁজিপতিরা যেটাকে 'আদর্শ' প্রতিষ্ঠান মনে করে সেটার কী উচ্চ প্রশংসা, আর 'আদর্শ' বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠানাদিকে কিভাবে করে তোলা হয় জাতীয় গর্ববোধের বস্তু! আমাদের পত্রিকাগুলি সেরা ভোজনালয় কিংবা শিশুশালাগুলির কোন কোনটা যাতে দৃষ্টান্ত হিসেবে সেই বর্গের মধ্যে আদর্শ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পারে সেজন্য সেগুলির বর্ণনা দেবার ঝামেলার মধ্যে যায় না কিংবা যায় শুধু কালেভদ্রে। আমাদের পত্রপত্রিকাতে সেগুলির যথেষ্ট প্রচার করা হয় না, **আদর্শস্থানীয় কমিউনিস্ট কাজ** দিয়ে মানুষের শ্রমের কত সাশ্রয় হতে পারে, পরিভোগীদের কত সুবিধে, উৎপাদের কত মিতব্যয়, গৃহস্থালির দাসীগিরি থেকে কতখানি নারীমুক্তি, স্বাস্থ্যব্যবস্থার কত উন্নতি ঘটান যেতে পারে এবং এইসব প্রসারিত করা যায় গোটা সমাজে, সমস্ত মেহনতী মানুষের মাঝে, তার বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয় না।

আদর্শ উৎপাদন, আদর্শ কমিউনিস্ট সুবোত্‌নিক, প্রতি-পুদ্‌ শস্য সংগ্রহে ও বণ্টনে আদর্শ যত্ন আর সততা, আদর্শ ভোজনালয়, অমুক অমুক শ্রমিকভবনে, অমুক অমুক গৃহশ্রেণীতে আদর্শ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা — এইসব হতে হবে আমাদের পত্র-পত্রিকাগুলির এবং **প্রত্যেকটা** শ্রমিক আর কৃষক সংগঠনেরও এখনকার চেয়ে দশগুণ বেশি মনোযোগ আর যত্নের বস্তু। এই সবই কমিউনিজমের অঙ্কুর, এগুলিকে লালন করাটা আমাদের সাধারণ এবং মুখ্য কর্তব্য। আমাদের খাদ্য এবং উৎপাদন পরিস্থিতি কঠিন। তবু, দেড়বছরের বলশেভিক শাসনের মধ্যে **সর্বক্ষেত্রে** অগ্রগতি ঘটেছে, তাতে সন্দেহ নেই: শস্য সংগ্রহের পরিমাণ (১৯১৭ সালের ১ অগস্ট থেকে ১৯১৮ সালের ১ অগস্ট পর্যন্ত) ৩ কোটি পুদ্‌ থেকে বেড়ে (১৯১৮ সালের ১ অগস্ট থেকে ১৯১৯ সালের ১ মে পর্যন্ত) দাঁড়িয়েছে ১০ কোটি পুদ্‌; সবজিচাষ বেড়েছে, অনাবাদী জমির পরিমাণ কমেছে; জালানির প্রচণ্ড কষ্ট সত্ত্বেও রেলপরিবহণের উন্নতি শুরু হয়েছে, ইত্যাদি। এই সাধারণ পটভূমিতে এবং প্রলেতারীয় রাষ্ট্রক্ষমতার সমর্থনে কমিউনিজমের অঙ্কুরগুলি শুকিয়ে যাবে না, সেগুলি বেড়ে পল্লবিত হয়ে পূর্ণ কমিউনিজমে পরিণত হবে।

* * *

এই মহৎ সূচনা থেকে পাওয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারিক শিক্ষাগুলি আমরা যাতে নিতে পারি সেজন্য 'কমিউনিস্ট সুবোত্‌নিকগুলির' তাৎপর্য নিয়ে আমাদের বিস্তর ভেবে দেখতে হবে।

এই সূচনাটির আনুকূল্য করতে হবে সর্বতোভাবে — এই হল প্রথম এবং প্রধান শিক্ষা। 'কমিউন' শব্দটা প্রয়োগের ধরনধারন হচ্ছে বড্ড বেশি ঢিলেঢালা। কমিউনিস্টদের কিংবা তাদের অংশগ্রহণে চালু-করা যে-কোন রকমের প্রতিষ্ঠানকে প্রায়ই সঙ্গে সঙ্গেই 'কমিউন' বলে দেওয়া হচ্ছে। অনেক সময় ভুলে যাওয়া হচ্ছে যে, **খুবই সম্মানিত এই অভিধা অর্জন করা** চাই দীর্ঘকালব্যাপী অধ্যবসায়ী প্রচেষ্টা দিয়ে, সাচ্চা কমিউনিজম উন্নয়নের ক্ষেত্রে **ব্যবহারিক** সাফল্য দিয়ে।

'পরিভোগী কমিউন' **অভিধাটার** সঙ্গে যতখানি সংশ্লিষ্ট তাতে জন-কমিসার পরিষদের ডিক্রিটা **রদ করার** যে-সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির বেশির ভাগ সদস্যের বিবেচনায় পরিণতি লাভ করেছে, সেটা আমার মতে ঐ কারণে খুবই সঠিক। অভিধাটা অপেক্ষাকৃত সহজ-সরল হোক, আর প্রসঙ্গত বলি, নতুন সাংগঠনিক কাজের **প্রারম্ভিক** পর্বগুলির দোষত্রুটির

জন্য 'কমিউনগুলিকে' দোষী করা হবে না, দোষী করা হবে **মন্দ** কমিউনিস্টদের (যা হওয়াটা সর্বথা ন্যায্য)। 'কমিউন' শব্দটাকে **সাধারণ** প্রয়োগ থেকে বাদ দেওয়া, যে-কোন রাম-শ্যাম-যদু-মধুর দ্বারা সেটার গাপ হওয়া নিষিদ্ধ করা, বা **ওই নামটি কেবল** কমিউনগুলিকেই **দেয়া,** যারা কার্যত যথার্থই দেখিয়েছে (এবং চারপাশের সমস্ত মানুষের সর্বসম্মত স্বীকৃতি দিয়ে প্রমাণ করেছে) যে তারা কমিউনিস্ট ধরনে তাদের কার্যসম্পাদনে সক্ষম। আগে দেখান যে সমাজের স্বার্থে, সমস্ত মেহনতী মানুষের স্বার্থে কাজ করতে পারেন বিনা পারিশ্রমিকে, দেখিয়ে দিন আপনারা 'বৈপ্লবিক কায়দায় কাজ করতে' সক্ষম, শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে, আদর্শ ধরনে কাজ সংগঠিত করতে আপনারা সক্ষম, তারপর হাত বাড়ান 'কমিউন' এই সম্মানিত অভিধাটার জন্য!

এই ব্যাপারে 'কমিউনিস্ট সুবোত্নিক' খুবই মূল্যবান ব্যতিক্রম। কেননা, মস্কো-কাজান রেলওয়ের অদক্ষ শ্রমিকেরা এবং রেলশ্রমিক-কর্মচারীরা **আগে কাজ দিয়ে** দেখিয়ে দিয়েছে তারা **কমিউনিস্টের** মতো কাজ করতে **সক্ষম,** আর নিজেদের নেওয়া কর্মভারটাকে 'কমিউনিস্ট সুবোত্নিক' অভিধা দিয়েছে তারপর। ভবিষ্যতে কেউ কষ্টসাধ্য কাজ এবং **দীর্ঘকালব্যাপী প্রচেষ্টায়** ব্যবহারিক **সাফল্য দিয়ে,** আদর্শ এবং সত্যিকারের কমিউনিস্ট সংগঠন দিয়ে নিজ সংস্থা, প্রতিষ্ঠান কিংবা কর্মভারটাকে কমিউন হিসেবে **সপ্রমাণ না করে** সেটাকে ঐ নাম দিলে তাকে যাতে বুজরুক কিংবা বাচাল হিসেবে টিটকারি দেওয়া হয়, সে যাতে উপহাসাস্পদ হয় সেদিকে নজর দিয়ে সেটা আমাদের নিশ্চিত করতে হবে।

সেই মহৎ সূচনা, 'কমিউনিস্ট সুবোত্নিকগুলিকে' আরও একটা উদ্দেশ্যে কাজে লাগাতে হবে। সেটা হল পার্টিকে **শোধন করা।** বিপ্লবের পরে গোড়ার কালপর্যায়ে, যখন 'সরল' এবং কূপমণ্ডূক মনোবৃত্তিসম্পন্ন জনতা ছিল বিশেষ রকমের ভীতু, যখন একেবারে প্রত্যেকটি বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী—তাদের মধ্যে মেনশেভিক আর সোশ্যাল-রেভলিউশানারিরা তো বটেই — ছিল বুর্জোয়াদের তাঁবেদারের ভূমিকায় এবং অন্তর্ঘাত চালিয়েছিল, সেই সময়ে ভাগ্যান্বেষীদের এবং অন্যান্য দুষ্টলোকের শাসক-পার্টির সঙ্গে ভিড়ে যাওয়াটা ছিল একেবারেই অনিবার্য। সেটা বাদ দিয়ে কোন বিপ্লব কখনও হয় নি, কখনও হতে পারে না। মোদ্দা কথাটা হল, পাকাপোক্ত এবং শক্তিশালী আগুয়ান শ্রেণীর উপর নির্ভর করে শাসক-পার্টিকে তার সদস্যশ্রেণীকে শোধন করতে পারা চাই।

কাজটা আমরা শুরু করেছিলাম অনেক আগে। সমানে এবং অক্লান্তভাবে সেটা চালিয়ে যেতে হবে। যুদ্ধের জন্য কমিউনিস্টদের জড়ো করাটা এতে আমাদের সহায়ক হয়েছে: কাপুরুষেরা আর পাজি-বদমাশগুলো পার্টির কাতার ছেড়ে পালিয়েছে। রেহাই পেয়ে বাঁচা গেল! পার্টির **এই** সদস্য-হ্রাসের অর্থ হল পার্টির শক্তি আর প্রভাবের **বিপুল বৃদ্ধি।** এই শোধন আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। আর সেই নতুন সূচনা 'কমিউনিস্ট সুবোত্-নিকগুলিকে' কাজে লাগাতে হবে এই উদ্দেশ্যে: 'বৈপ্লবিক কায়দায় কাজে' ছ'মাসের, বলা যাক 'যাচাই' বা 'শিক্ষানবীশির' পরেই শুধু পার্টিতে সদস্য ভর্তি করতে হবে। যাঁরা ১৯১৭ সালের ২৫ অক্টোবরের পরে পার্টিতে শামিল হয়েছেন এবং যাঁরা পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য, নিষ্ঠাবান এবং কমিউনিস্ট হবার যোগ্যতা কোন বিশেষ কাজ কিংবা সেবাকার্যে প্রমাণ করেন নি, পার্টির এমন **সমস্ত** সদস্যের বেলায় অনুরূপ পরীক্ষা দাবি করতে হবে।

সাচ্চা কমিউনিস্ট ধারায় কাজের ব্যাপারে **পার্টির** সমানে **বেড়ে-চলা দাবির** সাহায্যে পার্টি শোধনের ফলে রাষ্ট্র**যন্ত্রের** উন্নতি ঘটবে এবং বৈপ্লবিক প্রলেতারিয়েতের পক্ষে প্লষকদের **চূড়ান্তভাবে চলে আসাটা** আরও এগিয়ে আসবে।

প্রসঙ্গত বলি, প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের আমলে রাষ্ট্রযন্ত্রের শ্রেণীপ্রকৃতিটাকে লক্ষণীয় প্রবলভাবে স্পষ্ট করে তুলেছে 'কমিউনিস্ট সুবোত্‌নিকগুলি'। 'বৈপ্লবিক কায়দায় কাজ করা' সম্বন্ধে একখানা চিঠির মুসাবিদা করছে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি। যেটার সদস্যসংখ্যা ১,০০,০০০ থেকে ২,০০,০০০ (আমি ধরে নিচ্ছি যথাযথ শোধনের পরে বাকি থাকবে ঐ সংখ্যাটাই; সদস্যসংখ্যা বর্তমানে আরও বেশি) এমন একটি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি তুলেছে কথাটা।

ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে সংগঠিত শ্রমিকেরা ধারণাটাকে গ্রহণ করেছে। রাশিয়ায় আর ইউক্রেনে তাদের সংখ্যা প্রায় চল্লিশ লক্ষ। তাদের বিপুল সংখ্যাগুরু অংশই প্রলেতারীয় রাষ্ট্রক্ষমতার সপক্ষে, প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের সপক্ষে। কথাটাকে এইভাবে বলা গেলে, 'গিয়ার-চাকা' দুটোর মধ্যে অনুপাত হল — দুই লক্ষ আর চল্লিশ লক্ষ। তারপর রয়েছে **কোটি কোটি** কৃষক। তারা তিনটি প্রধান বর্গে বিভক্ত: সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি এবং প্রলেতারিয়েতের সবচেয়ে কাছাকাছি হল আধা-প্রলেতারিয়ান বা গরিব কৃষকদের বর্গটা; তারপর আসছে মাঝারি কৃষকেরা, আর সংখ্যায় খুবই ছোট কুলাক বা গ্রামীণ বুর্জোয়াদের বর্গটা আসছে শেষে।

শস্যের কারবার এবং দুর্ভিক্ষ থেকে মুনাফা তোলা যতকাল সম্ভব ততকাল কৃষক থেকে যাবে আধা-মেহনতী, আধা-মুনাফাখোর (প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের আমলে কিছুকালের জন্য এটা অনিবার্য)। মুনাফাখোর হিসেবে কৃষক আমাদের বিরোধী, প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের বিরোধী, আর বুর্জোয়াদের সঙ্গে এবং শস্যে অবাধ কারবারের সমর্থক মেনশেভিক শের্ আর সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ব. চের্নেন্কভ অবধি এবং তাঁদের সমেত বুর্জোয়াদের বিশ্বস্ত তাঁবেদারদের সঙ্গে একমত হতে ঝোঁকে। কিন্তু **মেহনতীজন হিসেবে** কৃষক প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের বন্ধু, ভূস্বামীর বিরুদ্ধে এবং পুঁজিপতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে শ্রমিকের একটি সবচেয়ে বিশ্বস্ত মিত্র। মেহনতী মানুষ হিসেবে কৃষকেরা, তাদের বিপুল অংশটা সমর্থন করে এই 'রাষ্ট্রযন্ত্রটাকে' যেটার নেতৃত্বে রয়েছেন প্রলেতারীয় সেনামুখের এক কিংবা দুই লক্ষ কমিউনিস্ট, যেটা লক্ষ লক্ষ সংগঠিত প্রলেতারিয়ানদের নিয়ে গড়া।

'গণতান্ত্রিক' শব্দটার যথার্থ অর্থে অধিকতর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, মেহনতী আর শোষিত মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতরভাবে সংযুক্ত রাষ্ট্র **অদ্যাবধি কখনও হয় নি।**

'কমিউনিস্ট সুবোত্নিকগুলিতে' নিয়োজিত কাজের মতো প্রলেতারীয় কাজই প্রলেতারীয় রাষ্ট্রকে কৃষকের পূর্ণশ্রদ্ধা আর প্রীতির পাত্র করে তুলবে। এমন কাজ, শুধু এমন কাজই কৃষককে পুরোপুরি বিশ্বাস করাবে যে, আমরা সঠিক, কমিউনিজম সঠিক, আর কৃষককে করে তুলবে আমাদের বিশ্বস্ত মিত্র। কাজেই তার থেকে খাদ্যের ক্ষেত্রে আমাদের কঠিন অবস্থা একেবারেই দূর হয়ে যাবে, শস্য উৎপাদন আর বণ্টনের ব্যাপারে পুঁজিতন্ত্রের উপর কমিউনিজমের পূর্ণ বিজয় ঘটবে, ঘটবে কমিউনিজমের নিখাদ সংহতি।

২৮ জুন, ১৯১৯ ৩৯ খণ্ড, ৫-৬, ১৩-২৯ পৃঃ

প্রাচ্য জাতিসত্তাগুলির কমিউনিস্ট সংগঠনের দ্বিতীয় সারা-রাশিয়া কংগ্রেসে রিপোর্ট থেকে

২২ নভেম্বর, ১৯১৯

...উপসংহারে প্রাচ্য জাতিসত্তাগুলির ক্ষেত্রে জায়মান পরিস্থিতিটি সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। প্রাচ্যের বিভিন্ন জাতির কমিউনিস্ট সংগঠন ও কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি আপনারা। একথা বলতেই হবে যে, রুশ বলশেভিকরা যদি পুরাতন সাম্রাজ্যবাদের ভাঙন ঘটাতে পেরে থাকে, বিপ্লবের নবপথ রচনার অতি দুরূহ অথচ অত্যন্ত এক মহান কর্তব্য গ্রহণ করে থাকতে পারে, তাহলে আপনাদের, প্রাচ্যের মেহনতীজনের প্রতিনিধিদের সামনে আরও মহত্তর, আরও অভিনব একটি কর্তব্য বর্তমান। একথা খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, সারা বিশ্বে যে-সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এগিয়ে আসছে তা শুধু প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা দেশে তাদের বুর্জোয়ার ওপর প্রলেতারিয়েতের বিজয়লাভ রূপেই আসবে না। এটা সম্ভব হতে পারে যদি বিপ্লব চলে সহজে ও ত্বরিতে। আমরা জানি সাম্রাজ্যবাদীরা তা হতে দেবে না, প্রত্যেকটি দেশই তার নিজস্ব অভ্যন্তরীণ বলশেভিকবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র, তার একমাত্র চিন্তাই হল কী করে স্বদেশে বলশেভিকবাদকে পরাস্ত করা যায়। সেইজন্য প্রতি দেশেই গৃহযুদ্ধ দেখা দিচ্ছে, তাতে অংশগ্রহণের জন্য পুরনো আপোসপন্থী-সমাজতন্ত্রীদের টেনে আনা হচ্ছে বুর্জোয়ার পক্ষে। এইভাবে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব একমাত্র বা প্রধানত প্রত্যেকটা দেশে তাদের নিজস্ব বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী প্রলেতারিয়ানদের সংগ্রাম রূপেই দেখা দেবে না — না, তা হবে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদ-পীড়িত সমস্ত উপনিবেশ ও দেশের, সমস্ত পরাধীন দেশের সংগ্রাম। এই বছর মার্চে যে-পার্টি কর্মসূচি আমরা গ্রহণ করেছি তাতে আসন্ন বিশ্ব সমাজবিপ্লবের বর্ণনায় আমরা বলেছিলাম, সমস্ত অগ্রসর দেশে সাম্রাজ্যবাদী ও শোষকদের বিরুদ্ধে মেহনতীদের গৃহযুদ্ধ জড়িয়ে যেতে শুরু করছে আন্তর্জাতিক

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় যুদ্ধের সঙ্গে। বিপ্লবের গতিধারা থেকে তা সমর্থিত হচ্ছে এবং ক্রমেই বেশি করে সমর্থিত হতে থাকবে। একই ব্যাপার ঘটবে প্রাচ্যের ক্ষেত্রেও।

আমরা জানি, প্রাচ্যের জনগণ এখানে স্বাধীন অংশীদার হিসেবে, নতুন জীবনের স্রষ্টা হিসেবে উঠে দাঁড়াবে, কারণ কোটি কোটি এইসব মানুষ হল পরাধীন, পূর্ণাধিকারহীন জাতির অন্তর্ভুক্ত, যারা এতদিন পর্যন্ত ছিল সাম্রাজ্যবাদের আন্তর্জাতিক কর্মনীতির লক্ষ্যবস্তু, পুঁজিবাদী সংস্কৃতি ও সভ্যতার কাছে যাদের অস্তিত্ব ছিল শুধু পুষ্টিলাভের মালমসলা হিসেবে। এবং যখন উপনিবেশের সনদ বিলির কথা বলা হয়, তখন আমরা ভালই জানি যে, সেটা হল অপহরণ ও লুটপাটের জন্য সনদ বিলি — ভূগোলকের অধিকাংশ অধিবাসীদের শোষণ করার জন্য বিশ্ব জনসংখ্যার অতি অকিঞ্চিৎকর একটা অংশকে অধিকার প্রদান। এই যে অধিকাংশটা এতদিন পর্যন্ত ছিল ঐতিহাসিক অগ্রগতির একেবারেই বাইরে, কেননা স্বাধীন বৈপ্লবিক কোন শক্তির প্রতিনিধিত্ব তারা করতে পারে নি, আমরা জানি, তাদের সেই নিষ্ক্রিয় ভূমিকার অবসান হয়েছে বিশ শতকের শুরু থেকে। আমরা জানি, ১৯০৫ সালের পর শুরু হয় তুরস্ক, পারস্য ও চীনে বিপ্লব এবং ভারতে বিকশিত হয়ে উঠেছে একটা বৈপ্লবিক আন্দোলন। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধও বৈপ্লবিক আন্দোলন বৃদ্ধিতে সাহায্য যুগিয়েছে, কেননা ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের সংগ্রামের মধ্যে ঔপনিবেশিক জনগণের গোটা রেজিমেণ্টকে টেনে আনতে হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ প্রাচ্যকেও জাগিয়ে তুলেছে, তার জনগণকে টেনে এনেছে আন্তর্জাতিক রাজনীতির মধ্যে। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স ঔপনিবেশিক জনগণকে অস্ত্রসজ্জিত করেছে, সামরিক কৌশল ও উন্নত যন্ত্রসম্ভারের সঙ্গে তাদের পরিচয়সাধনে সাহায্য করেছে। এই বিদ্যা তারা ব্যবহার করবে সাম্রাজ্যবাদী ভদ্রমহোদয়দের বিরুদ্ধেই। সমসাময়িক বিপ্লবে প্রাচ্যের জাগরণ পর্বের পরই আসবে সারা বিশ্বের ভাগ্যবিধানে সমস্ত প্রাচ্য জনগণেরই অংশগ্রহণের পর্ব — কেবল অপরের ধনবৃদ্ধির লক্ষ্যবস্তু হিসেবে থাকবে না তারা। হাতে-নাতে কিছু করার জন্য, প্রত্যেক জাতি যাতে সমগ্র মানবজাতির ভাগ্যের প্রশ্ন ফয়সালা করতে পারে তার জন্য জেগে উঠছে প্রাচ্য জনগণ।

সেইজন্যই আমি মনে করি যে, বিশ্ববিপ্লব বিকাশের ইতিহাসে — শুরু দেখে মনে হয় তা অনেক বছর ধরে চলবে এবং এতে অনেক পরিশ্রম দরকার হবে — বৈপ্লবিক সংগ্রামে, বৈপ্লবিক আন্দোলনে আপনাদের

একটি বৃহৎ ভূমিকা পালন করতে হবে এবং সেই সংগ্রামে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামের সঙ্গে মিলে যেতে হবে। আন্তর্জাতিক বিপ্লবে অংশগ্রহণ আপনাদের সামনে আনবে একটি জটিল ও দুরূহ কর্তব্য, যা সাধন করতে পারলে আমাদের সাধারণ সাফল্যের ভিত্তি রচিত হবে, কারণ এখানে জনসংখ্যার অধিকাংশ এই প্রথম স্বাধীনভাবে কাজ শুরু করবে এবং আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ উচ্ছেদের সংগ্রামে একটি সক্রিয় উপাত্ত হয়ে উঠবে।

ইউরোপের অনগ্রসরতম দেশ রাশিয়ার চেয়েও অধিকাংশ প্রাচ্য জাতির অবস্থা খারাপ। কিন্তু সামন্ততন্ত্রের জের ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমরা রুশী শ্রমিক ও কৃষককে ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছিলাম; আমাদের সংগ্রাম এত সহজে এগিয়েছে, কারণ পুঁজি ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে কৃষক ও শ্রমিক ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। এইক্ষেত্রে প্রাচ্য জাতিসমূহের সঙ্গে যোগাযোগ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কেননা প্রাচ্য জাতিসমূহের অধিকাংশই মেহনতী জনগণের আদর্শ প্রতিনিধি — পুঁজিবাদী কলকারখানার ইস্কুল থেকে আসা শ্রমিক নয়, মধ্যযুগীয় নিপীড়নে নির্যাতিত শোষিত মেহনতী কৃষকগণের আদর্শ প্রতিনিধি। পুঁজিবাদকে পরাস্ত করে কোটি কোটি ছত্রভঙ্গ মেহনতী কৃষক জনগণের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রলেতারিয়ানরা কীভাবে মধ্যযুগীয় নিগড়ের বিরুদ্ধে বিজয়ী অভ্যুত্থান ঘটাল, রুশ বিপ্লব তা দেখিয়েছে। এবার আমাদের সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের কাজ হবে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে একত্রে সংগ্রাম চালানর জন্য জাগরণশীল সমস্ত প্রাচ্য জনগণকে নিয়ে নিজের চারিপাশে জোট বাঁধা।

এইক্ষেত্রে আপনাদের সামনে এমন একটি কর্তব্য আসছে যা সারা বিশ্বের কমিউনিস্টদের সামনে আগে কখনো আসে নি: সাধারণ কমিউনিস্ট তত্ত্ব ও কর্মের ওপর নির্ভর করে আপনাদের খাপ খাইয়ে নিতে হবে এমন সব বিশেষ অবস্থার সঙ্গে যা ইউরোপীয় দেশে অবর্তমান, সেই তত্ত্ব ও কর্মকে প্রয়োগ করতে পারা চাই এমন একটা পরিস্থিতিতে যেখানে প্রধান জনপুঞ্জই হল কৃষক, যেখানে সাধন করতে হবে পুঁজির বিরুদ্ধে নয়, মধ্যযুগীয় জেরের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কর্তব্য। কাজটি কঠিন ও বিশিষ্ট ধরনের, কিন্তু অতি প্রশংসনীয় কাজ, কেননা যে-জনগণ এযাবৎ সংগ্রামে কোন অংশ নেয় নি তাদেরই টেনে আনা হচ্ছে সংগ্রামে এবং অন্যদিকে, প্রাচ্যে কমিউনিস্ট ইউনিটগুলি গড়ে ওঠার ফলে আপনারা তৃতীয় আন্তর্জাতিকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখার সুযোগ পাচ্ছেন। সারা বিশ্বের অগ্রণী প্রলেতারিয়ানদের সঙ্গে

প্রাচ্যের প্রায়শই মধ্যযুগীয় পরিস্থিতিতে থেকে-যাওয়া মেহনতী ও শোষিত জনগণের এই যে-জোট, তার বিশেষ রূপটি আপনাদের খুঁজে পেতে হবে। আমাদের দেশে ছোট আকারে আমরা যা সাধন করেছি, বড় বড় দেশে বড় আকারে তা-ই সাধন করবেন আপনারা। এবং এই দ্বিতীয় কাজটা আপনারা সাফল্যের সঙ্গেই করবেন বলে আমার আশা। আপনারা যার প্রতিনিধি, প্রাচ্যের সেই কমিউনিস্ট সংগঠনগুলির দৌলতে অগ্রণী বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে আপনাদের যোগাযোগ রয়েছে। আপনাদের কর্তব্য হল প্রতি দেশের অভ্যন্তরে লোকের বোধগম্য ভাষায় কমিউনিস্ট প্রচার চালিয়ে যাওয়ার জন্য ভবিষ্যতেও সচেষ্ট থাকা।

একথা স্বতঃই বোঝা যায় যে, চূড়ান্ত জয়লাভ সম্ভব হবে শুধু বিশ্বের সমস্ত অগ্রসর দেশের প্রলেতারিয়েতের দ্বারা এবং আমরা, রুশীরা সেই কাজই শুরু করেছি যা ব্রিটিশ, ফরাসী বা জার্মান প্রলেতারিয়েত সংহত করে তুলবে; কিন্তু আমরা দেখছি যে, সমস্ত নিপীড়িত ঔপনিবেশিক জাতির এবং সর্বাগ্রে প্রাচ্য জাতির মেহনতী জনগণের সাহায্য ছাড়া তারা জয়যুক্ত হবে না। আমাদের বুঝতে হবে যে, কমিউনিজমে উৎক্রমণ কেবল অগ্রবাহিনী দ্বারাই নিষ্পন্ন হবার নয়। কর্তব্য হল, মেহনতী জনগণের স্বাধীন ক্রিয়াকলাপ ও সংগঠনের জন্য বৈপ্লবিক সক্রিয়তা জাগিয়ে তোলা, তা সে যে-স্তরেই থাক না কেন; কর্তব্য হল, অগ্রসরতর দেশের কমিউনিস্টদের জন্য যা রচিত সেই সাচ্চা কমিউনিস্ট মতবাদকে প্রতিটি জাতির ভাষায় অনুবাদ করে নেওয়া; অবিলম্বে সাধনীয় ব্যবহারিক কর্তব্যগুলি পালন করা; এবং অন্যান্য দেশের প্রলেতারিয়ানদের সঙ্গে সাধারণ সংগ্রামে মিলে যাওয়া।

এইসব হল এমন কর্তব্য কোন কমিউনিস্ট পুস্তকেই যার সমাধান পাওয়া যাবে না, পাওয়া যাবে রাশিয়া যে-সংগ্রাম শুরু করেছে সেই সাধারণ সংগ্রামের মধ্যে। এই কর্তব্যকে আপনাদের তুলে ধরে সাধন করতে হবে আপনাদের স্বাধীন অভিজ্ঞতায়। সেই কাজে আপনারা সাহায্য পাবেন একদিকে, অন্যান্য দেশের সকল মেহনতীদের অগ্রবাহিনীগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ জোট থেকে এবং অন্যদিকে, আপনারা যাদের প্রতিনিধি সেই প্রাচ্য জাতিদের দিকে সঠিকভাবে এগুতে পারার নৈপুণ্য থেকে। আপনাদের ভর করতে হবে সেই বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের উপর, যা এইসব জাতির মধ্যে জাগছে, যা জাগবেই, এবং যার একটা ঐতিহাসিক যৌক্তিকতা আছে। সেইসঙ্গে প্রতিটি দেশের মেহনতী ও শোষিত জনগণের কাছে আপনাদের

পৌঁছতে হবে এবং তাদের বোধগম্য ভাষায় বলতে হবে যে, আন্তর্জাতিক বিপ্লবের বিজয়ই তাদের মুক্তির একমাত্র ভরসা এবং প্রাচ্য জাতিগুলির কোটি কোটি মেহনতী ও শোষিতদের সকলের একমাত্র সহযোগী হল আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েত।

এই অসাধারণ আয়তনের কর্তব্যটাই আপনাদের সামনে আসছে, বিপ্লবের যুগ ও বৈপ্লবিক আন্দোলনের বিকাশের দৌলতে — সেটা সন্দেহাতীত — প্রাচ্যের কমিউনিস্ট সংগঠনগুলির সমবেত প্রচেষ্টায় কর্তব্যটি সফলভাবে সম্পন্ন হবে এবং পরিণামে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের ওপর পরিপূর্ণ বিজয় ঘটবে।

৩৯ খণ্ড, ৩২৬-৩৩১ পৃঃ

কৃষি-কমিউন ও কৃষি-আর্তেলসমূহের প্রথম কংগ্রেসে প্রদত্ত বক্তৃতা

৪ ডিসেম্বর, ১৯১৯

কমরেডগণ, সরকারের পক্ষ থেকে আপনাদের কৃষি-কমিউন ও কৃষি-আর্তেলসমূহের প্রথম কংগ্রেসকে সানন্দে অভিনন্দন জানাই। সোভিয়েত-রাজের সমগ্র কার্যকলাপ থেকে আপনারা সবাই অবশ্যই জানেন, ক্ষুদে ব্যক্তিগত চাষীজোত থেকে সামাজিক, সমবায়মূলক অথবা আর্তেল ধরনের খামারে রূপান্তরের জন্য অথবা সেই রূপান্তরে ক্রমশ সাহায্যের জন্য যেসব কমিউন, আর্তেল এবং সাধারণভাবে যেসমস্ত সংগঠন চালিত, সেগুলির ওপর আমরা কী প্রভূত গুরুত্ব দিই। আপনারা জানেন, এই ধরনের সূত্রপাতে সাহায্যের জন্য সোভিয়েতরাজ বহু আগেই একশ' কোটি রুবলের একটা তহবিল বরাদ্দ করেছে। 'সমাজতান্ত্রিক কৃষি-ব্যবস্থার বিধানাবলীতে' কমিউন, আর্তেল এবং জমির সামাজিকীকৃত চাষের সর্ববিধ উদ্যোগের তাৎপর্যে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে এবং এই আইন যাতে কাগজেই না থেকে যায়, তা থেকে যে-উপকার হওয়া উচিত সেটা যাতে সত্যই হয়, সেইজন্য সোভিয়েতরাজ তার সর্বপ্রচেষ্টা নিয়োগ করছে।

এই ধরনের সমস্ত উদ্যোগের গুরুত্ব প্রভূত। কেননা সেকেলে, দারিদ্র্য-পীড়িত চাষীজোত যদি আগের মতোই থেকে যায় তবে মজবুত সমাজতান্ত্রিক সমাজ পত্তনের প্রশ্নই ওঠে না। কাজের ক্ষেত্রে যদি আমরা কৃষকদের কাছে সামাজিকীকৃত, যৌথ, সমবায় ও আর্তেল চাষাবাদের সুবিধা প্রমাণে সক্ষম হই, যদি সমবায় ও আর্তেল খামার দিয়ে চাষীকে সাহায্য করতে সফল হই, তবেই কেবল রাষ্ট্রশক্তিধর শ্রমিক শ্রেণী তার কর্মনীতির সঠিকতা চাষীর কাছে সত্যি করেই প্রমাণ করতে এবং কোটি কোটি কৃষক জনগণের সাচ্চা ও স্থায়ী আনুগত্য অর্জন করতে সক্ষম হবে। সেইজন্য সমবায়মূলক, আর্তেল ধরনের কৃষিকার্যে সহায়তাদানের মতো যে-কোন

উদ্যোগের গুরুত্ব বাড়িয়ে বলা অসম্ভব। আমাদের দেশে লক্ষ লক্ষ স্বতন্ত্র খামার সুদূর গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। বাইরে থেকে, দূর থেকে, চাপ দিয়ে, কোন একটা আদেশ জারি করে এইসব খামারকে কোন একটা দ্রুত পদ্ধতিতে ঢেলে সাজা অবাস্তব। আমরা বেশ বুঝি যে লক্ষ লক্ষ ক্ষুদে চাষীখামারকে প্রভাবিত করা যায় কেবল ক্রমে ক্রমে ও সাবধানে এবং কেবলমাত্র সফল ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত দিয়েই কেননা, কৃষকেরা এতই ব্যবহারিক লোক, সেকেলে পদ্ধতির কৃষিতে তারা এত কষে বাঁধা যে শুধুমাত্র পুঁথিগত পরামর্শ বা উপদেশের ভিত্তিতেই কোন রকম গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনে তারা যেতে পারে না। এটা হতে পারে না এটা অবাস্তব। কৃষকদের কাছে বোধগম্য অভিজ্ঞতার দ্বারা যখন কার্যক্ষেত্রে প্রমাণিত হবে যে, সমবায়মূলক, আর্তেল ধরনের কৃষিতে উৎক্রমণ একান্ত আবশ্যক ও সম্ভব কেবল তখনই আমাদের বলবার অধিকার হবে যে, এই বিপুল কৃষিপ্রধান দেশ রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক কৃষিকাজের দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গৃহীত হল। সুতরাং কমিউন, আর্তেল ও সমবায়মূলক খামারের এই প্রভূত গুরুত্বের ফলে আপনাদের সকলের ওপরেই প্রচণ্ড রাষ্ট্রীয় ও সমাজতান্ত্রিক দায়িত্ব এসে বর্তাচ্ছে। এবং স্বভাবতই প্রশ্নটির প্রতি সবিশেষ মনোযোগ ও সতর্কতা অবলম্বনে সোভিয়েতরাজ ও তার প্রতিনিধিরা বাধ্য হচ্ছেন।

সমাজতান্ত্রিক কৃষি-ব্যবস্থা বিষয়ক আমাদের আইনে বলা আছে যে, সমস্ত সমবায় ও আর্তেল ধরনের কৃষি-উদ্যোগগুলির শর্তহীন কর্তব্য হল চতুষ্পার্শ্বের কৃষক জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন ও পৃথক না হওয়া, বাধ্যতামূলকভাবে তাদের সাহায্যদান করা। একথা লেখা আছে আইনে — কমিউন, আর্তেল ও সমবায়গুলির সাধারণ নিয়মাবলীর মধ্যে তার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। আমাদের কৃষি কমিশারিয়েত ও সোভিয়েতরাজের সমস্ত সংস্থা থেকে প্রচারিত বিধিনির্দেশে তা অনবরত পরিবর্ধিত করে তোলা হচ্ছে। কিন্তু প্রধান কথাটা হল তাকে কাজে পরিণত করার মতো একটা সত্যিকারের ব্যবহারিক পদ্ধতি উদ্ভাবন। এই প্রধান বিঘ্নটি আমরা জয় করতে পেরেছি বলে আমি এখনো নিঃসন্দেহ নই। আমি চাই আপনাদের কংগ্রেসে যেখানে রাশিয়ার সর্বাঞ্চল থেকে আগত সামাজিক খামারগুলির ব্যবহারিক কর্মীদের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ পাচ্ছেন, সেখানে সকল সন্দেহের অবসান করে প্রমাণ করা হোক যে, আমরা আর্তেল, সমবায় খামার ও কমিউন এবং সাধারণভাবে যৌথ ও সামাজিকীকৃত চাষাবাদের সব রকমের উদ্যোগগুলিকে সংহত করার ব্যবহারিক কাজটা কবজা করছি, কবজা করতে

শুরু করেছি। কিন্তু তা প্রমাণ করতে হলে দরকার সত্যিকারের **ব্যবহারিক ফলাফল।**

কৃষি-কমিউনগুলির নিয়মাবলী বা এই প্রশ্নের ওপর লেখা বই পড়লে মনে হবে, আমরা কমিউন সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রচার ও তাত্ত্বিক প্রমাণের জন্য বড়ো বড়ো বেশি জায়গা নিচ্ছি। তা অবশ্যই প্রয়োজনীয়। কেননা, বিশদ প্রচার ছাড়া, সমবায়মূলক কৃষির সুবিধা ব্যাখ্যা ছাড়া, হাজার হাজার বার চিন্তাটার পুনরাবৃত্তি ছাড়া আমরা ভরসা করতে পারি না যে, কৃষকদের ব্যাপক জনগণের মধ্যে আগ্রহ জাগবে এবং জিনিসটাকে কাজে পরিণত করার পদ্ধতি নিয়ে ব্যবহারিক পরীক্ষা শুরু হবে। বলা বাহুল্য, প্রচার অপরিহার্য এবং পুনরাবৃত্তিতে ভয় পাবার কিছু নেই কেননা, আমাদের কাছে যা পুনরাবৃত্তি বলে মনে হচ্ছে, হাজার হাজার চাষীর কাছে তা পুনরাবৃত্তি নয়, বলতে কি, প্রথম উদ্ঘাটিত এক সত্য। প্রচারের জন্য বেশি নজর দিচ্ছি একথা যদি আমাদের মনে হয় তবে বলব, এর পেছনে দেওয়া উচিত আরও একশ'গুণ বেশি মনোযোগ। কিন্তু একথা আমি যখন বলছি তখন সেটা বলছি এই অর্থে যে, আমরা যদি কৃষকদের কাছে কৃষি-কমিউন সংগঠনের উপকারটা সাধারণভাবে ব্যাখ্যা করি অথচ যুগপৎ সমবায় ও আর্তেল খামার থেকে প্রাপ্তব্য ব্যবহারিক সুবিধাগুলি হাতে-নাতে না দেখাতে পারি, তাহলে আমাদের প্রচারে চাষী আর আস্থা রাখবে না।

আইন বলছে যে কমিউন, আর্তেল ও সমবায় খামারগুলির উচিত চারিপাশের কৃষক জনগণকে সাহায্য করা। কিন্তু কৃষি-কমিউন ও আর্তেলগুলিকে সাহায্যের জন্য রাষ্ট্র, শ্রমিকরাজ বরাদ্দ করছেন একশ' কোটি রুবলের একটা তহবিল। এবং কোন কমিউন যদি এই তহবিল থেকে কৃষকদের সাহায্য করতে যায়, তাহলে ভয় হয় তাতে চাষীরা বিদ্রূপই করবে। সেই বিদ্রূপ একান্তই ন্যায্য। যে-কোন চাষীই বলবে: 'তোমরা যদি একশ' কোটি রুবলের একটা তহবিল পাও, তাহলে আমাদের দিকে তা থেকে কিছুটা ছুঁড়ে দেওয়া যে তোমাদের পক্ষে কঠিন হবে না সে তো জানা কথা।' আমার ভয় হয়, কৃষকেরা ও নিয়ে কেবল ঠাট্টাই করবে। কেননা, ব্যাপারটাকে সে দেখছে খুব মন দিয়ে এবং খুব অবিশ্বাস নিয়ে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে রাষ্ট্রশক্তির কাছ থেকে নিপীড়ন পেতেই কৃষকেরা অভ্যস্ত। সেইজন্য রাষ্ট্রের কাছ থেকে যা-কিছু আসে তাকে সন্দেহ করাই কৃষকের অভ্যাস। এবং কৃষি-কমিউনগুলি যদি নিতান্ত আইন পালনের জন্যই কেবল কৃষকদের সাহায্য দেয়, তবে সেই সাহায্য শুধু অকেজো হবে তাই নয়, বরং

ক্ষতিই করবে। কেননা, কৃষি কমিউন একটি মহান নাম। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে কমিউনিজমের ধারণা। ভালো হবে যদি কমিউনগুলি ব্যবহারিকভাবে দেখাতে পারে যে চাষীর কৃষিকর্ম উন্নত করার জন্য তারা সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছে। নিঃসন্দেহে তাতে কমিউনিস্টদের ও কমিউনিস্ট পার্টির কর্তৃত্ব ও মর্যাদা বাড়বে। কিন্তু প্রায়ই ঘটেছে এই যে, কমিউনগুলি শুধু তাদের প্রতি কৃষক-সম্প্রদায়ের একটা নেতিমূলক মনোভাবই জাগিয়েছে এবং মাঝে মাঝে 'কমিউন' কথাটাই হয়ে উঠেছে, এমন কি কমিউনিজমের বিরুদ্ধেই লড়বার একটা রণধ্বনি। জবরদস্তি করে কৃষকদের যখন কমিউনে ঢোকাবার উদ্ভট চেষ্টা হচ্ছিল তখনই যে শুধু এই ঘটেছে তা নয়। জিনিসটার উদ্ভটত্ব এতই প্রকট যে, সোভিয়েতরাজ বহু আগেই তার বিরোধিতা করে। এবং এই রকম জবরদস্তির বিচ্ছিন্ন দৃষ্টান্ত যদি এখনো দেখা যায় তবে আশা করি সেগুলির সংখ্যা অতি কম এবং বর্তমান কংগ্রেসটা আপনারা কাজে লাগাবেন যাতে এই অনাচারের শেষ চিহ্নটুকুও সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রে না থাকে, কমিউনের সভ্য হওয়ার সঙ্গে নাকি কোন রকম জবরদস্তি জড়িয়ে আছে এই সেকেলে মতটার সমর্থনে যেন চারিপাশের চাষীরা একটি দৃষ্টান্তও না দেখাতে পারে।

কিন্তু এই পুরনো ত্রুটি যদি আমরা দূর করি, এই অনাচার যদি নিঃশেষে মুছেও দিই, তাহলেও আমাদের যা কর্তব্য তার অল্প একটু অংশই করা হবে মাত্র। কেননা, কমিউনগুলিকে রাষ্ট্রীয় সাহায্যের প্রয়োজন তখনো থাকবে এবং যদি সর্বপ্রকার যৌথ কৃষি-উদ্যোগে আমরা সাহায্য না দিই তাহলে আমরা কমিউনিস্ট ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রবর্তনের পক্ষপাতী একথা বলা যাবে না। এটা করতে আমরা বাধ্য আরও এইজন্য যে, সেটা আমাদের সমগ্র কর্তব্যের পক্ষে সঙ্গত এবং এইজন্য যে আমরা ভালোই জানি, এই সব সমবায়, আর্তেল ও যৌথ-সংগঠনগুলি হল নতুন জিনিস, ক্ষমতাধিষ্ঠিত শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষ থেকে তাদের সাহায্য না দিলে সেগুলি শিকড় গেড়ে বসতে পারবে না। শিকড় গেড়ে যাতে তারা বসে, তার জন্য দরকার (বিশেষত রাষ্ট্র তাদের আর্থিক ও অন্যান্য সর্বপ্রকার সাহায্য দান করছে বলেই) এটা দেখা যাতে চাষীরা এই ব্যাপারে বিদ্রূপ করতে না পারে। আমাদের সর্বদাই সাবধান থাকতে হবে এই দিক থেকে যে কমিউন, আর্তেল ও সমবায়গুলির সভ্যদের সম্পর্কে কৃষকেরা যেন না বলে: তারা সরকারী পোষ্য, অন্য কৃষকদের থেকে তাদের তফাৎ এইটুকুন যে তারা বিশেষ সুবিধা পাচ্ছে। জমি পেলে এবং একশ' কোটি রুবল তহবিল থেকে সাহায্য পেলে

যে-কোন মূর্খের পক্ষেই সাধারণ কৃষকদের চেয়ে কিছুটা ভালোভাবে থাকা সম্ভব। চাষীরা বলবে, এর মধ্যে কমিউনিস্টসুলভ কী আছে, উন্নতিটা কোথায়? কীজন্য তাদের সম্মান দেখাব? কয়েক কুড়ি বা কয়েক শ' লোককে বাছাই করে যদি তাদের কোটি কোটি মুদ্রা দাও, তাহলে কাজ তারা তো করবেই।

কৃষকদের পক্ষ থেকে এই রকম মনোভাবই হল সবচেয়ে ভয়ের ব্যাপার এবং এই সমস্যাটির প্রতি আমি কংগ্রেসে সমাগত কমরেডদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। এই সমস্যার ব্যবহারিক সমাধান করতে হবে এমনভাবে যাতে বলতে পারি যে, বিপদটা শুধু কাটিয়ে উঠেছি তাই নয়, লড়াইয়ের এমন উপায়ও বার করেছি যাতে কৃষকেরা আর ওভাবে ভাবতে পারবে না, বরং উল্টো প্রতিটি কমিউন ও আর্তেলের মধ্যে এমনকিছু সে খুঁজে পাবে যেটাকে সরকার সাহায্য করছেন এমন কৃষি পদ্ধতি, যা বই ও বক্তৃতায় নয় (তার খুব একটা মূল্য নেই), কাজের ক্ষেত্রে পুরনো কৃষিপদ্ধতির তুলনায় তার শ্রেষ্ঠতা প্রমাণিত করেছে। এই জন্যই সমস্যাটির সমাধান এত কঠিন। এবং এই জন্যই প্রতিটি কমিউন, প্রতিটি আর্তেল পুরনো ব্যবস্থার যে-কোন উদ্যোগের চেয়ে সত্যিই উন্নত এবং শ্রমিকরাজ এক্ষেত্রে কৃষককেই সাহায্য করছে, এটা কার্যক্ষেত্রে প্রমাণিত হয়েছে কী না একথা শুধু শুকনো অঙ্কের হিসাব সামনে নিয়ে আমাদের পক্ষে বিচার করা কঠিন।

আমার ধারণা, কৃষি কমিউনগুলির পক্ষ থেকে চারিপাশের অধিবাসীদের সাহায্যদানের আইনটি কীভাবে পালিত হচ্ছে; সমাজতান্ত্রিক কৃষিতে উৎক্রমণ কীভাবে চালু হচ্ছে এবং বিভিন্ন কমিউন, আর্তেল ও সমবায়ে কী কী প্রত্যক্ষ রূপ তা গ্রহণ করছে; ঠিক কী করে তা কার্যে পরিণত হচ্ছে, সমবায় ও কমিউনগুলির কয়টি তা আসলে কাজে পরিণত করছে, এবং কয়টা শুধু উদ্যোগ-আয়োজনই করছে; কমিউনগুলি সাহায্য দিয়েছে এমন কতগুলি দৃষ্টান্ত দেখা গেছে এবং সেই সাহায্যের চরিত্র কী — হিতব্রতী নাকি সমাজতান্ত্রিক — এই সবের ওপর সত্যকার কার্যকর নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি (চারিপাশের একাধিক কমিউন, আর্তেল ও সমবায়ের সঙ্গে আপনাদের ব্যবহারিক পরিচয় রয়েছে) যদি আপনারা প্রণয়ন করেন, তবে সমস্যাটার ব্যবহারিক সমাধানের দিক থেকে তা খুবই বাঞ্ছনীয় হয়।

রাষ্ট্রের দেওয়া সাহায্য থেকে কমিউন ও আর্তেলগুলি যদি একটা অংশ কৃষকদের জন্য রেখে দেয়, তাহলে চাষীদের শুধু এই বিশ্বাসেরই কারণ ঘটবে যে, ওটা হল নিতান্তই সদয় ব্যক্তিদের কাছ থেকে সাহায্য, সমাজতান্ত্রিক

ব্যবস্থায় উৎক্রমণের কোন প্রমাণই তা নয়। এমন 'সদয় ব্যক্তিদের' সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতে কৃষকেরা বহু যুগ থেকে অভ্যস্ত। কিসে এই নতুন সমাজ-ব্যবস্থাটা টের পাওয়া যাচ্ছে, জমির ব্যক্তিগত চাষের চেয়ে সমবায় ও আর্তেলের চাষ যে ভাল, এবং ভাল রাষ্ট্রীয় সাহায্যের কল্যাণে **নয়,** তা কীভাবে কৃষকদের কাছে প্রমাণিত হচ্ছে, সেটা যাচাই করতে পারা চাই। এটা করতে হবে যাতে, এমন কি রাষ্ট্রীয় সাহায্য **ছাড়াই** এই নতুন ব্যবস্থার ব্যবহারিক রূপায়ণ কৃষকদের কাছে দেখাতে পারা যায়।

দুর্ভাগ্যবশত আপনাদের কংগ্রেসে আমি শেষ অবধি থাকতে পারব না এবং তাই এইসব যাচাই-পদ্ধতি প্রণয়নের কাজে অংশ নিতে পারব না। কিন্তু আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, আমাদের কৃষি কমিশারিয়েতের পরিচালনায় যেসব কমরেড আছেন তাঁদের সাহায্যে আপনারা এইসব পদ্ধতি নির্ণয় করতে পারবেন। কৃষি কমিশারিয়েতের জনকমিশার কমরেড সেরেদা'র একটি প্রবন্ধ পড়ে আমার খুব ভালো লেগেছে। তাতে তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে, চারিপাশের কৃষক জনগণের কাছ থেকে কমিউন ও সমবায়গুলির বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া উচিত নয়, চেষ্টা করা উচিত তাদের কৃষিকর্ম উন্নত করা। কমিউন সংগঠিত হওয়া উচিত এমনভাবে যাতে তা আদর্শস্থানীয় হয়, প্রতিবেশী কৃষকেরা নিজেরাই যাতে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। মালের ঘাটতি এবং সাধারণ ভগ্নদশার এই কঠিন অবস্থার মধ্যে যারা কৃষিকাজ চালিয়ে যাচ্ছে তাদের কী করে সাহায্য করতে হয় তার ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত তাদের স্থাপন করতে পারা চাই। সেটা কার্যকর করার মতো ব্যবহারিক পদ্ধতিসমূহ নির্ণয় করার জন্য অতি বিশদ নির্দেশাবলী রচনা করতে হবে, তাতে থাকা চাই: চারিপাশের কৃষক জনগণকে কত রকমে সাহায্য করা যায় তার তালিকা, প্রতিটি কমিউন কৃষকদের সহায়তার জন্য কী করেছে তার জেরা, এবং কী করে বর্তমানের দুই হাজার কমিউন ও প্রায় চার হাজার আর্তেলের প্রত্যেকটি এক-একটি কোষকেন্দ্র হয়ে কৃষকদের মধ্যে কাজের ক্ষেত্রে এই আস্থা শক্তিশালী করতে সমর্থ হবে যে, সমাজতন্ত্রে উৎক্রমনের দিক থেকে যৌথকৃষি কোন বিকল মস্তিষ্কের খামখেয়াল বা প্রলাপ নয়, হিতকর বস্তু, তার পদ্ধতি নির্দেশ।

আগেই বলেছি, আইন চায় যে কমিউনগুলি চারিপাশের কৃষক জনগণকে সাহায্যদান করবে। আইনে তার অন্য কোন রূপের একটা অভিব্যক্তি, তার মধ্যে ব্যবহারিক নির্দেশদান আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। সাধারণ নীতি স্থির করাই ছিল আমাদের কাজ এবং ভরসা করেছিলাম, স্থানীয় অঞ্চলগুলির সচেতন কমরেডেরা সুবিবেকে আইনটি প্রয়োগ করবেন এবং এক-একটা

নির্দিষ্ট অঞ্চলের প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে ব্যবহারিকভাবে তা কাজে লাগাবার সহস্র উপায় বার করতে পারবেন। কিন্তু বলাই বাহুল্য, যে-কোন আইনকেই এড়িয়ে যাওয়া যায়, এমন কি তা পালন করার ভাব করেই। সুতরাং, কৃষকদের সাহায্য করার জন্য আইনটা বিবেকহীনভাবে প্রয়োগ করলে নিতান্তই একটা খেলা হয়ে দাঁড়াতে পারে এবং ঠিক বিপরীত ফলাফল ঘটতে পারে।

কমিউনগুলিকে এমন লক্ষ্যে বিকশিত করতে হবে যাতে তাদের সংস্রবে অর্থনৈতিক সাহায্য পাওয়ায় কৃষক-খামারের পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করে এবং প্রতিটি কমিউন, আর্তেল ও সমবায় এই পরিস্থিতির উন্নতির সূত্রপাত করতে সক্ষম হয় ও তাকে কাজে পরিণত করতে পারে, কৃষকদের কাছে কার্যক্ষেত্রে প্রমাণ করতে পারে যে, এই পরিবর্তনে তাদের কেবল উপকারই হবে।

স্বভাবতই আপনারা ভাবতে পারেন যে, আমাদের বলা হবে: কৃষিকাজের উন্নতি করতে হলে চারবছরের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ এবং সাম্রাজ্যবাদীদের চাপিয়ে দেওয়া দুইবছরের গৃহযুদ্ধের ফলে অর্থনৈতিক ভাঙনের বর্তমান পরিস্থিতি থেকে পৃথক একটা পরিস্থিতি দরকার। আমাদের দেশে এখন যা অবস্থা, তাতে কৃষিকাজের উন্নত পদ্ধতির ব্যাপক প্রচলন নিয়ে ভাবার সময় কই — ভগবান করুন, কোন রকমে টিকে যেন থাকি, অনশনে না মরলেই বাঁচি।

খুবই স্বাভাবিক যে, এই রকমের সন্দেহ জাগতে পারে। কিন্তু আমাকে যদি এই ধরনের আপত্তির জবাব দিতে হত তাহলে বলতাম: ধরে নেওয়া যাক যে, সত্যই অর্থনীতির বিশৃঙ্খলার ফলে আর ভগ্নদশা, মালের ঘাটতি, পরিবহণের দুর্বলতা এবং গবাদি পশু ও হাতিয়ারপত্রের ধ্বংসের ফলে কৃষির ব্যাপক উন্নয়ন সম্ভব হবে না। কিন্তু কোন সন্দেহ নেই, আলাদা আলাদা একগুচ্ছ ক্ষেত্রে কৃষিকর্মের খানিকটা উন্নয়ন সম্ভব। কিন্তু ধরে নেওয়া যাক যে, অবস্থা সে রকমও নয়। কিন্তু তার মানে কি এই যে, চারিপাশের কৃষকদের জীবনে কোন পরিবর্তন ঘটাতে কমিউনগুলি পারবে না, চাষীদের কাছে প্রমাণ করতে পারবে না যে, যৌথ কৃষি-উদ্যোগগুলি কোন কৃত্রিম, কাচঘরের চারাগাছ নয়, এ হল শ্রমিকরাজের পক্ষ থেকে মেহনতী চাষীদের জন্য নতুন সাহায্য, কুলাকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সহায়তা? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বিষয়টাকে যদি এইভাবেই দেখা হয়, অর্থনৈতিক ভাঙনের এই বর্তমান অবস্থায় উন্নয়নের অসম্ভাব্যতা যদি আমরা

মেনেও নিই, তাহলেও কমিউন ও আর্তেলগুলিতে বিবেকী কমিউনিস্ট থাকলে অনেককিছুই সাধন করা যায়।

এটা যে বাজে কথা নয়, তা দেখাবার জন্য আমাদের শহরে যাকে সুবোত্‌নিক বলা হয়, তার উল্লেখ করতে চাই। যেটুকু করণীয় সেই কাজটুকু ছাড়াও কোন একটা সামাজিক স্বার্থের জন্য শহরের শ্রমিকেরা বিনাপয়সায় কয়েক ঘণ্টা করে যে-কাজ করে দেয়, তার নাম সুবোত্‌নিক। এটা প্রথম শুরু হয়েছিল মস্কোতে, মস্কো-কাজান রেলপথের শ্রমিকদের দ্বারা। সোভিয়েতরাজের একটি আবেদনে বলা হয়েছিল, ফ্রণ্টে লাল ফৌজের সৈনিকেরা অভূতপূর্ব আত্মত্যাগ করছে, যাবতীয় কষ্ট সহ্য করতে হলেও তারা শত্রুর ওপর অভূতপূর্ব জয়লাভ অর্জন করছে। এর সঙ্গে সঙ্গেই আবেদনে বলা হয়েছিল যে, এই জয়লাভগুলিকে চূড়ান্ত করে তুলতে পারি যদি এই ধরনের বীরত্ব ও এই ধরনের আত্মত্যাগ শুধু ফ্রণ্টে নয় পশ্চাদ্ভাগেও দেখানো হয়। এই আবেদনে মস্কোর শ্রমিকেরা সাড়া দেয় সুবোত্‌নিক সংগঠিত করে। কোন সন্দেহ নেই যে, মস্কোর শ্রমিকদের অভাব-কষ্টে ভুগতে হয় কৃষকদের চেয়ে অনেক বেশি। তাদের জীবনযাত্রার অবস্থার সঙ্গে যদি আপনাদের পরিচয় থাকে এবং অবিশ্বাস্য রকমের কঠিন সেই পরিস্থিতির মধ্যেও কী করে তারা সুবোত্‌নিক সংগঠিত করতে সক্ষম হল তা যদি ভেবে দেখেন, তাহলে আপনারা মানবেন যে, পরিস্থিতির কোন দুরূহতাতেই একথা অস্বীকার করা যায় না যে, মস্কো শ্রমিকেরা যে-পদ্ধতি প্রয়োগ করেছে সেটা প্রয়োগ করলে যেকোন অবস্থাতেই কাজ করা যায়। এই সুবোত্‌নিকগুলি যখন কেবল বিচ্ছিন্ন দৃষ্টান্তস্বরূপ রইল না, যখন পার্টিবহির্ভূত শ্রমিকেরা কার্যক্ষেত্রে দেখল যে, শাসক কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যরা নিজেরা দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং পার্টিতে নতুন সদস্যদের কমিউনিস্টরা এইজন্য ঢুকতে দেয় না যে তারা শাসক পার্টিজনিত সুবিধা পাবে, ঢোকায় এইজন্য যে তারা সাচ্চা কমিউনিস্ট শ্রম, অর্থাৎ বিনামূল্যে শ্রমের দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে, তখন শহরে কমিউনিস্ট পার্টির যতটা প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি হয়েছিল, কমিউনিস্টদের প্রতি পার্টিবহির্ভূত শ্রমিকদের পক্ষ থেকে যতটা শ্রদ্ধা বেড়েছিল তেমন আর কিছুতে হয় নি। সমাজতন্ত্র বিকাশের উচ্চতম পর্যায় হল কমিউনিজম, তখন লোকে কাজ করবে এই চেতনায় যে, সাধারণ কল্যাণের জন্য শ্রমের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আমরা জানি, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা আমরা এখনি প্রতিষ্ঠা করতে পারছি না — ঈশ্বর করুন, যেন আমাদের সন্তানদের যুগে অথবা হয়ত পৌত্রদের যুগে তা প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু আমরা একথা

বলি যে, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে দুঃখকষ্টের বেশির ভাগ বোঝাটা গ্রহণ করে শাসক কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যেরা, সেরা কমিউনিস্টদের জমায়েৎ করে ফ্রন্টের জন্য এবং সেই উদ্দেশ্যে যাদের কাজে লাগানো যায় না তাদের কাছ থেকে দাবি করে সুবোত্নিক পালন।

প্রত্যেকটি বড়ো বড়ো শিল্পশহরে সুবোত্নিকগুলি ছড়িয়ে গেছে ব্যাপকভাবে, পার্টির প্রতিটি সভ্যের তাতে যোগ দিতে হবে এই হল এখন পার্টির দাবি। এই শর্ত পালন না করলে, এমন কি পার্টি থেকে বহিষ্কারের শাস্তিও দেওয়া হয়। এই রকমের সুবোত্নিক প্রয়োগ করে এবং কমিউন, আর্তেল ও সমবায়ের মধ্যে এই পদ্ধতির প্রয়োগ করে আপনারা, এমন কি সর্বনিকৃষ্ট পরিস্থিতিতেও এটা করতে পারেন ও করা উচিত যেন প্রতিটি আর্তেল, কমিউন ও সমবায়কে কৃষকেরা গণ্য করে এমন এক সমিতিরূপে যার বৈশিষ্ট্য সরকারী সাহায্য পাওয়ায় নয়, বরং এইখানে যে, সেই সমিতিতে এসে জড়ো হয়েছে শ্রমিক শ্রেণীর সেরা সেরা প্রতিনিধিরা এবং তারা শুধু পরের কাছেই সমাজতন্ত্র প্রচার করে বেড়ায় না, নিজেরাও তা কার্যকর করতে সক্ষম, দেখাতে সক্ষম যে, সর্বনিকৃষ্ট পরিস্থিতিতেও কমিউনিস্ট ধরনে কৃষিকর্ম পরিচালনা করে চারিপাশে কৃষক জনগণকে যথাসম্ভব সাহায্য করতে তারা পারে। এই প্রশ্নে কোন আপত্তি চলতে পারে না। মালের ঘাটতি বা বীজের অভাব অথবা গবাদির মড়ক এই রকম কোন কৈফিয়তই চলে না। এ হল একটা যাচাই, যাতে আমাদের গৃহীত কঠিন কর্তব্যকে কার্যক্ষেত্রে কী পরিমাণে আমরা কবজা করতে পেরেছি। সেটা সর্বাবস্থায়ই দেখা যাবে।

আমি নিশ্চয় জানি কমিউন, সমবায় ও আর্তেলগুলির প্রতিনিধিদের এই সাধারণ সভা বিষয়টি নিস্নে আলোচনা করবে এবং একথা হৃদয়ঙ্গম করবে যে, এই পদ্ধতির প্রয়োগটাই হল সত্য করেই কমিউন ও সমবায়গুলির সংহতি সাধনের এক প্রকাণ্ড হাতিয়ার এবং এমন ব্যবহারিক ফল ঘটাতে পারবে যে, কৃষকদের পক্ষ থেকে কমিউন, আর্তেল ও সমবায়গুলির প্রতি বিদ্বেষের একটি দৃষ্টান্তও রাশিয়ায় কুত্রাপি দেখা যাবে না। কিন্তু একটুকুই সব নয়। কৃষকেরা যাতে এগুলির প্রতি সহানুভূতি বোধ করে, সেইটাই দরকার। আমাদের পক্ষ থেকে আমরা, সোভিয়েতরাজের প্রতিনিধিরা তাতে সাহায্য করার জন্য যথাশক্তি সব করব এবং দেখব যাতে একশ' কোটি রুবল তহবিল বা অন্য কোন সূত্রের রাষ্ট্রীয় সাহায্য শুধু সেইসব ক্ষেত্রেই প্রদত্ত হয় যেখানে মেহনতী কমিউন ও আর্তেলগুলির সঙ্গে চারিপাশের কৃষকজীবনের ঘনিষ্ঠ

সম্পর্ক বাস্তবিকই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই শর্ত না থাকলে আর্তেল ও সমবায়গুলিকে দেওয়া সমস্ত সাহায্যই শুধু অর্থহীন নয়, নিঃসন্দেহে ক্ষতিকর বলেই আমরা বিবেচনা করি। চারিপাশের কৃষকদের জন্য কমিউনগুলির যে-সাহায্য সেটা উদ্বৃত্তের সাহায্য হলেই চলবে না, তাকে হতে হবে সমাজতন্ত্রী সাহায্য, অর্থাৎ তাতে যেন বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত চাষ থেকে সমবায় চাষে চলে আসার সুযোগ হয় কৃষকদের। এবং তা করা সম্ভব শুধু পূর্বকথিত সুবোতনিক পদ্ধতির প্রয়োগ করেই।

চাষীদের চেয়ে অশেষ নিকৃষ্ট অবস্থায় থাকলেও শহরের যে-শ্রমিকেরা সুবোতনিক আন্দোলনের সূত্রপাত করে তাদের অভিজ্ঞতা থেকে যদি আপনারা শিক্ষা নেন, তাহলে আমার নিশ্চিত ধারণা, আপনাদের সাধারণ ও সর্বসম্মত সমর্থনের সাহায্যে আমরা এটা ঘটাতে পারব, যাতে বর্তমানের কয়েক হাজার কমিউন ও আর্তেলের প্রত্যেকটি পরিণত হবে কৃষকদের মধ্যে কমিউনিস্ট ভাবাদর্শ ও ধারণার প্রকৃত লালনাগারে, পরিণত হবে এক-একটা ব্যবহারিক দৃষ্টান্তে, যা কৃষকদের দেখিয়ে দেবে যে অংকুরটা এখনো পর্যন্ত ছোটো ও দুর্বল হলেও তা কৃত্রিম, কাচঘরের জিনিস নয়, নতুন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটা সত্যকার অংকুর। কেবলমাত্র তখনই আমরা অর্জন করতে পারব পুরাতন অজ্ঞতা, দারিদ্র্য ও অভাবের ওপর একটা পাকাপাকি বিজয়, কেবল তখনই আমাদের ভবিষ্যৎ পথের কোন দুরূহতাই আমাদের কাছে ভয়ঙ্কর লাগবে না।

৩৯ খণ্ড, ৩৭২-৩৮২ পৃঃ

মার্কিন সংবাদ এজেন্সি *Universal Service*-এর বার্লিনস্থ সংবাদদাতা কার্ল ভিগাণ্ডের প্রশ্নের জবাব

১। 'আমরা পোল্যান্ড ও রুমানিয়া আক্রমণের অভিলাষ রাখি কি না?'

না, আমাদের শান্তিপূর্ণ অভিলাষের কথা আমরা জন-কমিসার পরিষদ ও সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির তরফ থেকে একান্ত সগুরুত্বে ও আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছি। খুবই দুঃখের কথা যে, ফরাসী পুঁজিবাদী সরকার পোল্যান্ডকে (এবং সম্ভবত রুমানিয়াকেও) উস্কানি দিচ্ছে আমাদের আক্রমণ করার জন্য। লিয়োঁ থেকে একাধিক মার্কিন রেডিও বার্তায় পর্যন্ত তার উল্লেখ রয়েছে।

২। 'এশিয়ায় আমাদের পরিকল্পনা?'

ইউরোপের মতোই: নতুন জীবনে, শোষণহীন, জমিদারহীন, পুঁজিপতিহীন, ব্যবসায়ীহীন এক জীবনে জাগরণোন্মুখ সমস্ত জনগণের সঙ্গে, সমস্ত জাতির শ্রমিক ও কৃষকের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। ১৯১৪-১৯১৮-র সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, জার্মান-অস্ট্রীয় পুঁজিপতি জোটটির বিরুদ্ধে বিশ্ববণ্টনের জন্য ইঙ্গ-ফরাসী (ও রুশ) পুঁজিপতি জোটটির যুদ্ধ এশিয়াকে জাগিয়ে তুলেছে এবং অন্যান্য দেশের মতোই এখানেও স্বাধীনতা, শান্তিপূর্ণ শ্রম ও ভবিষ্যৎ যুদ্ধরোধের আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর করেছে।

৩। 'আমেরিকার সঙ্গে শান্তির ভিত্তি?'

মার্কিন পুঁজিপতিরা যেন আমাদের গায়ে হাত না দেন। আমরা তাঁদের ছোঁব না। পরিবহণ ও শিল্পের পক্ষে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, ইত্যাদির জন্য সোনায় দাম দিতেও আমরা রাজী। শুধু সোনায় নয়, কাঁচামাল দিয়েও।

৪। 'এমন শান্তির বাধা?'

আমাদের পক্ষ থেকে কিছুই নয়। মার্কিন (তথা অন্যান্য যে-কোন) পুঁজিপতিদের পক্ষ থেকে সাম্রাজ্যবাদ।

৫। 'আমেরিকা থেকে রুশ বিপ্লবীদের বহিষ্কার ব্যাপারে আমাদের মত?'

আমরা তাদের গ্রহণ করেছি। এখানে আমাদের দেশে আমরা বিপ্লবীদের ভয় পাই না। আসলে কাউকেই ভয় পাই না আমরা এবং আমেরিকা যদি তার কয়েক শ' বা কয়েক হাজার নাগরিককে এখনো ভয় পায়, তাহলে আমেরিকার পক্ষে ভয়াবহ সমস্ত ও সর্বপ্রকার নাগরিককে (অবশ্যই ফৌজদারী অপরাধী ছাড়া) গ্রহণ করার জন্য আলাপ-আলোচনা শুরু করতে আমরা রাজী।

৬। 'রাশিয়া ও জার্মানির মধ্যে অর্থনৈতিক মৈত্রীর সম্ভাবনা?'

দুর্ভাগ্যের বিষয়, সম্ভাবনা খুব বেশি নয়। কেননা শাইডেমানরা খারাপ সহযোগী। বিনা ব্যতিক্রমে সমস্ত দেশের সঙ্গেই আমরা মৈত্রীর পক্ষপাতী।

৭। 'যুদ্ধাপরাধীদের প্রত্যর্পণ বিষয়ে মিত্রশক্তিদের দাবি সম্পর্কে আমাদের মত?'

যুদ্ধাপরাধের কথা যদি গুরুত্বসহকারেই বলতে হয়, তাহলে সব দেশের পুঁজিপতিরাই অপরাধী। সমস্ত জমিদারদের (একশ' হেক্টরের বেশি জমির মালিক) ও পুঁজিপতিদের (যাদের এক লক্ষ ফ্রাঁর বেশি পুঁজি) দিয়ে দিন আমাদের হাতে, আমরা তাদের সার্থক শ্রমের তালিম দেব, শোষক এবং উপনিবেশ বণ্টনের জন্য যুদ্ধের উস্কানিদাতা হিসেবে তাদের লজ্জাকর, হীন ও রক্তাক্ত ভূমিকা ঘুচিয়ে দেব। তখন অচিরেই যুদ্ধ একান্তই অসম্ভব হয়ে উঠবে।

৮। 'আমাদের সঙ্গে শান্তির কী প্রভাব পড়বে ইউরোপের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর?'

যন্ত্রের বিনিময়ে শস্য, শণ এবং অন্যান্য কাঁচামাল — এটায় কি ইউরোপের পক্ষে অপকার হওয়া সম্ভব? উপকার না হয়েই পারে না, তা স্পষ্ট।

৯। 'বিশ্বশক্তি হিসেবে সোভিয়েতগুলির ভবিষ্যৎ বিকাশ সম্পর্কে আমাদের মত?'

সারা বিশ্বেই ভবিষ্যৎ সোভিয়েত ব্যবস্থার পক্ষে। ঘটনায় তা প্রমাণিত হয়েছে। যে-কোন দেশেই সোভিয়েতগুলির পক্ষপাতী অথবা দরদী পুস্তিকা, পুস্তক, প্রচারপত্র ও সংবাদপত্রের সংখ্যা, ধরা যাক, তিন মাস অন্তর কী রকম বাড়ছে সেটা হিসাব করলেই হবে। এ না হয়ে পারে না: একবার যদি শহরের শ্রমিকেরা এবং গ্রামের শ্রমিক, ক্ষেতমজুর, দিনমজুররা, তারপর ক্ষুদে চাষীরা, অর্থাৎ চাষের কাজে যারা ভাড়াটে লোকেদের কাজে লাগায় না — মেহনতীজনের এই বিপুল সংখ্যাধিকেরা একবার যদি বোঝে যে, সোভিয়েত ব্যবস্থায় সমস্ত ক্ষমতা আসে তাদের হাতে, জমিদার ও পুঁজিপতিদের জোয়াল থেকে মুক্তি পায় তারা, তখন সারা দুনিয়া জুড়ে সোভিয়েত ব্যবস্থার বিজয় ঠেকান কীভাবে সম্ভব? আমি অন্তত তেমন উপায় জানি না।

১০। 'বাইরে থেকে প্রতিবিপ্লবী হস্তক্ষেপের আশঙ্কা কি রাশিয়ায় এখনো করা উচিত?'

দুর্ভাগ্যক্রমে উচিত, কারণ পুঁজিপতিরা হল নির্বোধ লোভী লোক। হস্তক্ষেপের এমনি একাধিক নির্বোধ লোভী প্রচেষ্টা করেছে তারা, তাই প্রত্যেক দেশের শ্রমিক ও কৃষকেরা তাদের নিজস্ব পুঁজিপতিদের আগাগোড়া **পুনঃশিক্ষিত করে** না তোলা পর্যন্ত তার পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা থাকেই।

১১। 'আমেরিকার সঙ্গে ব্যবসা-সম্পর্কে প্রবেশ করতে রাশিয়া কি রাজী?'

অবশ্যই রাজী এবং অন্য সমস্ত দেশের সঙ্গেও। এরই জন্য কতকগুলি নির্দিষ্ট শর্তে এমন কি পারমিট দিতেও যে আমরা রাজী তা প্রমাণ হয়েছে এস্তোনিয়ার সঙ্গে আমাদের শান্তিতে, অনেককিছুই আমরা ছেড়ে দিয়েছি তাতে।

১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯২০

ভ. উলিয়ানভ (ন. লেনিন)

৪০ খণ্ড, ১৪৫-১৪৭ পৃঃ

কমিউনিজমে 'বামপন্থার' বাল্য ব্যাধি (১৮৩)

পুস্তিকা থেকে

১

রুশ বিপ্লবের আন্তর্জাতিক তাৎপর্যের কথা বলা যায় কোন অর্থে?

রাশিয়ায় প্রলেতারিয়েত কর্তৃক রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের (২৫.১০.—৭.১১.১৯১৭) পর প্রথম কয় মাসে মনে হতে পারত যে, অগ্রসর পশ্চিম-ইউরোপীয় দেশগুলি ও পশ্চাৎপদ রাশিয়ার মধ্যে বিরাট পার্থক্যের জন্য আমাদের সঙ্গে প্রথমোক্ত দেশগুলির প্রলেতারীয় বিপ্লবের সাদৃশ্য খুব কমই থাকবে। বর্তমানে আমাদের যথেষ্টই আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা রয়েছে যা থেকে খুব স্পষ্টতই দেখা যায় যে, আমাদের বিপ্লবের মূল কতকগুলি দিকের শুধু স্থানীয়, শুধু জাতীয়-বৈশিষ্ট্যসূচক, শুধু রুশী তাৎপর্যই নেই, আন্তর্জাতিক তাৎপর্যও আছে। আন্তর্জাতিক তাৎপর্যের কথাটা আমি এখানে ব্যাপক অর্থে বলছি না: শুধু কতিপয় নয়, আমাদের বিপ্লবের সব ক'টি মূল ও বহু গৌণ দিকেরই আন্তর্জাতিক তাৎপর্য রয়েছে এই অর্থে যে, তা সমস্ত দেশের ওপরই প্রভাব ফেলছে। কিন্তু সেই অর্থে নয়, সংকীর্ণতম অর্থেই, অর্থাৎ আন্তর্জাতিক তাৎপর্য বলতে যদি ধরি, আমাদের দেশে যা ঘটেছে তার আন্তর্জাতিক প্রযোজ্যতা, অথবা আন্তর্জাতিক আয়তনে তার পুনরাবৃত্তির ঐতিহাসিক অনিবার্যতা, তাহলে আমাদের বিপ্লবের কতক-গুলি মূল দিকের যে সেরূপ তাৎপর্য আছে তা স্বীকার করতে হয়।

বলাই বাহুল্য, এই সত্যটাকে অতিরঞ্জিত করে তুললে, আমাদের বিপ্লবের মাত্র কতকগুলি মূল বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে তা সীমাবদ্ধ না করলে ভয়ানক ভুল হবে। সমান ভুল হবে যদি একথাটা মনে না রাখি যে, অগ্রসর দেশগুলির অন্তত একটি দেশেও প্রলেতারীয় বিপ্লবের বিজয়ের পর খুবই সম্ভবত একটা বড় রকমের বদল ঘটবে, যথা: এরপর রাশিয়া আদর্শ দেশে নয়, ফের পরিণত হবে একটা পশ্চাৎপদ দেশে ('সোভিয়েতী' ও সমাজতান্ত্রিক অর্থে)।

কিন্তু বর্তমান ঐতিহাসিক মুহূর্তটিতে অবস্থাটা ঠিক এমনই যে, **সমস্ত** দেশের পক্ষেই তাদের অদূর ও অনিবার্য ভবিষ্যতের কিছু একটার এবং

খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিসের দেখা মিলছে রুশ আদর্শে। সমস্ত দেশের অগ্রণী শ্রমিকেরা বহুদিন আগেই এটা বুঝেছে এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ততটা বোঝে নি, যতটা বৈপ্লবিক শ্রেণীর সহজবোধে ধরেছে, টের পেয়েছে। এই থেকেই এতেই তো সোভিয়েতরাজের তথা বলশেভিক তত্ত্ব ও রণকৌশলের মূলনীতিগুলির আন্তর্জাতিক 'তাৎপর্য' (কথাটার সংকীর্ণ অর্থে) নিহিত। এটা বোঝেন নি জার্মানির কাউট্স্কি, অস্ট্রিয়ার অট্টো বাউয়ের ও ফ্রিডরিখ আডলারের মতো দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের 'বিপ্লবী' নেতারা, সেই কারণেই তাঁরা প্রতিক্রিয়াশীল, নিকৃষ্ট ধরনের সুবিধাবাদ ও সোশ্যাল-বেইমানির সমর্থক হয়ে দাঁড়ান। প্রসঙ্গত, ১৯১৯ সালে ভিয়েনায় প্রকাশিত (Sozialistische Bücherei, Heft 11; Ignaz Brand) 'বিশ্ববিপ্লব' ('Weltrevolution') নামক বেনামী পুস্তিকায় বিশেষ জাজ্বল্যমান রূপে দেখা যায় তাঁদের সমস্ত চিন্তাধারা ও চিন্তার পরিধি, সঠিকভাবে বললে তাঁদের অতল চিন্তাহীনতা, পন্ডিতিপনা, নীচতা ও শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার সবখানি — তাও আবার কিনা 'বিশ্ববিপ্লবের' আদর্শ 'রক্ষার' নামে।

কিন্তু এই পুস্তিকাটি নিয়ে বিশদ আলোচনা বারান্তরে করা যাবে। এখানে শুধু আরও একটা জিনিস উল্লেখ করব: সুদূর অতীতে কাউট্স্কি যখন আদর্শভ্রষ্ট হন নি, মার্কসবাদী ছিলেন, তখন ইতিহাসবিদ হিসেবে সমস্যাটির দিকে এগিয়ে তিনি এমন একটা পরিস্থিতি উদয়ের সম্ভাবনা দেখেছিলেন, যখন রুশ প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী উদ্যম পশ্চিম ইউরোপের পক্ষে আদর্শ হয়ে উঠবে। এটা ১৯০২ সালের কথা, যখন বিপ্লবী 'ইস্ক্রার' (১৮৪) জন্য কাউট্স্কি একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন — 'স্লাভগণ ও বিপ্লব'। এই প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন:

'বর্তমান সময়ে' (১৮৪৮ সালের তুলনায়) 'ভাবা সম্ভব যে, স্লাভরা শুধু বিপ্লবী জাতিগুলির সারিতে এসে দাঁড়িয়েছে তাই নয়, বিপ্লবী চিন্তা ও বিপ্লবী কর্মের ভারকেন্দ্রও ক্রমেই সরে যাচ্ছে স্লাভদের দিকে। বিপ্লবী কেন্দ্র সরে যাচ্ছে পশ্চিম থেকে পূর্বে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কেন্দ্রটি ছিল ফ্রান্সে, কখনো ইংলন্ডে। ১৮৪৮ সালে জার্মানিও এগিয়ে আসে বিপ্লবী জাতিগুলির সারিতে... নব শতাব্দী শুরু হচ্ছে এমন সব ঘটনায় যাতে এই ধারণা জন্মায় যে, বিপ্লবী কেন্দ্রের আরও সরে যাওয়া, অর্থাৎ তার রাশিয়ায় সরে যাওয়ার দিকেই আমরা চলেছি... পশ্চিমের কাছ থেকে রাশিয়া এত বিপ্লবী উদ্যোগ আহরণ করেছে যে, বর্তমানে সম্ভবত সে পশ্চিমের পক্ষেই বিপ্লবী উদ্যমের উৎস হয়ে ওঠার জন্য তৈরি। আমাদের মধ্যে নিরুদ্যম কূপমন্ডূকতা ও সুবোধ রাজনীতিপনার যে-মনোভাব ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে,

ঘূমায়িত রুশ বিপ্লবী আন্দোলন সম্ভবত তাকে বিতাড়িত করার প্রবলতম এক উপায় হয়ে উঠবে এবং প্রদীপ্ত শিখায় ফের জ্বালিয়ে তুলবে সংগ্রামের তৃষ্ণা ও আমাদের মহান আদর্শগুলির প্রতি উদগ্র নিষ্ঠা। বহুদিন হল রাশিয়া আর পশ্চিম ইউরোপের পক্ষে প্রতিক্রিয়া ও স্বৈরতন্ত্রের সাধারণ ঘাঁটি হয়ে নেই। বলতে কি, অবস্থাটা বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ঠিক বিপরীত। পশ্চিম ইউরোপই হয়ে দাঁড়াচ্ছে রাশিয়ার জন্য প্রতিক্রিয়া ও স্বৈরতন্ত্রের ঘাঁটি... রুশ বিপ্লবীরা সম্ভবত বহুদিন আগেই জারের ফয়সালা করত যদি তাদের একই সঙ্গে জারের সহযোগী ইউরোপীয় পুঁজির বিরুদ্ধে লড়তে না হত। আশা করি এবার তারা উভয় শত্রুরই ফয়সালা করতে পারবে এবং নতুন 'পবিত্র জোটটা' পূর্বতনদের চেয়েও তাড়াতাড়ি ভেঙে পড়বে। কিন্তু রাশিয়ায় বর্তমান সংগ্রাম যেভাবেই শেষ হোক না কেন, এই সংগ্রাম যেসব শহীদ সৃষ্টি করবে, তাদের রক্তপাত ও সৌভাগ্য, দুঃখের বিষয়, যা প্রয়োজনেরও বেশিই, তা ব্যর্থ হবে না। সমস্ত সভ্যজগতে সমাজ-বিপ্লবের অংকুরকে তা লালিত করবে, এগুলির অগ্রগতিকে আরও পল্লবিত ও ত্বরিত করবে। ১৮৪৮ সালে স্লাভরা ছিল এক তুহিন শৈত্য, যাতে জনগণের বসন্ত-কুসুমগুলি শুকিয়ে গিয়েছিল। হয়ত বর্তমানে তাদের সেই ঝঞ্ঝা হওয়াই নির্বন্ধ, যা প্রতিক্রিয়ার তুষার চুরমার করবে, দুর্বার গতিতে নিয়ে আসবে জাতিসমূহের জন্য নতুন এক সুখী বসন্ত।' (**কার্ল কাউট্‌স্কি**, 'স্লাভগণ ও বিপ্লব,' রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক বৈপ্লবিক পত্রিকা 'ইস্ক্রায়' প্রকাশিত এক প্রবন্ধ, ১৯০২, ১০ মার্চ, ১৮ নং সংখ্যা।)

১৮ বছর আগে কার্ল কাউট্‌স্কি ভালই লিখেছিলেন!

৬

বিপ্লবীদের কি প্রতিক্রিয়াশীল ট্রেড ইউনিয়নে কাজ করা উচিত?

জার্মান 'বামপন্থীরা' মনে করে, তাদের ক্ষেত্রে এই প্রশ্নে দ্বিধাহীন জবাব হল — না। তাদের মতে, 'প্রতিক্রিয়াশীল' এবং 'প্রতিবিপ্লবী' ট্রেড ইউনিয়নগুলির বিরুদ্ধে গলাবাজি এবং ক্রুদ্ধ বিষোদ্‌গার (ক. হোর্নারের ক্ষেত্রে এটা দাঁড়াচ্ছে নিতান্ত 'ভারিক্কী' ও নিতান্ত নির্বোধ) থেকেই যথেষ্ট 'প্রমাণ হয়ে যায়' যে, বিপ্লবীদের, কমিউনিস্টদের পক্ষে পীত, জাতিদম্ভী-সমাজবাদী, আপসপন্থী, লেগিন ধরনের প্রতিবিপ্লবী ট্রেড ইউনিয়নে কাজ করা অনাবশ্যক, এমন কি অননুমোদনীয়।

কিন্তু জার্মান 'বামপন্থীরা' এই ধরনের রণকৌশলের বিপ্লবীপনা সম্পর্কে যতই নিঃসন্দেহ হোক না কেন, তা আসলে মূলত ভুল — ফাঁকা বুলি কপচান ছাড়া আর কিছু নয়।

এই কথাটা পরিষ্কার করে বোঝাবার জন্য আমি এই প্রবন্ধের সাধারণ

পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে শুরু করব। বলশেভিকবাদের ইতিহাস ও বর্তমান রণকৌশলের যতখানি সাধারণভাবে প্রযোজ্য, তাৎপর্যপূর্ণ এবং অবশ্যপালনীয়, পশ্চিম ইউরোপের ক্ষেত্রে তা-ই প্রয়োগ করাই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

নেতৃবৃন্দ, পার্টি, শ্রেণী ও জনগণের মধ্যেকার অনুপাত আর ট্রেড ইউনিয়নগুলির সঙ্গে প্রলেতারীয় একনায়কত্ব ও তার পার্টির সম্পর্ক বর্তমানে রাশিয়ায় নিম্নলিখিত বিশিষ্ট রূপে দেখা দিচ্ছে। প্রলেতারিয়েত সোভিয়েতগুলি রূপে সংগঠিত হয়ে এই একনায়কত্ব প্রয়োগ করছে। এই প্রলেতারিয়েত আবার পরিচালিত হয় বলশেভিকদের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে। গত পার্টি কংগ্রেসের (এপ্রিল, ১৯২০) তথ্য অনুসারে পার্টির সদস্যসংখ্যা ৬,১১,০০০। অক্টোবর বিপ্লবের পূর্বে এবং পরে সদস্যসংখ্যা খুব বেশি বদলেছে এবং আগে, এমন কি ১৯১৮-১৯১৯ সালেও সদস্যসংখ্যা অনেক কম ছিল। পার্টির অত্যধিক স্ফীতি সম্পর্কে আমরা শঙ্কিত, কারণ ভাগ্যান্বেষী এবং বদমাইশরা — যাদের গুলি করে মারা দরকার — তারা অনিবার্যভাবেই শাসক পার্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হতে চায়। শেষ যে-বার আমরা পার্টির দরজা উন্মুক্ত করে দিয়েছিলাম — কেবল শ্রমিক ও কৃষকদের জন্য — সেটা হল সেই সময় যখন ইউদেনিচ পেত্রগ্রাদের কয়েক ভার্স্ট-এর মধ্যে এসে পড়েছিল (১৯১৯ সালের শীতকাল) আর দেনিকিন পৌঁছেছিল ওরিওলে (মস্কো থেকে প্রায় ৩৫০ ভার্স্ট দূরে), অর্থাৎ সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের তখন চরম জীবনমরণ সংকটের অবস্থা। সে-সময়ে দাঁওবাজ, ভাগ্যান্বেষী, বদমাইশ ও সাধারণভাবে নড়বড়ে লোকদের পক্ষে কমিউনিস্টদের সঙ্গে যোগ দিয়ে কাজ গুছিয়ে নেবার কোন সম্ভাবনা ছিল না (বরং নির্যাতন এবং ফাঁসিকাঠের আশঙ্কাটাই বড় ছিল) (১৮৫)। প্রতি বছর পার্টির বাৎসরিক কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় (প্রতি হাজার জন সদস্যে একজন প্রতিনিধির ভিত্তিতে গত বাৎসরিক কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছিল)। কংগ্রেসে নির্বাচিত উনিশ জন প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত কেন্দ্রীয় কমিটি পার্টিকে পরিচালনা করে মস্কোতে চলতি কাজ পরিচালনা করতে হয় আরও ছোট মন্ডলী দিয়ে, যেমন তথাকথিত 'অর্গ্‌ব্যুরো' (সাংগঠনিক ব্যুরো) এবং 'পলিট্‌ব্যুরো' (রাজনৈতিক ব্যুরো)। কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণ অধিবেশনে কেন্দ্রীয় কমিটির পাঁচ জন করে সদস্য নিয়ে এক-একটা ব্যুরো নির্বাচিত হয়। ফলে এই ব্যাপারটিকে একটা পুরোদস্তুর 'চক্রতন্ত্র' বলে মনে হতে পারে। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পথনির্দেশক অনুজ্ঞা না থাকলে

আমাদের প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রিক সংস্থায় কোন জরুরী রাজনৈতিক বা সাংগঠনিক প্রশ্ন সম্পর্কেই কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় না।

পার্টি তার কাজ চালানর ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে **ট্রেড ইউনিয়নগুলির** উপরে নির্ভর করে। গত কংগ্রেসের তথ্য অনুসারে (এপ্রিল, ১৯২০) এইসব ট্রেড ইউনিয়নের বর্তমান সভ্যসংখ্যা ৪০ লক্ষাধিক। আনুষ্ঠানিকভাবে এগুলি **অ-পার্টি** প্রতিষ্ঠান। বাস্তব ক্ষেত্রে কিন্তু বিপুল অধিকাংশ ইউনিয়নের সমস্ত পরিচালকসংস্থা, বিশেষ করে সারা-রাশিয়া সাধারণ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র বা ব্যুরো (সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন পরিষদ) কমিউনিস্টদের নিয়ে গঠিত — পার্টির প্রত্যেকটি নির্দেশ তারা পালন করে। এইভাবে সব মিলিয়ে আমাদের আনুষ্ঠানিকভাবে অ-কমিউনিস্ট, নমনীয় এবং অপেক্ষাকৃত ব্যাপক ও অত্যন্ত শক্তিশালী একটি প্রলেতারীয় যন্ত্র রয়েছে। এরই সাহায্যে পার্টি বস্তুত **শ্রেণী** এবং **জনগণের** সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এরই মাধ্যমে পার্টির নেতৃত্বে **শ্রেণীর একনায়কত্ব** প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ ব্যতীত, তাদের আন্তরিক সমর্থন এবং আত্মোৎসর্গী কাজ ছাড়া — শুধু অর্থনৈতিকই নয়, **সামরিক ক্ষেত্রেও** আড়াই বছর তো দূরের কথা, আড়াই মাসও দেশ শাসন করা আর একনায়কত্ব প্রয়োগ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হত। স্বভাবতই, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই ঘনিষ্ঠ সংযোগের মানে হল প্রচার, আন্দোলনের অত্যন্ত জটিল এবং বিচিত্র নানা কাজ, যথাসময়ে ও ঘন ঘন শুধু নেতৃস্থানীয় ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী নয়, সাধারণভাবে সমস্ত প্রভাবশালী ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের সঙ্গে অধিবেশন, মেনশেভিকদের বিরুদ্ধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সংগ্রাম। নগণ্য হলেও এখনো মেনশেভিকদের কিছু অনুগামী আছে, তাদের এরা ভাবাদর্শের দিক থেকে **(বুর্জোয়া)** গণতন্ত্র রক্ষার বা ট্রেড ইউনিয়নের 'স্বাতন্ত্র্যের' (প্রলেতারীয় রাষ্ট্রক্ষমতা শাসন থেকে স্বাতন্ত্র্য!) প্রচার চালান থেকে প্রলেতারীয় শৃঙ্খলা বানচাল করা, প্রভৃতি সব রকমের প্রতিবিপ্লবী অন্তর্ঘাত শিখিয়ে থাকে।

আমরা মনে করি, শুধু ট্রেড ইউনিয়ন মারফত 'জনগণের' সঙ্গে যোগাযোগ রাখাটা যথেষ্ট নয়। বিপ্লবের গতিপথে ব্যবহারিক কাজকর্মের মধ্য দিয়ে **অ-পার্টি শ্রমিক ও কৃষক সম্মেলনের** উদ্ভব হয়েছে। জনগণের মনোভাব অবগত হবার জন্য, তাদের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ হবার উদ্দেশ্যে, তাদের প্রয়োজনে সাড়া দেবার জন্য ও তাদের শ্রেষ্ঠ কর্মীদের রাষ্ট্রীয় পদে উন্নীত করা, ইত্যাদি লক্ষ্য নিয়ে আমরা আমাদের সর্বশক্তি দিয়ে এই প্রতিষ্ঠানকে সমর্থন করছি, এর বিকাশ এবং বিস্তৃতির জন্য সর্বপ্রযত্ন প্রচেষ্টা করছি।

সম্প্রতি একটি ডিক্রি জারী করে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের জন-কমিসারিয়েতকে 'শ্রমিক-কৃষক পরিদর্শন সংস্থায়' রূপান্তরিত করা হয়েছে। এবং নানা রকম তদন্তকার্য পরিচালনার্থে এই ধরনের অ-পার্টি সম্মেলনকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের প্রতিনিধি নির্বাচন, ইত্যাদির অধিকার দেওয়া হয়েছে।

তাছাড়া, পার্টির সর্ববিধ কাজ অবশ্যই সোভিয়েতগুলি মারফত সম্পাদন করা হয়ে থাকে। পেশা নির্বিশেষে সমস্ত মেহনতী জনগণ এই সোভিয়েতগুলিতে ঐক্যবদ্ধ হয়। সোভিয়েতগুলির আঞ্চলিক কংগ্রেসগুলি এমন **গণতান্ত্রিক** প্রতিষ্ঠান, যা বুর্জোয়া দুনিয়ার সেরা গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রেও কস্মিন্‌কালে দেখা যায় নি। এইসব কংগ্রেসের মধ্য দিয়ে (গভীর অভিনিবেশ সহকারে পার্টি এদের কার্যকলাপের ওপর নজর রাখবার চেষ্টা করে থাকে) এবং গ্রামীণ নানা পদে সচেতন শ্রমিকদের দীর্ঘ মেয়াদে সচরাচর প্রেরণ করে কৃষক-সম্প্রদায়ের উপর প্রলেতারিয়েতের নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করা হয়ে থাকে, শহুরে প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব প্রবর্তিত আর ধনী, বুর্জোয়া, শোষক ও মুনাফাখোর কৃষকদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক সংগ্রাম চালান হয়, ইত্যাদি।

একনায়কত্ব বাস্তবে রূপায়িত করার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, 'ওপর থেকে' দেখলে এই হল প্রলেতারীয় রাষ্ট্রক্ষমতার সাধারণ যন্ত্র। রুশ বলশেভিকরা এই যন্ত্রের সঙ্গে পরিচিত, কেমন করে ছোট ছোট বেআইনী গোপন চক্রের মধ্য থেকে এই যন্ত্রের উদ্ভব হল, তা তারা পঁচিশ বছর ধরে দেখেছে, কেন যে তাদের কাছে এই 'ওপর থেকে' **না** 'তলা থেকে' — নেতাদের একনায়কত্ব **না** জনগণের একনায়কত্ব, ইত্যাদি বাকবিতণ্ডা হাস্যকর ছেলেমানুষি বলে মনে না হয়ে পারে না, আশা করি পাঠক তা বুঝবেন। মানুষের বাঁ পা না তার ডান হাত বেশি কাজের — তাদের কাছে এ যেন এমনি ধারা তর্ক।

কমিউনিস্টরা প্রতিক্রিয়াশীল ট্রেড ইউনিয়নে কাজ করতে পারে না, করা উচিতও নয়, এই ধরনের কাজ বাতিল করা যেতে পারে, ট্রেড ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে এসে ভারি মিষ্টি (এবং সম্ভবত বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ভারি তরুণ) কমিউনিস্টদের মস্তিষ্কপ্রসূত একেবারে আনকোরা নিষ্কলঙ্ক 'শ্রমিক ইউনিয়ন' গঠন করা দরকার, ইত্যাদি মর্মে জার্মান বামপন্থীদের গালভরা, অতিবিজ্ঞ এবং সাঙ্ঘাতিক রকমের বিপ্লবী গলাবাজিকে একই রকম হাসাকর ছেলেমানুষী প্রলাপ ছাড়া আমরা আর কিছুই ভাবতে পারি না।

সমাজতন্ত্র পুঁজিবাদের কাছ থেকে অনিবার্যভাবে একদিকে, যেমন পায় শ্রমিকদের মধ্যে শতাব্দীসঞ্চিত পুরনো পেশা ও বৃত্তি বৈষম্যের দায়ভাগ, তেমনি, আবার পায় ট্রেড ইউনিয়নকেও, এগুলি বছরের পর বছর অতি

ধীর গতিতে গিল্ড-ইউনিয়ন রূপে ততটা নয় বরং ব্যাপকতর উৎপাদনমূলক ইউনিয়নে (শুধু বিশেষ গিল্ড, বৃত্তি এবং পেশা নয়, সমগ্র উৎপাদনকে জড়িয়ে) পরিণত হতে পারে ও হবে। পরে এইসব উৎপাদনমূলক ইউনিয়নগুলির মধ্য দিয়ে ক্রমে মানুষের মধ্যেকার শ্রমবিভাগের বিলোপ ঘটাবার দিকে, **সার্বিক বিকশিত ও সার্বিক** তালিম পাওয়া লোকেদের শিক্ষিত ও প্রস্তুত করে তোলার দিকে এগুন যায়, এমন লোক যারা **যে-কোন কাজই করতে সক্ষম।** কমিউনিজম সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছে, এগুতে হবে এবং **গিয়ে পেঁছবে** — তবে কেবল বহু বছর পরে। পূর্ণবিকশিত, পুরোপুরি কায়েম-করা ও সংহত, পূর্ণপ্রসারিত ও পরিণত কমিউনিজমের এই ভবিষ্যৎ ফলাফলকে এখনি কার্যক্ষেত্রে প্রত্যাশা করা চার বছরের শিশুকে উচ্চ গণিত শেখাতে যাওয়ার শামিল।

আমরা সমাজতন্ত্র গড়া শুরু করতে পারি (এবং তাই করতে হবে) পুঁজিবাদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া মানুষ নিয়ে — কাল্পনিক মানুষ বা আমাদের দ্বারা বিশেষ রকমে তৈরি করা মানুষ নিয়ে নয়। কাজটা খুব 'কঠিন', সত্য। কিন্তু এক্ষেত্রে অন্যতর দৃষ্টিভঙ্গি এমন অগভীর যে, তা নিয়ে আলোচনাই করা চলে না।

শ্রমিকদের খণ্ডবিখণ্ডতা ও অসহায়তা থেকে **প্রাথমিক** শ্রেণী-সংগঠনে উৎক্রমণ হিসেবে ট্রেড ইউনিয়নগুলি ছিল পুঁজিবাদী বিকাশের গোড়ায় শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে একটা বিরাট অগ্রগতি। যখন প্রলেতারিয়ানদের শ্রেণী-সংগঠনের **উচ্চতম** রূপ, অর্থাৎ **প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী পার্টির** (যতদিন পর্যন্ত নেতাদের সঙ্গে শ্রেণী ও জনগণকে একক অখণ্ড সমগ্রতায় বাঁধতে না শেখা যাচ্ছে, ততদিন এই নামের যোগ্যতা অর্জন করা যায় না) উদ্ভব হতে আরম্ভ হল, তখন অবশ্যম্ভাবী রূপে ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে **কিছু কিছু** প্রতিক্রিয়াশীল লক্ষণ, কিছুটা গিল্ড সংকীর্ণতা, কিছুটা অরাজনৈতিক হবার ঝোঁক, কিছুটা রক্ষণশীলতা, ইত্যাদি দেখা দিতে লাগল। কিন্তু ট্রেড ইউনিয়ন ছাড়া, ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক শ্রেণীর পার্টির পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ছাড়া দুনিয়ার কোথাও প্রলেতারিয়েতের বিকাশ হয় নি, হতেও পারত না। প্রলেতারিয়েত কর্তৃক রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল হল শ্রেণী হিসেবে প্রলেতারিয়েতের পক্ষে একটা বিপুল অগ্রপদক্ষেপ। এই সময় পার্টিকে আরও বেশি করে ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে শিক্ষিত ও পরিচালিত করতে হবে শুধু পুরনো কায়দায় নয়, নতুন কায়দায়, সেইসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, ট্রেড ইউনিয়নগুলি হল এবং অনেক দিন পর্যন্ত থেকে যাবে

অপরিহার্য 'কমিউনিজমের স্কুল' আর প্রলেতারিয়ানদের একনায়কত্ব প্রয়োগ করার প্রস্তুতিমূলক স্কুল, (বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন পেশার নয়) শ্রমিক **শ্রেণীর** হাতে এবং পরে সমস্ত মেহনতীদের হাতে দেশের সমগ্র অর্থনীতি পরিচালনার দায়িত্ব ক্রমে ক্রমে হস্তান্তর করার জন্য শ্রমিকদের এক অপরিহার্য সংগঠন হিসেবে।

উল্লিখিত অর্থে ট্রেড ইউনিয়নগুলির **কিছুটা** 'প্রতিক্রিয়াশীলতা' প্রলেতারীয় একনায়কত্বের আমলে **অবশ্যম্ভাবী**। একথাটা না বোঝার অর্থ পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে **উৎক্রমণের** মূলশর্ত একেবারেই বুঝতে না পারা। **এই** 'প্রতিক্রিয়াশীলতাকে' ভয় করা, একে **এড়িয়ে যাওয়া** বা লাফ দিয়ে পেরনর চেষ্টা হল প্রকান্ড মূর্খতা, কারণ তার অর্থ দাঁড়াবে এই যে, প্রলেতারীয় অগ্রবাহিনীর যা ভূমিকা — শ্রমিক শ্রেণী ও কৃষক-সম্প্রদায়ের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া স্তর ও জনগণকে গড়েপিটে শিক্ষিত করে তোলা, তাদের জ্ঞানের আলো দেখান, তাদের নতুন জীবনে টেনে আনার সেই ভূমিকাকেই ভয় করা। অন্যদিকে, যতদিন একটি শ্রমিকের মধ্যেও সংকীর্ণ পেশাগত দৃষ্টিভঙ্গি আর থাকছে না, যতদিন একটি শ্রমিকের মধ্যেও গিল্ড ও ট্রেড ইউনিয়নের কুসংস্কার আর থাকছে না, ততদিন পর্যন্ত প্রলেতারীয় একনায়কত্ব কায়েম স্থগিত রাখাটা হবে আরও বড়ো ভুল। প্রলেতারিয়েতের অগ্রবাহিনীর পক্ষে সফলভাবে কখন ক্ষমতা দখল করা সম্ভব, সেই ক্ষমতা দখলের সময় ও পরে কখন শ্রমিক শ্রেণীর যথেষ্ট ব্যাপক অংশ ও অ-প্রলেতারীয় মেহনতী জনগণের উপযুক্ত সমর্থন সে পেতে পারবে, তারপর কখন মেহনতী জনগণের ক্রমাগত ব্যাপকতর অংশকে গড়েপিটে শিক্ষিত করে, টেনে এনে তার আধিপত্য বজায় রাখা, সংহত করা এবং প্রসারিত করা সম্ভব, তার শর্ত ও মুহূর্ত সঠিকভাবে নিরূপণ করার মধ্যেই রাজনীতিকের নৈপুণ্য (তথা কমিউনিস্টের যে তার কর্তব্যটা সঠিকভাবে বুঝেছে তার লক্ষণ) নিহিত।

তাছাড়া, রাশিয়ার চেয়ে অগ্রসর দেশের ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে আমাদের দেশের চেয়ে আরও জোরালো মাত্রায় কিছু প্রতিক্রিয়াশীলতার প্রকাশ দেখা গেছে এবং দেখা যেতই। বিশেষ করে গিল্ড সংকীর্ণতা, পেশাগত স্বার্থপরতা এবং সুবিধাবাদের জন্যই আমাদের মেনশেভিকরা ট্রেড ইউনিয়নে সমর্থন পেয়েছিল (এবং অতি স্বল্পসংখ্যক ট্রেড ইউনিয়নে কিছুটা সমর্থন এখনো পেয়ে থাকে)। পশ্চিমে মেনশেভিকরা ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে অনেক বেশি পাকাপাকি 'গেড়ে বসেছে'। সেখানে **পেশাগত, ইউনিয়নসুলভ-সংকীর্ণ**,

স্বার্থপর, হৃদয়হীন, লোলুপ, কূপমণ্ডূক, সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবাপন্ন, সাম্রাজ্যবাদের উৎকোচে বশীভূত ও সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক কলুষিত 'শ্রমিক আভিজাত্য' উদিত হয়েছে আমাদের দেশের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী একটা স্তর হিসেবে। এই সত্য অকাট্য। পশ্চিম ইউরোপের গমপের্স এবং শ্রীযুক্ত জুও, হেণ্ডার্সন, মেরহেইম, লেগিন অ্যাণ্ড কোং-র বিরুদ্ধে সংগ্রাম আমাদের দেশের মেনশেভিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের থেকে ঢের বেশি কঠিন। আমাদের মেনশেভিকরা **পুরোপুরি সমধর্মী** রাজনৈতিক ও সামাজিক একটা ধরন বিশেষ। এই সংগ্রাম চালাতে হবে নির্মমভাবে এবং আমরা যা করেছিলাম সেইভাবে অবশ্যই এমন এক মাত্রায় তা তুলতে হবে যাতে সুবিধাবাদ ও জাতিদম্ভী-সমাজবাদের সংশোধনাতীত নেতারা সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠাচ্যুত হয়ে বিতাড়িত হন ট্রেড ইউনিয়ন থেকে। এই সংগ্রাম একটা **নির্দিষ্ট** স্তরে পৌঁছনর পূর্বে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল অসম্ভব (এবং দখলের চেষ্টা করাও উচিত নয়)। এই 'নির্দিষ্ট স্তরটি' বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে **একই রকম হবে না।** নির্দিষ্ট এক-একটা দেশের প্রলেতারিয়েতের চিন্তাশীল, অভিজ্ঞ এবং ওয়াকিবহাল রাজনৈতিক নেতারাই এই নির্দিষ্ট স্তরটি সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারেন। (প্রসঙ্গত, রাশিয়ায় এই সংগ্রামের সাফল্যের মাপকাঠি হল ১৯১৭ সালের ২৫ অক্টোবরের প্রলেতারীয় বিপ্লবের অল্প কয়েক দিন পরে, ১৯১৭ সালের নভেম্বরে সংবিধান সভার নির্বাচন। এই নির্বাচনে মেনশেভিকরা পুরোপুরি পরাজিত হয়েছিল। তারা পায় মাত্র ৭,০০,০০০ ভোট। ট্রান্স-ককেশিয়ার ভোট ধরলে তাদের ভোটের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৪,০০,০০০ — আর এর বিরুদ্ধে বলশেভিকরা পেয়েছিল ৯০,০০,০০০ ভোট: 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক' পত্রিকার (১৮৬) ৭-৮ নং সংখ্যায় 'সংবিধান সভার নির্বাচন ও প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব' শীর্ষক আমার প্রবন্ধটি দেখুন।)

কিন্তু 'শ্রমিক আভিজাত্যের' বিরুদ্ধে আমরা লড়ি শ্রমিক জনগণের নামে, তাদের আমাদের দিকে নিয়ে আসার জন্য; আমরা সুবিধাবাদী এবং জাতিদম্ভী-সমাজবাদী নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে লড়ি শ্রমিক শ্রেণীকে আমাদের পক্ষে টেনে আনার জন্য। এই অত্যন্ত প্রাথমিক এবং অতি স্বতঃসিদ্ধ সত্যটি ভুলে যাওয়া নির্বুদ্ধিতা হবে। যেহেতু ট্রেড ইউনিয়নগুলির **ঊর্ধ্বতম নেতৃত্বের** চরিত্র হল প্রতিক্রিয়াশীল এবং প্রতিবিপ্লবী, সুতরাং... ট্রেড ইউনিয়ন ছেড়ে আসা!! ওই সব ট্রেড ইউনিয়নে কাজ করতে অস্বীকার করা!! শ্রমিক সংগঠনের নূতন এবং **মস্তিষ্কপ্রসূত** রূপ তৈরি করা উচিত!! —

জার্মান 'বামপন্থী' কমিউনিস্টরা যখন এমনিধারা সিদ্ধান্তে আসে তখন তারা এই নির্বুদ্ধিতারই পরিচয় দেয়। সেটা এমন একটা অমার্জনীয় নির্বুদ্ধিতা যে তা হল কমিউনিস্টদের পক্ষ থেকে বুর্জোয়াদেরই সবচেয়ে বেশি সাহায্য দেওয়ার শামিল। কারণ **সমস্ত** সুবিধাবাদী, জাতিদম্ভী-সমাজবাদী এবং কাউট্স্কিপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের মতোই আমাদের মেনশেভিকরা হল 'শ্রমিক আন্দোলনে বুর্জোয়াদের দালাল' (মেনশেভিকদের সম্পর্কে এটা আমরা সব সময়েই বলেছি), অথবা আমেরিকায় ডানিয়েল দ্য লিওঁর অনুগামীদের চমৎকার ও প্রগাঢ় সত্য পরিভাষাটি ব্যবহার করলে 'পুঁজিপতি শ্রেণীর মজুর মুৎসুদ্দী' (labor lieutenants of the capitalist class) ছাড়া কিছু নয়। প্রতিক্রিয়াশীল ট্রেড ইউনিয়নে কাজ করতে অস্বীকার করার অর্থ অপরিণত বা পিছিয়ে পড়া শ্রমিক জনগণকে প্রতিক্রিয়াশীল নেতাদের, বুর্জোয়াদের দালাল, শ্রমিক অভিজাতদের বা 'যেসব শ্রমিকেরা পুরোপুরি বুর্জোয়া বনে গেছে' (ব্রিটিশ শ্রমিকদের সম্পর্কে ১৮৫৮ সালে মার্কসের কাছে লেখা এঙ্গেলসের চিঠি তুলনীয়*) তাদেরই প্রভাবে ছেড়ে দেওয়া।

কমিউনিস্টদের প্রতিক্রিয়াশীল ট্রেড ইউনিয়নে কাজ করা উচিত নয় — এই আজগুবী 'তত্ত্বটি' থেকেই সবচেয়ে পরিষ্কার করে বোঝা যায়, 'জনগণের' উপর প্রভাব বিস্তার করা সম্পর্কে 'বামপন্থী' কমিউনিস্টরা কী রকম লঘু মনোভাব পোষণ করে এবং 'জনগণ' কথাটির কী ভীষণ অপব্যবহার করে থাকে। 'জনগণকে' সাহায্য করতে পারার জন্য, 'জনগণের' সহানুভূতি ও সমর্থন অর্জন করতে পারার জন্য কষ্টের ভয় করলে চলবে না, 'নেতাদের' (সুবিধাবাদী এবং জাতিদম্ভী-সমাজবাদী হওয়ায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে বুর্জোয়া ও পুলিসের সাথে এদের যোগসাজশ থাকে) কিন্তু খোঁচা, ছলনা ও অপমানের, তাদের হাতে নির্যাতনের ভয় করলে চলবে না, বরং **যেখানেই জনগণ আছে** অবশ্য **সেখানেই কাজ করতে হবে।** বিশেষ করে যেসব প্রতিষ্ঠান, সংঘ ও সমিতিতে — তা সে সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল হোক — যেখানে প্রলেতারীয় ও আধা-প্রলেতারীয় জনগণ আছে ঠিক সেখানেই নিয়মিত, অধ্যবসায়ের সঙ্গে, অবিচলভাবে ও ধৈর্য ধরে প্রচার ও আন্দোলন চালিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে প্রচণ্ডতম বাধাকে অতিক্রম করতে, সব রকমের ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকতে হবে। আর ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক

---

* ফ. এঙ্গেলস। ১৮৫৮ সালের ৭ অক্টোবর ক. মার্কসের কাছে লেখা চিঠি। — সম্পাঃ

সমবায় সমিতি (শেষেরটির ক্ষেত্রে অন্তত কোন কোন সময়) হল ঠিক সেই প্রতিষ্ঠান, যেখানে জনগণের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। ১৯২০ সালের ১০ মার্চ তারিখে সুইডিশ পত্রিকায় *Folkets Dagblad Politiken* (১৮৭) প্রকাশিত তথ্যানুসারে ইংলণ্ডে ১৯১৭ সালের শেষে ট্রেড ইউনিয়নের সভ্যসংখ্যা ছিল ৫৫,০০,০০০, ১৯১৮ সালের শেষে ওই সভ্যসংখ্যা দাঁড়ায় ৬৬,০০,০০০, অর্থাৎ শতকরা ১৯ ভাগ বাড়ে। ১৯১৯ সালের শেষদিককার হিসাবে সভ্যসংখ্যা ধরা হয় ৭৫,০০,০০০। জার্মানি এবং ফ্রান্সের অনুরূপ তথ্য আমার হাতের কাছে নেই, কিন্তু এই দুই দেশেও যে ট্রেড ইউনিয়ন সভ্যসংখ্যার অনেক বৃদ্ধি হয়েছে, অকাট্য ও সুবিদিত তথ্য থেকেই তার প্রমাণ মিলবে।

এর থেকে এবং আরও হাজার লক্ষণ থেকে অতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ঠিক প্রলেতারীয় জনগণের মধ্যে, 'নিচু তলার স্তরের মধ্যে', পিছিয়ে পড়া মানুষের মধ্যে চেতনাবৃদ্ধি ও সংগঠন গড়বার আকাঙ্ক্ষা বাড়ছে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জার্মানির লক্ষ লক্ষ শ্রমিক **এই প্রথম** একেবারে সংগঠনহীন অবস্থা থেকে প্রাথমিক, সবচেয়ে নিচু মাত্রার, সবচেয়ে সরল এবং (যারা অস্থিমজ্জায় বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, তাদের পক্ষে) সবচেয়ে সহজে বোধগম্য সংগঠন — ট্রেড ইউনিয়নে হাজির হচ্ছে। অথচ বিপ্লবী কিন্তু অবিবেচক বামপন্থী কমিউনিস্টরা 'জনগণ', 'জনগণ' বলে চেঁচামেচি করে একপাশে দাঁড়িয়েই থাকে আর **ট্রেড ইউনিয়নে কাজ করতে অস্বীকার করে!!** অস্বীকার করে এই অজুহাতে যে, ওগুলো 'প্রতিক্রিয়াশীল'!! আর উদ্ভাবন করে এমন আনকোরা, নতুন, নিষ্কলঙ্ক একটি 'শ্রমিক ইউনিয়ন' যা হবে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক কুসংস্কারের দোষ থেকে বর্জিত, গিল্ড ও সংকীর্ণ-পেশাগত পাপ থেকে মুক্ত। তারা ঘোষণা করে, এই ইউনিয়ন হবে (হবে!) একটা ব্যাপক সংগঠন এবং তার সভ্য হবার একমাত্র (একমাত্র!) শর্ত 'সোভিয়েত ব্যবস্থা ও একনায়কত্বের স্বীকৃতি' (পূর্বোল্লিখিত উদ্ধৃতিটি দেখুন)!!

'বামপন্থী' বিপ্লবীরা যা ঘটাচ্ছে তার চেয়ে বড়ো নির্বুদ্ধিতা, এর চেয়ে বিপ্লবের বড়ো ক্ষতি কল্পনা করা যায় না! রাশিয়ার ও আঁতাঁতের বুর্জোয়াদের উপর অভূতপূর্ব বিজয়ের আড়াই বছর পরে আজকের রাশিয়ায় আমরা যদি 'একনায়কত্বের স্বীকৃতিকে' ট্রেড ইউনিয়নের সভ্য হবার শর্ত করতাম, তাহলে আমরা আহাম্মকি করতাম, জনগণের উপর আমাদের প্রভাবের ক্ষতিসাধন করতাম, মেনশেভিকদেরই সাহায্য করতাম। কারণ

কমিউনিস্টদের গোটা কাজটাই হল পিছিয়ে পড়াদের **নিঃসন্দেহ করতে** পারা, তাদের **মধ্যে** কাজ করতে পারা, মস্তিষ্কপ্রসূত ও ছেলেমানুষী-'বামপন্থী' স্লোগান দিয়ে তাদের কাছ থেকে **বেড়া তোলা** নয়।

গমপের্স, হেন্ডার্সন, জুও, লেগিন মহাশয়েরা যে নিশ্চয়ই এইসব 'বামপন্থী' বিপ্লবীদের প্রতি কৃতজ্ঞ, তাতে সন্দেহ নেই, কারণ এরা জার্মান 'নীতিগত' বিরোধী পক্ষের (১৮৮) (এমন 'নীতিভক্তি' থেকে ভগবান আমাদের রক্ষা করুন!) মতো বা আমেরিকান 'বিশ্ব শিল্পশ্রমিকদের' (১৮৯) কতক বিপ্লবীদের মতো প্রতিক্রিয়াশীল ট্রেড ইউনিয়ন পরিত্যাগ ও তাতে কাজ করতে অস্বীকারের প্রচার করছে। এই বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, কমিউনিস্টদের ট্রেড ইউনিয়নে যোগদান আটকাবার জন্য, যে-কোন উপায়ে সেখান থেকে তাদের বিতাড়িত করবার জন্য, ট্রেড ইউনিয়নে তাদের কাজ যথাসম্ভব কষ্টকর করে তোলার জন্য, তাদের লাঞ্ছিত, তাড়িত ও নির্যাতিত করার জন্য এইসব ভদ্রলোকেরা, এইসব সুবিধাবাদী 'নেতারা' বুর্জোয়া কূটনীতির সব রকম চালাকির আশ্রয় নেবেন এবং বুর্জোয়া সরকার, পাদ্রী, পুলিস ও বিচারকের সাহায্য চাইবেন। এই সবের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মতো শক্তি আমাদের সঞ্চয় করতে হবে, সব রকমের ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে, দরকার হলে নানা রকমের কলাকৌশল, প্যাঁচ, বেআইনী কায়দা, নিশ্চুপ থাকা ও সত্য গোপন করে রাখার জন্য চাতুরীর আশ্রয় নিতে হবে শুধু এইজন্য, যাতে ট্রেড ইউনিয়নে ঢোকা যায়, সেগুলোয় টিকে থেকে যেভাবে হোক কমিউনিস্ট কার্যকলাপ চালিয়ে যাওয়া যায়। জারের আমলে ১৯০৫ সালের আগে কোনরূপ 'আইনী সুযোগই' আমাদের ছিল না। কিন্তু কোটাল জুবাতভ যখন বিপ্লবীদের ফাঁদে ফেলবার ও তাদের প্রতিহত করার জন্য কৃষ্ণশতকী শ্রমিক জমায়েত বসাল ও শ্রমিক সমিতি গড়ল, আমরা তখন আমাদের পার্টির সভ্যদের এইসব জমায়েতে ও সমিতিতে পাঠাই। (তাঁদের মধ্যে একজনের কথা আমার নিজেরই মনে আছে; তিনি পিটার্সবুর্গের একজন বিশিষ্ট শ্রমিক, কমরেড বাবুশকিন। ১৯০৬ সালে জারের সৈন্যাধ্যক্ষরা তাঁকে গুলি করে মারে।) তাঁরা শ্রমিক জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন, আন্দোলন চালাবার ব্যবস্থা করতে সক্ষম হন এবং জুবাতভের দালালদের* প্রভাব থেকে শ্রমিকদের বের করে আনেন। পশ্চিম ইউরোপে,

---

* গমপের্স, হেন্ডার্সন, জুও, লেগিনরা জুবাতভ ছাড়া কিছু নন। জুবাতভের সঙ্গে তফাৎটা শুধু তাঁদের ইউরোপীয় পোশাক ও পালিশে, শুধু বদমাইশী নীতি চালাবার সভ্য, সংস্কৃত এবং মসৃণ-গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে।

যেখানে আইনানুরক্তি ও নিয়মতান্ত্রিকতার বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক কুসংস্কারের মোহ অতি নাছোড়বান্দা রকমের এবং অত্যন্ত দৃঢ় প্রোথিত, সেখানে অবশ্য এই ধরনের কাজ চালান আরও কঠিন। কিন্তু তবু কাজ চালান যায়, চালান উচিত এবং চালাতে হবে ধারাবাহিকভাবে।

আমি মনে করি, তৃতীয় আন্তর্জাতিকের কার্যকর কমিটির উচিত যেমন সাধারণভাবে প্রতিক্রিয়াশীল ট্রেড ইউনিয়নে যোগ না দেবার নীতিকে (এই যোগ না দেওয়াটা কেন অবিবেচনাপ্রসুত এবং প্রলেতারীয় বিপ্লবের পক্ষে এই নীতি কী চূড়ান্ত রকম ক্ষতিকর, তা বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করে) সোজাসুজি নিন্দা করা, আর তেমনি অংশত ওলন্দাজ কমিউনিস্ট পার্টির কিছু সভ্যের আচরণের নিন্দা করা, যারা এই ভুল নীতি সমর্থন করেছে — প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে, প্রকাশ্যে বা গোপনে, পুরোপুরি বা আংশিকভাবে, যাই হোক না কেন, তাতে কিছু এসে যায় না। তৃতীয় আন্তর্জাতিকের কার্যকর কমিটির উচিত কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের আগামী কংগ্রেসের কাছেও এই নীতি নিন্দার প্রস্তাব করা। তৃতীয় আন্তর্জাতিকের উচিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের রণকৌশল বর্জন করা, অস্বস্তিকর বিষয়গুলো এড়িয়ে যাওয়া বা ধামাচাপা না দেওয়া — খোলাখুলি তা উত্থাপন করা। পুরো সত্য কথাটা সোজাসুজি 'স্বাধীনদের' (জার্মানির স্বাধীন সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টি) সামনে উপস্থিত করা হয়েছে, তেমনি 'বামপন্থী' কমিউনিস্টদের সামনেও তা স্পষ্টাস্পষ্টি উপস্থিত করা দরকার।

৭

বুর্জোয়া পার্লামেণ্টে যোগ দেওয়া যায় কি?

প্রচণ্ড অবজ্ঞায় — এবং প্রচণ্ড লঘুচিত্তেই — জার্মান 'বামপন্থী' কমিউনিস্টরা এ প্রশ্নের উত্তর দেয় নেতিবাচক। তাদের যুক্তি? পূর্বোক্ত উদ্ধৃতিতে দেখেছি:

> '...ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক ভাবে নিঃশেষিত পার্লামেণ্টী সংগ্রাম-পদ্ধতিতে যে-কোন প্রত্যাবর্তন বর্জন করতে হবে দৃঢ়পণে।'

কথাটা বলা হয়েছে হাস্যকর হামবড়াইয়ের সঙ্গে এবং স্পষ্টতই তা ভুল। পার্লামেণ্টপ্রথায় 'প্রত্যাবর্তন'! জার্মানিতে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র বিদ্যমান নাকি? তা তো মনে হয় না! তাহলে 'প্রত্যাবর্তন' কথাটা আসে কোত্থেকে? এটা একটা ফাঁকা বুলি নয় কি?

পার্লামেণ্টপ্রথা 'ঐতিহাসিকভাবে নিঃশেষিত'। প্রচারের অর্থে কথাটা ঠিক। কিন্তু সবাই জানেন, **কার্যত** ওটা অতিক্রম করা এখনো বহু দূরের কথা। আজ থেকে কয়েক দশক আগেই পুঁজিবাদ সঙ্গতভাবেই ঘোষিত হতে পারত 'ঐতিহাসিকভাবে নিঃশেষিত', কিন্তু পুঁজিবাদের **মাটিতে** দাঁড়িয়ে অতি দীর্ঘ ও অতি একরোখা সংগ্রামের প্রয়োজন তাতে এতটুকু নাকচ হয় না। পার্লামেণ্টপ্রথা 'ঐতিহাসিকভাবে নিঃশেষিত' **বিশ্ব-ঐতিহাসিক** দিক থেকে, অর্থাৎ বুর্জোয়া পার্লামেণ্টপ্রথার **যুগ** শেষ হয়েছে, **শুরু হয়েছে** প্রলেতারীয় একনায়কতন্ত্রের **যুগ**। এটা তর্কাতীত। কিন্তু বিশ্ব-ঐতিহাসিক আয়তনটা মাপা হয় দশকের পর দশক বছর নিয়ে। ১০-২০ বছর আগে কি পরে, বিশ্ব-ঐতিহাসিক আয়তনে তাতে কিছু এসে যায় না, বিশ্ব ইতিহাসের দৃষ্টিতে এটা নগণ্য, তার একটা স্থূল অনুমানও অসম্ভব। ঠিক সেইজন্যই ব্যবহারিক রাজনীতির প্রশ্নে বিশ্ব-ঐতিহাসিক আয়তনের যুক্তি দেওয়া প্রচণ্ড রকমের তাত্ত্বিক ভ্রান্তি।

'রাজনৈতিকভাবে নিঃশেষিত' পার্লামেণ্টপ্রথা? হ্যাঁ, এটা অবশ্য অন্য কথা। এটা ঠিক হলে 'বামপন্থীদের' অবস্থান পাকা হত। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণে তা প্রমাণ করা দরকার, আর 'বামপন্থীরা' এমন কি বিশ্লেষণে নামতেই অক্ষম। ১ নং 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সাময়িক আমস্টার্ডাম ব্যুরোর বুলেটিন'এ ('Bulletin of the Provisional Bureau in Amsterdam of the Communist International', February, 1920) প্রকাশিত 'পার্লামেণ্টপ্রথা বিষয়ে থিসিস', যাতে স্পষ্টতই প্রকাশ পেয়েছে ওলন্দাজ-বামপন্থী অথবা বামপন্থী-ওলন্দাজ আকাঙ্ক্ষা, তাতে দেখতে পাব বিশ্লেষণও একেবারেই বাজে।

প্রথম কথা। আমরা জানি, রোজা লুক্সেম্‌বুর্গ ও কার্ল লিব্‌ক্লেখ্‌টের মতো বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতাদের মতামত অগ্রাহ্য করে জার্মান 'বামপন্থীরা' ১৯১৯ সালের জানুয়ারিতেই পার্লামেণ্টপ্রথাকে 'রাজনৈতিকভাবে নিঃশেষিত' বলে গণ্য করেছিল। এও জানা আছে, যে তাদের ভুল হয়েছিল। পার্লামেণ্টপ্রথা বুঝি-বা 'রাজনৈতিকভাবে নিঃশেষিত', এ প্রতিপাদ্য শুধু এই একটা তথ্যেই তৎক্ষণাৎ আমূল নাকচ হয়ে যায়। তখনকার তর্কাতীত ভুলটা কেন এখন আর ভুল রইল না সেটা প্রমাণের দায় 'বামপন্থীদের'। কিন্তু লেশমাত্র প্রমাণ তারা হাজির করে নি, করতেও পারে না। একটা রাজনৈতিক পার্টি কতটা গুরুত্বমনা এবং নিজ **শ্রেণী** ও মেহনতী **জনগণের** প্রতি তার দায়িত্ব সে **কার্যক্ষেত্রে** কতটা পালন করছে তার একটা

জরুরী ও অভ্রান্ত মাপকাঠি হল ভুলের প্রতি তার মনোভাব। খোলাখুলি ভুল স্বীকৃতি, তার কারণ আবিষ্কার, যে পরিস্থিতিতে ভুলের উদ্ভব তার বিশ্লেষণ, মন দিয়ে ভুল সংশোধনের উপায় বিচার — এই হল গুরুত্বমনা পার্টির লক্ষণ, এটা তার দায়িত্ব পালন, এইভাবেই সে **শ্রেণী**, তৎপর **জনগণকে** গড়েপিটে শিখিয়ে তোলে। নিজের এই দায়িত্ব পালন না করে, নিজেদের সুস্পষ্ট ভুলের বিচারে চূড়ান্ত মনোযোগ অর্পণ, পুঙখানুপুঙখ বিবেচনা ও সাবধানতা অবলম্বন না করে জার্মানির (এবং হল্যান্ডের) 'বামপন্থীরা' ঠিক এইটেই প্রমাণ করছে যে, তারা **শ্রেণীর পার্টি** নয়, চক্র মাত্র, **জনগণের পার্টি** নয়, বুদ্ধিজীবী এবং বুদ্ধিজীবীপনার নিকৃষ্ট দিকের অনুকারক কিছু অল্পসংখ্যাক শ্রমিকের গোষ্ঠী মাত্র।

দ্বিতীয় কথা। 'বামপন্থীদের' ফ্রাঙ্কফুর্ট গ্রুপের যে পুস্তিকা থেকে আমরা আগে বিশদ উদ্ধৃতি দিয়েছি, তাতেই আছে:

> '...লক্ষ লক্ষ যে শ্রমিক এখনো কেন্দ্রের' (ক্যাথলিক 'কেন্দ্র' পার্টি) 'নীতি অনুসরণ করছে তারা প্রতিবিপ্লবী। গ্রাম্য প্রলেতারীয়দের মধ্যে থেকে আসছে প্রতিবিপ্লবী সৈন্যের অক্ষৌহিণী' (পূর্বোক্ত পুস্তিকার ৩ পৃঃ)।

সবকিছু থেকেই দেখা যাচ্ছে এটা বলা হয়েছে বড়ো বেশি ঢালাওভাবে এবং অতিরঞ্জিত করে। কিন্তু এখানে উল্লিখিত মূল ঘটনাটা তর্কাতীত এবং 'বামপন্থীদের' পক্ষ থেকে এটার স্বীকৃতিই হল তাদের ভুলের জলজ্যান্ত সাক্ষ্য। 'পার্লামেণ্টপ্রথা রাজনৈতিকভাবে নিঃশেষিত', একথা কী করে বলা যায় যখন **প্রলেতারীয়দের** 'লক্ষ লক্ষ' এবং 'অক্ষৌহিণী' এখনো পার্লামেণ্টপ্রথার সমর্থক শুধু নয়, সোজাসুজি 'প্রতিবিপ্লবী'!? এটা সুস্পষ্ট যে, জার্মানিতে পার্লামেণ্টপ্রথা রাজনৈতিকভাবে **এখনো** নিঃশেষিত **নয়।** এটা সুস্পষ্ট যে, জার্মানির 'বামপন্থীরা' **নিজেদের বাসনাকে,** নিজেদের ভাবাদর্শ ও রাজনৈতিক মনোভাবকেই অবজেকটিভ বাস্তব বলে ধরেছে। বিপ্লবীদের পক্ষে এটা সবচেয়ে মারাত্মক ভুল। রাশিয়ায় যেখানে জারতন্ত্রের খুবই দীর্ঘস্থায়ী ও অত্যন্ত বহুবিধ রূপের একান্ত পাশবিক ও তাণ্ডব পীড়নে দেখা দেয় নানা ধাঁচের বিপ্লবী, — নিষ্ঠা, উদ্দীপনা, বীরত্ব, ইচ্ছাশক্তি যাদের আশ্চর্য, সেই রাশিয়ায় বিপ্লবীদের এই ভুলটা আমরা খুব কাছে থেকে পর্যবেক্ষণ করেছি, বিশেষ মন দিয়ে তা অধ্যয়ন করেছি, খুব ভালো করে তা জানি, তাই অন্যদের ক্ষেত্রে সেটা আমাদের চোখে পড়ে খুবই স্পষ্ট করে। জার্মানির কমিউনিস্টদের পক্ষে পার্লামেণ্টপ্রথা অবশ্যই 'রাজনৈতিকভাবে

নিঃশেষিত', কিন্তু যেটা **আমাদের পক্ষে** নিঃশেষিত, সেটাকে **শ্রেণীর পক্ষে** নিঃশেষিত, **জনগণের পক্ষে** নিঃশেষিত বলে **না** ধরাই হল আসল কথা। ঠিক এইখানটাতেই আমরা ফের দেখি যে, 'বামপন্থীরা' বিচার করতে অক্ষম, **শ্রেণীর** পার্টি, **জনগণের** পার্টি হিসাবে চলতে পারে না। জনগণের স্তরে, শ্রেণীর পশ্চাৎপদ স্তরে না নেমে যেতে আপনারা বাধ্য। একথা তর্কাতীত। কঠোর সত্যটা তাদের বলতে আপনারা বাধ্য। তাদের বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক ও পার্লামেণ্টী কুসংস্কারগুলোকে কুসংস্কার বলতেই আপনারা বাধ্য। কিন্তু সেইসঙ্গে গোটা শ্রেণীরই (শুধু তার কমিউনিস্ট অগ্রবাহিনীর নয়), **সমগ্র** মেহনতী **জনগণেরই** (শুধু তার অগ্রণীদের নয়) সচেতনতা ও প্রস্তুতির **সত্যিকার** অবস্থা **স্থিরমস্তিষ্কে** অনুসরণ করতে আপনারা বাধ্য।

'লক্ষ লক্ষ' ও 'অক্ষৌহিণীর' মাত্রায় না হলেও যদি অন্তত যথেষ্ট বড়ো রকমের **সংখ্যালঘু** শিল্প-শ্রমিকও যায় ক্যাথলিক যাজকদের পক্ষে, কৃষি শ্রমিক — জমিদার ও ধনী চাষীর (Grossbauern) পক্ষে তাহলে এই থেকেই **সন্দেহাতীতভাবে** বেরিয়ে আসে যে, জার্মানিতে পার্লামেণ্টপ্রথা **এখনো** রাজনৈতিকভাবে নিঃশেষিত **নয়, নিজ শ্রেণীর** পশ্চাৎপদ স্তরগুলিকে শিখিয়ে তোলার **জন্যই,** অপরিণত, ক্লেশ-জর্জরিত, তমসাচ্ছন্ন গ্রাম্য **জনগণের** জাগরণ ও জ্ঞানের আলোকপ্রাপ্তির জন্যই বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের পার্টির পক্ষে পার্লামেণ্ট নির্বাচনে ও পার্লামেণ্টী মঞ্চের সংগ্রামে যোগদান **অবশ্য কর্তব্য।** যতদিন আপনারা বুর্জোয়া পার্লামেণ্ট ও অন্যান্য ধরনের যতকিছু প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিষ্ঠান দূর করতে না পারছেন, ততদিন তাদের অভ্যন্তরে কাজ চালাতে আপনারা **বাধ্য একান্ত** এই কারণে যে, যাজকদের দ্বারা ও অজ গ্রাম্যতায় বিমূঢ় শ্রমিক সেখানে এখনো বর্তমান, অন্যথায় আপনারা স্রেফ বাক্যবীর হয়ে দাঁড়াবার বিপদে পড়বেন।

তৃতীয় কথা। 'বামপন্থী' কমিউনিস্টরা আমাদের সম্বন্ধে, বলশেভিকদের সম্বন্ধে ভালো কথা বলে খুবই বেশি। একেক সময় ইচ্ছে হয় বলি: প্রশংসা একটু নয় কম করুন, একটু বেশি করে তলিয়ে দেখুন বলশেভিকদের রণকৌশল, সেটা একটু বেশি করে জানুন! রুশ বুর্জোয়া পার্লামেণ্টের, সংবিধান সভার নির্বাচনে, ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বর-নভেম্বরে আমরা যোগ দিয়েছিলাম। আমাদের রণকৌশল কি সঠিক ছিল, নাকি নয়? যদি সঠিক না হয়ে থাকে, তাহলে সেটা পরিষ্কার করে বলা ও প্রমাণ করা দরকার: আন্তর্জাতিক কমিউনিজমের সঠিক রণকৌশল প্রণয়নের জন্য তা অপরিহার্য। আর যদি সঠিক হয়ে থাকে, তাহলে নির্দিষ্ট কতকগুলি সিদ্ধান্ত টানতে হয়।

বলাই বাহুল্য, রাশিয়ার পরিস্থিতির সঙ্গে পশ্চিম ইউরোপের পরিস্থিতিকে সমান করে দেখার কথাই ওঠে না। কিন্তু 'পার্লামেণ্টপ্রথা রাজনৈতিকভাবে নিঃশেষিত' এই কথাটার মানে কী, এই বিশেষ প্রশ্নে আমাদের অভিজ্ঞতার সঠিক হিসাব নেওয়া অবশ্যকর্তব্য, কেননা মূর্ত-নির্দিষ্ট অভিজ্ঞতার হিসাব ছাড়া এ ধরনের কথা অতি সহজেই পরিণত হয় ফাঁকা বুলিতে। রাশিয়ায় পার্লামেণ্টপ্রথা রাজনৈতিকভাবে নিঃশেষিত, ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বর-নভেম্বরে একথা বলার অধিকার, আমাদের, রুশ বলশেভিকদের কি অন্য যে-কোন পশ্চিমী কমিউনিস্টদের চেয়ে **বেশি** ছিল না? অবশ্যই ছিল, কেননা বুর্জোয়া পার্লামেণ্ট রয়েছে বহুকাল নাকি অল্পকাল, সেটা কথা নয়, কথা হল সোভিয়েত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ও বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক পার্লামেণ্ট দূর করতে (বা দূর হতে দিতে) ব্যাপক মেহনতী জনগণ (ভাবাদর্শ, রাজনৈতিক ও ব্যবহারিক দিক থেকে) কতটা **প্রস্তুত**। রাশিয়ায় ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বর-নভেম্বরে শহরের শ্রমিক শ্রেণী, সৈনিক ও কৃষকেরা যে কতকগুলি বিশেষ পরিস্থিতির কারণে সোভিয়েত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং অত্যন্ত গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া পার্লামেণ্টকে বিতাড়নের জন্য এমন মাত্রায় প্রস্তুত হয়ে উঠেছিল যা খুব কম দেখা যায় — সেটা একেবারেই তর্কাতীত ও পূর্ণ-প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক ঘটনা। তা সত্ত্বেও বলশেভিকরা সংবিধান সভা বয়কট করে **নি,** প্রলেতারিয়েতের রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের আগে **এবং পরেও** অংশ নেয় নির্বাচনে। এ সব নির্বাচন থেকে যে অসাধারণ মূল্যবান (এবং প্রলেতারিয়েতের পক্ষে অতিশয় হিতকর) রাজনৈতিক ফলাফল মিলেছে, সেটা ভরসা করি পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধে আমি দেখিয়েছি, যাতে রাশিয়ায় সংবিধান সভা নির্বাচনের তথ্য বিচার করা হয়েছে বিশদে।*

এ থেকে যে সিদ্ধান্ত আসে, তা একেবারেই তর্কাতীত: সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের বিজয়ের এমন কি কয়েক সপ্তাহ আগেও, এমন কি সে বিজয়ের **পরেও** বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক পার্লামেণ্টে অংশগ্রহণে বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের ক্ষতি তো হয়ই না, বরং কেন এরূপ পার্লামেণ্ট দূর করা উচিত সেটা পশ্চাৎপদ জনগণের কাছে **প্রমাণের** সুবিধা করে দেয়, তাকে বিদূরণের সাফল্য **সহজ হয়,** বুর্জোয়া পার্লামেণ্টপ্রথার 'রাজনৈতিক নিঃশেষীভবন'

---

* লেনিন 'সংবিধান সভার নির্বাচন ও প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব' প্রবন্ধের নজির দেন। — সম্পাঃ

সহজ হয়। যে কমিউনিস্ট **আন্তর্জাতিককে** তার রণকৌশল রচনা করতে হবে **আন্তর্জাতিকভাবে** (সঙ্কীর্ণ বা একদেশদর্শী জাতীয় নয়, ঠিক আন্তর্জাতিক রণকৌশলই), তাতে অন্তর্ভুক্তি দাবি করব, অথচ এই অভিজ্ঞতার হিসাব নেব না, এর অর্থ প্রকাণ্ড ভুল করা, মুখে আন্তর্জাতিকতা মেনে নিয়ে কার্যক্ষেত্রে তা থেকে সরে যাওয়াই।

এবার পার্লামেণ্টে অংশ না নেওয়ার অনুকূলে 'ওলন্দাজ-বামপন্থী' যুক্তিতে দৃষ্টিপাত করা যাক। পূর্বকথিত 'ওলন্দাজ' থিসিসসমূহের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ৪র্থ থিসিসটির অনুবাদ (ইংরেজি থেকে) এই:

> 'পুঁজিবাদী উৎপাদনের ব্যবস্থা যখন ভেঙে পড়েছে, সমাজ উপনীত বিপ্লবের অবস্থায়, তখন খোদ জনগণের ক্রিয়ার তুলনায় পার্লামেণ্টী ক্রিয়াকলাপ ক্রমশ তাৎপর্য হারায়। এইরূপ পরিস্থিতিতে যখন পার্লামেণ্ট হয়ে দাঁড়ায় প্রতিবিপ্লবের কেন্দ্র ও সংস্থা, এবং অন্যদিকে সোভিয়েত আকারে নিজ ক্ষমতার হাতিয়ার গড়তে থাকে শ্রমিক শ্রেণী — তখন পার্লামেণ্টী ক্রিয়াকলাপে যে কোন রূপ অংশগ্রহণ বর্জন করা এমন কি অত্যাবশ্যকই হয়ে দাঁড়াতে পারে।'

প্রথম বাক্যটি স্পষ্টতই ভুল, কেননা জনগণের ক্রিয়া, দৃষ্টান্তস্বরূপ, বৃহৎ একটা ধর্মঘট কেবল বিপ্লবের কালে বা বৈপ্লবিক পরিস্থিতিতেই নয়, **সর্বদাই** পার্লামেণ্টী ক্রিয়াকলাপের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। স্পষ্টতই অসিদ্ধ এবং ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে ভ্রান্ত এই যুক্তিতে কেবল বিশেষ জাজ্বল্যমান রূপেই প্রমাণিত হচ্ছে যে, বৈধ ও অবৈধ সংগ্রাম **মেলাবার** গুরুত্ব প্রসঙ্গে সারা-ইউরোপীয় (১৮৪৮, ১৮৭০ সালের বিপ্লবের মুখে ফরাসীদের, ১৮৭৮-১৮৯০ সালে জার্মানদের, ইত্যাদি) বা রুশী (পূর্বে দ্রষ্টব্য) কোন অভিজ্ঞতারই আদৌ হিসাব নেয় নি লেখকেরা। প্রশ্নটির সাধারণ ও বিশেষ গুরুত্ব বিপুল, কেননা **সমস্ত** সুসভ্য ও অগ্রণী দেশে দ্রুত সময় কাছিয়ে আসছে যখন বুর্জোয়ার সঙ্গে প্রলেতারিয়েতের গৃহযুদ্ধ বর্ধিত ও সন্নিকট হওয়ার ফলে, বৈধতার যে কোন লঙ্ঘনে প্রজাতান্ত্রিক ও সাধারণভাবে বুর্জোয়া সরকারগুলি কর্তৃক ক্ষিপ্ত কমিউনিস্ট দলন (এক আমেরিকার দৃষ্টান্তই যথেষ্ট), ইত্যাদির ফলে বৈধ ও অবৈধ সংগ্রাম মেলানো বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের পার্টির পক্ষে ক্রমেই বাধ্যতামূলক হয়ে দাঁড়াচ্ছে এবং অংশত ইতিমধ্যেই হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটা ওলন্দাজরা ও বামপন্থীরা সাধারণভাবে মোটেই বোঝে নি।

দ্বিতীয় বাক্যটা, প্রথমত, ইতিহাসের দিক থেকে অসত্য। অতি প্রতিবিপ্লবী পার্লামেণ্টে আমরা, বলশেভিকরা, যোগ দিয়েছি এবং অভিজ্ঞতায় দেখা গেল,

এরূপ যোগদান শুধু হিতকর নয়, রাশিয়ায় প্রথম বুর্জোয়া বিপ্লবের (১৯০৫) পরে, দ্বিতীয় বুর্জোয়া বিপ্লব (ফেব্রুয়ারি, ১৯১৭) এবং তারপর সমাজতান্ত্রিক (অক্টোবর, ১৯১৭) বিপ্লবের প্রস্তুতির জন্যই তা বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের পার্টির পক্ষে অপরিহার্যই। দ্বিতীয়ত, এই বাক্যটা আশ্চর্য অযৌক্তিক। পার্লামেণ্ট হয়ে দাঁড়াচ্ছে প্রতিবিপ্লবের সংস্থা ও 'কেন্দ্র' (আসলে পার্লামেণ্ট কখনো 'কেন্দ্র' ছিল না ও হতে পারে না, তবে এটা বললাম কেবল কথার ফাঁকে) এবং শ্রমিকেরা সোভিয়েত আকারে নিজ ক্ষমতার হাতিয়ার গড়ে তুলছে, এ থেকে দাঁড়ায় যে, পার্লামেণ্টের বিরুদ্ধে সোভিয়েতগুলির সংগ্রামের জন্য, সোভিয়েতগুলি দিয়ে পার্লামেণ্টকে বিতাড়িত করার জন্য শ্রমিকদের প্রস্তুত করা দরকার — প্রস্তুত করা দরকার ভাবাদর্শ, রাজনৈতিক ও টেকনিকাল দিক দিয়ে। কিন্তু তা থেকে মোটেই একথা আসে না যে প্রতিবিপ্লবী পার্লামেণ্টের **অভ্যন্তরে** সোভিয়েতী বিরোধী পক্ষ থাকলে সেরূপ বিতাড়নে বাধা ঘটে কিংবা সুবিধা হয় না। দেনিকিন ও কলচাকের সঙ্গে আমাদের বিজয়ী লড়াইয়ের সময় আমরা একবারও এটা দেখি নি যে, ওদের ওখানে সোভিয়েতী, প্রলেতারীয় বিরোধী পক্ষ থাকায় আমাদের বিজয়ের কিছু এসে যাচ্ছে না। আমরা বিলক্ষণ জানি যে, অপসারণীয় প্রতিবিপ্লবী সংবিধান সভাটার মধ্যে সঙ্গতিনিষ্ঠ বলশেভিক তথা সঙ্গতিহীন বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি সোভিয়েতী বিরোধী পক্ষ বর্তমান থাকায় ৫.১.১৯১৮ তারিখে সংবিধান সভা ভেঙ্গে দেওয়া আমাদের পক্ষে কঠিন হয় নি বরং সহজই হয়েছে। থিসিস প্রণেতারা একেবারেই গুলিয়ে বসেছে এবং সব ক'টি না হলেও একগুচ্ছ বিপ্লবের অভিজ্ঞতা ভুলে গেছে, যে অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, বিপ্লবের সময় প্রতিক্রিয়াশীল পার্লামেণ্টের বাইরের গণ সংগ্রামের সঙ্গে সে পার্লামেণ্টের ভেতরে বিপ্লবের দরদী (আরও ভাল হয় সরাসরি বিপ্লবের সমর্থক) বিরোধী পক্ষের **সংযুক্তি** কী হিতকর। ওলন্দাজরা ও 'বামপন্থীরা' এখানে যুক্তিবিস্তার করছে বিপ্লবের মতবাগীশদের মতো, সত্যিকার বিপ্লবে যারা কখনো অংশ নেয় নি, অথবা বিপ্লবের ইতিহাস নিয়ে তলিয়ে ভাবে নি, অথবা কোন একটা প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিষ্ঠানকে সাবজেকটিভভাবে 'নাকচ করাকেই' সরল মনে ধরে নিয়েছে একগুচ্ছ অবজেকটিভ কারিকার সমবেত ক্রিয়ায় সংঘটিত তার বাস্তব ধ্বংসের সমতুল্য। কোন একটা রাজনৈতিক (এবং শুধু রাজনৈতিক নয়) ভাবাদর্শকে অশ্রদ্ধেয় ও ক্ষতিগ্রস্ত করার সবচেয়ে নিশ্চিত উপায় হল তা সমর্থনের নামে তাকে উদ্ভটত্বে টেনে আনা। যে কোন সত্যকেই যদি 'মাত্রাতিরিক্ত' করে তোলা

হয় (যা বলতেন ডিট্‌স্‌গেন-পিতা), যদি তাকে অতিরঞ্জিত করা হয়, প্রসারিত করা হয় তার সত্যিকার প্রয়োগসীমার বাইরে, তাহলে তাকে উদ্ভট করে তোলা যায়, এমন কি উক্ত পরিস্থিতিতে তা অনিবার্যই উদ্ভটে পরিণত হবে। বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক পার্লামেণ্টের চেয়ে সোভিয়েতরাজ যে শ্রেষ্ঠ, এই নব সত্যটির একই প্রকার অপকার করছে ওলন্দাজ ও জার্মান বামপন্থীরা। বলাই বাহুল্য, কেউ যদি আগের মতো এবং সাধারণভাবে বলে যে, বুর্জোয়া পার্লামেণ্টে অংশগ্রহণে আপত্তি করা কোন পরিস্থিতিতেই অনুমোদনযোগ্য নয়, তাহলে সে ভুল করবে। কী কী পরিস্থিতিতে বয়কট হিতকর তার সূত্র দেবার চেষ্টা আমি এখানে করতে পারি না, কেননা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য অনেক সীমাবদ্ধ: আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট রণকৌশলের কয়েকটি জরুরী প্রশ্নের ক্ষেত্রে রুশ অভিজ্ঞতা বিচার। রুশ অভিজ্ঞতায় আমরা বলশেভিকদের একটি সার্থক ও সঠিক (১৯০৫) এবং আরেকটি বেঠিক (১৯০৬) বয়কটের ব্যবহার দেখেছি। প্রথম ঘটনাটি বিশ্লেষণ করে আমরা দেখি: প্রতিক্রিয়াশীল রাজ কর্তৃক প্রতিক্রিয়াশীল পার্লামেণ্ট **আহূত হতে না দেওয়া** সম্ভব হয়েছিল এমন এক পরিস্থিতিতে, যখন অসাধারণ দ্রুততায় বেড়ে উঠছিল জনগণের পার্লামেণ্ট-বহির্ভূত বৈপ্লবিক (বিশেষ করে ধর্মঘটী) ক্রিয়াকলাপ, যখন প্রতিক্রিয়াশীল ক্ষমতার প্রতি প্রলেতারিয়েত ও কৃষকদের কোন একটা স্তরও কোন রকম সমর্থন জানাতে পারে নি, যখন ব্যাপক পশ্চাৎপদ জনগণের ওপর বিপ্লবী প্রলেতারিয়েত নিজেদের প্রভাব নিশ্চিত করছিল ধর্মঘট সংগ্রাম ও কৃষি আন্দোলন দিয়ে। খুবই সুস্পষ্ট যে, ইউরোপের বর্তমান পরিস্থিতিতে **এ** অভিজ্ঞতা প্রযোজ্য নয়। পূর্বোক্ত যুক্তিগুলির ভিত্তিতে এও সুস্পষ্ট যে, ওলন্দাজ ও 'বামপন্থীদের' পক্ষ থেকে পার্লামেণ্টে অংশগ্রহণ বর্জনের এমন কি শর্তাধীন সমর্থনও আমূল ভ্রান্ত ও বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের কর্মযজ্ঞের পক্ষে ক্ষতিকর।

পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকায় শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রণী-বিপ্লবীদের কাছে পার্লামেণ্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে বিশেষ রকমের ঘৃণ্য। এটা তর্কাতীত। সেটা খুবই বোঝা যায়, কেননা যুদ্ধের সময়ে ও তার পরে পার্লামেণ্টে সমাজতান্ত্রিক ও সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক প্রতিনিধিদের বিপুল অধিকাংশেরই যে আচরণ, তার চেয়ে জঘন্য, পাষণ্ডোচিত ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক আর কিছু কল্পনা করা কঠিন। কিন্তু এই সর্বস্বীকৃত অভিশাপটার বিরুদ্ধে **কীভাবে** লড়া উচিত এই প্রশ্নের মীমাংসায় উক্ত মনোভাবে আত্মসমর্পণ করা শুধু অবিবেচনাপ্রসূত নয়, সোজাসুজি অপরাধ। পশ্চিম ইউরোপের বহু

দেশেই বিপ্লবী মেজাজকে এখন বলা যায় 'নতুন' বা 'বিরল', বড়ো বেশি দীর্ঘকাল তার জন্য অধীর ও ব্যর্থ প্রতীক্ষায় থাকতে হয়েছে, হয়ত-বা সেইজন্যই অত অনায়াসে মেজাজে গা ভাসান হয়। অবশ্যই, জনগণের মধ্যে বিপ্লবী মেজাজ ছাড়া, এরূপ মেজাজ বেড়ে ওঠার মতো সহায়ক পরিস্থিতি ছাড়া বৈপ্লবিক রণকৌশল কার্যে পরিণত হবে না, কিন্তু রাশিয়ায় আমরা বড়ো বেশি দীর্ঘ, দুঃসহ ও রক্তাক্ত অভিজ্ঞতায় এই সত্যে নিশ্চিত হয়েছি যে, শুধুমাত্র বৈপ্লবিক মেজাজের ভিত্তিতে বৈপ্লবিক রণকৌশল রচনা করা চলে না। রণকৌশল গড়া উচিত নির্দিষ্ট রাষ্ট্রটির (এবং চারিপাশের রাষ্ট্রসমূহের ও বিশ্বায়তনে সমস্ত রাষ্ট্রের) **সমস্ত** শ্রেণী-শক্তির স্থিরমস্তিষ্ক, কড়া রকমের অবজেকটিভ হিসাব নিয়ে, সেইসঙ্গে বৈপ্লবিক আন্দোলনেরও অভিজ্ঞতা মনে রেখে। পার্লামেণ্টী সুবিধাবাদের প্রতি কেবল গালি বর্ষণ করে, শুধুই পার্লামেণ্টে অংশগ্রহণে আপত্তি জানিয়ে নিজের 'বিপ্লবীপনা' জাহির করা খুবই সোজা, কিন্তু বড়ো বেশি সোজা বলেই সেটা দুরূহ ও দুরূহতম কর্তব্যের সমাধান নয়। ইউরোপীয় পার্লামেণ্টগুলিতে সত্যিকার বৈপ্লবিক পার্লামেণ্টী গ্রুপ গড়ে তোলা রাশিয়ার চেয়ে অনেক কঠিন। সে কথা খুবই ঠিক। কিন্তু এটা কেবল একটা সাধারণ সত্যের আংশিক অভিব্যক্তি, এবং সে সাধারণ সত্য হল এই যে, রাশিয়ায় ১৯১৭ সালের মূর্ত-নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক, অসাধারণ স্বকীয় একটা পরিস্থিতিতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব **শুরু করা** ছিল সহজ, কিন্তু তাকে **চালিয়ে নিয়ে যাওয়া,** সমাপ্তিতে পৌঁছন ইউরোপীয় দেশের চেয়ে রাশিয়ায় হবে কঠিনতর। ১৯১৮ সালের গোড়াতেই আমায় এই ব্যাপারটার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হয়েছিল এবং তৎপরবর্তী দুবছরের অভিজ্ঞতায় একথা পুরোপুরি সঠিক প্রতিপন্ন হয়েছে। এই ধরনের বিশেষ পরিস্থিতি, যথা: ১) সোভিয়েত বিপ্লবের সঙ্গে শ্রমিক কৃষকদের অবিশ্বাস্য রকমে জ্বালিয়ে মারা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধটার সমাপ্তি (সোভিয়েত বিপ্লবেরই কল্যাণে) মেলাবার সুযোগ; ২) সোভিয়েত শত্রুর বিরুদ্ধে সম্মিলিত হতে অক্ষম দুই দল বিশ্বপরাক্রান্ত সাম্রাজ্যবাদী শ্বাপদদের আমরা সংগ্রামকে কিছু সময়ের জন্য কাজে লাগাবার সুযোগ; ৩) অংশত দেশের বিশাল আয়তন ও নিকৃষ্ট যোগাযোগ ব্যবস্থার দৌলতে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকালীন গৃহযুদ্ধে টিকা থাকার সম্ভাবনা; ৪) কৃষকদের মধ্যে এমন একটা গভীর বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবী আন্দোলনের অস্তিত্ব যাতে প্রলেতারীয় পার্টি কৃষক পার্টির (সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পার্টির, অধিকাংশই বলশেভিকবাদের প্রতি প্রচণ্ড শত্রুভাবাপন্ন) বৈপ্লবিক

দাবিগুলি গ্রহণ করে প্রলেতারিয়েতের রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের কল্যাণে তৎক্ষণাৎ তা কাজে পরিণত করে; — এই ধরনের বিশেষ পরিস্থিতি বর্তমানে পশ্চিম ইউরোপে নেই এবং তার অথবা অনুরূপ পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি বিশেষ সহজ নয়। প্রসঙ্গত, আরও নানা কারণ ছাড়াও এইজন্যই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব **শুরু করা** আমাদের চেয়ে পশ্চিম ইউরোপে কঠিন। বৈপ্লবিক লক্ষ্যে প্রতিক্রিয়াশীল পার্লামেণ্টকে কাজে লাগাবার কঠিন কাজটা 'ডিঙিয়ে গিয়ে' সে দুরূহতা 'এড়াতে যাওয়া' নিছক ছেলেমানুষি। আপনারা চান নতুন সমাজ গড়তে? অথচ আপনারা প্রতিক্রিয়াশীল পার্লামেণ্টে দৃঢ়প্রত্যয়ী, অনুগত, বীর্যবান কমিউনিস্টদের নিয়ে উত্তম পার্লামেণ্টী গ্রুপ গঠনের দুরূহতায় ভয় পাচ্ছেন! এ কি ছেলেমানুষি নয়? জার্মানিতে কার্ল লিব্‌ক্লেখ্‌ট এবং সুইডেনে স. হগলুন্দ যদি এমন কি নিচু থেকে গণ সমর্থন ছাড়াই প্রতিক্রিয়াশীল পার্লামেণ্টের সত্যসত্যই বৈপ্লবিক সদ্ব্যবহারের নিদর্শন দিতে পেরে থাকেন, তাহলে জনগণের সমরোত্তর হতাশা ও জ্বলুনির পরিস্থিতিতে দ্রুত-বর্ধমান একটা গণ বৈপ্লবিক পার্টি কেন সর্বনিকৃষ্ট পার্লামেণ্টে নিজেদের কমিউনিস্ট গ্রুপ **'গড়েপিটে তুলতে'** পারবে না?! রাশিয়ার চেয়ে পশ্চিম ইউরোপে যেহেতু শ্রমিকদের এবং ততোধিক ক্ষুদে কৃষকদের পশ্চাৎপদ জনগণ বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক ও পার্লামেণ্টী কুসংস্কারে অনেক বেশি আচ্ছন্ন, ঠিক সেই হেতুই সে সব কুসংস্কারের স্বরূপমোচন, তা কাটিয়ে ওঠা ও দূর করার সুদীর্ঘ, একরোখা, দুরূহতায় অবিচলিত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া কমিউনিস্টদের পক্ষে সম্ভব (এবং উচিত) **কেবল** বুর্জোয়া পার্লামেণ্টের মতো প্রতিষ্ঠানের ভেতর থেকেই।

জার্মান 'বামপন্থীরা' অভিযোগ করে যে, তাদের পার্টির 'নেতারা' খারাপ, হতাশ হয়ে পড়ে এবং 'নেতাদের' 'নাকচ করার' হাস্যকর কথা পর্যন্ত বলে। কিন্তু যে পরিস্থিতিতে 'নেতাদের' প্রায়ই লুকিয়ে রাখতে হয় গুপ্তাবস্থায়, তাতে উত্তম, নির্ভরযোগ্য, পরীক্ষিত, প্রতিষ্ঠাপন্ন 'নেতা' **গড়ে তোলার কাজটা** বিশেষ দুরূহ, আর বৈধ ও অবৈধ কাজ না মিলিয়ে, **অন্যান্য ক্ষেত্রের মধ্যে** পার্লামেণ্টের মঞ্চেও **'নেতাদের' পরীক্ষা না করে** সাফল্যের সঙ্গে সে দুরূহতা জয় করা **অসম্ভব**। সমালোচনা — কঠোরতম, নির্মম, আপোসহীন সমালোচনাই চালাতে হয় পার্লামেণ্টপ্রথা বা পার্লামেণ্টী ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে নয়, সেই সব নেতাদের বিরুদ্ধে যাঁরা বৈপ্লবিক ধরনে, কমিউনিস্ট ধরনে পার্লামেণ্ট নির্বাচন ও পার্লামেণ্ট মঞ্চকে কাজে লাগাতে পারেন না, এবং আরও বেশি করে তাঁদের বিরুদ্ধে, যাঁরা কাজে লাগাতে চান না।

কেবল এইর‍্প সমালোচনাই — বলাই বাহ‍্ল্য, অযোগ্য নেতাদের বিতাড়ন ও তৎস্থলে যোগ্যদের নিয়োগ সমেত — হবে বৈপ্লবিক কাজের পক্ষে হিতকর ও ফলপ্রদ, যা একাধারে 'নেতাদের' শেখাবে শ্রমিক শ্রেণী ও মেহনতীদের যোগ্য হতে, — আর জনগণকে শেখাবে রাজনৈতিক পরিস্থিতি সঠিকভাবে ধরতে এবং সে পরিস্থিতি থেকে উদ্ভূত প্রায়ই অতি জটিল ও গোলমেলে কর্তব্যগ‍্লো ব‍্ঝতে।*

৮

কোন আপসই নয়?

ফ্রাঙ্কফুর্ট প‍্স্তিকার উদ্ধ‍ৃতি থেকে আমরা দেখেছি কী দ‍ৃঢ়তায় 'বামপন্থীরা' এই স্লোগান দিচ্ছে। নিজেদের নিঃসন্দেহেই মার্কসবাদী বলে ভাবে ও মার্কসবাদী হতে চায় এমন লোকেরা মার্কসবাদের ম‍্ল সত্যগ‍্লো

---

* ইতালির 'বামপন্থী' কমিউনিজমের সঙ্গে পরিচয়ের স‍্যোগ আমার খ‍্বই কম হয়েছে। সন্দেহ নেই, কমরেড বর্দিগা এবং তাঁর 'বয়কটপন্থী কমিউনিস্ট' (Comunista astensionista) উপদল পার্লামেণ্টে যোগদান না করার পক্ষ নিয়ে ভুল করেছে। কিন্তু তাঁর 'সোভেৎ' নামক দৈনিক সংবাদপত্রের দ‍্টি সংখ্যা (*Il Soviet* (১৯০), ৩ ও ৪ নং, ১৮.১. ও ১.২.১৯২০), কমরেড সেরাতির চমৎকার 'কম‍্নিজ্‌ম' পত্রিকার চারটি খণ্ড (*Comunismo* (১৯১), ১-৪ নং, ১.১০ থেকে ৩০.১১.১৯১৯) এবং ইতালীয় ব‍্র্জোয়া সংবাদপত্রের এলোমেলো যে সব সংখ্যা আমার হাতে এসেছে, তা দেখে যতটা বোঝা যায়, একটা পয়েণ্টে মনে হয় উনি সঠিক। যথা, তুরাতি ও তাঁর সহমতাবলম্বীদের আক্রমণ ক'রে কমরেড বর্দিগা ও তাঁর উপদল ঠিকই করেছেন: এ'রা সোভিয়েতরাজ ও প্রলেতারীয় একনায়কত্ব মেনে নেওয়া পার্টিতেই রয়ে গেছেন, পার্লামেণ্টের সভ্য থাকছেন আর নিজেদের অনিষ্টকর, প‍্রনো, স‍্বিধাবাদী নীতিই চালিয়ে যাচ্ছেন। অবশ্যই, এটা সহ্য করে কমরেড সেরাতি ও গোটা ইতালীয় সমাজতান্ত্রিক পার্টি ভুল করছেন, তাতে হাঙ্গেরির মতোই প্রগাঢ় ভুল ও বিপদ ঘটার কথা, সেখানে হাঙ্গেরীয় তুরাতি মহাশয়েরা পার্টি ও সোভিয়েতরাজ (১৯২), উভয়ের ভেতর থেকেই অন্তর্ঘাত চালান। স‍্বিধাবাদী পার্লামেণ্ট-সদস্যদের প্রতি এই ধরনের ভ্রান্ত, অসঙ্গতিপরায়ণ বা মের‍্দণ্ডহীন মনোভাবের ফলে একদিকে দেখা দেয় 'বামপন্থী' কমিউনিজম, অন্যদিকে, কিছ‍্ পরিমাণে তার অস্তিত্বের যৌক্তিকতা জোগায়। পার্লামেণ্ট প্রতিনিধি তুরাতির বির‍্দ্ধে 'সঙ্গতিহীনতার' যে অভিযোগ করেছেন কমরেড সেরাতি (*Comunismo*, ৩ নং) সেটা স্পষ্টতই বেঠিক, কেননা তুরাতি অ্যাণ্ড কোং-র মতো স‍্বিধাবাদী পার্লামেণ্ট-সদস্যদের সহ্য করে সঙ্গতিহীনতা দেখাচ্ছে ইতালীয় সমাজতান্ত্রিক পার্টিই।

ভুলে গেছে দেখে কষ্ট হয়। ১৮৭৪ সালে ৩৩ জন কমিউনার-ব্লাঙ্কিপন্থী ইস্তাহারের বিরুদ্ধে নিচের কথাগুলো লিখেছিলেন এঙ্গেলস, মার্কসের মতো ইনিও সেই সব বিরলতম লেখকদের একজন, যাঁদের প্রতিটি বৃহৎ রচনার প্রতিটি বাক্যই আশ্চর্য সারবত্তায় গভীর:

'...আমরা — কমিউনিস্ট' (কমিউনার-ব্লাঙ্কিপন্থীরা লিখেছিল তাদের ইস্তাহারে), 'কারণ আমরা আমাদের লক্ষ্য সিদ্ধ করতে চাই অন্তর্বর্তী কোন স্টেশনে না থেমে, কোন আপসে না গিয়ে — তাতে বিজয়ের দিনটাই কেবল পিছিয়ে যায়, দীর্ঘতর হয়ে ওঠে দাসত্বের পর্ব।'

জার্মান কমিউনিস্টরা কমিউনিস্ট, কারণ তাদের নিজেদের হাতে গড়া নয়, ঐতিহাসিক বিকাশপথে সৃষ্ট সমস্ত অন্তর্বর্তী স্টেশন ও আপসের মধ্য দিয়ে তারা পরিষ্কার দেখে ও অবিরাম অনুসরণ করে চলে তাদের চরম লক্ষ্য, যথা: শ্রেণীসমূহের বিলোপ ও এমন সমাজ-ব্যবস্থার সৃষ্টি যেখানে ভূমি ও সমস্ত উৎপাদন-উপায়ের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার স্থান আর থাকবে না। ৩৩ জন ব্লাঙ্কিপন্থী কমিউনিস্ট, কারণ তারা কল্পনা করছে **তারা** অন্তর্বর্তী স্টেশন ও আপসগুলিকে লাফিয়ে যেতে চাইলেই সব মিটে গেল, এবং তাদের দৃঢ় বিশ্বাস — দিন কয়েকের মধ্যেই যদি 'শুরু হয়ে যায়' ও ক্ষমতা আসে তাদের হাতে, তাহলে পরশুই 'কমিউনিজম চালু হবে'। সুতরাং দাঁড়ায়, সেটা যদি এক্ষুনি করা সম্ভব না হয়, তাহলে তারাও কমিউনিস্ট নয়।

'নিজেদের অধৈর্যকে তাত্ত্বিক যুক্তি হিসেবে খাড়া করা — কী ছেলেমানুষী সারল্য!' (**ফ. এঙ্গেলস,** 'কমিউনার-ব্লাঙ্কিপন্থীদের কর্মসূচি', জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পত্রিকা *Volksstaat* (১৯৩), ১৮৭৪, ৭৩ নং; রুশ অনুবাদ, 'প্রবন্ধ ১৮৭১-১৮৭৫', পেত্রগ্রাদ, ১৯১৯, ৫২-৫৩ পৃঃ)।

এঙ্গেলস এই প্রবন্ধে ভালিয়াঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন এবং ভালিয়াঁর 'তর্কাতীত কৃতিত্বের' কথা বলেছেন (১৯১৪ সালের আগস্টে সমাজতন্ত্রের প্রতি তাঁদের বেইমানির আগে পর্যন্ত উনি ছিলেন গেদের মতোই আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রের বড়ো নেতা)। কিন্তু পরিষ্কার ভুলটাকে বিশদ আলোচনা না করে এঙ্গেলস ছাড়েন না। বলাই বাহুল্য, অতি তরুণ ও অনভিজ্ঞ বিপ্লবীদের কাছে তথা অতি প্রবীণ ও অভিজ্ঞ পেটি-বুর্জোয়া বিপ্লবীর কাছে 'আপস করতে দেওয়া' অসাধারণ 'বিপজ্জনক', অবোধ্য ও ভ্রান্ত বলে মনে হয়। এবং বহু কূটতার্কিক (পরম 'অভিজ্ঞ' বা বেশি রকম 'অভিজ্ঞ' রাজনীতিবিদ হওয়ায়) ঠিক কমরেড ল্যান্সবেরি কথিত সুবিধাবাদের ইংরেজ নেতাদের মতোই যুক্তি দেয়: 'বলশেভিকরা যদি অমুক আপস করতে দিয়ে

থাকে, তাহলে আমাদেরই বা কেন যে কোন আপস করতে দেওয়া চলবে না?' কিন্তু প্রলেতারিয়ানরা বহুবারের ধর্মঘট থেকে (শ্রেণী-সংগ্রামের এই একটা অভিব্যক্তি যদি ধরি) শিক্ষা পেয়ে এঙ্গেলস কথিত গভীরতম (দার্শনিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক) সত্যটি সাধারণত চমৎকার আত্মস্থ করে। প্রতিটি প্রলেতারীয়ই ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে গেছে, ঘৃণ্য পীড়ক ও শোষকদের সঙ্গে 'আপসের' অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছে, যখন শ্রমিকদের কাজে যোগ দিতে হয়েছে হয় কিছু না পেয়ে নয় দাবির আংশিক পূরণে রাজী হয়ে। যে শ্রেণী-বৈপরীত্যের তীব্র প্রখরতা ও গণসংগ্রামের পরিস্থিতিতে তার দিন কাটাতে হয় তাতে প্রতিটি প্রলেতারীয় বাস্তব পরিস্থিতির দরুন— অবশ্যমান্য আপসের সঙ্গে (ধর্মঘটীদের তহবিল কম, বাইরে থেকে সমর্থন নেই, উপোস দিয়েছে ও কষ্ট সয়েছে অসম্ভব) — যে আপসে আপসকারী শ্রমিকদের বিপ্লবী নিষ্ঠা ও ভবিষ্যৎ সংগ্রামের আগ্রহ কমছে না — তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকের যে আপস তার তফাৎ লক্ষ্য করে থাকে, এ বিশ্বাসঘাতক নিজের স্বার্থপরতা (দালালরাও 'আপস' চুক্তি করে!), কাপুরুষতা, পুঁজিপতিদের তোয়াজ করার জন্য নিজের বাসনার দায়িত্ব পুঁজিপতিদের হুমকি, কখনো-বা উপরোধ, কখনো-বা ঘুষ, কখনো-বা চাটুকারিতার সামনে নিজের আত্মসমর্পণের দায়িত্ব চাপিয়ে দেয় বাস্তব কারণের ওপর (ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের পক্ষ থেকে বিশ্বাসঘাতকের এমন আপস-রফার দৃষ্টান্ত খুব বেশি রকমেই পাওয়া যায় ইংরেজ শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস থেকে, কিন্তু প্রায় সমস্ত দেশের শ্রমিকেরাই কোন-না-কোন রূপে এ রকম ঘটনা দেখেছে)।

বলাই বাহুল্য, অসাধারণ দুর্ঘট ও জটিল এমন এক-একটা ঘটনাও ঘটে যখন সঠিকভাবে কোন একটা 'আপসের' সত্যিকার প্রকৃতি নির্ণয় সম্ভব হয় কেবল প্রচণ্ড কষ্ট করে, যেমন হয় খুনের বেলায়, যখন খুনটা একান্ত সঙ্গত ও বাধ্যতামূলক ছিল (যথা, আত্মরক্ষার প্রয়োজনে), নাকি তা ঘটেছে অমার্জনীয় অবহেলার ফলে, নাকি সেটা কোন চতুর পরিকল্পনার সূক্ষ্ম রূপায়ণ — তা স্থির করা মোটেই সহজ হয় না। বলাই বাহুল্য, রাজনীতিতে যেখানে মাঝে মাঝে শ্রেণী ও পার্টিসমূহের চূড়ান্ত জটিল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরস্পর সম্পর্ক নিয়ে ব্যাপার, সেখানে ধর্মঘটকালে সঙ্গত 'আপস' অথবা কোন দালাল, বেইমান-নেতা, ইত্যাদির বিশ্বাসঘাতী 'আপসের' যে সমস্যা তার চেয়ে অনেক বেশি দুরূহ ঘটনা ঘটবে খুবই বেশি। সমস্ত ঘটনার ক্ষেত্রেই খাটবে এমন একটা ব্যবস্থাপত্র, অথবা সাধারণ নিয়ম ('কোন আপসই

নয়'!) রচনা করতে যাওয়া উদ্ভট ব্যাপার। প্রতিটি আলাদা আলাদা ঘটনা বিচার করতে পারা চাই নিজেরই মাথা খাটিয়ে। প্রসঙ্গত, পার্টি সংগঠন ও পার্টি নেতা এই নামধারণের যারা যোগ্য তাদের ভূমিকাটাই হল নির্দিষ্ট শ্রেণীটির সমস্ত চিন্তাশীল প্রতিনিধির* সুদীর্ঘ, একাগ্র, বহুবিচিত্র ও সর্বাঙ্গীণ কাজের মাধ্যমে জটিল রাজনৈতিক সমস্যার দ্রুত ও নির্ভুল সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা, এবং জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছাড়াও প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক বোধশক্তি আহরণ করা।

সরল ও একেবারেই অনভিজ্ঞ লোকেরা কল্পনা করে যেন **সাধারণভাবে** আপসের অনুমোদনীয়তা যদি স্বীকার করি, তাহলেই যে সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে আমরা আপসহীন লড়াই চালাচ্ছি ও চালান উচিত, তার সঙ্গে বিপ্লবী মার্কসবাদ, বা কমিউনিজমের সমস্ত সীমারেখা মুছে যাবে। কিন্তু এ রকম লোকেদের যদি এখনো জানা না থাকে যে প্রকৃতিতে এবং সমাজে **সমস্ত** সীমারেখাই চঞ্চল ও কিছুটা পরিমাণে শর্তাধীন, তবে দীর্ঘদিনের তালিম, শিক্ষা, জ্ঞান এবং রাজনৈতিক ও সাংসারিক অভিজ্ঞতা ছাড়া তাদের আর কিছুতে সাহায্য হবে না। প্রতিটি আলাদা আলাদা বা বিশেষ ঐতিহাসিক মুহূর্তের ব্যবহারিক রাজনৈতিক সমস্যার ক্ষেত্রে যে জিনিসটার মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে অননুমোদনীয় বিশ্বাসঘাতী আপস, বিপ্লবী শ্রেণীর পক্ষে মারাত্মক সুবিধাবাদ মূর্ত হয়ে উঠেছে যে আপসে, সে আপসের প্রধান ধরনটা আলাদা করে দেখতে পারা ও তা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য, তার সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য সমস্ত শক্তি নিযুক্ত করা জরুরী। একই রকমের দুই দল ডাকাতে ও হিংস্রক দেশের মধ্যে ১৯১৪-১৯১৮ সালের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধটার সময় সুবিধাবাদের তেমন প্রধানতম ও মূল রূপ ছিল জাতিদম্ভী-সমাজবাদ, অর্থাৎ 'পিতৃভূমি রক্ষার' সমর্থন, যা আসলে **এরূপ** যুদ্ধে 'নিজ' বুর্জোয়ার লুঠেরা স্বার্থ সমর্থনের সমতুল্য। যুদ্ধের পর লুঠেরা 'লীগ অব নেশন্স'কে (১৯৪) সমর্থন; বিপ্লবী প্রলেতারিয়েত ও 'সোভিয়েত' আন্দোলনের বিরুদ্ধে নিজ দেশের বুর্জোয়ার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ জোটের সমর্থন;

---

* প্রত্যেকটি শ্রেণীর মধ্যেই, এমন কি সবচেয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত দেশের ক্ষেত্রেও, এমন কি সবচেয়ে অগ্রণী এবং ঘটনাচক্রের ফলে সমস্ত আত্মিক শক্তির একান্ত উচ্চতম জোয়ারে ওঠা শ্রেণীর মধ্যেও সর্বদাই এমন প্রতিনিধি থাকে — এবং যতদিন শ্রেণী আছে, যতদিন শ্রেণীহীন সমাজ তার নিজ ভিত্তিতে সংহত, কায়েমী ও পরিবিকশিত না হচ্ছে, ততদিন অনিবার্য **থাকবে** — যারা চিন্তাশীল **নয়**, চিন্তা করতে অক্ষম। তা যদি না হত তাহলে পুঁজিবাদ জনপীড়ক পুঁজিবাদ থাকত না।

'সোভিয়েতরাজের' বিরুদ্ধে বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও বুর্জোয়া পার্লামেণ্টপ্রথার সমর্থন; এই হল অননুমোদনীয় ও বিশ্বাসঘাতী আপসের প্রধানতম রূপ, যা একত্রে ধরলে পাওয়া যায় বিপ্লবী প্রলেতারিয়েত ও তার কর্মযজ্ঞের পক্ষে ধ্বংসাত্মক এক সুবিধাবাদ।

'...অন্যান্য পার্টির সঙ্গে যে কোন আপস... মহড়া ও সমঝোতার সর্ববিধ নীতিকে বর্জন করতে হবে দৃঢ়পণে,' —

ফ্রাঙ্কফুর্ট পুস্তিকায় এই কথা লিখেছে জার্মান বামপন্থীরা।

এই রকম অভিমত সত্ত্বেও এই বামপন্থীরা বলশেভিকবাদকে চূড়ান্ত রূপে ধিক্কৃত করছে না, আশ্চর্য! জার্মান বামপন্থীদের একথা না জানা সম্ভব নয় যে, অক্টোবর বিপ্লবের আগে ও পরে বলশেভিকবাদের সমস্ত ইতিহাসই অন্যান্য পার্টি তথা বুর্জোয়া পার্টিগুলির সঙ্গে মহড়া, সমঝোতা ও আপসের ঘটনায় **ঠাসা**!

আন্তর্জাতিক বুর্জোয়াকে উচ্ছেদের জন্য যুদ্ধ চালাব, সাধারণ আন্তঃরাষ্ট্রীয় যুদ্ধের মধ্যে যা সবচেয়ে একরোখা তার চেয়েও যে যুদ্ধ শতগুণ দুরূহ, দীর্ঘ ও জটিল, অথচ আগে থেকেই মহড়া নিতে, শত্রুদের আভ্যন্তরীণ স্বার্থবিরোধ (সাময়িক হলেও) কাজে লাগাতে, সম্ভবপর সহযোগীদের সঙ্গে (সাময়িক, কাঁচা, নড়বড়ে, শর্তসাপেক্ষ হলেও) সমঝোতা ও আপসে আসতে অস্বীকার করব, এটা কি অপরিসীম রকমের হাস্যকর ব্যাপার নয়? এটা কি এখনো অজ্ঞাত ও দুর্গম পর্বতশীর্ষে দুরূহ আরোহণের সময় কখনো আঁকাবাঁকা পথ নিতে, কখনো পিছু হটতে, কখনো স্থিরীকৃত পথ পরিত্যাগ করে বিভিন্ন দিকে গিয়ে দেখার চেষ্টা করতে আগে থেকেই অস্বীকার করার মতো নয়? অথচ এই মাত্রার স্বল্পচেতন ও অনভিজ্ঞ লোকেদের (তারুণ্যই যদি এর কারণ হয়, তাহলে বাঁচোয়া, স্বয়ং ঈশ্বরেরই বিধান যে, তরুণেরা কিছুটা সময় পর্যন্ত এই ধরনের বাজে কথা বলে যাবে) সমর্থন করতে পারলেন — সরাসরি অথবা ঘুরিয়ে, খোলাখুলি অথবা গোপনে, পুরোপুরি অথবা অংশত, যাই হোক — ওলন্দাজ কমিউনিস্ট পার্টির কিছু সভ্য!!

প্রলেতারিয়েতের প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর, একটি দেশে বুর্জোয়া উচ্ছেদের পর সে দেশের প্রলেতারিয়েত **দীর্ঘদিন ধরে** বুর্জোয়ার চেয়ে **দুর্বলই** থেকে যায় — নিতান্তই সে বুর্জোয়ার বিপুল আন্তর্জাতিক যোগাযোগের জোরে, এবং তারপরে উৎপাটিত বুর্জোয়ার দেশটিতে ক্ষুদে পণ্যোৎপাদক মারফত পুঁজিবাদ ও বুর্জোয়ার স্বতঃস্ফূর্ত ও অবিরাম পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও পুনর্জন্মের কারণে। যে শত্রু বেশি পরাক্রান্ত তাকে পরাস্ত

করা যায় কেবল আপ্রাণ প্রচেষ্টায় এবং শত্রুদের অভ্যন্তরে সামান্যতম হলেও প্রতিটি 'ফাটল', বিভিন্ন দেশের বুর্জোয়াদের মধ্যে ও এক-একটা দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন গোষ্ঠী বা বিভিন্ন ধরনের বুর্জোয়াদের প্রতিটি স্বার্থবৈপরীত্যকে — তথা সাময়িক, টলমলে, কমজোরী, অনির্ভরযোগ্য ও শর্তসাপেক্ষ হলেও নিজের জন্য একটা গণ সহযোগী পাবার সামান্য সম্ভাবনাকেও **বাধ্যতামূলকভাবে,** অতি খুঁটিয়ে, সযত্নে, সাবধানে ও নিপুণভাবে কাজে লাগাতে পারলে। একথা যে বোঝে নি সে মার্কসবাদ এবং **সাধারণভাবে** বৈজ্ঞানিক, আধুনিক সমাজতন্ত্রের বিন্দুবিসর্গও বোঝে নি। **ব্যবহারিকভাবে,** যথেষ্ট দীর্ঘকাল ধরে ও যথেষ্ট রকমের বিচিত্র রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে হাতে-কলমে এ সত্য প্রয়োগের নৈপুণ্য যে দেখাতে পারে নি, শোষকদের হাত থেকে সমস্ত মেহনতীর মুক্তির জন্য সংগ্রামে বিপ্লবী শ্রেণীকে সাহায্য করতেও সে এখনো শেখে নি। এবং একথা প্রলেতারিয়েতের রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের **আগে** ও **পরে** উভয় পর্বেই প্রযোজ্য।

মার্কস ও এঙ্গেলস বলতেন, আমাদের তত্ত্ব আপ্তবাক্য নয়, **কর্মের দিগ্‌দর্শন*** এবং কার্ল কাউট্‌স্কি, অট্টো বাউয়ের প্রভৃতিদের মতো 'পেটেন্টধারী' মার্কসবাদীদের প্রকাণ্ডতম ভুল, প্রকাণ্ডতম অপরাধ হল এই যে, তাঁরা এটা বোঝেন নি, প্রলেতারীয় বিপ্লবের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে তা প্রয়োগ করতে পারেন নি। 'রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ নেভস্কি সড়কের ফুটপাথ নয়' (পিটার্সবুর্গের একদম সোজা প্রধান রাস্তার পরিষ্কার প্রশস্ত ও সমানমাপের ফুটপাথ) — বলতেন প্রাক্-মার্কসীয় যুগের মহান রুশী সমাজতন্ত্রী ন.গ. চের্নিশেভ্‌স্কি। এ সত্য উপেক্ষা বা ভোলার জন্য রুশ বিপ্লবীরা চের্নিশেভ্‌স্কির সময় থেকে অসংখ্য বলিদানে তার খেসারত দিয়েছে। এ সত্য আত্মস্থ করতে গিয়ে পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকার বামপন্থী কমিউনিস্ট ও শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি অনুগত বিপ্লবীদের যাতে পশ্চাৎপদ রুশীদের মতো **অত চড়া দাম** দিতে **না** হয়, সেটা যে করেই হোক হাসিল করতে হবে।

জারতন্ত্র পতনের আগে রুশ বিপ্লবী সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটরা বুর্জোয়া উদারনীতিকদের কাছ থেকে সাহায্যের সদ্ব্যবহার করেছে একাধিকবার, অর্থাৎ তাদের সঙ্গে একগাদা ব্যবহারিক আপস-রফা করেছে এবং বলশেভিকবাদ

---

* ফ. এঙ্গেলস। ১৮৮৬ সালের ২৯ নভেম্বর ফ.আ. জরগের কাছে লেখা চিঠি। — সম্পাঃ

উদয়ের আগেই ১৯০১-১৯০২ সালে 'ইস্ক্রা'র পুরনো সম্পাদকমণ্ডলী (সে সম্পাদকমণ্ডলীতে ছিলাম: প্লেখানভ, আক্সেলরদ, জাসুলিচ, মার্তভ, পত্রেসভ ও আমি) বুর্জোয়া উদারনীতিকদের রাজনৈতিক নেতা স্ত্রুভের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক জোট স্থাপন করে (অবশ্য বেশি দিনের জন্য নয়), অথচ একই সঙ্গে বুর্জোয়া উদারনীতির বিরুদ্ধে এবং শ্রমিক আন্দোলনের অভ্যন্তরে তার প্রভাবের সামান্যতম অভিব্যক্তির বিরুদ্ধে সর্বাধিক নির্মম ভাবাদর্শগত ও রাজনৈতিক সংগ্রাম থামায় নি, চালিয়ে যেতে পেরেছিল। বরাবরই বলশেভিকরা এই নীতিই চালিয়ে এসেছে। ১৯০৫ সাল থেকে তারা উদারনীতিক বুর্জোয়া ও জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণী ও কৃষক-সম্প্রদায়ের জোট নিয়মিতভাবে রক্ষা করে এসেছে, অথচ সেই সঙ্গেই জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে বুর্জোয়াকে সমর্থন করতে (যেমন, দ্বিতীয় ধাপের নির্বাচনে বা দ্বিতীয় বারের ব্যালটে) কদাচ অস্বীকার করে নি, বুর্জোয়া-বিপ্লবী কৃষক পার্টি — 'সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি' পার্টির বিরুদ্ধে সবচেয়ে আপসহীন ভাবাদর্শগত ও রাজনৈতিক সংগ্রামও থামায় নি, — তাদের উদ্‌ঘাটিত করে দেখিয়েছে পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রী বলে, যারা মিথ্যে করে নাম লিখিয়েছে সমাজতন্ত্রী হিসেবে। ১৯০৭ সালে বলশেভিকরা দুমায় নির্বাচনের সময় অল্প সময়ের জন্য 'সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের' সঙ্গে আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক জোট বাঁধে। ১৯০৩ সাল থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত মেনশেভিকদের সঙ্গে আমরা কয়েক বছর ধরে একই সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টির অভ্যন্তরে থেকেছি, কিন্তু প্রলেতারিয়েতের মধ্যে বুর্জোয়া প্রভাবের বাহক ও সুবিধাবাদী হিসেবে তাদের বিরুদ্ধে ভাবাদর্শগত ও রাজনৈতিক সংগ্রাম কখনো থামাই নি। যুদ্ধের সময় আমরা কিছু কিছু আপস করি 'কাউট্‌স্কিপন্থীদের' সঙ্গে, বামপন্থী মেনশেভিকদের সঙ্গে (মার্তভ) এবং 'সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের' একাংশের সঙ্গে (চের্নোভ, নাতানসন), ত্‌সিমের্ভাল্ড, ও কিয়েন্থালে আমরা তাদের সঙ্গে একত্রেই বসেছি, একই ইস্তাহার প্রকাশ করেছি, কিন্তু 'কাউট্‌স্কিপন্থী', মার্তভ ও চের্নোভের সঙ্গে ভাবাদর্শগত-রাজনৈতিক লড়াই কখনো থামাই নি বা তাতে ঢিলা দিই নি (নাতানসন মারা যান ১৯১৯ সালে, আমাদের পুরোপুরি ঘনিষ্ঠ, প্রায় ঐক্যবদ্ধ, 'বিপ্লবী কমিউনিস্ট'-নারোদনিক (১৯৫) হিসেবে)। অক্টোবর বিপ্লবের ঠিক মুহূর্তটাতেই আমরা শুধু আনুষ্ঠানিক নয়, অতি গুরুত্বপূর্ণ (ও অতি সার্থক) রাজনৈতিক ব্লক স্থাপন করি পেটি-বুর্জোয়া কৃষকদের সঙ্গে, কোন রকম বদল না করে

পুরোপুরি গ্রহণ করি **সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি** কৃষি কর্মসূচি, অর্থাৎ নিঃসন্দেহেই একটা আপস-রফা করি কৃষকদের এইটে দেখাবার জন্য যে, আমরা শুধু তাদের ওপর জবরদস্তি করতে চাই না, তাদের সঙ্গে মতৈক্য চাই। একই সময়ে আমরা 'বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের' সঙ্গে সরকারে অংশগ্রহণ সমেত আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক ব্লকের প্রস্তাব দিই (ও শীঘ্রই তা কার্যকরী করি) — ব্রেস্ত্ শান্তির (১৯৬) পর তারা এই ব্লক ভেঙে দেয় এবং পরে আমাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহে পর্যন্ত নামে ১৯১৮ সালের জুলাই মাসে ও তারপর থেকে আমাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই চালায়।

তাই বোঝা যায় কেন 'স্বাধীনদের' ('জার্মানির স্বাধীন সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টি', কাউট্স্কিপন্থী) সঙ্গে ব্লক স্থাপনের কথা চিন্তা করায় জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে জার্মান বামপন্থীদের আক্রমণগুলো আমাদের কাছে একেবারেই চাপল্য বলে এবং 'বামপন্থীদের' **বেঠিকতার** জাজ্বল্যমান প্রমাণ বলে মনে হয়। আমাদের রাশিয়াতেও ছিল দক্ষিণপন্থী মেনশেভিক (কেরেনস্কির সরকারে যোগদানকারী) যারা জার্মান শাইডেমানদের অনুরূপ, এবং বামপন্থী মেনশেভিক (মার্তভ), যারা ছিল দক্ষিণপন্থী মেনশেভিকদের বিরোধী এবং জার্মান কাউট্স্কিপন্থীদের অনুরূপ। মেনশেভিকদের কাছ থেকে বলশেভিকদের দিকে শ্রমিক জনগণের ক্রমিক উত্তরণ আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম ১৯১৭ সালে; ১৯১৭ সালের জুন মাসে প্রথম সারা-রাশিয়া সোভিয়েত কংগ্রেসে আমাদের ছিল মাত্র ১৩ শতাংশ; সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিকদের। দ্বিতীয় সোভিয়েত কংগ্রেসে (২৫.১০.১৯১৭, পুরনো পঞ্জিকা অনুসারে) আমাদের ছিল ৫১% ভোট। দক্ষিণ থেকে বাঁয়ের দিকে শ্রমিক জনগণের **ঐ একই,** পুরোপুরি **সমধর্মী** আকর্ষণের ফলে কেন জার্মানিতে তৎক্ষণাৎ কমিউনিস্টদের শক্তিবৃদ্ধি হল না, বরং শক্তিবৃদ্ধি হল প্রথমে মধ্যবর্তী 'স্বাধীনদের' পার্টির, যদিও এ পার্টির কোন স্বাধীন রাজনৈতিক ভাবনা ও কোন স্বাধীন রাজনীতি কখনো ছিল না, এবং দোল খেয়েছে কেবল শাইডেমান ও কমিউনিস্টদের মধ্যে?

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, তার একটা কারণ হল জার্মান কমিউনিস্টদের ভ্রান্ত রণকৌশল, নির্ভয়ে ও সততার সঙ্গে এ ভুল তাদের স্বীকার করা দরকার ও তা সংশোধন করতে শেখা উচিত। ভুলটা হয়েছিল প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া পার্লামেণ্টে ও প্রতিক্রিয়াশীল ট্রেড ইউনিয়নে অংশ নিতে অস্বীকার করায়,

ভুলটা হয়েছিল ওই 'বামপন্থী' বাল্য ব্যাধির অসংখ্য আত্মপ্রকাশের মধ্যে, যা এখন বাইরে ফুটে বেরিয়েছে, এবং সেইজন্যই তার চিকিৎসাটা হবে ভাল করে, তাড়াতাড়ি, দেহযন্ত্রের পক্ষে বেশি হিতকর।

জার্মান 'স্বাধীন সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টির' ভেতরটা স্পষ্টতই সমপ্রকৃতির নয়: সাবেকী সুবিধাবাদী যে নেতারা (কাউট্স্কি, হিলফের্ডিং, এবং দেখে মনে হচ্ছে বেশকিছু পরিমাণে ক্রিসপিন, লেডেবুর, প্রভৃতি) সোভিয়েতরাজ ও প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের তাৎপর্য বোঝার অক্ষমতা, তার বিপ্লবী সংগ্রাম পরিচালনায় অক্ষমতার প্রমাণ দিয়েছেন, তাঁদের পাশাপাশি এ পার্টিতে গড়ে উঠেছে ও চমৎকার দ্রুত বেড়ে চলেছে বামপন্থী প্রলেতারীয় অংশ। এ পার্টির লক্ষ লক্ষ সদস্য (তার মোট সদস্যসংখ্যা মনে হয় সাড়ে সাত লক্ষ) হল প্রলেতারিয়ান, যারা শাইডেমানকে পরিত্যাগ করছে ও দ্রুত চলে আসছে কমিউনিজমের দিকে। এই প্রলেতারীয় অংশটাই 'স্বাধীনদের' লাইপজিগ কংগ্রেসে (১৯১৯) অবিলম্বে ও বিনাশর্তে তৃতীয় আন্তর্জাতিকে যোগ দেবার প্রস্তাব করে। পার্টির এই অংশের সঙ্গে 'আপসে' আসতে ভয় পাওয়া একেবারে হাস্যকর। উল্টে, তাদের সঙ্গে আপসের উপযুক্ত রূপ সন্ধান করা **ও আবিষ্কার করা** কমিউনিস্টদের পক্ষে **বাধ্যতামূলক,** এমন আপস যাতে একদিকে, এই অংশটির সঙ্গে পুরোপুরি মিশে যাওয়ার আবশ্যিক কাজটা দ্রুত ও সহজ হয়, এবং অন্যদিকে, 'স্বাধীনদের' সুবিধাবাদী দক্ষিণ অংশের বিরুদ্ধে ভাবাদর্শগত ও রাজনৈতিক সংগ্রামে কমিউনিস্টরা যাতে কোন কিছুতেই বাধা না পায়। অবশ্যই, আপসের উপযুক্ত রূপে পৌঁছন সহজ হবে না, কিন্তু জার্মান শ্রমিক ও জার্মান কমিউনিস্টদের কাছে বিজয়ের একটা 'সহজ' পথের প্রতিশ্রুতি দিতে পারে কেবল বুজরুকরাই।

পুঁজিবাদ পুঁজিবাদই হত না, যদি 'বিশুদ্ধ' প্রলেতারিয়েতকে পরিবেষ্টন করে না থাকত প্রলেতারিয়ান থেকে আধা-প্রলেতারিয়ান (জীবিকার অর্ধেকটা যারা অর্জন করে শ্রমশক্তি বেচে), আধা-প্রলেতারীয় থেকে ক্ষুদে কৃষক (তথা ক্ষুদে কারুজীবী, কুটিরশিল্পী, সাধারণভাবে ক্ষুদে মালিক), ক্ষুদে কৃষক থেকে মাঝারি কৃষক, ইত্যাদির অসাধারণ চিত্রবিচিত্র, একগাদা অন্তর্বর্তী টাইপ; যদি খোদ প্রলেতারিয়েতের অভ্যন্তরেই কম-বিকশিত ও বেশি-বিকশিত স্তরের ভেদ, অঞ্চলগত, পেশাগত এবং মাঝে মাঝে ধর্মগত, ইত্যাদি ভেদ না থাকত। এবং এই সবের ফলে দেখা দেয় প্রলেতারিয়েতের অগ্রবাহিনীর পক্ষে, তার সচেতন অংশের পক্ষে, কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে

এদিক-ওদিক করার, প্রলেতারিয়েতের বিভিন্ন গ্রুপের সঙ্গে, শ্রমিক ও ক্ষুদে মালিকদের বিভিন্ন পার্টির সঙ্গে সমঝোতা ও আপসের আবশ্যিকতা — পরম আবশ্যিকতা। আসল কথাটা হল এ রণকৌশলকে প্রয়োগ করতে **পারা চাই** প্রলেতারীয় সচেতনতা, বিপ্লবী মনোবৃত্তি, সংগ্রাম-সামর্থ্য ও বিজয়-সামর্থ্যের **সাধারণ** মাত্রাটা নামিয়ে দেবার লক্ষ্যে নয়, **বাড়িয়ে তোলার** লক্ষ্যে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা দরকার যে, মেনশেভিকদের উপর বলশেভিকদের জয়লাভের জন্য শুধু ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের আগেই নয়, **তার পরেও** এদিক-ওদিক করা, সমঝোতা ও আপসের রণকৌশল প্রয়োগের প্রয়োজন পড়েছিল, তবে বলাই বাহুল্য, সেগুলো এমন যাতে মেনশেভিকদের ঘাড় ভেঙে বলশেভিকদের কাজ সহজ ও দ্রুত হয়, স্থায়িত্ব ও শক্তি বাড়ে তাদের। পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা (মেনশেভিকরাও তার মধ্যে পড়ে) অনিবার্যই দোল খায় বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েত, বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও সোভিয়েত ব্যবস্থা, সংস্কারবাদ ও বিপ্লবীপনা, শ্রমিক-প্রেম ও প্রলেতারীয় একনায়কত্বে ভীতি, ইত্যাদির মধ্যে। কমিউনিস্টদের সঠিক রণকৌশল হওয়া উচিত এই দোলায়মানতার **সদ্ব্যবহার করা,** মোটেই তা অবহেলা করা নয়; সদ্ব্যবহারের জন্য দরকার যারা বুর্জোয়ার দিকে ফিরছে তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সঙ্গে সঙ্গে যে সব লোক যখন এবং যে পরিমাণে প্রলেতারিয়েতের দিকে ফিরছে, তখন এবং সেই পরিমাণে সে সব লোকের জন্য ছাড় দেওয়া। সঠিক রণকৌশল প্রয়োগের ফলে আমাদের দেশে ক্রমেই বেশি করে পতন হয় মেনশেভিকবাদের এবং পতন হয়ে চলেছে, অবিরাম বিচ্ছিন্ন করে ফেলছে সুবিধাবাদী নেতাদের, সেরা শ্রমিকদের, পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সেরা লোকেদের তুলে দিচ্ছে আমাদের শিবিরে। এটা দীর্ঘদিনের প্রক্রিয়া এবং 'কোন আপস নয়, কোন মহড়া নয়' এ ধরনের ব্যস্তবাগীশ 'সিদ্ধান্তে' কেবল বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের প্রভাববৃদ্ধি ও শক্তিবর্ধনের কাজটাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

পরিশেষে, জার্মানিতে 'বামপন্থীদের' নিঃসন্দেহ একটি ভুল হল ভার্সাই সন্ধিচুক্তি (১৯৭) অস্বীকারের জন্য তাদের একমুখী জেদ। যত 'পাকাপোক্ত' ও 'ভারিক্কী চালে', যত 'দৃঢ়তা নিয়ে' ও মোক্ষমভাবে এ অভিমতটা সূত্রবদ্ধ করছেন, দৃষ্টান্তস্বরূপ, ক. হোর্নার, দাঁড়াচ্ছে ততই কম বুদ্ধিমন্ত। আন্তর্জাতিক প্রলেতারীয় বিপ্লবের বর্তমান পরিস্থিতিতে আঁতাঁতের বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের সঙ্গে ব্লক গঠনের কথা পর্যন্ত সেখানে তোলা হচ্ছে সেই 'জাতীয় বলশেভিকবাদের' (লাউফেনবের্গ প্রমুখ) চরম উদ্ভটত্ব শুধু খণ্ডন করলেই

যথেষ্ট হবে না। একথা বুঝতে হবে যে, সোভিয়েত জার্মানির পক্ষে (সোভিয়েত জার্মান প্রজাতন্ত্র যদি অচিরেই দেখা দেয়) কিছুটা সময় পর্যন্ত ভার্সাই সন্ধি স্বীকার করা ও তা মেনে চলার আবশ্যিকতা নাকচ করার রণকৌশল আমূল ভ্রান্ত। তাই বলে সরকারে যখন পর্যন্ত শাইডেমানরাই রয়েছে, যখন হাঙ্গেরিতে সোভিয়েতরাজের পতন হয় নি, সোভিয়েত হাঙ্গেরিকে সমর্থনের জন্য ভিয়েনায় সোভিয়েত বিপ্লবের পক্ষ থেকে হাঙ্গেরিতে সাহায্য প্রেরণের সম্ভাবনা যখন নাকচ হয়ে যায় নি, তখন **সেই সময়কার পরিস্থিতিতে** ভার্সাই সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরের দাবি তোলায় 'স্বাধীনেরাই' ঠিক করেছিল, একথা আসে না। তখন 'স্বাধীনদের' এদিক-ওদিক করা, মহড়া নেওয়াটা হয়েছিল খুবই খারাপ, কেননা তারা বেইমান শাইডেমানদের দায়িত্বের বৃহৎ বা অল্প একটা অংশ নিজেদের ঘাড়ে নেয়, শাইডেমানদের সঙ্গে নির্মম (ও সর্বাধিক নির্ভয়) শ্রেণী-সংগ্রামের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কমবেশি সরে যায় 'শ্রেণীহীন' বা 'শ্রেণী-ঊর্ধ্ব' দৃষ্টিভঙ্গিতে।

কিন্তু বর্তমানে অবস্থাটা স্পষ্টতই এমন যে, জার্মানির কমিউনিস্টদের হাত বাঁধা হয়ে থাকা চলে না ও কমিউনিজমের বিজয় হলে ভার্সাই সন্ধি অবশ্য ও অবধারিত নাকচ করা হবে এ প্রতিশ্রুতি দেওয়া চলে না। এটা বোকামি। বলতে হবে: শাইডেমানরা ও কাউট্স্কিপন্থীরা সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে, সোভিয়েত হাঙ্গেরির সঙ্গে জোট বাঁধার ব্যাপারটা দুষ্কর করে তোলার মতো (অংশত সরাসরি ধ্বংস করার মতো) একগুচ্ছ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আমরা, কমিউনিস্টরা, এরূপ জোটবন্ধন **সহজ করব** ও তার **প্রস্তুতি চালাব** সর্বোপায়ে, কিন্তু ভার্সাই সন্ধি অবধারিত রূপে, তদুপরি অবিলম্বে অস্বীকার করতে আমরা মোটেই বাধ্য নই। এ সন্ধি সফলভাবে নাকচ করা নির্ভর করছে কেবল সোভিয়েত আন্দোলনের জার্মান নয়, আন্তর্জাতিক সাফল্যের ওপরও। সে আন্দোলনে বাধা দিয়েছে শাইডেমানরা ও কাউট্স্কিপন্থীরা, আমরা তাতে সাহায্য করছি। এই হল আসল কথা, এইখানেই মূল পার্থক্য। যদি আমাদের শ্রেণী-শত্রুরা, শোষকেরা আর তাদের অনুচরেরা, শাইডেমানরা ও কাউট্স্কিপন্থীরা জার্মান ও আন্তর্জাতিক সোভিয়েত আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি, জার্মান ও আন্তর্জাতিক সোভিয়েত বিপ্লবের শক্তি বৃদ্ধি করার এক সারি সুযোগ ছেড়ে দিয়ে থাকে, তবে দোষটা তাদেরই। জার্মানিতে সোভিয়েত বিপ্লবে আন্তর্জাতিক সোভিয়েত আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধি হবে, — সেই হল ভার্সাই সন্ধির বিরুদ্ধে, সাধারণভাবে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রবলতম ঘাঁটি (একমাত্র

নির্ভরযোগ্য, অপরাজেয় বিশ্বপরাক্রান্ত ঘাঁটি)। সাম্রাজ্যবাদের জোয়াল থেকে সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা প্রপীড়িত **অন্যান্য** দেশগুলির মুক্তির **আগে** অবশ্য অবশ্য অবধারিত ও অবিলম্বে ভার্সাই সন্ধি থেকে মুক্তির **সমস্যা** সামনে আনাটা বিপ্লবী আন্তর্জাতিকতাবাদ নয়, পেটি-বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ (যা কাউট্স্কি, হিলফের্ডিং, অট্টো বাউয়ের অ্যান্ড কোং-র পক্ষে সাজে)। ইউরোপের বৃহৎ যে কোন দেশে, তথা জার্মানিতে বুর্জোয়ার উচ্ছেদ হলে তা আন্তর্জাতিক বিপ্লবের পক্ষে এতই একটা লাভ যে, দরকার পড়লে তার খাতিরে **ভার্সাই সন্ধির দীর্ঘতর অস্তিত্ব** মেনে নেওয়া চলে ও উচিত। বিপ্লবের হিতার্থে রাশিয়া যদি একা কয়েক মাস ধরে ব্রেস্ত্ শান্তি সহ্য করতে পারে, তাহলে সোভিয়েত জার্মানি যে সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে বিপ্লবের হিতার্থে ভার্সাই সন্ধির দীর্ঘতর অস্তিত্ব সহ্য করবে তাতে অসম্ভব কিছু নেই।

ফ্রান্স, ইংলন্ড, ইত্যাদির সাম্রাজ্যবাদীরা জার্মান কমিউনিস্টদের প্ররোচিত করছে, ফাঁদ পাতছে: 'বল, তোমরা ভার্সাই সন্ধিচুক্তিতে স্বাক্ষর করবে না।' এবং কুটিল ও **বর্তমান মুহূর্তে** বেশি শক্তিশালী এক শত্রুর বিরুদ্ধে সুকৌশল মহড়া নেবার বদলে, 'এখন আমরা ভার্সাই সন্ধিচুক্তিতে স্বাক্ষর দেব,' — এই কথা তাকে বলার বদলে বামপন্থী কমিউনিস্টরা ছেলেমানুষের মতো সেই পাতা ফাঁদেই পা দিচ্ছে। আগে থেকেই নিজের হাত বেঁধে রাখা, যে শত্রু বর্তমানে আমাদের চেয়ে বেশি সশস্ত্র তাকে খোলাখুলিই বলে দেওয়া তার সঙ্গে আমরা লড়াই করব কিনা এবং কখন — এটা বিপ্লবীপনা নয়, বোকামি। আমাদের পক্ষে নয়, শত্রুর পক্ষে যখন লড়াইটা স্পষ্টতই সুবিধাজনক, তখন সে লড়াই গ্রহণ করা অপরাধ এবং বিপ্লবী শ্রেণীর যে রাজনীতিকরা স্পষ্টতই অসুবিধাজনক একটা সংঘর্ষ এড়াবার জন্য 'এদিক-ওদিক করা, সমঝোতা ও আপস' করতে পারে না তারা অপদার্থ।

১০

কয়েকটি সিদ্ধান্ত

১৯০৫ সালের রুশ বুর্জোয়া বিপ্লবে বিশ্ব ইতিহাসের একটি অসাধারণ অভিনব মোড় দেখা যায়: সবচেয়ে পশ্চাৎপদ একটি পুঁজিবাদী দেশে ধর্মঘট আন্দোলনের অভূতপূর্ব প্রসারতা ও শক্তি দেখা গেল দুনিয়ায় এই প্রথম। ১৯০৫ সালের **প্রথম একটা মাসেই** ধর্মঘটীদের সংখ্যা দাঁড়ায় বিগত ১০ বছরের (১৮৯৫-১৯০৪) গড়পড়তা **বার্ষিক** ধর্মঘটী সংখ্যার দশগুণ,

এবং ১৯০৫ সালের জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ধর্মঘট অবিরাম ও বিপুল আয়তনে বাড়তে থাকে। একগুচ্ছ একান্তই স্বকীয় ঐতিহাসিক পরিস্থিতির প্রভাবে পশ্চাৎপদ রাশিয়া বিশ্বে প্রথম বিপ্লবকালে নিপীড়িত জনগণের স্বাবলম্বনের লাফিয়ে-এগুনো বৃদ্ধিটাই শুধু দেখায় নি (বড়ো বড়ো সমস্ত বিপ্লবেই তা ঘটেছে), দেখিয়েছে প্রলেতারিয়েতের তাৎপর্য জনসংখ্যায় তার সংখ্যাগত অনুপাতের চেয়ে যা অপরিসীম বেশি, দেখিয়েছে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ধর্মঘটের মিলন, সশস্ত্র অভ্যুত্থানে রাজনৈতিক ধর্মঘটের পরিণতি, পুঁজিবাদে নিপীড়িত শ্রেণীগুলির গণসংগ্রাম ও গণ-সংগঠনের নতুন রূপের, সোভিয়েতের উদয়।

১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি ও অক্টোবর বিপ্লবে সোভিয়েতগুলির সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ঘটে জাতীয় আয়তনে, তারপর প্রলেতারীয়, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে তাদের বিজয় হয়। এবং দুই বছরেরও কম সময়ের মধ্যেই ফুটে উঠল সোভিয়েতগুলির আন্তর্জাতিক চরিত্র, বিশ্ব শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে সংগ্রাম ও সংগঠনের এই রূপটির বিস্তার, বুর্জোয়া পার্লামেণ্টপ্রথা, সাধারণভাবে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সমাধিখনক, উত্তরাধিকারী, স্থানগ্রহণকারী হিসেবে সোভিয়েতগুলির ঐতিহাসিক নির্বন্ধ।

শুধু তাই নয়। শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস থেকে এখন দেখা যাচ্ছে যে, সমস্ত দেশেই সে আন্দোলনকে যেতে হবে (সেটা শুরুও হয়ে গেছে) সর্বাগ্রে ও প্রধানত **নিজস্ব** (প্রতিটি দেশের ক্ষেত্রে) 'মেনশেভিকবাদ', অর্থাৎ সুবিধাবাদ ও জাতিদম্ভী-সমাজবাদ এবং, দ্বিতীয়ত, বলা যেতে পারে তার পরিপূরকস্বরূপ 'বামপন্থী' কমিউনিজমের সঙ্গে উদীয়মান, শক্তি-আহরক, বিজয়ের দিকে ধাবমান কমিউনিজমের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। প্রথম সংগ্রামটা মনে হয় বিনা ব্যতিক্রমে সমস্ত দেশেই অবারিত হয়ে উঠেছে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সঙ্গে (বর্তমানে তা কার্যত ধরাশায়ী) তৃতীয় আন্তর্জাতিকের সংগ্রাম হিসেবে। দ্বিতীয় সংগ্রামটা দেখা যাচ্ছে জার্মানিতে, ইংলণ্ডে, ইতালিতে, আমেরিকায় (অন্তত 'বিশ্ব শিল্প শ্রমিকদের' এবং নৈরাজ্যবাদী-সিণ্ডিক্যালিস্ট ধারাটার নির্দিষ্ট **একটা অংশের** প্রায় সকলেই এবং প্রায় বিনা দ্বিধায় সোভিয়েত ব্যবস্থা মেনে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বামপন্থী কমিউনিজমের ভুলটা সমর্থন করে), এবং ফ্রান্সে (সোভিয়েত ব্যবস্থা সমর্থনের সঙ্গে সঙ্গেই ভূতপূর্ব সিণ্ডিক্যালিস্টদের একাংশের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক পার্টি ও পার্লামেণ্টপ্রথার প্রতি মনোভাব), অর্থাৎ নিঃসন্দেহেই শুধু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নয়, গোটা বিশ্ব জুড়ে।

কিন্তু বুর্জোয়ার ওপর বিজয়লাভের মূলত একই রকমের, বলতে কী, প্রস্তুতি বিদ্যালয়ের মধ্য দিয়ে গেলেও এক-একটা দেশের শ্রমিক আন্দোলন তা সম্পূর্ণ করছে **নিজের ধরনে**। তাছাড়া, বৃহৎ অগ্রণী পুঁজিবাদী দেশগুলি এ পথে এগুচ্ছে বলশেভিকবাদের চেয়ে **অনেক দ্রুতগতিতে,** সংগঠিত রাজনৈতিক ধারা হিসেবে এ বলশেভিকবাদ বিজয়ের প্রস্তুতির জন্য ইতিহাসের কাছ থেকে পেয়েছিল পনের বছর। তৃতীয় আন্তর্জাতিক এক বছরের মতো এত সংক্ষিপ্ত সময়েই ইতিমধ্যেই সুদৃঢ় বিজয় লাভ করেছে, চূর্ণ করেছে দ্বিতীয়, পীত, জাতিদম্ভী-সমাজবাদী আন্তর্জাতিককে, যা মাত্র মাস কয়েক আগেও ছিল তৃতীয় আন্তর্জাতিকের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী, যা মনে হয়েছিল সংহত ও পরাক্রান্ত, বিশ্ব বুর্জোয়ার সর্ববিধ — প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ, বৈষয়িক (মন্ত্রিপদ, পাসপোর্ট, সংবাদপত্র) ও ভাবাদর্শগত সহায়তা লাভ করত।

এখন আসল কাজটা হল এই যে, প্রতি দেশের কমিউনিস্টদের যেমন সুবিধাবাদ ও 'বামপন্থী' মতবাগীশির সঙ্গে সংগ্রামের মূল নীতিগত কর্তব্য, তেমনি প্রতি দেশের অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি, তার জাতীয় সংবিন্যাস (আয়র্ল্যান্ড ইত্যাদি), তার উপনিবেশ, তার ধর্মীয় বিভাগ, ইত্যাদি, ইত্যাদির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অনুসারে সে সংগ্রাম যে **মূর্ত-নির্দিষ্ট বিশিষ্টতা** অর্জন করে ও অনিবার্যই করতে বাধ্য, এই দুটি জিনিসকেই সচেতনভাবে আয়ত্ত করতে হবে। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের প্রতি অসন্তুষ্টি সর্বত্রই অনুভূত হচ্ছে, প্রসারিত হচ্ছে ও বৃদ্ধি পাচ্ছে যেমন তার সুবিধাবাদের জন্য, তেমনি নিখিল বিশ্ব সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের আন্তর্জাতিক রণকৌশল পরিচালনা করার মতো সত্যই কেন্দ্রীভূত, সত্যই পরিচালক একটা কেন্দ্র গঠনের দিক থেকে তার অক্ষমতা বা অসামর্থ্যের জন্যও। নিজেদের কাছে এটা পরিষ্কার বুঝে রাখা চাই যে, তেমন পরিচালক কেন্দ্র কোনক্রমেই সংগ্রামের রণকৌশলগত সূত্রগুলির বাঁধিগৎ দিয়ে, যান্ত্রিক সমীকরণ ও মিল দিয়ে গড়ে তোলা যায় না। বিভিন্ন জাতি ও দেশের মধ্যে যতদিন জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় পার্থক্য বিদ্যমান থাকছে — এবং এমন কি সারা বিশ্বায়তনে প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার পরও সে রকম সব পার্থক্য বহু বহু দীর্ঘ দিন টিকে থাকবে — ততদিন সমস্ত দেশের কমিউনিস্ট শ্রমিক আন্দোলনের আন্তর্জাতিক রণকৌশলের ঐক্যের জন্য দরকার বৈচিত্র্যের বিলোপ নয়, জাতীয় পার্থক্যের বিলোপ নয় (বর্তমান মুহূর্তের পক্ষে সেটা দিবাস্বপ্ন), দরকার

কমিউনিজমের **মূল** নীতিগুলির (সোভিয়েত ক্ষমতা ও প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব) এমন প্রয়োগ যাতে **বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে** সে সব নীতির **সঠিক রূপান্তর ঘটানো হয়েছে,** জাতীয় ও জাতীয়-রাষ্ট্রীয় পার্থক্যের সঙ্গে তাদের সঠিক খাপ খাইয়ে ও উপযোগী করে নেওয়া হয়েছে। **একক** আন্তর্জাতিক কর্তব্যের সমাধানে, শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে সুবিধাবাদ ও বামপন্থী মতবাগীশির উপর বিজয়ে, বুর্জোয়ার উৎখাতে, সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র ও প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের প্রতিষ্ঠায় প্রতিটি দেশের এগুবার **মূর্ত-নির্দিষ্ট** ধরনের মধ্যে যেটা জাতিগতভাবে বিশিষ্ট, জাতিগতভাবে স্বকীয়, সেটার সন্ধান, অধ্যয়ন, আবিষ্কার, নিরূপণ করা, সেটাকে চেপে ধরা — সমস্ত অগ্রণী (এবং শুধু অগ্রণীই নয়) দেশ বর্তমানে যে ঐতিহাসিক মুহূর্তের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তার প্রধান কর্তব্য হল এই। শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রবাহিনীকে আকর্ষণ করায়, পার্লামেণ্টপ্রথার বিরুদ্ধে সোভিয়েত রাজের পক্ষে, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের পক্ষে তার উত্তরণের মধ্য দিয়ে প্রধান জিনিসটা ইতিমধ্যেই করা হয়েছে — বলাই বাহুল্য, সেটা মোটেই সবকিছু নয়, কিন্তু প্রধান জিনিস। এবার সমস্ত শক্তি, সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে হবে **পরের** পদক্ষেপে, এটা মনে হচ্ছে তত প্রধান নয় এবং একদিক থেকে দেখলে সত্যিই তাই, কিন্তু অন্যদিকে আবার সেটা কর্তব্যের ব্যবহারিক সমাধানের দিক থেকে কার্যত অতি জরুরী, যথা: প্রলেতারীয় বিপ্লবে **উৎক্রমণ** বা তার দিকে **এগুবার** রূপকে আবিষ্কার করা।

ভাবাদর্শের দিক থেকে প্রলেতারীয় অগ্রবাহিনীকে জয় করা গেছে। এটা প্রধান কথা। এছাড়া বিজয়ের দিকে প্রাথমিক পদক্ষেপও সম্ভব নয়। তাহলেও কিন্তু বিজয় বহু দূরে। শুধু অগ্রবাহিনী দিয়েই জয়লাভ করা যায় না। সমগ্র শ্রেণীটি, ব্যাপক জনগণ হয় অগ্রবাহিনীর সরাসরি সমর্থন অথবা অন্ততপক্ষে তার প্রতি অনুকূল নিরপেক্ষতা অবলম্বন এবং তার প্রতিপক্ষকে একেবারেই সমর্থন না করার অবস্থায় পৌঁছবার আগেই কেবল অগ্রবাহিনীকেই একটা চূড়ান্ত সংগ্রামে নামিয়ে দেওয়া শুধু নির্বুদ্ধিতা নয়, অপরাধ। এবং সত্যসত্যই গোটা শ্রেণীকে, মেহনতী ও পুঁজির দ্বারা নিপীড়িতদের ব্যাপক জনগণকে সে অবস্থায় পৌঁছে দিতে হলে মাত্র প্রচার, মাত্র আন্দোলনই যথেষ্ট নয়। তার জন্য প্রয়োজন এই জনগণের নিজস্ব রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা। সমস্ত মহা বিপ্লবেরই এই হল মূল নিয়ম যা বর্তমানে শুধু রাশিয়ায় নয়, জার্মানিতেও সমর্থিত হয়েছে আশ্চর্য

অমোঘতায় ও সুস্পষ্টতায়। শুধু রাশিয়ার সংস্কৃতিহীন এবং প্রায়শই নিরক্ষর জনগণের বেলাতেই নয়, জার্মানির উচ্চ সংস্কৃতিমান, সার্বজনীন-সাক্ষর জনগণের ক্ষেত্রেও কমিউনিজমের দিকে চূড়ান্ত মোড় নেবার জন্য দরকার হয়েছিল নিজেদের অভিজ্ঞতায় দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের মহারথীদের সরকারের **সমস্ত** অক্ষমতা, **সমস্ত** মেরুদণ্ডহীনতা, **সমস্ত** অসহায়তা, বুর্জোয়ার নিকট তাদের **সমস্ত** দাস্যবৃত্তি, **সমস্ত** নীচতা, প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের একমাত্র বিকল্প হিসেবে চরম প্রতিক্রিয়াশীলদের একনায়কত্বের (রাশিয়ায় কর্নিলভ, জার্মানিতে [১৯৮] কাপ অ্যান্ড কোং) **সমগ্র** অনিবার্যতাটা উপলব্ধি করা।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের সচেতন অগ্রবাহিনীর, অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টি, গ্রুপ ও ধারাগুলির বর্তমান কর্তব্য হল ব্যাপক জনগণকে (অধিকাংশ ক্ষেত্রে এখনো ঘুমন্ত, নিস্পৃহ, গতানুগতিক, জড়, অজাগ্রত) এই নতুন অবস্থায় **পেঁছে দিতে** পারা, অথবা, আরও সঠিকভাবে বললে, **শুধু** নিজের পার্টিকে **নয়,** নতুন অবস্থার দিকে অভিগমন ও উত্তরণের গতিপথে এই জনগণকে পরিচালিত করতে পারা। প্রথম ঐতিহাসিক কর্তব্যটা (সোভিয়েতরাজ ও শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বের পক্ষে প্রলেতারিয়েতের সচেতন অগ্রবাহিনীকে টেনে আনা) যদি সুবিধাবাদ ও জাতিদম্ভী-সমাজবাদের ওপর পরিপূর্ণ, ভাবাদর্শগত ও রাজনৈতিক বিজয় ছাড়া সাধন করা সম্ভব না হয়ে থাকে, তাহলে দ্বিতীয় যে কর্তব্যটা এখন উপস্থিত কর্তব্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে, বিপ্লবে অগ্রবাহিনীর বিজয় নিশ্চিত করার মতো নতুন অবস্থায় **জনগণকে** পেঁছে দিতে পারার এই অপস্থিত কর্তব্যটাও বামপন্থী মতবাগীশির বিদূরণ ছাড়া, তার ভ্রান্তির পরিপূর্ণ অবসান ছাড়া, সে ভ্রান্তি থেকে মুক্তিলাভ ছাড়া সাধন করা অসম্ভব।

যতদিন প্রশ্নটা ছিল (এবং যে পরিমাণে তা এখনো রয়েছে) প্রলেতারিয়েতের অগ্রবাহিনীকে কমিউনিজমের দিকে টেনে আনা নিয়ে, ততদিন পর্যন্ত এবং সেই পরিমাণে প্রচারই এসে দাঁড়ায় প্রথম স্থানে; চক্রপন্থার সমস্ত দুর্বলতা নিয়েও চক্রগুলি এ ক্ষেত্রে উপকারী, সুফল পাওয়া যায় তা থেকে। যখন প্রশ্ন ওঠে জনগণের ব্যবহারিক ক্রিয়া নিয়ে, বলা যেতে পারে, লক্ষ লক্ষ ফৌজের স্থানগ্রহণ নিয়ে, **শেষ চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য** নির্দিষ্ট সমাজটির **সমস্ত** শ্রেণীর শক্তিবিন্যাস নিয়ে, তখন কেবলমাত্র প্রচারের পদ্ধতিতে, 'বিশুদ্ধ' কমিউনিজমের সত্যগুলির কেবলমাত্র পুনরাবৃত্তিতে কিছুই হয় না। প্রচারক, এখনো জনগণের পরিচালনা করছে

না, এমন একটা ক্ষুদ্র গ্রুপের সভ্য যেভাবে কার্যত হিসাব করে, সেভাবে উনসহস্রের হিসাব এ ক্ষেত্রে চলবে না; এখানে হিসাব করতে হবে অযুত ও কোটিকে নিয়ে। বিপ্লবী শ্রেণীর অগ্রবাহিনীর প্রত্যয় অর্জন করতে আমরা পেরেছি কিনা শুধু এ প্রশ্নই নয়, এ ক্ষেত্রে নিজেকে আরও জিজ্ঞাসা করতে হবে: নির্দিষ্ট সমাজটির **সমস্ত** শ্রেণীর, বিনা ব্যতিক্রমে অবশ্য অবশ্যই সমস্ত শ্রেণীর ঐতিহাসিকভাবে সক্রিয় শক্তির এমন একটা বিন্যাস হয়েছে কিনা, যাতে চূড়ান্ত লড়াই ইতিমধ্যে পুরোপুরি পেকে উঠেছে, যাতে দেখা যাচ্ছে যে, (১) আমাদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন সমস্ত শ্রেণী-শক্তি যথেষ্ট জড়িয়ে পড়েছে, নিজেদের মধ্যে যথেষ্ট অন্তর্দ্বন্দ্ব বাধিয়েছে, নিজেদের সাধ্যাতীত সংগ্রামে নিজেদের যথেষ্ট শক্তিহীন করে তুলেছে; (২) সমস্ত দোলায়মান, নড়বড়ে, অস্থির, অন্তর্বর্তী উপাদান, অর্থাৎ পেটি বুর্জোয়া, বুর্জোয়ার বিপরীতে পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্র জনগণের কাছে যথেষ্ট অনাবৃত হয়ে গেছে, কার্যক্ষেত্রে নিজেদের দেউলিয়াপনায় যথেষ্ট ধিক্কৃত হয়েছে; (৩) বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে সর্বাধিক চূড়ান্ত, আত্মত্যাগী নির্ভীক, বৈপ্লবিক ক্রিয়া সমর্থনের গণ-মনোবৃত্তি প্রলেতারিয়েতের মধ্যে শুরু হয়েছে ও প্রবল হয়ে উঠছে। তবেই বলব বিপ্লব পেকে উঠেছে, এবং সেই ক্ষেত্রেই পূর্বোল্লিখিত সব কথা, সংক্ষেপে বর্ণিত সবক'টি শর্ত আমরা সঠিকভাবে আয়ত্ত করে থাকলে ও সঠিক মুহূর্ত নির্বাচন করতে পারলে বিজয় আমাদের নিশ্চিত।

একদিকে, চার্চিল ও লয়েড জর্জদের মধ্যে যে পার্থক্য — সামান্য জাতীয় প্রভেদ সহ এই রাজনৈতিক টাইপরা **সব** দেশেই বর্তমান — এবং অন্যদিকে, হেন্ডার্সন ও লয়েড জর্জদের মধ্যে যে পার্থক্য সেটা বিশুদ্ধ, অর্থাৎ বিমূর্ত, অর্থাৎ যা ব্যবহারিক, গণ, রাজনৈতিক ক্রিয়ার পর্যায়ে পরিণতি লাভ করে নি এমন কমিউনিজমের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গুরুত্বহীন ও তুচ্ছ। কিন্তু জনগণের এই ব্যবহারিক ক্রিয়ার দিক থেকে এই পার্থক্যগুলি অতি অতি গুরুত্বপূর্ণ। সেটা হিসাবে রাখা, এই সব 'বন্ধুদের' মধ্যে যে অনিবার্য সংঘাত **সমস্ত 'বন্ধুদের' সমগ্রভাবেই** দুর্বল ও শক্তিহীন করে তোলে, তার সম্পূর্ণ পেকে ওঠার মুহূর্তটা নির্ধারণ করতে পারাই হল সেই কমিউনিস্টের একান্ত কাজ ও কর্তব্য যে শুধু সচেতন নিঃসংশয় একজন মতপ্রচারক হতে চায় তাই নয়, বিপ্লবে **জনগণের** বাস্তব নেতাও হয়ে উঠতে চায়। হেন্ডার্সনদের (পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রের যে প্রতিনিধিরা নিজেদের সমাজতন্ত্রী বলে তেমন ব্যক্তিবিশেষের নাম না করতে হলে, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নায়কদের) রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা ও পতন ত্বরান্বিত করার জন্য; কার্যক্ষেত্রে

তাদের যে অনিবার্য দেউলিয়াপনা জনগণের চৈতন্যোদয় ঘটাবে একান্তই আমাদের প্রেরণায়, একান্তই কমিউনিজমের অভিমুখে তা ত্বরান্বিত করার জন্য; হেন্ডার্সন — লয়েড জর্জ — চার্চিলদের মধ্যে (মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি — কাদেত — রাজতন্ত্রীদের মধ্যে; শাইডেমান — বুর্জোয়া — কাপপন্থীদের মধ্যে, ইত্যাদি) অনিবার্য খিটিমিটি, কোঁদল, সংঘাত ও পরিপূর্ণ ভাঙন ত্বরান্বিত করার জন্য; এবং 'পবিত্র ব্যক্তিমালিকানার' এই সব 'স্তম্ভদের' মধ্যে সর্বোচ্চ পরিমাণ ভাঙনের মুহূর্ত সঠিক নির্বাচন করে প্রলেতারিয়েতের চূড়ান্ত আক্রমণাভিযানে তাদের সবাইকেই চূর্ণ করে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য দরকার কমিউনিজমের ভাবাদর্শের প্রতি কঠোরতম নিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় সবকিছু ব্যবহারিক আপস, মহড়া, সমঝোতা, আঁকাবাঁকা পথ, পশ্চাদপসরণ প্রভৃতি মেলাতে পারা।

সবচেয়ে সেরা পার্টি, সবচেয়ে অগ্রণী শ্রেণীর সবচেয়ে সচেতন অগ্রবাহিনী যা কল্পনা করে, সাধারণভাবে ইতিহাস ও বিশেষ ক'রে বিপ্লবের ইতিহাস সর্বদাই তার চেয়ে বেশি সারসমৃদ্ধ, বিচিত্র, বহুমুখী, জীবন্ত ও 'ধূর্ত'। তা বোঝাই যায়, কেননা সবচেয়ে সেরা অগ্রবাহিনী কেবল কয়েক দশ-সহস্রের চেতনা, অভিপ্রায়, আবেগ ও কল্পনা ব্যক্ত করে, কিন্তু সমস্ত মানবিক সামর্থ্য নিয়োগের বিশেষ জোয়ার ও তীব্রতার মুহূর্তটায় বিপ্লব কার্যকরী করে সবচেয়ে তীব্র শ্রেণী-সংগ্রামে উদ্বেল কোটি কোটি লোকের চেতনা, অভিপ্রায়, আবেগ ও কল্পনা। এই থেকে দুটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারিক সিদ্ধান্ত আসে: প্রথমত, নিজের কর্তব্য সাধন করতে হলে বিপ্লবী শ্রেণীকে একেবারেই বিনা ব্যতিক্রমে সামাজিক ক্রিয়াকলাপের **সবকিছু** রূপ বা দিককে আয়ত্ত করতে হবে (রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের আগে যেটা করা হয় নি সেটা মাঝে মাঝে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের পর সম্পূর্ণ করতে হয় বিপুল ঝুঁকি ও প্রচণ্ড বিপদের মধ্যে); দ্বিতীয়ত, এক রূপ থেকে আরেক রূপে অতি দ্রুত ও অপ্রত্যাশিত বদলের জন্য বিপ্লবী শ্রেণীকে তৈরি থাকতে হবে।

সবাই মানেন যে, শত্রুর হাতে যা আছে বা থাকা সম্ভব তেমন সব ধরনের অস্ত্র, সংগ্রামের সমস্ত উপায় ও পদ্ধতি আয়ত্ত করার জন্য যে সৈন্যবাহিনী তৈরি হয় না, তার আচরণ বুদ্ধিহীন, এমন কি অপরাধজনক। সামরিক ব্যাপারের চেয়ে একথাটা কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে আরও বেশি প্রযোজ্য। কোন একটা ভবিষ্যৎ পরিস্থিতিতে সংগ্রামের কোন প্রণালীটা আমাদের কাছে

প্রযোজ্য ও সুবিধাজনক হবে সেটা আগে থেকেই জানা রাজনীতির ক্ষেত্রে আরও কম সম্ভব। সংগ্রামের সমস্ত পদ্ধতি আয়ত্তে না রাখলে আমাদের প্রচণ্ড, কখনো-বা চূড়ান্ত পরাজয় হতে পারে, যদি আমাদের ইচ্ছার তোয়াক্কা না করে অন্যান্য শ্রেণীর অবস্থায় পরিবর্তনের ফলে সামনে এসে পড়ে ক্রিয়াকলাপের এমন একটা রূপ যাতে আমরা বিশেষ রকম দুর্বল। আমরা যখন সত্যিকারের অগ্রণী, সত্যিকারের বিপ্লবী শ্রেণীর প্রতিনিধি, তখন সংগ্রামের সমস্ত পদ্ধতি আয়ত্তে থাকলে আমরা নিশ্চিতই জয়লাভ করব, এবং সেটা হবে যদি ঘটনাচক্রে শত্রুর পক্ষে সবচেয়ে বিপজ্জনক, সবচেয়ে দ্রুত মরণাঘাত হানতে সক্ষম অস্ত্র প্রয়োগ করতে না পারি তাহলেও। অনভিজ্ঞ বিপ্লবীরা প্রায়ই ভাবে যে, সংগ্রামের আইনী পদ্ধতিটা সুবিধাবাদী, কেননা বুর্জোয়ারা এই ক্ষেত্রটায় শ্রমিকদের খুবই বেশি ('শান্তিপূর্ণ', অবৈপ্লবিক কালে আরও বেশি) প্রতারণা করেছে ও বোকা বানিয়েছে, — সংগ্রামের বেআইনী পদ্ধতিটাই বৈপ্লবিক। কিন্তু এটা ঠিক নয়। সঠিক কথা হল এই যে, সেই সব পার্টি ও নেতারাই হল সুবিধাবাদী ও শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি বিশ্বাসঘাতক, যারা, দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৯১৪-১৮ সালের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময় যখন সবচেয়ে স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশগুলির বুর্জোয়ারা অভূতপূর্ব নির্লজ্জতায় ও হিংস্রতায় শ্রমিকদের প্রতারিত করে, যুদ্ধের লুঠেরা চরিত্র নিয়ে সত্য কথা বলা নিষিদ্ধ করে, তেমন পরিস্থিতিতে সংগ্রামের বেআইনী পদ্ধতি প্রয়োগে অক্ষম বা অনিচ্ছুক ছিল (বলো না: পারি না, বলো: ইচ্ছে নেই)। কিন্তু যে বিপ্লবীরা সংগ্রামের **সমস্ত** আইনী রূপের সঙ্গে বেআইনী রূপ মেলাতে পারে না তারা একেবারেই বাজে বিপ্লবী। বিপ্লব যখন ইতিমধ্যেই বেধে ও জ্বলে উঠেছে, যখন সবাই ও সব ধরনের লোকই এসে বিপ্লবে যোগ দিচ্ছে নিতান্তই একটা আকর্ষণ, একটা হুজুগ, কখনো বা এমন কি ব্যক্তিগত ভাগ্যান্বেষণের স্বার্থে, তখন বিপ্লবী হওয়া কঠিন নয়। পরবর্তীকালে, বিজয়ের পর এ রকম মেকী বিপ্লবীর কাছ থেকে 'পরিত্রাণ' পেতে হয় প্রলেতারিয়েতকে অনেক দুর্বিষহ মেহনত ও, বলা যেতে পারে, অবর্ণনীয় যন্ত্রণার কষ্ট সয়ে। সরাসরি, খোলাখুলি, সত্যিকারের গণ, সত্যিকারের বৈপ্লবিক সংগ্রামের পরিস্থিতি যখন **এখনো নেই**, সে সময় বিপ্লবী হতে পারা, অবৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠানে এবং প্রায়শই সরাসরি প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিষ্ঠানে, অবৈপ্লবিক পরিস্থিতিতে, কর্মের বৈপ্লবিক পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা অবিলম্বেই বুঝতে অক্ষম এমন জনগণের মধ্যে বিপ্লবের স্বার্থ রক্ষা করে যেতে পারা (প্রচার, আন্দোলন ও সংগঠন চালিয়ে) — এটা

অনেক বেশি কঠিন এবং অনেক বেশি মূল্যবান। জনগণকে যা সত্যিকার, নির্ধারক, চূড়ান্ত ও মহান বৈপ্লবিক সংগ্রামটায় **পৌঁছে দেবে** সেই মূর্ত-নির্দিষ্ট পথ বা ঘটনাবলির বিশেষ মোড়টাকে খুঁজে পাওয়া, ছুঁয়ে দেখা ও সঠিকভাবে নির্দিষ্ট করতে পারাই হল পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকায় আজকের কমিউনিজমের প্রধান কাজ।

দৃষ্টান্ত: ইংলণ্ড। সত্যিকার প্রলেতারীয় বিপ্লব সেখানে কত শীঘ্র জ্বলে উঠবে এবং ঠিক **কোন উপলক্ষটা** এখনো ঘুমন্ত অতি ব্যাপক জনগণকে সবচেয়ে বেশি জাগিয়ে তুলবে, জ্বালিয়ে তুলবে, সংগ্রামে ঠেলে দেবে, তা আমরা জানি না, আগে থেকেই তা ধার্য করে দিতে কেউ পারে না। সেইজন্যই আমাদের **সমস্ত প্রস্তুতির** কাজ আমরা এমনভাবে চালাতে বাধ্য যাতে আমরা চার পায়েই খাড়া থাকি (পরলোকগত প্লেখানভ যখন মার্কসবাদী ও বিপ্লবী ছিলেন তখন এই কথাটা বলতে তিনি ভালোবাসতেন)। সম্ভবত 'ব্যূহভেদ হবে', 'বরফ ফাটাবে' পার্লামেণ্টী সংকটে; সম্ভবত ভয়ানক রকমের জড়িয়ে পড়া, ক্রমেই রুগ্‌ণ ও তীব্র হয়ে ওঠা সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক বিরোধ থেকে জাগা কোন সংকটে; হয়ত তৃতীয় কোন ঘটনায়, ইত্যাদি। ইংলণ্ডে প্রলেতারীয় বিপ্লবের ভাগ্য **নির্ধারিত হবে** কী ধরনের সংগ্রামে সে কথা আমরা বলেছি না (এ প্রশ্নে কোন কমিউনিস্টের মনে সংশয় নেই, আমাদের সকলের কাছেই সেটা স্থিরীকৃত হয়ে গেছে এবং স্থিরীকৃত হয়েছে পাকাপাকি), আমরা বলছি সেই **উপলক্ষটার** কথা যা অধুনা ঘুমন্ত প্রলেতারীয় জনগণকে আন্দোলনে নামাবে ও পুরোপুরি বিপ্লবের কাছে নিয়ে যাবে। একথা ভুলব না যে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, বুর্জোয়া ফরাসী প্রজাতন্ত্রের যে অবস্থা আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ দিক থেকে ছিল এখনকার চেয়ে শতগুণ কম বৈপ্লবিক, সে অবস্থায় প্রতিক্রিয়াশীল সমরচক্রের হাজার হাজার অসৎ কারসাজির মধ্যেকার একটি কারসাজির মতো এমন 'অপ্রত্যাশিত' ও এমন 'তুচ্ছ' উপলক্ষই — দ্রেইফুস মামলা — জনগণকে একেবারে গৃহযুদ্ধের কাছাকাছি টেনে আনতে পেরেছিল!

ইংলণ্ডে কমিউনিস্টদের অবিরাম, অশৈথিল্যে ও অটল ভাবে পার্লামেণ্টী নির্বাচন তথা ব্রিটিশ সরকারের আইরিশ, ঔপনিবেশিক ও বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদী নীতির সবকিছু ঝঞ্ঝাট, এবং সামাজিক জীবনের অন্য সবকিছু ক্ষেত্র, এলাকা ও দিককেই কাজে লাগাতে হবে, এবং সর্বত্রই কাজ করতে হবে নতুন ঢঙে, কমিউনিস্ট ধরনে, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক নয়, তৃতীয় আন্তর্জাতিকের

প্রেরণায়। পার্লামেণ্টী নির্বাচন ও পার্লামেণ্টী সংগ্রামে অংশগ্রহণের 'রুশী', 'বলশেভিকী' পদ্ধতির বর্ণনা দেবার সময় ও স্থান এখানে আমার নেই, কিন্তু বিদেশী কমিউনিস্টদের এই নিশ্চিতি দিতে পারি যে, সেটা মোটেই পশ্চিম ইউরোপের চলতি পার্লামেণ্টী আন্দোলনের মতো ছিল না। এই থেকে প্রায়ই সিদ্ধান্ত টানা হয়: 'ওটা আপনাদের রাশিয়ার ব্যাপার, আমাদের এখানে পার্লামেণ্টপ্রথা অন্য রকম।' এ সিদ্ধান্ত ঠিক নয়। সমস্ত দেশেই কমিউনিস্টরা, তৃতীয় আন্তর্জাতিকের অনুগামীরা যে রয়েছে, সেটা তো সাবেকী, সমাজতান্ত্রিক, ট্রেড-ইউনিয়নী, সিণ্ডিক্যালিস্ট, পার্লামেণ্টী কাজকে সারা রেখা বরাবর, জীবনের সর্বক্ষেত্রেই **নতুন,** কমিউনিস্ট কাজে **ঢেলে সাজার** জন্যই। আমাদের নির্বাচনেও সুবিধাবাদী, নিতান্ত বুর্জোয়াসুলভ, কাজ গুছন, জোচ্চুরি-পুঁজিবাদী ব্যাপার সর্বদাই অতি যথেষ্ট পরিমাণ ছিল। পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকায় কমিউনিস্টদের নতুন, অচিরাচরিত, অসুবিধাবাদী, ভাগ্যান্বেষণ-বর্জিত পার্লামেণ্টপ্রথা গড়ে তোলা শিখতে হবে: কমিউনিস্ট পার্টি যেন নিজস্ব ধ্বনি দেয়, সত্যিকারের প্রলেতারীয়রা যেন অসংগঠিত ও একেবারেই জর্জরিত গরিবদের সহায়তায় প্রচারপত্র বিলি করে, শ্রমিকদের কুঠরিতে এবং গ্রাম্য প্রলেতারিয়েত ও পাণ্ডববর্জিত এলাকার চাষীদের কুঁড়েয় (সৌভাগ্যবশত ইউরোপে পাণ্ডববর্জিত গ্রাম আমাদের চেয়ে বহুগুণ কম, ইংলণ্ডে তা একেবারেই সামান্য) গিয়ে হাজির হয়, সবচেয়ে সাধারণ লোকেদের শুঁড়িখানায় যেন ঢোকে তারা, একেবারে সবচেয়ে মামুলী লোকেদের ইউনিয়ন, সমিতি ও হঠাৎ-বসা সভায় হাজির হয়, জনগণের সঙ্গে কথা বলে পণ্ডিতি ফলিয়ে নয় (এবং খুব একটা পার্লামেণ্টী ঢঙেও নয়), পার্লামেণ্টে 'আসন' লাভের জন্য যেন বিন্দুমাত্র তাড়া না দেখায়, বরং সর্বত্রই যেন ভাবনা জাগিয়ে তোলে, জনগণকে টেনে আনে, বুর্জোয়াদের উক্তিগুলোকে চেপে ধরে, বুর্জোয়ার তৈরি যন্ত্রকে, বুর্জোয়ার আদিষ্ট নির্বাচনকে, জনগণের কাছে বুর্জোয়ার আবেদনকে কাজে লাগায়, এবং বলশেভিকবাদের সঙ্গে জনগণের এমন পরিচয় ঘটায় যা (বুর্জোয়ার প্রভুত্বাধীনে) নির্বাচনের পরিস্থিতি ছাড়া অন্য পরিস্থিতিতে কদাচ সম্ভব হত না (বলাই বাহুল্য, বৃহৎ একটা ধর্মঘটের মুহূর্ত এ ক্ষেত্রে ধরছি না, যখন দেশ-জোড়া আন্দোলনের **এই রকম** একটা যন্ত্রই আমাদের দেশে আরও সজোরে কাজ চালিয়েছিল)। পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকায় এ কাজ করা অতি কঠিন, অতি, অতিশয় কঠিন, কিন্তু তা করা সম্ভব ও করতে হবে, কেননা মেহনত ছাড়া সাধারণভাবেই কমিউনিজমের

কর্তব্য সাধন করা যায় না, আর **ব্যবহারিক** কর্তব্য সাধনের জন্য, যে কর্তব্য আরও বেশি বৈচিত্র্যমূলক, সমাজ-জীবনের অন্য সমস্ত শাখার সঙ্গে আরও বেশি বিজড়িত, **বুর্জোয়ার কাছ থেকে** যা শাখার পর শাখা, ক্ষেত্রের পর ক্ষেত্র ক্রমেই **জয় করছে,** সে কর্তব্য সাধনের জন্য তো পরিশ্রম করতেই হবে।

সৈন্যবাহিনীর মধ্যে এবং **'নিজ'** রাষ্ট্রে নিপীড়িত ও পূর্ণাধিকারহীন জাতিসত্তাগুলির মধ্যে (আয়র্ল্যান্ড, উপনিবেশ) প্রচার, আন্দোলন ও সংগঠনের কাজটা ইংলন্ডে আবার নতুনভাবে (সমাজতন্ত্রী কায়দায় নয়, কমিউনিস্ট ধরনে, সংস্কারবাদীভাবে নয়, বৈপ্লবিকভাবে) গোছাতে হবে। কেননা সাধারণভাবে সাম্রাজ্যবাদের যুগে এবং বিশেষ করে জনগণকে যা জর্জরিত করে ছেড়েছে ও সত্যের দিকে তাদের দ্রুত চোখ খোলাচ্ছে (যথা: কোটি কোটি লোক নিহত ও পঙ্গু হয়েছে শুধু এই প্রশ্ন মীমাংসার জন্য, ইংরেজ নাকি জার্মান হিংস্রকেরা বেশি দেশ লুঠ করবে) সেই যুদ্ধের পর এখন সামাজিক জীবনের এই সমস্ত ক্ষেত্রই বিশেষ করে পূর্ণ হয়ে উঠছে দাহ্য বস্তুতে এবং সংঘাত, সংকট ও শ্রেণী-সংগ্রামের প্রখরতাবৃদ্ধির খুবই বেশি রকম উপলক্ষ গড়ে দিচ্ছে। সারা বিশ্বের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটের চাপে বর্তমানে সমস্ত দেশের সর্বত্রই যে অসংখ্য স্ফুলিঙ্গ ঝরে পড়ছে তার ঠিক কোন স্ফুলিঙ্গটা জনগণকে বিশেষ করে জাগিয়ে তোলার দিক থেকে আগুন জ্বালাতে পারবে তা আমরা জানি না ও জানা সম্ভব নয়, এবং সেইজন্যই আমাদের নতুন, কমিউনিস্ট নীতি নিয়ে আমাদের সবকিছু, এমন কি সবচেয়ে পুরনো ধূলিধূসর ও আপাত-নিষ্ফল ক্ষেত্রগুলিকেও 'কোদাল চালানর' কাজে লাগাতে হবে। অন্যথায় আমরা কর্তব্যের সমকক্ষ হব না, সর্বাঙ্গীণ হতে পারব না, সব রকমের হাতিয়ার আমাদের আয়ত্তে থাকবে না, বুর্জোয়ার ওপর বিজয় (যে বুর্জোয়া সমাজ-জীবনের সব ক'টি দিক বুর্জোয়া কায়দায় গড়ে তুলেছিল এবং এখন একই কায়দায় তা ভেঙে দিয়েছে) এবং সে বিজয়ের পর সমগ্র জীবনধারার ভবিষ্যৎ কমিউনিস্ট পুনর্গঠন — কোনকিছুর জন্যই আমাদের প্রস্তুতি থাকবে না।

রাশিয়ায় প্রলেতারীয় বিপ্লব এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এ বিপ্লবের যে বিজয় বুর্জোয়া ও কূপমণ্ডূকদের অপ্রত্যাশিত ছিল, তার পর, সমগ্র দুনিয়াই এখন অন্য রকম হয়ে উঠেছে, বুর্জোয়ারাও অন্য রকম হয়ে উঠেছে সর্বত্রই। 'বলশেভিকবাদের' ভয়ে তারা সন্ত্রস্ত, 'বলশেভিকবাদের' প্রতি বিদ্বেষে তারা প্রায় ক্ষিপ্ত, এবং সেইজন্যই তারা একদিকে, ঘটনার বিকাশ ত্বরান্বিত করছে

আর অন্যদিকে, বলপ্রয়োগে বলশেভিকবাদ দমনের জন্য মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করছে ও তাতে করে অন্য একাধিক ক্ষেত্রে নিজের অবস্থানকেই দুর্বল করে তুলছে। সমস্ত অগ্রণী দেশের কমিউনিস্টদের এই উভয় ঘটনায় বিবেচনা করতে হবে নিজেদের রণকৌশলে।

রুশ কাদেত ও কেরেনস্কি যখন বলশেভিকদের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত তাড়না শুরু করে — বিশেষ করে ১৯১৭ সালের এপ্রিল থেকে এবং আরও বেশি করে ১৯১৭ সালের জুন ও জুলাই মাসে — তখন তারা 'বাড়াবাড়ি করে ফেলে'। বলশেভিকদের বিরুদ্ধে লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় তারস্বরে চিৎকার করত যে বুর্জোয়া কাগজগুলি তাতে বলশেভিকবাদের মূল্য নির্ধারণে জনগণকে আকৃষ্ট করতেই সাহায্য হয়, আর পত্রিকা ছাড়াও, ঠিক বুর্জোয়াদের 'আগ্রহাধিক্যেই' গোটা সমাজ-জীবন ভরে উঠেছিল বলশেভিকবাদ নিয়ে বিতর্কে। এখন আন্তর্জাতিক আয়তনে সব দেশের কোটিপতিরা যে কান্ড করছে তাতে সর্বান্তঃকরণে তাদের ধন্যবাদ জানাতে হয়। কেরেনস্কি অ্যান্ড কোং যা করেছিল, এরা ঠিক তেমনি জেদেই তাড়না করছে বলশেভিকবাদকে এবং তাতে তারা কেরেনস্কির মতোই 'বাড়াবাড়ি করে ফেলছে' ও তারই মতো আমাদের **সাহায্য করছে**। ফরাসী বুর্জোয়ারা যখন তাদের নির্বাচন অভিযানে বলশেভিকবাদকে প্রধান লক্ষ্যস্থল করে তোলে ও অপেক্ষাকৃত নরম ও দোলায়মান সমাজতন্ত্রীদের গালি দেয় বলশেভিক বলে; — যখন মার্কিন বুর্জোয়ারা একেবারে কান্ডজ্ঞান হারিয়ে বলশেভিকবাদ সন্দেহে হাজার হাজার লোককে গ্রেপ্তার করে ও সর্বত্রই বলশেভিক ষড়যন্ত্রের খবর ছড়িয়ে আতঙ্কের আবহাওয়া গড়ে তোলে; — যখন বিশ্বের সবচেয়ে 'ভারিক্কী' ইংরেজ বুর্জোয়া তার সমস্ত বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও অবিশ্বাস্য মূর্খতা করে, অতি অর্থসমৃদ্ধ 'বলশেভিক-বিরোধী সমিতি' গড়ে, বলশেভিকবাদ নিয়ে বিশেষ সাহিত্য প্রকাশ করে, বলশেভিকবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য অতিরিক্ত সংখ্যায় বিদ্বান, প্রচারক ও পাদ্রী নিয়োগ করে, — তখন আমাদের মাথা নুইয়ে পুঁজিপতি মশায়দের ধন্যবাদ জানাতেই হয়। তারা আমাদের কাজই করে দিচ্ছে। বলশেভিকবাদের মর্মার্থ ও তাৎপর্যের প্রশ্নে জনগণের আগ্রহ উৎপাদনেই তারা সাহায্য করছে। এবং এ না করে তারা পারে না, কেননা বলশেভিকবাদকে 'নীরবে উপেক্ষা করা', দমন করা তাদের পক্ষে **ইতিমধ্যেই** অসম্ভব হয়ে গেছে।

কিন্তু সেইসঙ্গে বুর্জোয়ারা বলশেভিকবাদের মধ্যে প্রায় তার একটি দিককেই দেখছে: অভ্যুত্থান, জবরদস্তি, সন্ত্রাস; সেইজন্যই **এই** ক্ষেত্রটাতে

প্রত্যাঘাত ও প্রতিরোধের জন্য বিশেষ করে তৈরি হতে চাইত তারা। হয়ত কোন কোন ক্ষেত্রে, কোন কোন দেশে, কোন একটা স্বল্প সময়ের জন্য তারা সফল হতে পারে: এ সম্ভাবনা মনে রাখা দরকার, এবং বুর্জোয়ারা যে এতে সফল হবে তাতে আমাদের ভয়ের কিছুই নেই। কমিউনিজম 'বেড়ে ওঠে' সমাজ-জীবনের সমস্ত দিক থেকেই, তার অঙ্কুর আছে সর্বত্রই, 'সংক্রমণ' (বুর্জোয়া ও বুর্জোয়া পুলিসের কাছে সবচেয়ে পছন্দসই, সবচেয়ে 'প্রীতিকর' উপমাটা যদি ব্যবহার করি) দেহের মধ্যে প্রবেশ করেছে খুবই পাকাপাকি এবং সারা দেহযন্ত্রকে আচ্ছন্ন করেছে। বিশেষ চেষ্টা ক'রে যদি একটা প্রবেশপথ 'বন্ধ করা হয়' তো 'সংক্রমণ' অন্য প্রবেশপথ খুঁজে বার করবে, এবং মাঝে মাঝে তা খুবই অপ্রত্যাশিত। জীবন তার গতি নেবেই। ফুঁসুক না বুর্জোয়ারা, রাগে ক্ষেপুক, বাড়াবাড়ি করুক, মূর্খামি করুক, আগে থেকেই বলশেভিকদের ওপর প্রতিহিংসা নিক, চেষ্টা করুক অতিরিক্ত আরও কয়েক শত, কয়েক হাজার, কয়েক লক্ষ আগামীকালের বা গতকালের বলশেভিকদের মেরে শেষ করতে (ভারত, হাঙ্গেরি, জার্মানি, ইত্যাদিতে): তাতে ক'রে ইতিহাস যাদের ধ্বংসের রায় দিয়েছে সেই সব শ্রেণীর মতোই আচরণ করছে বুর্জোয়ারা। কমিউনিস্টদের জানা থাকা চাই যে, যতই হোক, তারাই ভবিষ্যতের মালিক, তাই মহত্তম বিপ্লবী সংগ্রামে বিপুলতম আবেগের সঙ্গে আমরা মেলাতে পারি (ও মেলাতে হবে) বুর্জোয়ার উন্মাদ আস্ফালনের অতি স্থিরমস্তিষ্ক, নিরাবেগ বিচার। ১৯০৫ সালে রুশ বিপ্লব নিষ্ঠুরভাবে চূর্ণ হয়; ১৯১৭ সালের জুলাইয়ে দমন করা হয় রুশ বলশেভিকদের; ১৫,০০০'এর বেশি জার্মান কমিউনিস্টদের খুন করা হয় বুর্জোয়া ও রাজতন্ত্রী-জেনারেলদের সঙ্গে একত্রে শাইডেমান ও নস্‌কের কুটিল প্ররোচনা ও ধূর্ত মহড়ায়; ফিনল্যান্ডে ও হাঙ্গেরিতে শ্বেত সন্ত্রাসের দাপট চলছে (১৯৯)। কিন্তু সমস্ত ক্ষেত্রেই, সমস্ত দেশেই কমিউনিজম পোড় খেয়ে উঠছে ও বাড়ছে; মূল তার এত গভীরে যে, নির্যাতনে তা দুর্বল হয় না, শক্তিহীন হয় না বরং তার শক্তি বাড়ে। দৃঢ়প্রত্যয়ে ও দৃঢ়পদে বিজয়ে পৌঁছবার জন্য শুধু একটি জিনিস বাকি, যথা: রণকৌশলে সর্বোচ্চ পরিমাণ **নমনীয়তার** আবশ্যিকতা বিষয়ে সর্বত্র ও সমস্ত দেশের সকল কমিউনিস্টের সুচিন্তিত চেতনা। বিশেষ করে অগ্রণী দেশগুলিতে যে কমিউনিজম চমৎকার বেড়ে উঠছে তার এখন অভাব শুধু এই চেতনাটার এবং সে চেতনা ব্যবহারে প্রয়োগের সামর্থ্যের।

কাউট্‌স্কি, অট্টো বাউয়ের, প্রভৃতির মতো অতি পণ্ডিত মার্কসবাদী

এবং সমাজতন্ত্রের অনুগত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতাদের ক্ষেত্রে যা ঘটেছে তা থেকে একটা হিতকর শিক্ষা নেওয়া যায় (ও নিতে হবে)। নমনীয় রণকৌশলের আবশ্যিকতা এঁরা পুরো মানেন, মার্কসীয় দ্বন্দ্বতত্ত্ব এঁরা নিজেরা পড়েছেন ও অন্যদের পড়িয়েছেন (এবং এদিক থেকে তাঁরা যা করেছেন তার অনেককিছুই বরাবরের জন্য সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যের মূল্যবান অবদান হয়ে থাকবে), কিন্তু এ দ্বন্দ্বতত্ত্ব **প্রয়োগের সময়** তাঁরা এমনই ভুল করেন অথবা কার্যক্ষেত্রে এমন অ-দ্বান্দ্বিক প্রতিপন্ন হন, রূপের দ্রুত বদল এবং পুরনো রূপের মধ্যে নতুন অন্তর্বস্তুর দ্রুত সঞ্চারের হিসাব করতে এতই অক্ষম প্রতিপন্ন হন যে, হাইন্ডম্যান, গেদ ও প্লেখানভের চেয়ে তাঁদের ভাগ্য বেশি ঈর্ষণীয় হয় নি। তাঁদের দেউলিয়াপনার মূল কারণ এই যে, শ্রমিক আন্দোলন ও সমাজতন্ত্রের বিকাশের একটি নির্দিষ্ট রূপেই তাঁরা 'তন্ময় হয়ে থাকেন', সে রূপের একপেশেমির কথা ভুলে যান, বাস্তব পরিস্থিতিতে যে প্রচণ্ড ভাঙনটা অনিবার্য হয়ে উঠেছিল তা চেয়ে দেখতে ভয় পান, এবং 'দুইয়ের চেয়ে তিন বড়ো', এই রকম সরল মুখস্থ-করা ও আপাত-দৃষ্টিতে তর্কাতীত সত্যের পুনরাবৃত্তি করে যান। কিন্তু রাজনীতির সাদৃশ্য পাটিগণিতের চেয়ে বরং বীজগণিতের সঙ্গে বেশি এবং আরও বেশি সাদৃশ্য নিম্ন গণিতের চেয়ে উচ্চ গণিতের সঙ্গে। বাস্তব ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সমস্ত সাবেকী রূপ পূর্ণ হয়ে উঠেছিল নতুন অন্তর্বস্তুতে, সেইজন্যই রাশিগুলির আগে দেখা দেয় একটা নতুন চিহ্ন — 'বিয়োগ চিহ্ন', অথচ আমাদের জ্ঞানীবরেরা একগুঁয়ের মতো নিজেদের ও অন্যদের বুঝিয়ে যেতে থাকেন (ও বুঝিয়ে যাচ্ছেন) 'বিযুক্ত তিন' 'বিযুক্ত দুইয়ের' চেয়ে বড়ো।

চেষ্টা করতে হবে যাতে কমিউনিস্টদের ক্ষেত্রে ওই একই ভুল অন্যদিক থেকে না ঘটে, অথবা, সঠিকভাবে বললে, অন্যদিক থেকে **ওই একই যে ভুল** 'বামপন্থী' কমিউনিস্টরা করছে সেটা যেন দ্রুত শোধরানো এবং দ্রুত ও বিনা ব্যথায় বিলুপ্ত হয়। শুধু দক্ষিণপন্থী মতবাগীশি নয়, বামপন্থী মতবাগীশিও ভুল। অবশ্যই বর্তমান মুহূর্তে কমিউনিজমে বামপন্থী মতবাগীশির যে ভুল সেটা দক্ষিণপন্থী মতবাগীশির ভুলের চেয়ে (অর্থাৎ জাতিদম্ভী-সমাজবাদ ও কাউট্স্কিপন্থার ভুল) হাজার-গুণ কম বিপজ্জনক ও কম গুরুতর, কিন্তু সেটা তো শুধু এইজন্য যে, বামপন্থী কমিউনিজম একেবারেই নবীন, একেবারেই সদ্যোজাত একটি ধারা। শুধু সেই কারণেই কতকগুলি পরিস্থিতিতে ব্যাধিটা সহজে সারান যায়, এবং সর্বোচ্চ উদ্যোগে তার চিকিৎসায় লাগা দরকার।

সাবেকী রূপগুলো ফেটে গেছে, কেননা দেখা গেল যে, তাদের ভেতরকার নতুন অন্তর্বস্তু — প্রলেতারীয়-বিরোধী, প্রতিক্রিয়াশীল অন্তর্বস্তু — অপরিসীম বেড়ে উঠেছে। আন্তর্জাতিক কমিউনিজমের বিকাশের দিক থেকে আমাদের এখন (সোভিয়েত ক্ষমতার জন্য, প্রলেতারীয় একনায়কত্বের জন্য) কাজের এমন একটা পাকা, এমন বলিষ্ঠ ও এমন পরাক্রান্ত একটা অন্তর্বস্তু আছে যে, সেটা যে-কোন রূপের মধ্যেই, নতুন ও পুরনো উভয় রূপের মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করতে পারে **ও করা উচিত,** সমস্ত রূপকেই, শুধু নতুন নয়, পুরনো রূপকেও তা পুনর্জাত, পরাস্ত ও স্বীয় অধীনস্থ করতে পারে ও করা উচিত, এবং সেটা সাবেকির সঙ্গে মিটমাটের জন্য নয়, সর্বকিছুকেই, নতুন ও পুরনো সব রূপকেই কমিউনিজমের পরিপূর্ণ ও চূড়ান্ত, নির্ধারক ও অমোঘ বিজয়ের হাতিয়ারে পরিণত করার জন্য।

শ্রমিক আন্দোলন এবং সাধারণভাবে সামাজিক বিকাশকে সরলতম ও দ্রুততম পথে সোভিয়েত ক্ষমতা ও প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের বিশ্বব্যাপী বিজয়ে পৌঁছে দেবার জন্য কমিউনিস্টদের সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে। এটা তর্কাতীত সত্য। কিন্তু অল্প এক পা এগুলেই, যা মনে হচ্ছে বুঝি একই দিকে এগুন, — অমনি সত্য পরিণত হয় ভ্রান্তিতে। জার্মান ও ব্রিটিশ বামপন্থী কমিউনিস্টরা যা বলে সেভাবে যদি বলা হয় যে, আমরা শুধু একটা পথ, শুধু সোজা পথটাই মানি, আমরা মহড়া, সমঝোতা, আপস স্বীকার করব না, তাহলেই সেটা হয়ে দাঁড়ায় ভুল, কমিউনিজমের গুরুতর ক্ষতি তা করতে পারে এবং অংশত ইতিমধ্যেই সে ক্ষতি করেছে ও করছে। দক্ষিণপন্থী মতবাগীশি কেবল পুরনো রূপকেই স্বীকারের জন্য জেদ করে, নতুন অন্তর্বস্তুটা লক্ষ্য না করে তা সম্পূর্ণ দেউলিয়া হয়ে পড়েছে। বামপন্থী মতবাগীশি জেদ করে নির্দিষ্ট সাবেকী রূপগুলির শর্তহীন নাকচে, লক্ষ্য করে না যে, নতুন অন্তর্বস্তু সমস্ত ও সর্বকিছু রূপের মধ্য দিয়েই পথ করে নিচ্ছে, কমিউনিস্ট হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হল সর্বকিছু রূপকে আয়ত্ত করা, সর্বোচ্চ দ্রুততায় কীভাবে একটা রূপ দিয়ে আরেকটা রূপের পরিপূরণ করতে হয়, বদল করতে হয় তা শেখা, এবং আমাদের শ্রেণীর পক্ষ থেকে বা আমাদের উদ্যোগে যা ঘটছে না এমন সর্বকিছু পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেদের রণকৌশলকে খাপ খাইয়ে নেওয়া।

বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বীভৎসতা, জঘন্যতা ও পৈশাচিকতায়, এবং তৎসৃষ্ট অবস্থার নিরুপায়তায় বিশ্ব বিপ্লব প্রবল ঠেলা খেয়েছে ও ত্বরান্বিত হয়েছে, — প্রসারতায় ও গভীরতায় এ বিপ্লব বাড়ছে এমন অপূর্ব দ্রুততায়,

পরিবর্তমান রূপের এমন অপরূপ সমৃদ্ধিতে, সর্ববিধ মতবাগীশির এমন হিতকর ব্যবহারিক খণ্ডনের মধ্য দিয়ে যে, ‘বামপন্থী’ কমিউনিজমের বাল্য ব্যাধির কবল থেকে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে দ্রুত ও পরিপূর্ণ আরোগ্যলাভের আশা করার সবকিছু কারণ আছে।

২৭.৪.১৯২০

১৯২০ সালের এপ্রিল-মে মাসে লিখিত   ৪১ খণ্ড, ৩-৫, ২৯-৬২, ৭৪-৯০ পৃঃ

কৃষিপ্রশ্নে প্রাথমিক খসড়া থিসিস

(কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসের জন্য [২০০])

কমরেড মারখেলভস্কি তাঁর প্রবন্ধে (২০১) চমৎকার দেখিয়েছেন কেন দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক যা বর্তমানে পীত আন্তর্জাতিকে পরিণত, তা কৃষিপ্রশ্নে বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের রণকৌশল নির্ধারণে অক্ষমই হয়েছে, তাই নয়, প্রশ্নটির যথাযোগ্য উপস্থাপনাও করতে পারে নি। পরে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের কমিউনিস্ট কৃষিকর্মসূচির তাত্ত্বিক মূলকথাগুলি কমরেড মারখেলভস্কি দিয়েছেন।

এই মূলকথাগুলির ভিত্তিতে কৃষিপ্রশ্নে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের আসন্ন ১৫.৭.১৯২০ তারিখের কংগ্রেসে একটা সাধারণ সিদ্ধান্ত রচিত হতে পারে (এবং আমার মনে হয় রচিত হওয়া উচিত)।

তেমন সিদ্ধান্তের একটা প্রাথমিক খসড়া রইল নিচে।

১। পুঁজি ও বৃহৎ জমিদারী ভূমিস্বত্বের জোয়াল থেকে, ধ্বংস থেকে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বজায় থাকলে যা পুনঃপুনঃ অনিবার্য সেই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ থেকে গ্রামের মেহনতীদের উদ্ধার করতে পারে কেবল কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত শহুরে ও শিল্প প্রলেতারিয়েত। কমিউনিস্ট প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে জোট ছাড়া, জমিদার (বৃহৎ ভূস্বামী) ও বুর্জোয়াদের জোয়াল উচ্ছেদের জন্য প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী সংগ্রামে নিঃস্বার্থ সমর্থন ছাড়া গ্রামের মেহনতীদের মুক্তি নেই।

অন্যদিকে, পুঁজির জোয়াল থেকে ও যুদ্ধ থেকে মানবজাতিকে মুক্তিদানের বিশ্ব-ঐতিহাসিক ব্রত পালনে শিল্পশ্রমিক অক্ষম হবে যদি তারা নিজেদের সংকীর্ণ পেশার স্বার্থে আত্মবদ্ধ থাকে ও নিজেদের যে-অবস্থা মাঝেমধ্যে সহনীয় ও মধ্যবিত্ততুল্য, তার উন্নয়নের ধান্ধাতেই আত্মতুষ্ট হয়ে নিজেদের সীমিত রাখে। ঠিক এটাই ঘটে বহু অগ্রসর দেশের 'শ্রমিক

আভিজাত্যের’ ক্ষেত্রে, যাদের নিয়ে গঠিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক পার্টির ভিত্তি। কার্যক্ষেত্রে এরা হল সমাজতন্ত্রের ঝানু শত্রু, তার প্রতি বিশ্বাসঘাতক আর কূপমণ্ডূক জাতিদম্ভী, শ্রমিক-আন্দোলনে বুর্জোয়ার দালাল। সত্যসত্যই সমাজতান্ত্রিক ধারায় কর্মরত একটা সত্যিকার বৈপ্লবিক শ্রেণী প্রলেতারিয়েত কেবল তখনই হয়ে ওঠে যখন সমস্ত মেহনতী ও শোষিতদের অগ্রবাহিনী হিসেবে, শোষকদের উচ্ছেদের সংগ্রামে তাদের নেতা হিসেবে সে এগিয়ে যায় ও কাজ করে। কিন্তু গ্রামে শ্রেণী-সংগ্রাম টেনে না আনলে, শহুরে প্রলেতারিয়েতের কমিউনিস্ট পার্টির চারপাশে গ্রামের মেহনতীদের ঐক্যবদ্ধ না করলে ও প্রলেতারিয়েত তাদের প্রশিক্ষণ না দিলে এটা অর্জিত হতে পারে না।

২। গ্রামের মেহনতী ও শোষিত যে-জনগণকে শহুরে প্রলেতারিয়েতের সংগ্রামে নামান অথবা নিজের পক্ষে টানার কথা, সমস্ত পুঁজিবাদী দেশে তারা হল নিম্নোক্ত শ্রেণী নিয়ে:

প্রথমত, কৃষি-প্রলেতারিয়েত, মজুরি-খাটা শ্রমিক (বছর, নির্দিষ্ট মেয়াদ বা দিন হিসেবে), পুঁজিবাদী কৃষি-উদ্যোগে মজুরি খেটে যারা জীবিকা অর্জন করে। সমস্ত দেশেই কমিউনিস্ট পার্টির মূল কর্তব্য হল এই শ্রেণীটির স্বাধীন, গ্রামীণ জনগণের অন্যান্য গোষ্ঠী থেকে স্বতন্ত্র সংগঠন (রাজনৈতিক, সামরিক, ট্রেড ইউনিয়ন, সমবায়ী, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক, ইত্যাদি সর্বপ্রকার) গড়া, তাদের মধ্যে প্রচার ও আন্দোলন বাড়িয়ে তোলা, সোভিয়েতরাজ ও প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের পক্ষে তাদের টেনে আনা।

দ্বিতীয়ত, আধা-প্রলেতারিয়ান বা ফালি জমির চাষী অর্থাৎ যারা জীবিকা অর্জন করে অংশত পুঁজিবাদী কৃষি ও শিল্প উদ্যোগে মজুরি খেটে, অংশত নিজস্ব অথবা ইজারা নেওয়া একটুকরো জমি চষে, যা থেকে সংসারের কিঞ্চিদংশ খাদ্যের সংস্থান হয়। গ্রাম্য মেহনতী জনগণের এই দলটা সমস্ত পুঁজিবাদী দেশেই বেশ সংখ্যাবহুল। অংশত শ্রমিকদের সজ্ঞানে প্রতারণাপূর্বক, অংশত মামুলী দৃষ্টিভঙ্গির গতানুগতিকতায় অন্ধের মতো গা ভাসিয়ে বুর্জোয়ারা ও দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত পীত ‘সমাজতন্ত্রীরা’ এই দলটির অস্তিত্ব ও তার বিশেষ অবস্থাটা ঝাপসা করে তোলে ও সাধারণভাবে ‘কৃষকদের’ মোট জনগণের সঙ্গে তাদের মিশিয়ে ফেলে। শ্রমিক প্রতারণার এই ধরনের বুর্জোয়া পদ্ধতি সবচেয়ে বেশি লক্ষিত হয় জার্মানি ও ফ্রান্সে, তারপর আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে। কমিউনিস্ট পার্টির কাজ ঠিকমতো চালালে, এই দলটা হবে তার নিশ্চিত পক্ষপাতী,

কেননা এই ধরনের আধা-প্রলেতারিয়ানদের অবস্থা খুবই দুর্দশাগ্রস্ত, সোভিয়েতরাজ ও প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব থেকে তাদের লাভ হবে প্রচুর ও তৎক্ষণাৎ।

তৃতীয়ত, ছোটো চাষী অর্থাৎ খাসস্বত্বে বা ইজারা নেওয়া এমন একখণ্ড অনতিবৃহৎ জমির চাষী, যাতে বাইরের মজুর না খাটিয়েই নিজের সংসার ও নিজের জোতটার চাহিদা মেটে। স্তর হিসেবে এই স্তরটা প্রলেতারিয়েতের বিজয়ে নিশ্চয় লাভবান হবে। এতে তৎক্ষণাৎ ও পুরোপুরি সে পেয়ে যাবে: (ক) ইজারার খাজনা বা বৃহৎ ভূস্বামীদের নিকট শস্যের একাংশ প্রদান (যেমন, ফ্রান্স, ইতালি, প্রভৃতিতে métayers বা ভাগচাষী) থেকে অব্যাহতি; (খ) বন্ধকী ঋণ থেকে অব্যাহতি; (গ) বৃহৎ ভূস্বামীদের নানাবিধ জুলুম ও তাদের নিকট পরমুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্তি (বনভূমি ও তা ব্যবহার, ইত্যাদি); (ঘ) প্রলেতারীয় রাষ্ট্রক্ষমতার পক্ষ থেকে তাদের অর্থনীতিতে অবিলম্ব সহায়তা (প্রলেতারিয়েত কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করা বড়ো বড়ো পুঁজিবাদী কৃষি-উদ্যোগের কৃষিযন্ত্র এবং সেখানকার নির্মিত বাড়িঘরের একাংশ ব্যবহারের সুযোগ, পুঁজিবাদের আমলে যা সবচেয়ে বেশি কাজে লেগেছে ধনী ও মাঝারি চাষীদের স্বার্থে, প্রলেতারীয় রাষ্ট্রক্ষমতা কর্তৃক সেসব গ্রামীণ সমবায় ও কৃষিসমিতিগুলিকে এমন সংস্থায় পরিবর্তন যা সর্বাগ্রে সাহায্য করবে গরিবদের, অর্থাৎ প্রলেতারিয়ান, আধা-প্রলেতারিয়ান ও ছোটো চাষী, ইত্যাদিকে) এবং আরও অনেক কিছু।

সেইসঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টিকে পরিষ্কারে জেনে রাখতে হবে যে পুঁজিবাদ থেকে কমিউনিজমে উত্তরণের পর্বে, অর্থাৎ প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের সময়, এই স্তরটার মধ্যে ব্যবসার অবাধ স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিমালিকানার অধিকার ভোগের স্বাধীনতার দিকে দোদুল্যমানতা, অন্তত অংশত, অনিবার্য। কেননা, এই স্তরটা এখনই (অল্প পরিমাণে হলেও) ভোগ্যসামগ্রীর বিক্রেতা হওয়ায় দাঁওবাজি ও মালিকানার অভ্যাসে অধঃপতিত। কিন্তু, সুদৃঢ় প্রলেতারীয় নীতি থাকলে, বিজয়ী প্রলেতারিয়েত পুরোপুরি দৃঢ়সংকল্পে বৃহৎ ভূস্বামী ও বড়ো চাষীদের দমন করলে, এই স্তরটার দোদুল্যমানতা তেমন বেশি হতে পারবে না এবং মোটামুটি ও গোটাগুটি তা প্রলেতারীয় বিপ্লবের পক্ষেই থাকবে।

৩। উপরিকথিত তিনটি দলকে একত্রে ধরলে তা সমস্ত পুঁজিবাদী দেশেই গ্রাম্য জনগণের অধিকাংশ। সুতরাং শুধু শহরে নয়, গ্রামেও প্রলেতারীয় বিপ্লবের সাফল্য পুরোপুরি নিশ্চিত। বিপরীত মতটা

বহুলপ্রচারিত। কিন্তু, তা টিকে থাকছে কেবল, প্রথমত, গ্রামে উপরোক্ত তিনটি শ্রেণীর সঙ্গে শোষক, জমিদার ও পুঁজিপতিদের গভীর ব্যবধান তথা, একদিকে, আধা-প্রলেতারিয়ান ও ছোটো চাষী এবং, অন্যদিকে, বড়ো চাষীদের মধ্যেকার ব্যবধানটা সর্বোপায়ে ঝাপসা করে দিয়ে, বুর্জোয়া বিজ্ঞান ও পরিসংখ্যান নিয়মিতভাবে যে-প্রতারণা চালায় তার দরুন; দ্বিতীয়ত, তা টিকে থাকছে গ্রামের গরিবদের মধ্যে সত্যসত্যই প্রলেতারীয় কায়দায় প্রচার, আন্দোলন, সংগঠনের বৈপ্লবিক কাজ চালাতে পীত, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক এবং সাম্রাজ্যবাদী বিশেষ সুবিধায় অধঃপতিত অগ্রণী দেশগুলির 'শ্রমিক আভিজাত্যের' বীরপুঙ্গবদের অক্ষমতা ও অনিচ্ছায়; বড়ো ও মাঝারি চাষী (তাদের কথা নিচে দ্রষ্টব্য) সমেত বুর্জোয়ার সঙ্গে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক সমঝোতা স্থাপনের যুক্তি উদ্ভাবনেই সুবিধাবাদীদের সমস্ত মনোযোগ নিবদ্ধ ছিল ও আছে, প্রলেতারিয়েত কর্তৃক বুর্জোয়া সরকার ও বুর্জোয়াকে উচ্ছেদের জন্য নয়; তৃতীয়ত, তা টিকে থাকছে মার্কসবাদ কর্তৃক তত্ত্বগতভাবে পুরোপুরি প্রমাণিত ও রাশিয়ায় প্রলেতারীয় বিপ্লবের অভিজ্ঞতায় পুরোপুরি সমর্থিত একটি সত্যের একগুঁয়ে, ইতিমধ্যেই কুসংস্কারের দুর্মরতা-সম্পন্ন (সমস্ত বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক ও পার্লামেণ্টী কুসংস্কারের সঙ্গে যা জড়িত) অনুপলব্ধির ফলে: সে সত্যটি হল এই যে উপরোক্ত ওই সব ক'টি তিনটি বর্গেরই অভূতপূর্ব ক্লেশজর্জরিত, ছত্রভঙ্গ, দলিত, সমস্ত সর্বাধিক অগ্রসর দেশেও অর্ধবর্বর জীবনযাত্রায় নিক্ষিপ্ত গ্রাম্য জনগণ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে সমাজতন্ত্রের বিজয়ে স্বার্থবান হলেও বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করতে সক্ষম কেবল প্রলেতারিয়েত কর্তৃক রাজনৈতিক ক্ষমতা জয়ের **পর,** কেবল প্রলেতারিয়েত কর্তৃক দৃঢ়হস্তে বৃহৎ ভূস্বামী ও পুঁজিপতিদের দমনের **পর, কার্যক্ষেত্রে** এইসব দলিত লোকেরা যখন দেখবে যে তাদের সংগঠিত নেতা ও রক্ষক বর্তমান, সহায়তা ও নেতৃত্ব দানের মতো, সঠিক পথ নির্দেশের মতো সে যথেষ্ট শক্তিশালী ও দৃঢ়চিত্ত, কেবল **তার পর।**

৪। অর্থনীতির দিক থেকে 'মাঝারি চাষী' বলতে বোঝা উচিত ছোটো ভূম্যধিকারী, খাসস্বত্বে বা ইজারা নেওয়া তার জমিটিও অনতিবৃহৎ, তাহলেও তা থেকে, প্রথমত, পুঁজিবাদের আমলে সাধারণত সে পায় সংসার ও জোতটা চালাবার মতো সামান্য সংস্থানই শুধু নয়, খানিকটা উদ্বৃত্তেরও সুযোগ, অন্তত ভাল বছরে যা পুঁজিতে পরিণত হতে পারবে; দ্বিতীয়ত, যারা বেশ প্রায়শই (যথা: দুই, কি তিনটির মধ্যে একটি জোতে) বাইরের শ্রমশক্তি খাটায়।

অগ্রসর পঁুজিবাদী দেশে মাঝারি চাষীর সুনির্দিষ্ট দৃষ্টান্ত মিলবে জার্মানিতে, ১৯০৭ সালের আদমসুমারি অনুসারে ৫ থেকে ১০ হেক্টর আয়তনের জোতগুলি থেকে; এদের মধ্যে যারা কৃষিশ্রমিক খাটায় তাদের সংখ্যা এই গ্রুপের সমস্ত জোতের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ*। ফ্রান্সে বিশেষ ধরনের চাষ — যথা, আঙুর-চাষ বেশি বিকশিত হওয়ায় জমিতে মেহনত লাগে অনেক বেশি, সেখানে এই দলটা সম্ভবত বাইরের শ্রমশক্তি খাটায় আরও খানিকটা ব্যাপকাকারে।

বিপ্লবী প্রলেতারিয়েত অন্তত অদূরভবিষ্যতে ও প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের গোড়ার পর্বে এই স্তরটাকে স্বপক্ষে টানার কর্তব্য নিতে পারে না। তার নিরপেক্ষীকরণের, অর্থাৎ প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়ার মধ্যে সংগ্রামে তাকে নিরপেক্ষ করার লক্ষ্যে তাকে সীমিত থাকতে হবে। এই দুই শক্তির মধ্যে এই স্তরটার দোলায়মানতা অপরিহার্য এবং নতুন যুগের গোড়ায় বিকশিত পুঁজিবাদী দেশে তার প্রধান ঝোঁকটা থাকবে বুর্জোয়ার দিকে। কেননা, এখানে মালিকী দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোবৃত্তির প্রাধান্য; দাঁওবাজি, ব্যবসা ও মালিকানার 'স্বাধীনতার' স্বার্থ এখানে সরাসরি; মজুরি শ্রমিকের প্রতি সোজাসুজি বৈরীভাব। ইজারা-খাজনা ও বন্ধক নিশ্চিহ্ন করে বিজয়ী প্রলেতারিয়েত তার অবস্থায় সরাসরি উন্নতি ঘটাবে। অধিকাংশ পুঁজিবাদী দেশে অবিলম্বে ব্যক্তিমালিকানা পুরোপুরি উচ্ছেদ করা প্রলেতারীয় রাজের মোটেই উচিত নয়। অন্তত ছোটো ও মাঝারি উভয় কৃষককেই শুধু তার নিজস্ব জমিটুকু বজায় রাখারই নয়, সাধারণত ইজারা নেওয়া জমিটা দিয়ে তা বাড়িয়ে তোলারও (ইজারা-খাজনা নাকচ) গ্যারাণ্টি সে দিচ্ছে।

বুর্জোয়ার সঙ্গে নির্মম লড়াই ও এই ধরনের ব্যবস্থার সম্মিলনে নিরপেক্ষীকরণ নীতির সাফল্য পুরোপুরি নিশ্চিত হয়। প্রলেতারীয় রাষ্ট্রক্ষমতাকে যৌথচাষে উত্তরণ ঘটাতে হবে কেবল অত্যন্ত সতর্কতার

---

* যথাযথ সংখ্যাগুলো এই: ৫-১০ হেক্টর আয়তনের জোতসংখ্যা — ৬,৫২,৭৯৮ (মোট ৫৭,৩৬,০৮২টির মধ্যে); তাদের নিযুক্ত সব ধরনের মজুরি শ্রমিক ৪,৮৭,৭০৪ যেখানে পরিবারের খাটিয়ে লোক (Familienangchörige) ২০,০৩,৬৩৩ জন। অস্ট্রিয়াতে ১৯০২ সালের গণনায় এই দলে ছিল ৩,৮৩,৩৩১টি জোত, তার মধ্যে ১,২৬,১৩৬টি জোত মজুরি-শ্রম খাটাত; মজুরি শ্রমিকদের সংখ্যা ১,৪৬,০৪৪, পরিবারের খাটিয়ে লোক — ১২,৬৫,৯৬৯ জন। অস্ট্রিয়ায় সমস্ত জোতের সংখ্যা ২৮,৫৬,৩৪৯টি।

সঙ্গে, ক্রমে ক্রমে, দৃষ্টান্তের জোরে, মাঝারি চাষীর ওপর এতটুকু জবরদস্তি না করে।

৫। বড়ো চাষী ('Großbauern') হল কৃষিতে পুঁজিবাদী উদ্যোক্তা। সাধারণত কতিপয় মজুরি শ্রমিক নিয়োগ করে সে জোত চালায়। 'কৃষকসম্প্রদায়ের' সঙ্গে সে জড়িত কেবল তার অনুচ্চ সাংস্কৃতিক মান ও জীবনযাত্রার ধরনে এবং নিজ জোতে নিজেও কায়িক শ্রম করে বলে। বিভিন্ন বুর্জোয়া স্তরের ভেতর এরাই সবচেয়ে সংখ্যাবহুল এবং বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের সরাসর ও বদ্ধপরিকর শত্রু। গ্রামে কমিউনিস্ট পার্টির সমস্ত কাজে প্রধান মনোযোগ নিবদ্ধ করতে হবে এই স্তরটার সঙ্গে সংগ্রামে, এইসব শোষক, ইত্যাদির ভাবাদর্শগত ও রাজনৈতিক প্রভাব থেকে গ্রামীণ জনগণের মেহনতী ও শোষিত সংখ্যাগরিষ্ঠদের মুক্তিসাধন।

শহরগুলিতে প্রলেতারিয়েতের বিজয়ের পর এই স্তরটার পক্ষ থেকে সম্ভবপর সবকিছু প্রতিরোধ, অন্তর্ঘাত ও প্রতিবিপ্লবী চরিত্রের সোজাসুজি সশস্ত্র সংগ্রাম একেবারেই অনিবার্য। সেইজন্য বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতকে প্রয়োজনীয় শক্তির ভাবাদর্শগত ও সাংগঠনিক প্রস্তুতির কাজ অবিলম্বে শুরু করতে হবে যাতে এ স্তরটাকে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র করা যায় এবং শিল্পে পুঁজিপতিদের উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গেই এই স্তরটার প্রতিরোধ প্রথম প্রকাশ পাওয়া মাত্রই এদের ওপর হানা যায় একান্ত দৃঢ়পণ, নির্মম, প্রলয়ংকর আঘাত. এ উদ্দেশ্যে সশস্ত্র করে তুলতে হবে গ্রাম্য প্রলেতারিয়েতের ও সোভিয়েতগুলি গঠন করতে হবে গ্রামে, সেসব সোভিয়েতে শোষকদের স্থান থাকা চলবে না এবং প্রাধান্য নিশ্চিত করতে হবে প্রলেতারিয়ান ও আধা-প্রলেতারিয়ানদের।

কিন্তু, এই বড়ো চাষীদের উচ্ছেদও কোনোক্রমেই বিজয়ী প্রলেতারিয়েতের প্রত্যক্ষ কর্তব্য হতে পারে না, কেননা এই ধরনের জোত সামাজিকীকরণের মতো বৈষয়িক, বিশেষত কৃৎকৌশলগত, এবং তারপর সামাজিক পরিস্থিতিও এখনো বর্তমান নেই। কোন কোন, সম্ভবত ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে তাদের জমির সেই অংশটুকু বাজেয়াপ্ত হবে, যা ছোটো ছোটো খণ্ডে ইজারা দেওয়া হয়, অথবা চারিপাশের ক্ষুদে কৃষক-জনগণের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। এই শেষোক্তদের জন্য নির্দিষ্ট কতকগুলি শর্তে বড়ো চাষীর কৃষি-যন্ত্রপাতির একাংশ বিনামূল্যে ব্যবহারেরও গ্যারান্টি দেওয়া উচিত, ইত্যাদি। সাধারণত প্রলেতারীয় রাষ্ট্রক্ষমতার উচিত বড়ো চাষীর জমি তাদের জন্যই বজায় রাখা, তা বাজেয়াপ্ত করা উচিত কেবল মেহনতী ও শোষিত রাজের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ চালালে। রাশিয়ার প্রলেতারীয় বিপ্লবে বড়ো চাষীর বিরুদ্ধে

সংগ্রাম বিশেষ কতকগুলি পরিস্থিতির কারণে জটিল ও দীর্ঘায়ত হয়। তাসত্ত্বেও তার অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে প্রতিরোধের ক্ষীণতম চেষ্টাতেই ভালরকম শিক্ষা পেয়ে এই স্তরটা বিশ্বস্তভাবে প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের নির্দেশ পালন করতে সক্ষম — এবং এই যে-ক্ষমতাটা সব ধরনের পরিশ্রমীর রক্ষক ও অলস পরজীবী ধনীদের ক্ষেত্রে নির্মম — অসাধারণ ধীরে হলেও তারা তার প্রতি এমন কি সশ্রদ্ধ হয়ে উঠতেও শুরু করে।

রাশিয়ায় বড়ো চাষীর বিরুদ্ধে বিজয়ী প্রলেতারিয়েতের সংগ্রাম জটিল ও দীর্ঘায়ত হয় যেসব বিশেষ পরিস্থিতিতে, সেটা প্রধানত এই: ২৫.১০ (৭.১১.) ১৯১৭ সালের বিপ্লবের পর রুশ বিপ্লব যায় জমিদারদের বিরুদ্ধে গোটাগুটি সমস্ত কৃষকদের 'সাধারণ-গণতান্ত্রিক', অর্থাৎ মূলত বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক সংগ্রামের পর্যায় দিয়ে; শহুরে প্রলেতারিয়েত ছিল সংস্কৃতিতে ও সংখ্যায় দুর্বল; শেষত, দূরত্বগুলো ছিল বিশাল এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা চূড়ান্ত খারাপ। এই ধরনের বিলম্বী পরিস্থিতি যেহেতু অগ্রসর দেশগুলিতে নেই, তাই ইউরোপ ও আমেরিকার বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের উচিত আরও সতেজে তৈরি করা এবং আরও দ্রুত, আরও দৃঢ়হস্তে, আরও সাফল্যের সঙ্গে বড়ো চাষীর প্রতিরোধকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করা, প্রতিরোধের ক্ষীণতম সুযোগ তার কাছ থেকে পুরোপুরি কেড়ে নেওয়া। এটা একান্তই আবশ্যক, কেননা এই ধরনের পূর্ণ ও পরিপূর্ণ বিজয়ের আগে গ্রামের প্রলেতারীয়, আধা-প্রলেতারীয় ও ছোটো চাষীজনগণ প্রলেতারীয় রাষ্ট্রক্ষমতাকে পুরোপুরি পাকাপোক্ত বলে মেনে নেবার মতো অবস্থায় থাকে না।

৬। বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতকে অবিলম্বে ও অবশ্য অবশ্যই বাজেয়াপ্ত করতে হবে জমিদারদের, বৃহৎ ভূস্বামীদের সমস্ত জমি, অর্থাৎ তাদের, যারা পুঁজিবাদী দেশে নিজেরা সরাসরি অথবা নিজেদের রায়তী চাষীদের মারফত নিয়মিতভাবে মজুরি শ্রমিক ও চারিপাশের ছোটো (প্রায়ই অংশত মাঝারিও) চাষীদের শোষণ করে, নিজেরা কোনরূপ কায়িক শ্রমে থাকে না, অধিকাংশই যারা সামন্তদের বংশধর (রাশিয়া, জার্মানি, হাঙ্গেরিতে অভিজাতরা, ফ্রান্সে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত জিনিয়ররা, ইংলন্ডে লর্ডরা, আমেরিকায় প্রাক্তন ক্রীতদাসমালিকরা), অথবা ধনী হয়ে ওঠা ফিনান্স রাঘব বোয়াল, অথবা এই দুই বর্গের শোষক ও পরজীবীর মিশ্রণ।

বৃহৎ ভূস্বামীদের জমি বাজেয়াপ্তির জন্য ক্ষতিপূরণ দান বা তার প্রচার কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে কোনক্রমেই অনুমোদনীয় নয়। কেননা, ইউরোপ ও আমেরিকার বর্তমান পরিস্থিতিতে তার অর্থ দাঁড়াবে সমাজতন্ত্রের

প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা এবং যুদ্ধ থেকে যারা সর্বাধিক পীড়িত সেই মেহনতী ও শোষিত জনগণের ওপর নতুন সেলামী চাপান, যে-যুদ্ধ কোটিপতিদের সংখ্যা ও তাদের সম্পদ বাড়িয়েছে।

বিজয়ী প্রলেতারিয়েত বড়ো বড়ো ভূস্বামীদের যে-জমি বাজেয়াপ্ত করেছে, তাতে কী পদ্ধতিতে চাষ হবে এই প্রশ্নে রাশিয়ায় তার অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতার দরুন কৃষকদের ভোগে এসব জমির বণ্টনই প্রাধান্য লাভ করেছে। কেবল অত্যল্প ও ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রেই প্রাক্তন জমিদারিগুলিতে 'রাষ্ট্রীয় খামার' সংগঠিত হয়েছে, যেগুলি চালায় প্রলেতারীয় রাষ্ট্র প্রাক্তন মজুরি শ্রমিকদের রাষ্ট্রের আজ্ঞাধীন কর্মী এবং রাষ্ট্রচালক সোভিয়েতগুলির সদস্য হিসেবে রূপান্তরিত করে। অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশের পক্ষে বড়ো বড়ো কৃষি-উদ্যোগগুলিকে **প্রধানত** টিকিয়ে রেখে রাশিয়ার 'রাষ্ট্রীয় খামারের' ধরনে সেগুলি চালানই সঠিক বলে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক মনে করে।

তবে, এই নিয়মটি নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে বা তাকে ছক-বাঁধা করে তুললে এবং আশেপাশের ছোটো, কখনও-বা মাঝারি চাষীদের কাছে শোষকদের বাজেয়াপ্ত করা জমির **একাংশ** কখনই বিনামূল্যে হস্তান্তর করতে না দিলে প্রচণ্ড ভুল হবে।

প্রথমত, বৃহৎ কৃষির কৃৎকৌশলগত শ্রেষ্ঠত্বের উল্লেখ করে এর বিরুদ্ধে যে-চলতি আপত্তি ওঠে, প্রায়শই তা একটি তর্কাতীত তাত্ত্বিক সত্যের স্থলে হয়ে ওঠে জঘন্যতম সুবিধাবাদ ও বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার নামান্তর। সেই বিপ্লবের সাফল্যের জন্য উৎপাদনের সাময়িক হ্রাসে কুণ্ঠিত হবার অধিকার নেই প্রলেতারিয়েতের, যেভাবে ১৮৬৩-৬৫ সালের গৃহযুদ্ধের ফলে তুলার উৎপাদন সাময়িক হ্রাস পেলেও উত্তর আমেরিকায় ক্রীতদাস প্রথার বুর্জোয়া প্রতিপক্ষরা কুণ্ঠিত হয় নি। বুর্জোয়ার কাছে উৎপাদনের জন্যই উৎপাদন গুরুত্বপূর্ণ। মেহনতী ও শোষিত জনগণের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল শোষকদের উচ্ছেদ এবং এমন একটা পরিস্থিতি নিশ্চিত করা যাতে শ্রমশীলেরা পুঁজিপতির জন্য নয়, নিজেদের জন্য খাটতে পারবে। প্রলেতারিয়েতের প্রথম ও মূল কর্তব্যই হল প্রলেতারীয় বিজয় ও তার স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা। আর মাঝারি চাষীকে নিরপেক্ষীকরণ ও গোটাগুটি না হলেও ছোটো চাষীর বেশ বড় রকম একটা অংশের সমর্থনে নিশ্চিত না হলে প্রলেতারীয় রাজের স্থায়িত্ব সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত, কৃষিতে বৃহৎ উৎপাদন শুধু বাড়ান নয়, তা বজায় রাখতে

হলেও এমন গ্রাম্য প্রলেতারিয়ানদের অস্তিত্ব অপরিহার্য, যারা পুরোপুরি পরিণত, বৈপ্লবিকভাবে সচেতন, বৃত্তিগত ও রাজনৈতিক সংগঠনের পাকাপোক্ত পাঠ পেয়েছে। যেখানে এই পরিস্থিতি নেই, অথবা যেখানে সচেতন ও কর্মঠ শিল্পশ্রমিকদের হাতে কাজটা যথাযোগ্য তুলে দেবার সম্ভাবনা নেই, সেখানে তাড়াহুড়া করে রাষ্ট্র কর্তৃক বড়ো বড়ো জোত চালানয় চলে যাবার চেষ্টা করলে প্রলেতারীয় রাজ কেবল অপদস্থই হবে, সেখানে 'রাষ্ট্রীয় খামার' গড়তে হলে প্রচণ্ড সতর্কতা ও পাকাপোক্ত প্রস্তুতি অত্যাবশ্যক।

তৃতীয়ত, সমস্ত পুঁজিবাদী দেশে, এমন কি সর্বাধিক অগ্রসর দেশগুলিতেও এখনো বৃহৎ ভূস্বামী কর্তৃক আশেপাশের ছোটো চাষীর মধ্যযুগীয়, আধা-বেগারী শোষণের অবশেষ টিকে আছে — যেমন জার্মানির Instleute, ফ্রান্সের métayers, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইজারাদার-ভাগচাষী (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণে ঠিক এইভাবে শুধু নিগ্রোরাই শোষিত হয় না বেশির ভাগ ক্ষেত্রে, হয় শ্বেতরাও)। এরূপ ক্ষেত্রে ছোটো চাষীরা আগে যে-জমি ইজারা নিত তা বিনামূল্যে তাদের হাতে তুলে দেওয়া প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের অবশ্যকর্তব্য। কেননা, অন্য কোন অর্থনৈতিক ও কৃৎকৌশলগত বনিয়াদ নেই এবং তৎক্ষণাৎ তা গড়াও অসম্ভব।

বড়ো বড়ো খামারের যন্ত্রপাতি ও সামগ্রী অবশ্যই বাজেয়াপ্ত করে সাধারণ-রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত করতে হবে এই অবশ্যকরণীয় শর্তে যে এইসব যন্ত্রপাতি ও সামগ্রী দিয়ে বৃহৎ রাষ্ট্রীয় খামারের প্রয়োজন মেটাবার **পর** প্রলেতারীয় রাষ্ট্র কর্তৃক ধার্য শর্ত মেনে আশেপাশের ছোটো চাষীরাও তা বিনামূল্যে ব্যবহার করতে পারবে।

প্রলেতারীয় বিপ্লবের পরে প্রথম দিকটায় অবিলম্বে বৃহৎ ভূস্বামীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্তিই শুধু নয়, প্রতিবিপ্লবের নেতা ও সমস্ত গ্রাম্য জনগণের নির্মম উৎপীড়ক হিসেবে তাদের প্রত্যেকের বিতাড়ন বা অন্তরীণকরণ একান্তই আবশ্যক। কিন্তু, শহরের মতো গ্রামেও প্রলেতারীয় ক্ষমতা সংহত হওয়ার নিরিখে এই শ্রেণীর ভেতরকার যেসব শক্তির মূল্যবান অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, সাংগঠনিক নৈপুণ্য আছে তাদের বৃহৎ সমাজতান্ত্রিক কৃষি গড়ে তোলার জন্য কাজে লাগাবার (নির্ভরযোগ্য কমিউনিস্ট শ্রমিকের বিশেষ নিয়ন্ত্রণাধীনে) নিয়মিত চেষ্টা চালানও বাধ্যতামূলক।

৭। পুঁজিবাদের ওপর সমাজতন্ত্রের বিজয়, তার সংহতি সুনিশ্চিত বলে ধরা যায় কেবল তখনই, যখন শোষকদের সবকিছু প্রতিরোধ চূড়ান্তরূপে

দমন এবং নিজের পুরোপুরি স্থায়িত্ব ও সম্পূর্ণ আদেশানুবর্তিতার ব্যবস্থা করে প্রলেতারীয় রাষ্ট্রক্ষমতা বৃহৎ যৌথ-উৎপাদন ও আধুনিকতম (সমস্ত অর্থনীতির বিদ্যুতীকরণের ওপর প্রতিষ্ঠিত) কৃৎকৌশলগত বনিয়াদের ওপর সমগ্র শিল্প পুনর্গঠিত করবে। কেবল এর ফলেই শহরের পক্ষ থেকে পশ্চাৎপদ ও বহু-বিক্ষিপ্ত গ্রামকে এমন আমূল ধরনের কৃৎকৌশলগত ও সামাজিক সাহায্যদান সম্ভব হবে যাতে কৃষি ও সাধারণভাবে খামারী শ্রমের উৎপাদনশীলতা বিপুল পরিমাণে বাড়িয়ে তোলার বৈষয়িক ভিত্তি গড়ে উঠবে, ও তাতে করে দৃষ্টান্তের জোরে ও নিজেদের লাভের গরজে ছোটো কর্ষকেরা বৃহৎ, যৌথ, যন্ত্রায়ত কৃষিতে চলে আসার প্রেরণা পাবে। তর্কাতীত এই তাত্ত্বিক সত্যটিকে সমস্ত সমাজতন্ত্রীই মুখে স্বীকার করে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে পীত, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকে এবং জার্মান ও ব্রিটিশ 'স্বাধীনদের' নেতাদের মধ্যে, তথা ফরাসী লঁগেবাদী (২০২), ইত্যাদির ভেতরে যে-সুবিধাবাদের আধিপত্য, তার দ্বারা এটি বিকৃত হয়। বিকৃতিটা এইখানে যে, মন দেওয়া হয় অপেক্ষাকৃত সুদূর, অপরূপ, অরুণাভ ভবিষ্যতে আর সেই ভবিষ্যতের দুরূহ ও সুনির্দিষ্ট উত্তরণ ও তার দিকে এগিয়ে যাবার আশু কর্তব্যটা থেকে মন সরিয়ে নেওয়া হয়। কার্যক্ষেত্রে এটা পর্যবসিত হয় বুর্জোয়ার সঙ্গে সমঝোতা ও 'সামাজিক শান্তির' সুসমাচারে, অর্থাৎ প্রলেতারিয়েতের প্রতি পুরোপুরি বিশ্বাসঘাতকতায়, যে-প্রলেতারিয়েত এখন লড়ছে সর্বত্রই যুদ্ধসৃষ্ট অভূতপূর্ব ধ্বংস ও নিঃস্বতার পরিস্থিতিতে, ঠিক এই যুদ্ধেরই দৌলতে মুষ্টিমেয় কোটিপতির অশ্রুতপূর্ব ধনবৃদ্ধি ও ঔদ্ধত্যের পরিস্থিতিতে।

ঠিক গ্রামাঞ্চলেই সমাজতন্ত্রের জন্য সফল সংগ্রাম সত্যসত্যই সম্ভব হতে হলে প্রয়োজন: প্রথমত, বুর্জোয়ার উচ্ছেদ ও প্রলেতারীয় ক্ষমতা সংহতির জন্য সকল কমিউনিস্ট পার্টির কর্তব্য হল শিল্প-প্রলেতারিয়েতের মধ্যে আত্মত্যাগের অবশ্যকীয়তা ও সেই আত্মত্যাগের প্রস্তুতির চেতনায় তাকে উদ্বুদ্ধ করা, কেননা প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব বলতে বোঝায় যেমন প্রলেতারিয়েতের পক্ষ থেকে সমস্ত মেহনতী ও শোষিতদের সংগঠিত করে নিজের পেছনে আনার ক্ষমতা, তেমনি সেই উদ্দেশ্যে অগ্রবাহিনীর পক্ষ থেকে সর্বাধিক আত্মত্যাগ ও বীরত্ব প্রদর্শনের কৃতিত্ব; দ্বিতীয়ত, সাফল্যের জন্য প্রয়োজন শ্রমিকদের বিজয় থেকে শোষকদের ঘাড়-ভেঙে গ্রামের মেহনতী ও সর্বাধিক শোষিত জনগণের অবস্থায় যেন অবিলম্বেই একটা বড়ো রকমের উন্নয়ন ঘটে। কেননা, এছাড়া শিল্প-প্রলেতারিয়েতের পেছনে গ্রামের সমর্থন

নিশ্চিত হয় না, বিশেষত, শহরগুলির জন্য খাদ্য-সরবরাহ সে নিশ্চিত করতে পারবে না।

৮। পুঁজিবাদ কর্তৃক বিশেষ রকমের দুর্দশায়, ঐক্যহীনতায়, প্রায়শই আধা-মধ্যযুগীয় পরাধীনতায় নিক্ষিপ্ত গ্রামীণ মেহনতীদের বিপ্লবী সংগ্রামের জন্য সংগঠিত ও প্রশিক্ষিত করে তোলার দুরূহতা বিপুল হওয়ায় কমিউনিস্ট পার্টিগুলির পক্ষ থেকে গ্রামের ধর্মঘট সংগ্রামের প্রতি, কৃষি-প্রলেতারিয়ান ও আধা-প্রলেতারিয়ানদের ব্যাপক ধর্মঘটের পেছনে প্রবল সমর্থন ও তার সর্বাঙ্গীণ বিকাশের প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান আবশ্যক। ১৯০৫ ও ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের যে-অভিজ্ঞতা এখন জার্মানি (২০৩) ও অন্যান্য অগ্রসর দেশের অভিজ্ঞতায় পুষ্ট ও প্রসারিত হয়েছে, তা থেকে দেখা যায় যে কেবল বর্ধমান ব্যাপক ধর্মঘট-সংগ্রামই (কোন কোন পরিস্থিতিতে তাতে গ্রামের ছোটো চাষীকেও টানা সম্ভব ও উচিত) গ্রামের নিদ্রালস্য ভাঙতে পারে, গ্রামের শোষিত জনগণের মধ্যে শ্রেণী-চেতনা এবং শ্রেণী-সংগঠনের আবশ্যিকতার চেতনা জাগিয়ে তুলতে পারে, শহুরে শ্রমিকদের সঙ্গে তাদের জোটের তাৎপর্য তাদের কাছে খুলে ধরতে পারে জাজ্বল্যমান ও ব্যবহারিক রূপে।

শুধু পীত, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকেই অন্তর্ভুক্ত নয়, দুঃখের বিষয়, এই আন্তর্জাতিক থেকে বহির্গত, ইউরোপের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তিনটি পার্টির অভ্যন্তরেও যেসব সমাজতন্ত্রী গ্রামের ধর্মঘট সংগ্রামের প্রতি উদাসীনতা অবলম্বনেই শুধু নয়, ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন হ্রাসের আশঙ্কায় তার বিরুদ্ধাচরণেও (ক. কাউট্স্কির মতো) তৎপর, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কংগ্রেস তাদের বেইমান ও বিশ্বাসঘাতক বলে ধিক্কার দিচ্ছে। প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবের বিকাশ ও বিজয়কে যে কমিউনিস্টরা ও শ্রমিক নেতারা সর্বোচ্চ স্থান দিতে পারে, তার জন্য গুরুতর আত্মত্যাগ বরণেও তারা সক্ষম, কেননা অন্যথায় দুর্ভিক্ষ, সর্বনাশ ও নতুন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ থেকে রেহাই ও পরিত্রাণের পথ নেই — এটা কার্যক্ষেত্রে, হাতে-নাতে প্রমাণিত না হলে কোন কর্মসূচি ও সুগম্ভীর ঘোষণাবাণীর কোনই মূল্য নেই।

বিশেষত, উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পুরনো সমাজতন্ত্রের নেতা ও 'শ্রমিক আভিজাত্যের' যে-প্রতিনিধিরা বর্তমানে ঘন ঘন কমিউনিজমের নিকট মৌখিক নতিস্বীকার করছেন, এমন কি দ্রুত বিপ্লবী হয়ে ওঠা শ্রমিক জনগণের সামনে মর্যাদা রক্ষার জন্য বাহ্যত তার পক্ষেই চলে আসছেন, প্রলেতারীয় কর্মযজ্ঞের প্রতি তাঁদের আনুগত্য ও দায়িত্বশীল

পদলাভের যোগ্যতা পরখ করতে হবে ঠিক এমন কাজের মধ্যে, যেখানে বৈপ্লবিক চেতনা ও বৈপ্লবিক সংগ্রামের বিকাশ সবচেয়ে প্রখর, যেখানে ভূস্বামী ও বুর্জোয়াদের (বড়ো চাষী, কুলাক) প্রতিরোধ সবচেয়ে ঘোরতর, যেখানে আপসপন্থী-সমাজতন্ত্রী ও বিপ্লবী-কমিউনিস্টদের মধ্যে পার্থক্য সবচেয়ে সুপ্রকট।

৯। কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে গ্রামে সর্বাগ্রে মজুরি শ্রমিক ও আধা-প্রলেতারিয়ানদের মধ্য থেকে প্রতিনিধিদের সোভিয়েত স্থাপনের কাজে যথাসম্ভব সত্বর চলে আসার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে। ব্যাপক ধর্মঘট-সংগ্রাম ও সর্বাধিক নিপীড়িত শ্রেণীর সঙ্গে সংযুক্ত থেকেই কেবল সোভিয়েতগুলি তাদের কর্তব্য পালন ও ছোটো চাষীদের প্রভাবিত (এবং পরে সোভিয়েত অন্তর্ভুক্ত) করার মতো সংহত হতে পারবে। কিন্তু ধর্মঘট-সংগ্রাম যদি বিকশিত না হয়ে থাকে এবং ভূস্বামী ও বড়ো চাষীদের নিপীড়নের চাপে, তথা শিল্পশ্রমিক ও তাদের ইউনিয়নগুলির পক্ষ থেকে সমর্থনের অভাবে যদি কৃষি-প্রলেতারিয়েতের সংগঠন-ক্ষমতা হয় দুর্বল, তাহলে গ্রামে প্রতিনিধিদের সোভিয়েত স্থাপনের জন্য ছোটো ছোটো হলেও কমিউনিস্ট-চক্র গঠন, যথাসম্ভব জনবোধ্যভাবে কমিউনিজমের দাবি উত্তোলন এবং শোষণ ও পীড়নের সুস্পষ্ট দৃষ্টান্তের সাহায্যে তা ব্যাখ্যা করে বর্ধিত আন্দোলন, গ্রামে শিল্পশ্রমিকদের নিয়মিত আগমনের ব্যবস্থা, ইত্যাদির মারফত একটা দীর্ঘ প্রস্তুতির প্রয়োজন হবে।

১৯২০ সালের জুন-জুলাই মাসে লিখিত

৪১ খন্ড, ১৬৯-১৮২ পৃঃ

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে জাতীয় ও ঔপনিবেশিক প্রশ্নবিষয়ক কমিশনের প্রতিবেদন

২৬ জুলাই, ১৯২০

কমরেডগণ, আমি শুধু একটা ছোটো মুখবন্ধেই সীমিত থাকব। তারপর আমাদের কমিশনের সম্পাদক কমরেড মারিং একটা বিশদ প্রতিবেদন দিয়ে জানাবেন থিসিসে কী কী বদল আমরা করেছি। তারপর বলবেন কমরেড রায়, তিনি সংযোজনী থিসিসটি সূত্রবদ্ধ করেছেন। সংশোধিত প্রাথমিক থিসিস এবং সংযোজনী থিসিস — উভয়ই আমাদের কমিশন সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করেছে। সবচেয়ে প্রধান সমস্ত প্রশ্নেই এইভাবে আমরা পূর্ণ মতৈক্যে পৌঁছেছি। এখন আমি কিছু সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করব।

প্রথমত, আমাদের থিসিসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মূলকথাটা কী? নিপীড়ক ও নিপীড়িত জাতির মধ্যে তফাৎ। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ও বুর্জোয়া গণতন্ত্রের বিপরীতে আমরা এই তফাৎটার ওপর জোর দিচ্ছি। সাম্রাজ্যবাদের যুগে সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক তথ্যনির্ণয় এবং সমস্ত ঔপনিবেশিক ও জাতীয় সমস্যার সমাধানে বিমূর্ত প্রত্যয় থেকে নয়, প্রত্যক্ষ বাস্তবের ঘটনা থেকে এগুনো প্রলেতারিয়েত ও কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের পক্ষে বিশেষ জরুরী।

সাম্রাজ্যবাদের বৈশিষ্ট্য হল এই, যে বর্তমানে গোটা বিশ্ব বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে বিপুলসংখ্যক নিপীড়িত জাতি এবং নগণ্যসংখ্যক নিপীড়ক, বিপুল ঐশ্বর্য ও পরাক্রান্ত সমরশক্তির অধিকারী জাতির মধ্যে, যা আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ — এক শ' কোটিরও বেশি লোক, খুবই সম্ভব এক শ' পঁচিশ কোটি, অর্থাৎ বিশ্বজনের মোট জনসংখ্যা এক শ' পঁচাত্তর কোটি ধরলে, শতকরা প্রায় সত্তর ভাগই হল নিপীড়িত জাতির লোক। তারা হয় সরাসরি ঔপনিবেশিক পরাধীনতায় আবদ্ধ, অথবা পারস্য, তুরস্ক ও চীনের মতো আধা-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র, কিংবা একটা বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সৈন্য বাহিনীর হাতে পরাজিত হবার পর শান্তিচুক্তি দ্বারা সেই শক্তির ওপর ভয়ানকভাবে নির্ভরশীল দেশ।

নিপীড়ক ও নিপীড়িত রূপে জাতিগুলিকে তফাৎ করার, ভাগ করার এই ভাবনাটি সমস্ত থিসিসেই বর্তমান, আমার স্বাক্ষরে আগে প্রকাশিত প্রথম থিসিসগুলিতেই শুধু নয়, কমরেড রায় যে-থিসিস দিয়েছেন তাতেও আছে। ভারত তথা ব্রিটেন কর্তৃক নিপীড়িত অন্যান্য বড়ো বড়ো এশীয় জাতির অবস্থার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শেষের থিসিসগুলি প্রধানত রচিত। সেইজন্য এগুলি আমাদের কাছে অতি গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের থিসিসগুলির দ্বিতীয় মূল ধারণা হল এই যে, বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতিতে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পর জাতিগুলির পারস্পারিক সম্পর্ক, রাষ্ট্রগুলির সমগ্র বিশ্বব্যবস্থা নির্ধারিত হচ্ছে ছোটো একদল সাম্রাজ্যবাদী জাতি কর্তৃক সোভিয়েত রাশিয়ার নেতৃত্বাধীন সোভিয়েত আন্দোলন ও সোভিয়েত রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম দ্বারা। কথাটি মনে না রাখলে সঠিকভাবে একটিও জাতীয় বা ঔপনিবেশিক প্রশ্ন আমরা হাজির করতে পারব না, এমন কি সেটা বিশ্বের দূরতম অংশের কথা হলেও। কেবল এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এগিয়েই যেমন সভ্যদেশে তেমনি প্রশ্চাৎপদ দেশে কমিউনিস্ট পার্টিগুলির পক্ষে সঠিকভাবে রাজনৈতিক প্রশ্ন উত্থাপন ও সমাধান করা সম্ভব।

তৃতীয়ত, পশ্চাৎপদ দেশে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রশ্নটির ওপর আমি বিশেষ জোর দিতে চাই। ঠিক এই প্রশ্নটাই কিছুটা মতভেদের কারণ হয়েছিল। পশ্চাৎপদ দেশে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক ও কমিউনিস্ট পার্টিগুলির সমর্থন করা উচিত, একথা ঘোষণা করলে নীতি ও তত্ত্বের দিক থেকে ঠিক হবে কিনা তাই নিয়ে আমাদের বিতর্ক হয়। এই আলোচনার ফলে আমরা সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্তে আসি যে 'বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক' আন্দোলনের বদলে জাতীয়-বিপ্লবী আন্দোলন বলা হোক। প্রত্যেকটি জাতীয় আন্দোলনই শুধু বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক আন্দোলন হতে পারে, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, কেননা পশ্চাৎপদ দেশের জনসমষ্টির অধিকাংশই হল কৃষক, যারা বুর্জোয়া-পুঁজিবাদী সম্পর্কের প্রতিনিধি। এইসব পশ্চাৎপদ দেশে যদি আদৌ প্রলেতারীয় পার্টির উদ্ভব সম্ভব হয়, তবে তারা কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে নির্দিষ্ট সম্পর্ক স্থাপন না করে, কার্যক্ষেত্রে তাতে সাহায্যদান না করে কমিউনিস্ট রণকৌশল ও কমিউনিস্ট কর্মনীতি অনুসরণ করত পারে — একথা ভাবা হবে ইউটোপিয়া। কিন্তু এক্ষেত্রে আপত্তি উঠেছিল এই যে, আমরা যদি বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কথা বলি, তাহলে

সংস্কারবাদী ও বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্যেকার সব তফাৎ মুছে দেওয়া হবে। অথচ, পশ্চাৎপদ ও ঔপনিবেশিক দেশে তেমন একটা তফাৎ ইদানীং পুরোপুরি পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। কেননা, নিপীড়িত জাতিগুলির মধ্যেও একটা সংস্কারবাদী আন্দোলন আমদানি করার জন্য সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়ারা যথাসাধ্য করছে। শোষক দেশ ও ঔপনিবেশিক দেশের বুর্জোয়াদের মধ্যে খানিকটা নৈকট্য ঘটেছে। তার ফলে বারবার, বলতে কি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, নিপীড়িত দেশের বুর্জোয়ারা জাতীয় আন্দোলনকে সমর্থন করলেও একই সময়ে তারা সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়ার সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলে, অর্থাৎ সমস্ত বিপ্লবী আন্দোলন ও বিপ্লবী শ্রেণীগুলির বিরুদ্ধে তারা সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়ার সঙ্গে একত্র হয়ে লড়ে। কমিশনে এটা তর্কাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে এবং আমরা স্থির করি যে এই তফাৎটা মনে রাখাই হবে একমাত্র সঠিক কাজ এবং প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই 'বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক' কথাটির বদলে 'জাতীয়-বিপ্লবী' কথাটি বসান দরকার। এই বদলের অর্থ এই যে, কমিউনিস্ট হিসেবে আমাদের উপনিবেশের বুর্জোয়া মুক্তি-আন্দোলনগুলিকে সমর্থন করা উচিত ও আমরা করব কেবল সেইক্ষেত্রে, যখন এগুলি প্রকৃতই বিপ্লবী আন্দোলন, যখন কৃষকসম্প্রদায় ও ব্যাপক শোষিত জনগণকে বিপ্লবী প্রেরণায় শিক্ষিত ও সংগঠিত করার কাজে ঐ আন্দোলনের প্রতিনিধিরা আমাদের বাধা দেবে না। এই অবস্থা যদি না থাকে, তাহলে এসব দেশের কমিউনিস্টদের লড়তে হবে সংস্কারবাদী বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে, যাদের মধ্যে পড়ে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের বীরপুঙ্গবেরাও। ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে ইতিমধ্যেই সংস্কারবাদী পার্টি দেখা দিয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের প্রতিনিধিরা নিজেদের অভিহিত করে সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট ও সমাজতন্ত্রী বলে। যে-তফাতের কথা আমি বললাম, সেটা এখন সমস্ত থিসিসেই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তার ফলে আমাদের মতামত আরও যথাযথভাবে সূত্রবদ্ধ হল বলে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি।

অতঃপর, কৃষকদের সোভিয়েতগুলি সম্পর্কে আমি কিছু মন্তব্য করব। ভূতপূর্ব জারতন্ত্রী উপনিবেশগুলিতে, তুর্কিস্তান, ইত্যাদির মতো পশ্চাৎপদ দেশগুলিতে রুশ কমিউনিস্টরা যে-ব্যবহারিক কাজকর্ম চালাচ্ছে তা থেকে আমরা এই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি: প্রাক্-পুঁজিবাদী পরিস্থিতিতে কমিউনিস্ট রণকৌশল ও কর্মনীতি প্রয়োগ করা হবে কীভাবে। কেননা, এইসব দেশের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এই যে সেখানে এখনো প্রাক্-পুঁজিবাদী সম্পর্কের প্রাধান্য বর্তমান আর সেইজন্য বিশুদ্ধ প্রলেতারীয় আন্দোলনের

কোন কথাই সেখানে উঠতে পারে না। শিল্প-প্রলেতারিয়েত এসব দেশে প্রায় নেই। তাসত্ত্বেও কিন্তু, এমন কি এসব দেশেও আমরা নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করেছি, গ্রহণ করাই উচিত হয়েছে। আমাদের কাজ থেকে দেখা গেল যে এইসব দেশে বিপুল দুরূহতা আমাদের অতিক্রম করতে হয়। কিন্তু, আমাদের কাজের ব্যবহারিক ফলাফল থেকে এও দেখা গেছে যে এসব দুরূহতা সত্ত্বেও, প্রলেতারিয়েত যেখানে প্রায় নেই সেখানেও জনগণের মধ্যে স্বাধীন রাজনৈতিক চিন্তা ও স্বাধীন রাজনৈতিক কর্মের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলা সম্ভব। পশ্চিম-ইউরোপীয় দেশের কমরেডদের তুলনায় কাজটি আমাদের পক্ষে ছিল অনেক বেশি কঠিন। কেননা, রাশিয়ায় প্রলেতারিয়েত রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের কাজে নিবিষ্ট। বেশ বোঝা যাচ্ছে যে আধা-সামন্ত পরাধীন কৃষকেরা সোভিয়েত সংগঠনের কথাটা বেশ উপলব্ধি করতে এবং তাকে কাজে পরিণত করতে পারে। এও পরিষ্কার যে, নিপীড়িত যে-জনগণ শুধু বণিক-পুঁজি দ্বারাই নয়, সামন্তদের দ্বারা এবং সামন্ততন্ত্রভিত্তিক রাষ্ট্র দ্বারা শোষিত তারা এই হাতিয়ারটিকে, এই ধরনের সংগঠনকে নিজেদের পরিস্থিতিতেও প্রয়োগ করতে পারে। সোভিয়েত সংগঠনের মূলকথাটা সহজ এবং শুধু প্রলেতারীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রেই নয়, কৃষক সামন্ত ও আধা-সামন্ত সম্পর্কের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এক্ষেত্রে আমাদের অভিজ্ঞতা এখনো অতি প্রভূত নয়, কিন্তু কমিশনের বিতর্ক (কমিশনের কাজে ঔপনিবেশিক দেশের কয়েক জন প্রতিনিধিও অংশ নেন) থেকে পুরোপুরি নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়ে গেছে যে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের থিসিসে এই কথাটা উল্লেখ করা উচিত যে কৃষকদের সোভিয়েতগুলি, শোষিতদের সোভিয়েতগুলি এমন এক প্রণালী যা শুধু পুঁজিবাদী দেশেই নয়, প্রাক্-পুঁজিবাদী সম্পর্কের দেশেও প্রযোজ্য এবং কমিউনিস্ট পার্টিগুলির, এবং যেসব ব্যক্তি কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করতে প্রস্তুত তাদের অবধারিত কর্তব্য হল পশ্চাৎপদ দেশে ও উপনিবেশে সর্বত্রই কৃষকদের সোভিয়েত বা মেহনতীদের সোভিয়েতের পক্ষে প্রচার চালান; এবং যেখানেই অবস্থা অনুকূল, সেখানেই মেহনতী জনগণের সোভিয়েত প্রতিষ্ঠার জন্য অবিলম্বে তাদের প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

এখানে ব্যবহারিক কাজের অতি চিত্তাকর্ষক ও অতি গুরুত্বপূর্ণ একটা ক্ষেত্র আমাদের কাছে উন্মুক্ত হচ্ছে। এখনো পর্যন্ত এক্ষেত্রে আমাদের যৌথ অভিজ্ঞতা খুব বেশি নয়। কিন্তু, একটু একটু করে ক্রমেই বেশি মালমসলা আমাদের জমে উঠবে। এটা তর্কাতীত যে পশ্চাৎপদ মেহনতী

জনগণকে অগ্রসর দেশের প্রলেতারিয়েত সাহায্য করতে পারে ও করতে হবে এবং পশ্চাৎপদ দেশগুলির বিকাশ বর্তমান স্তর থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে যখন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলির বিজয়ী প্রলেতারিয়েত এই জনগণের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে এবং তাদের সাহায্য করতে সক্ষম হবে।

কমিশনে এই প্রশ্ন নিয়ে বেশ জোর বিতর্ক হয় এবং তা শুধু আমার স্বাক্ষরিত থিসিসগুলি নিয়েই নয়, আরও বেশি করে কমরেড রায়ের থিসিসগুলি নিয়ে — তা তিনি এখানে সমর্থন করবেন এবং সেগুলি প্রসঙ্গে কতকগুলি সংশোধনী সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে।

প্রশ্নটি উত্থাপন করা হয়েছে এইভাবে: যে-সমস্ত পশ্চাৎপদ জাতি বর্তমানে মুক্তি অর্জন করছে এবং যাদের মধ্যে এখন যুদ্ধের পর থেকে প্রগতির পথে আন্দোলন দেখা যাচ্ছে, তাদের জাতীয় অর্থনীতির বিকাশে পুঁজিবাদী পর্যায় অনিবার্য, এই বিবৃতিকে আমরা কি সঠিক বলে মানতে পারি? আমরা উত্তর দিয়েছি, না। বিজয়ী বিপ্লবী প্রলেতারিয়েত যদি তাদের মধ্যে সুনিয়মিত প্রচার চালায় এবং সোভিয়েত সরকারগুলি আয়ত্তাধীন সমস্ত সঙ্গতি নিয়ে তাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে, তাহলে পশ্চাৎপদ জাতিসত্তাগুলির পক্ষে বিকাশের পুঁজিবাদী পর্যায় অনিবার্য — একথা ধরে নেওয়া ভুল হবে। সমস্ত উপনিবেশ ও পশ্চাৎপদ দেশে আমাদের শুধু স্বাবলম্বী সংগ্রামী কর্মী গড়তে হবে, পার্টিসংগঠন গড়তে হবে তা-ই নয়, শুধু কৃষকদের সোভিয়েত সংগঠনের জন্য অবিলম্বে প্রচার চালাতে হবে এবং প্রাক্-পুঁজিবাদী অবস্থার সঙ্গে তাদের খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টা করতে হবে তা-ই নয়, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিককে এই প্রতিপাদ্য উপস্থিত করতে ও তাত্ত্বিকভাবে নিষ্পন্ন করতে হবে যে অগ্রসর দেশের প্রলেতারিয়েতের সাহায্য নিয়ে পশ্চাৎপদ দেশ সোভিয়েত ব্যবস্থায় উত্তীর্ণ হতে পারে এবং বিকাশের নির্দিষ্ট পর্যায়াদি পার হয়ে, পুঁজিবাদী পর্যায় পরিহার করেই কমিউনিজমে পৌঁছতে পারে।

সেজন্য আবশ্যকীয় উপায়াদি আগে থেকেই বলে দেওয়া যায় না। ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা থেকেই তা জানা যাবে। কিন্তু একথা নিশ্চিতরূপে প্রতিপন্ন হয়েছে যে অতি দূরবর্তী জাতিগুলির মধ্যে সমস্ত মেহনতী জনগণের কাছে সোভিয়েতের ধারণাটা বোধ্য বটে, আর প্রাক্-পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার উপযোগী করে এই সংগঠনগুলিকে, সোভিয়েতগুলিকে খাপ খাইয়ে নিতে হবে এবং অবিলম্বে সারা দুনিয়ায় কমিউনিস্ট পার্টির কাজ শুরু করা উচিত এই অভিমুখে।

শুধু নিজ নিজ দেশে নয়, ঔপনিবেশিক দেশগুলিতেও এবং বিশেষত ঔপনিবেশিক জাতিসত্তাগুলিকে পরাধীন রাখার জন্য শোষক জাতিগুলি যে-সৈন্য বাহিনী ব্যবহার করে তাদের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টিগুলির বিপ্লবী কাজকর্মের গুরুত্বের কথাও আমি উল্লেখ করতে চাই।

আমাদের কমিশনে ব্রিটিশ সমাজতান্ত্রিক পার্টির (২০৪) কমরেড কোয়েলচ এই সম্পর্কে বলেন। তিনি বলেন যে ব্রিটিশ আধিপত্যের বিরুদ্ধে গোলাম জাতিগুলির বিদ্রোহে সাহায্যদানটাকে সাধারণ ইংরেজ শ্রমিক বিশ্বাসঘাতকতা বলে গণ্য করবে। ঠিক কথা যে, ইংলন্ড ও আমেরিকার জিঙ্গো (২০৫) ও জাতিদম্ভী মনোভাবাপন্ন শ্রমিক আভিজাত্য সমাজতন্ত্রের পক্ষে একটা অতি বড়ো বিপদ আর দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের একটা অতি শক্তিশালী স্তম্ভ। এবং এখানে এই বুর্জোয়া আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত নেতৃবৃন্দ ও শ্রমিকদের প্রচণ্ডতম বিশ্বাসঘাতকতারই সম্মুখীন আমরা। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকে ঔপনিবেশিক প্রশ্নেরও আলোচনা হয়েছিল। বাসেল ইস্তাহারও (২০৬) সে বিষয়ে খুব পরিষ্কার করেই বলেছে। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পার্টিগুলি বিপ্লবী কাজের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, কিন্তু নিপীড়ক জাতিগুলির বিরুদ্ধে শোষিত ও পরাধীন জাতিগুলির বিদ্রোহে সত্যিকারের বিপ্লবী কাজ ও সাহায্যের কোন লক্ষণ আমরা দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পার্টিগুলির ক্ষেত্রে দেখি না, এবং যেসব পার্টি দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক পরিত্যাগ করে তৃতীয় আন্তর্জাতিকে যোগ দিতে ইচ্ছুক তাদের বেশির ভাগের মধ্যেও তা দেখা যায় না বলে আমার ধারণা। একথা আমাদের সকলের শ্রুতিগোচরে ঘোষণা করতে হবে এবং তা অকাট্য। দেখা যাবে প্রতিবাদের চেষ্টা হবে কিনা।

এইসব কথাই আমাদের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে রাখা হয়েছে, যা নিঃসন্দেহে অতি দীর্ঘ, কিন্তু আমার বিশ্বাস, তৎসত্ত্বেও তা কাজের হবে এবং ঔপনিবেশিক ও জাতীয় প্রশ্নে সাচ্চা বিপ্লবী কাজের বিকাশে ও সংগঠনে তা সাহায্য করবে, এবং সেটাই তো আমাদের প্রধান কর্তব্য।

৪১ খণ্ড, ২৪১-২৪৭ পৃঃ

যুবলীগের কর্তব্য

১৯২০ সালের ২ অক্টোবর রাশিয়ার কমিউনিস্ট যুবলীগের তৃতীয় সারা-রাশিয়া কংগ্রেসে ভাষণ

(লেনিনের উদ্দেশে কংগ্রেসের তুমুল অভিনন্দনোচ্ছাস।) কমরেডগণ, আমি আজ আলোচনা করতে চাই যুব কমিউনিস্ট লীগের মূল কর্তব্য কী এবং এই প্রসঙ্গেই, সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে সাধারণভাবে যুবজনের কীরূপ সংগঠন হওয়া উচিত তাই নিয়ে।

সমস্যাটি আলোচনা করা আরও আবশ্যক এইজন্য যে, এক অর্থে বলা যায়, কমিউনিস্ট সমাজ সৃষ্টির সত্যিকার কর্তব্য পড়বে যুবজনেরই ওপর। কারণ একথা পরিষ্কার যে কর্মীদের যে-পুরুষ পুঁজিবাদী সমাজে মানুষ হয়েছে তারা শোষণের ওপর প্রতিষ্ঠিত সাবেকী পুঁজিবাদী সমাজজীবনের বনিয়াদটাই বড়োজোর ধ্বংস করতে পারে। বড়োজোর এমন একটা সমাজব্যবস্থা সৃষ্টির কর্তব্য পালন করতে পারে তারা, যা প্রলেতারিয়েত ও মেহনতী শ্রেণীগুলির হাতে ক্ষমতা বজায় রাখতে ও পাকা বনিয়াদ গড়তে সাহায্য করবে, যার ওপর নির্মাণ করে তুলতে পারবে কেবল সেই পুরুষ যারা নতুন পরিস্থিতিতে, মানুষে মানুষে শোষণ যখন আর থাকছে না তেমন অবস্থায় কাজ আরম্ভ করছে।

তাই, এই দৃষ্টিকোণ থেকে যুবজনের কর্তব্য সম্পর্কে এগুলে বলতেই হবে যে, সাধারণভাবে যুবজনের এবং বিশেষ করে যুব কমিউনিস্ট লীগ ও অন্যান্য সংগঠনের কর্তব্য ব্যক্ত করা যায় একটি কথায়: শিখতে হবে।

অবশ্যই এটা মাত্র 'একটি কথা'। প্রধান ও সর্বাধিক জরুরী প্রশ্নের উত্তর মিলছে না তাতে, যথা: কী শিখব, কী করে শিখব? এক্ষেত্রে গোটা কথাটাই হল এই যে, সাবেকী পুঁজিবাদী সমাজের রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে যে-নতুন পুরুষেরা কমিউনিস্ট সমাজ গড়ে তুলবে তাদের শেখান, মানুষ করে তোলা ও তালিম দেবার কাজটাও পুরনো ধারায় চালান যায় না। যুবজনকে শেখান, মানুষ করে তোলা ও তালিম দেবার কাজ চালাতে হবে সাবেকী সমাজ যে-মালমসলা রেখে গেছে তাই থেকেই। কমিউনিজম আমরা নির্মাণ করতে পারি কেবল সাবেকী সমাজ যে জ্ঞান,

সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের সমাহার, মানবিক বল ও উপায়াদির ভাণ্ডার আমাদের জন্য রেখে গেছে তা দিয়ে। যুবজনের শিক্ষাদান, সংগঠন ও মানুষ করে তোলার কাজটাকে আমূল পুনর্গঠিত করেই কেবল আমরা এটা নিশ্চিত করতে পারি যে, তরুণ পুরুষদের প্রচেষ্টার ফল হবে এমন সমাজের নির্মাণ যা সাবেকী সমাজের মতো হবে না, অর্থাৎ কমিউনিস্ট সমাজের নির্মাণ। সেইজন্যই কী আমরা শেখাব এবং কমিউনিস্ট যুবজন এই নাম সত্যই সার্থক করতে চাইলে কীভাবে যুবজনদের শিখতে হবে, আমরা যা শুরু করেছি তা সম্পূর্ণ ও সমাপ্ত করতে হলে কীভাবে যুবজনকে তালিম দিতে হবে, এই প্রশ্ন নিয়ে আমাদের বিশদে আলোচনা করা দরকার।

বলতে আমি বাধ্য যে, মনে হবে প্রথম ও সবচেয়ে স্বাভাবিক জবাব হল, যুবলীগকে এবং যারা কমিউনিজমে পৌঁছতে চায় সাধারণভাবে এমন সমস্ত যুবজনকে কমিউনিজম শিখতে হবে।

কিন্তু 'কমিউনিজম শিখতে হবে' জবাবটি খুবই ব্যাপক। কমিউনিজম শিখতে হলে আমাদের কী দরকার? কমিউনিজমের জ্ঞান অর্জন করতে হলে সাধারণ জ্ঞানের সমাহার থেকে কোন জিনিসটা বেছে নিতে হবে? এই ক্ষেত্রে একপ্রস্ত বিপদ দেখা দেয় আমাদের সামনে, কমিউনিজম শেখার কর্তব্যটা যখন বেঠিকভাবে হাজির করা হয় বা খুবই একপেশেভাবে তা বোঝা হয়, তখন প্রায়ই সর্বদাই বিপদটি বাধে।

স্বভাবতই, প্রথমে মনে হবে যে, কমিউনিজম শেখা মানে কমিউনিস্ট পাঠ্যপুস্তক, পুস্তিকা ও রচনায় যে-জ্ঞানভাণ্ডার রয়েছে তা আয়ত্ত করা। কিন্তু কমিউনিজম অধ্যয়নের এমন সংজ্ঞা খুবই স্থূল ও অপ্রতুল। কমিউনিস্ট রচনা বইপত্তর, পুস্তিকায় যা আছে কেবল তাই আয়ত্ত করাই কমিউনিজম অধ্যয়ন হলে খুব সহজেই আমরা কমিউনিস্ট পুঁথিবাগীশ, বাক্যবীরদের পেতে পারি এবং তাতে প্রায়ই আমাদের ক্ষতি ও অনিষ্ট হবে, কেননা কমিউনিস্ট বইপত্তর, পুস্তিকায় যা আছে তা পড়ে মুখস্থ করার ফলে এইসব লোকেরা সেই জ্ঞানকে সম্মিলিত করতে ব্যর্থ হবে, কমিউনিজমের যা সত্যিকার দাবি সেভাবে কাজ করতে পারবে না।

সাবেকী পুঁজিবাদী সমাজ আমাদের জন্য যা রেখে গেছে তেমন একটা বৃহত্তম অকল্যাণ ও দুর্ভাগ্য হল ব্যবহারিক জীবন থেকে পুস্তকের পরিপূর্ণ বিচ্ছেদ, কারণ এমন বই আমাদের ছিল যাতে সবকিছুই যথাসম্ভব চমৎকার করে বর্ণিত হয়েছে, অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তেমন বই হল অতি ন্যক্কারজনক ভণ্ডামিভরা মিথ্যা, যাতে মিথ্যে করে বর্ণনা করা হয়েছে পুঁজিবাদী সমাজের।

সেইজন্যই কমিউনিজম বিষয়ে বইগুলি থেকে স্রেফ পুঁথিগত বিদ্যা আয়ত্ত করা অবশ্যই চূড়ান্ত ভুল হবে। কমিউনিজম সম্পর্কে আগে যা বলা হয়েছিল, এখন আমাদের বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদিতে কেবল তারই পুনরাবৃত্তি আমরা করি না, কারণ আমাদের দৈনন্দিন ও সর্বমুখী কাজের সঙ্গে আমাদের বক্তৃতা ভাষণাদি সম্পর্কিত। কাজ ছাড়া, সংগ্রাম ছাড়া কমিউনিস্ট পুস্তিকা ও বইপত্তর থেকে পাওয়া কমিউনিজমের পুঁথিগত বিদ্যা মূল্যহীন, কেননা তত্ত্ব থেকে ব্যবহারের সেই পুরনো বিচ্ছেদই তাতে চলতে থাকবে, সেই সাবেকী বিচ্ছেদ, যেটা সাবেকী বুর্জোয়া সমাজের সবচেয়ে ন্যক্কারজনক বৈশিষ্ট্য।

কেবল কমিউনিস্ট স্লোগান আয়ত্ত করা শুরু করলে হবে আরও বেশি বিপদ। সময় থাকতে এই বিপদ হৃদয়ঙ্গম না করলে, বিপদটি দূর করার জন্য আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ না করলে, যে পাঁচ কি দশ লাখ তরুণ-তরুণী এইভাবে কমিউনিজম শিখে নিজেদের কমিউনিস্ট বলবে, তারা কেবল কমিউনিজমের প্রভূত ক্ষতিই করবে।

এখানে প্রশ্ন ওঠে: কমিউনিজম অধ্যয়নের জন্য এইসব মেলাব কী করে? সাবেকী স্কুল, সাবেকী বিজ্ঞান থেকে কী আমরা নেব? সাবেকী স্কুল ঘোষণা করেছিল যে, সে সর্বাঙ্গীণ শিক্ষিত মানুষ গড়তে চায়, সাধারণভাবে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়াই তার কাজ। আমরা জানি এটা একেবারেই মিথ্যা, কারণ শ্রেণীতে শ্রেণীতে, শোষকে শোষিতে লোকেদের ভাগাভাগির ওপরেই ছিল গোটা সমাজের ভিত্তি, তার ওপরেই তা টিকে থাকত। স্বভাবতই, এই শ্রেণীপ্রেরণায় পুরোপুরি আচ্ছন্ন থাকায় সমগ্র সাবেকী স্কুলব্যবস্থা জ্ঞানদান করত কেবল বুর্জোয়া সন্তানদের। তার প্রতিটি কথাই ছিল বুর্জোয়ার স্বার্থে জাল করা। এইসব স্কুলে শ্রমিক-কৃষকদের তরুণ প্রজন্মকে যতটা না মানুষ করে তোলা হত, তার চেয়ে বেশি তাদের তালিম দেওয়া হত বুর্জোয়ার স্বার্থে। এমনভাবে তাদের গড়ে তোলা হত যাতে তারা বুর্জোয়ার যুতসই চাকর হতে পারে, তার শান্তি ও আলস্যের ব্যাঘাত না ঘটিয়ে মুনাফা তুলতে পারে তার জন্য। সেইজন্যই সাবেকী স্কুল বর্জন করার সময় আমরা তা থেকে শুধু সেইটুকু নেওয়া কর্তব্য ধরেছি যা সত্যিকার কমিউনিস্ট শিক্ষালাভের জন্য আমাদের প্রয়োজন।

এইখানটায়, সাবেকী স্কুলের বিরুদ্ধে যে-অনুযোগ ও অভিযোগ আমরা অনবরত শুনি ও যা থেকে প্রায়ই একেবারে ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত এসে যায়, সেই কথায় আসছি। বলা হয় যে সাবেকী স্কুল ছিল ঠেসে মাথা বোঝাই করার,

হাবিলদারির, মুখস্থ করার স্কুল। সে-কথা ঠিক, তবে সাবেকী স্কুলের কোনটা খারাপ আর কোনটা আমাদের কাছে উপকারী তার তফাৎ করতে পারা চাই, কমিউনিজমের পক্ষে যা আবশ্যক সেটা তার মধ্য থেকে বেছে নিতে পারা চাই।

পুরনো স্কুল হল ঠেসে মাথা বোঝাই করার স্কুল, এতে একরাশ নিষ্প্রয়োজন অবান্তর প্রাণহীন জ্ঞান রপ্ত করতে বাধ্য হত ছাত্রেরা, যাতে মস্তিষ্ক বোঝাই হয়ে তরুণ প্রজন্ম পরিণত হত একটি একক ছক অনুসারে তালিম পাওয়া আমলায়। কিন্তু মানবিক জ্ঞানের যাবতীয় সঞ্চয় আত্তীকরণ ছাড়া কমিউনিস্ট হওয়া যায়, এই সিদ্ধান্ত টানার চেষ্টা করলে ভয়ানক ভুল হবে। কমিউনিজম নিজেই যে-জ্ঞানসমষ্টির পরিণাম, তাকে রপ্ত না করে কেবল কমিউনিস্ট স্লোগান রপ্ত করা, কমিউনিস্ট বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলি আয়ত্ত করাই যথেষ্ট, এ-কথা ভাবলে ভুল হবে। মানবিক জ্ঞানের সমষ্টি থেকে কীভাবে কমিউনিজমের উৎপত্তি ঘটল তারই নমুনা হল মার্কসবাদ।

আপনারা পড়েছেন ও শুনেছেন যে কমিউনিস্ট তত্ত্ব, কমিউনিজমের বিজ্ঞান, প্রধানত মার্কসই যা সৃষ্টি করেছেন, সেই মার্কসবাদের শিক্ষামালা এখন আর উনিশ শতকের প্রতিভাধর একক একটি সমাজতন্ত্রীর সৃষ্টি হয়ে নেই — সারা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি প্রলেতারিয়ানদের মতবাদ হয়ে উঠেছে, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তারা সেই মতবাদ ব্যবহার করছে। মার্কসের শিক্ষা কী করে সর্বাধিক বিপ্লবী শ্রেণীর লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি জনের হৃদয় অধিকার করতে পারল, এই প্রশ্ন যদি করেন তবে তার একটি জবাবই পাবেন: তার কারণ পুঁজিবাদের অধীনে সঞ্চিত জ্ঞানের পাকা বনিয়াদের ওপরেই মার্কস দাঁড়িয়েছিলেন; মানবসমাজের বিকাশের নিয়মগুলি অধ্যয়ন করার পর মার্কস কমিউনিজম অভিমুখে পুঁজিবাদী বিকাশের অনিবার্যতা বুঝেছিলেন, সবচেয়ে বড় কথা, সেটা তিনি প্রমাণ করেছিলেন পুঁজিবাদী সমাজের অতি যথাযথ, অতি বিশদ ও অতি গভীর অধ্যয়ন থেকেই, পূর্বতন সমস্ত বিজ্ঞানের যাবতীয় সৃষ্টি পুরোপুরি আয়ত্ত করেই। মানবসমাজ যা-কিছু সৃষ্টি করেছিল, তা সবই তিনি বিচার করে ঢেলে সাজান, একটি বিষয়ও উপেক্ষা করেন নি। মনুষ্যচিন্তা যা-কিছু সৃষ্টি করেছিল তাকে তিনি ঢেলে সাজান, সমালোচনা করেন, শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন থেকে তা যাচাই করে নেন এবং এমন সব সিদ্ধান্ত টানেন যা বুর্জোয়া সীমায় সঙ্কুচিত বা বুর্জোয়া কুসংস্কারে আবদ্ধ লোকেরা টানতে পারে নি।

কথাটা আমাদের মনে রাখা উচিত যখন, ধরা যাক, প্রলেতারীয় সংস্কৃতির কথা (২০৭) আমরা বলি। আমরা যদি পরিষ্কার করে এ-কথা না বুঝি যে, মানবজাতির সমগ্র বিকাশের মধ্য দিয়ে সৃষ্ট সংস্কৃতির যথাযথ জ্ঞান লাভ করেই এবং সেই সংস্কৃতিকে ঢেলে সেজেই কেবল, আমরা প্রলেতারীয় সংস্কৃতি গড়তে পারি — এ-কথা যদি আমরা না বুঝি তাহলে সমস্যার সমাধান করতে পারব না। প্রলেতারীয় সংস্কৃতি এমন একটা কিছু নয়, যা কোত্থেকে উঠেছে কেউ জানে না, যারা নিজেদের প্রলেতারীয় সংস্কৃতির বিশেষজ্ঞ বলে অভিহিত করে, তাদের স্বকপোলকল্পিত উদ্ভাবন তা নয়। ওটা একেবারে বাজে কথা। পুঁজিবাদী সমাজ, জমিদারী সমাজ, আমলাতন্ত্রী সমাজের জোয়ালের নিচে মানবজাতি যে-জ্ঞানভাণ্ডার জমিয়েছে, প্রলেতারীয় সংস্কৃতিকে হতে হবে তারই সুনিয়মিত বিকাশ। মার্কসের হাতে ঢেলে সাজা অর্থশাস্ত্র যেমন আমাদের দেখিয়েছে মানবসমাজকে কোথায় যেতে হবে, অঙ্গুলি নির্দেশ করেছে শ্রেণী-সংগ্রামে উত্তরণে, প্রলেতারীয় বিপ্লব শুরুর দিকে, ঠিক তেমনিভাবেই এই সমস্ত পথ ও রাস্তা পেঁছাচ্ছিল, পেঁছয় ও পেঁছচ্ছে প্রলেতারীয় সংস্কৃতিতে।

যুবজনের প্রতিনিধিদের এবং নতুন শিক্ষাব্যবস্থার কিছু কিছু পক্ষপাতীদের যখন আমরা সাবেকী স্কুলকে আক্রমণ করতে শুনি, বলতে শুনি যে সেটা মুখস্থবিদ্যার স্কুল, তখন তাদের কাছে আমাদের বক্তব্য, সাবেকী স্কুলের যেটা ভাল সেটা আমাদের নিতে হবে। যার দশের নয় ভাগ নিষ্প্রয়োজন ও বাকি একভাগ বিকৃত, প্রভূত পরিমাণে তেমন এক জ্ঞান দিয়ে তরুণদের স্মৃতিকে ভারাক্রান্ত করার পদ্ধতিটা আমরা সাবেকী স্কুলের কাছ থেকে নেব না। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, আমরা কেবল কমিউনিস্ট সিদ্ধান্তে, কেবল কমিউনিস্ট স্লোগান মুখস্থে সীমাবদ্ধ থাকতে পারি। সেভাবে কমিউনিজম গড়া যায় না। লোকে কমিউনিস্ট হতে পারে কেবল তখনই যখন মানবজাতির সৃষ্ট সমস্ত সম্পদের জ্ঞান দিয়ে মনটা সমৃদ্ধ করা হচ্ছে।

মুখস্থবিদ্যা আমাদের দরকার নেই, কিন্তু বনিয়াদী তথ্যের জ্ঞান দিয়ে প্রতিটি শিক্ষার্থীর মনের বিকাশ ও পূর্ণতাসাধন আমাদের করতে হবে, কেননা অর্জিত সমস্ত জ্ঞান যদি চেতনার মধ্যে ঢেলে সাজা না হয়, তাহলে কমিউনিজম হয়ে উঠবে একটা ফাঁকা কথা, একটা সাইনবোর্ড, আর কমিউনিস্ট হয়ে দাঁড়াবে নিতান্তই এক বাক্যবাগীশ। এই জ্ঞানকে রপ্ত করতে হবে শুধু তাই নয়, রপ্ত করতে হবে বিচার করে, মন যেন নিষ্প্রয়োজন আবর্জনায় ভরে না ওঠে, বরং যা ছাড়া আধুনিক শিক্ষিত মানুষ

হওয়া সম্ভব নয়, তেমন সব তথ্যে তা সমৃদ্ধ হয়। প্রচুর পরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন পরিশ্রম ছাড়া, সমালোচকের মতো যা বিচার করে দেখার কথা সেইসব তথ্যে ব্যুৎপত্তি অর্জন না করে কোন কমিউনিস্ট যদি সংগৃহীত সব তৈরী সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কমিউনিজমের বড়াই করার কথা ভাবে, তবে খুবই শোচনীয় কমিউনিস্ট হবে সে। এই ধরনের পল্লবগ্রাহিতা হবে নিশ্চিতই মারাত্মক। আমি অল্প জানি — এ-কথা জানা থাকলে আমি বেশি জানার জন্য চেষ্টা করব; কিন্তু কেউ যদি বলে সে কমিউনিস্ট, কোন কিছুই গভীর করে জানার তার দরকারই নেই, তাহলে কমিউনিস্টের অনুরূপ কিছু একটা সে কদাচ হবে না।

পুঁজিপতিদের জন্য প্রয়োজনীয় চাকর তৈরি করত সাবেকী স্কুল, বিদ্বানদের তা পরিণত করত এমন লোকে যাদের লিখতে ও বলতে হত পুঁজিপতিদের মর্জিমতো। তাই, তা ঝেঁটিয়ে দূর করা আমাদের উচিত। কিন্তু তা দূর করা, চূর্ণ করা উচিত — এই কথার মানে কি এই যে, লোকের পক্ষে প্রয়োজনীয় যা-কিছু মানবজাতি সঞ্চিত করে তুলেছে, তা আমরা সেখান থেকে নেব না? তার মানে কি এই যে কোনটা পুঁজিবাদের পক্ষে প্রয়োজন এবং কোনটা কমিউনিজমের জন্য দরকার, তার তফাৎ টানতে আমাদের হবে না?

অধিকাংশের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বুর্জোয়া সমাজে যে-হাবিলদারী পদ্ধতি প্রযুক্ত হত তার বদলে আমরা আনছি শ্রমিক-কৃষকের সচেতন শৃঙ্খলা, যারা সাবেকী সমাজের প্রতি ঘৃণাকে মেলায় এই সংগ্রামের জন্য নিজ শক্তিকে সম্মিলিত ও সংগঠিত করার দৃঢ় সংকল্প, সামর্থ্য ও তৎপরতার সঙ্গে, যাতে একটা বিপুল দেশের ভূভাগ জুড়ে ছত্রভঙ্গ, বিভক্ত, বহু বিক্ষিপ্ত কোটি কোটি লোকের ইচ্ছা পরিণত হয় একটি একক অভিপ্রায়ে, কেননা এই একক অভিপ্রায় নইলে আমাদের পরাজয় অবধারিত। এই নিবিড়তা ছাড়া, শ্রমিক-কৃষকের সচেতন শৃঙ্খলা ছাড়া আমাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। এ নইলে সারা দুনিয়ার পুঁজিপতি ও জমিদারদের আমরা হারাতে পারব না। বনিয়াদের ওপর একটা নতুন, কমিউনিস্ট সমাজ গড়া তো দূরের কথা, বনিয়াদটাকেই সংহত করতে পারব না আমরা। একইভাবে, সাবেকী স্কুলকে নাকচ করতে গিয়ে, সাবেকী স্কুলের প্রতি একান্ত সঙ্গত ও অত্যাবশ্যক ঘৃণা পোষণ করার সঙ্গে সঙ্গে, সাবেকী স্কুলকে ধ্বংস করার জন্য তৎপরতার কদর করার সাথে সাথে আমাদের বুঝতে হবে যে, সাবেকী শিক্ষাপ্রথা, সাবেকী মুখস্থবিদ্যা, সাবেকী হাবিলদারির বদলে আমাদের চাই মানবজ্ঞানের সমষ্টি

অর্জনের সামর্থ্য এবং তা অর্জন করতে হবে এমনভাবে যাতে মুখস্থ করা কিছু একটা না হয়ে কমিউনিজম হয় আপনাদের নিজেদেরই ভেবে স্থির করা একটা জিনিস, হয় ঠিক সেইসব সিদ্ধান্তই যা আধুনিক শিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অনিবার্য।

কমিউনিজম শেখার কর্তব্যের কথা বলার সময় প্রধান কর্তব্যগুলিকে আমাদের হাজির করা উচিত এইভাবে।

এটা আপনাদের কাছে ব্যাখ্যার জন্য এবং সেইসঙ্গে কী করে শিখব, এই সমস্যার দিকে এগুবার ব্যাপারে একটা ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত দেব। আপনারা সবাই জানেন যে, সামরিক কর্তব্য, প্রজাতন্ত্র রক্ষার কর্তব্যের অব্যবহিত পরেই আমরা এখন অর্থনৈতিক কর্তব্যের সম্মুখীন। আমরা জানি যে শিল্প ও কৃষিকে পুনর্জীবিত না করলে কমিউনিস্ট সমাজ নির্মাণ করা যায় না, আর সাবেকী ঢঙেও তাদের পুনর্জীবিত করার প্রয়োজন নেই। তাদের পুনর্জীবিত করতে হবে সাম্প্রতিক, বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক নির্দেশ অনুসারে গড়া একটা ভিত্তিতে। আপনারা জানেন, এই ভিত্তি হল বিদ্যুৎ এবং সমগ্র দেশ, শিল্প ও কৃষির সমস্ত শাখাকে বৈদ্যুতীকৃত করার পর, — এই কর্তব্যটা পালন করার পরই কেবল আপনারা সেই কমিউনিস্ট সমাজ নির্মাণ করতে পারবেন যা পূর্বতন প্রজন্ম করতে অক্ষম। গোটা দেশকে অর্থনৈতিকভাবে পুনর্জীবিত করা, আধুনিক প্রযুক্তির ভিত্তিতে শিল্প ও কৃষি উভয়েরই পুনর্গঠন ও পুনরুদ্ধারের কর্তব্য আপনাদের সামনে — সেই ভিত্তিটা নিহিত রয়েছে আধুনিক বিজ্ঞানে, প্রযুক্তিতে, বিদ্যুতে। বেশ বুঝতে পারছেন যে বৈদ্যুতীকরণের কাজ নিরক্ষর লোক দিয়ে চলে না, এক্ষেত্রে নিতান্ত সাক্ষরতাও যথেষ্ট নয়। বিদ্যুৎ কী জিনিস সেটা বুঝলেই এক্ষেত্রে চলবে না: শিল্প ও কৃষিতে এবং শিল্প ও কৃষির বিভিন্ন শাখায় তা কীভাবে প্রয়োগ করতে হবে সেটা জানা চাই। সেটা আমাদের নিজেদের শিখতে হবে এবং মেহনতী তরুণ প্রজন্মের সবাইকে শেখাতে হবে। প্রতিটি সচেতন কমিউনিস্ট, যে-তরুণ নিজেকে কমিউনিস্ট মনে করে ও পরিষ্কার বোঝে যে যুব কমিউনিস্ট লীগে যোগ দিয়ে সে কমিউনিজম নির্মাণে পার্টিকে এবং কমিউনিস্ট সমাজ নির্মাণে সমগ্র তরুণ প্রজন্মকে সাহায্য করার দায়িত্ব নিয়েছে, এমন প্রত্যেকের সামনেই রয়েছে এই কর্তব্য। তাকে বুঝতে হবে যে এটা সে গড়তে পারে কেবল আধুনিক শিক্ষার ভিত্তিতে, এবং এই শিক্ষা যদি সে অর্জন না করে তাহলে কমিউনিজম কেবল একটা বাসনা হয়েই থেকে যাবে।

বিগত প্রজন্মের কর্তব্য ছিল বুর্জোয়া শ্রেণীর উচ্ছেদ। তখনকার প্রধান কাজ ছিল বুর্জোয়ার সমালোচনা করা, জনগণের মধ্যে বুর্জোয়ার প্রতি ঘৃণা বাড়ান, শ্রেণী চেতনা ও শক্তি সংহত করার সামর্থ্য বিকশিত করা। নতুন প্রজন্মের সামনে রয়েছে আরও বহু জটিল একটা কর্তব্য। পুঁজিপতিদের আক্রমণের বিরুদ্ধে শ্রমিক-কৃষক শাসনকে রক্ষা করার জন্য আপনাদের সমস্ত শক্তি সম্মিলিত করতে হবে শুধু তাই নয়। সে তো করতেই হবে। সেটা আপনারা পরিষ্কার বুঝেছেন, কমিউনিস্ট তা ভাল করেই জানে। কিন্তু এইটুকুই সব নয়। একটা কমিউনিস্ট সমাজ নির্মাণ করতে হবে আপনাদের। অনেক দিক থেকে এই কাজের প্রথম অর্ধেকটা করা হয়েছে। সাবেকী ব্যবস্থা উচিতমতো চূর্ণ হয়েছে, উচিতমতো ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। জমি পরিষ্কার হয়েছে এবং এই জমিতে তরুণ কমিউনিস্ট প্রজন্মকে গড়তে হবে এক কমিউনিস্ট সমাজ। নির্মাণের কর্তব্য আপনাদের সামনে এবং সেই কর্তব্য আপনারা পালন করতে পারেন কেবল সমস্ত আধুনিক জ্ঞান আয়ত্ত করেই, তৈরি পাওয়া, মুখস্থ করা সূত্র, উপদেশ, দাওয়াই, অনুশাসন ও কর্মসূচি থেকে যদি কমিউনিজমকে পরিণত করতে পারেন আপনাদের প্রত্যক্ষ কাজ সম্মিলিত করার মতো একটা জীবন্ত জিনিসে তবেই, ব্যবহারিক কাজের দিগদর্শনে যদি কমিউনিজমকে পরিণত করতে পারেন, তবেই।

তরুণ প্রজন্মের সবাইকে শিক্ষিত করা, মানুষ করে তোলা ও উত্থিত করার ব্যাপারে আপনাদের চলতে হবে এই কর্তব্য মেনে। প্রতিটি তরুণ-তরুণীর হওয়া উচিত কমিউনিস্ট সমাজের নির্মাতা এবং এই লক্ষ লক্ষ নির্মাতাদের মধ্যে আপনাদের হতে হবে অগ্রণী। কমিউনিজম নির্মাণের কাজে সমগ্র শ্রমিক-কৃষক তরুণজনকে না লাগাতে পারলে কমিউনিস্ট সমাজ আপনারা নির্মাণ করতে পারবেন না।

এ-থেকে স্বভাবতই এই প্রশ্ন আসে, কীভাবে কমিউনিজম শেখাব, আমাদের পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য কী হবে।

এখানে সর্বাগ্রে আমি আলোচনা করব কমিউনিস্ট নৈতিকতা নিয়ে।

কমিউনিস্ট হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে হবে আপনাদের। যুবলীগের কর্তব্য হল এমনভাবে তার ব্যবহারিক কাজ সংগঠিত করা যাতে, অধ্যয়ন, সংগঠন, সংহতি ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তার সদস্যরা নিজেদের এবং যারা তাকে নেতা বলে দেখে তাদের গড়ে তোলে, গড়ে তোলে কমিউনিস্টদের। আজকের যুবকদের তালিম দেওয়া, গড়ে তোলা ও শিক্ষাদানের সমগ্র লক্ষ্যই হবে তাদের মধ্যে কমিউনিস্ট নৈতিকতা সঞ্চারিত করা।

কিন্তু কমিউনিস্ট নৈতিকতা বলে কিছু আছে কি? কমিউনিস্ট নীতিজ্ঞান বলে কিছু আছে? অবশ্যই আছে। প্রায়ই ভাব করা হয় যেন আমাদের কোন নৈতিকতা নেই; সমস্ত নীতিজ্ঞান বিসর্জন দিয়েছি বলে বুর্জোয়ারা প্রায়ই আমাদের অভিযুক্ত করে। এ হল একটা অর্থ বদলে দেবার, শ্রমিক-কৃষকদের চোখে ধুলো দেবার একটা কায়দা।

নীতি ও নৈতিকতা আমরা নাকচ করি কোন অর্থে?

যে-অর্থে তা প্রচার করে বুর্জোয়ারা, যারা নৈতিকতাকে টানে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ থেকে। আমরা সে ব্যাপারে অবশ্যই বলি যে আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না এবং আমরা ভালই জানি যে যাজকেরা, জমিদাররা, বুর্জোয়ারা ঈশ্বরের নাম নিত কেবল নিজেদের শোষকস্বার্থ হাসিল করার জন্য। কিংবা নৈতিকতার প্রত্যাদেশ থেকে, ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ থেকে নীতিজ্ঞান না টেনে তারা এমন সব ভাববাদী বা আধা-ভাববাদী বুলি থেকে তা টানত, যা সর্বদা দাঁড়াত একান্তই ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশের মতোই একটা বস্তুতে।

মানবসমাজ-বহির্ভূত, শ্রেণী-বহির্ভূত সব বোধ থেকে আহরিত সমস্ত নৈতিকতাকেই আমরা বরবাদ করি। আমরা বলি, এটা প্রতারণা, এটা চালাকি, জমিদার ও পুঁজিপতিদের স্বার্থে শ্রমিক ও কৃষকদের মন কুয়াসাচ্ছন্ন করা।

আমরা বলি আমাদের নৈতিকতা পুরোপুরি প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী-সংগ্রামের স্বার্থাধীন। আমাদের নৈতিকতা আসছে প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী-সংগ্রামের স্বার্থ থেকে।

জমিদার ও পুঁজিপতি কর্তৃক সমস্ত শ্রমিক ও কৃষকের শোষণের ওপর ছিল সাবেকী সমাজের ভিত্তি। সেটা ধ্বংস করা, তাদের উচ্ছেদ করা দরকার হল আমাদের; কিন্তু তার জন্য দরকার ছিল ঐক্য সৃষ্টি করা। ঈশ্বর সেই ঐক্য সৃষ্টি করবেন না।

এই ঐক্য পাওয়া সম্ভব ছিল কেবল কলকারখানার কাছ থেকে, তালিম পাওয়া, সাবেকী নিদ্রা থেকে উত্থিত প্রলেতারিয়েতের কাছ থেকে। এই শ্রেণী গঠিত হবার পরেই কেবল সেই গণ-আন্দোলন শুরু হয়, যার পরিণতি আমরা এখন দেখছি: দুর্বলতম এক দেশে প্রলেতারীয় বিপ্লবের বিজয়, সারা বিশ্বের বুর্জোয়াদের আক্রমণ যা ঠেকাচ্ছে তিন বছর ধরে। দেখছি প্রলেতারীয় বিপ্লব বেড়ে উঠছে গোটা দুনিয়ায়। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমরা এখন বলতে পারি, যে সংহত শক্তিকে বিভক্ত ও বিক্ষিপ্ত কৃষকেরা অনুসরণ করছে ও যা শোষকদের সমস্ত আক্রমণ ঠেকিয়েছে তা সৃষ্টি করতে পেরেছে কেবল প্রলেতারিয়েতই। মেহনতী জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে, তাদের

সমাবেশ ঘটাতে এবং কমিউনিস্ট সমাজকে চূড়ান্তরূপে রক্ষা, চূড়ান্তরূপে সংহত, চূড়ান্তরূপে নির্মিত করতে তাদের সাহায্য করতে পারে কেবল এই শ্রেণীই।

সেইজন্যই আমরা বলি, মানবসমাজের বাইরে থেকে নেওয়া কোন নৈতিকতা আমাদের নেই। ওটা একটা জোচ্চুরি। আমাদের কাছে নৈতিকতা হল প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী-সংগ্রামের স্বার্থাধীন।

এই শ্রেণী-সংগ্রামের অর্থ কী? এর অর্থ জারের উচ্ছেদ, পুঁজিপতিদের উচ্ছেদ, পুঁজিপতি শ্রেণীর বিলোপ।

আর সাধারণভাবে শ্রেণী কী? সমাজের একাংশের শ্রমকে যাতে অপর অংশ আত্মসাৎ করতে পায়, তাই হল শ্রেণী। সমাজের একাংশ যদি সমস্ত জমি আত্মসাৎ করে থাকে, তাহলে পাই জমিদার শ্রেণী ও কৃষক শ্রেণী। সমাজের একাংশের হাতে যদি থাকে কলকারখানা, শেয়ার আর পুঁজি এবং অপর অংশ যদি সেসব কারখানায় খাটে, তাহলে পাই পুঁজিপতি শ্রেণী ও প্রলেতারীয় শ্রেণী।

জারকে তাড়িয়ে দেওয়া শক্ত হয় নি — মাত্র কয়েক দিনেই তা সম্ভব হয়। জমিদারদের বিতাড়িত করাও খুব কঠিন হয় নি — সেটা ঘটে মাস কয়েকের মধ্যে। পুঁজিপতিদের তাড়ানও বিশেষ দুরূহ ছিল না। কিন্তু শ্রেণীর বিলোপ করা অতুলনীয় রকমের কঠিন; শ্রমিক ও কৃষকের ভাগাভাগিটা এখনো আমাদের আছে। কৃষক যদি তার পৃথক ভূমিখণ্ডে কায়েমী হয়ে বসে এবং উদ্বৃত্ত শস্য, অর্থাৎ নিজের জন্য বা নিজের গরু-বাছুরের জন্য যা লাগছে না, তেমন শস্য সে যদি আত্মসাৎ করে, অথচ বাকি লোকেরা রুটি ছাড়া দিন কাটায়, তাহলে সেই কৃষক হয়ে দাঁড়ায় শোষক। যত বেশি শস্য সে নিজে ধরে রাখতে পারে ততই বেশি তার লাভ, বাকি লোকেরা অনশন দিক: 'যত বেশি তারা অনশন দেবে ততই দুর্মূল্যে আমি এই শস্য বেচতে পারব।' একটা সাধারণ পরিকল্পনা অনুসারে সাধারণ ভূমিতে, সাধারণ কলকারখানায় এবং সাধারণ নিয়মানুবর্তিতায় খাটতে হবে সবাইকে। এটা করা কি সহজ? দেখতেই পাচ্ছেন জার, জমিদার বা পুঁজিপতিদের তাড়িয়ে দেবার মতো অত সহজ সেটা নয়। এক্ষেত্রে দরকার যাতে কৃষকদের একাংশকে নতুন শিক্ষায়, নতুন তালিমে গড়ে তোলে প্রলেতারিয়েত, যেসব কৃষক ধনী এবং অবশিষ্টের দারিদ্র্য ও অনটন থেকে মুনাফা তুলছে তাদের প্রতিরোধ চূর্ণ করার জন্য যাতে মেহনতী কৃষকদের নিজের পক্ষে টানে। তাই, জারকে উচ্ছেদ করেছি, জমিদার পুঁজিপতিদের তাড়িয়ে দিয়েছি এতেই

প্রলেতারিয়েতের সংগ্রামের কর্তব্য সমাধা হল না। সেটা হল সেই ব্যবস্থার কর্তব্য যাকে আমরা বলি প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব।

শ্রেণী-সংগ্রাম এখনো চলছে, শুধু তার রূপ বদলেছে। এ হল সাবেকী শোষকদের প্রত্যাবর্তন রোধের জন্য, তমসাচ্ছন্ন কৃষকদের বিক্ষিপ্ত জনগণকে এক সমিতিতে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী-সংগ্রাম। শ্রেণী-সংগ্রাম চলছে এবং আমাদের কর্তব্য হল সমস্ত স্বার্থকে তার অধীনস্থ করা। কমিউনিস্ট নৈতিকতাকেও আমরা এই কর্তব্যের অধীন করি। আমরা বলি: সাবেকী শোষক সমাজের ধ্বংসে এবং নতুন কমিউনিস্ট সমাজের স্রষ্টা প্রলেতারিয়েতের চারপাশে সমস্ত মেহনতীদের ঐক্যবন্ধনে যা সাহায্য করে, সেইটাই নৈতিকতা।

কমিউনিস্ট নৈতিকতা হল সেই নৈতিকতা যা এই সংগ্রামে সাহায্য করে, সব রকম শোষণের বিরুদ্ধে, সব রকম ক্ষুদে মালিকানার বিরুদ্ধে যা ঐক্যবদ্ধ করে মেহনতীদের; কেননা গোটা সমাজের মেহনতে যা তৈরি হয়েছে ক্ষুদে মালিকানায় তা এসে পড়ে একজনের হাতে। আমাদের দেশে জমি তো সর্বসাধারণের সম্পত্তি।

কিন্তু ধরা যাক, এই সাধারণ সম্পত্তির একটা টুকরো নিয়ে আমি তাতে আমার প্রয়োজনের দ্বিগুণ শস্য ফলিয়ে মুনাফাখোরি করলাম উদ্বৃত্তটা থেকে? ধরা যাক, আমি বলি, লোকে যত অনশন দেবে, ততই বেশি দাম মিলবে। সেটা কি কমিউনিস্টের মতো আচরণ হবে? না, আমার সে আচরণ হবে শোষকের মতো, মালিকের মতো। এর বিরুদ্ধে লড়তে হবে। এটা চলতে দিলে সবকিছু গড়িয়ে পেঁছবে পুঁজিপতিদের আগের শাসনে, বুর্জোয়াদের শাসনে, আগেকার বিপ্লবে যা একাধিকবার ঘটেছে। এবং পুঁজিপতি ও বুর্জোয়া শাসনের প্রত্যাবর্তন রোধ করতে হলে বেনিয়াগিরি চলতে দেওয়া উচিত নয় আমাদের, অবশিষ্টের ঘাড় ভেঙে ব্যক্তিবিশেষের ধনবৃদ্ধি হতে দেওয়া চলবে না এবং প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটা কমিউনিস্ট সমাজ গড়ে তুলতে হবে মেহনতীদের। লীগের এবং কমিউনিস্ট যুব সংগঠনের মৌলিক কর্তব্যের এই হল প্রধান দিক।

সাবেকী সমাজের ভিত্তি ছিল এই নীতি: লুঠ করো নয় লুণ্ঠিত হও, অন্যের জন্য খাটো নয় অন্যকে নিজের জন্য খাটাও, হও দাসমালিক, নইলে হও দাস। স্বভাবতই এরকম সমাজে বেড়ে ওঠা লোকেরা, বলা যেতে পারে, মায়ের দুধের সঙ্গে সঙ্গেই পায় এই মনোবৃত্তি, এই অভ্যাস, এই ধারণা: তুমি হয় দাসমালিক নয় দাস, নয় এক ক্ষুদে মালিক, একজন ক্ষুদে কর্মচারী,

একজন ক্ষুদে রাজপুরুষ বা একজন বুদ্ধিজীবী — সংক্ষেপে এমন লোক যে কেবল নিজের কথাই ভাবে, কারও জন্য যার এতটুকু মাথাব্যথা নেই।

এই জমির টুকরোটায় আমি কর্তৃত্ব করতে পারলেই হল আর কারও জন্য আমার মাথাব্যথা নেই; অন্যে যদি দিন কাটায় অনশনে, সে তো আরও ভাল, শস্যের জন্য আমি বেশি টাকা পাব। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়র, শিক্ষক বা কেরানীর একটা চাকরি যদি আমার থাকে, তাহলে আর কারও জন্য আমার কোন মাথাব্যথা নেই। ক্ষমতাধরদের যদি আমি ধামা ধরি, তোয়াজ করি, তাহলে হয়ত আমার চাকরিটি থাকবে, উন্নতিও হতে পারে, বুর্জোয়া হয়ে উঠতে পারি। এরকম মনোবৃত্তি, এরকম ভাবনা কমিউনিস্টের থাকা চলে না। শ্রমিক ও কৃষকেরা যখন প্রমাণ করে দিল যে তাদের স্বপ্রচেষ্টায় তারা নিজেদের রক্ষা করতে ও নতুন সমাজ গড়তে সক্ষম — তখন সেই হল নতুন কমিউনিস্ট তালিমের সূত্রপাত — শোষকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্যে তালিম, স্বার্থান্বেষী ও ক্ষুদে মালিকদের বিরুদ্ধে, প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধন সহ তালিম, সেই মনোবৃত্তি ও সেই অভ্যাসের বিরুদ্ধে যা বলে: আমি নিজের লাভের সন্ধানী, অন্য কিছুর জন্য আমার মাথাব্যথা নেই।

নবীন ও উঠতি প্রজন্ম কীভাবে কমিউনিজম শিখবে, এই হল সেই প্রশ্নের উত্তর।

সাবেকী শোষক সমাজের বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়ান ও মেহনতীরা যে অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে, তার সঙ্গে প্রতি পদক্ষেপে নিজেদের অধ্যয়ন, তালিম ও শিক্ষাগ্রহণকে মিলিয়েই কেবল কমিউনিজম শিখতে পারে তারা। লোকে যখন আমাদের কাছে নৈতিকতার কথা তোলে, তখন আমরা বলি: কমিউনিস্টের কাছে যাবতীয় নৈতিকতা রয়েছে এই অটুট সংহত শৃঙ্খলায় ও শোষকদের বিরুদ্ধে সচেতন গণসংগ্রামে। শাশ্বত নৈতিকতায় আমাদের বিশ্বাস নেই এবং নৈতিকতা নিয়ে আষাঢ়ে যত গল্পের বুজরুকি আমরা ফাঁস করি। মানবসমাজকে উচ্চতর স্তরে উন্নয়ন ও শ্রম-শোষণ থেকে তার অব্যাহতির কাজে লাগবে নৈতিকতা।

এটি অর্জন করার জন্য আমাদের দরকার এই তরুণ পুরুষদের, যারা সচেতন জীবনে জাগ্রত হয়ে উঠতে শুরু করেছে বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে সুশৃঙ্খল ও মরিয়া সংগ্রামের মধ্যে। এই সংগ্রামে তারা সাচ্চা কমিউনিস্টদের গড়ে তুলবে, নিজেদের অধ্যয়ন, শিক্ষাগ্রহণ ও তালিমের প্রতিটি ধাপকে তাদের এই সংগ্রামের অধীন করে তুলতে হবে। কমিউনিস্ট যুবজনের তালিম বলতে

মিষ্টিমধুর বক্তৃতা ও নৈতিক অনুশাসন বোঝান উচিত নয়। এটা তালিম নয়। লোকে যখন দেখল কীভাবে তাদের মা-বাপেরা জমিদার ও পুঁজিপতিদের জোয়ালের নিচে দিন কাটিয়েছে, শোষকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করলে যে-যন্ত্রণা নেমে আসে তাতে যখন তারা নিজেরাই ভুক্তভোগী হল, অর্জিতকে রক্ষা করার জন্য এই সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হলে কী আত্মত্যাগ প্রয়োজন, জমিদার ও পুঁজিপতিরা কী রকমের উন্মাদ শত্রু, এটা যখন তারা দেখল — তখন এই পরিবেশেই কমিউনিস্ট হবার তালিম পায় তারা। কমিউনিজমের সংহতি ও সম্পূর্ণীকরণের সংগ্রামই হল কমিউনিস্ট নৈতিকতার ভিত্তি। এটা হল কমিউনিস্ট তালিম, মানুষ করে তোলা ও শিক্ষাদানেরও ভিত্তি। কমিউনিজম কীভাবে শিখতে হবে সেই প্রশ্নের এই হল জবাব।

তালিম, মানুষ করে তোলা ও শিক্ষাদানের কাজ যদি কেবল স্কুলে সীমাবদ্ধ ও জীবনের ঝঞ্ঝা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে, তবে তাতে আমাদের বিশ্বাস নেই। শ্রমিক ও কৃষকেরা যতদিন জমিদার ও পুঁজিপতিদের হাতে পীড়িত হচ্ছে এবং স্কুলগুলি যতদিন জমিদার ও পুঁজিপতিদের হাতে থাকছে, ততদিন তরুণ প্রজন্ম থাকবে অন্ধ ও অজ্ঞ। আর আমাদের স্কুলগুলির উচিত যুবজনের মধ্যে জ্ঞানের মূলকথাগুলি পেঁছিন, স্বাধীনভাবে কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের সামর্থ্য সঞ্চারিত করা, তাদের করে তোলা চাই শিক্ষিত লোক। লোকে যতদিন স্কুলে পড়ছে সেই সময়ের মধ্যেই তাদের করে তুলতে হবে শোষকদের হাত থেকে মুক্তিলাভের সংগ্রামে অংশীদার। শিক্ষাদান, তালিম ও মানুষ করে তোলার কাজের প্রতিটি ধাপকে যদি শোষকদের বিরুদ্ধে সকল মেহনতীর সাধারণ সংগ্রামে অংশগ্রহণের সঙ্গে জড়াতে পারে, তবেই নবীন কমিউনিস্ট পুরুষদের লীগ হিসেবে যুব কমিউনিস্ট লীগ তার নাম সার্থক করবে। কারণ আপনারা ভালই জানেন যে, রাশিয়া যতদিন একক শ্রমিক প্রজাতন্ত্র হয়ে থাকছে এবং বাকি দুনিয়ায় থাকছে সাবেকী বুর্জোয়া ব্যবস্থা, ততদিন আমরা থাকব তাদের চেয়ে দুর্বল, প্রতিপদে নতুন আক্রমণের বিপদ থাকবে আমাদের সামনে, আমরা যদি অটুট ও একাত্ম হতে শিখি, তাহলেই কেবল ভবিষ্যৎ সংগ্রামে জয়লাভ করতে পারব আমরা এবং শক্তি সংহত করার পর সত্যিই অজেয় হয়ে উঠব। তাই, কমিউনিস্ট হওয়ার অর্থ হল সমগ্র উঠতি পুরুষদের সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ করা এবং এই সংগ্রামে তালিম ও শৃঙ্খলার দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। তাহলে আপনারা কমিউনিস্ট সমাজের সৌধ নির্মাণ শুরু করতে পারবেন এবং তা সমাধা করতে পারবেন।

ব্যাপারটা আপনাদের কাছে আরও পরিষ্কার করার জন্য আমি একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। আমরা নিজেদের কমিউনিস্ট বলি। কমিউনিস্ট মানে কী? কমিউনিস্ট একটা ল্যাটিন শব্দ। কমিউনিস মানে সার্বজনীন। কমিউনিস্ট সমাজ হল সার্বজনীন ভূমি, সার্বজনীন কলকারখানা, সার্বজনীন শ্রম, —এই হল কমিউনিজম।

প্রত্যেকেই যদি নিজের নিজের জমির ওপর আলাদা আলাদা ভাবে কাজ করে, তাহলে কি সার্বজনীন শ্রম হল? সার্বজনীন শ্রম এক লহমাতেই গড়া সম্ভব নয়। সেটা অসম্ভব। আকাশ থেকে সেটা পড়ে না। সেটাকে খেটেখুটে, কষ্ট সয়ে গড়ে তুলতে হয়। তা গড়ে ওঠে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। এক্ষেত্রে পুরনো বইয়ে কাজ হবে না, কেউ তা বিশ্বাস করবে না। দরকার নিজের জীবন্ত অভিজ্ঞতা। সাইবেরিয়া ও দক্ষিণ থেকে কলচাক ও দেনিকিন যখন এগুতে থাকে, তখন কৃষকেরা ছিল তাদের পক্ষে। বলশেভিকবাদ তাদের পছন্দ হয় নি, কারণ বলশেভিকরা বাঁধাদামে শস্য নেয়। কিন্তু সাইবেরিয়া ও ইউক্রেনের কৃষকদের যখন কলচাক ও দেনিকিন শাসনের অভিজ্ঞতা হল, তখন তারা বুঝল যে তাদের একটাই গত্যন্তর আছে: হয় পুঁজিপতিদের পক্ষে যাওয়া, সেক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গেই তারা জমিদারদের দাসত্বে নিজেদের সঁপে দেবে, নয় তো শ্রমিকের পেছনে যাওয়া, তারা ক্ষীরের পাহাড় দুধের নদীর প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে না সত্য, কঠিন সংগ্রামে তারা লৌহশৃঙ্খলা ও দৃঢ়তাই দাবি করছে, কিন্তু পুঁজিপতি ও জমিদারদের দাসত্ব থেকে তারা মুক্তি দেবে। অজ্ঞ কৃষকেরাও যখন এটা বুঝল ও নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখল, তখন তারা হয়ে পড়ল কমিউনিজমের সচেতন, অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ অনুগামী। যুব কমিউনিস্ট লীগের সমস্ত কার্যকলাপের ভিত্তিতে রাখা চাই এই ধরনের অভিজ্ঞতা।

কী শিখব, সাবেকী স্কুল ও সাবেকী বিদ্যা থেকে কী নেব, সেই প্রশ্নের জবাব দিয়েছি। কীভাবে তা শিখতে হবে এই প্রশ্নের জবাব দেবারও চেষ্টা করব এবার। জবাব হল: কেবল স্কুলের কাজের প্রতিটি ধাপ, তালিম দেওয়া, মানুষ করে তোলা ও শিক্ষাদানের প্রতিটি ধাপকে শোষকদের বিরুদ্ধে সমস্ত মেহনতীর সংগ্রামের সঙ্গে অচ্ছেদ্যরূপে যুক্ত করেই।

কমিউনিজমের এই তালিম কীভাবে এগুবে তা দেখাবার জন্য আমি কোন কোন যুবসংগঠনের কাজের অভিজ্ঞতা থেকে কিছু দৃষ্টান্ত দেব। সবাই নিরক্ষরতা দূর করার কথা বলছে। আপনারা জানেন, নিরক্ষর দেশে কমিউনিস্ট সমাজ গড়া যায় না। সোভিয়েত

রাজের পক্ষ থেকে একটা বিশেষ নির্দেশ জারী বা পার্টির পক্ষ থেকে একটা বিশেষ স্লোগান পেশ বা সেই কর্তব্যে সেরা কিছু কর্মীকে বরাদ্দ করাই যথেষ্ট নয়। তরুণ পুরুষদের নিজেদেরই কর্তব্যটি তুলে নিতে হবে। কমিউনিজমের মানে হল যুবজনেরা, যুবলীগের অন্তর্ভুক্ত তরুণ-তরুণীরা বলবে: এটা আমাদের কাজ, ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমরা নিরক্ষরতা দূর করার জন্য গ্রামাঞ্চলে যাব, আমাদের উঠতি প্রজন্মের মধ্যে যেন একজনও নিরক্ষর না থাকে। এই কর্তব্যে উঠতি যুবজনের আত্মোদ্যোগ কাজে লাগাবার চেষ্টা করছি আমরা। আপনারা জানেন, অজ্ঞ নিরক্ষর রাশিয়াকে চট করে একটা সাক্ষর দেশে পরিণত করা যায় না। কিন্তু যুবলীগ যদি এই কাজে লাগে, সমস্ত যুবজন যদি সকলের উপকারের জন্য খাটে, তাহলে চার লক্ষ তরুণ-তরুণীকে সঙ্ঘবদ্ধ করা এই লীগ যুব কমিউনিস্ট লীগ নামের যোগ্য হবে। লীগের আরেকটা কর্তব্য হল, নিজে কোন একটা বিশেষ জ্ঞান অর্জন করার সঙ্গে সঙ্গে যেসব যুবজন নিজের জোরে নিরক্ষরতার তমসা থেকে মুক্তি লাভ করতে পারছে না, তাদের সাহায্য করা। যুবলীগের সদস্য হওয়া মানে সাধারণ কর্মযজ্ঞে নিজের শ্রম ও উদ্যোগ উৎসর্গ করা। এই হল কমিউনিস্ট তালিমের অর্থ। এই ধরনের কাজের মধ্য দিয়েই কেবল একজন তরুণ বা তরুণী সাচ্চা কমিউনিস্ট হয়ে ওঠে। এই কাজে যদি তারা ব্যবহারিক সাফল্য অর্জন করে, কেবল তবেই তারা কমিউনিস্ট হবে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, শহরতলির সব্জী-চাষের কথা ধরা যাক। এটা কি কাজ নয়? যুব কমিউনিস্ট লীগের এ একটা অন্যতম কর্তব্য। লোকে অনশন দিচ্ছে; কলকারখানায় অনশন চলছে। অনশন থেকে নিজেদের বাঁচার জন্য সব্জী-ভুঁই বাড়িয়ে তোলা দরকার। কিন্তু চাষ চলছে সাবেকী পন্থায়। তাই, কাজটি নিতে হবে তাদের যারা বেশি সচেতন, তখন দেখা যাবে সব্জী-ভুঁইয়ের সংখ্যা বাড়ছে, আবাদের আয়তন বাড়ছে, ফল ভাল হচ্ছে। এই কাজে সক্রিয় অংশ নিতে হবে যুব কমিউনিস্ট লীগকে। প্রতিটি লীগ এবং লীগের প্রতিটি চক্রকে এটা নিজেদের কর্তব্য বলে গণ্য করতে হবে।

যুব কমিউনিস্ট লীগের হওয়া চাই একটা ঝটিতি বাহিনী, সব কাজে যারা সাহায্য করবে, উদ্যোগ দেখাবে। লীগ এমন হওয়া চাই যাতে যে-কোন শ্রমিকই দেখে যে তা এমন সব লোক নিয়ে গড়া, যাদের মতবাদ সে নাও বুঝতে পারে, যাদের মতবাদ সে সম্ভবত এক্ষুণি বিশ্বাসও না করতে পারে,

কিন্তু যাদের জীবন্ত কাজকর্ম থেকে সে যেন দেখতে পায় যে সত্যসত্যই এই লোকেরাই তাকে সঠিক রাস্তা দেখাচ্ছে।

এইভাবে সর্বক্ষেত্রে যদি যুব কমিউনিস্ট লীগ তার কাজ সংগঠিত করতে না পারে, তবে তার অর্থ হবে সাবেকী বুর্জোয়া পথে নেমে যাওয়া। আমাদের তালিমকে মেলাতে হবে শোষকদের বিরুদ্ধে মেহনতীদের সংগ্রামের সঙ্গে, যাতে কমিউনিজমের শিক্ষাপ্রসূত কর্তব্য পালন করতে সাহায্য হয় মেহনতীদের।

সব্জী-ভুঁই উন্নয়নের জন্য, বা কোন কলকারখানায় যুবজনের শিক্ষাসংগঠন, ইত্যাদির জন্য অবকাশের প্রতিটি ঘণ্টা ব্যয় করতে হবে লীগের সদস্যদের। দীনহীন অভাগা দেশ থেকে রাশিয়াকে আমরা রূপান্তরিত করতে চাই সমৃদ্ধ দেশে। এবং যুব কমিউনিস্ট লীগ যেন তার শিক্ষা, বিদ্যার্জন ও তালিমকে মেলায় শ্রমিক-কৃষকদের মেহনতের সঙ্গে, বিদ্যালয়ে বন্ধ হয়ে যেন না থাকে এবং কেবল কমিউনিস্ট গ্রন্থ ও পুস্তিকা পাঠেই সীমাবদ্ধ না হয়। শ্রমিক-কৃষকদের সঙ্গে একত্রে কাজ করেই কেবল খাঁটি কমিউনিস্ট হওয়া সম্ভব। সকলেই যেন দেখতে পায় যে যুবলীগের প্রতিটি সভ্য শিক্ষিত এবং সেইসঙ্গে কর্মদক্ষও। সবাই যখন দেখবে যে, আমরা সাবেকী স্কুল থেকে সাবেকী হাবিলদারী পদ্ধতি বিতাড়িত করে সচেতন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেছি, সমস্ত তরুণ-তরুণী সুবোতনিকে অংশ নিচ্ছে, শহরতলির প্রতিটি খামারকে তারা ব্যবহার করছে অধিবাসীদের সাহায্যের জন্য, তখন লোকে আগে যে-ভাবে শ্রমকে দেখত, সেভাবে দেখবে না।

যুব কমিউনিস্ট লীগের কর্তব্য হল গ্রামে অথবা শহরের নিজের মহল্লায় এই ধরনের ব্যাপারে সাহায্য করা: যেমন, ছোটো একটা দৃষ্টান্ত হিসেবে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষা বা খাদ্যের বিতরণ। সাবেকী পুঁজিবাদী সমাজে তা করা হত কীভাবে? প্রত্যেকেই খাটত কেবল নিজের জন্য, বুড়ো বা রুগ্ণ কেউ আছে কিনা, সংসারের সব কাজ মেয়েদের ঘাড়ে পড়ছে কিনা, যার ফলে তারা পীড়ন ও দাসত্বের অবস্থায় থাকছে, এসব নিয়ে কেউ মাথা ঘামাত না। এ নিয়ে লড়াই করার দায় কার? এটা যুব কমিউনিস্ট লীগের দায়, তাদের বলতে হবে: এসব আমরা বদলে দেব, আমরা যুবদল সংগঠন করব, যারা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে বা খাদ্য বিতরণ করতে সাহায্য করবে, নিয়মিত বাড়ি পরিদর্শন করবে তারা, গোটা সমাজের হিতের জন্য তারা সংগঠিতভাবে কাজ করবে, যথাযুক্তরূপে নিজেদের লোকবল বণ্টন করবে, দেখিয়ে দেবে যে শ্রম হওয়া চাই সংগঠিত শ্রম।

আজ যাদের বয়স প্রায় পঞ্চাশ সেই প্রজন্ম কমিউনিজম দেখে যাবার আশা করতে পারে না। তার আগেই এই প্রজন্মের মৃত্যু হবে। কিন্তু আজ যাদের বয়স পনের, সে পুরুষ কমিউনিস্ট সমাজ দেখবে এবং নিজেরাই তারা এই সমাজ গড়বে। তাদের জানতে হবে যে তাদের জীবনের সমগ্র উদ্দেশ্যই হল সে সমাজ গড়া। সাবেকী সমাজে লোকে খাটত আলাদা আলাদা পরিবার হিসেবে, জনগণকে যারা পীড়ন করত সেই জমিদার ও পুঁজিপতি ছাড়া কেউ তাদের শ্রমকে ঐক্যবদ্ধ করত না। শ্রম যত নোংরা বা কঠিনই হোক, তেমন সমস্ত শ্রমকেই আমাদের এমনভাবে সংগঠিত করতে হবে যাতে প্রতিটি শ্রমিক ও কৃষক ভাবতে পারে: মুক্তশ্রমের মহাবাহিনীর আমি একটা অংশ, জমিদার ও পুঁজিপতি ছাড়াই আমি আমার জীবন গড়ে তুলতে পারি, কমিউনিস্ট ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে পারি। কৈশোর থেকেই সচেতন ও সুশৃঙ্খল শ্রমে সবাইকেই তালিম দিতে হবে যুব কমিউনিস্ট লীগকে। যেসব সমস্যা আমাদের সম্মুখীন তার সমাধান হবে, এই ভরসা আমরা পেতে পারি কেবল এইভাবেই। আমাদের ধরে নেওয়া উচিত যে, অন্তত দশ বছর লাগবে দেশের বৈদ্যুতীকরণের জন্য, যার ফলে প্রযুক্তির সর্বাধুনিক সুকৃতি দিয়ে আমাদের নিঃস্বীভূত মাটির সেবা করা যাবে। তাই যাদের এখন পনের বছর বয়স, দশ কি কুড়ি বছর কালের মধ্যে যারা কমিউনিস্ট সমাজে বাস করবে, সেই প্রজন্মের শিক্ষার সমস্ত কর্তব্য এমনভাবে দাঁড় করাতে হবে যাতে প্রতিটি শহর ও প্রতিটি গ্রামের যুবজনেরা প্রতিদিন যত ছোটো হোক, যত সহজ হোক, সাধারণ শ্রমের কোন-না-কোন একটা সমস্যা নিয়ে ব্যবহারিকভাবে তার সমাধান করে। প্রতিটি গ্রামে তা যে-পরিমাণে ঘটবে, কমিউনিস্ট প্রতিযোগিতা যে-পরিমাণে বাড়বে, যে-পরিমাণে যুবজনেরা প্রমাণ দেবে যে তারা তাদের শ্রম ঐক্যবদ্ধ করতে পারে, সেই পরিমাণেই কমিউনিস্ট নির্মাণের সাফল্য হবে নিশ্চিত। এই নির্মাণের সাফল্যের দিক থেকেই কেবল আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপকে বিচার করেই, ঐক্যবদ্ধ সচেতন মেহনতী হবার জন্য আমাদের যা সাধ্য তা সব করেছি কিনা নিজেদের এই প্রশ্ন করেই কেবল যুব কমিউনিস্ট লীগ তার পাঁচ লক্ষ সদস্যকে শ্রমের একক বাহিনীতে পরিণত করতে পারবে ও সকলের শ্রদ্ধার্জন করবে। (**তুমুল করতালি।**)

৪১ খন্ড, ২৯৮-৩১৮ পৃঃ

ট্রেড ইউনিয়ন, বর্তমান পরিস্থিতি এবং কমরেড ট্রৎস্কির ভুলভ্রান্তি প্রসঙ্গে

সোভিয়েতগুলির অষ্টম কংগ্রেসে কমিউনিস্ট প্রতিনিধিদের, সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন পরিষদের কমিউনিস্ট সদস্যদের এবং মস্কো নগরী ট্রেড ইউনিয়ন পরিষদর কমিউনিস্ট সদস্যদের যুক্ত সভায় বক্তৃতা থেকে

১৯২০ সাল, ৩০ ডিসেম্বর

কমরেডসব, কার্যধারার নিয়মাবলীর ব্যতিক্রম ঘটানোর জন্য প্রথমেই আমার দোষস্বীকার করা দরকার, কেননা যেকেউ বিতর্কে অংশগ্রহণ করতে চাইলে তার উচিত হল প্রতিবেদন, দ্বিতীয় প্রতিবেদন এবং বক্তৃতাগুলি শোনা। দুর্ভাগ্যক্রমে আমি এতই অসুস্থ যে, সেটা আমি করতে অপারগ হয়েছি। কিন্তু গতকাল আমি প্রধান প্রধান ছাপান দলিল পড়ে আমার মন্তব্যগুলি প্রস্তুত করতে পেরেছিলাম। নিয়ম থেকে এই ব্যতিক্রম স্বভাবতই আপনাদের কিছুটা অসুবিধা ঘটাবে। অন্যান্য বক্তৃতা শোনা নেই বলে আমি হয়ত পুরনো বিষয় তুলব এবং যা নিয়ে বলা দরকার সেটা বাদ দিয়ে যাব। কিন্তু আমার অন্য কোন উপায় নেই।

আমার প্রধান মালমশলা হল কমরেড ট্রৎস্কির 'ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা এবং কার্যাবলী' পুস্তিকাখানা। কেন্দ্রীয় কমিটিতে তিনি যে-থিসিস পেশ করেছিলেন তার সঙ্গে এটার তুলনা করে এবং এটাকে সযত্নে বিচার-বিশ্লেষণ করে এতে এতগুলো তত্ত্বগত ভুল এবং গুরুতর ভ্রান্তি দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। এই বিষয়ে একটা মস্ত পার্টি-আলোচনা শুরু করতে গিয়ে কেউ সযত্নে সুচিন্তিত বিবৃতির বদলে এমন শোচনীয় জিনিস সৃষ্টি করতে পারে কেমন করে? আমি সংক্ষেপে বিচার-বিশ্লেষণ করতে চাইছি প্রধান প্রধান উপাদান নিয়ে, যেখানে আমার মতে মৌলিক বুনিয়াদী তত্ত্বগত ভুলগুলো রয়েছে।

ট্রেড ইউনিয়নগুলি কেবল ঐতিহাসিকভাবেই আবশ্যকীয় নয়, শিল্প-প্রলেতারিয়েতের একটা সংগঠন হিসেবেও ট্রেড ইউনিয়নগুলি ঐতিহাসিকভাবে অবশ্যম্ভাবী, আর প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের আমলে এগুলিতে অন্তর্ভুক্ত হয় প্রায় এর পুরোটাই। এটা বুনিয়াদী ধারণা, কিন্তু কমরেড ট্রৎস্কি সেটা

কেবলই ভুলে গেছেন। তিনি তার উপর নির্ভর করেন নি, তার মূল্যায়ন করেন নি। আর সেটা কিনা 'ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা এবং কার্যাবলী' নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে, যে বিষয়টির পরিধি অসীম।

আমি যা বললাম তা থেকে এটা আসে যে, প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের প্রতিপদে ট্রেড ইউনিয়নের একটা চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু এই ভূমিকাটা কী? তত্ত্বগতভাবে অতি মৌলিক একটা বিষয় নিয়ে সযত্নে পরীক্ষা করতে গেলেই আমি দেখি ভূমিকাটা খুবই অসাধারণ। একদিকে, শিল্পক্ষেত্রের সমস্ত শ্রমিক নিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন হল শাসক, প্রভাবশালী, নিয়ন্ত্রক শ্রেণীর একটা সংগঠন, যে-শ্রেণী এখন একনায়কত্ব কায়েম করে রাষ্ট্রের সাহায্যে নিগ্রহ খাটাচ্ছে। কিন্তু এটা রাষ্ট্রীয় সংগঠন নয়, আর নিগ্রহের উদ্দেশ্যেও সংগঠিত নয়। এটা শিক্ষাদীক্ষার জন্য। মানুষকে টেনে এনে তালিম দেবার উদ্দেশ্যেই সংগঠনটি গঠিত। প্রকৃতপক্ষে, এটা একটা শিক্ষালয়: প্রশাসন শিক্ষালয়, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপন শিক্ষালয়, কমিউনিজমের শিক্ষালয়। এটা খুবই অসাধারণ ধরনের শিক্ষালয়, কেননা এতে কোন গুরু কিংবা শিষ্য নেই। এটা হল অত্যন্ত অস্বাভাবিক ধরনের এক সমন্বয়, যা আবশ্যিকভাবে আমাদের কাছে এসেছে পুঁজিতন্ত্র থেকে, আর যা আসছে, যাকে বলতে পারেন, প্রলেতারিয়েতের বৈপ্লবিক অগ্রদূত সেই আগুয়ান বৈপ্লবিক বাহিনীগুলির কাতার থেকে। এইসব তথ্যগুলি বিবেচনায় না রেখে ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা সম্বন্ধে বলার অর্থ হল সোজাসুজি কতকগুলো ভুলের মধ্যে পড়ারই নামান্তর।

প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব ব্যবস্থাটার ভিতরে ট্রেড ইউনিয়নের অবস্থানটা হল, বলা যেতে পারে, পার্টি আর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মাঝখানে। সমাজতন্ত্রে উত্তরণে প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু, সমস্ত শিল্পশ্রমিক নিয়ে গঠিত কোন সংগঠন এই একনায়কত্ব খাটায় না। কেন? সাধারণভাবে রাজনৈতিক পার্টির ভূমিকা সম্বন্ধে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসের থিসিসে উত্তরটা দেওয়া হয়েছে। এখানে আমি সেটা ধরব না। যা ঘটে তা হল এই যে, বলা যেতে পারে, পার্টি প্রলেতারিয়েতের অগ্রদূতকে আত্তীভূত করে, আর প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব খাটায় এই অগ্রদূত। এমন একটা ট্রেড ইউনিয়নের ভিত্তি ছাড়া এই একনায়কত্ব খাটান কিংবা রাষ্ট্রের কাজকর্ম চালান যায় না। তবে, এইসব কাজকর্ম চালাতে হয় বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। সেগুলিও নতুন ধরনের, যথা সোভিয়েত রাষ্ট্রযন্ত্র। এই বিশেষ পরিস্থিতি থেকে কী ধরনের ব্যবহারিক

সিদ্ধান্ত আসছে? সেগুলি, একদিকে হল এই যে, ট্রেড ইউনিয়ন হল অগ্রদূত এবং জনগণের মধ্যে **যোগসূত্র,** আর দৈনন্দিন কাজের ভিতর দিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন জনগণের মধ্যে, সেই শ্রেণীর জনগণের মধ্যে প্রত্যয় সঞ্চারিত করে — একমাত্র যে-শ্রেণী আমাদের পুঁজিতন্ত্র থেকে কমিউনিজমে নিয়ে যেতে সক্ষম। অন্যদিকে, ট্রেড ইউনিয়ন হল রাষ্ট্রক্ষমতার একটা 'আধার'। পুঁজিতন্ত্র থেকে কমিউনিজমে উত্তরণের কালপর্যায়ে এটাই হল ট্রেড ইউনিয়ন। সাধারণভাবে, একমাত্র যে-শ্রেণীকে পুঁজিতন্ত্র বৃহদায়তনের উৎপাদনের জন্য তালিম দিয়েছে, একমাত্র যে-শ্রেণী খুদে-মালিকী স্বার্থ থেকে মুক্ত সেই শ্রেণীর নেতৃত্ব ছাড়া এই উত্তরণ সমাধা হতে পারে না। তবে, সেই সমগ্র শ্রেণী যার অন্তর্ভুক্ত এমন সংগঠনের সাহায্যে প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব খাটান যায় না। কেননা সমস্ত পুঁজিতান্ত্রিক দেশে (এবং এখানে, সবচেয়ে অনগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক দেশেই শুধু নয়) প্রলেতারিয়েত এখনো এত বিভক্ত, এত অধঃপতিত এবং বিভিন্ন অংশে এত দুর্নীতিগ্রস্ত (কোন কোন দেশে সাম্রাজ্যবাদেরই দ্বারা) যাতে সমগ্র প্রলেতারিয়েত অন্তর্ভুক্তকারী একটা সংগঠন প্রত্যক্ষভাবে তার একনায়কত্ব খাটাতে পারে না। সেটা খাটাতে পারে একমাত্র একটা অগ্রদূত, যা সেই শ্রেণীর বৈপ্লবিক কর্মশক্তি আত্তীভূত করেছে। সমগ্রটা যেন কতকগুলো দাঁতাল চাকার একটা বিন্যাস। এমনই হল প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের এবং পুঁজিতন্ত্র থেকে কমিউনিজমে উত্তরণের মর্মবস্তুগুলির মূল বিন্যাস। কেবল এই থেকেই এটা প্রতীয়মান হয় যে সেখানে নীতির দিক থেকে কোন মূলগত ভুল বিদ্যমান রয়েছে যখন কমরেড ত্রৎস্কি তাঁর প্রথম থিসিসে 'মতাদর্শগত বিভ্রান্তির' দিকনির্দেশ করেন আর বিশেষ ও সুনির্দিষ্ট ভাবে ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে বিদ্যমান সংকটের কথা বলেন। সংকটের কথা বলতে হলে কেবল রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণের পরেই সেটা বলা উচিত। 'মতাদর্শগত বিভ্রান্তি' ঘটেছে ত্রৎস্কিরই। এই কারণে যে পুঁজিতন্ত্র থেকে কমিউনিজমে উত্তরণের দৃষ্টিকোণ থেকে ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকার এই মূল বিচার্য বিষয়টায় তিনি ভুলে গেছেন যে, আমাদের সামনের জিনিসটা হল কতকগুলো দাঁতাল চাকার একটা জটিল যৌগিক বিন্যাস, যা সরল হতে পারে না, কেননা, একটা গণ-প্রলেতারীয় সংগঠন প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব খাটাতে পারে না। অগ্রদূত থেকে আগুয়ান শ্রেণীর জনরাশি অবধি এবং সেখান থেকে শ্রমজীবী জনরাশি অবধি প্রসারিত কতকগুলো 'ট্রান্সমিশন বেল্ট' ছাড়া সেটা ক্রিয়াশীল হতে পারে না।

রাশিয়ায় এই জনরাশি হল কৃষক জনরাশি। এমন জনরাশি নেই আর কোথাও। কিন্তু, অগ্রসরতম দেশগুলিতেও আছে অ-প্রলেতারীয়, কিংবা যা সম্পূর্ণত প্রলেতারীয় নয় এমন জনরাশি। সেটা আপনাতেই মতাদর্শগত বিভ্রান্তি সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু ত্রৎস্কি সেটাকে অন্যান্যের উপর চাপালে তাতে কোন ফয়দা হবার নয়।

উৎপাদনে ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা নিয়ে বিবেচনা করতে গেলে আমি দেখি ত্রৎস্কির মৌলিক ভুলটা এখানে যে, সবসময়েই তাঁর বিবেচ্য বিষয় হয় 'মূলনীতির দিক থেকে', 'সাধারণ নীতির' ব্যাপার হিসেবে। তাঁর সমস্ত থিসিসের ভিত্তি হল 'সাধারণ নীতি', — উৎপাদনে ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা সম্বন্ধে নবম পার্টি কংগ্রেস বলেছে যথেষ্ট এবং ততোধিক (২০৮), তাঁর নিজ থিসিসে ত্রৎস্কি উদ্ধৃত করেছেন লজোভ্‌স্কি এবং তোম্‌স্কির অতি-স্পষ্ট বিবৃতি, এই যাঁদের করা হয়েছিল তাঁর 'বদলি শাস্তিপ্রাপ্ত' কিংবা তর্কবিদ্যা অনুশীলনের একটা অজুহাত, সেটা ছেড়ে দিলেও, তাঁর দৃষ্টিপাতের ঐ ধরনটা আপনাতেই মূলত ভ্রান্ত। ফলত প্রমাণিত হয় যে, যা-ই হোক, কোন নীতিগত বিরোধ নেই, আর তোম্‌স্কি এবং লজোভ্‌স্কি, যাঁরা লিখেছেন যা ত্রৎস্কি নিজেই উদ্ধৃত করেছেন, তাঁদের বেছে নেওয়াটা অশোভনই হয়েছে বটে। যতই সাগ্রহে খুঁটিয়ে দেখা হোক না কেন, এখানে কোন গুরুতর নীতিগত বিভিন্নতা আমরা দেখতে পাব না। সাধারণভাবে কমরেড ত্রৎস্কির মস্ত ভুল, তাঁর নীতি সংক্রান্ত ভুলটা এখানেই যে, এই সময়ে 'নীতি' সংক্রান্ত প্রশ্ন তুলে তিনি পার্টি এবং সোভিয়েত ক্ষমতাকে পিছনে টানছেন। নীতি আমরা কাজে লাগিয়েছি এবং এগিয়ে এসেছি কার্যক্ষেত্রে। স্মোল্‌নিতে আমরা নীতি সম্বন্ধে গল্পগুজব করেছিলাম — যা উচিত ছিল তার চেয়ে বরং বেশিই করেছিলাম। এখন, তিন বছর পরে উৎপাদন-সমস্যার সমস্ত বিষয়ে এবং তার বহু অঙ্গ-উপাদান সম্বন্ধে আমাদের ডিক্রিগুলি রয়েছে। কিন্তু এই ডিক্রিগুলি হল দুর্ভাগ্য: সেগুলি সই করা হয়, তারপর নিজেরাই সেগুলোর কথা ভুলে যাই, সেগুলোকে কার্যকর করি না। তারপর, উদ্ভাবন করা হয় নীতি সংক্রান্ত যুক্তিতর্ক এবং বিভিন্ন নীতিগত মতভেদ। উৎপাদনে ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা নিয়ে একটা ডিক্রি আমি পরে উদ্ধৃত করব — আমরা সবাই, কবুল করছি আমি নিজেও — ডিক্রিটাকে ভুলে গিয়েছি।

আমি যেগুলোকে তালিকাভুক্ত করেছি সেগুলো ছাড়া যেসব যথার্থ মতভেদ আছে সেগুলোর সাধারণ নীতির সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। কমরেড

ত্রৎস্কির সঙ্গে আমার 'মতভেদগুলোকে' আমাকে বিবৃত করতে হয়েছে, কেননা আমি একেবারেই নিশ্চিত যে, 'ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা এবং কার্যাবলী'-র মতো এমন বিস্তৃত বিষয়বস্তু নিয়ে তিনি প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের একেবারে মর্মবস্তুরই সংশ্লিষ্ট কতকগুলো ভুল করেছেন। কিন্তু এটা ছেড়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে, আমরা কিসের জন্য কাজ করতে পারব না একত্রে, যা আমাদের বড় দরকার? এটা হল জনগণের কাছে **পৌঁছবার** কায়দায় আমাদের মতানৈক্যের দরুন, জনগণকে পক্ষে আনার এবং তাদের সঙ্গে **সংযোগ** বজায় রাখার উপায়ের মতানৈক্যের দরুন। এই তো মোদ্দা কথাটা। আর এই কারণে ট্রেড ইউনিয়ন হয়েছে একটা বিশেষ ধরনের প্রতিষ্ঠান, যা স্থাপিত হয় পুঁজিতন্ত্রের আমলে, পুঁজিতন্ত্র থেকে কমিউনিজমে উত্তরণের সময়ে সেটার অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী, আর তার ভবিষ্যৎ হল একটা জিজ্ঞাসা-চিহ্ন। ট্রেড ইউনিয়ন সম্বন্ধে যথার্থ সংশয় প্রকাশের সময় এখনো বহুদূরে: সেটা আমাদের নাতি-নাতনীদের আলোচ্য ব্যাপার। এখন যা গুরুত্বসম্পন্ন সেটা হল: জনগণের কাছে পৌঁছন যায় কিভাবে, তাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে পক্ষে টানা যায় কিভাবে, আর ট্রান্সমিশনের জটিল কাজ (প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব বাস্তবায়িত করার কাজ) চালু করা যায় কিভাবে। লক্ষ্য করবেন, ট্রান্সমিশনের জটিল ব্যবস্থা বলতে আমি সোভিয়েত রাষ্ট্রযন্ত্রটাকে বোঝাচ্ছি না। ট্রান্সমিশনের জটিলতার ব্যাপারে সেটার করণীয় তো একটা আলাদা বিষয়। শুধু নীতির দিক থেকে এবং বিমূর্তভাবে আমি বিবেচনা করছি পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে শ্রেণী-সম্পর্কের বিষয়ে — প্রলেতারিয়েত, অ-প্রলেতারীয় মেহনতী জনরাশি, পেটি বুর্জোয়ারা এবং বুর্জোয়াদের নিয়ে এই সমাজ। সোভিয়েত প্রশাসনিক যন্ত্রের যে-কোন আমলাতান্ত্রিক গড়িমসির ব্যাপার ছেড়ে দিলেও, পুঁজিতন্ত্র যা সৃষ্টি করেছে তার দরুন কেবল ওটা থেকেই সৃষ্টি হয় অত্যন্ত জটিল একটা ট্রান্সমিশন ব্যবস্থা। আর ট্রেড ইউনিয়নের 'করণীয় কাজের' দুষ্করতা বিশ্লেষণে সেটাই তো প্রধান বিবেচ্য বিষয়। এটা আমি আবার বলতে চাইছি: কমরেড ত্রৎস্কি যেখানে দেখছেন সেখানে যথার্থ মতভেদ নয়, সেটা রয়েছে জনগণের কাছে পৌঁছবার উপায়, জনগণকে পক্ষে আনা এবং তার সঙ্গে সংযোগ রাখার উপায় সংক্রান্ত প্রশ্নে। আমাকে বলতেই হচ্ছে, নিজেদের অভিজ্ঞতা এবং কাজ সম্বন্ধে ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও একটা বিস্তৃত বিচার-বিশ্লেষণ আমরা যদি করতাম, তাহলে যে শত শত একেবারে অনাবশ্যক 'মতভেদ' এবং নীতিগত ভ্রান্তিতে কমরেড ত্রৎস্কির পুস্তিকাখানা বোঝাই

সেগুলোকে আমরা এড়িয়ে যেতে পারতাম। যেমন, তাঁর কোন-কোন থিসিসে 'সোভিয়েত ট্রেড ইউনিয়নবাদের' বিরুদ্ধে তার্কিকতা ফলান হয়েছে। আমাদের যেন এখনই যথেষ্ট ঝঞ্ঝাট নেই, তদুপরি উদ্ভাবন করা হয়েছে একটা নতুন জুজু। ভাবতে পারেন তিনি কে? আর সবাইকে ছেড়ে — কমরেড রিয়াজানভ। বছর-কুড়ি হল আমি তাঁকে চিনি। আপনারা তাঁকে চেনেন আরও কম সময় যাবত। কিন্তু, আপনারাও চেনেন সমানই তাঁর কাজ দিয়ে। আপনারা খুব ভালভাবেই জানেন, বিভিন্ন স্লোগানের মূল্যায়ন তাঁর গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত নয়, যদিও গুণ তাঁর আছে নিঃসন্দেহে। যা কমরেড রিয়াজানভ বলে ফেলেছিলেন বিশেষ কোন প্রাসঙ্গিকতা ছাড়াই আমরা কি সেটা থিসিসে 'সোভিয়েত ট্রেড ইউনিয়নবাদ' হিসেবে দেখাবো! এটাকে কি গুরুত্বপূর্ণ বলা চলে? যদি তা হয় তাহলে আমরা শেষপর্যন্ত গিয়ে পড়ব 'সোভিয়েত ট্রেড ইউনিয়নবাদে', 'সোভিয়েত শান্তিচুক্তি না-সম্পাদনে' এবং আরও কত কিছুতে। প্রত্যেকটা বিচার্য বিষয়েই একটা সোভিয়েত 'বাদ' উদ্ভাবন করা যায়। (**রিয়াজানভ:** 'সোভিয়েত ব্রেস্ত্-বিরুদ্ধবাদ'।) ঠিক তাই, 'সোভিয়েত ব্রেস্ত্-বিরুদ্ধবাদ'।

এই বিচার-বিবেচনার অভাব প্রকাশ করে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে কমরেড ত্রৎস্কি নিজেই ভুলে পতিত হয়েছেন। তিনি যেন বলছেন, শ্রমিকদের রাষ্ট্রে শ্রমিক শ্রেণীর বৈষয়িক এবং আত্মিক স্বার্থের জন্য দাঁড়ান ট্রেড ইউনিয়নের কাজ নয়। সেটা ভুল। কমরেড ত্রৎস্কি 'শ্রমিকদের রাষ্ট্রের' কথা বলছেন। আমি বলতে চাই, এটা একটা বিমূর্তন। ১৯১৭ সালে শ্রমিকদের রাষ্ট্রের কথা লেখা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু, 'যেহেতু এটা বুর্জোয়াহীন একটি শ্রমিক রাষ্ট্র, তাহলে শ্রমিক শ্রেণীকে রক্ষা করতে হবে কার বিরুদ্ধে, এবং কোন উদ্দেশ্যে?' একথা এখন বলা এক সুস্পষ্ট ভ্রান্তি। মোদ্দা কথাটা হল, এটা ঠিক শ্রমিকদের রাষ্ট্র নয়। এখানেই কমরেড ত্রৎস্কির একটা প্রধান ভুল। আমরা বিভিন্ন সাধারণ নীতি থেকে এগিয়ে ব্যবহারিক আলোচনা এবং বিভিন্ন ডিক্রি নিয়ে কাজে লেগেছি আর তখন কিনা আমাদের পিছনে টেনে নেওয়া হচ্ছে এবং হাতের অবশিষ্ট কাজ মোকাবিলা করতে দেওয়া হচ্ছে না। এটা চলবে না। প্রথমত, আমাদের রাষ্ট্রটি তো প্রকৃতপক্ষে শ্রমিকদের রাষ্ট্র নয়, এটা হল শ্রমিক এবং কৃষকদের রাষ্ট্র। অনেককিছু নির্ভর করছে তার উপর। (**বুখারিন:** 'কী রকমের রাষ্ট্র? শ্রমিক এবং কৃষকদের রাষ্ট্র?') ওখানে কমরেড বুখারিন চিৎকার করে বেশ বলতে পারেন, 'কী রকমের রাষ্ট্র? শ্রমিক এবং কৃষকদের রাষ্ট্র?' আমি থেমে তাঁর

কথার জবাব দেব না। কারও তেমন ইচ্ছে থাকলে সাম্প্রতিক সোভিয়েতগুলির কংগ্রেসের কথা মনে করবেন। সেটাই যথেষ্ট জবাব হবে।

তবে, তাতেই শেষ নয়। 'কমিউনিজমের অ-আ-ক-খ'র লেখক যে-দলিলখানাকে — আমাদের পার্টি কর্মসূচি — খুব ভালভাবেই জানেন তাতে দেখা যায়, আমাদের এটা হল **আমলাতান্ত্রিক প্যাঁচ লাগানো** শ্রমিকদের রাষ্ট্র। বলা যায়, বিশ্রী এই প্যাঁচটা আমাদের এ'টে দিতে হয়েছে। এখানে রয়েছে উৎক্রমণের বাস্তবতা। তাহলে, এটা বলা কি ঠিক যে, যে-রাষ্ট্র বাস্তবে এই রূপধারণ করেছে তাতে ট্রেড ইউনিয়নের রক্ষা করার কিছুই নেই, কিংবা সম্পূর্ণভাবে সংগঠিত প্রলেতারিয়েতের বৈষয়িক এবং আত্মিক স্বার্থ রক্ষা ট্রেড ইউনিয়ন ছাড়াই চলতে পারে? না, এই যুক্তি তত্ত্বগত বিচারে একেবারেই ভুল। এতে করে আমরা গিয়ে পড়ি বিমূর্তনের ক্ষেত্রে, কিংবা এমন আদর্শের ক্ষেত্রে যা আমরা হাসিল করতে পারব ১৫ কিংবা ২০ বছরে, এমন কি তখনও হবে বলে আমি তত নিশ্চিত নই। আমাদের সামনে আসলে রয়েছে এমন বাস্তবতা যার সম্বন্ধে আমরা বিস্তর জানি, অবশ্য যদি কিনা আমরা মাথা ঠিক রাখি এবং যদি আমরা বুদ্ধিবাদী বকবকানি কিংবা বিমূর্ত যুক্তিধারা দিয়ে, কিংবা যাকে 'তত্ত্ব' বলে মনে হতে পারে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভ্রান্তি এবং উৎক্রমণের বিশেষত্বগুলো সম্বন্ধে ভ্রান্ত উপলব্ধি দিয়ে আচ্ছন্ন হয়ে না যাই। আমাদের এখন রয়েছে এমন একটা রাষ্ট্র যেখানে সম্পূর্ণভাবে সংগঠিত প্রলেতারিয়েতের কর্তব্য হল নিজেকে রক্ষা করা, আর আমাদের দিক থেকে কর্তব্য হল তাদের রাষ্ট্র থেকে শ্রমিকদের রক্ষা করার জন্য এইসব শ্রমিক সংগঠনকে কাজে লাগান এবং তারা যাতে আমাদের রাষ্ট্রকে রক্ষা করে তার ব্যবস্থা করা। উভয় রকমের রক্ষণ সাধিত হয় আমাদের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাবলী এবং আমাদের ট্রেড ইউনিয়নগুলির সঙ্গে আমাদের একমত হওয়া কিংবা 'আশ্লেষণের' বিশেষ ধরনের বিজড়িত অবস্থার মাধ্যমে।

এই আশ্লিষ্ট হওয়া সম্বন্ধে পরে আমার আরও কিছু বলার আছে। কিন্তু শব্দটা থেকেই দেখা যায়, 'সোভিয়েত ট্রেড ইউনিয়নবাদ'রূপী একটা শত্রুর আবির্ভাব ঘটানটা ভুল। কেননা 'আশ্লেষণ' বলতে বোঝায় **পৃথক পৃথক** জিনিসের অস্তিত্ব, যেগুলিকে এখনো আশ্লিষ্ট করতে **হবে**: 'আশ্লেষণ' বলতে বোঝায় সেই একই রাষ্ট্রক্ষমতা **থেকে** সম্পূর্ণভাবে সংগঠিত প্রলেতারিয়েতের বৈষয়িক এবং আত্মিক স্বার্থ রক্ষার জন্য রাষ্ট্রক্ষমতার ব্যবস্থাবলী ব্যবহারে সামর্থ্যের আবশ্যকতা। আশ্লেষণ থেকে যখন **সমাশ্লেষ** এবং **সমন্বয়** ঘটে

যাবে তখন নীতিগত 'মতভেদ' কিংবা বিমূর্ত-তত্ত্বগত বিবেচনার বদলে যথার্থ অভিজ্ঞতা নিয়ে কার্যকর আলোচনার জন্য আমরা কংগ্রেসে মিলিত হব। কমরেড তোম্‌স্কি এবং কমরেড লজোভ্‌স্কির সঙ্গে নীতিগত মতভেদ বের করার একটা সমান অসন্তোষজনক চেষ্টা রয়েছে। তাঁদের প্রতি কমরেড ত্রৎস্কির আচরণ এমন যে তাঁরা যেন ট্রেড-ইউনিয়ন 'আমলা' — পরে আমি বলব এই বিতর্কে আমলাতান্ত্রিকতার ঝোঁকটা কোন পক্ষের। আমরা খুব ভালভাবে জানি, কমরেড রিয়াজানভ কোন একটা স্লোগান ভালবাসতে পারেন এবং স্লোগান একটা তাঁর চাই-ই, যা একটা নীতির অভিব্যক্তি ছাড়া কিছুই নয়। কিন্তু, কমরেড তোম্‌স্কির বহু কদভ্যাসের মধ্যে সেটা নেই। কাজেই আমি মনে করি, এ ব্যাপারে কমরেড তোম্‌স্কিকে নীতিগত দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করাটা (যা কমরেড ত্রৎস্কি করেছেন) একটু বাড়াবাড়িই বটে। এতে আমি যথার্থই অবাক হয়েছি। উপদলীয়, তত্ত্বগত এবং আরও নানা রকমের মতভেদ নিয়ে আমরা সবাই যখন বিস্তর পাপ করেছিলাম — যদিও স্বভাবতই আমরা কিছু ভাল কাজও করেছিলাম — সেসব দিন থেকে এখন আমরা সাবালক হয়ে উঠেছি বলেই আশা করা যেত। নীতিগত মতভেদ উদ্ভাবন আর অত্যুক্তি বন্ধ করে আসল কাজে লাগার সময় হয়ে গেছে। কমরেড তোম্‌স্কি একজন বিশিষ্ট তত্ত্ববিদ, কিংবা তিনি তেমনটা দাবি করেন, তা আমি কখনো জানতাম না, এটা তাঁর একটা দুর্বলতা হতে পারে, কিন্তু সেটা আবার অন্যকিছুও বটে। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে খুব স্বচ্ছন্দে কাজ করছেন তোম্‌স্কি। তাঁর যা অবস্থান তাতে তিনি এই জটিল উত্তরণটাকে কোনভাবে প্রকাশ না করে পারেন না — সেটা তিনি করেন সজ্ঞানে না অজান্তে তা একেবারে অন্য ব্যাপার। তিনি সেটা সবসময়ে সজ্ঞানে করেছেন তা আমি বলছি না — সেক্ষেত্রে কোনকিছুর দরুন জনগণের কষ্ট হতে থাকলে, আর তারা জানে না সেটা কি, আর তিনি জানেন না সেটা কি **(হাততালি, উচ্চহাস্য)**, কিন্তু সোরগোল তোলেন, তাহলে আমি বলি, সেটা একটা দুর্বলতা নয়, সেটাকে তাঁর কৃতিত্বের মধ্যেই ধরতে হবে। আমি খুবই নিশ্চিত যে, তোম্‌স্কির বহু আংশিক তত্ত্বগত ভুলভ্রান্তি আছে। আমরা যদি সবাই টেবিল ঘিরে বসে চিন্তারত হয়ে প্রস্তাব কিংবা থিসিস লিখতে শুরু করি তাহলে সেই সবগুলোকে সংশোধন করতে পারব, এমন কি সেঝঞ্ঝাটে না গিয়েও আমরা পারি। কেননা, সূক্ষ্ম তত্ত্বগত মতভেদ সংশোধন করার চেয়ে উৎপাদনের কাজ বেশি আগ্রহজনক।

এখন আমি আসছি 'শিল্পক্ষেত্রের গণতন্ত্রের' কথায় — বলতে পারেন,

বুখারিনের জন্য। আমরা খুব ভালভাবে জানি, দোষত্রুটি আছে প্রত্যেকেরই। মস্ত লোকেরও আছে ছোটখাটো দোষ-ত্রুটি। কথাটি বুখারিন সম্বন্ধেও খাটে। তিনি যেন যে-কোন সামান্য কথায়ও অলঙ্কারযোগ এড়াতে অপারগ। ৭ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে শিল্পক্ষেত্রের গণতন্ত্র সম্বন্ধে প্রস্তাব লিখতে তিনি যেন প্রায় ইন্দ্রিয়গত পরিতৃপ্তি লাভ করেছিলেন। কিন্তু এই 'শিল্পক্ষেত্রের গণতন্ত্রটাকে' আমি যতই খুঁটিয়ে দেখি ততই বেশি স্পষ্ট দেখতে পাই যে এটা নিতান্তই কাঁচা এবং তত্ত্বগতভাবে ভুয়ো। এটা একটা জগাখিচুড়ি ছাড়া কিছু নয়। এটাকে একটা দৃষ্টান্ত হিসেবে ধরে আমি আবারও বলতে চাই — অন্তত পার্টি সভায় বলতে চাই — 'কমরেড ন. ই. বুখারিন, বাচনিক অসংযম কমালে প্রজাতন্ত্র, তত্ত্ব এবং আপনি নিজেও উপকৃত হবেন।' **(হাততালি।)** শিল্পক্ষেত্র অপরিহার্য। গণতন্ত্র হল এমন একটা বর্গ যা কেবল রাজনীতিক্ষেত্রেই উপযোগী। বক্তৃতায় কিংবা প্রবন্ধে শব্দটা ব্যবহার করা হলে আপত্তি থাকতে পারে না। কোন প্রবন্ধ একটা সম্পর্ককে গ্রহণ করে এবং স্পষ্ট করে প্রকাশ করে, তার বেশি কিছু নয়। কিন্তু এটাকে একটা থিসিসে পরিণত করার চেষ্টা করার কথা শুনলে এবং এটাকে একটা স্লোগান হিসেবে দাঁড় কররার চেষ্টা দেখলে, 'হ্যাঁ' এবং 'না'গুলোকে সংযুক্ত করার চেষ্টা দেখলে এবং 'দুটো মতধারার মধ্য থেকে বেছে নিতে' হবে পার্টিকে, এমন কথা কেউ ত্রৎস্কির মতো বললে, শুনতে একেবারে অদ্ভুত লাগে। পার্টিকে কোন 'বাছাই করতেই' হবে কিনা, আর 'বাছাই করতেই' হবে এমন অবস্থায় পার্টিকে ফেলার জন্য নিন্দনীয় কে, সে-সম্বন্ধে আমি আলাদা আলোচনা করব। সবকিছু যে-অবস্থায় রয়েছে তাতে আমরা বলি: 'যা-ই হোক, দেখবেন 'শিল্পক্ষেত্রের গণতন্ত্রের' মতো স্লোগান যেন আরও কম বেছে নেওয়া হয় — যেসব স্লোগানের মধ্যে আছে কেবল বিভ্রান্তি, যেসব স্লোগান তাত্ত্বিক বিচারে ভুল।' ত্রৎস্কি এবং বুখারিন দু'জনেই অভিধাটাকে তত্ত্বগতভাবে ভেবে বের করতে অপারগ হয়ে শেষে পড়েছেন বিভ্রান্তির মধ্যে। 'শিল্পক্ষেত্রের গণতন্ত্র' ধারণাটি এমনসব বিষয় উপস্থাপিত করে যাতে তাঁরা আত্মহারা হয়ে পড়েন, একদম তা নয়। তাঁরা শিল্পোৎপাদনের উপর জোর দিতে এবং আরও বেশি মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে চেয়েছিলেন। কোন প্রবন্ধে কিংবা বক্তৃতায় একটাকিছুর উপর জোর দেওয়া এক জিনিস। সেটাকে একটা থিসিসের আকার দিয়ে পার্টিকে বেছে নিতে বলাটা একেবারে অন্য জিনিস। তাই আমি বলি:

এর বিরুদ্ধে ভোট দিন, কেননা এটা বিভ্রান্তি। শিল্পোৎপাদন অপরিহার্য, গণতন্ত্র তা নয়। শিল্পক্ষেত্রের গণতন্ত্র থেকে কিছু কিছু ডাহা ভুয়ো ধারণা সৃষ্টি হয়। একজনের ব্যবস্থাপনার ধারণার সমর্থন করা হয়েছিল মাত্র স্বল্পকাল আগে। আমরা সবকিছু জগাখিচুড়ি পাকিয়ে লোককে বিভ্রান্ত করতে পারি না: কখন আপনারা চান গণতন্ত্র, কখন একজনের ব্যবস্থাপনা, আর কখন একনায়কত্ব, তা তারা জানবে বলে আশা করতে পারেন কেমন করে। কিন্তু একনায়কত্বও আমরা ছাড়ব না কোনক্রমেই — আমি শুনতে পাচ্ছি আমার পিছনে বুখারিন গোঁ-গোঁ করছেন: 'খুব ঠিক।' (**উচ্চহাস্য। হাততালি।**)

কিন্তু এগোন যাক। সেপ্টেম্বর মাস থেকে আমরা পূর্বিতার নীতির বদলে সমতাবিধানের নীতি গ্রহণের কথা বলে আসছি। আর ঠিক তাই-ই আমরা বলেছি সারা-পার্টি সম্মেলনের প্রস্তাবে, যা কেন্দ্রীয় কমিটি অনুমোদন করেছে। বিষয়টা সহজ নয়। কেননা, আমরা দেখছি পূর্বিতার সঙ্গে সমতাবিধানের সংযুক্তি ঘটাতে হবে। কিন্তু, এই দুটো জিনিসকে খাপ খাওয়ান যায় না। তবে, সে যা-ই হোক, মার্কসবাদ সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান আমাদের তো আছেই বটে, পরস্পরের বিরুদ্ধ সেগুলোকে কিভাবে এবং কখন সংযুক্ত করা যায় এবং তা করতে হবেই, তা আমরা শিখেছি। আর যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটা হল এই যে, আমাদের বিপ্লবের সাড়ে-তিন বছরে আমরা বিপরীতগুলিকে যথার্থই সংযুক্ত করেছি বারবার।

হয়তো, বিষয়টা যা তাতে সদ্বিবেচনা এবং সর্বদিকে নজর থাকা আবশ্যক। যা-ই হোক, এইসব নীতি সংক্রান্ত প্রশ্ন নিয়ে আমরা তো আলোচনা করেছিলাম কেন্দ্রীয় কমিটির সেই শোচনীয় পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনগুলিতে* — যাতে সৃষ্টি হয়েছিল সাত এবং আটের গ্রুপ এবং কমরেড বুখারিনের প্রসিদ্ধ 'সংঘর্ষ-নিবারক গ্রুপ' (২০৯) — আর আমরা তো প্রতিপাদন করেছিলাম যে, পূর্বিতার নীতি থেকে সমতাবিধানের নীতিতে উত্তরণ সহজে হবার নয়। সেপ্টেম্বর সম্মেলনের সিদ্ধান্ত কার্যে পরিণত করতে আমাদের কিছুটা কঠোর প্রচেষ্টা লাগাতে হবে। যা-ই হোক, এইসব বিরুদ্ধ অভিধা সংযুক্ত

---

* ১৯২০ সালে নভেম্বর এবং ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনগুলির কথা বলা হচ্ছে। সেইসব অধিবেশনের প্রস্তাবগুলির জন্য দ্রষ্টব্য ১৯২০ সালের ১৩ নভেম্বরের ২৫৫ নং 'প্রাভদা' এবং ১৪ ডিসেম্বরের ২৮১ নং 'প্রাভদা' আর তাছাড়া ১৯২০ সালের ২০ ডিসেম্বরের ২৬ নং 'রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির 'ইজ্‌ভেস্তিয়া' ' (২১০)।

করে তৈরি হতে পারে বেসুরো আওয়াজ কিংবা ঐকতান। পূর্বতা বলতে বোঝায় একগুচ্ছ অত্যাবশ্যক শিল্পের মধ্য থেকে অধিকতর জরুরী বিধায় একটা শিল্পকে অগ্রাধিকার দেওয়া। এমন অগ্রাধিকারের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে থাকে কী? সেটা কত বড় হতে পারে? প্রশ্নটা কঠিন আর আমাকে বলতেই হচ্ছে, কেবল উৎসাহ-উদ্দীপনা দিয়ে এর মীমাংসা হবে না। যে-মানুষ বহু পরমোৎকৃষ্ট গুণের অধিকারী এবং উপযুক্ত কাজে বিস্ময়কর সাফল্য দেখাবে তার পক্ষেও এজন্য দরকার হতে পারে বীরোচিত কঠোর প্রচেষ্টার চেয়ে বেশি কিছু। এটা খুবই বিশেষ ধরনের ব্যাপার। এজন্য চাই সঠিক দৃষ্টিপাত। কাজেই, পূর্বতা এবং সমতাবিধানের এই প্রশ্নটা তুলতে হলে আমাদের সর্বাগ্রে এটা নিয়ে সযত্নে ভেবে দেখতে হবে। কিন্তু, কমরেড ত্রৎস্কির রচনায় ঠিক সেই জিনিসটাই আমরা দেখতে পাচ্ছি না। নিজ মূল থিসিসটাকে তিনি যতই বদলেছেন ততই বেশি বেশি ভুল করেছেন। তাঁর সর্বসাম্প্রতিক থিসিসে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা:

‘সমতাবিধানের ধারায় চলতে হবে **পরিভোগের** ক্ষেত্রে, অর্থাৎ, ব্যক্তি হিসেবে শ্রমজীবী মানুষের অস্তিত্বের পরিবেশে। **উৎপাদনের** ক্ষেত্রে পূর্বতার নীতি আমাদের পক্ষে দীর্ঘকাল যাবত চূড়ান্ত হয়ে থাকবে...’ (ত্রৎস্কির পুস্তিকার ৪১ থিসিস, ৩১ পৃষ্ঠা)।

এটা একটা আসল তত্ত্বগত জগাখিচুড়ি। এটা একেবারেই ভুল। পূর্বতা হল অগ্রাধিকার। কিন্তু অগ্রাধিকার পরিভোগ ব্যতিরেকে সেটা নিরর্থক। আমার প্রাপ্য যাবতীয় অগ্রাধিকার যদি হয় দৈনিক আউন্স-দুই রুটি, এমন অগ্রাধিকারের জন্য আমি আপনার কাছে খুব কৃতজ্ঞ হব না। পূর্বতায় অগ্রাধিকার বলতে পরিভোগেও অগ্রাধিকার বোঝায়। নইলে পূর্বতা তো একটা আজগুবী ধারণা, একখানা উড়ুক্কু মেঘ। কিন্তু, যা-ই হোক আমরা তো বস্তুবাদী। শ্রমিকেরাও বস্তুবাদী। আপনারা যদি বলেন ঝটিতি কাজের কথা, তারা বলবে, আমাদের রুটি, কাপড়চোপড় আর মাংস দেওয়া হোক। প্রতিরক্ষা পরিষদে (২১১) বিভিন্ন সুনির্দিষ্ট বিষয় প্রসঙ্গে এইসব প্রশ্ন নিয়ে অসংখ্য বার আলোচনা করতে গিয়ে এটাই হল এখন আমাদের বিবেচনার ধারা এবং বরাবরই তাই ছিল, যখন কেউ বলে: ‘আমি ঝটিতি কাজ করছি’ আর গজ্‌গজ্‌ করে বুটের জন্যে, আর অন্য একজন বলে: ‘আমার বুট চাই, নইলে তোমাদের ঝটিতি শ্রমিকেরা টিকবে না আর তোমাদের বেবাক পূর্বতা ভেস্তে যাবে।’

কাজেই আমরা দেখছি থিসিসে সমতাবিধান এবং পূর্বতার প্রতি

দৃষ্টিপাত মূলতই ভ্রান্ত। তাছাড়া, কার্যক্ষেত্রে যা যথার্থই অর্জিত এবং পরীক্ষিত হয়েছে তার থেকে এটা পিছু হটার ব্যাপার। আমরা তা মেনে নিতে পারি না। এতে কোন ফায়দা হবে না।

তারপর রয়েছে 'আশ্লেষণের' প্রশ্ন। 'আশ্লেষণ' সম্বন্ধে এই এখনই সবচেয়ে ভাল কাজ হল চুপচাপ থাকা। কথা যায় রুপোর দামে, আর নীরবতা সোনার দামে। এমনটা কেন? তার কারণ ইতিমধ্যেই আশ্লেষণ আমরা শুরু করেছি কার্যক্ষেত্রে। এমন একটাও বড় গুবের্নিয়া জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ নেই, জাতীয় অর্থনীতির সর্বোচ্চ পরিষদ, যোগাযোগ জন-কমিসারিয়েত, ইত্যাদিতে এমন একটাও প্রধান বিভাগ নেই যেখানে **কার্যক্ষেত্রে** কিছু-না-কিছু আশ্লিষ্ট হয় না। কিন্তু অভীষ্ট ফল কি পুরোপুরি হচ্ছে? ঐ, সেখানেই তো লেঠা। আশ্লেষণ **যথার্থ** কিভাবে ঘটান হয়েছে আর তার থেকে কী সৃষ্টি হয়েছে সেটা দেখুন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আশ্লেষণ চালু করার অগুন্তি ডিক্রি রয়েছে। কিন্তু আমাদের নিজেদের কার্যক্ষেত্রের অভিজ্ঞতার কার্যকর বিচার-বিশ্লেষণ এখনো বাকি আছে। এই সবকিছুর প্রকৃত ফলাফল এখনো আমাদের বিচার-বিবেচনা করে দেখতে হবে। বিশেষ একটা শিল্পে কোন একরকমের আশ্লেষণ থেকে কী সৃষ্টি হয়েছে, গুবের্নিয়া ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য 'ক' যখন গুবের্নিয়া জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদে 'আ'-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তখন কী ঘটেছিল, আশ্লেষণের কাজটি তিনি কত মাস করেছিলেন, ইত্যাদি আমাদের এখনো বের করতে হবে। যেখানে আমাদের ঘাটতি ঘটে নি সেটা হল একটা নীতি হিসেবে আশ্লেষণ উদ্ভাবন এবং সেই প্রক্রিয়ার মধ্যে ভুল করা। তবে কিনা এই ধরনের ব্যাপারে আমরা ব্যস্ত ছিলাম বরাবরই। কিন্তু, নিজেদের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ এবং যাচাইয়ের বেলায় আমরা যোগ্যতা দেখাতে পারি নি। বিভিন্ন কৃষি-এলাকায় উন্নততর চাষাবাদের আইন প্রয়োগ সম্বন্ধেই শুধু নয়, আশ্লেষণ বিচার-বিশ্লেষণ করার কমিটিগুলি, সারাতভ গুবের্নিয়া ময়দা-কল শিল্প, পেত্রগ্রাদ ধাতুশিল্প, দনবাস কয়লাশিল্প, ইত্যাদিতে আশ্লেষণ এবং তার ফলাফল সম্বন্ধেও যখন কমিটিগুলির সঙ্গে বিভিন্ন সোভিয়েতের কংগ্রেস হবে, আর এইসব কমিটি যখন তথ্যাদি আয়ত্ত করে বলবে, 'আমরা অমুক এবং অমুক বিষয় নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করেছি,' তখন আমি বলব, 'এখন আমরা ঠিক কাজটি ধরেছি, অবশেষে আমরা সাবালক হয়েছি!' কিন্তু আশ্লেষণের কাজ নিয়ে তিন বছর ব্যাপৃত থাকার পরে এখন আশ্লেষণ নিয়ে আমাদের সামনে মূলনীতি সম্পর্কে চুল-চেরা 'থিসিস' হাজির করা হচ্ছে, এর চেয়ে ভ্রান্ত এবং শোচনীয় আর কি

হতে পারত? আমরা আশ্লেষণের পথ ধরেছি। এটা ঠিক কাজই করা হয়েছে তাতে আমি নিশ্চিত। কিন্তু, আমাদের অভিজ্ঞতার ফলাফলের যথেষ্ট বিচার-বিশ্লেষণ আমরা এখনো করি নি। এই কারণেই আশ্লেষণের বিষয়ে চুপচাপ থাকাই একমাত্র কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন কৌশল।

কার্যক্ষেত্রের অভিজ্ঞতার বিচার-বিশ্লেষণ করা চাই-ই। কার্যক্ষেত্রে আশ্লেষণের নির্দেশ যাতে আছে এমনসব ডিক্রিতে এবং প্রস্তাবে আমি সই দিয়েছি। কোন তত্ত্ব তো কর্মের অর্ধেক গুরুত্বসম্পন্নও নয়। এই কারণেই, যখন আমি শুনি, 'আলোচনা করা যাক 'আশ্লেষণ' নিয়ে', তখন আমি বলি, 'আমরা যা করেছি সেটাকে বিশ্লেষণ করা যাক।' সন্দেহ নেই, আমরা অনেক ভুল করেছি। এমনটা সম্ভব যে, আমাদের ডিক্রিগুলির একটা মোটা অংশকে সংশোধন করা দরকার। সেটা আমি মানছি। কেননা, ডিক্রি নিয়ে আমি একটুও তন্ময় নই। কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে কী বদলান দরকার সে-সম্বন্ধে কিছু কিছু কাজের প্রস্তাব আসুক। সেটাই হবে কার্যকর ধরন। এতে সময়ের অপচয় হবে না। তার থেকে আমলাতান্ত্রিক পরিকল্পনা দেখা দেবে না। কিন্তু আমি দেখছি, ত্রৎস্কির পুস্তিকার ষষ্ঠভাগে তাঁর 'ব্যবহারিক সিদ্ধান্তসমূহে' গোলটা ঠিক সেখানেই। তিনি বলেছেন, সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন পরিষদ এবং জাতীয় অর্থনীতির সর্বোচ্চ পরিষদের সভাপতিমণ্ডলীর তৃতীয়াংশ থেকে অর্ধেক সদস্যের কাজ করা দরকার উভয় সংস্থায়, আর কলেজিয়মগুলিতে কাজ করা দরকার অর্ধেক থেকে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের, ইত্যাদি। তা কেন? কোন বিশেষ কারণ নেই 'হাতুড়ে প্রণালী' আর কি! এটা অবশ্য সত্য যে, আমাদের ডিক্রিগুলিতে অনুরূপ অনুপাত ধার্য করায় 'হাতুড়ে প্রণালী' অনেক সময়ে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কিন্তু কথা হল, ডিক্রিতে সেটা অবশ্যম্ভাবী কেন? কেবল ডিক্রি বলেই আমি সমস্ত ডিক্রি সমর্থন করি না। সেগুলি আসলে যা তার চেয়ে ভাল বলে দেখাবার কোন অভিপ্রায়ও আমার নেই। সেগুলিতে মোট সদস্যদের অর্ধেক কিংবা তৃতীয়াংশ, ইত্যাদি নিছক ইচ্ছামতো অনুপাত ধার্য করার জন্য এই হাতুড়ে প্রণালী প্রায়ই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কোন ডিক্রিতে তেমনটা বলা হলে তার অর্থ হল: এইভাবে পরখ করে দেখো — পরে আমরা তোমাদের 'পরখ-করার' ফলাফলের হিসেব কষব। আমরা পরে ফলাফলগুলি বাছাই করব। সেগুলোকে বাছাই করার পরে আমরা এগোব। আমরা কাজ করছি আশ্লেষণ নিয়ে। আশা করি এটাকে আমরা উন্নততর করতে পারব কেননা, আমরা হয়ে উঠছি আরও কর্মদক্ষ, আরও কর্মিষ্ঠমনা।

কিন্তু আমি যেন 'উৎপাদন-প্রচারের' মধ্যে পড়ে গেছি। এছাড়া গত্যন্তর নেই! উৎপাদনে ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা নিয়ে যে-কোন আলোচনায়ই এই প্রশ্নটি বিচার্য বৈকি।

কাজেই, আমার পরবর্তী আলোচ্য বিষয় হল উৎপাদন-প্রচার। এটাও আবার ব্যবহারিক ব্যাপার এবং তদনুসারেই বিচার্য। উৎপাদন-প্রচার চালাবার জন্য বিভিন্ন সরকারী সংস্থা ইতিমধ্যেই স্থাপন করা হয়েছে। সেগুলো ভাল না মন্দ তা আমি বলতে পারছি না। সেগুলোকে পরখ করে দেখতে হবে। এই বিষয়ে কোন 'থিসিসের' দরকার নেই আদৌ।

শিল্পক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়নের পালনীয় ভূমিকা নিয়ে সাধারণভাবে বিবেচনা করতে গেলে এই গণতন্ত্র-সংক্রান্ত প্রশ্নে আমাদের সচরাচরের গণতান্ত্রিকতার কার্যাদি ছাড়িয়ে যাবার দরকার নেই। 'শিল্পক্ষেত্রের গণতন্ত্রের' মতো কায়দা-করা কোন বুলি থেকে কিছু ফায়দা হবে না। কেননা, ওগুলো একেবারেই ভুল। এই হল প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা হল উৎপাদন-প্রচার। সংস্থাগুলি রয়েছে। ত্রৎস্কির থিসিসে উৎপাদন-প্রচার নিয়ে আলোচনা আছে। সেটা একেবারেই অকেজো। কেননা, এক্ষেত্রে 'থিসিস' সাবেকী ব্যাপার। সংস্থাগুলি ভাল না মন্দ তা আমরা এখনো জানি না। কিন্তু সেগুলিকে কাজের মধ্যে যাচাই করে তা আমরা বলতে পারব। কিছুটা বিচার-বিশ্লেষণ করে এবং মত নিয়ে দেখা যাক। ধরা যাক, যেমন কিনা, একটা কংগ্রেসের আছে ১০টা কমিটি, তার প্রত্যেকটাতে ১০ জন সদস্য, সেখানে জিজ্ঞাসা করা যাক: 'উৎপাদন-প্রচার নিয়ে তুমি কাজ করছ, করছ তো? ফলাফল কী হল?' এটার বিচার-বিশ্লেষণ করে, যাদের কৃতি বিশেষভাবে ভাল তাদেরকে আমাদের পুরস্কৃত করা উচিত, আর যা অকৃতকার্য প্রতিপন্ন হবে তা বাদ দেওয়া উচিত। কার্যক্ষেত্রের কিছু অভিজ্ঞতা তো আমাদের আছে। সেটা তত বেশি না হতে পারে, কিন্তু রয়েছে তো বটে। অথচ তার থেকে আমাদের পিছনে টেনে নিয়ে ফেলা হচ্ছে এইসব 'নীতি সংক্রান্ত থিসিসে'। এটা তো দেখতে নয় 'ট্রেড ইউনিয়নবাদ', অপেক্ষা 'প্রতিক্রিয়াশীল' গতিরই ঘনিষ্ঠতর।

৪২ খণ্ড, ২০২-২১৫ পৃঃ

সমন্বিত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা

এই বিষয়ে যা বলা এবং লেখা হচ্ছে সেটা রেখে যাচ্ছে অত্যন্ত যন্ত্রণাকর একটা ছাপ। ধরুন 'একনমিচেস্কায়া জিজ্‌ন'-এ (২১২) ল. ক্রিৎস্‌মানের প্রবন্ধগুলি (প্রথমটা ১৪ ডিসেম্বর, ১৯২০; দ্বিতীয়টা ২৩ ডিসেম্বর; তৃতীয়টা ৯ ফেব্রুয়ারি; চতুর্থটা ১৬ ফেব্রুয়ারি এবং পঞ্চমটা ২০ ফেব্রুয়ারি)। তাতে আছে শুধু ফাঁকা বুলি আর কথার কাটনা কাটা। এক্ষেত্রে যা করা হয়েছে সেটা বিবেচনা করতে, সেটাকে সযত্নে বিচার-বিশ্লেষণ করতে অস্বীকৃতি — আর কিছুই নয়। তথ্য আর উপাত্তের কোন যথার্থ বিচার-বিশ্লেষণ করার বদলে সেগুলো নিয়ে অধ্যয়নটা কিভাবে ধরতে হয় সে-সম্বন্ধে পরিচিন্তনের পাঁচটা লম্বা প্রবন্ধ।

ধরুন মিলিউতিনের থিসিসগুলি ('একনমিচেস্কায়া জিজ্‌ন', ১৯ ফেব্রুয়ারি), কিংবা লারিনের থিসিসগুলি (ঐ, ২০ ফেব্রুয়ারি); বিভিন্ন 'দায়িত্বশীল' কমরেডের বক্তৃতা শুনুন: ক্রিৎস্‌মানের প্রবন্ধগুলির মতো সেই একই মূল ত্রুটি রয়েছে তাঁদের সবারই। তাঁরা সবাই দেখান চূড়ান্ত একঘেঁয়ে বুজরুকি, তার মধ্যে শ্রেণীপরম্পরা নিয়ম, ইত্যাদি সম্বন্ধে বিস্তর বকবকানি। এই পণ্ডিতিপনার পাল্লা সাহিত্যঘটিত প্রসঙ্গ থেকে আমলাতান্ত্রিক অবধি বিস্তৃত — যাবতীয় ব্যবহারিক প্রচেষ্টা বাদ দিয়ে।

তবে অত্যাবশ্যক কাজ যা করা হয়েছে, যেটাকে চালিয়ে যাওয়া দরকার, সেটার প্রতি নাক-উঁচান আমলাতান্ত্রিক তাচ্ছিল্যটা হল আরও বিশ্রী ব্যাপার। শ্রমস্বীকার করে আমাদের নিজেদের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার চিন্তাশীল বিচার-বিশ্লেষণের জায়গায় বারবার যৎপরোনাস্তি শূন্যগর্ভ 'থিসিস রচনা' এবং পরিকল্পনা আর স্লোগানের পাঁচন।

সমন্বিত অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রশ্ন বিষয়ে একমাত্র ঐকান্তিক কাজ হল 'রাশিয়া সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের বিদ্যুৎসজ্জার

পরিকল্পনা', অষ্টম সোভিয়েত কংগ্রেসে 'গোয়েল্‌রো' (রাশিয়ার বিদ্যুৎসজ্জা সম্বন্ধে রাষ্ট্রীয় কমিশন)-এর বিবরণী, যা ১৯২০ সালের ডিসেম্বরে প্রকাশিত এবং ঐ কংগ্রেসে (২১৩) বিলি হয়। একটা সমন্বিত অর্থনৈতিক পরিকল্পনার রূপরেখা এতে তুলে ধরা হয়েছে; এটা একটা মোটামুটি খসড়া তো বটেই, শুধু সেইভাবেই এটাকে রচনা করছেন প্রজাতন্ত্রের সবচেয়ে সেরা বিশেষজ্ঞরা; সেটা তাঁরা করেছেন প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ সংস্থাগুলির নির্দেশ অনুসারে। এই বইখানার কাহিনী বলে এবং এটার মর্মবস্তু আর তাৎপর্যের বর্ণনা দিয়ে হোমরাচোমরাদের অজ্ঞতাপ্রসূত আত্মসন্তুষ্টি এবং কমিউনিস্ট দিগ্‌গজদের বোদ্ধাগিরির আত্মগর্বের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের খুবই অনাড়ম্বর সূচনা করতে হবে আমাদের।

একবছরের বেশি কাল আগে — ১৯২০ সালের ২-৭ ফেব্রুয়ারি — সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির অধিবেশন বসে, তাতে বিদ্যুৎসজ্জা সম্বন্ধে গৃহীত সিদ্ধান্তে বলা হয়:

> '...পরিবহণ সুব্যবস্থিত করা, জালানি আর খাদ্য সংকটের মোকাবিলা করা, মহামারী প্রতিরোধ করা এবং সুশৃঙ্খল শ্রমবাহিনী গড়ার সমুপস্থিত অত্যাবশ্যক জরুরী কাজগুলির পাশাপাশি এখন সোভিয়েত রাশিয়ার এই প্রথম সুযোগ হয়েছে এখন অপেক্ষাকৃত সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়ন শুরু করা যেতে পারে, বিজ্ঞানসম্মত ধারায় একটা দেশজোড়া রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রচনা করে অবিচলিত থেকে সেটাকে হাসিল করা যেতে পারে। বিদ্যুৎসজ্জার মুখ্য গুরুত্ব বিবেচনায় রেখে... শিল্প, কৃষি আর পরিবহণের পক্ষে বিদ্যুৎসজ্জার গুরুত্ব সম্বন্ধে অবহিত থেকে..., ইত্যাদি, ইত্যাদি... এই কমিটি জাতীয় অর্থনীতির সর্বোচ্চ পরিষদকে এই প্রাধিকার দেবার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে যে, কৃষি জন-কমিসারিয়েতের সঙ্গে মিলে সেটা বিদ্যুৎকেন্দ্রসমূহের একটা সমগ্র ব্যবস্থা নির্মাণের প্রকল্প রচনা করবে...'

এটা তো মনে হয় বেশ স্পষ্টই, নয় কি? 'বিজ্ঞানসম্মত ধারায় একটা দেশজোড়া রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রচনা' — আমাদের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের গৃহীত সিদ্ধান্তে এই কথাগুলি পড়ে কিছু ভুল বোঝা সম্ভব কি? 'বিশেষজ্ঞদের' কাছে যাঁরা নিজেদের কমিউনিজমের বড়াই করেন সেইসব দিগ্‌গজ আর হোমরাচোমরারা যদি এই সিদ্ধান্তটার কথা না জানেন তাহলে তাঁদেরকে আমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে হয় যে, আমাদের আইন-কানুন সম্বন্ধে অজ্ঞতা তো কোন যুক্তি নয়।

সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে জাতীয় অর্থনীতির সর্বোচ্চ পরিষদের সভাপতিমণ্ডলী বিদ্যুৎ বিভাগের অধীনে

স্থাপিত বিদ্যুৎসজ্জা কমিশনটিকে পাকা করে দেয় ১৯২০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি, তারপর প্রতিরক্ষা পরিষদ অনুমোদন করে 'গোয়েল্‌রো' সংক্রান্ত সংবিধি, কৃষি জন-কমিসারিয়েতের সঙ্গে মিলে সেটার গঠন নির্ধারণ এবং অনুমোদন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল জাতীয় অর্থনীতির সর্বোচ্চ পরিষদকে। ১৯২০ সালের ২৪ এপ্রিল 'গোয়েল্‌রো' বের করে সেটার ১ নং 'বুলেটিন', তাতে থাকে কাজকর্মের বিস্তারিত কর্মসূচি এবং বিভিন্ন এলাকার কাজ পরিচালনার জন্য কতকগুলি সাব-কমিশনে নিযুক্ত দায়িত্বশীল ব্যক্তি, বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়র, কৃষিবিদ এবং পরিসংখ্যানবিদদের নামের তালিকা, তার সঙ্গে থাকে প্রত্যেকের হাতে-নেওয়া নির্দিষ্ট কার্যভার। ব্যক্তিদের এবং তাঁদের কার্যভারের তালিকা রয়েছে ১ নং 'বুলেটিন'-এর ছাপান দশ পৃষ্ঠা জুড়ে। জাতীয় অর্থনীতির সর্বোচ্চ পরিষদ, কৃষি জন-কমিসারিয়েত এবং যোগাযোগ জন-কমিসারিয়েতের প্রাপ্তিসাধ্য সেরা প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের কাজে লাগান হয়েছে।

'গোয়েল্‌রো'-র প্রচেষ্টায় পয়দা হয়েছে এই বড়সড় — এবং প্রথম শ্রেণীর — বৈজ্ঞানিক প্রকাশনা। এতে কাজ করেছেন ১৮০ জনের বেশি বিশেষজ্ঞ। 'গোয়েল্‌রো'-র কাছে তাঁদের হাজির-করা রচনাগুলির তালিকায় রয়েছে ২০০টার বেশি দফা। প্রথমে রয়েছে এইসব রচনার একটা সংক্ষিপ্তসার (বইখানার প্রথম ভাগ, সেটা ২০০ পৃষ্ঠার বেশি): ক) বিদ্যুৎসজ্জা এবং রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা; তারপর খ) জালানি সরবরাহ (তার মধ্যে **আগামী দশ বছরে** রাশিয়া সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের বিস্তারিত 'জালানি বাজেট', তার সঙ্গে আবশ্যক লোকবলের হিসাব); গ) জল-শক্তি; ঘ) কৃষি; ঙ) পরিবহণ; এবং চ) শিল্প।

প্রায় দশ বছর জুড়ে এই পরিকল্পনা; এতে শ্রমিকসংখ্যা এবং ক্ষমতার পরিমাণ (১০০০ অশ্বশক্তি মাপে) নির্দেশ করা হয়েছে। এটা অবশ্য কাঁচা খসড়া মাত্র, এতে ভুলচুক থাকতে পারে, আর এটা হল 'স্থূলমান', কিন্তু সত্যিকারের বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনা। প্রত্যেকটা প্রধান দফা এবং প্রত্যেকটা শিল্পের জন্য বিশেষজ্ঞদের যথাযথ হিসাব রয়েছে। একটা ছোট্ট দৃষ্টান্ত দিচ্ছি: পাকা চামড়া, মাথাপিছু দু'জোড়া হিসেবে পাদুকা (৩০ কোটি জোড়া), ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁদের হিসাব রয়েছে। ফলে পাওয়া গেছে বিদ্যুৎসজ্জার বৈষয়িক এবং আর্থিক (সোনার রুব্‌ল হিসাবে) ব্যালান্সশীট (প্রায় ৩৭ কোটি কর্মদিন, এত বস্তা সিমেন্ট, এতখানা ইঁট, এত পুদ্‌ লোহা, তামা এবং অন্যান্য জিনিস, এত টারবাইন জেনারেটর ক্ষমতা,

ইত্যাদি)। আগামী দশ বছরে প্রসেসিংশিল্পে ৮০ শতাংশ, নিষ্কাশন শিল্পে ৮০-১০০ শতাংশ বৃদ্ধি এতে বিবেচনায় ধরা হয়েছে ('খুবই মোটামুটি রকম হিসাবে')। স্বর্ণ তহবিল ঘাটতি (+ ১১০০ কোটি এবং − ১৭০০ কোটি: মোট প্রায় ৬০০ কোটির ঘাটতি) 'মেটান যেতে পারে কনসেশন এবং ক্রেডিটে কারবারের সাহায্যে'।

স্থানীয় প্রথম ২০টা বাষ্পীয়-বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং ১০টা জলবিদ্যুৎকেন্দ্রের নির্মাণস্থল এবং প্রত্যেকটার অর্থনৈতিক গুরুত্বের বিবরণ এতে দেওয়া হয়েছে।

একই বইয়ে সাধারণ সংক্ষিপ্তসারের পরে রয়েছে প্রত্যেকটা এলাকার জন্য নির্মাণস্থাপনাগুলির একটা তালিকা: উত্তর, মধ্য-শিল্প (প্রচুর বৈজ্ঞানিক উপাত্তের ভিত্তিতে উভয়ই যথাযথ বিস্তারিতভাবে সুপরিকল্পিত), দক্ষিণ, ভোলগা অঞ্চল, উরাল অঞ্চল, ককেশাস (ককেশাসের বিভিন্ন প্রজাতন্ত্রের মধ্যে অর্থনৈতিক চুক্তি হবার আশায় ককেশাসকে ধরা হয়েছে সমগ্রভাবে), পশ্চিম সাইবেরিয়া এবং তুর্কিস্তান। এর প্রত্যেকটা এলাকার জন্যে বিদ্যুৎকেন্দ্রের পরিকল্পনা আছে শুধু প্রথম পর্যায়ের জন্য নয়; তারপর এসেছে 'গোয়েল্‌রো কর্মসূচি-ক', অর্থাৎ **বিদ্যমান** বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলিকে সবচেয়ে যুক্তিসম্মত এবং সঞ্চয়ী ধারায় ব্যবহার করার পরিকল্পনা। আর-একটা ছোট্ট দৃষ্টান্ত: হিসাব করে দেখা গেছে, পেত্রগ্রাদের বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলির (উত্তর এলাকা) একটা গ্রিড্‌ থেকে নিম্নলিখিতরূপ সাশ্রয় হতে পারে (৬৯ পৃঃ): ক্ষমতার প্রায় অর্ধেক চালিয়ে দেওয়া যেতে পারে মুর্মানস্ক আর আর্খাঙ্গেলস্কের মতো উত্তুরে গাছ-চালানের এলাকাগুলিতে, ইত্যাদি। তার ফলে দারু-কাঠ উৎপাদন এবং রপ্তানি যা বাড়বে তার থেকে **'আগামী আশু কালপর্যায়ে বছরে ৫০ কোটি রুব্‌ল অবধি দামের বৈদেশিক মুদ্রা'** পাওয়া যেতে পারে।

'আমাদের উত্তর অঞ্চলের দারু-কাঠ বিক্রি থেকে বার্ষিক আয় আগামী কয়েক বছরে আমাদের স্বর্ণ তহবিলের একেবারে সমানই হতে পারে' (ঐ, ৭০ পৃঃ) — অবশ্য যদি আমরা পরিকল্পনা সম্বন্ধে বলা বন্ধ করে ইতিমধ্যে আমাদের বিজ্ঞানীদের রচিত পরিকল্পনাটাকে বিচার-বিশ্লেষণ এবং **প্রয়োগ করতে** শুরু করি।

আমি আরও বলতে চাইছি যে, আরও কতকগুলি দফা সম্বন্ধে আমাদের একটা প্রাথমিক কর্ম-নির্ঘণ্ট রয়েছে (সেটা অবশ্য সমস্ত দফা সম্বন্ধে নয়)। এটা সার্ব পরিকল্পনার চেয়ে বেশিকিছু: এটা হল ১৯২১

থেকে ১৯৩০ সাল অবধি প্রত্যেক বছরে যতগুলি বিদ্যুৎকেন্দ্র সংযুক্ত করা যেতে পারে এবং যে-অনুপাতে বিদ্যমান বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলিকে বড় করা যেতে পারে তার হিসাব (আবারও, আমি এখনই যা বলেছি সেটা করতে আমরা যদি শুরু করি, কিন্তু আমাদের বুদ্ধিমন্ত পণ্ডিতবর্গ এবং আমলাতান্ত্রিক হোমরাচোমরাদের যা হালচাল তাতে সেটা সহজ নয়)।

জার্মানির দিকে তাকালে 'গোয়েল্‌রো'-র প্রচেষ্টার পরিসর এবং মূল্য স্পষ্ট ফুটে ওঠে। সেখানে বিজ্ঞানী বাল্লোড অনুরূপ জিনিস প্রস্তুত করেছিলেন: জার্মানির সমগ্র অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনা তিনি রচনা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর দেশটা পুঁজিতান্ত্রিক বলে পরিকল্পনাটা কখনও চালু হয় নি। সেটা একান্ত প্রচেষ্টা এবং সাহিত্য রচনা অনুশীলন হয়েই থেকে গেছে। এখানে আমাদের বেলায় এটা ছিল রাষ্ট্রীয় কার্যভার, যাতে শত শত বিশেষজ্ঞ সমবেত করে বিজ্ঞানসম্মত ধারায় সমন্বিত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা পয়দা করা হয় ১০ মাসের মধ্যে (আমরা গোড়ায় যা মনস্থ করেছিলাম সেই দু'মাসে নয় বটে)। এই কাজটার জন্য আমরা গর্ববোধ করতে হকদার সর্বতোভাবেই; এটাকে **কিভাবে** কাজে লাগান দরকার সেটা এখন আমাদের **বুঝতে হবে। এই ব্যাপারটা** বুঝতে না-পারার বিরুদ্ধেই এখন আমাদের মোকাবিলা করা চাই।

সোভিয়েতগুলির অষ্টম কংগ্রেসের সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে: '...এই কংগ্রেস... **রাশিয়ার বিদ্যুৎসজ্জা পরিকল্পনা রচনায় জাতীয় অর্থনীতির সর্বোচ্চ পরিষদ,** ইত্যাদির, বিশেষত 'গোয়েল্‌রো'-র **কাজ অনুমোদন করছে... বিরাট অর্থনৈতিক উদ্যোগে প্রথম পদক্ষেপ** বলে মনে করছে এই পরিকল্পনাটিকে... একেবারে অতি সত্বর **পরিকল্পনাটিতে সমাপ্তিকর অদলবদল করে সেটাকে অনুমোদন করার ক্ষমতা** দিচ্ছে সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি, ইত্যাদিকে... পরিকল্পনাটিকে **খুবই ব্যাপকভাবে সাধারণ্যে প্রচার করার** যাবতীয় ব্যবস্থা নেবার ক্ষমতা দিচ্ছে... এই পরিকল্পনা নিয়ে অধ্যয়ন হওয়া চাই **কোনটাকে বাদ না দিয়ে প্রজাতন্ত্রের সমস্ত শিক্ষায়তনের** পাঠ্যক্রমে একটা বিষয়,' ইত্যাদি।

আমাদের যন্ত্রটার, বিশেষত এটার উপরতলার আমলাতান্ত্রিক এবং বোদ্ধাগিরির দোষ-ত্রুটি সবচেয়ে দগদগে হয়ে প্রকাশ পেয়েছে এই প্রস্তাবের প্রতি মস্কোর কিছু লোকের মনোভাবে এবং এটাকে তাদের বিকৃত করার চেষ্টার মধ্যে, এই বিকৃতি এতদূর যাতে তারা এটাকে উপেক্ষা করে একেবারেই। রচিত পরিকল্পনাটিকে বিজ্ঞাপিত করার বদলে দিগ্‌গজেরা পরিকল্পনা

রচনা শুরু করার কায়দা সম্বন্ধে নানা থিসিস আর শূন্যগর্ভ নিবন্ধ পয়দা করছেন! হোমরাচোমরারা নিছক আমলাতান্ত্রিক ধাঁচে জোর দিচ্ছেন পরিকল্পনাটিকে 'অনুমোদন করার' প্রয়োজনের উপর, তাতে তাঁরা বোঝান না বিভিন্ন নির্দিষ্ট কার্যভার (বিভিন্ন শিল্পস্থাপনা নির্মাণের তারিখ, বিভিন্ন জিনিস বিদেশে কেনা, ইত্যাদি), তাঁরা দিতে চান একটা তালগোল পাকান ধারণা, যেমন কোন **নতুন** পরিকল্পনা রচনার ব্যাপার! এর থেকে যে ভুল ধারণা সৃষ্টি হয় সেটা বিকট, আর বলা হচ্ছে নতুনটাকে নিয়ে এগবার আগে পুরনোটাকে আংশিকভাবে পুনরুদ্ধার করার কথা। বলা হচ্ছে, বিদ্যুৎসজ্জাটা হল 'বিদ্যুতে-উদ্ভট' গোছের ব্যাপার। আমাদের উদ্দেশে প্রশ্ন করা হচ্ছে, গ্যাসসজ্জাই বা নয় কেন; তারা আরও বলে, 'গোয়েল্‌রো' বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞে ভরা, তাতে কমিউনিস্ট তো মুষ্টিমেয়; সার্ব পরিকল্পনা কমিশনে কর্মী দেবার বদলে 'গোয়েল্‌রো'-র উচিত বিশেষজ্ঞ কর্মী যোগান, ইত্যাদি।

এই মতানৈক্যেই আছে বিপদ, কেননা এতে প্রকাশ পাচ্ছে কাজ করতে অক্ষমতা এবং বোদ্ধাগিরি আর আমলাতান্ত্রিক আত্মসন্তুষ্টির প্রাদুর্ভাব। 'উদ্ভট' পরিকল্পনার উদ্দেশে ব্যঙ্গোক্তি, গ্যাসসজ্জা নিয়ে প্রশ্ন, ইত্যাদি দিয়ে ফাঁস হয়ে যায় আত্মগর্বী মূর্খের স্বরূপ। কত বড় গোস্তাকি, যা পয়দা করতে লেগেছে প্রথম শ্রেণীর বিশেষজ্ঞদের একটা বাহিনী তাতে তারা খুঁত ধরার চেষ্টা করছে স্বচ্ছন্দে। মামুলি চটুল ইয়ারকি দিয়ে এটাকে তুচ্ছ করার চেষ্টা এবং 'অনুমোদন আটকে রাখার' অধিকার নিয়ে মুরুব্বিয়ানার ভড়ং লজ্জার ব্যাপার নয় কি?

বিজ্ঞানের কদর করতে শেখা এবং অপটু আর আমলাদের 'কমিউনিস্ট' আত্মগর্ব ছাড়ার সময় হয়ে গেছে; নিজেদের অভিজ্ঞতা আর চলিতকর্ম প্রয়োগ করে প্রণালীবদ্ধভাবে কাজ করতে শেখার সময় হয়ে গেছে।

'পরিকল্পনা' থেকে স্বভাবতই দেখা দেয় অন্তহীন তর্ক-বিতর্ক আর আলোচনা, তা তো বটেই, কিন্তু আমাদের সামনেকার একমাত্র বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনা নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করতে লেগে যাওয়াই যখন কাজটা তখন পরিকল্পনা গঠনের 'নীতি' নিয়ে নানা সাধারণ উক্তি আর বিতর্কে ব্যাপৃত হওয়া চলতে পারে না। **কার্যগত** অভিজ্ঞতা এবং আরও বিস্তারিত বিচার-বিশ্লেষণের ভিত্তিতে এটাকে আমাদের সংশোধন করার কাজে লাগা দরকার। 'অনুমোদন দেওয়া' কিংবা 'আটকে রাখার' অধিকার অবশ্য সবসময়ে হাতে

রাখেন হোমরাচোমরারা। অধিকারটা সম্বন্ধে স্থিরমস্তিষ্কে বিবেচনা করলে, আর অষ্টম কংগ্রেস যে-পরিকল্পনাটাকে সমর্থন করে আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে ব্যাপকতম পরিসরে সাধারণ্যে প্রচারের জন্য সেটাকে অনুমোদন করা সম্বন্ধে কংগ্রেসের সিদ্ধান্তটাকে যুক্তিসম্মত ধারায় অধ্যয়ন করলে দেখা যায়, অনুমোদন বলতে বুঝতে হবে একপ্রস্ত ফরমাশ দেওয়া এবং কতকগুলি নির্দেশ দেওয়া, যেমন কোন সময়, যেখানে কোন কোন জিনিস কিনতে হবে, যেসব নির্মাণকাজ শুরু করা দরকার, কোন কোন মালমশলা সংগ্রহ করে চালান দেওয়া দরকার, ইত্যাদি। অন্যদিকে, আমলাতান্ত্রিক বিবেচনাধারায় 'অনুমোদন' বলতে বোঝায় হোমরাচোমরাদের খামখেয়ালী কাজকর্ম, লালফিতের গড়িমসি, তদন্ত-কমিশন খেলা, যা-কিছু চালু আছে তা নিয়ে আদত আমলাতান্ত্রিক ধাঁচে তালগোল পাকান।

আরও একটা দিক থেকে বিষয়টাকে লক্ষ্য করা যাক। বিভিন্ন বিদ্যমান ব্যবহারিক পরিকল্পনা এবং সেগুলিকে বাস্তবে হাসিল করার সঙ্গে বিদ্যুৎসজ্জার বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনাটিকে সংযুক্ত করার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। এটা করতে হবেই, তাতে স্বভাবতই কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। কিন্তু এটা করতে হবে কীভাবে? সেটা বের করতে হলে অর্থনীতিবিদ, লেখক আর পরিসংখ্যানবিদদের সাধারণভাবে পরিকল্পনা সম্বন্ধে বকবকানি থামিয়ে আমাদের পরিকল্পনাগুলির সংসাধন, এই ব্যবহারিক ব্যাপারে আমাদের ভুল-ভ্রান্তি এবং সেগুলো সংশোধন করার উপায় সম্বন্ধে বিস্তারিত বিচার-বিশ্লেষণের কাজে লাগতে হবে। নইলে আমাদের চলতে হবে আন্দাজে হাতড়ে-হাতড়ে। আমাদের কার্যগত অভিজ্ঞতার এই রকমের বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়াও থেকে যাচ্ছে পরিচালন কৌশল-সংক্রান্ত ছোট্ট ব্যাপারটা। পরিকল্পনা কমিশন আমাদের হয়েছে ঢের ছাড়িয়ে আরও। ইভান ইভানভিচের অধীন বিভাগ থেকে দু'জনকে নিয়ে পাভেল পাভ্‌লভিচের অধীন বিভাগ থেকে একজনের সঙ্গে এক করে দেওয়া হোক, কিংবা তার উলটোটা। সাধারণ পরিকল্পনা কমিশনের কোন সাব-কমিশনের সঙ্গে তাদের জুড়ে দেওয়া হোক। এই সবকিছু মিলিয়ে যা দাঁড়ায় সেটা স্রেফ পরিচালন কৌশল মাত্র। বিভিন্ন ধরন পরখ করে দেখতে হবে, বেছে নিতে হবে সবচেয়ে ভালটা, সেটা তো প্রাথমিক ব্যাপার।

মোদ্দা কথাটা হল এই যে, এখনো আমাদের শিখতে হবে বিষয়টাকে হাতে নেবার ধরন-সংক্রান্ত বিদ্যাটা, আর উত্তম কাজের দেখা দেয় জায়গায় বোদ্ধাগিরি আর আমলাতান্ত্রিক পরিকল্পন। আমাদের রয়েছে এবং ছিল

চলতি খাদ্য পরিকল্পনা এবং জালানি পরিকল্পনা, দুটোতেই রয়েছে দগদগে ভুল-ভ্রান্তি। সেটা সন্দেহাতীত। কিন্তু কর্মদক্ষ অর্থনীতিবিদ শূন্যগর্ভ থিসিস লেখার বদলে তথ্যাদি বিচার-বিশ্লেষণের কাজে লেগে যাবেন, বিশ্লেষণ করবেন আমাদের নিজেদের কার্যগত অভিজ্ঞতা। ভুলটা ঠিক কোথায় সেটা দেখিয়ে দিয়ে তিনি প্রতিকারের উপায় বাতলাবেন। এই রকমের বিচার-বিশ্লেষণ থেকে কর্মদক্ষ পরিচালক আঁচ করতে পারবেন কী রকমের বদলি, নথির অদলবদল, নতুন প্রশাসনযন্ত্রের নিয়োগ, ইত্যাদি বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করা কিংবা চালু করা দরকার। দেখছেন তো, আমরা করছি নে তেমন কিছুই।

কমিউনিস্ট এবং বিশেষজ্ঞদের মধ্যে, পরিচালক এবং বিজ্ঞানী আর লেখকদের মধ্যে সম্পর্ক বিষয়ে ভুল দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেই রয়েছে প্রধান ত্রুটিটা। এতে আদৌ কোন সন্দেহই নেই যে, অন্য যে-কোন আরব্ধ কাজের মতো সমন্বিত অর্থনৈতিক পরিকল্পনারও কোন কোন দিকের জন্য আবশ্যক হয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা কিংবা কেবল কমিউনিস্টদের সিদ্ধান্ত। সন্দেহ নেই যে, সেই রকমের নতুন নতুন অবস্থা একেবারে সামনে এসে পড়তে পারে সবসময়েই। সেটা কিন্তু বিষয়টা নিয়ে বিবেচনা করার নিছক বিমূর্ত ধরন। ঠিক এখনই আমাদের কমিউনিস্ট লেখকেরা এবং পরিচালনকর্তারা চলছেন একেবারেই ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, কেননা তাঁরা বুঝতে পারেন নি যে, এক্ষেত্রে আমরা যতটা পারি বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞ এবং বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে শেখা দরকার, আর শেষ করে দেওয়া চাই প্রশাসনিক খেলাটাকে। ঠিক এখন আমরা একমাত্র যে সমন্বিত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রচনা করতে পারি সেটা হতে পারে শুধু 'গোয়েল্রো' পরিকল্পনা, তা অন্যকিছু হতে পারত না। কার্যগত অভিজ্ঞতা তন্ন-তন্ন করে যাচাই করে সেটা বিবেচনায় রেখে এটাকে সম্প্রসারিত বিস্তারিত সংশোধিত এবং প্রয়োগ করা দরকার। এর বিপরীত বিবেচনাধারাটা শেষে হয়ে দাঁড়ায় স্রেফ 'ভুয়ো-র‍্যাডিক্যাল আত্মগর্ব, যা প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞতা ছাড়া কিছুই নয়', যেমনটা বলা হয়েছে আমাদের পার্টির কর্মসূচিতে। রাশিয়া সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে 'গোয়েল্রো' ছাড়া আরও একটা সার্ব পরিকল্পনা কমিশন হতে পারে এই অভিমতেও সমানই প্রকাশ পায় অজ্ঞতা আর আত্মগর্ব, তাই বলে অবশ্য এটা অস্বীকার করা হচ্ছে না যে, এটার সদস্যশ্রেণীতে আংশিক এবং কেজো অদলবদল করলে কিছু ফায়দা হতে পারে। সার্ব অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় আমরা কোন গুরুত্বপূর্ণ উন্নতি ঘটাবার আশা করতে পারি

শুধু এই ভিত্তিতে — যা শুরু করা হয়েছে সেটাকে চালিয়ে যাবার উপায়ে; অন্য যে-কোন পথে চললে আমরা প্রশাসনিক খেলায় কিংবা — চাঁচাছোলা ভাষায় বললে — স্বেচ্ছাচারী কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ব। 'গোয়েল্‌রো'-তে যাঁরা কমিউনিস্ট তাঁদের কাজটা হল আরও কম হুকুম জারি করা, বরং একেবারে যে-কোন হুকুম জারি করা থেকে বিরত থাকা, এবং বিজ্ঞানী আর প্রযুক্তিবিদদের সঙ্গে আচার-ব্যবহারে খুবই সতর্ক সুবিবেচনা অনুসারে চলা (রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচিতে বলা হয়েছে: 'এটা তো অবশ্যম্ভাবী যে, তাঁদের বেশির ভাগেরই রয়েছে প্রবল বুর্জোয়া অভ্যাসাদি এবং সব ব্যাপারে বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গি')। তাঁদের কাছ থেকে শেখা এবং তাঁদের বিশেষ কর্মক্ষেত্রে সাধনসাফল্যগুলির ভিত্তিতে তাঁদের বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি উদার করে তুলতে সাহায্য করাই কাজটা, তাতে সবসময়ে মনে রাখতে হবে কমিউনিজমে পেঁছবার পথ আন্ডারগ্রাউন্ড প্রচারক আর লেখকের বেলায় যা তার থেকে ইঞ্জিনিয়রের বেলায় **পৃথক**; ইঞ্জিনিয়র চলেন **তাঁর নিজ বিজ্ঞানের প্রামাণিক তথ্য অনুসারে,** তাতে কৃষিবিদ, বনপালনবিদ্যা বিশেষজ্ঞ, ইত্যাদি প্রত্যেকের রয়েছে কমিউনিজমের দিকে চলার **নিজস্ব পথ।** বিষয়টার মর্ম স্থির করে সেটার বিস্তারিত বিচার-বিশ্লেষণ করে শালীনতার মনোভাব নিয়ে বিশেষজ্ঞদের জড়ো করে তাঁদের কাজ পরিচালনার সামর্থ্য প্রতিপন্ন করতে অপারক হয়েছেন যে-কমিউনিস্ট তিনি সম্ভাব্য বিপদস্বরূপ। এমন বহু কমিউনিস্ট রয়েছেন আমাদের মধ্যে; একজন নিষ্ঠাবান সৎ সুযোগ্য বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞের বিনিময়ে আমি ডজন ডজন অমন কমিউনিস্ট দিতে পারি সানন্দে।

'গোয়েল্‌রো'-র বাইরেকার কমিউনিস্টরা সমন্বিত অর্থনৈতিক পরিকল্পনাটিকে ব্যবস্থাপিত এবং হাসিল করতে সাহায্য করতে পারেন দুটো উপায়ে। তাঁদের মধ্যে যাঁরা অর্থনীতিবিদ, পরিসংখ্যানবিদ কিংবা লেখক তাঁদের প্রথমে আমাদের নিজেদের কার্যগত অভিজ্ঞতা বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে, আর তথ্যাদির এই রকমের বিস্তারিত বিচার-বিশ্লেষণের শুধু পরেই তাঁরা বিভিন্ন সংশোধন আর উৎকর্ষ বাতলাবেন। গবেষণা হল বিজ্ঞানীদের ব্যাপার, তাই আবার বলি, যেহেতু আমাদের বিবেচ্য বিষয় এখন আর নয় বিভিন্ন সাধারণ নীতি, সেটা হল কার্যগত অভিজ্ঞতা, তাই আমরা দেখছি 'বিজ্ঞানে এবং প্রযুক্তিবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ' বুর্জোয়া হলেও তাঁর কাছ থেকে আমরা আত্মগর্বী কমিউনিস্টের কাছ থেকে যা তার চেয়ে ঢের বেশি উপকার পেতে পারি — আত্মগর্বী কমিউনিস্ট তো একমুহূর্ত সময় দিলেই 'থিসিস'

লিখে দিতে, 'স্লোগান' তুলতে এবং অর্থহীন বিমূর্ত ধ্যান-ধারণা পয়দা করতে প্রস্তুত। আমাদের যা চাই সেটা হল আরও বেশি তথ্যমূলক জ্ঞান, আর আপাতপ্রতীয়মান কমিউনিস্ট নীতি নিয়ে বিতর্ক আরও কম।

অন্যদিকে, কমিউনিস্ট পরিচালনকর্তা যাতে হুকুম জারি করার ব্যাপারে অত্যুৎসাহী হয়ে না পড়েন সেদিকে নজর রাখাটা তাঁর মুখ্য কর্তব্য। কোন সংশোধন করতে যাবার আগে তাঁকে শিখতে হবে শুরুতে হওয়া চাই বিজ্ঞানের সাধনসাফল্য নিয়ে বিচার-বিবেচনা, তথ্য যাচাই করার ব্যাপারে দৃঢ়তা এবং ভুল-ভ্রান্তি ধরে তার বিশ্লেষণ (রিপোর্ট, পত্রপত্রিকায় প্রবন্ধ, সভা, ইত্যাদির সাহায্যে)। তিত্ তিতিচ্ (২১৪) ধরনের কৌশলের ('অনুমোদন দিতে পারি, অনুমোদন নাও দিতে পারি) জায়গায় আমাদের দরকার আমাদের ভুল-ভ্রান্তির আরও বেশি কেজো বিচার-বিশ্লেষণ।

দীর্ঘকাল ধরে জানা আছে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মানুষের দোষ তার সদ্গুণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এটা প্রকৃতপক্ষে বহু নেতৃস্থানীয় কমিউনিস্টের পক্ষে খাটে। দশকের পর দশক ধরে আমরা কাজ করে আসছি মহান কর্মব্রতের জন্য, প্রচার করেছি বুর্জোয়াদের উচ্ছেদের জন্য, বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞদের অবিশ্বাস করতে শিখিয়েছি সবাইকে, শিখিয়েছি তাদের স্বরূপ খুলে ধরতে, তাদের কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিতে, তাদের প্রতিরোধ দমন করতে। পৃথিবীব্যাপী তাৎপর্যসম্পন্ন ঐতিহাসিক কর্মব্রত সেটা। তবে, যা মহিমময় তার থেকে যা হাস্যকর সেটার তফাৎ এক-পা মাত্র, এই প্রাচীন প্রবচনটাকে প্রতিপন্ন করা যায় শুধু সামান্য অতিরঞ্জন করলেই। ইতিমধ্যে আমরা রাশিয়ার দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টি করেছি, শোষকদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে রাশিয়াকে তুলে দিয়েছি মেহনতী জনগণের হাতে, দমন করেছি শোষকদের — এখন দেশটাকে চালাতে শিখতে হবে আমাদের। এজন্য আবশ্যক শালীনতা এবং 'বিজ্ঞানে আর প্রযুক্তিবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ' যাঁরা কর্মদক্ষ তাঁদের প্রতি সমীহ, আর আমাদের বহু **কার্যগত** ভুল-ভ্রান্তির কেজো সযত্ন বিশ্লেষণ এবং ক্রমে কিন্তু সমানে সেগুলোর সংশোধন। বোদ্ধাগিরির আর আমলাতান্ত্রিক আত্মসন্তুষ্টি কমুক, কেন্দ্রে এবং এলাকাগুলিতে যে কার্যগত অভিজ্ঞতা লাভ করা যাচ্ছে সেটার এবং বিজ্ঞানের যেসব সাধনসাফল্য ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলির আরও প্রগাঢ় সম্যক পরীক্ষা করা হোক।

২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯২১

৪২ খণ্ড, ৩৩৯-৩৪৭ পৃঃ

অক্টোবর বিপ্লবের চতুর্থ বার্ষিকী উপলক্ষে

২৫ অক্টোবরের (৭ নভেম্বরের) চতুর্থ বার্ষিকীর দেরি নেই।

এই মহান দিনটি যত দূরে সরে যাচ্ছে ততই পরিষ্কার হয়ে উঠছে রাশিয়ায় প্রলেতারীয় বিপ্লবের তাৎপর্য আর ততই গভীরভাবে আমাদের কাজটার সমগ্র ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা নিয়েও আমাদের ভাবতে হবে।

খুবই সংক্ষেপে —এবং বলাই বাহুল্য, একান্ত অসম্পূর্ণ ও অনিখুঁত রেখায় — এই তাৎপর্য ও এই অভিজ্ঞতা হাজির করা যায় নিম্নোক্ত রূপে।

রাশিয়ায় বিপ্লবের সরাসরি ও আশু কর্তব্যটা ছিল বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক: মধ্যযুগীয়তার অবশেষগুলোর উচ্ছেদ, সেগুলোকে শেষপর্যন্ত চূর্ণ করা, রাশিয়া থেকে এই বর্বরতা, এই লজ্জা, আমাদের দেশের সমস্ত সংস্কৃতি ও সমস্ত প্রগতির এই প্রচণ্ডতম বাধাটার বিলুপ্তি।

এবং সঙ্গতভাবেই আমরা এই গর্ব বোধ করতে পারি যে বিলুপ্তির সেই কাজটা আমরা করেছি ১২৫ বছরের আগেকার মহান ফরাসী বিপ্লবের চেয়েও বেশি দৃঢ়ভাবে, বেশি দ্রুত, বেশি সাহস ও সাফল্যের সঙ্গে এবং জনগণের উপর প্রতিক্রিয়ার দিক থেকে বেশি ব্যাপক ও গভীর ভাবে।

নৈরাজ্যবাদীরা ও পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা উভয়েই (অর্থাৎ এই আন্তর্জাতিক সামাজিক ধরনটির রুশ প্রতিনিধি হিসেবে মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা) সমাজতান্ত্রিক (**অর্থাৎ** প্রলেতারীয়) বিপ্লবের সঙ্গে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সম্পর্কের প্রশ্নে অবিশ্বাস্য রকমের গোলমেলে কথা বহু বলেছে ও বলছে। এইক্ষেত্রে আমাদের মার্কসবাদ-বিষয়ক বোধের সঠিকতা, প্রাক্তন বিপ্লবগুলির অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আমাদের খতিয়ানের সঠিকতা গত চার বছরে পুরো প্রমাণিত হয়েছে। বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে আমরা **শেষপর্যন্ত** চালিয়েছি, যা কেউ আগে করে নি। পুরোপুরি সচেতন, দৃঢ় ও অটল ভাবে আমরা **এগিয়ে** চলেছি

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে, এটা জেনে রেখে যে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে তা কোন চীনের প্রাচীরে আলাদা হয়ে নেই, এটা জেনে রেখে যে (শেষ বিচারে) কতটা আমরা সামনে এগুতে পারব, অপরিমেয় বৃহৎ কর্তব্যটার কতটা অংশ পূরণ করব, বিজয়ের কতটা অংশ আমরা সংহত করতে পারব, তার ফয়সালা হবে **কেবল সংগ্রামেই**। বেঁচে থাকলে তা দেখে যাব। কিন্তু এখনই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, সমাজের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের ব্যাপারে একটা উচ্ছন্ন, জর্জরিত ও পশ্চাৎপদ দেশের পক্ষে বিপুল কিছুটা করা হয়েছে।

তবে, আমাদের বিপ্লবের বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক সারবস্তুর কথাটা এখন থাক। তার মানে কী সেটা মার্কসবাদীদের কাছে বোধগম্য হওয়ার কথা। বুঝিয়ে বলার জন্য কিছু জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত নেব।

বিপ্লবের বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক সারবস্তুর অর্থ হল মধ্যযুগীয়তা থেকে, ভূমিদাসপ্রথা থেকে, সামন্ততন্ত্র থেকে দেশের সামাজিক সম্পর্কের (ব্যবস্থাধারার, প্রতিষ্ঠানের) পরিশুদ্ধি।

১৯১৭ সাল নাগাদ রাশিয়ায় ভূমিদাসপ্রথার প্রধান অভিব্যক্তি, জের, অবশেষ কী ছিল? রাজতন্ত্র, সম্প্রদায়-ব্যবস্থা, ভূম্যধিকার, ভূমিবন্দোবস্ত, নারীদের অবস্থা, ধর্ম, জাতিসত্তার পীড়ন। এই যে 'অজিয়াসীয় আস্তাবলটাকে' — প্রসঙ্গত, ১২৫, ২৫০ ও আরও বেশি বছর আগে (ইংলন্ডে ১৬৪৯ সালে) **তাদের** বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব সাধনের সময় সমস্ত অগ্রণী রাষ্ট্রই বহুলাংশে পূর্ণপরিষ্কৃত না করেই রেখে দিয়েছিল, সেই অজিয়াসীয় আস্তাবলের যে-কোনটাকে ধরুন, দেখবেন, আমরা তা পুরো সাফ করে ছেড়েছি। ১৯১৭ সালের ২৫ অক্টোবর (৭ নভেম্বর) থেকে শুরু করে সংবিধান সভা ভেঙে দেওয়া অবধি (৫ জানুয়ারি, ১৯১৮) এই গোটা **দশেক সপ্তাহের** মধ্যেই এক্ষেত্রে আমরা যা করেছি তা বুর্জোয়া গণতন্ত্রী ও উদারনীতিকেরা (কাদেতরা) এবং পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা (মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিরা) তাদের ক্ষমতার **আট মাসে** যা করেছিল তার হাজার গুণ বেশি।

এই কাপুরুষ, বাক্যবীর, আত্মপ্রেমী নার্সিসাস (২১৫) ও হাম-বড়া হ্যামলেট-রা তাদের পীচবোর্ডের তরোয়াল আস্ফালন করে—অথচ রাজতন্ত্রটাও বিলুপ্ত করে নি! রাজতান্ত্রিক সমস্ত জঞ্জালটা আমরা এমনভাবে ঝেঁটিয়ে সাফ করি যা কেউ করে নি, কখনো করে নি। সম্প্রদায়-ব্যবস্থার যুগযুগের ইমারতটার একটা পাথর, একটা ইঁটও আমরা বাকি রাখি নি (ইংলন্ড,

ফ্রান্স, জার্মানির মতো সবচেয়ে অগ্রণী দেশেও আজ পর্যন্ত সম্প্রদায়-ব্যবস্থার চিহ্ন মোছে নি!)। সম্প্রদায়-ব্যবস্থার সবচেয়ে গভীর মূল অর্থাৎ ভূমিস্বত্বে সামন্ততন্ত্র ও ভূমিদাসপ্রথার জের আমরা পুরোপুরি উৎপাটিত করে দিয়েছি। মহান অক্টোবর বিপ্লবের কৃষিসংস্কার থেকে 'শেষপর্যন্ত' কী দাঁড়াবে তা নিয়ে 'তর্ক করা যেতে পারে' (সে তর্কে ব্যস্ত থাকার মতো লেখক, কাদেত, মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি বিদেশে যথেষ্টই আছে)। আপাতত এই তর্কে সময় নষ্ট করার ইচ্ছা আমাদের নেই। কেননা এই তর্কের এবং তৎসংশ্লিষ্ট সমস্ত তর্করাশির সমাধান আমরা করছি সংগ্রাম চালিয়ে। কিন্তু এই বাস্তব তথ্যের বিরুদ্ধে তর্ক চলে না যে, পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা আট মাস ধরে 'আপস করেছে' জমিদারদের সঙ্গে, ভূমিদাসপ্রথার ঐতিহ্য রক্ষকদের সঙ্গে আর আমরা কয়েক সপ্তাহেই এই সমস্ত জমিদার ও তাদের সবকিছু ঐতিহ্যকে রুশ মাটি থেকে নিঃশেষে ঝেঁটিয়ে দূর করেছি!

ধর্ম অথবা নারীদের অধিকারহীনতা,অথবা অ-রুশ জাতিসত্তাগুলির পীড়ন ও অসাম্যের কথা ধরুন। এসবই বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রশ্ন। পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ইতরেরা আট মাস ধরে এই নিয়ে বুলি ঝেড়েছে। বিশ্বের সবচেয়ে অগ্রণী দেশের **কোন একটিতেও বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক** ধারায় এই সমস্ত সমস্যার **পুরোপুরি** সমাধান হয় নি। আমাদের দেশে তার পুরো সমাধান হয়েছে অক্টোবর বিপ্লবের আইনবিধিতে। ধর্মের সঙ্গে আমরা সত্যিকারের লড়াই চালিয়েছি ও চালাচ্ছি। **সমস্ত** অ-রুশ জাতিসত্তাকে আমরা দিয়েছি **তাদের নিজস্ব** প্রজাতন্ত্র অথবা স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল। নারীদের অধিকারহীনতা বা পূর্ণাধিকারহীনতার মতো নীচতা, জঘন্যতা ও পাষণ্ডতা আমাদের রাশিয়ায় নেই, নেই এই ভূমিদাসপ্রথা ও মধ্যযুগীয়তার বিরক্তিকর জের, যা বিনা ব্যতিক্রমে পৃথিবীর সমস্ত দেশেই অর্থগৃধ্নু বুর্জোয়া আর নির্বোধ ভীতিগ্রস্ত পেটি-বুর্জোয়ারা পুনরুজ্জীবিত করে।

এসবই বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সারবস্তু। দেড় শ' ও আড়াই শ' বছর আগে এই বিপ্লবের (একই সাধারণ ধরনের প্রতিটি জাতীয় প্রকারভেদ ধরলে, এইসব বিপ্লবের) অগ্রণী নেতারা মধ্যযুগীয় বিশেষাধিকার থেকে, নারীদের অসাম্য থেকে, কোন একটি ধর্মের (অথবা 'ধর্মীয় **ধ্যানধারণাগুলি,'** সাধারণভাবে 'ধার্মিকতা') রাষ্ট্রীয় প্রাধান্য থেকে, জাতিসত্তাগুলির অসাম্য থেকে মানবজাতির মুক্তির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু পূরণ করেন নি। পূরণ করতে পারেন নি, কেননা বাধা ঘটায় — — 'ব্যক্তিগত সম্পত্তির পবিত্র অধিকারের' প্রতি 'শ্রদ্ধা'। এই তিনগুণ-

অভিশপ্ত মধ্যযুগীয়তার প্রতি এবং এই 'ব্যক্তিগত সম্পত্তির পবিত্র অধিকারের' প্রতি এই অভিশপ্ত 'শ্রদ্ধাটা' আমাদের প্রলেতারীয় বিপ্লবে ছিল না।

কিন্তু রাশিয়ার সমস্ত জাতির ক্ষেত্রে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সুকৃতিগুলিকে সংহত করার জন্য আমাদের আরও এগিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল এবং এগিয়ে আমরা গেছি। বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সমস্যাগুলি সমাধান আমরা করি আমাদের যাত্রাপথে, এগুতে এগুতেই, আমাদের পক্ষে যা প্রধান ও সত্যিকার, **প্রলেতারীয় ধরনে** বৈপ্লবিক, সমাজতান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের 'উপজাত' হিসেবে। আমরা চিরকাল বলে এসেছি যে, সংস্কার হল বিপ্লবী শ্রেণী-সংগ্রামের উপজাত। আমরা বলেছিলাম এবং কাজে দেখিয়েছি যে, বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক রূপান্তর হল প্রলেতারীয়, অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের উপজাত। প্রসঙ্গত বলি, কাউট্স্কি, হিলফের্ডিং, মার্তভ, চের্নোভ, হিলকুইট, লংগে, ম্যাকডোনাল্ড, তুরাতি প্রমুখ 'আড়াই' (২১৬) মার্কসবাদের সমস্ত বীরপুঙ্গবেরা বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক ও প্রলেতারীয়-সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যে **এই** অনুপাতটা বোঝেন নি। প্রথমটা বেড়ে ওঠে দ্বিতীয়টাতে। দ্বিতীয়টা তার যাত্রাপথেই সমাধান করে প্রথমটার সমস্যাগুলি। দ্বিতীয়টা প্রথমটার কর্ম সংহত করে। দ্বিতীয়টা প্রথমটাকে কতদূর ছাড়িয়ে উঠবে তার সমাধান হয় সংগ্রামে এবং একমাত্র সংগ্রামে।

একটা বিপ্লব থেকে আরেকটা বিপ্লব উদ্ভবের জাজ্বল্যমান প্রমাণ বা অভিব্যক্তি হল সোভিয়েত ব্যবস্থা। সোভিয়েত ব্যবস্থা হল শ্রমিক ও কৃষকদের জন্য সর্বোচ্চ গণতান্ত্রিকতা এবং সেইসঙ্গেই এটার মানে **বুর্জোয়া** গণতান্ত্রিকতা থেকে বিচ্ছেদ এবং গণতন্ত্রের **নতুন,** বিশ্ব-ঐতিহাসিক **একটা ধরনের** অর্থাৎ প্রলেতারীয় গণতান্ত্রিকতার বা প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের অভ্যুদয়।

মুমূর্ষু বুর্জোয়া ও তার লেজুড় পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রের কুকুর ও শূকরেরা **আমাদের** সোভিয়েত ব্যবস্থা নির্মাণের অসাফল্য ও ভুলত্রুটি নিয়ে রাশি রাশি অভিশাপ, গালাগালি ও উপহাস বর্ষণ করতে চায় করুক। মুহূর্তের জন্যও আমরা একথা ভুলব না যে অসাফল্য ও ভুলত্রুটি আমাদের সত্যিই অনেক হয়েছে এবং অনেক হচ্ছে। অদৃষ্টপূর্ব **ধরনের** এক রাষ্ট্রব্যবস্থা সৃষ্টির মতো নতুন, সমস্ত বিশ্ব-ইতিহাসের পক্ষে অভিনব একটা ব্যাপারে অসাফল্য ও ভুল এড়াবে কে! আমাদের অসাফল্য ও ভুলত্রুটি সংশোধনের

জন্য, সোভিয়েত নীতিগুলির ব্যবহারিক যে-প্রয়োগ এখনো মোটেই নিখুঁত নয়, তার উন্নতিসাধনের জন্য আমরা অটলভাবে লড়ে যাব। কিন্তু গর্ব করার অধিকার আমাদের আছে এবং এ গর্ব আমরা করব যে সোভিয়েত রাষ্ট্রের নির্মাণ **শুরু করার** সৌভাগ্য, তাতে করে বিশ্ব-ইতিহাসের নতুন একটা যুগ — সমস্ত পুঁজিবাদী দেশে যারা নিপীড়িত, সর্বত্রই যারা চলেছে নতুন জীবনে, বুর্জোয়ার ওপর বিজয়ে ও প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বে, পুঁজির জোয়াল থেকে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ থেকে মানবজাতির পরিত্রাণের দিকে — তেমন একটা **নতুন** শ্রেণীর প্রভুত্বের যুগ **শুরু করার** সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের প্রশ্ন, ফিনান্স পুঁজির যে আন্তর্জাতিক নীতি বর্তমানে সারা দুনিয়ায় প্রভুত্ব করছে, **অনিবার্যই** যে-নীতি নতুন নতুন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ সৃষ্টি করে, অনিবার্যই মুষ্টিমেয় 'অগ্রণী' শক্তির হাতে দুর্বল, পশ্চাৎপদ ও ছোটো ছোটো জাতিসত্তার জাতীয় পীড়ন, লুণ্ঠন, দস্যুতা ও দলন অভূতপূর্ব রকমে বাড়িয়ে তুলছে, সেই প্রশ্নটা ১৯১৪ সাল থেকে ভূগোলকের সমস্ত দেশের সমস্ত রাজনীতির মূল প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ হল কোটি কোটি লোকের জীবন-মরণের প্রশ্ন। আমাদের চোখের সামনে বুর্জোয়ারা যা তৈরি করে তুলছে, আমাদের চোখের সামনেই পুঁজিবাদ থেকে যা বেড়ে উঠছে, সেই পরবর্তী সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধটায় কি নিহত হবে ২ কোটি লোক (১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধ ও তার পরিপূরক 'ছোটো ছোটো' যে-যুদ্ধ এখনো থামে নি তাতে নিহত ১ কোটির বদলে), অনিবার্যরূপেই আসন্ন (যদি বজায় থাকে পুঁজিবাদ) এই যুদ্ধে কি পঙ্গু হবে ৬ কোটি লোক (১৯১৪-১৮ সালে পঙ্গু ৩ কোটির বদলে) — এই হল প্রশ্ন। এবং এই প্রশ্নে আমাদের অক্টোবর বিপ্লব বিশ্ব-ইতিহাসে নতুন যুগের উদ্বোধন করেছে। 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে পরিণত করার' ধ্বনি নিয়ে বুর্জোয়ার ভৃত্যেরা সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিক রূপধারী, সারা বিশ্বের পেটি-বুর্জোয়া নাকি 'সমাজতান্ত্রিক' গণতন্ত্রের ভেকধারী বুর্জোয়ার তল্পিবাহকেরা টিটকারি দিয়েছিল। অথচ দেখা গেল, রাশি রাশি অতি সূক্ষ্ম জাতিদম্ভী ও শান্তিসর্বস্ববাদী ছলনার মধ্যে এই ধ্বনিটাই একমাত্র **সত্য** ধ্বনি — অপ্রীতিকর, রূঢ়, নগ্ন ও নিষ্ঠুর হতে পারে, তাহলেও তা **সত্য**। সেসব ছলনা চূর্ণ হচ্ছে। ব্রেস্ত্ শান্তির স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে। ব্রেস্তের চেয়েও নিকৃষ্ট যে-শান্তি ভার্সাই শান্তি তার তাৎপর্য ও পরিণাম প্রতিদিনই উদ্ঘাটিত হচ্ছে নির্মমভাবে। এবং বিগত যুদ্ধ ও আসন্ন আগামী-

কালের যুদ্ধের কারণ নিয়ে ভাবিত কোটি কোটি লোকের কাছে ক্রমেই পরিষ্কার, ক্রমেই সুস্পষ্ট, ক্রমেই অমোঘ হয়ে দেখা দিচ্ছে এই ভয়ঙ্কর সত্য: সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ থেকে এবং অনিবার্যই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধজনক সাম্রাজ্যবাদী শান্তি থেকে (আমাদের যদি সাবেকী লিখন রীতির চল থাকত, তাহলে 'শান্তি' (রুশ ভাষায় — 'মীর') কথাটি আমি তার দুটি বানানে দুটি অর্থেই ['বিশ্ব' ও 'শান্তি' — সম্পাঃ] প্রয়োগ করতাম), এই নরক থেকে **বলশেভিক সংগ্রাম ও বলশেভিক বিপ্লব ছাড়া** পরিত্রাণের পথ নেই।

এ বিপ্লবকে বুর্জোয়া ও শান্তিসর্বস্ববাদীরা, জেনারেল আর মধ্যবিত্তরা, পুঁজিপতি আর কূপমণ্ডুকেরা, ধর্মপ্রাণ সমস্ত খৃষ্টান আর দ্বিতীয় ও আড়াই আন্তর্জাতিকের সমস্ত মহারথীরা ক্ষিপ্ত হয়ে গালি দিতে চায় দিক। বিদ্বেষ, কুৎসা ও মিথ্যার কোন তরঙ্গেই তারা এই বিশ্ব-ঐতিহাসিক ঘটনাটাকে মুছে দিতে পারবে না যে, শত শত ও হাজার হাজার বছর পরে গোলামেরা এই প্রথম গোলাম-মালিকদের মধ্যে যুদ্ধের জবাব দিয়েছে এই প্রকাশ্য ধ্বনি দিয়ে: লুঠের বখরার জন্য গোলাম-মালিকদের এই যুদ্ধকে পরিণত করব সমস্ত জাতির গোলাম-মালিকদের বিরুদ্ধে সমস্ত জাতির গোলামদের যুদ্ধে।

শত শত ও হাজার হাজার বছরে এই প্রথম এই ধ্বনি ঝাপসা ও অসহায় একটা প্রতীক্ষা থেকে পরিণত হয়েছে সুনির্দিষ্ট একটি রাজনৈতিক কর্মসূচিতে, প্রলেতারিয়েতের পরিচালনায় কোটি কোটি নিপীড়িতের সত্যিকার সংগ্রামে, পরিণত হয়েছে প্রলেতারিয়েতের প্রথম বিজয়ে, যুদ্ধ নির্মূলের যে-কর্মযজ্ঞ, — পুঁজির ক্রীতদাসদের ঘাড় ভেঙে, মজুরি-শ্রমিকদের ঘাড় ভেঙে, কৃষকদের ঘাড় ভেঙে, মেহনতীদের ঘাড় ভেঙে যে-বুর্জোয়া কখনো সন্ধি করে কখনো লড়ে, নানান দেশের সেই বুর্জোয়ার জোটের বিরুদ্ধে সমস্ত দেশের শ্রমিকদের জোট বন্ধনের যে-কর্মযজ্ঞ, তার প্রথম বিজয়ে।

এই প্রথম বিজয়টা **এখনো চূড়ান্ত বিজয় নয়**, এবং আমাদের অক্টোবর বিপ্লব এ বিজয় অর্জন করেছে অদৃষ্টপূর্ব চাপ ও দুরূহতায়, অশ্রুতপূর্ব কষ্টে ও আমাদের পক্ষ থেকে একগুচ্ছ প্রচণ্ড অসাফল্যে ও ভুলে। ভূগোলকের সবচেয়ে পরাক্রান্ত ও সবচেয়ে অগ্রণী দেশগুলির সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের ওপর পশ্চাৎপদ একক একটি দেশের জনগণ বিজয় লাভ করবে, সে কি আর বিনা অসাফল্যে, বিনা ভুলে সম্ভব! নিজেদের ভুল স্বীকারে আমাদের ভয় নেই, সংশোধন শেখার জন্য আমরা স্থির মস্তিষ্কেই সেই ভুলের বিচার করব। কিন্তু ঘটনাটা ঘটনাই: শত শত ও হাজার হাজার বছরে এই প্রথম সমস্ত ও সর্ববিধ দাসমালিকদের **বিরুদ্ধে** দাসেদের বিপ্লব দিয়ে

দাসমালিকদের যুদ্ধের 'জবাব দেবার' প্রতিশ্রুতি **পালিত হয়েছে পুরোপুরি** — — — এবং সমস্ত দুরূহতা সত্ত্বেও পালিত হয়ে যাচ্ছে।

আমরা কাজটা শুরু করেছি। ঠিক কবে, কতদিনের মধ্যে, কোন জাতির প্রলেতারিয়েত কাজটা পরিসমাপ্ত করবে, সেই প্রশ্নটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। গুরুত্বপূর্ণ হল এই যে — বরফ ভেঙেছে, রাস্তা খুলেছে, পথটা দেখিয়ে দেওয়া গেছে।

আমেরিকার হাত থেকে জাপানী, জাপানের হাত থেকে মার্কিন, ইংলন্ডের হাত থেকে ফরাসী, ইত্যাদি 'পিতৃভূমির রক্ষক' সারা দেশের পুঁজিপতি মহাশয়েরা চালিয়ে যান নিজেদের ভণ্ডামি! সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পথের প্রশ্নটা নতুন 'বাসেল ইস্তাহার' দিয়ে (১৯১২ সালের বাসেল ইস্তাহারের ঢঙে) 'এড়িয়ে যেতে' থাকুন দ্বিতীয় ও আড়াই আন্তর্জাতিকের মহারথী মহাশয়েরা এবং সারা বিশ্বের শান্তিসর্বস্ববাদী পেটি বুর্জোয়া ও কূপমণ্ডূকেরা! সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদী শান্তি থেকে পৃথিবীর **প্রথম দশ কোটি লোককে** ছিনিয়ে এনেছে **প্রথম বলশেভিক বিপ্লব**। পরের বিপ্লবগুলি তেমন যুদ্ধ ও তেমন শান্তি থেকে মুক্ত করবে সমগ্র মানবজাতিকেই।

আমাদের শেষ কাজটা — কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সবচেয়ে কঠিন এবং সবচেয়ে অসমাপ্ত কাজটা হল অর্থনৈতিক নির্মাণ, চূর্ণবিচূর্ণ সামন্ততান্ত্রিক ও অর্ধচূর্ণ পুঁজিবাদী ইমারতটার জায়গায় নতুন সমাজতান্ত্রিক ইমারতের অর্থনৈতিক বনিয়াদ স্থাপন। এই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সবচেয়ে কঠিন কাজটায় আমাদের অসাফল্য ঘটেছে সবচেয়ে বেশি, ভুল হয়েছে সবচেয়ে বেশি। এমন বিশ্ব-ঐতিহাসিক নতুন কাজটা শুরু করতে গেলে কি আর অসাফল্য ও ভুল হবে না! কিন্তু কাজটা আমরা শুরু করেছি। কাজটা আমরা চালিয়ে যাচ্ছি। ঠিক এই বারই আমরা আমাদের 'নয়া অর্থনৈতিক কর্মনীতি' (২১৭) দিয়ে আমাদের একগুচ্ছ ভুল শুধরে নিচ্ছি, ক্ষুদে-কৃষকপ্রধান এক দেশে সমাজতান্ত্রিক ইমারতটার নির্মাণ কীভাবে চালিয়ে যেতে হয় ভুল না করে, সেটা আমরা শিখে নিচ্ছি।

দুরূহতা অপরিমেয়। অপরিমেয় দুরূহতার সঙ্গে লড়তে আমরা অভ্যস্ত। আমাদের শত্রুরা আমাদের 'কড়া পাথর' বলে, 'হাড়-ভাঙ্গা রাজনীতির' প্রতিনিধি বলে যে অভিহিত করত, তার কিছু কারণ আছে বৈকি। কিন্তু সেইসঙ্গে আমরা শিখেছি, অন্ততপক্ষে কিছুটা পরিমাণে শিখেছি বিপ্লবের পক্ষে প্রয়োজনীয় আরেকটি বিদ্যা: নমনীয়তা, পরিবর্তিত

বাস্তব পরিস্থিতির হিসাব নিয়ে প্রাক্তন পথটি নির্দিষ্ট পর্বে অনুপযোগী ও অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালে লক্ষ্যার্জনের অন্যপথ নির্বাচন করে দ্রুত ও আমূল ভাবে কর্মকৌশল বদলাতে পারার নৈপুণ্য।

উদ্দীপনার তরঙ্গে উত্থিত হয়ে, প্রথমে জনগণের সাধারণ রাজনৈতিক ও পরে সামরিক উদ্দীপনাকে জাগিয়ে তুলে আমরা সরাসরি ওই উদ্দীপনার জোরেই (সাধারণ রাজনৈতিক ও সামরিক কর্তব্যের মতো) সমান বৃহৎ অর্থনৈতিক কর্তব্যকেও সাধন করার ভরসা করেছিলাম। আমরা ভরসা করেছিলাম, অথবা বোধ হয় সঠিকভাবে বললে, যথেষ্ট বিচার না করেই আমরা অনুমান করেছিলাম যে, প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের সরাসরি আদেশেই একটা ক্ষুদে-কৃষকপ্রধান দেশে কমিউনিস্ট ধরনে রাষ্ট্রীয় উৎপাদন এবং উৎপাদের রাষ্ট্রীয় বণ্টনের সুব্যবস্থা করা যাবে। বাস্তব জীবন আমাদের ভুল ধরিয়ে দিয়েছে। দরকার হয়েছে একগুচ্ছ উৎক্রমণ পর্যায়ের — রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের, যাতে কমিউনিজমে উত্তরণের **প্রস্তুতি করতে** হবে বহু-বছরের কাজের মাধ্যমে। সরাসরি উদ্দীপনা দিয়ে নয়, বরং মহাবিপ্লবে প্রসূত উদ্দীপনাটার সাহায্য নিয়ে, ব্যক্তিগত স্বার্থের ভিত্তিতে, ব্যক্তিগত স্বার্থপ্রেরণার ভিত্তিতে, অর্থনৈতিক হিসাবিয়ানার ভিত্তিতে আগে সেইসব মজবুত সাঁকোগুলো নির্মাণের কাজে লাগুন যা ক্ষুদে-কৃষকপ্রধান দেশকে সমাজতন্ত্রে পৌঁছে দেয় রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের মধ্য দিয়ে, অন্যথায় আপনারা কমিউনিজমে পৌঁছবেন না, অন্যথায় কোটি কোটি লোককে আপনারা কমিউনিজমে নিয়ে যেতে পারবেন না। এই কথা আমাদের বলেছে বাস্তব জীবন। এই কথা বলেছে বিপ্লব বিকাশের বাস্তব গতি।

এবং তিন-চার বছরে প্রচণ্ড মোড় নিতে পারার (যখন প্রচণ্ড মোড় নেওয়া প্রয়োজন হয়) খানিকটা শিক্ষা পেয়ে আমরা নতুন মোড় ফেরাটা, 'নয়া অর্থনৈতিক কর্মনীতিটা' রপ্ত করতে শুরু করেছি সাগ্রহে, সমনোযোগে, অধ্যবসায় নিয়ে (যদিও এখনো পর্যন্ত যথেষ্ট সাগ্রহে, যথেষ্ট মনোযোগে, যথেষ্ট অধ্যবসায়ে নয়)। প্রলেতারীয় রাষ্ট্রকে হুঁশিয়ার, অধ্যবসায়ী ও কুশলী এক 'কারবারী', নিপুণ এক **পাইকারী বণিক** হয়ে উঠতে হবে, নইলে সেই রাষ্ট্র ক্ষুদে-কৃষকপ্রধান দেশকে অর্থনৈতিকভাবে খাড়া করে তুলতে পারবে না। এই মুহূর্তে, বর্তমান পরিস্থিতিতে পুঁজিবাদী (এখনো পর্যন্ত পুঁজিবাদী) পশ্চিমের পাশে থেকে কমিউনিজমে পৌঁছবার জন্য কোন পথ নেই। পাইকারী বণিক, এটা এমন একটা অর্থনৈতিক ধরন যার সঙ্গে কমিউনিজমের যেন-বা আকাশপাতাল তফাৎ। কিন্তু এটা ঠিক সেইসব

স্ববিরোধেরই অন্যতম যা বাস্তব জীবনে ক্ষুদে কৃষি-অর্থনীতি থেকে সমাজতন্ত্রে পেঁছিয় রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের মধ্য দিয়ে। ব্যক্তিগত স্বার্থপ্রেরণায় উৎপাদন বাড়বে। যে করেই হোক না কেন, সর্বাগ্রে আমাদের দরকার উৎপাদন বৃদ্ধি। পাইকারী বাণিজ্যে অর্থনৈতিকভাবে সম্মিলিত হয় কোটি কোটি ছোটো চাষী, স্বার্থপ্রেরণা পায় তারা, গ্রথিত হয়, এগিয়ে যায় পরের পর্যায়ের দিকে — খোদ উৎপাদনের ক্ষেত্রেই সংযুক্তি ও সম্মিলনের নানা রূপের দিকে। আমাদের অর্থনৈতিক কর্মনীতির প্রয়োজনীয় অদলবদল আমরা শুরু করেছি এবং ইতিমধ্যেই কিছুটা সাফল্যও হয়েছে। সত্যি, এগুলি বৃহৎ নয়, আংশিক, তাহলেও সাফল্য তো বটে। নতুন 'বিদ্যার' এই ক্ষেত্রটায় প্রাক্-প্রবেশিকা ক্লাস আমাদের ইতিমধ্যেই শেষ হতে চলেছে। অটল ও অবিচল শিক্ষা নিয়ে, ব্যবহারিক অভিজ্ঞতায় নিজের প্রতিটি পদক্ষেপ যাচাই করে, বার বার কেঁচে গণ্ডূষ করতে, ভুল সংশোধন করতে ভয় না পেয়ে, ভুলের তাৎপর্য গভীরভাবে বিচার করে আমরা উত্তীর্ণ হব পরের ক্লাসেও। সমস্ত 'পাঠ্যক্রমটাই' আমরা উত্তীর্ণ হব, যদিও বিশ্ব-অর্থনীতি ও বিশ্ব-রাজনীতির অবস্থায় সেটা হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের বাসনার চেয়ে অনেক বেশি দীর্ঘ ও দুরূহ। যে করেই হোক না কেন, উৎক্রমণকালের যন্ত্রণা, দুর্ভাগ্য, দুর্ভিক্ষ, ভগ্নদশা যত দুঃসহই হোক না কেন, আমরা মনোবল হারাব না, নিজেদের কর্মযজ্ঞকে নিয়ে যাব বিজয়ী পরিণতিতে।

১৪.১০.১৯২১

৪৪ খণ্ড, ১৪৪-১৫২ পৃঃ

মঙ্গোলিয়া গণপ্রজাতন্ত্রের একটি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে আলোচনা

৫ নভেম্বর, ১৯২১

মঙ্গোলীয় প্রতিনিধিদলের প্রথম প্রশ্ন: 'কমরেড লেনিন, আমাদের দেশে গণবিপ্লবী পার্টি গঠন এবং আমাদের পক্ষে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ কোনটি — এসম্পর্কে আপনার **কী মত?'**

কমরেড লেনিন আমাদের প্রতিনিধিদলের কাছে আমাদের দেশের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে দেখান যে মঙ্গোলিয়া গণপ্রজাতন্ত্রের ভৌগোলিক অবস্থানের দরুন যুদ্ধকালে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি এই দেশটি দখলের মাধ্যমে অন্যান্য দেশের বিরুদ্ধে এক ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহারের চেষ্টা করবে। সেজন্য, কমরেড লেনিন বলেছিলেন, সোভিয়েত রাশিয়ার শ্রমিক ও কৃষকের সঙ্গে একযোগে রাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য লড়াই চালিয়ে যাওয়া হল আপনাদের দেশের প্রতিটি মেহনতী মানুষের জন্য সঠিক পথ। এমন লড়াই বিচ্ছিন্নভাবে চালান অসম্ভব। সেজন্য লড়াইয়ে সাফল্যের জন্য প্রয়োজন মঙ্গোলীয় আরাতদের একটি পার্টি গঠন।

মঙ্গোলীয় প্রতিনিধিদলের দ্বিতীয় প্রশ্ন: 'জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন কি জয়যুক্ত হবে?'

উত্তরে কমরেড লেনিন বলেন:

'আজ ত্রিশ বছর হল আমি নিজে বিপ্লবী আন্দোলনে রয়েছি এবং কোন জাতির পক্ষে বাহির ও ভেতরের নির্যাতনকারীর কাছ থেকে মুক্তিলাভ কতটা কঠিন নিজ অভিজ্ঞতা থেকে আমি তা ভালই জানি। যদিও মঙ্গোলিয়া পশুপালনের দেশ এবং দেশের মানুষের অধিকাংশই যাযাবর পশুপালক, তবু এই দেশ নিজ বিপ্লবে ব্যাপক অগ্রগতি অর্জন করেছে আর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হল নিজের তৈরী গণবিপ্লবী পার্টির মাধ্যমে

এসব সাফল্য সে নিষ্পন্ন করেছে, বিরোধী উপাদানের বাহুল্যবর্জিত জনগণের পার্টি হয়ে ওঠাই যে-পার্টির লক্ষ্য।'

মঙ্গোলীয় প্রতিনিধিদলের তৃতীয় প্রশ্ন: 'গণবিপ্লবী পার্টিকে কমিউনিস্ট পার্টিতে রূপান্তরিত করা কি উচিত নয়?'

কমরেড লেনিনের জবাব:

'আমি এটা সুপারিশ করি না। কেননা, একটা পার্টিকে অন্যতর পার্টিতে 'বদলান' যায় না।' কমরেড লেনিন প্রলেতারিয়েতের পার্টি হিসেবে কমিউনিস্ট পার্টির মর্মার্থ ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন: 'পশুপালকদের থেকে প্রলেতারীয় জনগোষ্ঠীতে বদলানর আগে বিপ্লবীদের রাষ্ট্র, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ উন্নয়নে অনেক কাজ করতে হবে, যা ফলশ্রুতি গণবিপ্লবী পার্টিকে কমিউনিস্ট পার্টিতে 'রূপান্তরের' সহায়ক হতে পারে। নামমাত্র সাইনবোর্ড বদলানর ব্যাপারটা ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক।'

কমরেড লেনিন এই ধারণাটি বিশদ করেন যে মঙ্গোলিয়া গণপ্রজাতন্ত্রের পক্ষে অ-পুঁজিবাদী উন্নয়নের পথবর্তী হওয়াটাই সম্ভব ও প্রয়োজনীয়, যার প্রধান শর্ত হল গণবিপ্লবী পার্টি ও সরকার কর্তৃক কর্ম বৃদ্ধি গ্রহণ, যাতে এই কাজ, পার্টির বর্ধমান প্রভাব ও ক্ষমতার ফলে সমবায়ের সংখ্যা বাড়ায়, নতুন ধরনের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ ও জাতীয় সংস্কৃতি প্রবর্তিত হয় এবং দেশের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের স্বার্থে পার্টি ও সরকারের পেছনে আরাতদের সংহত করা যায়। পার্টি ও সরকারের উদ্যোগসৃষ্ট নতুন অর্থনৈতিক জীবনধারার এই ক্ষুদ্র দ্বীপগুলি থেকেই আরাত মঙ্গোলিয়ার নতুন অ-পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সূত্রপাত ঘটবে।

৪৪ খণ্ড, ২৩২-২৩৩ পৃঃ

সমবায় প্রসঙ্গে

১

আমার মনে হয়, আমাদের দেশে সমবায় সম্পর্কে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে না। অক্টোবর বিপ্লবের পর এখন এবং নয়া অর্থনৈতিক কর্মনীতির কথা ছেড়ে দিলেও (এই প্রসঙ্গে বরং বলা উচিত, নয়া অর্থনৈতিক কর্মনীতির জন্যই) আমাদের সমবায় আন্দোলন যে একেবারেই ঐকান্তিক গুরুত্ব অর্জন করছে, তা সকলেই বুঝতে পারছে কিনা সন্দেহ। সেকেলে সমবায়ীদের স্বপ্নে অনেক উৎকল্পনা ছিল। উৎকল্পনার দরুন তাদের প্রায়ই হাস্যকর মনে হত। কিন্তু তাদের উৎকল্পনাটা কোনখানে? এইখানে যে শোষকদের প্রভুত্ব উচ্ছেদ করার জন্য শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক সংগ্রামের বনিয়াদী মূল তাৎপর্যটি তারা বোঝত না। আমাদের এখানে বর্তমানে এটার উচ্ছেদ ঘটেছে এবং এখন সেকেলে সমবায়ীদের স্বপ্নের মধ্যে যা ছিল উৎকল্পনামূলক, এমন কি রোমাণ্টিক, এমন কি মামুলী তার অনেক কিছুই অতি-অনাবৃত বাস্তব হয়ে উঠছে।

আমাদের দেশে রাষ্ট্রক্ষমতা যেহেতু সত্যি করেই শ্রমিক শ্রেণীর হাতে, যেহেতু উৎপাদনের সমস্ত উপায়ই এই রাষ্ট্রক্ষমতার দখলে, সেইহেতু এখন জনসাধারণকে সমবায়বদ্ধ করার কাজটাই শুধু আসলে বাকি আছে। জনসাধারণের অধিকাংশ সমবায়ের অন্তর্ভুক্ত হলে যারা সঙ্গত কারণেই ভাবত যে শ্রেণী-সংগ্রাম, রাজনৈতিক ক্ষমতা দক্ষলের সংগ্রাম, ইত্যাদি অপরিহার্য বিধায় অতীতে সমাজতন্ত্রকে সঠিক কারণেই উপহাস, নিন্দা ও ঘৃণা করত, এবার তা আপনা থেকেই স্বীয় লক্ষ্যে পৌঁছবে। কিন্তু রাশিয়ার সমবায়ীকরণের তাৎপর্য এখন আমাদের পক্ষে কত বিপুল, কত অশেষ হয়ে উঠছে তা সকল কমরেডই বোঝে না। নয়া অর্থনৈতিক কর্মনীতিতে আমরা ব্যবসায়ীরূপী কৃষককে, ব্যক্তিগত ব্যবসার নীতিকে একটা সুবিধা দিয়েছিলাম। সমবায়ের বিপুল তাৎপর্য আসছে ঠিক এই থেকেই (লোকে যা ভাবছে এটা তার

উল্টো)। আসল কথা হল, নয়া অর্থনৈতিক কর্মনীতির আমলে আমাদের যা দরকার তা হল যথেষ্ট মাত্রায় ব্যাপক আকারে ও গভীরভাবে রাশিয়ার জনগণকে সমবায়-সমিতিতে সংগঠিত করা। কেননা, ব্যক্তিগত স্বার্থ, ব্যক্তিগত ব্যবসার স্বার্থ এবং তার ওপর রাষ্ট্রীয় পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণকে কোন মাত্রায় মেলাতে হবে, কোন মাত্রায় তাকে সাধারণ স্বার্থের অধীনস্থ করে রাখতে হবে, যা পূর্বে বহু সমাজতন্ত্রীর কাছে বিষম বাধা হয়ে উঠেছিল, তা এখন আমরা পেয়ে গেছি। বস্তুতপক্ষে, উৎপাদনের বৃহদায়তন উপায়গুলির ওপর রাষ্ট্রের ক্ষমতা, প্রলেতারিয়েতের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা, এই প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে লক্ষ লক্ষ ক্ষুদে ও অতিক্ষুদে চাষীর জোট, কৃষকদের ক্ষেত্রে এইসব প্রলেতারিয়েতের নেতৃত্বের নিশ্চিতি, ইত্যাদি — সমবায় এবং কেবলমাত্র সমবায় থেকেই একটা পরিপূর্ণ সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন করার পক্ষে এই জিনিসগুলিই কি যথেষ্ট নয়? অথচ এই সমবায়কে আমরা আগে অবজ্ঞা করেছি দোকানদারি বলে এবং নয়া অর্থনৈতিক কর্মনীতির আমলে এখনো একদিক থেকে তা-ই দেখার অধিকার আমাদের আছে। এটা এখনো সমাজতান্ত্রিক সমাজের নির্মাণ নয়। কিন্তু সেই নির্মাণের জন্য যা-কিছু প্রয়োজন ও পর্যাপ্ত তা এই-ই।

আমাদের ব্যবহারিক কর্মীদের অনেকেই এই পরিস্থিতিটা ছোটো করে দেখে। আমাদের সমবায়-সমিতিগুলিকে তারা অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে এবং প্রথমত, নীতির দিক থেকে (উৎপাদন-উপায়সমূহের উপর রাষ্ট্রের মালিকানা) এবং দ্বিতীয়ত, **কৃষকদের পক্ষে সরলতম, সহজতম এবং আয়ত্তাধীন** পদ্ধতিতে নয়া ব্যবস্থায় উৎক্রমণের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই সমবায়ের কী অশেষ গুরুত্ব তা তারা বুঝতে পারে না।

এবং প্রধান কথাটা পুনরপি এইখানেই। সমাজতন্ত্র গঠনের জন্য নানাবিধ শ্রমিক সমিতি নিয়ে কল্পচারণ এক জিনিস কিন্তু, ব্যবহারিকভাবে এ সমাজতন্ত্র এমনভাবে গঠন করতে পারা যাতে নির্মাণকার্যে **প্রতিটি** ক্ষুদে চাষী অংশ নেয় — তা একেবারেই অন্য ব্যাপার। এই স্তরেই এখন আমরা পৌঁছিয়েছি। এবং কোন সন্দেহই নেই যে, এই স্তরে উপনীত হয়ে আমরা তা অপরিসীম কম কাজে লাগাচ্ছি।

নয়া অর্থনৈতিক কর্মনীতিতে গিয়ে আমরা যে বাড়াবাড়ি করেছি, সেটা এই দিক থেকে নয় যে, স্বাধীন শিল্প ও বাণিজ্যের নীতিতে আমরা মাত্রাতিরিক্ত রকমের গুরুত্ব দিয়েছি। নয়া অর্থনৈতিক কর্মনীতিতে গিয়ে আমরা বাড়াবাড়ি করেছি এই দিক থেকে যে, সমবায়ের কথা নিয়ে ভাবতে

ভুলে গেছি, এই দিক থেকে যে, বর্তমানে **সমবায়ের গুরুত্ব আমরা ছোটো** করে দেখছি, এই দিক থেকে যে, পূর্বকথিত দুটি দিক থেকে সমবায়ের প্রভূত গুরুত্ব আমরা ভুলতে বসেছি।

এবার এই 'সমবায়'-নীতির ভিত্তিতে ব্যবহারিকভাবে অবিলম্বেই কী করা যেতে পারে এবং করা উচিত, তা নিয়ে পাঠকদের সঙ্গে আলোচনা করতে চাই। কী উপায়ে আমরা এক্ষুনি 'সমবায়'-নীতিকে বিকশিত করে তুলতে পারি ও কী উপায়ে তা করা উচিত, যাতে তার সমাজতান্ত্রিক অর্থ সকলের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়?

সমবায়কে রাজনৈতিকভাবে এমনভাবে রাখা চাই, যাতে সমবায় শুধু যে সাধারণভাবে ও সর্বদাই নির্দিষ্ট কিছু সুবিধা পাবে তাই নয়, সেই সুবিধা হওয়া চাই বৈষয়িক সুবিধা (ব্যাঙ্ক হারের মাত্রা, ইত্যাদি)। সমবায়গুলিকে ঋণ দিতে হবে এমন পরিমাণ রাষ্ট্রীয় অর্থ, যা অত্যধিক না হলেও ব্যক্তিগত উদ্যোগের জন্য আমরা যে-পরিমাণ ঋণ দিই তার চেয়ে বেশি, ভারী শিল্প, ইত্যাদিকে যা মঞ্জুর করি এমন কি তার সমান।

সমস্ত সামাজিক ব্যবস্থাই বিশেষ একটি শ্রেণী কর্তৃক আর্থিক সাহায্যদানেই কেবল গড়ে উঠতে পারে। 'স্বাধীন' পুঁজিবাদের জন্মগ্রহণে যে কোটি কোটি রুব্‌ল মূল্য দিতে হয়েছিল, তার উল্লেখ করার দরকার নেই। এখন আমাদের এই কথাটা বুঝতে হবে এবং ব্যবহারিক কাজে প্রয়োগ করতে হবে যে, বর্তমানে যে-সমাজব্যবস্থাকে সচরাচর অপেক্ষা বেশি সমর্থন করা উচিত সেটি হল সমবায়-ব্যবস্থা। কিন্তু সমর্থন করতে হবে কথাটার সত্যকার অর্থে, অর্থাৎ এই সমর্থন বলতে যে-কোন রকমের সমবায়-বাণিজ্যের সমর্থন বুঝলে যথেষ্ট হবে না। সমর্থন বলতে আমরা বুঝব এমন সমবায়-বাণিজ্যের সমর্থন, যেখানে **জনসাধারণের সত্যকার বৃহৎ ভাগটা সত্যই অংশ নিচ্ছে।** সমবায়-বাণিজ্যের শরিক কৃষককে একটা বোনাস দেওয়া — এটা অবশ্যই একটা সঠিক পন্থা। কিন্তু সেক্ষেত্রে এই অংশগ্রহণটা যাচাই করা, কৃষকের সচেতনতা ও সদ্‌গুণ যাচাই করা, এই হল আসল কথা। যখন কোন সমবায়ী গাঁয়ে গিয়ে একটা সমবায়-দোকান খোলে, তখন লোকে, সত্যি করে বললে, তাতে কোনই অংশ নেয় না। কিন্তু সেইসঙ্গে নিজেদের স্বার্থে প্রণোদিত হলে লোকেরাই তাড়াতাড়ি করে তাতে যোগ দিতে চাইবে।

এই সমস্যার আর একটা দিক আছে। 'সুসভ্য' (সর্বাগ্রে সাক্ষর) ইউরোপীয়ের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমবায়-কর্মে নিঃশেষে সকলকেই শুধু নিষ্ক্রিয় নয়, সক্রিয় অংশগ্রহণ করানোয় আমাদের খুব বেশি কিছু করার

দরকার নেই। সঠিকভাবে বলতে হলে, **'কেবল'** একটি জিনিসই আমাদের করার আছে: আমাদের জনসাধারণকে এতটা 'সুসভ্য' করে তুলতে হবে, যাতে সমবায়ের কাজে সকলের অংশগ্রহণের পুরো সুবিধা তারা বুঝতে পারে এবং সে অংশগ্রহণ সংগঠিত করতে পারে। **'কেবল'** এটাই। সমাজতন্ত্রে উত্তরণের জন্য অন্য কোন পণ্ডিতির আর আমাদের এখন দরকার নেই। কিন্তু এই 'কেবলটুকু' সম্পন্ন করতে হলে প্রয়োজন একটা গোটা বিপ্লবের, সমগ্র জনসাধারণের সাংস্কৃতিক বিকাশের একটা গোটা যুগ। তাই আমাদের নিয়ম হওয়া উচিত: যথাসম্ভব কম পণ্ডিতিপনা এবং যথাসম্ভব কম চালিয়াতি। এদিক থেকে নয়া অর্থনৈতিক কর্মনীতি এই অর্থে একটা অগ্রগতি, যে, তা অতি সাধারণ স্তরের কৃষকের উপযোগী এবং তার কাছ থেকে উচ্চ কিছু দাবি করে না। কিন্তু নয়া অর্থনৈতিক কর্মনীতির মাধ্যমে সমবায়ে সমগ্র জনসাধারণের সার্বজনীন অংশগ্রহণ সম্ভব করে তুলতে হলে একটা গোটা ঐতিহাসিক যুগের দরকার। উত্তম ক্ষেত্রে এই যুগ আমরা পেরতে পারি একটি কি দুটি দশকে। তাহলেও, এটি হবে একটি বিশেষ ঐতিহাসিক যুগ — এই ঐতিহাসিক যুগ ছাড়া, সার্বজনীন সাক্ষরতা ছাড়া, উপযুক্ত মাত্রার জ্ঞান ছাড়া, বই পড়ার অভ্যাসে জনসাধারণকে যথেষ্ট মাত্রায় শিক্ষিত করে তোলা ছাড়া এবং তার পেছনে একটা বৈষয়িক ভিত্তি ছাড়া, শস্যহানি, দুর্ভিক্ষ, ইত্যাদির বিরুদ্ধে কিছুটা রক্ষাকবচ ছাড়া আমরা আমাদের লক্ষ্যার্জনে অক্ষম হব। এখন প্রধান কথাই হল, যে-বৈপ্লবিক উদ্যম, যে-বিপ্লবী উদ্দীপনা আমরা ইতিমধ্যেই দেখিয়েছি এবং দেখিয়েছি যথেষ্ট পরিমাণে, ও পরিপূর্ণ সফলতা অর্জন করেছি — তার সঙ্গে মেলাতে পারা (প্রায় বলবার ইচ্ছেহচ্ছে) এক বুদ্ধিমান ও সাক্ষর ব্যবসায়ী হবার ক্ষমতা, ভাল সমবায়ী হবার পক্ষে তা সম্পূর্ণ যথেষ্ট। ব্যবসায়ী হবার ক্ষমতা বলতে আমি বোঝাতে চাইছি সংস্কৃতিবান ব্যবসায়ী হবার ক্ষমতা। সেইসব রুশী অথবা সাধারণভাবে চাষীর মাথায় যেন কথাটা ভাল করে ঢোকে, যারা ভাবে: ব্যবসা যখন করছে তখন ব্যবসায়ী হবার ক্ষমতা রাখে। কথাটা মোটেই ঠিক নয়। ব্যবসা করছে বটে, কিন্তু সংস্কৃতিবান ব্যবসায়ী হওয়া এখনো অনেক বাকি। এখন সে ব্যবসা করছে এশীয় ধরনে। কিন্তু, ব্যবসায়ী হতে হলে দরকার ইউরোপীয় ধরনে ব্যবসা করতে পারা। তার সঙ্গে এর তফাত একটা গোটা যুগের।

উপসংহারে: একসারি অর্থনৈতিক, আর্থিক ও ব্যাঙ্কিং সুবিধা চাই সমবায়গুলির জন্য। এটাই হওয়া উচিত জনসাধারণকে সংগঠনের নতুন

নীতিতে আমাদের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সমর্থন। কিন্তু এতে শুধু কর্তব্যের সাধারণ রূপরেখাই হাজির হচ্ছে মাত্র — কেননা তাতে ব্যবহারিক দিক থেকে কর্তব্যের সমগ্র বিষয় সুনির্দিষ্ট ও সবিস্তারে বর্ণিত হচ্ছে না, অর্থাৎ সমবায়ীকরণের জন্য যে 'বোনাস' আমরা দেব তার রূপ (এবং তা দেবার শর্ত), যে-রূপের বোনাস দিয়ে আমরা সমবায়গুলিকে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারব, যে-রূপের বোনাসের মাধ্যমে আমরা উঠব সুসভ্য সমবায়ীদের স্তরে — সেই রূপটা আমাদের খুঁজে বার করতে পারা চাই। এবং উৎপাদন-উপায়সমূহের উপর সামাজিক মালিকানার আমলে, বুর্জোয়ার ওপর প্রলেতারিয়েতের শ্রেণীগত জয়লাভের আমলে সুসভ্য সমবায়ীদের যে-ব্যবস্থা, তা-ই হল সমাজতন্ত্রের ব্যবস্থা।

৪ জানুয়ারি, ১৯২৩

২

নয়া অর্থনৈতিক কর্মনীতি সম্পর্কে আমি যখনই লিখেছি, তখনই সর্বদা ১৯১৮ সালে লেখা রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ সম্পর্কে আমার প্রবন্ধটি* উদ্ধৃত করেছি। তাতে কিছু কিছু তরুণ কমরেডের মনে একাধিকবার সন্দেহ দেখা দিয়েছে। কিন্তু তাদের সন্দেহ জেগেছে প্রধানত বিমূর্ত রাজনৈতিক দিকটাতেই।

তাদের মনে হয়েছে, যে-ব্যবস্থায় উৎপাদন-উপায়ের মালিক শ্রমিক শ্রেণী এবং সেই শ্রমিক শ্রেণীর হাতেই যেখানে রাষ্ট্রক্ষমতা, সেখানে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ কথাটি প্রযোজ্য নয়। তারা কিন্তু এটা লক্ষ্য করে নি যে, আমি 'রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ' কথাটি ব্যবহার করেছিলাম: **প্রথমত**, তথাকথিত বামপন্থী কমিউনিস্টদের সঙ্গে বিতর্কে আমার যা বক্তব্য ছিল, তার সঙ্গে আমাদের বর্তমান বক্তব্যের ঐতিহাসিক যোগসূত্র রাখার জন্য; এবং সেইসঙ্গে আমি তখনই দেখিয়েছিলাম যে, আমাদের বর্তমান অর্থনীতির চেয়ে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ উন্নততর হবে; সাধারণ রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ এবং পাঠকদের কাছে নয়া অর্থনৈতিক কর্মনীতির পরিচয় দিতে গিয়ে আমি যে অসাধারণ, বলতে কি, অতি অসাধারণ রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের কথা বলেছিলাম, তাদের মধ্যে একটা পূর্বাপর যোগসূত্র দেখান আমার কাছে জরুরী মনে হয়েছিল।

---

* ভ. ই. লেনিন। 'বামপন্থী' ছেলেমানুষি ও পেটিবুর্জোয়াপনা। — সম্পাঃ

দ্বিতীয়ত, আমার কাছে সর্বদাই ব্যবহারিক লক্ষ্যটা গুরুত্বপূর্ণ। আর আমাদের নয়া অর্থনৈতিক কর্মনীতির ব্যবহারিক লক্ষ্য ছিল সুবিধা দেওয়া। আমাদের দেশের পরিস্থিতিতে নিঃসন্দেহে সুবিধার মানে দাঁড়াত বিশুদ্ধ রূপের রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ। রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ সম্পর্কে আলোচনাটা আমি এইভাবে দেখেছিলাম।

কিন্তু ব্যাপারটার আরেকটা দিক আছে, যে-ক্ষেত্রে আমাদের দরকার হতে পারে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ, অথবা অন্তত পক্ষে তার সঙ্গে একটা তুলনা। এটা হল সমবায়ের প্রশ্ন।

কোন সন্দেহ নেই যে, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের পরিস্থিতিতে সমবায় হল পুঁজিবাদী যৌথ প্রতিষ্ঠান। এতেও সন্দেহ নেই যে, আমাদের বর্তমান অর্থনৈতিক বাস্তবতায় যেখানে আমরা অন্য কোন রূপ নয় কেবল সামাজিক ভূমির ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং অন্য কোনভাবে নয় কেবল শ্রমিক শ্রেণীর হস্তস্থিত রাষ্ট্রক্ষমতা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত যে ব্যক্তিগত পুঁজিবাদী উদ্যোগ, তাকে যুক্ত করি সুসঙ্গত রূপের সমাজতান্ত্রিক ধরনের উদ্যোগের সঙ্গে (উৎপাদন-উপায়, যে-ভূমির ওপর উদ্যোগটা প্রতিষ্ঠিত সেই ভূমি এবং খাস উদ্যোগটাই রাষ্ট্রের), সেক্ষেত্রে তৃতীয় ধরনের উদ্যোগেরও একটা প্রশ্ন আসে, নীতিগত তাৎপর্যের দিক থেকে আগে যার কোন স্বাতন্ত্র্য ছিল না, অর্থাৎ সমবায়মূলক উদ্যোগের প্রশ্ন। ব্যক্তিগত পুঁজিবাদের আমলে ব্যক্তিগত উদ্যোগের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগের যা তফাত, পুঁজিবাদী উদ্যোগের সঙ্গে সমবায়মূলক উদ্যোগেরও সেই তফাত। রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের আমলে রাষ্ট্রীয়-পুঁজিবাদী উদ্যোগ থেকে সমবায়মূলক উদ্যোগের তফাত প্রথমত এই যে, এগুলি ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং দ্বিতীয়ত, এগুলি যৌথ উদ্যোগ। আমাদের বর্তমান ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত পুঁজিবাদী উদ্যোগ থেকে সমবায়মূলক উদ্যোগের তফাত হল এগুলি যৌথ উদ্যোগ, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক উদ্যোগের সঙ্গে তাদের তফাত থাকে না, যদি যে-ভূমির ওপর তারা প্রতিষ্ঠিত সেই ভূমি এবং উৎপাদন-উপায়ের মালিক হয় রাষ্ট্র, অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণী।

সমবায় প্রসঙ্গে আলোচনায় এই অবস্থাচক্রটা যথেষ্ট বিবেচনা করা হয় না। আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যের জন্য সমবায় যে আমাদের দেশে একেবারেই অতি বিশেষ একটা তাৎপর্য অর্জন করেছে, তা মনে রাখা হয় না। সুবিধাদানের কথা যদি ছেড়ে দিই, যা প্রসঙ্গত আমাদের এখানে মোটা রকমের কোন বিকাশ লাভ করে নি, তাহলে আমাদের পরিস্থিতিতে সমাজতন্ত্রের সঙ্গে সমবায় একেবারে পুরোপুরি মিলে যায়।

কথাটা ব্ঝিয়ে বলি। রবার্ট ওয়েন থেকে শ্রু করে সেকালের সমবায়ীদের পরিকল্পনাগ্লোর উৎকল্পনাটা কোথায়? এইখানে যে, তাঁরা শ্রেণী-সংগ্রাম, শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল, শোষক শ্রেণীর প্রভুত্বনাশ — এই বনিয়াদী প্রশ্নটিকে হিসাবে না এনে সমাজতন্ত্র দিয়ে বর্তমান সমাজকে শান্তিপূর্ণভাবে রূপান্তরের স্বপ্ন দেখেছিলেন। সেইজন্যই এই 'সমবায়মূলক' সমাজতন্ত্রের মধ্যে শ্ধ্ কল্পচারণ দেখে, লোককে কেবল সমবায়বদ্ধ করেই শ্রেণী-শত্রুকে শ্রেণী-সহযোগী এবং শ্রেণী-সংগ্রামকে শ্রেণী-শান্তিতে (তথাকথিত গৃহ-শান্তি) রূপান্তরিত করার স্বপ্নে রোমাণ্টিক, এমন কি ছেঁদো কিছ্ একটা দেখে আমরা ঠিকই করেছিলাম।

বর্তমান কালের মূল কর্তব্যের দিক থেকে আমরা নিঃসন্দেহেই ঠিক করেছিলাম। কেননা, রাষ্ট্রের মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্য শ্রেণী-সংগ্রাম ছাড়া সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

কিন্তু রাষ্ট্রক্ষমতা যখন শ্রমিক শ্রেণীর হাতে এসে গেছে, শোষকদের রাজনৈতিক ক্ষমতা যখন খতম হয়েছে এবং শ্রমিক শ্রেণীর হাতেই যখন রয়েছে উৎপাদনের সমস্ত উপায় (শ্রমিক রাষ্ট্র যেগ্লি সাময়িকভাবে কনসেশন হিসেবে শর্তসাপেক্ষে শোষকদের স্বেচ্ছায় দিয়ে রেখেছে শ্ধ্ সেইগ্লি বাদে), তখন অবস্থা কীভাবে বদলে গেছে দেখ্ন।

এখন একথা বললে ঠিকই বলব যে, আমাদের পক্ষে সমবায়ের সাধারণ বৃদ্ধিই হল সমাজতন্ত্রের বৃদ্ধির সমতুল্য (পূর্বোল্লিখিত 'সামান্য' ব্যতিরেকটুকু বাদে) এবং সঙ্গে সঙ্গে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে, সমাজতন্ত্র সম্পর্কে আমাদের সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গিতেও আমূল বদল ঘটেছে। এই আমূল বদলটা হল এই যে, আগে রাজনৈতিক সংগ্রাম, বিপ্লব, ক্ষমতা-দখল, ইত্যাদির ওপরেই আমরা ভারকেন্দ্র রেখেছিলাম এবং রাখা উচিত ছিল। এখন সেই ভারকেন্দ্র বদলে গিয়ে শান্তিপূর্ণ সাংগঠনিক 'সাংস্কৃতিক' কাজের ওপর সরে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রশ্ন না থাকলে, আমাদের অবস্থানের জন্য আন্তর্জাতিক আয়তনে লড়াই চালাবার বাধ্যতা না থাকলে আমি এই কথাই বলতাম যে, আমাদের ভারকেন্দ্রটা সরে যাচ্ছে সাংস্কৃতিক ব্যাপারে। কিন্তু ওকথা ছেড়ে দিয়ে কেবল অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক সম্পর্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলে, আমাদের কাজের ভারকেন্দ্র সত্যসত্যই এসে দাঁড়াচ্ছে সাংস্কৃতিক ব্যাপারে।

আমাদের সামনে এখন দ্টি প্রধান কর্তব্য, যা রয়েছে প্রো একটা য্গ জ্ড়ে। এটা হল আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রটাকে প্নর্গঠিত করার কর্তব্য, যা

একেবারেই অকেজো, আগের যুগ থেকে যা আমরা সমগ্রভাবেই গ্রহণ করেছি; গত পাঁচ বছরের সংগ্রামের সময় তার গুরুতর কোন পুনর্গঠন আমরা করে উঠতে পারি নি, তা সম্ভবও ছিল না। আমাদের দ্বিতীয় কর্তব্য হল কৃষকদের মধ্যে সাংস্কৃতিক কাজ। আর সমবায়ীকরণই হল কৃষকদের মধ্যে 'এই' সাংস্কৃতিক কাজের অর্থনৈতিক লক্ষ্য। পরিপূর্ণ সমবায়ীকরণ থাকলে আমরা ইতিমধ্যেই সমাজতন্ত্রের জমির ওপর দু'পায়েই দাঁড়াতাম। কিন্তু পরিপূর্ণ সমবায়ীকরণ হলে ধরতে হয় কৃষকদের (বিপুলায়তন জনগণ হিসেবে বিশেষ করে কৃষকদেরই) এমন একটা সাংস্কৃতিক মান যে, গোটা একটা সাংস্কৃতিক বিপ্লব ছাড়া এই পরিপূর্ণ সমবায়ীকরণ সম্ভব নয়।

আমাদের বিরোধীরা একাধিকবার আমাদের বলেছে যে, যথেষ্ট সংস্কৃতিসম্পন্ন নয় এমন একটা দেশে সমাজতন্ত্র রোপণের অবিবেচক কাজ আমরা নিয়েছি। কিন্তু তারা ভুল করেছে যে, তত্ত্বে বর্ণিত প্রান্ত থেকে আমরা শুরু করি নি (যত রকমের পুঁথিবাগীশদের তত্ত্ব) এবং আমাদের দেশে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লব হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেই সাংস্কৃতিক পরিবর্তন, সেই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পূর্বসূরী, যা সবকিছু সত্ত্বেও এখন আমাদের সামনে।

পুরোপুরি সমাজতান্ত্রিক দেশ হয়ে উঠতে হলে আমাদের দেশটার জন্য এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবই এখন যথেষ্ট। কিন্তু আমাদের পক্ষে এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবে আছে এমন ধরনের অবিশ্বাস্য দুরূহতা, যা বিশুদ্ধ সাংস্কৃতিক (কেননা আমরা নিরক্ষর), এবং বিশুদ্ধ বৈষয়িক (কেননা সংস্কৃতিসম্পন্ন হতে হলে উৎপাদনের বৈষয়িক উপায়গুলির একটা নির্দিষ্ট বিকাশ দরকার, একটা নির্দিষ্ট বৈষয়িক ভিত্তি দরকার)।

৬ জানুয়ারি, ১৯২৩

৪৫ খণ্ড, ৩৬৯-৩৭৭ পৃঃ

আমাদের বিপ্লবের কথা

(ন. সুখানভের মন্তব্য প্রসঙ্গে)

১

বিপ্লব প্রসঙ্গে সুখানভের মন্তব্যগুলোর ওপর এই কয়দিন চোখ বুলিয়ে দেখছিলাম। সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সমস্ত নায়কদের মতোই আমাদের সমস্ত পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের পুঁথিবাগীশি। তারা যে অসাধারণ ভীরু সেকথা ছেড়ে দিলেও, জার্মান নিদর্শন থেকে ন্যূনতম বিচ্যুতির কথা উঠলেই তাদের সেরা লোকেরাও যে কুণ্ঠিত হয়ে পড়ে, গোটা বিপ্লব ধরেই যথেষ্ট প্রদর্শিত সমস্ত পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের এই বৈশিষ্ট্যের কথা না তুললেও, চোখে পড়ে তাদের অতীতের দাসসুলভ অনুকরণ।

সবাই এরা নিজেদের বলে মার্কসবাদী। কিন্তু, মার্কসবাদকে তারা বোঝে অসম্ভব মাত্রার এক পুঁথিবাগীশী ধরনে। একেবারেই তারা বোঝে নি মার্কসবাদের চূড়ান্ত জিনিসটা: অর্থাৎ তার বৈপ্লবিক দ্বান্দ্বিকতা। বিপ্লবের মুহূর্তে দরকার সর্বাধিক নমনীয়তা (২১৮), মার্কসের এই সরাসর উক্তিটা পর্যন্ত তারা একেবারে বোঝে নি এবং মার্কস তাঁর পত্রাবলীতে, মনে হয় ১৮৫৬ সালের কথা, শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে (২১৯) বিপ্লবী পরিস্থিতি গড়ে তুলতে পারে, জার্মানিতে এমন এক কৃষক যুদ্ধকে যুক্ত করার ওপর যে-আস্থা প্রকাশ করেছিলেন, এমন কি সেটা লক্ষ্য করে নি, এই সোজাসুজি উক্তিটাও তারা এড়িয়ে গিয়ে গরম পায়েসের কাছে বেড়ালের মতো কেবলি ঘুরপাক খায়।

তাদের সমস্ত আচরণেই তারা নিজেদের উদ্ঘাটিত করে ভীরু সংস্কারবাদী হিসেবে, যারা বুর্জোয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন তো দূরের কথা, তার কাছ থেকে একটু সরে আসতেও ভয় পায়, অথচ সেইসঙ্গে সেই কাপুরুষতাকে চাপা দেয় অফুরন্ত বুলি ও হামবড়াই দিয়ে। কিন্তু, এমন কি বিশুদ্ধ তত্ত্বের দিক থেকেও এদের সকলের ক্ষেত্রেই চোখে পড়ে তাদের পক্ষ থেকে মার্কসবাদের নিম্নোক্ত যুক্তিটি বোঝার পরিপূর্ণ অক্ষমতা: এতদিন পর্যন্ত

তারা পশ্চিম ইউরোপে পুঁজিবাদ ও বুর্জোয়া গণতন্ত্রের বিকাশের সুনির্দিষ্ট একটি পথ দেখে এসেছে; এই পথটা যে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা সম্ভব কেবল mutatis mutandis*, কিন্তু কিছু সংশোধন না নিয়ে নয় (বিশ্ব-ইতিহাসের সাধারণ গতির দিক থেকে যা একেবারেই নগণ্য), সেটা এরা কল্পনা করতেও পারে না।

প্রথমত — বিপ্লবটা প্রথম সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে জড়িত। তেমন বিপ্লবে ঠিক যুদ্ধের ওপরেই নির্ভরশীল কতকগুলি নতুন দিক বা রূপভেদ প্রকাশ পাওয়ার কথা। কেননা, বিশ্বে এর আগে কখনো এমন অবস্থায় এমন যুদ্ধ ঘটে নি। আজো পর্যন্ত আমরা দেখছি যে, এই যুদ্ধের পর সমৃদ্ধতম দেশগুলির বুর্জোয়ারা তাদের 'স্বাভাবিক' বুর্জোয়া-সম্পর্ক সুস্থির করে তুলতে পারছে না, আর আমাদের সংস্কারবাদীরা, বিপ্লবীর ভেক নেওয়া পেটি বুর্জোয়ারা ভেবেছে ও ভাবছে সেই স্বাভাবিক বুর্জোয়া-সম্পর্কই শেষসীমা (তাকে অতিক্রম করা যায় না), তাতে আবার এই 'স্বাভাবিককে' তারা বোঝে চূড়ান্ত ছক-বাঁধা সংকীর্ণ অর্থে।

দ্বিতীয়ত — এই কথাটা তাদের কাছে একেবারেই অবোধ্য যে, সমগ্র-বিশ্ব-ইতিহাসের বিকাশে সাধারণ একটা নিয়মবদ্ধতা থাকলেও তাতে করে সেই বিকাশের, হয় রূপে নয় পরম্পরায়, স্বকীয় বৈশিষ্ট্যসূচক এক-একটা পর্ব নাকচ হয়ে যায় না, বরং সেটাকেই ধরে নিতে হয়। তাদের মাথায়, দৃষ্টান্তস্বরূপ, এমন কি এটুকুও ঢোকে না যে, সভ্যদেশ ও এই যুদ্ধে প্রথম চূড়ান্তরূপে সভ্যতায় আকর্ষিত দেশগুলির, সমস্ত প্রাচ্য, অ-ইউরোপীয় দেশগুলির সীমান্তবর্তী দেশ রাশিয়া তাই এমন কিছু স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ফোটাতে সমর্থ ও বাধ্য, যা বিশ্ববিকাশের সাধারণ ধারানুসারী হলেও পশ্চিম-ইউরোপীয় দেশের সমস্ত প্রাক্তন বিপ্লব থেকে রুশ বিপ্লবকে পৃথক করে তোলে এবং প্রাচ্যদেশে সেই বিপ্লবের উত্তরণে কিছু কিছু আংশিক অভিনবত্ব দান করে।

যেমন, আমরা সমাজতন্ত্রের মাত্রায় পরিণত হয়ে উঠি নি, ওদের নানাবিধ 'পণ্ডিত' মহাশয়দের উক্তিমতো সমাজতন্ত্রের জন্য বাস্তব অর্থনৈতিক পূর্বশর্ত আমাদের নেই, এই যে-যুক্তিটা ওরা পশ্চিম-ইউরোপীয় সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির বিকাশের সময় মুখস্থ করে নিয়েছিল, সেটা একেবারেই ছক-বাঁধা। অথচ কারুরই নিজের কাছে এই প্রশ্ন করার খেয়াল হচ্ছে না: কিন্তু প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে যে-ধরনের বিপ্লবী পরিস্থিতি দেখা দিয়েছিল তার

* উপযুক্ত অদলবদল সহ। — সম্পাঃ

সম্মুখীন হয়ে জনগণ কি তার অবস্থার নিরুপায়তার চাপে এমন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে না, যাতে নিজের জন্য সভ্যতার পরবর্তী বিকাশের মতো এমন কিছু শর্তলাভের যেমনই হোক কিছু সুযোগ আছে যা খুব স্বাভাবিক নয়?

'উৎপাদন-শক্তির যে উচ্চ বিকাশে সমাজতন্ত্র সম্ভব, সেটা রাশিয়া অর্জন করে নি।' এই প্রতিপাদ্যটায় দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সমস্ত নায়ক এবং অবশ্যই সুখানভ সত্যিই যেন হাতে স্বর্গ পেয়েছেন। এই তর্কাতীত প্রতিপাদ্যটাকে তারা হাজার ঢঙে চর্বিতচর্বণ করেছে এবং তাদের ধারণা হচ্ছে যে, আমাদের বিপ্লবের মূল্যায়নে এটাই চরম কথা।

কিন্তু পরিস্থিতির স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে যদি রাশিয়া পতিত হয় প্রথমত, বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদী এমন এক যুদ্ধে যাতে পশ্চিম ইউরোপের কিছুটা প্রভাবশালী সমস্ত দেশই জড়িত, যদি তার বিকাশকে এনে দেয় ধূমায়মান এবং অংশত ইতিমধ্যেই সূচিত প্রাচ্য বিপ্লবগুলির সীমান্তে, এমন এক পরিস্থিতিতে যেখানে ১৮৫৬ সালে প্রাশিয়ার সম্ভবপর এক পরিপ্রেক্ষিত হিসেবে মার্কসের মতো এক 'মার্কসবাদী' শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে 'কৃষক যুদ্ধের' যে-জোট বন্ধনের কথা লিখেছিলেন, তা কার্যকর করতে আমরা পারছি, তাহলে?

পরিস্থিতির পরিপূর্ণ নিরুপায়তায় শ্রমিক-কৃষকদের শক্তিকে দশগুণ বাড়িয়ে তুলে যদি সভ্যতার মূল পূর্বশর্ত গঠনের জন্য অন্য রকম একটা উৎক্রমণের সুযোগ দিয়ে থাকে, যা অন্যান্য পশ্চিম-ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি থেকে স্বতন্ত্র? বিশ্ব-ইতিহাসের বিকাশের সাধারণ ধারা কি তাতে বদলে যাচ্ছে? বিশ্ব-ইতিহাসের সাধারণ গতিধারায় যারা এসে পড়ছে ও পড়েছে তেমন প্রতিটি রাষ্ট্রে মূল শ্রেণীগুলির মূল সম্পর্কপাত কি তাতে বদলে যাচ্ছে?

সমাজতন্ত্র গঠনের জন্য যদি সংস্কৃতির একটা নির্দিষ্ট মাত্রা দরকার হয় (যদিও অবশ্য সেই সুনির্দিষ্ট 'সাংস্কৃতিক মাত্রাটি' ঠিক কী তা কেউ বলতে পারে না, কেননা পশ্চিম-ইউরোপীয় প্রতিটি রাষ্ট্রেই তা বিভিন্ন), তাহলে আগে বিপ্লবী উপায়ে সেই সুনির্দিষ্ট মাত্রাটির পূর্বশর্ত অর্জনের কাজটা শুরু করে, **পরে** শ্রমিক-কৃষক ক্ষমতা ও সোভিয়েত ব্যবস্থার ভিত্তিতে অন্য জাতিদের নাগাল ধরার জন্য এগুন চলবে না কেন?

১৬ জানুয়ারি, ১৯২৩

২

আপনারা বলেছেন সমাজতন্ত্র গড়ার জন্য সভ্যতা দরকার। খুবই ভাল কথা। কিন্তু কেনই বা আমরা জমিদার বিতাড়ন ও রুশ পুঁজিপতি বিতাড়ন — সভ্যতার এই ধরনের পূর্বশর্ত আগে গড়ে পরে সমাজতন্ত্রের দিকে যাত্রা শুরু করতে পারি না? কোন পুঁথিতে আপনারা পড়েছেন যে, সাধারণ ঐতিহাসিক পরম্পরার এই ধরনের অদলবদল অমার্জনীয় অথবা অসম্ভব?

মনে পড়ছে, নেপোলিয়ন লিখেছিলেন: 'On s'engage et puis... on voit'। স্বচ্ছন্দ রুশ তর্জমায় তার মানে: 'প্রথমে একটা গুরুত্বপূর্ণ লড়াইয়ে নামা যাক, তারপর দেখা যাবে'। আমরাও ১৯১৭ সালের অক্টোবরে একটা গুরুত্বপূর্ণ লড়াইয়ে নেমেছি, এবং তারপর ব্রেস্ত্ শান্তি অথবা নয়া অর্থনৈতিক কর্মনীতি, প্রভৃতি বিকাশের খুঁটিনাটিও দেখেছি (বিশ্ব-ইতিহাসের দৃষ্টি থেকে এগুলো নিঃসন্দেহেই খুঁটিনাটি)। বর্তমানে আর কোন সন্দেহ নেই যে, মূলত আমরা জিতেছি।

সুখানভের দক্ষিনে দণ্ডায়মান সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটদের কথা ছেড়েই দিলাম, আমাদের সুখানভদেরও একথা স্বপ্নেও মনে হয় না যে, এছাড়া আদপেই বিপ্লব ঘটা সম্ভব নয়। আমাদের ইউরোপীয় কূপমণ্ডূকদের স্বপ্নেও মনে হয় না যে, জনসংখ্যায় অপরিসীম সমৃদ্ধ এবং সামাজিক পরিস্থিতির বৈচিত্র্যে অপরিসীম বিভিন্ন প্রাচ্য দেশগুলির ভবিষ্যৎ বিপ্লব নিঃসন্দেহেই রুশ বিপ্লবের চেয়ে অনেক স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলবে।

কাউট্স্কির কায়দায় লেখা একটা পাঠ্যপুস্তক স্বকালে খুবই হিতকর বস্তু ছিল বৈকি। কিন্তু যতই হোক সেই পাঠ্যপুস্তকে পরবর্তী বিশ্ব-ইতিহাস বিকাশের সবকিছু রূপই ধরে দেওয়া হয়েছে, এই ধারণা বর্জনের সময় হয়েছে। যারা তা ভাবে তাদের নির্বোধ ঘোষণা করাই হবে সময়োচিত।

১৭ জানুয়ারি, ১৯২৩

৪৫ খণ্ড, ৩৭৮-৩৮২ পৃঃ

শ্রমিক-কৃষক পরিদর্শনের পুনর্গঠন করা উচিত কীভাবে

(পার্টির দ্বাদশ কংগ্রেসের কাছে প্রস্তাব)

সন্দেহ নেই যে শ্রমিক-কৃষক পরিদর্শন (২২০) আমাদের কাছে এক প্রচন্ড দুরূহতার ব্যাপার এবং এতদিন পর্যন্ত সেই দুরূহতার নিরাকরণ হয় নি। আমার ধারণা, যেসব কমরেড শ্রমিক-কৃষক পরিদর্শনের উপকার বা প্রয়োজন অস্বীকার করে তার সমাধান করতে চাইছেন, তাঁরা ভুল করছেন। কিন্তু সেইসঙ্গে আমি একথা অস্বীকার করছি না যে আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্র ও তার উন্নয়নের সমস্যাটা খুবই কঠিন, মোটেই তার সমাধান হয় নি, অথচ সেইসঙ্গে এটা অসাধারণ জরুরী একটা সমস্যা।

পররাষ্ট্র জন-কমিসারিয়েত ছাড়া আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রটা অত্যধিক মাত্রায় পুরনো জের, তাতে কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে অল্পমাত্রায়। ওপর থেকে তাতে কেবল হাল্কা চুনকাম পড়েছে, বাকি সর্বদিক থেকে তা হল আমাদের সাবেকী রাষ্ট্রযন্ত্রেরই বহুদৃষ্ট ধরনের একটি জের মাত্র। এবং তার সত্যকার নবায়নের উপায় আবিষ্কারের জন্য, আমার ধারণা, অভিজ্ঞতা নিতে হবে আমাদের গৃহযুদ্ধ থেকে।

গৃহযুদ্ধের বেশি বিপজ্জনক মুহূর্তগুলিতে আমরা কী করেছি?

আমাদের সেরা পার্টি-শক্তিগুলিকে আমরা লাল ফৌজে কেন্দ্রীভূত করেছি। আমাদের সেরা শ্রমিকদের আমরা জমায়েত করতে ছুটেছি, যেখানে আমাদের একনায়কত্বের গভীরতম শিকড় সেখান থেকেই নবশক্তি আহরণের ডাক দিয়েছি।

আমার বিশ্বাস, শ্রমিক-কৃষক পরিদর্শনের পুনর্গঠনের উৎস খুঁজতে হবে একই ধারায়। সেরূপ পুনর্গঠনের জন্য আমাদের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (২২১) একটা স্বকীয় ধরনের পরিবর্ধনের ভিত্তিতে রচিত নিম্নোক্ত পরিকল্পনাটি গ্রহণের জন্য আমি আমাদের পার্টির দ্বাদশ কংগ্রেসের কাছে প্রস্তাব করছি।

আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন ইতিমধ্যেই এক ধরনের উচ্চতম পার্টি-সম্মেলনে পরিণত হবার প্রবণতা দেখিয়েছে। পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন বসে দুই মাসে একবারের বেশি নয় আর সবাই জানেন কেন্দ্রীয় কমিটির নামে চলতি কাজকর্ম চালায় আমাদের পলিটব্যুরো, আমাদের অর্গব্যুরো, আমাদের সেক্রেটারিয়েট, ইত্যাদি। আমার ধারণা এই যে পথটায় আমরা এভাবে এসে পড়েছি, সেটা আমাদের সম্পূর্ণ করা উচিত এবং কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনগুলিকে চূড়ান্ত রূপে উচ্চতম পার্টি-সম্মেলনে পরিণত করা উচিত, যা বসবে দুই মাসে একবার এবং কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশন তাতে যোগ দেবে। আর এই কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনকেই পুনর্গঠিত শ্রমিক-কৃষক পরিদর্শনের মূল অংশের সঙ্গে নিম্নলিখিত শর্তে যুক্ত করা উচিত।

কংগ্রেসের কাছে আমার প্রস্তাব, শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্য থেকে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের ৭৫-১০০ জন নতুন সভ্য (বলাই বাহুল্য সব সংখ্যাই মোটামুটি রকমের) নির্বাচিত করা হোক। কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যান্য সভ্যদের মতোই নির্বাচনীয়দের পার্টিগত যাচাই হওয়া দরকার, কেননা তারা কেন্দ্রীয় কমিটি সদস্যের সমস্ত অধিকারই ভোগ করবে।

অন্যদিকে, শ্রমিক-কৃষক পরিদর্শনকে নামান উচিত ৩০০-৪০০ কর্মচারীতে, যারা বিবেকবত্তার দিক থেকে এবং আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রটা সম্পর্কে জ্ঞানের দিক থেকে বিশেষভাবে পরীক্ষিত এবং সাধারণভাবে শ্রমের বৈজ্ঞানিক সংগঠন ও বিশেষত প্রশাসনগত শ্রম, দপ্তরগত, ইত্যাদি শ্রমের বৈজ্ঞানিক সংগঠনের মূলকথাগুলির সঙ্গে পরিচয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

আমার মতে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সঙ্গে শ্রমিক-কৃষক পরিদর্শনের এই সংযুক্তিতে উভয় প্রতিষ্ঠানেরই উপকার হবে। এক দিকে, এতে করে শ্রমিক-কৃষক পরিদর্শন এতই উঁচু একটা প্রতিষ্ঠা লাভ করবে যে অন্তত আমাদের পররাষ্ট্র জন-কমিসারিয়েতের চেয়ে কম যাবে না। অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সঙ্গে একত্রে আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটি উচ্চতম পার্টি-সম্মেলনে পরিণত হবার যে-পথটা মূলত ইতিমধ্যেই নিয়েছে তাতে সে পুরোপুরি চলে যাবে। এই পথটা তাকে পুরো পেরতে হবে দ্বিবিধ অর্থে সঠিকভাবে স্বীয় কর্তব্য পালনের জন্য: তার সংগঠন ও কাজের পরিকল্পনা, লক্ষ্যোপযোগিতা ও প্রণালীবদ্ধতার দিক থেকে এবং আমাদের সেরা শ্রমিক ও কৃষকদের মাধ্যমে সত্যি করেই ব্যাপক জনগণের সঙ্গে সংযোগের দিক থেকে।

যারা আমাদের যন্ত্রটাকে সাবেকী করে তুলছে সেই মহল থেকে, অর্থাৎ যে অসম্ভব রকমের, অকথ্য রকমের প্রাক্-বিপ্লবী চেহারায় আমাদের যন্ত্রটা এখনো রয়ে গেছে সেই চেহারাতেই তাকে বজায় রাখার যারা পক্ষপাতী তাদের কাছ থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে একটি আপত্তি আমি দেখতে পাচ্ছি (প্রসঙ্গত বলি, আমূল সামাজিক পরিবর্তন ঘটাবার জন্য কতটা সময় দরকার তা স্থির করার একটা সুযোগ আমরা এখন পেয়েছি যা ইতিহাসে খুব বিরল। আমরা এখন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি পাঁচ বছরে **কী** করা সম্ভব এবং কিসের জন্য দরকার অনেক বেশি একটা মেয়াদ)।

আপত্তিটা এই যে আমার প্রস্তাবিত পুনর্গঠনে বুঝি-বা কেবল অনাসৃষ্টি ঘটবে। কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সদস্যরা কোথায় কেন ও কাকে ধরতে হবে তা না জেনে সমস্ত প্রতিষ্ঠানেই ঘুরে মরবে এবং চলতি কাজ থেকে কর্মচারীদের ছাড়িয়ে এনে সর্বত্রই বিশৃঙ্খলা ঘটাবে, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এই আপত্তির বিদ্বেষপরায়ণ উৎসটা এতই স্পষ্ট যে এর উত্তর দেওয়াও নিষ্প্রয়োজন। বলাই বাহুল্য, কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সঙ্গে একত্রে নিজ জন-কমিসারিয়েত ও তার কাজের সঠিক সংগঠন গড়তে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সভাপতিমণ্ডলী, এবং শ্রমিক-কৃষক পরিদর্শনের জন-কমিসার ও তাঁর মণ্ডলীর পক্ষ থেকে (সেইসঙ্গে প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির সেক্রেটারিয়েটের পক্ষ থেকেও) একরোখা কাজ দরকার কেবল একবছরের জন্য নয়। আমার মতে শ্রমিক-কৃষক পরিদর্শনের জন-কমিসার জন-কমিসার হয়েই থাকতে পারেন (এবং থাকা উচিত) যেমন থাকবেন তাঁর গোটা মণ্ডলী, তাঁর কাছেই থাকবে গোটা শ্রমিক-কৃষক পরিদর্শনের কাজকর্ম তথা কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সমস্ত সভ্যদের পরিচালনার ভার, এঁদের ধরা হবে তাঁর এক্তিয়ারে 'কর্মসূত্রে প্রেরিত' বলে। শ্রমিক-কৃষক পরিদর্শনের যে ৩০০-৪০০ জন কর্মচারী বাকি রইল, তারা, আমার পরিকল্পনায়, এক দিকে, শ্রমিক-কৃষক পরিদর্শনের অন্য সভ্যদের অধীনে ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের বাড়তি সভ্যদের অধীনে একান্তই সেক্রেটারির কাজ চালাবে এবং অন্যদিকে, তাদের হতে হবে উচ্চগুণসম্পন্ন, বিশেষভাবে পরীক্ষিত, বিশেষ নির্ভরযোগ্য এবং তারা মোটা মাইনে পাবে যাতে শ্রমিক-কৃষক পরিদর্শনের কর্মকর্তা হিসেবে তাদের বর্তমান, বাস্তবিকই হতভাগ্য (কম করে বললে) অবস্থা থেকে তারা মুক্তি পাবে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আমার প্রস্তাবিত সংখ্যায় কর্মচারীদের সংখ্যা নামিয়ে আনলে শ্রমিক-কৃষক পরিদর্শনের কর্মীদের উৎকর্ষ এবং সমস্ত কাজের

উন্নতি বহুগুণ বেড়ে যাবে ও সেইসঙ্গে জন-কমিসার ও তাঁর মণ্ডলীসভ্যরা পুরোপুরি কাজের ব্যবস্থাপনায় ও সেই কাজের নিয়মিত অবিচল উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে মন দেবার সুযোগ পাবে, যে-উৎকর্ষ শ্রমিক-কৃষকরাজের পক্ষে ও আমাদের সোভিয়েত ব্যবস্থার পক্ষে এতই অবধার্য রূপে আবশ্যক।

অন্যদিকে, আমি এও ভাবি যে, শ্রম-সংগঠনের যেসব উচ্চ ইনস্টিটিউট বর্তমানে আমাদের প্রজাতন্ত্রে রয়েছে ১২টির কম নয় (শ্রমের কেন্দ্রীয় ইনস্টিটিউট, শ্রমের বৈজ্ঞানিক সংগঠনের ইনস্টিটিউট, ইত্যাদি), তাদের অংশত সম্মিলন ও অংশত সমন্বয়ের জন্য শ্রমিক-কৃষক পরিদর্শনের জন-কমিসারকে খাটতে হবে। অত্যধিক সমসত্ত্বতা ও তৎপ্রসূত সম্মিলনের প্রবণতা হবে ক্ষতিকর। উল্টে বরং, এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে একত্র করা আর এইসব প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকটির জন্য খানিকটা স্বাধীনতার শর্তে তাদের সঠিকভাবে ভাগ করে দেওয়ার মধ্যে একটা বিচক্ষণ ও যথোপযুক্ত মধ্যপন্থা নেওয়া উচিত।

সন্দেহ নেই যে, এরূপ পুনর্গঠনের ফলে আমাদের নিজেদের কেন্দ্রীয় কমিটিরও লাভ হবে শ্রমিক-কৃষক পরিদর্শনের চেয়ে কম নয়, লাভ হবে জনগণের সঙ্গে সংযোগ এবং কাজের নিয়মিতি ও সুষ্ঠুতা উভয় দিক থেকেই। তখন পলিটব্যুরোর অধিবেশন প্রস্তুতিতে আরও কঠোর ও দায়িত্বশীল পদ্ধতি চালু করা সম্ভব (ও উচিত) হবে। সেই অধিবেশনে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের নির্দিষ্ট সংখ্যক সভ্যের উপস্থিত থাকা চাই — সেটা ধার্য হবে হয় নির্দিষ্ট একটা সময়ের জন্য অথবা সংগঠনের কোন পরিকল্পনা অনুসারে।

কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সভাপতিমণ্ডলীর সঙ্গে একত্রে শ্রমিক-কৃষক পরিদর্শনের জন-কমিসার কমিশনের সভ্যদের কাজের ভাগাভাগি স্থির করবেন পলিটব্যুরোয় উপস্থিত থাকা ও যেসব দলিল কোন-না-কোন ভাবে তাঁর এক্তিয়ারে পড়ছে তা যাচাইয়ের দায়িত্ব অনুসারে, অথবা তাত্ত্বিক প্রস্তুতি ও শ্রমের বৈজ্ঞানিক সংগঠন অনুধাবনের জন্য নিজের সময় বরাদ্দ করার দায়িত্ব অনুসারে, অথবা নিয়ন্ত্রণে এবং সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সংস্থা থেকে নিম্নতম স্থানীয় সংস্থা পর্যন্ত আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রটার উন্নয়নে হাতে-কলমে অংশ নেবার দায়িত্ব অনুসারে, ইত্যাদি।

আমি আরও এই কথা ভাবি যে, কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্যরা ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সভ্যরা এরূপ সংস্কারের ফলে অনেক বেশি ওয়াকিবহাল ও পলিটব্যুরোর অধিবেশনের জন্য ভালভাবে প্রস্তুত থাকবেন (এইসব

অধিবেশন সংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্র কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সমস্ত সভ্যদের পেতে হবে পলিটব্যুরোর অধিবেশন বসার অন্তত একদিন আগে, ব্যতিক্রম শুধু সেইসব ক্ষেত্রে যাতে একেবারেই কোন দেরি চলে না, সেরূপ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সভ্যদের জানান ও সিদ্ধান্ত নেবার বিশেষ পদ্ধতি দরকার হবে), এই রাজনৈতিক লাভটা ছাড়াও লাভের তালিকায় এটাও ধরা উচিত যে, আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটিতে নিছক ব্যক্তিগত ও আপতিক ঘটনাচক্রের প্রভাব কমবে ও তাতে করে ভাঙনের বিপদও হ্রাস পাবে।

আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটি একটি কঠোরভাবে কেন্দ্রীভূত ও উচ্চ-কর্তৃত্বসম্পন্ন একটি দল হিসেবে দানা বেঁধেছে। কিন্তু, এই দলের কাজ যে-অবস্থায় চলছে সেটা তার কর্তৃত্বের উপযোগী নয়। এই ব্যাপারে আমার প্রস্তাবিত সংস্কার ঐ ত্রুটি দূর করতে সহায়ক হবার কথা, এবং পলিটব্যুরোর প্রতিটি অধিবেশনে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের যে-সদস্যরা নির্দিষ্ট সংখ্যায় উপস্থিত থাকতে বাধ্য, তাদের উচিত একটি নিবিড় দলে পরিণত হওয়া এবং 'কারো মুখ না চেয়ে' এটা দেখা যাতে জেরা করা, দলিল যাচাই করা ও সাধারণভাবে অবশ্য-অবশ্যই ওয়াকিবহাল থাকা ও ব্যাপারটার কঠোরতম ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠায় কারো কর্তৃত্ব, না সাধারণ সম্পাদকের, না কেন্দ্রীয় কমিটির অন্য কোন সভ্যের কর্তৃত্ব বাধা দিতে না পারে।

বলাই বাহুল্য যে, আমাদের সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রে সমাজব্যবস্থাটা দণ্ডায়মান দুটি শ্রেণীর: শ্রমিক ও কৃষকদের সহযোগিতার ভিত্তিতে, যেখানে 'নয়া অর্থনৈতিক কর্মনীতিওয়ালারা'ও, অর্থাৎ বুর্জোয়ারাও বর্তমানে নির্দিষ্ট কতকগুলি শর্তে ঢুকতে পারছে। এই শ্রেণীগুলির মধ্যে যদি গুরুতর শ্রেণীগত মতভেদ দেখা দেয়, তাহলে ভাঙন অনিবার্য হবে। কিন্তু, আমাদের সমাজব্যবস্থায় সেরূপ ভাঙনের অনিবার্যতার ভিত্তি একান্তরূপে নিহিত নেই এবং আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের, তথা সমগ্রভাবে আমাদের পার্টির প্রধান কর্তব্য হল, যেসব ব্যাপার থেকে ভাঙন দেখা দিতে পারে সেগুলির ওপর কড়া নজর রাখা এবং তার প্রতিবিধান করা, কেননা শেষবিচারে কৃষক জনগণ শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে তাদের জোটের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে তাদের সঙ্গেই যাবে, নাকি শ্রমিকদের কাছ থেকে নিজেদের বিযুক্ত করিয়ে আনতে, শ্রমিকদের কাছ থেকে নিজেদের ভাঙিয়ে আনতে তারা 'নয়া অর্থনৈতিক কর্মনীতিওয়ালাদের' অর্থাৎ, নয়া বুর্জোয়াদের সুযোগ দেবে, তার ওপরেই আমাদের প্রজাতন্ত্রের ভাগ্য নির্ভর

করবে। এই দ্বিবিধ পরিণামটা আমরা যত স্পষ্ট করে দেখব, সেটা আমাদের শ্রমিক-কৃষকেরা যত পরিষ্কার করে বুঝবে, ততই ভাঙন এড়াতে পারার সম্ভাবনা আমাদের বাড়বে। সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের পক্ষে সেই ভাঙন হবে মারাত্মক।

২৩ জানুয়ারি, ১৯২৩

৪৫ খণ্ড, ৩৮৩-৩৮৮ পৃঃ

বরং কম, কিন্তু ভাল করে

আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রটার উন্নয়নের প্রশ্নে, আমার মতে, পরিমাণের পেছনে ছোটা ও তাড়াহুড়ো করা আমাদের শ্রমিক-কৃষক পরিদর্শনের উচিত নয়। আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রের উৎকর্ষ নিয়ে আমরা এযাবৎ এত কম ভাবনা ও মনোযোগ দিতে পেরেছি যে, বিশেষ গুরুত্বসহকারে তার প্রস্তুতি, এবং শ্রমিক-কৃষক পরিদর্শনের মধ্যে সত্যিকারের আধুনিকতাসম্পন্ন, অর্থাৎ সেরা পশ্চিম-ইউরোপীয় নিদর্শন থেকে পশ্চাৎপদ নয় এমন মানব-সম্পদ কেন্দ্রীভূত করা নিয়ে যত্ন নেওয়া সঙ্গত হবে। বলাই বাহুল্য, সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের পক্ষে এই শর্তটা খুবই সামান্য। কিন্তু আমাদের প্রথম পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতায় অবিশ্বাস ও সংশয়বাদে আমাদের মস্তিষ্ক বেশ ভালই ভারাক্রান্ত। খুবই বেশি ও খুবই সহজে যারা বাক্যবিস্তার করে থাকে, দৃষ্টান্তস্বরূপ 'প্রলেতারীয়' সংস্কৃতি নিয়ে, তাদের প্রসঙ্গে অনিচ্ছাতেই এই মনোভাব অবলম্বনের ঝোঁক হয় আমাদের: শুরুতে সত্যিকারের বুর্জোয়া সংস্কৃতিই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট, শুরুতে প্রাক্-বুর্জোয়া আমলের বিশেষ কদর্য সংস্কৃতি, অর্থাৎ আমলাতান্ত্রিক, সামন্ততান্ত্রিক, ইত্যাদি সংস্কৃতি এড়াতে পারলেই যথেষ্ট। সংস্কৃতির প্রশ্নে তাড়াহুড়ো ও ঢালাও পন্থা সবচেয়ে ক্ষতিকর। আমাদের অনেক তরুণ সাহিত্যিক ও কমিউনিস্টদের কথাটা ভাল করে রপ্ত করে নেওয়া উচিত।

এবং তাই রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রশ্নে আমাদের এখন ভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে সিদ্ধান্ত টানা উচিত যে, বরং ধীরে চলা ভাল।

আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রের হালটা না বললেও এতই জঘন্য, এতই শোচনীয় যে তার ত্রুটির সঙ্গে কীভাবে লড়ব, সেটা প্রথমে পুরো ভেবে দেখতে হবে। সেইসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, এসব ত্রুটির মূলটা অতীতে, যা উৎখাত হলেও অতিক্রান্ত হয় নি, সুদূর অতীতে পর্যবসিত একটা সংস্কৃতির স্তরে পৌঁছয় নি। ঠিক সংস্কৃতির কথাই আমি এক্ষেত্রে তুলেছি এইজন্য যে, এই ব্যাপারে সাধিত বলে ধরা যায় কেবল সেইটুকু যা সংস্কৃতিতে, আচার ব্যবহারে,

অভ্যাসের মধ্যে প্রবেশ করেছে। অথচ আমাদের এখানে, বলা যেতে পারে, সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে যা শ্রেষ্ঠ তা একেবারেই ভেবে স্থিরীকৃত, উপলব্ধ, অনুভূত হয় নি, তা তাড়াহুড়োয় আঁকড়ে ধরা হয়েছে, যাচাই করা হয় নি, পরীক্ষা করা হয় নি, অভিজ্ঞতায় ঝালাই করা হয় নি, সংহত করা হয় নি, ইত্যাদি। বলাই বাহুল্য, বৈপ্লবিক যুগে এবং পাঁচ বছরে জারতন্ত্র থেকে সোভিয়েত ব্যবস্থায় আমরা এসে পড়েছি যে-ঘূর্ণিতমস্তক দ্রুততায়, তাতে এছাড়া অন্যকিছু হতে পারত না।

সময় থাকতেই চৈতন্যোদয় হওয়া দরকার। হন্তদন্ত অগ্রগতি, সবরকম বাহবাস্ফোট, ইত্যাদির প্রতি কল্যাণকর সন্দেহ পোষণ করা দরকার। প্রতি ঘণ্টায় আমরা যা ঘোষণা করি, প্রতি মিনিটে সম্পন্ন করি ও পরে প্রতি সেকেণ্ডে তার ভঙ্গুরতা, অস্থায়িত্ব ও বোধহীনতার প্রমাণ দিই, তেমন সমস্ত অগ্রপদক্ষেপকে যাচাই করে দেখার কথা ভাবতে হবে। তাড়াহুড়ো এখানে সবচেয়ে ক্ষতিকর। আমরা অন্তত খানিকটা কিছু জানি, অথবা সত্যিকারের নতুন যন্ত্র, সত্যি করেই যা সমাজতান্ত্রিক, সোভিয়েত, ইত্যাদি আখ্যার উপযুক্ত, তেমন যন্ত্র গড়ার মতো কিছুটা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ উপাদান আমাদের আছে, এটা ধরে নেওয়া হবে সবচেয়ে ক্ষতিকর।

না, তেমন যন্ত্র এবং তা গড়ার উপাদান পর্যন্ত আমাদের আছে হাস্যকর রকমের কম এবং আমাদের মনে রাখতে হবে যে, তা গড়ার জন্য সময়ব্যয়ে কুণ্ঠা করা উচিত নয়, ব্যয় করতে হবে বহু বহু বছর।

এই যন্ত্র গড়ার মতো কী উপাদান আমাদের আছে? শুধু দুটি। প্রথমত, সমাজতন্ত্রের সংগ্রামে আকৃষ্ট শ্রমিকেরা। এরা যথেষ্ট শিক্ষিত নয়। শ্রেষ্ঠ যন্ত্র গড়ে দিতে তারা উৎসুক। কিন্তু কী করে তা করতে হবে সেটা তারা জানে না। সেটা করতে তারা পারে না। তার জন্য যে-বিকাশমাত্রা, যে-সংস্কৃতি দরকার, সেটা এখনো পর্যন্ত তারা অর্জন করে নি। আর ঠিক সংস্কৃতিই এর জন্য দরকার। হল্লা কিংবা হামলা করে, উৎসাহে অথবা উদ্যমে, অথবা সাধারণভাবে কোন শ্রেষ্ঠ মানবগুণ দিয়ে এক্ষেত্রে কিছু করা যায় না। দ্বিতীয়ত, জ্ঞান, বিদ্যা, শিক্ষার উপাদান তো অন্যান্য রাষ্ট্রের তুলনায় আমাদের হাস্যকর রকমের কম।

এবং এই প্রসঙ্গে ভোলা উচিত নয় যে, আমরা উৎসাহাধিক্য, তাড়াহুড়ো, ইত্যাদি দিয়ে এই জ্ঞানের ক্ষতিপূরণ করতে বড়ো বেশি ভালবাসি (অথবা ভাবি যে তার ক্ষতিপূরণ সম্ভব)।

আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রের নবীকরণের জন্য যে-করেই হোক কর্তব্য নিতে

হবে। প্রথমত — শেখা, দ্বিতীয়ত — শেখা, তৃতীয়ত — শেখা। এবং তারপর যাচাই করে দেখতে হবে যেন বিদ্যা আমাদের কাছে নিষ্প্রাণ অক্ষর অথবা ফ্যাশনচল বুলি হয়ে না থাকে (আর লুকিয়ে লাভ নেই যে, তা আমাদের ঘন ঘনই ঘটে), বিদ্যাটা যেন সত্যিই অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করে, পুরোপুরি ও সত্যি করেই তা যেন জীবনযাত্রার অঙ্গীভূত হয়ে যায়। এককথায়, বুর্জোয়া পশ্চিম ইউরোপ যেসব দাবি পেশ করে সেটা নয়, যে-দেশটা সমাজতান্ত্রিক দেশরূপে বিকশিত হবার কর্তব্য নিয়েছে তার পক্ষে যা উপযুক্ত ও শোভন সেই দাবিই আমাদের পেশ করতে হবে।

যা বলা হল তা থেকে সিদ্ধান্ত: আমাদের যন্ত্রটার উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে শ্রমিক-কৃষক পরিদর্শনকে আমাদের পরিণত করতে হবে সত্যসত্যিই এক আদর্শ প্রতিষ্ঠানে।

ওটা যাতে তার প্রয়োজনীয় উচ্চতায় পেঁছয় তার জন্য এই নিয়ম অনুসরণ করতে হবে: ছিটটা সাতবার মেপে দেখে একবার কাট।

তার জন্য দরকার আমাদের সমাজ-ব্যবস্থায় সত্যিকারই সেরা যা আছে তাকে সাতিশয় সতর্কতায়, বিচক্ষণতায় ও অবহিতির সঙ্গে নতুন জন-কমিসারিয়েত গড়ার জন্য লাগান।

তার জন্য দরকার, আমাদের সমাজ-ব্যবস্থায় সেরা উপাদান যা আছে — যথা প্রথমত, অগ্রণী শ্রমিক ও দ্বিতীয়ত, যেসব লোকেরা সত্যিই আলোকপ্রাপ্ত, যাদের সম্পর্কে এই নিশ্চিতি দেওয়া যায় যে, তারা অন্ধবিশ্বাসে একটি কথাও মানবে না, বিবেকের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলবে না, তারা যে-কোন দুরূহতাই স্বীকার করতে ভয় না পায়, গুরুত্বসহকারে যে-লক্ষ্য তারা নিয়েছে তা অর্জনের কোন সংগ্রামেই ভীত হয় না।

আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রটার উন্নয়ন নিয়ে আমরা আজ পাঁচ বছর ছোটাছুটি করেছি। কিন্তু সেটা কেবল ছোটাছুটিই, পাঁচ বছরে যার কেবল অনুপযোগিতা, এমন কি নিষ্ফলতা, এমন কি ক্ষতিকরতাই প্রমাণিত হয়েছে। এই ছোটাছুটিতে এমন একটা ভাব সৃষ্টি হয়েছে যেন কাজ করছি। কিন্তু আসলে তাতে আমাদের প্রতিষ্ঠান ও আমাদের মস্তিষ্ক ভারাক্রান্তই হয়েছে।

ব্যাপারটা বদলানর এই হল মাহেন্দ্রক্ষণ।

এই নিয়মটা মেনে চলা দরকার: বরং সংখ্যায় কম হোক, কিন্তু গুণে উঁচু হোক। এই নিয়ম মানা দরকার: কোন ভরসা না রেখে তাড়াহুড়োর চেয়ে বরং দুই এমন কি তিন বছর মেয়াদেও পাকাপোক্ত মানবসম্পদ পাওয়া ভাল।

আমি জানি যে, এই নিয়মটা মেনে চলা ও আমাদের বাস্তব অবস্থায় প্রয়োগ করা কঠিন হবে। আমি জানি, বিপরীত নিয়মটা ঠেলে ঢুকবে হাজারো রন্ধ্রপথে। আমি জানি যে, প্রতিরোধ দিতে হবে প্রচন্ড, অধ্যবসায় দেখাতে হবে দানবিক। এক্ষেত্রের কাজটা হবে, অন্তত প্রথম বছরগুলিতে, যাচ্ছেতাই রকমের অকৃতার্থ। তাসত্ত্বেও আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে, কেবল এই রকম কাজ দিয়েই আমরা আমাদের লক্ষ্য অর্জন করতে পারব এবং কেবল এই লক্ষ্য অর্জন করেই আমরা এমন প্রজাতন্ত্র গড়ব যা সত্যি করেই সোভিয়েত, সমাজতান্ত্রিক, ইত্যাদি আখ্যার যোগ্য।

আমার প্রথম প্রবন্ধে আমি দৃষ্টান্ত হিসেবে যে-সংখ্যাগুলো দিয়েছি* সেটা খুব সম্ভব অনেক পাঠকের কাছেই বড়ো বেশি অল্প বলে মনে হয়েছে। আমার বিশ্বাস যে, সংখ্যাগুলোর অল্পতা প্রমাণের মতো অনেক হিসাব করা যায়। কিন্তু আমার ধারণা, ওই ধরনের সমস্ত হিসাবের ওপরে একটা জিনিসকে স্থান দেওয়া উচিত: সত্যসত্যই আদর্শস্থানীয় উৎকর্ষের স্বার্থকে।

আমার ধারণা, আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রটার পক্ষে ঠিক এখনি এমন একটা সময় এসেছে যখন সমস্ত গুরুত্বসহকারে তার জন্য যথাবিধি খাটা দরকার, আর সেই কাজে তাড়াহুড়োই হবে প্রায় সবচেয়ে ক্ষতিকর। সেইজন্য আমি সংখ্যাগুলো বাড়াবার বিরুদ্ধে খুবই হুঁশিয়ারি দিয়েছি। উল্টে আমার মতে, এক্ষেত্রে সংখ্যার ব্যাপারে বিশেষ রকম কার্পণ্যই করা উচিত। সোজা-সুজিই বলি। শ্রমিক-কৃষক পরিদর্শনের জন-কমিসারিয়েতের বর্তমানে বিন্দুমাত্র প্রতিষ্ঠা নেই। সবাই জানেন যে, আমাদের শ্রমিক-কৃষক পরিদর্শনটির চেয়ে নিকৃষ্ট সংগঠিত প্রতিষ্ঠান আর নেই এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে এই জন-কমিসারিয়েতের কাছ থেকে আর কিছু আশা করা যায় না। এটা আমাদের ভালভাবেই মনে রাখা দরকার, যদি অবশ্য কয়েক বছরের মধ্যে সত্যি করেই এমন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কর্তব্য আমরা নিই, যাকে প্রথমত, হতে হবে আদর্শস্বরূপ, দ্বিতীয়ত, যা অবশ্য-অবশ্যই সকলের আস্থা উদ্রেক করবে এবং তৃতীয়ত, যে-কোন ব্যক্তি ও প্রত্যেকের কাছেই প্রমাণ করে দেবে যে, আমরা কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের মতো উচ্চ সংস্থার কাজকে সঙ্গত প্রমাণ করেছি। আমার মতে, কর্মচারীদের সংখ্যা সংক্রান্ত যাবতীয় সাধারণ হিসাবগুলি অবিলম্বে ও চূড়ান্তরূপে প্রত্যাখ্যান করা উচিত। শ্রমিক-কৃষক পরিদর্শনের

---

* ভ. ই. লেনিন। শ্রমিক-কৃষক পরিদর্শনের পুনর্গঠন করা উচিত কীভাবে। — সম্পাঃ

কর্মচারীদের আমাদের বাছাই করতে হবে খুবই বিশেষভাবে এবং কেবল কঠোরতম পরীক্ষার ভিত্তিতেই। জন-কমিসারিয়েতটা আসলে কী দাঁড়াবে যদি সেখানে কাজ চলে কোনক্রমে, নিজের প্রতি ফের এতটুকু আস্থার উদ্রেক না ঘটিয়ে এবং যার কথার গুরুত্ব থাকছে খুবই কম? আমার ধারণা, আমরা বর্তমানে যা ভাবছি সেই ধরনের ঢেলে সাজার ক্ষেত্রে ওটা পরিহার করাই হবে আমাদের প্রধান কর্তব্য।

কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সদস্য হিসেবে যেসব শ্রমিকদের আমরা টেনে আনছি, কমিউনিস্ট হিসেবে তাদের হতে হবে নিখুঁত এবং আমার ধারণা, কাজের পদ্ধতি ও লক্ষ্যে তালিম দেবার জন্য তাদেরকে নিয়ে দীর্ঘদিন খাটতে হবে। তারপর, এই কাজে সাহায্যকারী হতে হবে নির্দিষ্ট সংখ্যক সেক্রেটারি-কর্মীদের, যাদের কাজে নিয়োগের আগে ত্রিবিধ যাচাই দরকার। শেষত, ব্যতিক্রম হিসেবে যেসব কর্মকর্তাদের আমরা অবিলম্বেই শ্রমিক-কৃষক পরিদর্শনের কর্মচারী পদে বহাল রাখা ঠিক করব তাদের নিম্নোক্ত শর্ত মেটাতে হবে:

প্রথমত, তাদের সুপারিশ আসা চাই জনকয়েক কমিউনিস্টের কাছ থেকে;

দ্বিতীয়ত, আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রটার বিষয়ে জ্ঞানের পরীক্ষায় তাদের উত্তীর্ণ হতে হবে;

তৃতীয়ত, আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রটার তত্ত্বের মূলকথাগুলো, প্রশাসন, কর্মনির্বাহ, ইত্যাদি বিদ্যার মূলকথাগুলি নিয়ে একটা পরীক্ষায় তাদের উত্তীর্ণ হতে হবে;

চতুর্থত, কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সদস্যদের সঙ্গে এবং নিজেদের সেক্রেটারিয়েটের সঙ্গে তাদের এমনভাবে কাজ করতে হবে যাতে আমরা সমগ্রভাবে যন্ত্রটির কাজ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারি।

আমি জানি যে, এই দাবিগুলিতে মাত্রাতিরিক্ত কড়া শর্ত ধরা হচ্ছে এবং আমার খুবই আশঙ্কা আছে যে, শ্রমিক-কৃষক পরিদর্শনের অধিকাংশ 'ব্যবহারিক কর্মী' এই দাবিগুলিকে অপূরণীয় ঘোষণা করবে অথবা তাচ্ছিল্য সহকারে ব্যঙ্গ করবে। কিন্তু শ্রমিক-কৃষক পরিদর্শনের বর্তমান কর্মকর্তাদের অথবা তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে-কোন ব্যক্তিকে আমি জিজ্ঞাসা করব — তিনি কি আমাকে বিবেক মেনে বলতে পারেন, শ্রমিক-কৃষক পরিদর্শনের মতো জন-কমিসারিয়েতের প্রয়োজন কার্যত কী? আমার ধারণা, এই প্রশ্নে তাঁর মাত্রাজ্ঞানলাভে সাহায্য হবে। হয় শ্রমিক-কৃষক পরিদর্শনের মতো একটা

আশাহীন অপদার্থ ব্যাপারের পুনর্গঠনে নেমে লাভ নেই, যা আমরা অনেক করেছি, নয় ধীর, দুরূহ, অসচরাচর পথে বহুসংখ্যক যাচাইয়ের মধ্য দিয়ে সত্যসত্যই আদর্শমূলক একটা কিছু সৃজনের কর্তব্য আমাদের সত্যসত্যই নেওয়া দরকার, যা যে-কোন ব্যক্তি ও প্রত্যেকের মধ্যে শ্রদ্ধার উদ্রেক করতে সমর্থ এবং সেটা নিতান্ত তার পদ ও নামের দাবিতে নয়।

ধৈর্যে যদি না কুলোয়, ও-কাজে যদি বছর কয়েক না দিতে পারা যায়, তাহলে আদৌ তা হাতে নেওয়া উচিত নয়।

আমার মতে, শ্রমের উচ্চতম ইনস্টিটিউট, ইত্যাদি নিয়ে আমরা যেসব প্রতিষ্ঠান পাকিয়ে তুলেছি, তার মধ্য থেকে ন্যূনতম কয়েকটি বেছে, পুরোপুরি গুরুত্বসহকারে যে তারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা যাচাই করে, শুধু এমনভাবেই কাজ চালিয়ে যাওয়া দরকার, যাতে সেটা সত্যসত্যই আধুনিক বিজ্ঞানের উচ্চতানুযায়ী হয় এবং তার সমস্ত ফলশ্রুতি আমরা পাই। সেক্ষেত্রে কয়েক বছরের মধ্যে এমন একটা প্রতিষ্ঠান পাওয়া যাবে বলে আশা করা অলীক কল্পনা হবে না, যে তার দায়িত্ব পালনে সমর্থ, যথা: শ্রমিক শ্রেণীর, রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির এবং আমাদের প্রজাতন্ত্রের সমগ্র জনসাধারণের আস্থা অর্জন করে আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রটির উন্নয়নের জন্য নিয়মিত ও অটলভাবে খাটা।

কাজটার জন্য প্রস্তুতি শুরু করা যায় এখনি। শ্রমিক-কৃষক পরিদর্শনের জন-কমিসারিয়েত যদি পুনর্গঠনের বর্তমান পরিকল্পনাটিতে সম্মত হয়, তাহলে জন-কমিসারিয়েত এখনই প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ নিতে পারে এবং তাড়াহুড়ো না করে, একদা যা করা হয়েছে তা ঢেলে সাজতে আপত্তি না করে, পরিপূর্ণ সমাপ্তি পর্যন্ত নিয়মিতভাবে কাজ করে যেতে পারে।

এক্ষেত্রে যে-কোন আধ-অর্ধস্ফুট সিদ্ধান্ত হবে চূড়ান্ত মাত্রায় ক্ষতিকর। শ্রমিক-কৃষক পরিদর্শনের কর্মচারীসংখ্যার নিরিখ অন্যান্য যে-কোন বিবেচনা থেকে টানাটা হবে মূলত সাবেকী আমলাতান্ত্রিক বিবেচনা, সাবেকী কুসংস্কারের ভিত্তিতে, সেই ভিত্তিতে যা নিন্দিত হয়ে গেছে, যাতে সাধারণে উপহাসই করে, ইত্যাদি।

মূলত, প্রশ্নটা এখানে এই:

হয় এখন এটা দেখান যে, আমরা রাষ্ট্রীয় নির্মাণের ব্যাপারে কিছু একটা জিনিস গুরুত্ব দিয়েই শিখেছি (পাঁচ বছরে কিছু একটা শেখায় পাপ নেই), নয়তো আমরা ততটা পরিপক্ক হই নি এবং সেক্ষেত্রে কাজটা হাতে নেওয়ারই মানে হয় না।

আমার ধারণা, মানব-সম্পদ আমাদের যা আছে তাতে একথা বললে ঔদ্ধত্য হবে না যে, অন্তত একটি জন-কমিসারিয়েতকে প্রণালীবদ্ধভাবে এবং নতুন করে গড়ে তোলার মতো যথেষ্ট শিক্ষা আমরা লাভ করেছি। অবশ্য ওই একটি জন-কমিসারিয়েত দিয়ে আমাদের গোটা রাষ্ট্রযন্ত্রটাকে নির্ধারিত করতে হবে তা সত্যি।

সাধারণভাবে শ্রমের এবং বিশেষত পরিচালনবিষয়ক শ্রমের সংগঠন নিয়ে দুটি বা বেশি পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্য এখনই প্রতিযোগিতা আহবান করা হোক। ভিত্তি হিসেবে ইয়েরমান্স্কির যে বইটি (২২২) ইতিমধ্যেই আমাদের হাতে আছে সেটা নেওয়া যেতে পারে যদিও, বন্ধনীর মধ্যে বলি যে, স্পষ্টতই মেনশেভিকবাদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি আছে এবং সোভিয়েতরাজের উপযোগী পাঠ্যপুস্তক রচনার পক্ষে তিনি অযোগ্য। তাছাড়া ভিত্তি হিসেবে কেরজেন্‌ৎসেভের সাম্প্রতিক বইটি (২২৩) নেওয়া যেতে পারে। শেষত, আংশিক যেসব সহায়িকাপুস্তক আছে, তার কোন-কোনটাও কাজে লাগতে পারে।

সাহিত্য সংগ্রহ ও প্রশ্নটির অধ্যয়নের জন্য জনকয়েক পরিশীলিত ও বিবেকবান লোককে জার্মানি বা ইংলন্ডে পাঠান উচিত। ইংলন্ডের কথা বলছি সেইক্ষেত্রে যদি আমেরিকা বা কানাডায় পাঠান সম্ভব না হয়।

শ্রমিক-কৃষক পরিদর্শনের প্রার্থী কর্মচারীদের জন্য পরীক্ষার একটি প্রাথমিক কার্যক্রম রচনার জন্য একটি কমিশন নিয়োগ করা হোক। কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সভ্যপদের যাঁরা প্রার্থী, তাঁদের জন্যও তা-ই।

এই এবং অনুরূপ সব কাজ, বলাই বাহুল্য, শ্রমিক-কৃষক পরিদর্শনের জন-কমিসার বা মণ্ডলীর সদস্য অথবা কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সভাপতিমণ্ডলী কারোরই অসুবিধা ঘটাবে না।

এসবের সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সভ্যপদের প্রার্থী সন্ধানের জন্য একটি প্রস্তুতি কমিশনও নিয়োগ করতে হবে। আশা করি, ওই পদের জন্য বর্তমানে যথেষ্টের বেশি প্রার্থী পাওয়া যাবে যেমন সমস্ত দপ্তরের অভিজ্ঞ কর্মীদের মধ্য থেকে, তেমনি আমাদের সোভিয়েত বিদ্যালয়গুলির ছাত্রদের মধ্য থেকে। আগে থেকেই কোন একটা বর্গকে বাদ দেওয়া বড়ো একটা সঠিক হবে না। খুব সম্ভবত, প্রতিষ্ঠানটির বিমিশ্র সংবিন্যাসই পছন্দ করতে হবে। তাতে, আমাদের বহু গুণের মিলন, ভিন্নমুখী যোগ্যতার মিলন চাইতে হবে। সুতরাং প্রার্থীতালিকা রচনার কাজে এক্ষেত্রে খাটতে হবে। যেমন, খুবই অবাঞ্ছনীয় হবে যদি নতুন জন-

কমিসারিয়েত কেবল এক ছাঁচে ঢালা হয়, ধরা যাক, কেবল কর্মকর্তা-চরিত্রের লোকেদের নিয়ে, অথবা প্রচারধর্মী চরিত্রের লোকেদের বাদ দিয়ে, অথবা তাদের বাদ দিয়ে যাদের বৈশিষ্ট্য হল মিশুকেপনা বা এই ধরনের কর্মীরা যেসব মহলে খুব অভ্যস্ত নয় সেখানে ঢুকতে পারার ক্ষমতা, ইত্যাদি।

* * *

আমার মনে হয়, আমার কথাটা সবচেয়ে ভাল বোঝান যাবে যদি আকাদমি ধরনের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমার পরিকল্পনার তুলনা করি। কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সভ্যরা তাদের সভাপতিমণ্ডলীর নেতৃত্বে পলিটব্যুরোর সমস্ত কাগজপত্র ও দলিল নিয়মিতভাবে পরীক্ষা করার কাজ চালিয়ে যাবে। সেইসঙ্গে সবচেয়ে ছোটো ও ব্যক্তিগত থেকে শুরু করে আমাদের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যধারা যাচাইয়ের বিভিন্ন কাজে সঠিকভাবে তাদের সময়বণ্টন করতে হবে। শেষত, তাদের কাজের মধ্যে পড়বে তত্ত্বের অনুশীলন অর্থাৎ যে-কাজটা তারা গ্রহণের সংকল্প করছে তার সংগঠনের তত্ত্ব এবং পুরনো কমরেডদের নেতৃত্বে অথবা উচ্চতম শ্রমসংগঠন ইনস্টিটিউটের অধ্যাপকদের পরিচালনায় ব্যবহারিক কাজ।

কিন্তু আমার ধারণা, এই ধরনের আকাদমিক কাজে সীমাবদ্ধ থাকা তাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হবে না। এসবের সঙ্গে সঙ্গে তাদের যে-কাজগুলোর জন্য তৈরি হতে হবে সেটাকে আমি সোজাসুজি জোচ্চোর ধরা না বললেও ওই ধরনের লোকেদের ধরার জন্য প্রস্তুতি এবং নিজেদের গতিবিধি, ইত্যাদি গোপন রাখার মতো বিশেষ ফন্দি-ফিকির উদ্ভাবন বলতে লজ্জিত নই।

পশ্চিম-ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে যদি-বা এরূপ প্রস্তাবে অশ্রুতপূর্ব ক্ষোভ, নৈতিক রোষ, ইত্যাদির উদ্রেক হয়, তাহলে, আমার আশা আছে, আমরা সেরূপ সামর্থ্য দেখাবার মতো এখনো অতটা আমলাতান্ত্রিক হয়ে উঠি নি। আমাদের নয়া অর্থনৈতিক কর্মনীতি এখনো এতটা মর্যাদা লাভ করে উঠতে পারে নি যে এক্ষেত্রে কাউকে ধরা সম্ভব ভেবে কেউ আহত বোধ করবে। আমাদের সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রটি এতই অল্পদিন আগে নির্মিত হয়েছে এবং নানা ধরনের আবর্জনার স্তূপ এতই পড়ে আছে যে, কিছু কিছু চালাকির সাহায্যে, মাঝে মাঝে যথেষ্ট দূরবর্তী একটা লক্ষ্যের দিকে যথেষ্ট ঘুরপথে সন্ধান মারফত সেই আবর্জনায় খননকার্য চালান সম্ভব ভেবে আহত বোধ করার কথা কারো মনে হবে কিনা সন্দেহ, আর

যদি মনেই হয়, তাহলে আমি নিশ্চিত যে, সেরূপ লোককে নিয়ে আমরা সর্বান্তঃকরণেই হাসাহাসি করব।

আশা করা যাক, আমাদের নতুন শ্রমিক-কৃষক পরিদর্শন সেই গুণটাকে বর্জন করবে যাকে ফরাসীরা বলে pruderie, আমরা তাকে বলতে পারি হাস্যকর গুমর অথবা হাস্যকর ভারিক্কিপনা, যা আমাদের যেমন সোভিয়েত তেমনি পার্টির আমলাতন্ত্রীদেরই পুরোপুরি কাজে লাগে। বন্ধনীর মধ্যে বলা যাক, আমলাতন্ত্র আমাদের এখানে দেখা যায় কেবল সোভিয়েত প্রতিষ্ঠানে নয়, পার্টি-প্রতিষ্ঠানেও।

আগে আমি বলেছি যে, আমাদের পাঠ নেওয়া দরকার এবং সেই পাঠ নিতে হবে উচ্চতম শ্রমসংগঠন ইনস্টিটিউটগুলিতে, ইত্যাদি। তার অর্থ মোটেই এই নয় যে, 'পাঠ' বলতে আমি খানিকটা ইস্কুল ধরনের পাঠ বুঝিয়েছি, অথবা 'পাঠ' বলতে আমি কেবল ইস্কুলী পাঠে সীমাবদ্ধ থাকার কথা ভেবেছি। আশা করি, কোন সাচ্চা বিপ্লবীই এই সন্দেহ করবে না যে, এক্ষেত্রে 'পাঠ' বলতে আমি কোন আধা-মজাদার চালাকি, কোন একটা ধূর্তামি, কোন একটা ফন্দি বা ওই ধরনের কিছু একটা ভাবতে অস্বীকার করছি। আমি জানি যে, পশ্চিম ইউরোপের রাশভারী গুরুগম্ভীর রাষ্ট্রে একথায় সত্যিকারের আতঙ্ক জাগবে এবং সভ্যভব্য কোন পদাধিকারীই এমন কি ওটার আলোচনাতেও রাজী হবে না। কিন্তু আমার ধারণা, আমরা এখনো যথেষ্ট আমলাতান্ত্রিক হয়ে উঠি নি এবং একথা নিয়ে আলোচনায় আমাদের এখানে ফুর্তি ছাড়া আর কিছুই জাগবে না।

বাস্তবিকই, প্রীতিকরের সঙ্গে হিতকরকে কেন মেলাব না? কিছু একটা হাস্যকর, কিছু একটা ক্ষতিকর, কিছু একটা আধা-হাস্যকর, আধা-ক্ষতিকর, ইত্যাদিকে উদ্ঘাটনের জন্য কেন কাজে লাগাব না রগুড়ে অথবা আধা-রগুড়ে কোন একটা চালাকি?

আমার মনে হয় যে, আমাদের শ্রমিক-কৃষক পরিদর্শন যদি কথাটা তাদের বিবেচনায় রাখে, তাহলে তাদের লাভ কম হবে না এবং যেসব ঘটনার মাধ্যমে আমাদের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশন অথবা শ্রমিক-কৃষক পরিদর্শনে তাদের সহযোগীরা কতকগুলি চমৎকার বিজয় লাভ করেছে তার তালিকা কম সমৃদ্ধ হবে না যদি আমাদের ভবিষ্যৎ 'শ্রমিক-কৃষক পরিদর্শনের কর্মী' ও 'কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সদস্যরা' এমনসব স্থানে অভিযানে যান, সুগম্ভীর ও পরিপাটী পাঠ্যপুস্তকগুলোয় যার কথা ঠিক উল্লেখযোগ্য হয় না।

* * *

সোভিয়েত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পার্টি-প্রতিষ্ঠানকে কীভাবে সংযুক্ত করা সম্ভব? অননুমোদনীয় কিছু একটা হচ্ছে না কি?

প্রশ্নটা আমি নিজের পক্ষ থেকে নয়, রাখছি তাদের পক্ষ থেকে, আগে যাদের বিষয়ে ইঙ্গিত করেছি এই বলে যে, আমাদের এখানে শুধু সোভিয়েত প্রতিষ্ঠানে নয়, পার্টি-প্রতিষ্ঠানেও আমলাতন্ত্রী আছে।

আসলে, কাজের স্বার্থে দরকার হলে কেনই-বা দুটোকে সম্মিলিত করা হবে না? কেউ কি সত্যিই কখনো খেয়াল করে নি যে, পররাষ্ট্র জন-কমিসারিয়েতের মতো জন-কমিসারিয়েতে এই ধরনের সম্মিলনে অসামান্য উপকার হচ্ছে এবং তা আচরিত হচ্ছে তার একেবারে গোড়া থেকে? বিদেশী শক্তিদের, কম শোভন একটা কথা না বলতে হলে বলা যাক, ধূর্ততা কাটাবার জন্য তাদের 'চালের' জবাবে আমাদের 'চাল' নিয়ে ছোটো বড়ো বহু প্রশ্নই পার্টির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পলিটব্যুরোয় আলোচনা হয় না কি? পার্টির সঙ্গে সোভিয়েতের এই নমনীয় সম্মিলনই কি আমাদের রাজনীতির অসাধারণ শক্তির উৎস নয়? আমি মনে করি, যে-জিনিস তার কার্যকরতা প্রমাণ করেছে, আমাদের পররাষ্ট্র নীতিতে কায়েমী হয়ে এতই রীতিতে দাঁড়িয়েছে যে, এক্ষেত্রে তাতে আর কোনই সন্দেহ জাগে না, সেটা আমাদের গোটা রাষ্ট্র-যন্ত্রটার ক্ষেত্রেও অন্তত সমান উপযোগী (আমার ধারণা, অনেক বেশি উপযোগী)। আর আমাদের শ্রমিক-কৃষক পরিদর্শন তো আমাদের গোটা রাষ্ট্রযন্ত্রটার জন্যই উৎসর্গিত। তার ক্রিয়াকলাপের মধ্যে পড়া উচিত বিনা ব্যতিক্রমে সমস্ত ও সর্ববিধ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান — স্থানীয়, কেন্দ্রীয়, বাণিজ্যিক, বিশুদ্ধ আমলাতান্ত্রিক, শিক্ষাগত, মহাফেজখানা সংক্রান্ত, নাট্য সংক্রান্ত, ইত্যাদি — বিনা ব্যতিক্রমে সমস্ত।

এরূপ ব্যাপক আওতার যে প্রতিষ্ঠানটির পক্ষে তদুপরি দরকার তার ক্রিয়াকলাপের রূপের অসাধারণ নমনীয়তা, তার ক্ষেত্রে পার্টি নিয়ন্ত্রণ-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণ-প্রতিষ্ঠানের একটা স্বকীয় ধরনের মিলন অনুমোদিত হবে না কেন?

আমি এতে কোন প্রতিবন্ধক দেখছি না। শুধু তাই নয়। আমার ধারণা, এরূপ মিলনই হল সার্থক কাজের একমাত্র গ্যারাণ্টি। আমার ধারণা, এই ব্যাপারে সবকিছু সন্দেহ উঠছে আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রটার সবচেয়ে ধুলোজমা কোণগুলো থেকে এবং একমাত্র উপহাসেই তাদের জবাব দেওয়া উচিত।

* * *

আরেকটি সন্দেহ: শিক্ষাগত ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে চাকুরিগত ক্রিয়াকলাপ সংযুক্ত করা কি চলবে? আমার মনে হয়, চলবে শুধু নয়, উচিতই হবে। সাধারণভাবে বললে, পশ্চিম-ইউরোপীয় রাষ্ট্রপাট প্রসঙ্গে আমাদের সমস্ত বৈপ্লবিকতা সত্ত্বেও তার কাছ থেকে একরাশ অতি ক্ষতিকর ও হাস্যকর কুসংস্কারে আমরা সংক্রামিত হতে পেরেছি এবং অংশত এই সংক্রমণ ইচ্ছে করেই ঘটিয়েছে আমাদের আদরের আমলাতন্ত্রীরা, মতলব করেই তারা হিসাব করেছে যে, ওই ধরনের কুসংস্কারের ঘোলা জলে তারা একাধিকবার মাছ ধরবে এবং সেই ঘোলা জলে তারা এতই মাছ ধরে যাচ্ছিল যে, আমাদের মধ্যেকার অন্ধরাই কেবল দেখে নি কত ব্যাপকভাবে মাছ ধরা চলছিল।

সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কের সমস্ত ক্ষেত্রেই আমরা 'সাঙ্ঘাতিক' বিপ্লবী। কিন্তু পদভক্তিতে, আপিসী কাজের কেতাকায়দা পালনে আমাদের 'বৈপ্লবিকতা' বদলে যায় একেবারেই ছাতাপড়া রুটিনপনায়। সামাজিক জীবনে একটা বৃহত্তম সম্মুখ-ঝম্প কীভাবে ক্ষুদ্রতম পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিকট ভীরুতার সঙ্গে মিলছে, এই মজার ঘটনাটা এখানে একাধিকবার দেখা যাবে।

সেটা বোঝা যায়, কেননা সবচেয়ে অগ্রপদক্ষেপগুলি হয়েছিল যে-ক্ষেত্রে সেটা ছিল তত্ত্বের রাজ্য, সেই ক্ষেত্রটায় প্রধানত, এমন কি একমাত্র তত্ত্বের চর্চাই চলেছে। রুশী মানুষ জঘন্য আমলাতান্ত্রিক বাস্তবতা থেকে ফিরে ঘরে বসে মন উজাড় করেছে অসাধারণ সাহসী সব তাত্ত্বিক নির্মাণে এবং সেই কারণে অসাধারণ এইসব নির্ভীক তাত্ত্বিক নির্মাণগুলির চরিত্র আমাদের এখানে হয়েছে অস্বাভাবিক একপেশে। আমাদের এখানে সাধারণ নির্মাণের ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক সাহসিকতার পাশাপাশি থেকেছে তুচ্ছতম কোন দপ্তর সংস্কারের ক্ষেত্রে আশ্চর্য ভীরুতা। কোন একটা বৃহত্তম বিশ্বজনীন ভূমিবিপ্লবের ছক রচিত হল এমন সাহসিকতায় যা অন্য কোন দেশে অভূতপূর্ব, অথচ সেইসঙ্গে যৎসামান্য কোন দপ্তর সংস্কারের মতো কল্পনা জোগাল না। সাধারণ প্রশ্নের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে যেসব প্রতিপাদ্য থেকে এমন 'চমৎকার' ফল মিলল, তাকে এই সংস্কারটির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে কল্পনায় অথবা ধৈর্যে কুলাল না।

সেইজন্যই আমাদের বর্তমান জীবনধারায় মরিয়া দুঃসাহসিকতার সঙ্গে সামান্যতম পরিবর্তনের ক্ষেত্রে চিন্তার ভীরুতা আশ্চর্যভাবে মিলে আছে।

আমার ধারণা, সত্যিকারের কোন মহাবিপ্লবেই তা না হয়ে যায় নি, কেননা সত্যিকারের মহাবিপ্লবের জন্ম হয় সাবেকীর সঙ্গে, সাবেকীটার চর্চায় যা পরিচালিত তার সঙ্গে নতুনের দিকে যাবার বিমূর্ত প্রবণতার বিরোধ থেকে — আর সেটা এতই নতুন হওয়ার কথা যে, পুরনোর কণামাত্র থাকা চলবে না।

আর এই বিপ্লব হবে যত আকস্মিক, এধরনের অনেকগুলি বিরোধ টিকে থাকার কালটাও হবে তত দীর্ঘ।

* * *

আমাদের বর্তমান জীবনের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল এই: পুঁজিবাদী শিল্প আমরা ধ্বংস করেছি, মধ্যযুগীয় প্রতিষ্ঠান ও জমিদারী ভূমিমালিকানা ধূলিসাৎ করার জন্য যথাসাধ্য করেছি এবং তাতে করে ক্ষুদে ও অতি ক্ষুদে চাষীর একটা শ্রেণী গড়েছি যা প্রলেতারিয়েতের নেতৃত্ব অনুসরণ করছে, কারণ প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী কর্মের ফলে তার বিশ্বাস আছে। কিন্তু অধিকতর অগ্রসর দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বিজয়ী না হওয়া পর্যন্ত কেবল এই বিশ্বাসের জোরে চলতে থাকা আমাদের পক্ষে সহজ নয়, কারণ বিশেষত নয়া অর্থনৈতিক কর্মনীতির আমলে, অর্থনৈতিক প্রয়োজনের জন্য ক্ষুদে ও অতি ক্ষুদে চাষীদের সম্প্রদায় টিকে থাকে শ্রমের উৎপাদনশীলতার চূড়ান্ত নিচু মাত্রায়। তাছাড়া, আন্তর্জাতিক অবস্থাও রাশিয়াকে পিছনে ঠেলে দিয়েছে ও মোটেই জনগণের শ্রমের উৎপাদনশীলতাকে এমন একটা মাত্রায় নামিয়ে দিয়েছে যা যুদ্ধপূর্বের চেয়ে অনেক নিচু। পশ্চিম-ইউরোপীয় পুঁজিবাদী শক্তিরা অংশত ইচ্ছে করে এবং অংশত স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাদের পেছনে ঠেলে দেবার জন্য, রাশিয়ায় গৃহযুদ্ধের উপাদানগুলিকে ব্যবহার করে দেশে যথাসম্ভব সর্বনাশ ছড়াবার জন্য তাদের যথাসাধ্য করেছে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ থেকে বেরবার এই উপায়টাই তাদের কাছে বহু সুবিধাজনক বলে মনে হয়েছিল: আমরা যদি রাশিয়ায় বিপ্লবী ব্যবস্থাকে পরাস্ত করতে না পারি, তাহলে অন্তত পক্ষে সমাজতন্ত্রের দিকে তার প্রগতি ব্যাহত করব, — প্রায় এইভাবেই যুক্তি দিয়েছিল এইসব শক্তিরা এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শুধু এইভাবেই যুক্তি দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব। পরিণামে, তাদের সমস্যার সমাধান হল শুধু আধাআধি। বিপ্লবসৃষ্ট নতুন ব্যবস্থার উচ্ছেদ করতে তারা ব্যর্থ হল, কিন্তু যে-অগ্রপদক্ষেপ নিলে সমাজতন্ত্রীদের ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক হতে পারত, সমাজতন্ত্রীরা প্রচন্ড গতিতে উৎপাদন-

শক্তি বাড়াতে ও সেই সমস্ত সম্ভাবনা বিকশিত করতে পারত যা একত্র করলে দাঁড়াত সমাজতন্ত্র ও এইভাবে পরিষ্কার করে, চাক্ষুষভাবে সকলের কাছেই প্রমাণ করে দিত যে, সমাজতন্ত্রের অভ্যন্তরে রয়েছে অতিকায় শক্তি এবং মানবজাতি এবার প্রবেশ করেছে বিকাশের এক নতুন স্তরে যার ভবিষ্যৎ অসাধারণ প্রোজ্জ্বল — সেই অগ্রপদক্ষেপ গ্রহণটায় তারা সঙ্গে সঙ্গেই বাধা দেয়।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের যে-ব্যবস্থা বর্তমানে রূপ নিয়েছে তাতে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির একটি রাষ্ট্র, জার্মানি বিজেতা দেশগুলি দ্বারা দাসত্বে বাঁধা পড়েছে। অধিকন্তু, কতকগুলি দেশের, সবচেয়ে পুরনো পশ্চিমী দেশগুলির অবস্থা বিজয়ের ফলে এমন যে তারা তাদের বিজয়কে ব্যবহার করে নিজেদের নিপীড়িত শ্রেণীগুলিকে কিছু গৌণ সুবিধাদান করতে পারছে — এই সুবিধা গৌণ হলেও তা ঐসব দেশের বিপ্লবী আন্দোলনকে ব্যাহত করছে এবং 'সামাজিক শান্তির' কিছুটা আমেজ সৃষ্টি করছে।

সঙ্গে সঙ্গে, বিগত সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের ফলেই প্রাচ্য, ভারত, চীন, প্রভৃতি কতকগুলি দেশ পুরোপুরি তাদের কোটরচ্যুত হয়ে গেছে। তাদের বিকাশ নিশ্চিতরূপেই সাধারণ ইউরোপীয় পুঁজিবাদী ধারায় সরে এসেছে এবং সাধারণ ইউরোপীয় আলোড়ন তাদের মধ্যেও শুরু হয়েছে। সারা বিশ্বের কাছে এখন একথা স্পষ্ট যে, তারা যে-বিকাশধারার মধ্যে গিয়ে পড়েছে তাতে সমগ্র বিশ্ব-পুঁজিবাদের ক্ষেত্রেই একটা সংকট সৃষ্টি না করে যাবে না।

সুতরাং আমরা এখন এই প্রশ্নের মুখে: আমরা কি আমাদের ক্ষুদে এবং অতি ক্ষুদে কৃষি-উৎপাদন ও আমাদের বর্তমান ধ্বংসাবস্থা নিয়ে ততদিন টিকে থাকতে পারব যতদিন না পশ্চিম-ইউরোপীয় পুঁজিবাদী দেশগুলি সমাজতন্ত্রের দিকে তাদের অগ্রগতি সফল করবে? কিন্তু তারা এটা করছে ঠিক আমরা যেভাবে আগে আশা করেছিলাম সেভাবে নয়। সমাজতন্ত্রের ক্রমান্বয়িক 'পরিপক্কতার' দ্বারা তারা তা করছে না, করছে কতকগুলি দেশ কর্তৃক অন্য কতকগুলি দেশের শোষণ দ্বারা, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে পরাজিত প্রথম দেশটিকে শোষণের সঙ্গে সমগ্র প্রাচ্যের শোষণ যুক্ত করে। অন্যদিকে, প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের ফলেই প্রাচ্য নিশ্চিতরূপেই বিপ্লবী আন্দোলনে যুক্ত হয়েছে, বিশ্ববিপ্লবী আন্দোলনের সাধারণ ঘূর্ণাবর্তে নিশ্চিতই এসে পড়েছে।

এই পরিস্থিতির ফলে আমাদের দেশে কোন কর্মকৌশল প্রযোজ্য? স্পষ্টতই এই: আমাদের শ্রমিক-শাসনের সংরক্ষণ এবং ক্ষুদে ও অতি

ক্ষুদে কৃষকের ওপর তার নেতৃত্ব ও প্রভাব বজায় রাখার জন্য চূড়ান্ত সাবধানতা দেখান। আমাদের সুবিধা এই যে, সমগ্র বিশ্ব এমন একটা আন্দোলনের মধ্যে চলে যেতে শুরু করেছে, যা থেকে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবর সৃষ্টি অনিবার্য। কিন্তু আমরা এই অসুবিধার মধ্যে আছি যে, সাম্রাজ্যবাদীরা দুনিয়াকে দুই শিবিরে বিভক্ত করে দিতে সমর্থ হয়েছে এবং এই বিভাগ আরও জটিল হয়ে পড়েছে এইজন্য যে, সত্যই অগ্রসর সংস্কৃতিসম্পন্ন পুঁজিবাদী বিকাশের দেশ জার্মানির পক্ষে খাড়া হয়ে দাঁড়ান খুবই কঠিন। পশ্চিম বলতে যা বোঝায় সেই পশ্চিমের সমস্ত পুঁজিবাদী শক্তিই তাকে ঠুকরে খাচ্ছে, তাকে দাঁড়াতে দিচ্ছে না। অন্যদিকে, মানবিক সহ্যের শেষসীমায় উপনীত কোটি কোটি শোষিত মেহনতীর সমগ্র প্রাচ্য এমন অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছে যে, তার দৈহিক ও বৈষয়িক শক্তির সঙ্গে ক্ষুদ্রতর যে-কোন পশ্চিম-ইউরোপীয় রাষ্ট্রের দৈহিক, বৈষয়িক ও সামরিক শক্তির একেবারেই কোন তুলনা চলে না।

এইসব সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির সঙ্গে আসন্ন সংঘাত কি আমরা এড়াতে পারি? এই আশা কি করতে পারি যে, পশ্চিমের সমৃদ্ধিশীল সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সঙ্গে পূর্বের সমৃদ্ধিশীল সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির অভ্যন্তরীণ বিরোধ ও সংঘাতের ফলে আমরা একটা দ্বিতীয় অবকাশের সুযোগ পাব, যেমন পেয়েছিলাম প্রথমবার, যখন রুশ প্রতিবিপ্লবের সমর্থনে পশ্চিম-ইউরোপীয় প্রতিবিপ্লবের অভিযান ভেঙে পড়েছিল পশ্চিম ও পূর্বের প্রতিবিপ্লবী শিবির, পশ্চিম ও পূর্বের শোষক শিবির, জাপান ও আমেরিকার শিবিরের মধ্যে বিরোধের দরুন?

আমার ধারণা, এই প্রশ্নের উত্তর হবে যে, তা অনেক ঘটনার ওপর নির্ভরশীল। সমগ্রভাবে সংগ্রামের পরিণতি আগে থেকেই বলা যায় শুধু এই অর্থে যে, পরিণামে পৃথিবীর অধিকাংশ জনগণকে পুঁজিবাদ নিজেই সংগ্রামের জন্য শিক্ষাদান করছে, তৈরি করে তুলছে।

শেষবিচারে, সংগ্রামের পরিণাম নির্ধারিত হবে এইজন্য যে রাশিয়া, ভারত, চীন, ইত্যাদিতেই পৃথিবীর বিপুল সংখ্যাগুরু জনের বাস। বিগত কয়েক বছরে এই অধিকাংশটাই অসাধারণ দ্রুততায় আত্মমুক্তির সংগ্রামের মধ্যে এসে পড়ছে। ফলত, এই দিক থেকে বিশ্বসংগ্রামের পরিণাম সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকতে পারে না। এই অর্থে সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয় সম্পূর্ণ ও নিঃসংশয়ে নিশ্চিত।

কিন্তু আমাদের আগ্রহ সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয়ের এই অবশ্যম্ভাবিতার

বিষয়ে নয়। পশ্চিম-ইউরোপীয় প্রতিবিপ্লবী রাষ্ট্রগুলি কর্তৃক আমাদের ধ্বংস প্রতিহত করার জন্য আমরা, রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি, আমরা, রাশিয়ার সোভিয়েতরাজ কী কর্মকৌশল গ্রহণ করব, সেই বিষয়ে। প্রতিবিপ্লবী সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিমের সঙ্গে বিপ্লবী ও জাতীয়তাবাদী প্রাচ্যের, বিশ্বের সভ্যতম দেশগুলির সঙ্গে যা অধিকাংশ মানুষের বাসভূমি সেই পশ্চাৎপদ প্রাচ্য দেশগুলির পরবর্তী সামরিক সংঘাত পর্যন্ত আমাদের অস্তিত্ব নিশ্চিত করতে হলে এই অধিকাংশকে সভ্য হয়ে উঠতে হবে। আমরাও এমন যথেষ্ট সভ্য নই যাতে সোজাসুজি সমাজতন্ত্রে চলে যেতে পারি, যদিও তার রাজনৈতিক পূর্বশর্ত বর্তমান। নিজেদের বাঁচাতে হলে আমাদের এই কর্মকৌশল গ্রহণ করা বা নিম্নলিখিত রাজনীতি অনুসরণ করা দরকার।

এমন একটা রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা করে যেতে হবে আমাদের যেখানে কৃষকদের প্রসঙ্গে শ্রমিকেরা তাদের নেতৃত্ব বজায় রাখছে, যেখানে কৃষকদের আস্থা তাদের ওপর থাকছে এবং যেখানে সর্বোচ্চ মাত্রার ব্যয়সংকোচ করে আমাদের সামাজিক সম্পর্ক থেকে অমিতব্যয় নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে।

আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রটিকে নিয়ে যেতে হবে ব্যয়সংকোচের চূড়ান্ত মাত্রায়। জারতন্ত্রী রাশিয়া থেকে, তার আমলাতান্ত্রিক-পুঁজিবাদী যন্ত্র থেকে যে-প্রচুর অমিতব্যয়ের জের থেকে গেছে, তা নিশ্চিহ্ন করতে হবে।

সেটা কি কৃষক-সংকীর্ণতার শাসন হবে না?

না। কৃষক সম্প্রদায়ের ওপর শ্রমিক শ্রেণী নেতৃত্ব বজায় রাখছে এই যদি আমরা করতে পারি, তাহলে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক জীবনে সর্বোচ্চ পরিমাণ ব্যয়সংকোচ করে আমরা আমাদের সঞ্চিত প্রতিটি কোপেক ব্যবহার করতে পারব বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্প বিকাশের জন্য, বিদ্যুতীকরণ, পীট-এর হাইড্রলিক নিষ্কাশনের জন্য, ভল্‌খভ্‌স্ত্রয়-এর (২২৪) নির্মাণকাজ সমাধা করার জন্য, ইত্যাদি।

এইখানে, কেবল এইখানেই আমাদের আশা। উপমা দিয়ে বললে, কেবল তখনই আমরা ঘোড়া বদলে নেব, কৃষক চাষাড়ে মরকুটে দারিদ্র্যের ঘোড়া থেকে, বিধ্বস্ত কৃষক-দেশের উপযোগী মিতব্যয়ের ঘোড়াটা থেকে প্রলেতারিয়েত যে-ঘোড়া খুঁজছে, বাধ্য হয়েই খুঁজছে, বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্প, বিদ্যুতীকরণ, ভল্‌খভ্‌স্ত্রয়, ইত্যাদির সেই ঘোড়ায়।

এইভাবেই আমি মনে মনে আমাদের কাজ, আমাদের রাজনীতি, আমাদের কর্মকৌশল, আমাদের রণনীতির সাধারণ পরিকল্পনার সঙ্গে পুনর্গঠিত শ্রমিক-কৃষক পরিদর্শনের কর্তব্যগুলিকে জড়িত করছি। এইজন্যই শ্রমিক-

কৃষক পরিদর্শনকে একান্ত রকমের একটা উচ্চতায় বসিয়ে, কেন্দ্রীয় কমিটির অধিকারাদি সহ তাকে নেতৃত্বের স্থান, ইত্যাদি, ইত্যাদি দিয়ে যে ঐকান্তিক প্রযত্ন, যে ঐকান্তিক মনোযোগ আমাদের তার জন্য দিতে হবে, সেটা আমার মতে সঙ্গত।

সঙ্গত এই কারণে যে, আমাদের যন্ত্রটার সর্বাধিক পরিশুদ্ধি মারফত, তার মধ্যে যা একান্তরূপে আবশ্যক নয় তেমন সবকিছুর সর্বাধিক হ্রাস মারফতই কেবল আমরা নিশ্চিতরূপে টিকে থাকতে পারব। এবং টিকে থাকতে আমরা পারব ক্ষুদে কৃষক-দেশের পর্যায়ে নয়, এই সার্বত্রিক সীমাবদ্ধতার মাত্রায় নয়, অটলভাবে ক্রমাগত বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্পের দিকে উত্থানশীল একটা মাত্রায়।

শ্রমিক-কৃষক পরিদর্শনের জন্য এইসব বৃহৎ কর্তব্যের কথাই আমি ভাবছি। এইজন্যই আমি তার জন্য 'সাধারণ জন-কমিসারিয়েতের সঙ্গে সর্বাধিক কর্তৃত্বশীল পার্টি সংস্থাকে মিলিয়ে দেবার পরিকল্পনা করছি।

২ মার্চ, ১৯২৩

৪৫ খণ্ড, ৩৮৯-৪০৬ পৃঃ

টীকা

(১) প্রবন্ধটি ১৯১৫ সালের মে ও জুন মাসে লিখিত।

১৯১৪ সালের আগস্ট মাসে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে জার্মানি, ফ্রান্স, বেলজিয়ম ও অন্যান্য যুদ্ধরত দেশের সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক দলগুলির নেতারা আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক কংগ্রেসের সিদ্ধান্তসমূহ অমান্য করে প্রকাশ্যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সমর্থনে নিজ নিজ সরকারের পক্ষে যোগদান করেন। ফ্রান্স ও বেলজিয়মের সমাজতন্ত্রী নেতারা তাদের বুর্জোয়া সরকারে শরিক হন এবং জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটরা রাইখস্টাগে যুদ্ধঋণের পক্ষে ভোট দেন। যুদ্ধরত উভয় জোটের অধিকাংশ সমাজতন্ত্রী নেতারাই যুদ্ধের ন্যায্যতা সমর্থন করেন, তাদের জাতিদম্ভী স্লোগানগুলি কপচাতে থাকেন, নিজ দেশের সাম্রাজ্যবাদী সরকারগুলিকে সমর্থন যোগান এবং যুদ্ধকালে শ্রমিকদের শ্রেণী-সংগ্রাম থেকে বিরত থাকতে বলেন। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের (সমাজতন্ত্রী দলগুলির আন্তর্জাতিক সংগঠন) পতন ঘটে ও আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্র গভীর সংকটে বিজড়িত হয়। কেবল রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির বলশেভিকরা এবং অন্যান্য দেশের সমাজতন্ত্রী পার্টিগুলির বিভিন্ন দল তখন প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকের প্রতি নিজ আনুগত্য অব্যাহত রাখে আর সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও নিজ দেশের সাম্রাজ্যবাদী সরকারগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবিচল থাকে। পৃঃ ১১

(২) **স্টুটগার্ট কংগ্রেস** — ১৯০৭ সালের ১৮-২৪ আগস্ট অনুষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রী কংগ্রেস (দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সপ্তম কংগ্রেস)। কংগ্রেস 'সমরবাদ ও আন্তর্জাতিক সংঘাত' সম্পর্কে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। লেনিনের উদ্যোগে প্রস্তাবে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তগুলি সংযোজিত হয়: 'যদি কোন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ঘটে যায় তাহলে তারা (বিভিন্ন দেশের শ্রমিক শ্রেণী এবং সংসদে তাদের প্রতিনিধিরা — সম্পাঃ) অবশ্যই... ব্যাপক সংখ্যক জনগণের মধ্যে আন্দোলন সৃষ্টি এবং পুঁজিপতিদের শ্রেণীশাসনের পতন ত্বরিত করার জন্য সর্বতোভাবে যুদ্ধসৃষ্ট অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটগুলিকে ব্যবহারে সচেষ্ট হবে।'

বাসেল কংগ্রেস — ১৯১২ সালের ২৪ ও ২৫ নভেম্বর বাসেল শহরে অনুষ্ঠিত একটি বিশেষ আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রী কংগ্রেস। কংগ্রেসে গৃহীত একটি ইস্তাহারের মাধ্যমে তা জাতিসমূহকে আসন্ন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দেয়, এটির লুণ্ঠনমূলক লক্ষ্য ফাঁস করে ও সকল দেশের শ্রমিকদের 'শক্তিশালী আন্তর্জাতিক সংহতির মাধ্যমে পুঁজিতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদকে প্রতিরোধের' আহ্বান জানায়। ইস্তাহার দৃঢ়ভাবে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির আগ্রাসী কর্মনীতির বিরুদ্ধে নিন্দাজ্ঞাপন করে এবং ক্ষুদ্র জাতিগুলির সম্ভাব্য যাবতীয় নির্যাতন ও জাতিদম্ভিতার যে-কোন অভিব্যক্তির বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে সমাজতন্ত্রীদের আহ্বান জানায়। স্টুট্‌গার্ট কংগ্রেসে গৃহীত একটি প্রস্তাব ইতিমধ্যেই বাসেল ইস্তাহারের অন্তর্ভুক্ত হয়, যার বক্তব্য: যুদ্ধ শুরু হলে সমাজতন্ত্রীরা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের লড়াইয়ে আনুষঙ্গিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটের সুযোগ গ্রহণ করবে। পৃঃ ১১

(৩) **জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টির খেমনিৎস কংগ্রেস** অনুষ্ঠিত হয় ১৯১২ সালের ১৫ ও ২১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। কংগ্রেস সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধের প্রতি সমাজতন্ত্রীদের মনোভাব সম্পর্কে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। এতে সাম্রাজ্যবাদী নীতি নিন্দিত এবং শান্তির লড়াইয়ের উপর জোর দেয়া হয়। কংগ্রেস সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির নীতিকে 'নির্লজ্জ লুণ্ঠন ও দখলদারির নীতি' হিসেবে নিন্দা করে এবং শ্রমিক শ্রেণীকে 'সাম্রাজ্যবাদ উৎখাত না হওয়া অবধি এর বিরুদ্ধে অধিকতর উদ্যোগে লড়াই চালাতে' বলে। পৃঃ ১২

(৪) **'নাশে স্লভো'** (আমাদের কথা) — ১৯১৫ ও ১৯১৬ সালে প্যারিস থেকে প্রকাশিত একটি মেনশেভিক সংবাদপত্র। পৃঃ ১৩

(৫) **'ইণ্টারন্যাশনেল'** (*Die Internationale*) — ১৯১৫ সালের এপ্রিল মাসে রোজা লুক্সেম্বুর্গ, ফ্রাণ্ট্স মেরিং প্রতিষ্ঠিত জার্মান বামপন্থী সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটদের মুখপত্র। পৃঃ ১৫

(৬) **আঁতাঁত** (ত্রয়ী জোট) — ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জারের রাশিয়ার সাম্রাজ্যবাদী জোট; চূড়ান্ত রূপ নেয় ১৯০৪-১৯০৭ সালে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় (১৯১৪-১৯১৮) জার্মান কোয়ালিশনের বিরুদ্ধে আঁতাঁতে যোগ দেয় ২০ দেশের বেশি (তাদের মধ্যে — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ইতালি)। পৃঃ ১৫

(৭) **স্ত্রুভেবাদ ('আইনী মার্কসবাদ')** — ১৮৯০-এর দশকে রুশ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে প্রচলিত উদারনৈতিক-বুর্জোয়া মতবাদ এবং এর প্রধান প্রতিনিধি প. ব. স্ত্রুভের নামাঙ্কিত। স্ত্রুভেবাদ সামন্তবাদ থেকে পুঁজিবাদী সামাজিক-অর্থনৈতিক

পর্যায়ে উত্তরণের অনিবার্যতা সংক্রান্ত তত্ত্বটির মার্কসবাদী শিক্ষা গ্রহণক্রমে মার্কসবাদকে বুর্জোয়ার স্বার্থে ব্যবহারে সচেষ্ট ছিল। কিন্তু তারা মার্কসবাদের বৈপ্লবিক মর্মবস্তু — পুঁজিতন্ত্রের অনিবার্য পতন ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শিক্ষাকে — প্রত্যাখ্যান করেছিল। পৃঃ ১৮

(৮) **১৮৭১ সালের প্যারিস কমিউন** — এখানে উল্লিখিত প্রথম প্রলেতারীয় বিপ্লব ও শ্রমিক শ্রেণীর প্রথম সরকারের কথা। কমিউন প্যারিসে বিদ্যমান থাকে ১৮ মার্চ থেকে ২৮ মে পর্যন্ত। প্রতিবিপ্লব তাকে দমন করে।

রাশিয়ার ১৯০৫ সালের বিপ্লব — ১৯০৫-১৯০৭ সালের প্রথম রুশ বুর্জোয়া-ডেমোক্র্যাটিক বিপ্লব। বিপ্লবের চূড়ান্ত পর্যায় — ১৯০৫ সালের অক্টোবর মাসে সংঘটিত সারা-রাশিয়া রাজনৈতিক ধর্মঘট ও ১৯০৫ সালের ডিসেম্বর মাসের সশস্ত্র অভ্যুত্থান। পৃঃ ১৮

(৯) *Die Neue Zeit* (নব কাল) — জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টির তত্ত্বীয় মুখপত্র, ১৮৮৩-১৯২৩ সাল পর্যন্ত স্টুট্‌গার্ট থেকে প্রকাশিত। পৃঃ ২১

(১০) **'সৎসিয়াল-ডেমোক্রাৎ'** (সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট) — প্যারিস ও জেনেভা থেকে ১৯০৯-১৯১৩ এবং ১৯১৪-১৯১৭ সালে প্রকাশিত বেআইনী সংবাদপত্র, রাশিয়ার সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র। ১৯১১ সালের ডিসেম্বর থেকে ভ. ই. লেনিন কর্তৃক সম্পাদিত। পৃঃ ২২

(১১) *The Economist* (অর্থনীতিবাদী) — ১৮৪৩ সাল থেকে প্রকাশিত লন্ডনের অর্থনীতি ও রাজনীতি বিষয়ক একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক। পৃঃ ২৮

(১২) **'মাফলার জড়ান লোক'** — একই নামে আন্তন চেখভের (১৮৬০-১৯০৪) গল্পের চরিত্র। সে হল সমস্ত নবপ্রবর্তন আর উদ্যমের প্রতি বিতৃষ্ণ নমুনাসই সংকীর্ণচেতা কূপমন্ডূক। পৃঃ ২৯

(১৩) **অবাধ বাণিজ্য প্রথা** — বুর্জোয়া অর্থনীতির একটি ধারা। তার দাবি — বাণিজ্যের স্বাধীনতা ও ব্যক্তি-অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের অহস্তক্ষেপ। ১৮ শতাব্দীর শেষে ইংলন্ডে তার উদ্ভব হয়। পৃঃ ৩৩

(১৪) এটা জার্মান কবি ইওগান ভোল্ফগান্‌গ গ্যোটের (১৭৪৯-১৮৩২) উক্তি। পৃঃ ৩৪

(১৫) *Vorwärts* (অগ্রগামী) — দৈনিক সংবাদপত্র, জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র, ১৮৯১-১৯৩৩ সাল অবধি বার্লিন থেকে প্রকাশিত। পৃঃ ৩৭

(১৬) **গাপোনপন্থা** — পাদ্রি গাপোনের নাম থেকে, যিনি ১৯০৫ সালের ৯ (২২) জানুয়ারি পিটার্সবুর্গে শ্রমিকদের একটি মিছিল সংগঠন করেন। নিজেদের দুঃসহ দুর্দশা সম্পর্কে একটি আর্জি পেশের জন্য শ্রমিকরা শীতপ্রাসাদে যায়। মিছিলটি ছিল সম্পূর্ণ শান্ত। নিরস্ত্র শ্রমিকদের সঙ্গে ছিল তাদের স্ত্রী, শিশু ও বৃদ্ধরা। জারের আদেশে তাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়া হয় সৈন্যবাহিনী। এক হাজারের বেশি নিহত ও প্রায় পাঁচ হাজার মিছিলকারী আহত হয়। পিটার্সবুর্গে শ্রমিকদের উপর নির্যাতন চালানর প্রতিবাদে সারা দেশে ধর্মঘট ও বিক্ষোভের ঢল নামে। জানুয়ারি মাসের ৯ তারিখের এই ঘটনা থেকেই ১৯০৫-১৯০৭ সালের বিপ্লবের সূত্রপাত ঘটে। পৃঃ ৩৯

(১৭) **'অর্থনীতিবাদ'** — বিগত শতকের শেষে ও এই শতকের গোড়ার দিকের রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির একটি সুবিধাবাদী মতধারা। 'অর্থনীতিবাদীদের' মতে শ্রমিকদের উচিত হল জীবনযাত্রার উন্নততর বৈষয়িক মানের জন্য, শ্রমদিন কমান, ইত্যাদির জন্য অর্থনৈতিক লড়াইয়ে তাদের কার্যকলাপ সীমিত রাখা। আর জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রাম চালাবে উদারনৈতিক বুর্জোয়া। 'অর্থনীতিবাদের' সমর্থকরা শ্রমিক শ্রেণীর বৈপ্লবিক রাজনৈতিক পার্টি গঠনের বিরুদ্ধে, শ্রমিক শ্রেণীর স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের পূজারী, এবং বিপ্লবী তত্ত্বের তাৎপর্য স্বীকারে অনীহ। পৃঃ ৪০

(১৮) **'রাবোচায়া মিস্‌ল'** (শ্রমিকদের ভাবনা) — রাশিয়ায় 'অর্থনীতিবাদীদের' উদ্যোগে ১৮৯৭-১৯০২ সালের মধ্যে প্রকাশিত একটি সংবাদপত্র।

'রাবোচেয়ে দিয়েলো' (শ্রমিকদের লক্ষ্য) — একটি পত্রিকা, 'বিদেশস্থ রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটদের ইউনিয়নের' মুখপত্র, জেনেভা থেকে ১৮৯৯-১৯০২ সালের মধ্যে প্রকাশিত। পত্রিকাটির সম্পাদকমণ্ডলী ছিল বিদেশস্থ 'অর্থনীতিবাদের' কেন্দ্র। পৃঃ ৪০

(১৯) **মেনশেভিকবাদ** — রাশিয়ার সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক আন্দোলনে একটা সুবিধাবাদী মতধারা, আন্তর্জাতিক সুবিধাবাদের একটা ধারা।

১৯০৩ সালে রাশিয়ার সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে পার্টির কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি নির্বাচনে লেনিনের নেতৃত্বে বিপ্লবী সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা (রুশ ভাষায় 'বলশিন্‌স্ত্‌ভো') লাভ করেন, আর সুবিধাবাদীরা হয়ে পড়ে সংখ্যালঘু (রুশ ভাষায় 'মেনশিন্‌স্ত্‌ভো'); তার থেকে আসে এই নাম দুটো: 'বলশেভিক' এবং 'মেনশেভিক'। পৃঃ ৪০

(২০) **লিকুইডেটর** — রাশিয়ায় ১৯০৫-১৯০৭ সালের বিপ্লবের পরাজয়ের পরে সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটদের মেনশেভিকদের মধ্যে ছড়িয়ে-পড়া একটি সুবিধাবাদী ধারা।

শ্রমিক শ্রেণীর অবৈধ পার্টি তুলে দিয়ে তারা জারতন্ত্র মেনে নেবার জন্য আহ্বান জানাত শ্রমিকদের। তারা এমন একটি সুবিধাবাদী সংগঠন গড়তে চেয়েছিল যা শুধু জার কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত কাজটুকুই চালাবে। ১৯১২ সালে লিকুইডেটররা পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হয়। পৃঃ ৪০

(২১) **'নাশা জারিয়া'** (আমাদের ভোর) — ১৯১০-১৯১৪ সালের মধ্যে পিটার্সবুর্গ থেকে প্রকাশিত মেনশেভিক লিকুইডেটরদের পত্রিকা। এটা ছিল রাশিয়ায় এই লিকুইডেটরদের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া কেন্দ্রস্বরূপ। পৃঃ ৪০

(২২) প্রসঙ্গ: ১৯১৫ সালের ১৪-১৯ ফেব্রুয়ারি (২৭ ফেব্রুয়ারি-৪ মার্চ) বার্লিনে অনুষ্ঠিত রাশিয়ার সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির প্রবাসী অংশের সম্মেলন। আলোচ্য বিষয় ছিল যুদ্ধ ও পার্টির কার্যকলাপ। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে রূপান্তর, জাতিদম্ভী-সমাজবাদীদের সঙ্গে বিচ্ছেদ ও মধ্যপন্থীদের বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রামের স্লোগান এতে সমর্থিত হয়। পৃঃ ৪২

(২৩) **প্রুধোঁবাদ** — ফরাসী পেটি-বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রী প. য. প্রুধোঁর মতাদর্শপ্রণালী। 'সম্পত্তি কী?' (১৮৪০) নামের তাঁর গ্রন্থে প্রুধোঁ কঠোরভাবে পুঁজিবাদী সমাজকে সমালোচনা করেছেন। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি অনুসারে পুঁজিবাদের মজ্জাগত দুর্দশা থেকে মুক্তির পথ হল পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির উৎখাত নয়, কতকগুলি সংস্কার — যা তাঁর মতে সমকালীন সমাজকে ক্ষুদ্র পণ্যোৎপাদকদের এক আদর্শ সমাজে রূপান্তর করবে, যেখানে থাকবে ন্যায়বিচার, সাম্য ও গণমঙ্গলের শাসন। মার্কস প্রুধোঁর প্রতিক্রিয়াশীল কল্পনাকে এই বলে আক্রমণ করেন যে, পুঁজিবাদের মূল ভিত্তিগুলি, কেবল পণ্যোৎপাদনের ধরন পরিবর্তন এবং উৎপাদন-উপায়ের উপর সামাজিক মালিকানা প্রবর্তনের মাধ্যমেই মানবজাতিকে দারিদ্র্য, শোষণ ও অসাম্য থেকে মুক্তিদান সম্ভব। পৃঃ ৪৪

(২৪) **'শ্রম-মুদ্রা'** — কাগজ টাকা, যেগুলি ধাতু-মুদ্রা বদলে সমাজতন্ত্রী-ইউটোপীয় (র. ওয়েন) ও পেটি-বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ (প. প্রুধোঁ) পণ্য-উৎপাদনের জন্য শ্রম-সময় ব্যয়ের প্রমাণ হিসেবে প্রস্তাব করেন। এর মধ্যে তাঁরা পুঁজিবাদী ব্যক্তি-মালিকানা ও উৎপাদনের নৈরাজ্য প্রভুত্বের পরিস্থিতিতে পণ্য-বিনিময় বিরোধগুলির সমাধানের উপায় হিসেবে দেখিয়েছেন। পৃঃ ৪৮

(২৫) **দ্রেইফুস মামলা** — ফরাসী সামরিক বাহিনীর রাজতন্ত্রী চক্রের উদ্যোগে ১৮৯৪ সালে ফরাসী জেনারেল স্টাফের জনৈক ইহুদি অফিসার, দ্রেইফুসের বিরুদ্ধে সাজান

মামলা। গুপ্তচরবৃত্তি রাষ্ট্রদ্রোহিতার মিথ্যা অভিযোগে তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়। জনমতের চাপে দ্রেইফুসকে ক্ষমাপ্রদর্শন করা হয় এবং আপিল-আদালত মুক্তিদান, যাবতীয় অধিকার পুনরুদ্ধার সহ তাঁকে সৈন্যবাহিনীতে পুনর্বাসিত করে। পৃঃ ৪৯

(২৬) **সাবের্ন ঘটনাটি** ঘটে ১৯১৩ সালের নভেম্বর মাসে অ্যালসাসের সাবের্নে। অ্যালসেসীয়দের প্রতি জার্মান অফিসারদের অপমানসূচক ব্যবহারের জন্য স্থানীয় জনসাধারণ, বিশেষত ফরাসীদের মধ্যে তার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে বিক্ষোভ দেখা দেয়। পৃঃ ৪৯

(২৭) **সাংস্কৃতিক-জাতীয় স্বায়ত্তশাসন** — অস্ট্রীয় সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট অট্টো বাউয়ের ও কার্ল রেন্নার কর্তৃক ১৮৯০-এর দশকে জাতিসমস্যা সম্পর্কে প্রস্তাবিত সুবিধবাদী কর্মসূচি। এর সারসংক্ষেপ নিম্নরূপে: প্রতিটি দেশে অভিন্ন জাতির জনগণ বাসস্থান নির্বিশেষে একটি স্বায়ত্তশাসিত জাতীয় ইউনিয়ন গঠন করবে; স্কুলগুলি (বিভিন্ন জাতির শিশুদের জন্য পৃথক পৃথক স্কুল) এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতির অন্যান্য বিষয়গুলি থাকবে এরই আওতায়। এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত হলে প্রতিটি জাতিসত্তার মধ্যে পাদ্রি ও তাদের প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয়তাবাদী ভাবাদর্শের প্রভাববৃদ্ধি ঘটত এবং জাতিসংক্রান্ত নীতির ক্ষেত্রে বিভাগ গভীরতর হয়ে ওঠে শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠনে তা বাধা সৃষ্টি করত। পৃঃ ৫০

(২৮) **কাউট্স্কিপন্থী, মধ্যপন্থী** — আন্তর্জাতিক সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক আন্দোলনের একটি সুবিধাবাদী মতধারা। এর প্রধান প্রতিনিধি ছিলেন জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট কার্ল কাউট্স্কি। বৈপ্লবিক বাক্যাবলীর সাহায্যে সুবিধাবাদের পক্ষসমর্থন ছিল এই মতধারার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে (১৯১৪-১৯১৮) কাউট্স্কি ও অন্যান্য মধ্যপন্থীরা (রাশিয়ার সোশাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির মধ্যে ল. মার্তভ, ফরাসী সমাজতন্ত্রী পার্টির জাঁ লংগে ও অন্যান্য) জাতিদম্ভী-সমাজবাদীদের সমর্থনক্রমে যুদ্ধবিরোধী বক্তৃতা ও আন্তর্জাতিকতাবাদী শব্দাবলীর আড়ালে বিপ্লবী মার্কসবাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেন। মধ্যপন্থা ছদ্মবেশী সুবিধাবাদ বিধায় লেনিন মধ্যপন্থাকে সবচেয়ে মারাত্মক সুবিধাবাদ হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। পৃঃ ৫২

(২৯) প্রসঙ্গ: ১৭৮৯-১৭৯৪ সালের ফরাসী বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব। পৃঃ ৫২

(৩০) **অজিয়াসীয় আস্তাবল** — গ্রীক পুরাকথা অনুসারে এলিসের রাজা অজিয়াসের বিশাল আস্তাবল বহু বছর ধরে অপরিষ্কৃত ছিল, মহাবীর হার্কিউলিস একদিনে তা পরিষ্কার করেন।

'অজিয়াসীয় আস্তাবল' উক্তির অর্থ হল আবর্জনা ও ময়লার স্তূপ অথবা কাজে অবহেলা ও চরম বিশৃঙ্খলা। পৃঃ ৫৪

(৩১) *Die Glocke* (ঘণ্টা) — পত্রিকা, মিউনিক থেকে পরে বার্লিন থেকে ১৯১৫-১৯২৫ সালে প্রকাশিত। পৃঃ ৫৪

(৩২) **ফ্যাবিয়ানরা, 'ফ্যাবিয়ান সমিতি'** — ১৮৮৪ সালে ব্রিটেনে প্রতিষ্ঠিত সংস্কারবাদী সংগঠন। তাঁরা প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী-সংগ্রাম ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করতেন এবং সংস্কার, সামান্য ও ক্রমাগত পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রে উত্তরণে বিশ্বাসী ছিলেন। ১৯০০ সালে ফ্যাবিয়ান সমিতি শ্রমিক পার্টির সঙ্গে যুক্ত হয়। পৃঃ ৫৬

(৩৩) **আইরিশ বিদ্রোহ** — ১৯১৬ সালের এপ্রিল মাসে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আইরিশ জনগণের বিদ্রোহ। ডাবলিন, বিভিন্ন শহর ও অঞ্চলগুলোতে লড়াইটি ছ'দিন অব্যাহত থাকে। বিদ্রোহীরা ডাবলিনে ক্ষমতা দখল করে, আইরিশ প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করে এবং একটি অস্থায়ী সরকার গঠন করে। বিদ্রোহটি ব্রিটিশ সৈন্যদের সাহায্যে নির্মমভাবে দমন করা হয়। নেতাদের গুলি করে হত্যা সহ বহু বিদ্রোহীকেই যাবজ্জীবন কারাদন্ড দেয়া হয়। পরাজয় সত্ত্বেও ১৯১৬ সালের বিদ্রোহ আয়র্ল্যান্ডের জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের অগ্রগতিতে উল্লেখ্য অবদান যোগায়। পৃঃ ৬১

(৩৪) *Berner Tagwacht* (বার্নের প্রহরী) — সুইস সংবাদপত্র। ১৮৯৩ সালে বার্নে প্রকাশিত সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টির মুখপত্র। পৃঃ ৬২

(৩৫) **'রেচ'** (বাণী) — দৈনিক সংবাদপত্র, কাদেত পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র; পিটার্সবুর্গ থেকে প্রকাশিত হয় ১৯০৬ সাল থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত। পৃঃ ৬২

(৩৬) **কাদেত, সংবিধানসম্মত-গণতান্ত্রিক পার্টি** — ১৯০৫ সালের অক্টোবর মাসে প্রতিষ্ঠিত রাশিয়ার রাজতন্ত্রী-উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের পার্টি। কাদেতরা ছিল সংবিধানসম্মত রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের বছরগুলিতে (১৯১৪-১৯১৮) কাদেতরা জার-সরকারের রাজ্যজয়ের নীতি সক্রিয়ভাবে সমর্থন করত। ফেব্রুয়ারির বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর (১৯১৭) অস্থায়ী সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদাসীন কাদেতরা জনবিরোধী, প্রতিবিপ্লবী নীতি অনুসরণ করে, যা ছিল মার্কিন, ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থানুকূল। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লরেব জয়লাভের পর সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রাশিয়ার প্রতিবিপ্লবীদের সশস্ত্র সংগ্রামে কাদেতরাও শরিক হয়েছিল। পৃঃ ৬২

(৩৭) **'মার্কসবাদের রঙ্গরস ও 'সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতিবাদ''** প্রবন্ধটি লেনিন লিখেন ১৯১৬ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে প. কিয়েভ্স্কি (গ. পিয়াতাকভ)

লিখিত 'ফিনান্স পুঁজির যুগে প্রলেতারিয়েত ও 'জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার'' প্রবন্ধের জবাবে। পৃঃ ৬৬

(৩৮) **'ইস্ক্রাপন্থীরা'** — ১৯০০ সালে লেনিন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'ইস্ক্রা' পত্রিকার সমর্থক। লাইপজিগ, মিউনিক ও লন্ডন থেকে প্রকাশিত এই সংবাদপত্রটি গোপনে রাশিয়ায় আনা হত। 'ইস্ক্রা' ছিল সর্ব-রাশিয়ার প্রথম মার্কসবাদী সংবাদপত্র এবং তা নতুন ধরনের প্রলেতারীয় পার্টি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। 'ইস্ক্রার' সম্পাদকমন্ডলী পার্টির খসড়া কর্মসূচি তৈরি সহ রাশিয়ার সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের (জুলাই-আগস্ট, ১৯০৩) প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করেছিলেন।

এই দ্বিতীয় কংগ্রেসের অব্যবহিত পরেই মেনশেভিকরা 'ইস্ক্রা' হস্তগত করে এবং ৫২ নং সংখ্যা থেকে এটি তাদেরই মুখপত্র হয়ে ওঠে। লেনিনের 'পুরনো' 'ইস্ক্রার' সঙ্গে পার্থক্য দেখানর জন্য এটা 'নতুন' 'ইস্ক্রা' হিসেবেই অতঃপর উল্লিখিত হয়েছে। পৃঃ ৬৬

(৩৯) **নারদবাদ** — ১৯ শতকের সপ্তম-অষ্টম দশকে উদ্ভূত রুশ বৈপ্লবিক আন্দোলনে একটি পেটি-বুর্জোয়া ধারা। নারদবাদীরা রাশিয়ায় পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্ক বিকাশের নিয়মানুবর্তিতা অস্বীকার করত এবং তদনুসারে প্রলেতারিয়েতের বদলে কৃষকবর্গকে তারা প্রধান বিপ্লবী শক্তি বলে মনে করত। নারদবাদীরা স্বৈরতন্ত্র উচ্ছেদের এবং জমি কৃষকদের হাতে তুলে দেবার দাবি জানায়।

নারদবাদ কয়েকটি ধাপের মধ্য দিয়ে পার হয়, — বিপ্লবী গণতন্ত্রবাদ থেকে বিবর্তিত হয়ে চলে যায় উদারপন্থায়। নবম ও শেষ দশকে নারদবাদীরা জারপন্থার সাথে আপসের পথ অবলম্বন করে, মার্কসবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালায়। পৃঃ ৬৬

(৪০) **বলশেভিকবাদ** — ১৯০৩ সালে গঠিত রাজনৈতিক মতধারা ও রাজনৈতিক পার্টি। ভ. ই. লেনিনের নেতৃত্বে রুশ বিপ্লবী মার্কসবাদীরা প্রকৃত বৈপ্লবিক পার্টি গঠনের জন্য লড়াই করত। পৃঃ ৬৬

(৪১) প্রসঙ্গ: বুলিগিন দুমা বর্জন।

১৯০৫ সালের আগস্ট মাসে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আ. গ. বুলিগিন কৃত একটি খসড়া প্রকল্পের ভিত্তিতে জার সরকার রাষ্ট্রীয় দুমা আহবানের কথা ঘোষণা করে। খসড়া অনুসারে দুমার আইনপ্রণয়নের কোনই ক্ষমতা ছিল না এবং তা জারের অধীনস্থ একটি উপদেষ্টা সংস্থায় পর্যবসিত হয়েছিল।

বলশেভিকরা জনগণের কাছে সক্রিয়ভাবে বুলিগিন দুমা বর্জনের আহবান জানায়। বর্ধমান বৈপ্লবিক উচ্ছ্রয়ে বুলিগিন দুমা ভেসে যায়, নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় না এবং সরকার এটা আহবানে ব্যর্থ হয়। পৃঃ ৬৬

(৪২) **তৃতীয় রাষ্ট্রীয় দ্মো** — ১৯০৫-১৯০৭ সালের বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ার পর ১৯০৭ সালে দুমা আহূত হয়। তৎকালীন পরিস্থিতিতে বলশেভিকরা ওই প্রতিক্রিয়াশীলতম দুমাতেও নিজেদের প্রতিনিধি পাঠানর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। জার সরকারের কুকীর্তি উদ্ঘাটন জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারে দুমার মঞ্চ ব্যবহারই তাদের উদ্দেশ্য ছিল।

অৎজভিস্ত নামে একটি দল বাস্তব অবস্থার পরিবর্তনজনিত পরিস্থিতিতে পার্টির কর্মকৌশল বদলের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধিতে ব্যর্থ হয় এবং দুমায় যোগদানের বিরোধিতা করে। দুমা বর্জনের দাবী সহ তারা সেখান থেকে সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক প্রতিনিধিদের প্রত্যাহারের আহ্বান জানায়। সাধারণভাবে তারা ছিল যাবতীয় আইনী সংস্থায় কাজকর্ম চালানর বিরোধী। তাদের স্লোগান পার্টির পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর হয়ে ওঠে, এতে জনগণ থেকে পার্টির বিচ্ছিন্নতা বাড়ে ও এটি সংকীর্ণ দলীয় সংগঠনে পর্যবসিত হতে থাকে। লেনিন এই বলে অৎজভিস্তদের কঠোর সমালোচনা করেন যে, এতে পার্টি দুর্বল হবে ও গণ-সংগঠন হিসেবে দেউলিয়া হয়ে পড়বে। পার্টির বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ অৎজভিস্তদের বিরুদ্ধে এই লড়াইয়ে লেনিনকে সমর্থন দিয়েছিল।

পৃঃ ৬৬

(৪৩) **'ইণ্টারন্যাশনাল' দল, স্পার্টাকাস দল** — প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় গঠিত জার্মান বামপন্থী সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটদের বিপ্লবী সংগঠন। দলটি বিপ্লবী প্রচার চালায় এবং বিশ্বযুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদী চারিত্র্য ও সুবিধাবাদী সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতা উন্মোচিত করে।

১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে জার্মানিতে বিপ্লবের সময় দলটি 'স্পার্টাকাস লীগ' নাম গ্রহণ করে এবং ১৯১৯ সালে গঠিত জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টির কোষকেন্দ্র হয়ে ওঠে। পৃঃ ৭৫

(৪৪) **আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রী কমিশন** — ত্সিমের্ভাল্ড দলের কার্যনির্বাহী সংস্থা, ১৯১৫ সালের ৫-৮ সেপ্টেম্বর ত্সিমের্ভাল্ডে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রী সম্মেলনে গঠিত। পৃঃ ৭৫

(৪৫) **সুজদালের জবড়জঙ্গ** — স্থূল, অদক্ষ কাজ বোঝানর একটি অভিব্যক্তি। জারের সময় সুজদাল শহরে সস্তা আইকন আঁকান হত। পৃঃ ৮৬

(৪৬) **সাংগঠনিক কমিটি** — ১৯১২ সালে মেনশেভিক লিকুইডেটরদের সম্মেলনে গঠিত মেনশেভিক নেতাদের কেন্দ্র। পৃঃ ৮৯

(৪৭) **'গলস'** (কণ্ঠস্বর) — ১৯১৪ সালের সেপ্টেম্বর-১৯১৫ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত প্যারিস থেকে ত্রৎস্কির নেতৃত্বে প্রকাশিত একটি মেনশেভিক সংবাদপত্র।

পৃঃ ৮৯

(৪৮) *Jugend-Internationale* (যুব আন্তর্জাতিক) — ত্সিমের্ভাল্ড বামপন্থী দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমাজতন্ত্রী যুবসংগঠনগুলির আন্তর্জাতিক লীগের মুখপত্র, ১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বর-১৯১৮ সালের মে পর্যন্ত জুরিখ থেকে প্রকাশিত। পৃঃ ৯২

(৪৯) প্রসঙ্গ: রবার্ট গ্রিম লিখিত যুদ্ধ সংক্রান্ত থিসিসগুলি, ১৯১৬ সালের ১৪ ও ১৭ জুলাই সুইস সংবাদপত্র *Grutlianer*-তে প্রকাশিত। পৃঃ ৯২

(৫০) *Neues Leben* (নব জীবন) — সুইজারল্যান্ডের সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটদের একটি পত্রিকা, ১৯১৫-১৯১৭ সালে বার্নে প্রকাশিত।

Vorbote (ঘোষণা) — বার্ন থেকে জার্মান ভাষায় প্রকাশিত ত্সিমের্ভাল্ড বামপন্থী দলের পত্রিকা, ১৯১৬ সালের জানুয়ারি ও এপ্রিল মাসে দুটি সংখ্যা প্রকশিত হয়। পৃঃ ৯২

(৫১) ৮ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

(৫২) ১৯১৫ সালের ৫-৮ সেপ্টেম্বর সুইজারল্যান্ডের **ত্সিমের্ভাল্ড শহরে** আন্তর্জাতিকতাবাদী সমাজতন্ত্রীদের একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। লেনিন এই সম্মেলনকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আন্দোলনের ‘প্রথম পদক্ষেপ’ হিসেবে উল্লেখ করেন। এতে রাশিয়া, জার্মানি, ফ্রান্স ও ইতালি সহ ১১টি ইউরোপীয় দেশের সমাজতন্ত্রীরা যোগ দেন।

এই সম্মেলনে গৃহীত ইস্তাহার ছিল বিশ্বযুদ্ধ শুরুর জন্য দায়ী সাম্রাজ্যবাদী সরকারগুলির বিরুদ্ধে পরিচালিত। কিছুটা নরম স্বরে হলেও তা জাতিদম্ভী-সমাজবাদীদের সমালোচনা করেছিল। এই সম্মেলনেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তথাকথিত ত্সিমের্ভাল্ড দল।

এই সম্মেলনে লেনিনের নেতৃত্বে ত্সিমের্ভাল্ড বামপন্থী দল গঠিত হয় এবং তা সম্মেলনের সংখ্যাগুরু অংশকে তীব্র সমালোচনা করে, যাদের অবস্থান ছিল মধ্যপন্থার ঘনিষ্ঠ। ত্সিমের্ভাল্ড বামপন্থী দলের সুপারিশ ছিল — সম্মেলনের প্রস্তাবগুলিতে জাতিদম্ভী-সমাজবাদীদের সঙ্গে পূর্ণ বিচ্ছেদের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হবে এবং নিজ সাম্রাজ্যবাদী সরকারের বিরুদ্ধে জনগণকে বিপ্লবী সংগ্রাম চালানর জন্য আহ্বান জানান হবে।

ত্সিমের্ভাল্ড বামপন্থী দল একটি ব্যুরো নির্বাচন করে এবং এটি সম্মেলনের পর বৈপ্লবিক আন্তর্জাতিকতাবাদী দলগুলির শক্তি সংহতির চেষ্টা অব্যাহত রাখে।

আন্তর্জাতিকতাবাদী সমাজতন্ত্রীদের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয় সুইজারল্যান্ডের **কিয়েন্থাল শহরে,** ১৯১৬ সালের ২৪-৩০ এপ্রিল। এতে উপস্থিত হল রাশিয়া, জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, সুইজারল্যান্ড,

পোল্যান্ড, নরওয়ে, অস্ট্রিয়া, সার্বিয়া ও পর্তুগালের প্রতিনিধিরা। আলোচ্য বিষয়ে ছিল: যুদ্ধ শেষ করার জন্য লড়াই এবং শান্তির প্রশ্নে প্রলেতারীয় দৃষ্টিভঙ্গি। ত্সিমের্ভাল্ড সম্মেলনের মতো এখানেও মধ্যপন্থীদের ঘনিষ্ঠরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। তাসত্ত্বেও লেনিন ও ত্সিমের্ভাল্ড বামপন্থী দলের অন্যান্য সদস্যদের চেষ্টায় ত্সিমের্ভাল্ডের তুলনায় কিয়েন্থাল সম্মেলনের আন্তর্জাতিকতাবাদী অংশের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। মোট ৪৩ প্রতিনিধির মধ্যে ১২ ছিলেন ত্সিমের্ভাল্ড বামপন্থী দলভুক্ত। অনেকগুলি প্রস্তাবে অর্ধেক সদস্যই এই দলকে সমর্থন দিয়েছিলেন। পৃঃ ৯৯

(৫৩) **তৃতীয় আন্তর্জাতিক** — বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টির আন্তর্জাতিক ইউনিয়ন; ১৯১৯ সাল থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত বর্তমান ছিল।

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক সমস্ত দেশের মেহনতীদের মধ্যে যোগাযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ও শক্তিশালী করে, আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনে সুবিধাবাদের মুখোস খুলে দেয়, নবীন কমিউনিস্ট পার্টিকে সংহত করে, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের কর্মনীতি ও কর্মকৌশল নির্দিষ্ট করে। পৃঃ ৯৯

(৫৪) **‘সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক গ্রুপ’, ‘শ্রমিক সহযোগিতা’** (‘Arbeitsgemeinschaft’)— ১৯১৬ সালের মার্চ মাসে রাইখ্স্টাগ ডেপুটিদের গঠিত জার্মান মধ্যপন্থীদের একটি সংগঠন। এরা সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক রাইখ্স্টাগ দল ত্যাগ করেন। পৃঃ ৯৯

(৫৫) **ব্রিটেনের ইন্ডিপেন্ডেণ্ট লেবর পার্টি** (Independent Labour Party) — কের হার্ডি ও র‍্যাম্সে ম্যাকডোনাল্ডের নেতৃত্বে ১৮৯৩ সালে গঠিত একটি শোধনবাদী দল। এটির সদস্যরা ছিলেন ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবর্গ, বুদ্ধিজীবী, ফ্যাবিয়ানদের প্রভাবিত পেটি বুর্জোয়ারা।

সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে এই পার্টি শান্তির সপক্ষে অনেকগুলি প্রস্তাব গ্রহণ করলেও অচিরেই জাতিদম্ভী-সমাজবাদী অবস্থানে পৌঁছয়। লেনিনের ভাষায় এই পার্টি হল ‘বুর্জোয়ার উপর সদা নির্ভরশীল আসলে একটি সুবিধাবাদী পার্টি’ (৩৯ খণ্ড, ৯০ পৃঃ)। পৃঃ ৯৯

(৫৬) **যুদ্ধশিল্প কমিটি** গঠিত হয় ১৯১৫ সালের মে মাসে রাশিয়ার সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের উদ্যোগে এবং যুদ্ধ চালানর জন্য জার সরকারকে সহায়তা যোগানর উদ্দেশ্যে। যুদ্ধশিল্পের কেন্দ্রীয় কমিটিতে ছিল বড় বড় পুঁজিপতি এবং সভাপতি হিসেবে অক্টোবরী নেতা আ. ই. গুচকোভ। এর অন্তর্গত ‘শ্রমিক দলে’ ছিল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সমর্থক মেনশেভিকরা। বলশেভিকরা ‘শ্রমিক দলের’ নির্বাচন বয়কট করে এবং তারা রাশিয়ার অধিকাংশ শ্রমিকের সমর্থন পায় যারা নির্বাচনে যোগদানে অস্বীকৃতি জানায়। পৃঃ ১০০

(৫৭) ২ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

(৫৮) *La Sentinelle* (প্রহরী) — পত্রিকা, নেভশাতেল এলাকার সুইস সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক সংগঠনের মুখপত্র, ১৮৯০ সাল থেকে অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত।

Volksrecht (জন-অধিকার) — দৈনিক পত্রিকা, সুইজারল্যান্ডের সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টির মুখপত্র; ১৮৯৮ সাল থেকে জুরিখে প্রকাশিত।

Berner Tagwacht — ৩৪ নং টীকা দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১০৪

(৫৯) সুইস সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টির কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় ১৯১৫ সালের ২০ ও ২১ নভেম্বর আরাউ শহরে। মূল আলোচ্য বিষয় ছিল ত্সিমের্ভাল্ড দল সম্পর্কে সুইজারল্যান্ডের সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টির দৃষ্টিভঙ্গি নির্ধারণ। কংগ্রেস প্রথমে রবার্ট গ্রিম উত্থাপিত একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে, যাতে ত্সিমের্ভাল্ড দলের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কথা ছিল। তারপর গৃহীত হয় বামপন্থীদের (ফ্রিট্স প্লাটেন, আর্নস্ট নবস্) একটি সংশোধনী, যাতে বলা হয় যে কেবল বিজয়ী প্রলেতারীয় বিপ্লবই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের অবসান ঘটাতে পারে এবং এতে যুদ্ধের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক সংগ্রাম চালানর আহ্বান জানান হয়। পৃঃ ১০৪

(৬০) **'দূর থেকে চিঠিপত্র'** জুরিখে লেখেন লেনিন, ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রাশিয়ায় বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার সংবাদ শুনে। পৃঃ ১০৫

(৬১) ১৯১৭ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি (১২ মার্চ) বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে রাশিয়ায় জার সরকারের পতন ঘটে। ২ মার্চ (১৫ মার্চ) রাষ্ট্রীয় দুমার অস্থায়ী কমিটি এবং শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের কার্যনির্বাহী কমিটির সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি ও মেনশেভিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে চুক্তির ফলে প্রিন্স গ. ইয়ে. ল্ভোভের নেতৃত্বে বুর্জোয়া অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়। লেনিন এই সরকারকে অক্টোবরী-কাদেত সরকার হিসেবে চিহ্নিত করেন, কেননা, প্রথম অস্থায়ী সরকারে ছিল রাশিয়ার দুই বুর্জোয়া পার্টি, অক্টোবরী ও কাদেতদের প্রতিনিধিরাই। পৃঃ ১০৫

(৬২) **রাজনোচিনেৎস** ('ভিন্ন উপাধি আর বর্গের মানুষ') — অনভিজাতকুলের শিক্ষিত মানুষ; রাশিয়ার ব্যবসায়ী বর্গগুলি, যাজকমণ্ডলী, সাধারণ শহরবাসী এবং কৃষকদের মধ্য থেকে আগত মানুষ। পৃঃ ১০৯

(৬৩) **অক্টোবরী বা সতের অক্টোবরের ইউনিয়ন** — বড় বুর্জোয়া ও পুঁজিবাদী ধরনে জমিজমার পরিচালক জমিদারদের পার্টি। এটি গঠিত হয় ১৯০৫ সালের ১৭ (৩০) অক্টোবরে জার কর্তৃক ইস্তাহার প্রকাশের পর, যাতে ছিল রাশিয়ায়

সংবিধান প্রবর্তনের প্রতিশ্রুতি। এই দলের নেতা ছিলেন এক বড় পুঁজিপতি আ. ই. গুচকোভ। অক্টোবরীরা ছিল রাজতন্ত্রের অনুসারী এবং জার সরকারের সাম্রাজ্যবাদী নীতির সমর্থক। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারির বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর এরা যে-কোন মূল্যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ অব্যাহত রাখার পক্ষপাতী ছিল এবং শ্রমিক ও কৃষকের বিপ্লবী আন্দোলন নির্মমভাবে দমনের দাবী জানাত। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পর তারা সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম সংগঠিত করে।

শান্তিপূর্ণ নবরূপায়ণ পার্টি — সংবিধানসম্মত-রাজতন্ত্র সমর্থক বড় বুর্জোয়া ও জমিদারদের পার্টি। এতে ছিল বামপন্থী অক্টোবরীরা ও দক্ষিণপন্থী কাদেতরা। ১৯০৬ সালে গঠিত এই পার্টির নেতা প্রিন্স গ. ইয়ে. ল্ভোভ ছিলেন বুর্জোয়া অস্থায়ী সরকারের (১৯১৭, মার্চ-জুলাই) মন্ত্রিপরিষদের সভাপতি ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। পৃঃ ১১২

(৬৪) **ত্রুদোভিকরা, ত্রুদোভিক দল** — দুমার অন্তর্গত পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের একটি দল। এতে ছিল নারদবাদী কৃষক ও বুদ্ধিজীবীরা। দুমায় ত্রুদোভিকরা কাদেত ও বিপ্লবী সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে দোলায়মান থাকত। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের সময় ত্রুদোভিকদের অধিকাংশই জাতিদম্ভী-সমাজবাদী অবস্থান গ্রহণ করে। ফেব্রুয়ারির বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর তারা অস্থায়ী বুর্জোয়া সরকারকে সমর্থন দেয়। ত্রুদোভিকদের নেতা আ. ফ. কেরেনস্কি ১৯১৭ সালের জুলাই-অক্টোবরে ছিলেন অস্থায়ী সরকারের প্রধান। পৃঃ ১১২

(৬৫) **'বর্তমান বিপ্লবে প্রলেতারিয়েতের কাজ'** — ১৯১৭ সালের ৭ এপ্রিল 'প্রাভদা'য় প্রকাশিত এই প্রবন্ধের মধ্যে ছিল বিখ্যাত এপ্রিল থিসিসগুলি। ৪ (১৭) এপ্রিল পেত্রগ্রাদ পেঁছে লেনিন এই থিসিসগুলি তাভ্রিদা প্রাসাদে (বলশেভিকদের একটি বৈঠক এবং শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলির সারা-রাশিয়া সম্মেলনে বলশেভিক ও মেনশেভিকদের একটি যুক্ত অধিবেশনে) অনুষ্ঠিত অধিবেশনে দু'বার পাঠ করেন।

'এপ্রিল থিসিসসমূহ' — সৃজনশীল মার্কসবাদের একটি প্রসিদ্ধ কর্মসূচিগত দলিল। এই থিসিসগুলি রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণী ও পার্টিকে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে উত্তরণের সুপরিকল্পিত একটি তত্ত্বীয় পরিকল্পনা দিয়েছিল। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের জয়লাভের অব্যবহিত পরবর্তীকালে দেশ যেসব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল এগুলিতে অতিসংক্ষিপ্ত পরিসরে তারই উত্তর রয়েছে: সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধাবসানের পন্থা, সোভিয়েতগুলির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে প্রথম পদক্ষেপ এবং দুর্ভিক্ষ ও অব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রচার। পৃঃ ১১৪

(৬৬) **জন-সমাজতন্ত্রীরা** — ১৯০৬ সালে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পার্টির

দক্ষিণপন্থীদের থেকে আলাদা হওয়া পেটি-বুর্জোয়া শ্রমিক জন-সমাজতন্ত্রী পার্টির সদস্যবৃন্দ। লেনিনের মতে এই পার্টির সঙ্গে 'কাদেতদের পার্থক্য খুবই সামান্য, কেননা, এটা তার কর্মসূচি থেকে প্রজাতন্ত্রবাদ ও সকল জমির জন্য দাবী এই দুটিই বাদ দিয়েছে' (১৪ খণ্ড, ২৪ পৃঃ)। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের সময় জন-সমাজতন্ত্রীরা জাতিদম্ভী-সমাজবাদী ভূমিকা গ্রহণ করে। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারির বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর তারা বুর্জোয়ার অস্থায়ী সরকারকে সমর্থন দেয়। পৃঃ ১২০

(৬৭) **সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা** — ১৯০১ সালের শেষে ও ১৯০২ সালের গোড়ার দিকে রাশিয়ায় গঠিত একটি পেটি-বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক পার্টি। স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তারা ব্যক্তিগত সন্ত্রাসের আশ্রয় গ্রহণ করার ফলে বৈপ্লবিক আন্দোলন দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হত। কেননা, এতে বৈপ্লবিক সংগ্রামের জন্য গণ-সংগঠন তৈরি অসম্ভব হয়ে উঠত। ১৯০৫-১৯০৭ সালের বিপ্লবের পরাজয় ঘটলে এদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই উদারনৈতিক-বুর্জোয়া অবস্থান গ্রহণ করে। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হলে এই পার্টির নেতারা বুর্জোয়াদের অস্থায়ী সরকারে যোগ দেয়, এবং সেখানে কৃষক আন্দোলন দমনের নীতি গ্রহণ করে এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য কর্মরত শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে বুর্জোয়া ও জমিদারদের সংগ্রামে সমর্থন যোগায়। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের পর সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা সোভিয়েত জনগণের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া-জমিদার প্রতিবিপ্লবীদের চালিত সশস্ত্র সংগ্রামে শরিক হয়েছিল। পৃঃ ১২০

(৬৮) **'ইয়েদিনস্তভো'** (ঐক্য) — পত্রিকা, মেনশেভিকদের মুখপত্র, পেত্রগ্রাদ থেকে ১৯১৭ সালের মার্চ থেকে নভেম্বর অবধি প্রকাশিত। পৃঃ ১২২

(৬৯) **'রুস্স্কায়া ভোলিয়া'** (রুশী স্বাধীনতা) — পেত্রগ্রাদ থেকে ১৯১৬ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯১৭ সালের অক্টোবর অবধি প্রকাশিত চরম প্রতিক্রিয়াশীল রাজতন্ত্রী পত্রিকা। পৃঃ ১২২

(৭০) **সংবিধান সভা** — ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের একটু পরে বুর্জোয়া অস্থায়ী সরকার সংবিধান সভার ডাকবার কথা ঘোষণা করেছিল। কিন্তু তা ডাকা হয় নি।

সংবিধান সভা বসে ১৯১৭ সালের অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরে পেত্রগ্রাদে ১৯১৮ সালের ৫ জানুয়ারি। অস্থায়ী সরকারের অনুমোদিত নিয়মানুসারে এটি অনুষ্ঠিত হয় অক্টোবর বিপ্লবের আগে তৈরি প্রার্থী-তালিকার ভিত্তিতে। একদিকে, সোভিয়েতরাজের পক্ষে দাঁড়ান বিপুল জনসংখ্যার অভিপ্রায় এবং অন্যদিকে, বুর্জোয়া ও

জমিদার সম্প্রদায়ের স্বার্থব্যঞ্জক যে-নীতি অনুসরণ করে সংবিধান সভার সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি, মেনশেভিক, কাদেত অংশটা, তাদের মধ্যে তীব্র বৈপরীত্য দেখা দেয়। বলশেভিকদের প্রস্তাবিত 'মেহনতী ও শোষিত জনগণের অধিকার ঘোষণা' আলোচনা করতে অস্বীকার করে সংবিধান সভা, সোভিয়েতগুলির দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত শান্তি ও ভূমির ডিক্রিগুলি, সোভিয়েতগুলির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের ডিক্রি অনুমোদন করতে চায় না। তাই সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির ডিক্রি-বলে ১৯১৮ সালের ৬ (১৯) জানুয়ারি সংবিধান সভা ভেঙে দেওয়া হয়। পৃঃ ১২৩

(৭১) দ্রষ্টব্য: ক. মার্কস ও ফ. এঙ্গেলস কৃত 'কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার', ১৮৭২ সালের জার্মান সংস্করণের মুখবন্ধ। ক. মার্কস — 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ', 'গোথা কর্মসূচির পর্যালোচনা'। ফ. এঙ্গেলস — 'আগস্ট বেবেলের কাছে লিখিত পত্র। ১৮৭৫ সালের ১৮-২৮ মার্চ'। ক. মার্কস — 'লুডভিগ কুগেলমানের কাছে লিখিত পত্রাবলী, ১৮৭১ সালের ১২ ও ১৭ এপ্রিল। পৃঃ ১২৩

(৭২) **'প্রাভদা'** (সত্য) — ১৯১২ সালের ২২ এপ্রিল (৫ মে) থেকে পিটার্সবুর্গে প্রকাশিত বলশেভিকদের আইনী দৈনিক সংবাদপত্র। সর্বদাই কাগজটির উপর পুলিসী হামলা চলত এবং ১৯১৪ সালের ৮ (২১) জুলাই এটি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর ১৯১৭ সালের ২৭ অক্টোবর (৯ নভেম্বর) থেকে কাগজটি পুরনো 'প্রাভদা' নামেই প্রকাশিত হয়ে চলেছে। পৃঃ ১২৪

(৭৩) **রাশিয়ার সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টি (বলশেভিক)**-এর **সপ্তম (এপ্রিল) সারা-রাশিয়া সম্মেলন** অনুষ্ঠিত হয় ১৯১৭ সালের ২৪-২৯ এপ্রিল (৭-১২ মে)। এতে যোগ দিয়েছিল ৭৮টি পার্টি-সংগঠনের ১৪৯ জন প্রতিনিধি। সম্মেলনটি ছিল কংগ্রেসেরই সমপর্যায়ের। এটি পার্টির রাজনৈতিক কর্মধারা উদ্ভাবন সহ পার্টির প্রধান সংস্থাগুলি গঠন করে। সম্মেলনে গৃহীত হয় বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে উত্তরণের লেনিনীয় পরিকল্পনা, যা উপস্থাপিত হয়েছিল এপ্রিল থিসিসে। পৃঃ ১২৪

(৭৪) লেনিন এখানে জার্মান কবি ইওহান ভল্ফ্গান্গ গ্যোটের (১৭৪০-১৮৩২) 'ফাউসটাস' ট্র্যাজেডির নায়ক মেফিস্টোফেলের উদ্ধৃতি দেন। পৃঃ ১২৭

(৭৫) 'মহামান্য সম্রাটের বিরোধী' বলতে বোঝাত কাদেত পার্টির প্রধান প. ন. মিলিউকোভকে। ১৯০৯ সালের ১৯ জুন (২ জুলাই) লন্ডনের লর্ড-

মেয়রের দেয়া ভোজসভায় বক্তৃতাকালে মিলিউকোভ বলেছিলেন: '...যতক্ষণ রাশিয়ায় বাজেট নিয়ন্ত্রণকারী একটিও আইনসভা থাকবে ততক্ষণ রুশ বিরোধীদল মহামান্য সম্রাটেরই বিরোধীদল থাকবে, তাঁর বিরোধী পক্ষ নয়।' পৃঃ ১৩০

(৭৬) 'জার নেই, কিন্তু আছে শ্রমিক সরকার' — ১৯০৫ সালে পারভুস ও ত্রৎস্কির দেয়া স্লোগান। এতে ত্রৎস্কির তত্ত্বের সারসংক্ষেপ, স্থায়ী বিপ্লব বিধৃত, অর্থাৎ কৃষক ছাড়া বিপ্লব। লেনিন এর তীব্র সমালোচনা করেন। পৃঃ ১৩০

(৭৭) **ব্লাঙ্কিবাদ, ব্লাঙ্কিপন্থী** — প্রখ্যাত বিপ্লবী লুই অগ্যুস্ত ব্লাঙ্কির নেতৃত্বাধীন ফরাসী সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের একটি মতধারা। ব্লাঙ্কিপন্থীরা গণ-আন্দোলনের বৈপ্লবিক তাৎপর্য বুঝতেন না এবং ভাবতেন যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিপ্লবী ষড়যন্ত্রকারীদের দ্বারাই সমাজতন্ত্রে উত্তরণের জন্য বিপ্লব ঘটান সম্ভবপর। লেনিনের ভাষায় — 'ব্লাঙ্কিবাদ মনে করে যে প্রলেতারীয় শ্রেণী-সংগ্রাম নয়, বুদ্ধিজীবীদের একটি ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু অংশের ষড়যন্ত্রই মানব-জাতিকে মজুরি-দাসত্ব থেকে মুক্তি দেবে' (১৩ খন্ড, ৭৬ পৃঃ)। পৃঃ ১৩১

(৭৮) **নৈরাজ্যবাদ** — পেটি-বুর্জোয়া সামাজিক-রাজনৈতিক মতধারা। তার লক্ষ্য — জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের ফলে যে-কোন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অবিলম্ব উচ্ছেদ, শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক সংগ্রাম, প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব, রাজ-নৈতিক পার্টিগুলির অস্বীকার। পৃঃ ১৩১

(৭৯) লেনিন এখানে গ. ভ. প্লেখানভের 'নৈরাজ্যবাদ ও সমাজতন্ত্র' বইটির কথাই ভেবেছেন। পৃঃ ১৩২

(৮০) **২৭ ফেব্রুয়ারি (১২ মার্চ), ১৯১৭** — রাশিয়ায় বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব সঙ্ঘটনের তারিখ।

সংখ্যাগুরু জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অস্থায়ী সরকার কর্তৃক **১৯১৭ সালের ৩-৪ (১৬-১৭)** জুলাই জার্মান রণাঙ্গনে আক্রমণের (সেজন্য বহু হাজার সৈন্য নিহত হয়) প্রতিবাদে পেত্রগ্রাদে শ্রমিক ও সৈন্যদের ব্যাপক স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ সঙ্ঘটিত হয়। বিক্ষোভকারীরা বলশেভিক স্লোগান — সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের অবসান এবং শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলির কাছেসমগ্র ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানাতে থাকে। অস্থায়ী সরকার সোভিয়েতগুলির মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি নেতৃবৃন্দের সম্মতি সহ বিক্ষোভ দমনে সৈন্যবাহিনী নিয়োগ করে এবং তারা নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি চালায়।

বলশেভিক পার্টির মতে অস্থায়ী সরকারের বিরুদ্ধে এখনো সশস্ত্র অভ্যুত্থানের ও সোভিয়েতগুলি কর্তৃক ক্ষমতা দখলের সময় পরিপক্ক হয়ে

না ওঠায় তারা শান্তিপূর্ণ সমাধানের আশায়ই বিক্ষোভে যোগ দিয়েছিল। ৪ জুলাই রাতে বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় ও পেত্রগ্রাদ কমিটিগুলির এক যৌথ অধিবেশন শোভাযাত্রা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

জুলাই মাসের এই দিনগুলির পর অস্থায়ী সরকার পেত্রগ্রাদের শ্রমিক, বিশেষত বলশেভিকদের বিরুদ্ধে পাশব নির্যাতন চালাতে থাকে। ব্যাপক গ্রেপ্তার, বলশেভিক সংবাদপত্র কার্যালয়গুলির উপর হামলা এবং বিপ্লবীমনা সৈন্যদলগুলিকে রণাঙ্গনে পাঠান শুরু হয়। পৃঃ ১৪২

(৮১) ১৯ নং, ৩৫ নং, ৬৭ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

(৮২) **কৃষ্ণশত** — বৈপ্লবিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য জারের পুলিসের গড়া রাজতন্ত্রী দঙ্গলগুলো। তারা বিপ্লবীদের খুন করত, প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের উপর হামলা চালাত, ইহুদি-বিরোধী দাঙ্গা-বধাত। পৃঃ ১৪৪

(৮৩) **য়ুঙ্কার** — জার রাশিয়ায় সামরিক স্কুলের ছাত্র।

কসাক — জার রাশিয়ায় সম্প্রদায়, বিশেষ শর্তে তারা রাষ্ট্রের কাছে সমরবৃত্তি চালাতে দায়ী। প্রায়শই তাদের দিয়ে বিশেষ সৈন্যবাহিনী গঠিত হয়। স্বৈরতন্ত্র বৈপ্লবিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য তাদের ব্যবহার করত। পৃঃ ১৪৬

(৮৪) **'লিস্তক 'প্রাভদি''** ('প্রাভদা'র নিউজ সিট) — যেসব নামে 'প্রাভদা' প্রকাশিত হত সেগুলিরই একটি। ১৯১৭ সালের জুলাই-অক্টোবর পর্যন্ত 'প্রাভদা'র উপর বুর্জোয়া অস্থায়ী সরকারের হামলা চলাকালে কাগজটি বিভিন্ন নামে প্রকাশিত হতে থাকে। পৃঃ ১৪৭

(৮৫) **'নোভয়ে ভ্রেমিয়া'** (নবযুগ) — ১৮৬৮-১৯১৭ সালে পিটার্সবুর্গ থেকে প্রকাশিত দৈনিক। ১৯০৫ সালে কৃষ্ণশতকীদের মুখপত্র।

'জিভয়ে স্লভো' (জীবন্ত বাণী) — পেত্রগ্রাদ থেকে ১৯১৬-১৯১৭ সালে প্রকাশিত প্রতিক্রিয়াশীল দৈনিক। পৃঃ ১৪৭

(৮৬) ১৯১৭ সালের ২০ এপ্রিল (৩ মে) অস্থায়ী সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রী প. ন. মিলিউকোভ একটি বিবৃতি সহকারে আঁতাঁতভুক্ত দেশগুলিকে অস্থায়ী সরকারের এই ইচ্ছার কথা জানান যে এই সরকার জার সরকারের যাবতীয় চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি পালন করবে এবং যুদ্ধ জয়ী হবে। বিবৃতিতে ব্যাপক বিক্ষোভ সৃষ্টি হয় এবং ব্যাপক মেহনতীর কাছে অস্থায়ী সরকারের সাম্রাজ্যবাদী কর্মনীতি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। শ্রমিক ও সৈন্যরা অতঃপর পেত্রগ্রাদের রাস্তায় নেমে পড়ে ও 'যুদ্ধ নিপাত যাক!', 'মিলিউকোভ নিপাত

যাক!', 'গ্রচকোভ নিপাত যাক!', 'সোভিয়েতগুলির কাছে সকল ক্ষমতা চাই!' স্লোগান দিতে থাকে। বলশেভিকদের আহ্বানে লক্ষাধিক শ্রমিক কাজ বন্ধ রেখে গণতান্ত্রিক শান্তিচুক্তি সম্পাদনের দাবিতে বিক্ষোভে সামিল হলে **২১ এপ্রিল (৪ মে)** আন্দোলন তুঙ্গে পৌঁছয়। সভা ও বিক্ষোভ সংঘটিত হয় মস্কো, উরাল, ইউক্রেন, ক্রনস্টাড্‌ট সহ দেশের বহু শহর ও এলাকায়। এপ্রিল বিক্ষোভ সরকারে সংকট সৃষ্টি করে এবং কাদেতদের প. ন. মিলিউকোভ ও অক্টোবরীদের আ. ই. গুচকোভ — এই মন্ত্রিদ্বয় পদত্যাগে বাধ্য হন।

৫ (১৮) মে প্রথম কোয়ালিশন অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়। এতে ছিল ১০ জন পুঁজিপতি মন্ত্রী সহ আপসপন্থী পার্টিগুলির নেতারা: সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের আ. ফ. কেরেনস্কি ও ভ. ম. চের্নোভ, মেনশেভিকদের ই. গ. সেরেতেলি, ম. ই. স্কবেলেভ প্রমুখ। রাশিয়ার সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টি (বলশেভিক)-এর কেন্দ্রীয় ও পেত্রগ্রাদ কমিটিগুলি ১০ (২৩) জুন শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি নিয়ে পেত্রগ্রাদ শ্রমিক ও সৈনিকদের একটি বিক্ষোভ আয়োজনের পরিকল্পনা করে। সোভিয়েতগুলির প্রথম সারা-রাশিয়া কংগ্রেসে [অধিবেশন শুরু হয় ৩ (১৬) জুন] মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বিধায় তারা **৯ (২২) জুন** একটি প্রস্তাব গ্রহণক্রমে এই বিক্ষোভ বাতিল করে দেয়। রাশিয়ার সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টি (বলশেভিক)-এর কেন্দ্রীয় কমিটি সোভিয়েতগুলির কংগ্রেসে পার্টিকে বিরোধী হিসেবে দাঁড় না করানর জন্য এই বিক্ষোভ বন্ধ রাখে।

তৎকালে সোভিয়েতগুলিতে মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকার জন্য তারা রণাঙ্গনে আক্রমণ চালানর ব্যাপারে অস্থায়ী সরকারের সিদ্ধান্তটি ১৮ জুন অনুমোদন করে। পৃঃ ১৪৭

(৮৭) **'রাষ্ট্র ও বিপ্লব। রাষ্ট্র সংক্রান্ত মার্কসবাদী তত্ত্ব ও বিপ্লবে প্রলেতারিয়েতের কর্তব্য'** বিষয়ক বইটি লেনিন লেখেন ১৯১৭ সালের আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে। কাজটি হল এক ব্যাপক বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলশ্রুতি এবং অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে লেনিন তা সম্পূর্ণ করেন, মূলত ১৯১৭ সালের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারির মধ্যে।

লেনিন প্রবাস জীবনের শেষপর্বে প্রলেতারীয় রাষ্ট্রশক্তির প্রকৃতি সম্পর্কে বিশেষভাবে আগ্রহী হয়ে উঠেন। ১৯১৬ সালের দ্বিতীয়ার্ধে রাষ্ট্রসমস্যার তত্ত্বীয় পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি উল্লেখ করেন। আ. গ. শ্লিয়াপ্‌নিকভের কাছে এক চিঠিতে লেনিন লিখেছিলেন: '...আমাদের প্রস্তাব ও পুস্তিকায় অনুমোদিত পথে **এগিয়ে চলাই** (জারতন্ত্রের বিরোধিতা, ইত্যাদি) কেবল আজকের প্রধান কর্তব্য নয়... আমাদের গণতন্ত্র প্রত্যাখ্যানের সঞ্চিত আহাম্মকিগুলি ও হতবুদ্ধিকর অবস্থা থেকে এই পথ পরিশুদ্ধির প্রয়োজন (এতে

রয়েছে নিরস্ত্রীকরণ, আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার অস্বীকার, 'সাধারণভাবে' পিতৃভূমি প্রতিরক্ষার তাত্ত্বিকভাবে বৈঠিক প্রত্যাখ্যান, সাধারণভাবে রাষ্ট্রের ভূমিকা ও তাৎপর্যের প্রশ্নে অস্থিরচিত্ততা, ইত্যাদি)' (৪৯ খণ্ড, ২৯৯ পৃঃ)।

১৯১৬ সালের দ্বিতীয়ার্ধে ন. ই. বুখারিন অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখে রাষ্ট্র ও প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব সম্পর্কে মার্কসবাদবিরোধী আধা-নৈরাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করেন। ১৯১৬ সালের ডিসেম্বর মাসে লেনিন 'যুব আন্তর্জাতিক' নামে একটি প্রবন্ধে বুখারিনের দৃষ্টিভঙ্গির কঠোর সমালোচনা সহ রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিস্তারিত লেখার আশ্বাস দেন।

১৯১৭ সালে ৩ (১৬) এপ্রিল লেনিন সুইজারল্যান্ড থেকে রাশিয়ায় ফিরে আসেন। কিন্তু, সক্রিয়ভাবে বৈপ্লবিক কার্যকলাপে ব্যস্ত থাকায় তিনি ওই কাজে আর হাত দিতে পারেন নি। কিন্তু বিষয়টি সর্বদাই তাঁর মনে ছিল।

১৯১৭ সালের জুলাই মাসের ঘটনাবলীর পর অস্থায়ী সরকারের দমনমূলক ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে লেনিন পুনরায় আত্মগোপনে বাধ্য হন এবং তখন তাঁর পক্ষে বইটি লেখার সুযোগ আসে।

লেনিনের পরিকল্পনা অনুসারে বইটি সাতটি পরিচ্ছেদে শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সপ্তম ও শেষ পরিচ্ছেদ, '১৯০৫ ও ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের অভিজ্ঞতা' আর কখনই লেখা হয় নি। শুধু অধ্যায়টি পরিকল্পনার খুঁটিনাটি ও 'সিদ্ধান্ত' সম্পর্কিত পরিকল্পনাটিই টিকে থাকে।

'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' প্রকাশিত হয় ১৯১৮ সালে। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯১৯ সালে। লেখক এর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে একটি নতুন প্যারা, '১৮৫২ সালে মার্কস কর্তৃক উপস্থাপিত প্রশ্ন' যোগ করেন। পৃঃ ১৫১

(৮৮) **ত্রিশবর্ষ যুদ্ধ** (১৬১৮-১৬৪৮) — ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির পৃথক পৃথক জোটের মধ্যে দ্বন্দ্ব-অসংগতি প্রকোপনের ফলে সংঘটিত প্রথম সারা-ইউরোপীয় যুদ্ধ। জার্মানি হয়ে উঠল এই সংগ্রামের প্রধান কেন্দ্র। ওয়েস্টফালিয়া শান্তিচুক্তি দিয়ে এই যুদ্ধ শেষ হয়, তাতে পাকা-পোক্ত হয় জার্মানির রাষ্ট্রিক খণ্ড-বিখণ্ড অবস্থা। পৃঃ ১৫৫

(৮৯) **'কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার'** — বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের প্রথম কর্মসূচি-দলিল (১৮৪৮); তাতে মার্কসবাদের প্রধান ভাব-ধারণা সংক্ষেপে বিবৃত। ইতিহাসে প্রথম আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সংগঠন 'কমিউনিস্টদের সংঘ'-এর (১৮৪৭-১৮৫২) নির্দেশ অনুসারে ক. মার্কস ও ফ. এঙ্গেলস রচনা করেছেন। পৃঃ ১৫৬

(৯০) প্রসঙ্গ: **গোথা কর্মসূচি** — ১৮৭৫ সালে জার্মানির সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক পার্টির কর্মসূচি। পৃঃ ১৫৬

(৯১) **প্রসঙ্গ**: 'আমাদের অবস্থান' এবং 'পুনরায় আমাদের অবস্থান' (কমরেড X'কে লিখিত চিঠি) প্রবন্ধগুলিতে গ. ভ. প্লেখানভের বিবৃতি — 'জনৈক সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটের ডায়েরি', নভেম্বর, ডিসেম্বর, ১৯০৫। পৃঃ ১৬০

(৯২) **'দিয়েলো নারোদা'** (জনগণের লক্ষ্য) — ১৯১৭ সালের মার্চ থেকে ১৯১৮ সালের জুলাই অবধি পেত্রগ্রাদ থেকে প্রকাশিত সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পার্টির দৈনিক। পৃঃ ১৭০

(৯৩) **জিরণ্ডপন্থীরা** — ১৮ শতকের শেষ দিকের ফরাসী বিপ্লবের বুর্জোয়া রাজনৈতিক দল, নরমপন্থা বুর্জোয়া স্বার্থের প্রবক্তা। পৃঃ ১৭৭

(৯৪) **লাসালপন্থা (লাসালপন্থীরা)** — পেটি-বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রী ফার্ডিনান্ড লাসালের নামাঙ্কিত ১৮৬০-১৮৭০ দশকে জার্মান শ্রমিক আন্দোলনের একটি শোধনবাদী মতধারা। লাসাল ছিলেন জেনারেল অ্যাসোসিয়েশন অব জার্মান ওয়ার্কার্স-এর সংগঠক। লাসালপন্থীরা শ্রেণী-সংগ্রাম ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পর্কে মার্কসবাদী শিক্ষা অস্বীকার করত, রাষ্ট্রকে শ্রেণী-ঊর্ধ্ব সংস্থা ভাবত এবং প্রাশীয় বুর্জোয়া-যুঙ্কার রাষ্ট্রকে ক্রমান্বয়ে 'মুক্ত জনগণের রাষ্ট্র' রূপান্তরের স্বপ্ন দেখত। পৃঃ ১৭৯

(৯৫) **শাইলোক** — উইলিয়াম শেক্সপিয়ার (১৫৬৪-১৬১৬) রচিত এক নাটকের নিষ্ঠুর, চরম সুদখোর একটি চরিত্র, ধার শোধ দিতে না পারায় সে হুণ্ডির শর্ত অনুসারে দেনাদারের গা থেকে এক পাউন্ড মাংস কেটে নেবার নাছোড়বান্দা দাবি করে। পৃঃ ১৯১

(৯৬) **বুর্সাক** — ছাত্রাবাসে থেকে বুর্সা (ধর্মীয় বিদ্যালয়)-র শিক্ষার্থী, জীবনযাত্রার সুকঠোর রুটিন, দৈহিক শাস্তি, রূঢ় রীতিনীতি ছিল এদের বৈশিষ্ট্য। 'বুর্সার স্কেচ' গ্রন্থে রুশ গণতন্ত্রী সাহিত্যিক ন. গ. পমিয়ালোভস্কি তার বর্ণনা দিয়েছেন। পৃঃ ১৯২

(৯৭) **তৃতীয়** (১৯০৭-১৯১২) ও **চতুর্থ** (১৯১২-১৯১৭) রাষ্ট্রীয় দুমাগুলি নির্বাচিত হয় ১৯০৭ সালের ৩ (১৬) জুনের চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল নির্বাচনী আইনের ভিত্তিতে। এগুলি ছিল জার-স্বৈরতন্ত্রের বাধ্য হাতিয়ার। প্রতিনিধিদের অধিকাংশই ছিল বুর্জোয়া ও জমিদারদের রাজতান্ত্রিক পার্টি ও দলের সদস্য। নগণ্য সংখ্যা ও কাজের কঠিন পরিস্থিতি সত্ত্বেও বলশেভিক সদস্যরা স্বৈরতন্ত্রী কর্মনীতির জনবিরোধী চারিত্র্য উদ্ঘাটনে এবং প্রলেতারিয়েত ও কৃষকদের রাজনৈতিক শিক্ষাদানের অতি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য সমাধা করেন। চতুর্থ দুমার বলশেভিক সদস্যরা দৃঢ়ভাবে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও যুদ্ধঋণের বিরোধিতা সহ আন্তর্জাতিকতাবাদী প্রচার চালাতে থাকেন।

১৯১৪ সালের নভেম্বর মাসে বলশেভিক সদস্যদের গ্রেপ্তার করে 'রাষ্ট্রদ্রোহিতার' অভিযোগে সাইবেরিয়ায় নির্বাসনদণ্ড দেয়া হয়। পৃঃ ১৯৯

(৯৮) প্রসঙ্গ: জেনারেল কর্নিলভের প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থান, স্থায়ী হয়েছিল ১৯১৭ সালের ২৫-৩০ আগস্ট (৭-১৩ সেপ্টেম্বর)। ষড়যন্ত্রকারীদের লক্ষ্য ছিল — পেত্রগ্রাদ দখল, বলশেভিক পার্টি উৎখাত, সোভিয়েতগুলি ভেঙ্গে দেয়া, এবং রাজতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য সামরিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা। ২৫ আগস্ট (৭ সেপ্টেম্বর) কর্নিলভ পেত্রগ্রাদের বিরুদ্ধে তৃতীয় অশ্বারোহী কোর পাঠায়। শহরের প্রতিবিপ্লবী সংগঠনগুলিও কাজের জন্য প্রস্তুত ছিল। কর্নিলভ বিদ্রোহ দমনের উদ্যোগী বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বানে পেত্রগ্রাদের বিপ্লবী শ্রমিক, সৈনিক ও নাবিকরা বিদ্রোহীদের দমনে শরিক হয়। গঠিত হয় শ্রমিকদের রেড গার্ডস দল, স্থানে স্থানে বিপ্লবী কমিটি। বলশেভিকদের বিক্ষোভের তোড়ে কর্নিলভের সৈন্যরা হতোদ্যম হয়ে পড়ে ও বিদ্রোহ অবদমিত হয়। জনমতের চাপে অস্থায়ী সরকার কর্নিলভ ও তাঁর সহযোগীদের গ্রেপ্তার ও বিচারে বাধ্য হয়। পৃঃ ১৯৯

(৯৯) ৭০ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

(১০০) অর্থাৎ, ১৭৮৯-১৭৯৪ সালের ফরাসী বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সময়। পৃঃ ২০৫

(১০১) **য়ুঙ্কার** — প্রাশিয়ায় উচ্চতম, অভিজাত সম্প্রদায়ের বড় জমিমালিকেরা। পৃঃ ২০৬

(১০২) **গণতান্ত্রিক সম্মেলন** (সারা-রাশিয়া গণতান্ত্রিক সম্মেলন) অনুষ্ঠিত হয় ১৯১৭ সালের ১৪-২২ সেপ্টেম্বর (২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৫ অক্টোবর) পেত্রগ্রাদে। মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের আহূত এই সম্মেলনে যোগ দেয় দেড় হাজারেরও বেশি প্রতিনিধি। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব পরিপক্ক করে তোলার অনুকূল জনমতকে হতোদ্যম করা এবং রাশিয়ায় সংবিধান প্রথা চালু হতে চলেছে এটা দেখানর জন্য গণতান্ত্রিক সম্মেলন একটি প্রাক্-পার্লামেণ্ট (প্রজাতন্ত্রের অস্থায়ী কাউন্সিল) গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কার্যত, অস্থায়ী সরকারের গৃহীত আইন অনুসারে এই প্রাক্-পার্লামেণ্ট একটি উপদেষ্টা সংস্থায় পর্যবসিত হয়েছিল। পৃঃ ২০৯

(১০৩) দ্রষ্টব্য: ফ. এঙ্গেলস। 'জার্মানিতে বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লব', ১৭ অধ্যায়। পৃঃ ২১১

(১০৪) ভ. ই. লেনিনের লেখায় প্রায়শ বিদ্যমান **'পার্লামেণ্টী আহাম্মকি'** অভিব্যক্তিটি আসলে মার্কস ও এঙ্গেলসেরই ব্যবহৃত। এঙ্গেলসের ভাষায় 'পার্লামেণ্টী আহাম্মকি' হল এক দুরারোগ্য ব্যাধি, এক ধরনের 'বিকৃতি, যা তার দুর্ভাগা শিকারের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল করে যে, সারা দুনিয়া, তার ইতিহাস, ভবিষ্যৎ ওই বিশিষ্ট প্রতিনিধি সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট দ্বারাই শাসিত ও নির্ধারিত, যে-সংখ্যাগরিষ্ঠতা নির্ধারিত হয় ওই সভার সদস্যদের ভোটে' ('জার্মানিতে বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লব', ১৫ অধ্যায়)।

ভ. ই. লেনিন এই অভিব্যক্তিটি সুবিধাবাদীদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন, যারা বিশ্বাস করে যে যে-কোন অবস্থাতেই রাজনৈতিক সংগ্রামের ক্ষেত্রে পার্লামেণ্টারী কার্যকলাপ হল একক ও প্রধান ধরন। পৃঃ ২১৫

(১০৫) **আলেক্সান্দ্রিন্‌কা** — গণতান্ত্রিক সম্মেলনের অধিবেশন বসিয়েছিল পেত্রগ্রাদের আলেক্সান্দ্রিন্স্কি থিয়েটারে। **পিটার ও পোল দুর্গ** — শীতপ্রাসাদের (১১৩ নং টীকা দ্রষ্টব্য) উল্টোদিকে অবস্থিত পিটার ও পোল দুর্গ ছিল এক বিরাট অস্ত্রভাণ্ডার এবং সামরিক দিক থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। পৃঃ ২১৭

(১০৬) **বন্য ডিভিসন** — প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ককেশাসের পাহাড়ী জনগণের মধ্য থেকে স্বেচ্ছাব্রতীদের নিয়ে গড়া ডিভিসনের নাম। পৃঃ ২১৭

(১০৭) প্রসঙ্গ: ১৯১৭ সালের আগস্ট মাসে বিপ্লবী নাবিক সংগঠন পরিচালিত জার্মান নাবিকদের বিদ্রোহ। জুলাই মাসের শেষ নাগাদ এদের সংখ্যা ৪ হাজারে পেঁছয়। সংগঠনটি গণতান্ত্রিক শান্তি ও একটি অভ্যুত্থান ঘটানর পরিকল্পনা করেছিল। আগস্ট মাসের গোড়ার দিকে তারা কাজ শুরু করে। জার্মান নৌবাহিনীর এই বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন করা হয়। বিদ্রোহের নেতাদের মৃত্যুদণ্ড ও অন্যান্য শরিকদের দীর্ঘমেয়াদী কঠোর সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়। পৃঃ ২১৮

(১০৮) **'রুস্‌স্কিয়ে ভেদোমস্তি'** (রুশ ধারাবিবরণী) — ১৮৬৩-১৯১৮ পর্যন্ত মস্কো থেকে প্রকাশিত একটি সংবাদপত্র। নরমপন্থী, উদারনৈতিক বুদ্ধিজীবীদের মুখপত্র। ১৯০৫ সাল থেকে দক্ষিণপন্থী কাদেতদের কাগজ। পৃঃ ২২২

(১০৯) প্রসঙ্গ: বেতনবৃদ্ধির দাবিতে সারা দেশে শুরু হওয়া রেলধর্মঘট। অস্থায়ী সরকার রেলশ্রমিকদের কিছু দাবি মেনে নেওয়ার পর ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হয়। পৃঃ ২২২

(১১০) **কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি** গঠিত হয় ১৯১৭ সালের জুন মাসে শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলির প্রথম সারা-রাশিয়া কংগ্রেসে।

এতে ছিল ১০৭ মেনশেভিক, ১০১ সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি, ৩৫ বলশেভিক, ইত্যাদি। সভাপতি — মেনশেভিক ন. স. চ্‌খেইজে। এই কমিটির অধিকাংশই ছিল বুর্জোয়া অস্থায়ী সরকারের সমর্থক। পৃঃ ২২৩

(১১১)প্রসঙ্গ: অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রাক্কালে কামেনেভ, জিনোভিয়েভ, ত্রৎস্কি ও তাঁদের সমর্থকদের ভূমিকা। কামেনেভ ও জিনোভিয়েভ সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটানর লেনিন-কৃত পরিকল্পনার বিরোধিতা করেন। তাঁদের মতে রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটনের অনুপযুক্ত এই প্রমাণ করে তাঁরা মেনশেভিকদের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন। মেনশেভিকদের সমর্থন দেন। ত্রৎস্কির মতে অভ্যুত্থান মুলতুবি রাখা প্রয়োজন। কিন্তু কাজেই এর ব্যর্থতা নিশ্চিত, কেননা অস্থায়ী সরকার প্রতিবিপ্লবী শক্তির সমাবেশ ঘটাতে ও বৈপ্লবিক সংগ্রাম দমনে সমর্থ। পৃঃ ২২৪

(১১২) **লিবেরদানরা** — মেনশেভিক নেতৃবর্গ — লিবের, দান ও তাঁদের সমর্থকদের বিদ্রূপাত্মক ডাকনাম। পৃঃ ২২৪

(১১৩) **শীতপ্রাসাদ** — পিটার্সবুর্গে রুশ জারদের, আর ১৯১৭ সালের জুলাই মাস থেকে অস্থায়ী সরকারের বাসভবন। এখন শীতপ্রাসাদ — রাষ্ট্রীয় মিউজিয়ম। পৃঃ ২২৫

(১১৪) **'নোভায়া-জিজ্‌ন' ওয়ালারা** — মেনশেভিকদের গ্রুপ, এরা 'নোভায়া জিজ্‌ন' (নতুন জীবন) সংবাদপত্র প্রকাশ করত। কাগজটি ১৯১৭ সালের এপ্রিল থেকে ১৯১৮ সালের জুলাই অবধি পেত্রগ্রাদে প্রকাশিত হয়। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এবং প্রতিষ্ঠিত সোভিয়েতরাজের প্রতি সংবাদপত্রটি ছিল শত্রুভাবাপন্ন। ১৯১৮ সালের জুলাই মাসে অন্যান্য প্রতিবিপ্লবী সংবাদপত্রের সঙ্গে 'নোভায়া জিজ্‌ন' বন্ধ করে দেওয়া হয়। পৃঃ ২২৪

(১১৫) এখানে লেনিন রুশ কবি নিকোলাই আলেক্সেয়েভিচ নেক্রাসভের (১৮২১-১৮৭৭) একটি কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দেন। পৃঃ ২২৯

(১১৬) **'জ্নামিয়া ত্রুদা'** (শ্রমের পতাকা) — দৈনিক, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পার্টির পেত্রগ্রাদ কমিটির মুখপত্র, পেত্রগ্রাদ থেকে ১৯১৭ আগস্ট থেকে ১৯১৮ সালের জুলাই পর্যন্ত প্রকাশিত। পৃঃ ২৩১

(১১৭) **'রাবোচি পুত্‌'** (শ্রমিকের পথ) — দৈনিক, অস্থায়ী সরকার 'প্রাভদা' বন্ধ করে দিলে বদলি হিসেবে ১৯১৭ সালের ৩ (১৬) সেপ্টেম্বর থেকে ২৬ অক্টোবর (৮ নভেম্বর) পর্যন্ত বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র। পৃঃ ২৩১

(১১৮) **গ্‌বেনির্য়া** — ১৯২৩ সালের আগে রাশিয়ায় প্রধান প্রশাসনিক-ভূখণ্ড; তার মধ্যে উয়েজ্‌দ অন্তর্ভুক্ত (১৩৯ নং টীকা দ্রষ্টব্য)। পৃঃ ২৩২

(১১৯) **'ভলিয়া নারোদা'** (জনগণের ইচ্ছা) — দৈনিক, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পার্টির দক্ষিণপন্থীদের মুখপত্র, ১৯১৭ সালের এপ্রিল থেকে নভেম্বর পর্যন্ত পেত্রগ্রাদ থেকে প্রকাশিত। পৃঃ ২৩৪

(১২০) **কুলাক** — রাশিয়ায় পরের মেহনত শোষণকারী ধনী কৃষক। পৃঃ ২৩৪

(১২১) **আন্তর্জাতিকতাবাদী-মেনশেভিকরা** — প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় মেনশেভিকবাদের (১৯ নং টীকা দ্রষ্টব্য) বাম অংশ, যুদ্ধ ও জাতিদম্ভী-সমাজবাদের বিরোধিতা করেন। পৃঃ ২৩৭

(১২২) **সিণ্ডিক্যালিজম** — উনিশ শতকের শেষের দিকে পশ্চিম ইউরোপের একাধিক দেশে শ্রমিক আন্দোলনে উদ্ভূত একটি পেটি-বুর্জোয়া ও আধা-নৈরাজ্যবাদী মতধারা। সিণ্ডিক্যালিস্টরা রাজনৈতিক সংগ্রাম ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা প্রত্যাখ্যান করত। তাদের বিশ্বাস ছিল ট্রেড ইউনিয়নগুলি (সিণ্ডিকেট) সাধারণ ধর্মঘটের মাধ্যমেই পুঁজিতন্ত্র উৎখাত করতে পারবে এবং প্রতিটি ট্রেড ইউনিয়ন এক-একটি শিল্পের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করবে। পৃঃ ২৩৯

(১২৩) **তিত্‌ তিতিচ্‌** — আলেক্সান্দর ওস্ত্রোভ্‌স্কির (১৮২৩-১৮৮৬) 'অন্যের বোঝা ঘাড়ে নেওয়া' প্রহসনের একটি চরিত্র, ধনী ব্যবসায়ী। পৃঃ ২৪২

(১২৪) প্রসঙ্গ: ১৮৭০-১৮৭১ সালের ফ্রাঙ্কো-প্রাশীয় যুদ্ধ। এই যুদ্ধের সময় ১৮৭০ সালের ২ সেপ্টেম্বর **সেদানে** ফরাসী সৈন্যবাহিনী পরাজিত হয়েছিল এবং সম্রাট ৩য় নেপোলিয়নের সঙ্গে বন্দী হয়েছিল। পৃঃ ২৪২

(১২৫) **আ. ই. শিঙ্গারিওভ** — বুর্জোয়াদের অস্থায়ী সরকারের অর্থমন্ত্রী। প্রসঙ্গ: তাঁর প্রবর্তিত করসমূহ। পৃঃ ২৪২

(১২৬) **কনভেনশন** — ১৭৯২ সাল থেকে ১৭৯৫ সাল অবধি প্রথম ফরাসী প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ বিধান-সভা। পৃঃ ২৪৩

(১২৭) **'কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি এবং শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের ইজ্‌ভেস্তিয়া'** — একটি দৈনিক, ১৯১৭ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি (১৩ মার্চ) থেকে প্রকাশিত। সোভিয়েতগুলির দ্বিতীয় সারা-রাশিয়া কংগ্রেসের (১৯১৭, নভেম্বর ৭-৮) পর 'ইজ্‌ভেস্তিয়া' সোভিয়েতরাজের সরকারী

মুখপত্র হয়ে ওঠে। ১৯১৮ সালের মার্চ মাসে কাগজটির প্রকাশালয় মস্কোয় স্থানান্তরিত হয়। ১৯২২ সালের ডিসেম্বর মাসে সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠিত হলে 'ইজ্‌ভেস্তিয়া' সোভিয়েত ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির ও সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির মুখপত্র হয়ে ওঠে। ১৯৩৮ সালের ২৬ জানুয়ারী থেকে তার নাম: 'জনপ্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলির ইজ্‌ভেস্তিয়া'। পৃঃ ২৪৫

(১২৮) **'রুস্‌স্কোয়ে স্লভো'** (রুশ কথা) — দৈনিক, ১৮৯৫-১৯১৮ পর্যন্ত মস্কো থেকে প্রকাশিত, উদারনৈতিক রাজতন্ত্রী বুর্জোয়ার মতাদর্শী। পৃঃ ২৫১

(১২৯) প্রসঙ্গ: খাদ্যাভাবের জন্য তুরিন শহরে ১৯১৭ সালের ২১ আগস্টে শুরু হওয়া বিশাল যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভ। শ্রমিকরা এক সর্বাত্মক ধর্মঘট আয়োজন করে। রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরি হয় এবং আন্দোলনটি রাজনৈতিক যুদ্ধবিরোধী চারিত্র্য লাভ করে। ২৩ আগস্ট তুরিনের শহরতলী বিদ্রোহীদের দখলে চলে যায়। সরকার সামরিক আইন জারি সহ বিদ্রোহ দমনে সৈন্যদল পাঠায়। পৃঃ ২৫৫

(১৩০) **'রাশিয়ার সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টি (বলশেভিক)-এর কেন্দ্রীয় কমিটিতে চিঠি'**-তে জিনোভিয়েভ ও কামেনেভের সঙ্গে ভ. ই. লেনিনের মতবিরোধ সহজ লক্ষ্য। সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটানর কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তটি তাঁরা বানচাল করতে চেয়েছিলেন। কেন্দ্রীয় কমিটি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রসঙ্গটি আলোচনার [১৯১৭ সালের ১০ (২৩) অক্টোবর] পরদিন জিনোভিয়েভ ও কামেনেভ কেন্দ্রীয় কমিটিতে ভাষণ দেন এবং রাশিয়ার সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টি (বলশেভিক)-এর পেত্রগ্রাদ, মস্কো ও ফিনল্যান্ড আঞ্চলিক কমিটির কাছে চিঠি দিয়ে সশস্ত্র অভ্যুত্থান সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তের তাঁদের বিরোধিতার কথা জানান। ১৫ (২৮) অক্টোবর পেত্রগ্রাদ কমিটির বর্ধিত সভা, যেখানে তাঁদের চিঠি পড়া হয়, এবং ১৬ (২৯) অক্টোবর কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত অধিবেশন, যেখানে তাঁরা আরেকবার সশস্ত্র অভ্যুত্থানের বিরোধিতা করেন ও ব্যর্থ হন। জিনোভিয়েভ ও কামেনেভ অতঃপর সরাসরি ষড়যন্ত্র শুরু করেন। ১৮ (৩১) অক্টোবর আধা-মেনশেভিক 'নোভায়া জিজ্‌ন' সংবাদপত্রে খবর বের হল: ''অভ্যুত্থান' প্রসঙ্গে ইউ. কামেনেভ'; কামেনেভ যেখানে জিনোভিয়েভ ও তাঁর নিজের পক্ষ থেকে সশস্ত্র অভ্যুত্থানে বিরোধিতা করেন এবং এভাবে পার্টির অতি গুরুত্বপূর্ণ গোপন সিদ্ধান্তের কথা শত্রুদের জানান। লেনিন এই কাজকে বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং কামেনেভ ও জিনোভিয়েভকে ধর্মঘটভঙ্গকারী হিসেবে আখ্যায়িত করে পার্টি থেকে তাঁদের বহিষ্কার চান। পৃঃ ২৬২

(১৩১) প্রসঙ্গ: 'প্রাভদা'র বদলে প্রকাশিত 'রাবোচি পুত্' পত্রিকা। এটিও অস্থায়ী সরকার বন্ধ করে দেয় (১১৬ নং টীকা দ্রষ্টব্য)। পৃঃ ২৬২

(১৩২) লেনিন এখানে রাশিয়ার সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টি (বলশেভিক)-এর ১৯১৭ সালের ১৬ (২৯) অক্টোবরের বর্ধিত অধিবেশনের কথা উল্লেখ করেছেন, যেখানে কামেনেভ ও জিনোভিয়েভ ১০ (২৩) অক্টোবর কেন্দ্রীয় কমিটিতে গৃহীত সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন।

পৃঃ ২৬৩

(১৩৩) **শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলির দ্বিতীয় সারা-রাশিয়া কংগ্রেস** অনুষ্ঠিত হয় ১৯১৭ সালের ২৫ ও ২৬ অক্টোবর (৭ ও ৮ নভেম্বর) পেত্রগ্রাদে। কংগ্রেস শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘোষণা জানায় এবং লেনিনের লিখিত 'শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকদের প্রতি' একটি আহ্বান প্রচার করে। কংগ্রেসে গৃহীত হয় লেনিনের প্রস্তাবিত শান্তি ও ভূমি সংক্রান্ত ডিক্রিসমূহ। সারা দুনিয়াবাসী ও যুদ্ধরত দেশগুলির সরকারের কাছে শান্তির ডিক্রিই এখনই শান্তি আলোচনার আহ্বান জানায়। ভূমি সংক্রান্ত ডিক্রির দাবী ছিল সমস্ত জমি জাতীয়করণ ও জমির ব্যক্তিগত মালিকানা উচ্ছেদ। কংগ্রেস লেনিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত সরকার — জন-কমিসার পরিষদ — এবং সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করে। পৃঃ ২৬৭

(১৩৪) **চার্টিস্ট আন্দোলন** — ১৮৩০-৫০ সালে ইংরেজ শ্রমিক শ্রেণীর প্রথম রাজনৈতিক গণবিপ্লবী আন্দোলন। পার্লামেণ্টে উপস্থাপনের জন্য বিলের আকারে প্রণীত জ্যগণের চার্টার নিম্নোক্ত দাবীগুলি জানায়: সর্বজনীন ভোটাধিকার (পুরুষদের জন্য ২১ বছর), প্রতিবছর পার্লামেণ্ট নির্বাচন, গোপন ভোট, অভিন্ন নির্বাচনী এলাকা, পার্লামেণ্টে নির্বাচনপ্রার্থীর সম্পত্তিগত যোগ্যতা বাতিল, এবং পার্লামেণ্টসদস্যদের জন্য বেতন। ১৮৩৯ ও ১৮৪২ সালে চার্টার সংক্রান্ত আবেদনগুলি পার্লামেণ্ট প্রত্যাখ্যান করে। তাসত্ত্বেও চার্টিস্ট আন্দোলন শাসক শ্রেণীকে চার্টিস্টদের কিছু কিছু দাবীপূরণে বাধ্য করে: কারখানা আইন সম্প্রসারণ, বিশেষত, শিশু ও তরুণদের কার্যঘণ্টা হ্রাস। ইংলণ্ডের রাজনৈতিক ইতিহাসের এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলন বৃদ্ধির উপর চার্টিস্ট আন্দোলনের প্রভাব খুবই উল্লেখযোগ্য।

পৃঃ ২৭১

(১৩৫) **সমাজতন্ত্র-বিরোধী বিশেষ আইন** চালু করে জার্মানিতে ১৮৭৮ সালে বুর্জোয়া-যুঙ্কার বিসমার্ক সরকার। এই আইনে সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টি-সংগঠনগুলি, শ্রমিকদের গণ-সংগঠন ও শ্রমিকদের সংবাদপত্র নিষিদ্ধ ঘোষিত

হয়, সমাজতন্ত্রী সাহিত্য বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটদের নির্যাতন ও নির্বাসনে পাঠান হয়।

১৮৯০ সালে বর্ধমান শ্রমিক আন্দোলনের চাপে সমাজতন্ত্র-বিরোধী বিশেষ আইনটি প্রত্যাহার করা হয়। পৃঃ ২৭১

(১৩৬) প্রসঙ্গ: শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের ইস্তাহার। ১৯১৭ সালের ১৫ মার্চ সোভিয়েতের মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি নেতারা বুর্জোয়াদের সঙ্গে আপস আড়াল করার জন্য 'সারা দুনিয়ার জনগণের উদ্দেশ্যে' ধরনের বাক্যাবলী ব্যবহার করেন। পৃঃ ২৭৩

(১৩৭) প্রসঙ্গ: যখন সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিকরা শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলির নেতৃত্বে ছিল তখনকার কথা। পৃঃ ২৭৩

(১৩৮) **মঠ আর গির্জা জমি** — মঠ আর গির্জার সম্পত্তিভুক্ত জমি। পৃঃ ২৭৫

(১৩৯) **ভোলস্ত্** — জার রাশিয়ায় নিম্ন গ্রামীণ প্রশাসনিক ভাগ; উয়েজ্দে অন্তর্ভুক্ত।

উয়েজ্দ — জার রাশিয়ায় প্রশাসনিক ভাগ; গুবের্নিয়ায় অন্তর্ভুক্ত (১১৮ নং টীকা দ্রষ্টব্য)। পৃঃ ২৭৫

(১৪০) **'কৃষক প্রতিনিধিদের সারা-রাশিয়া সোভিয়েতের ইজ্ভেস্তিয়া'** — দৈনিক, ১৯১৭ সালের ৯ (২২) মে থেকে ডিসেম্বর অবধি প্রকাশিত কৃষক প্রতিনিধিদের সারা-রাশিয়া সোভিয়েতের মুখপত্র, পেত্রগ্রাদ থেকে প্রকাশিত, দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের মতাদর্শী। পৃঃ ২৭৫

(১৪১) **শ্রম-মান** — পরিবারের শ্রমক্ষম সদস্যদের সংখ্যা অনুযায়ী কৃষকদের মধ্যে জমি বণ্টন।

ভোগ্য-মান — খাদকদের সংখ্যা অনুযায়ী কৃষক পরিবারের মধ্যে জমি বণ্টন। পৃঃ ২৭৭

(১৪২) ৮৩ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

(১৪৩) ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসের শেষে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পার্টিতে ভাঙ্গন দেখা দেয়। ম. আ. স্পিরিদোনভা, ব. দ. কামকভ ও ম. আ. নাতানসনের নেতৃত্বে বামপন্থী অংশ একটি আলাদা পার্টি গঠন করেন। এটা সংগঠন হিসেবে গঠিত হয় তাদের প্রথম সারা-রাশিয়া কংগ্রেসে (১৯১৭ সালের ১৯-২৮ নভেম্বর [২-১১ ডিসেম্বর])। পৃঃ ২৮৩

(১৪৪) **ইউক্রেনীয় কেন্দ্রীয় রাদা** — ১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসে প্রতিষ্ঠিত একটি প্রতিবিপ্লবী জাতীয়-বুর্জোয়া সংগঠন, ইউক্রেনীয় বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া পার্টি ও দলের একটি সঙ্ঘবিশেষ। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল হওয়ার পর রাদা নিজেকে 'ইউক্রেন' গণপ্রজাতন্ত্রের' সর্বোচ্চ সংস্থা ঘোষণা করে, সোভিয়েতরাজের বিরুদ্ধে খোলাখুলি যুদ্ধ চালায় এবং সারা-রাশিয়া প্রতিবিপ্লবীদের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

সোভিয়েত ইউক্রেন থেকে বিতাড়িত কেন্দ্রীয় রাদা জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে ঐকবদ্ধ হয়ে জার্মানির সঙ্গে একটি পৃথক শান্তিচুক্তি সম্পাদন করে এবং জার্মানিকে ইউক্রেনের গম, কয়লা ও কাঁচামাল দিয়ে সামরিক সহযোগিতা আদায়ের মাধ্যমে সোভিয়েতরাজের বিরুদ্ধে লড়াই চালানর প্রয়াস পায়। ১৯১৮ সালের মার্চ মাসে কেন্দ্রীয় রাদা অস্ট্রো-জার্মান হামলাকারীদের নিয়ে কিয়েভ শহরে পেঁছিয়। কিন্তু ইউক্রেনের বিপ্লবী আন্দোলন দমনে এবং প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহে রাদার সম্পূর্ণ অক্ষমতা বোঝতে পেরে জার্মানরা এপ্রিল মাসের শেষ নাগাদ রাদা ভেঙ্গে দেয়। পৃঃ ২৮৪

(১৪৫) ১৯১৭ সালের ২(১৫) ডিসেম্বর একদিকে, সোভিয়েত সরকার এবং অন্যদিকে, জার্মানি, অস্ট্রো-হাঙ্গেরি, তুরস্ক ও বুলগেরিয়ার মধ্যে যুদ্ধবিরতি ঘটে ও ৯ ডিসেম্বর ব্রেস্ত্-লিতোভ্স্কে শান্তিচুক্তি সম্পাদন নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। পৃঃ ২৮৫

(১৪৬) ৭৪ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

(১৪৭) **'মেহনতী ও শোষিত মানুষের অধিকারের ঘোষণাটি'** অনুমোদনের জন্য সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির পক্ষ থেকে সংবিধান সভার প্রথম অধিবেশনে পেশ করা হয়। কিন্তু সভার প্রতিবিপ্লবী সংখ্যাগুরুরা এর আলোচনা বাতিল করে দেয়।

২৫ জানুয়ারি সোভিয়েতগুলির তৃতীয় সারা-রাশিয়া কংগ্রেস 'ঘোষণাটি' অনুমোদন করলে অতঃপর তা সোভিয়েত সংবিধানের ভিত্তি হয়ে ওঠে। পৃঃ ২৯৮

(১৪৮) **'সর্বোচ্চ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ সংক্রান্ত ডিক্রি'** ১৯১৭ সালের ৫(১৮) ডিসেম্বর সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক গৃহীত ও প্রকাশিত হয়।

সর্বোচ্চ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ ছিল সোভিয়েত রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রক সংস্থা। বৃহদায়তন শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়ার পর এটি রাষ্ট্রীয় শিল্পের প্রশাসনিক সংস্থা হয়ে ওঠে। পৃঃ২৯৮

(১৪৯) ১৯১৭ সালের ১৮(৩১) ডিসেম্বর জন-কমিসার পরিষদ ফিনল্যান্ডের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার একটি ডিক্রি অনুমোদন করে। ডিক্রিটির একটি কপি স্বয়ং ভ. ই. লেনিন ফিনিস প্রতিনিধিদের নেতা, প্রধানমন্ত্রী প. এ. স্ভিনহুভুদকে দেন।

১৯১৭ সালের ১৯ ডিসেম্বর (১৯১৮ সালের ১ জানুয়ারি) সোভিয়েত সরকার পারস্য সরকারকে জারের পাঠান সেখানে মোতায়েন রুশ সৈন্যদের প্রত্যাহারের জন্য একটি সাধারণ পরিকল্পনা তৈরির প্রস্তাব দেয়।

১৯১৭ সালের ২৯ ডিসেম্বর (১৯১৮ সালের ১১ জানুয়ারি) জন-কমিসার পরিষদ আর্মেনীয় জনগণের স্বায়ত্তশাসন সংক্রান্ত ডিক্রিটি অনুমোদন করে। পৃঃ ২৯৯

(১৫০) ১২ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

(১৫১) ১৯১৮ সালের ৩ মার্চ সোভিয়েত রাশিয়া এবং চতুঃশক্তির (জার্মানি, অস্ট্রো-হাঙ্গেরি, বুলগেরিয়া ও তুরস্ক) মধ্যে ব্রেস্ত্-লিতোভ্স্ক শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির শর্তগুলি সোভিয়েত রাশিয়ার জন্য খুবই ক্ষতিকর ছিল। পোল্যান্ড, বল্টিক এলাকার প্রায় পুরোটা ও বেলোরুশিয়ার একাংশ এতে জার্মানি ও অস্ট্রো-হাঙ্গেরির নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। ইউক্রেনকে রাশিয়ার কাছ থেকে আলাদা করে জার্মানির অছিভুক্ত করা হয়। কার্স, বাতুম ও আর্দাগান চলে যায় তুরস্কের হাতে।

কিন্তু ব্রেস্ত্-লিতোভ্স্ক চুক্তি সোভিয়েত রাষ্ট্রকে শ্বাস ফেলার অবকাশ দিয়েছিল, যাতে সে জারের পুরনো ভাঙা সৈন্যবাহিনী দিয়ে নতুন বাহিনী, লালফৌজ গড়তে, সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ শুরু করতে এবং প্রতিবিপ্লবী ও বিদেশী হামলাকারী শক্তিগুলির মোকাবিলা করতে পারে।

জার্মানিতে ১৯১৮ সালের নভেম্বর বিপ্লবের পর ব্রেস্ত্-লিতোভ্স্ক চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। পৃঃ ৩০৬

(১৫২) প্রসঙ্গ: ১৯১৮ সালের ২১ জানুয়ারি (৩ ফেব্রুয়ারি) পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে পার্টির নানা মতধারার প্রতিনিধিদের অধিবেশনে জার্মানির সঙ্গে শান্তির প্রশ্নে ভোটগ্রহণ। পৃঃ ৩০৯

(১৫৩) **রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-এর বিশেষ সপ্তম কংগ্রেস** অনুষ্ঠিত হয় ১৯১৮ সালের ৬-৮ মার্চ, জার্মানির সঙ্গে চুক্তিসম্পাদনের বিষয়টি আলোচনার জন্য। কেন্দ্রীয় কমিটি ও কোন কোন স্থানীয় পার্টি-সংগঠনে এই প্রশ্নে মতবৈষম্য দেখা দেয়ার জন্যই কংগ্রেস আহ্বান জরুরি হয়ে ওঠে। ব্রেস্ত্-লিতোভ্স্ক চুক্তিসম্পর্কিত মতবৈষম্য খুবই তীব্র ও মারাত্মক আকার ধারণ করে এবং পার্টি বিভক্ত হয়ে পড়ার অবস্থা দেখা দেয়। কেন্দ্রীয় কমিটিতে ভ. ই. লেনিন ও তাঁর সমর্থকরা সোভিয়েত রাশিয়াকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ থেকে সরিয়ে আনার ও আজ একটি পৃথক শান্তিচুক্তি সম্পাদনের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু এর বিরোধী ছিলেন ত্রৎস্কিপন্থীরা ও ন. ই. বুখারিনের নেতৃত্বে এক দল 'বামপন্থী কমিউনিস্ট'।

ভ. ই. লেনিন কংগ্রেসের যাবতীয় কার্যকলাপ পরিচালনা করেন। তিনি কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক প্রতিবেদন, পার্টি-কর্মসূচি পুনর্বিবেচনা ও পার্টির নামবদলের প্রতিবেদন পেশ করেন। আলোচ্যসূচির সবগুলি বিষয়ের আলোচনায়ই তিনি শরিক হন। কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিবেদনের পর

ন. ই. বুখারিন 'বামপন্থী কমিউনিস্টদের' পক্ষ থেকে দ্বিতীয় প্রতিবেদনটি উপস্থাপিত করেন এবং সেখানে জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধ অব্যাহত রাখার হঠকারী দাবী জানান। এসম্পর্কে বক্তৃতা দেন ১৮ জন প্রতিনিধি। লেনিনের বিশ্লেষণ শোনে কয়েক জন 'বামপন্থী কমিউনিস্ট' তাঁদের মত বদলাতে বাধ্য হন। সর্বসম্মতিক্রমে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিবেদন অনুমোদনের পর কংগ্রেস যুদ্ধ ও শান্তি সম্পর্কিত প্রস্তাব আলোচনা করে। কংগ্রেস 'বামপন্থী কমিউনিস্টদের' 'বর্তমান পরিস্থিতি সংক্রান্ত থিসিসগুলি' প্রত্যাখ্যান করে এবং সোভিয়েত সরকারের স্বাক্ষরিত ব্রেস্ত্-লিতোভ্স্ক চুক্তি অনুমোদনের জন্য লেনিনের প্রস্তাবটি গ্রহণ করে। পৃঃ ৩১৫

(১৫৪) লেনিন এখানে যে বিপ্লবী সরকারের কথা ভেবেছেন তা হল ১৯১৮ সালের জানুয়ারি মাসে স্‌ভিনহুভুদ বুর্জোয়া সরকার উৎখাতের পর ফিনল্যান্ডের বিপ্লবের ধারায় প্রতিষ্ঠিত জন-প্রতিনিধিদের পরিষদ। জন-প্রতিনিধিদের পরিষদের সঙ্গে শ্রমিক সংগঠনগুলির একটি মূল পরিষদও গঠিত হয়েছিল এবং তাই সরকারের মূল সংস্থা হয়ে উঠেছিল। সংগঠিত শ্রমিকদের নির্বাচিত 'শ্রমিক সংগঠনগুলির সেইমগুলি' ছিল ক্ষমতার মূল উৎস। পৃঃ ৩১৬

(১৫৫) প্রসঙ্গ: **সোভিয়েতগুলির চতুর্থ বিশেষ সারা-রাশিয়া কংগ্রেস,** যা অনুষ্ঠিত হয় মস্কোয় ১৯১৮ সালের ১৪-১৬ মার্চ, ব্রেস্ত্ শান্তিচুক্তি অনুমোদনের জন্য। পৃঃ ৩২০

(১৫৬) **১৮৬১ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি** রাশিয়ায় ভূমিদাসপ্রথা বাতিল করা হয়েছে। পৃঃ ৩৩৪

(১৫৭) ৮৮ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

(১৫৮) **'ভ্পেরিওদ'** (অগ্রগামী) — ১৯১৭-১৯২০ অবধি মস্কো থেকে প্রকাশিত মেনশেভিক সংবাদপত্র।

'নোভায়া জিজ্ন' প্রসঙ্গে — ১১৪ নং টীকা দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৩৩৯

(১৫৯) চিঠিটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানর ব্যবস্থা করেন ওখান থেকে সদ্যপ্রত্যাগত বলশেভিক ম. ম. বরোদিন। পৃঃ ৩৪২

(১৬০) প্রসঙ্গ: ১৮৯৮ সালের স্পেন-মার্কিন যুদ্ধ এবং ১৮৯৯-১৯০১ সালে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক ফিলিপাইনের জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন দমন। স্পেনের আধিপত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত ও স্বাধীন প্রজাতন্ত্র ঘোষণাকারী ফিলিপাইনের জনগণকে সাহায্যদানের অছিলায় সেখানে মার্কিন সৈন্যবাহিনী অবতরণ করে। কিন্তু তারা অতঃপর বিশ্বাসঘাতকতা করে সেই দেশের মানুষের উপর আক্রমণ

চালায়, তাদের জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন দমন করে এবং ফলত ১৯০১ সালে ফিলিপাইন মার্কিন উপনিবেশে পর্যবসিত হয়। পৃঃ ৩৪৩

(১৬১) লেনিন এখানে মার্কিন অর্থনীতিবিদ হ. চ. কেরি'র লিখিত 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টের কাছে লেখা রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক চিঠিপত্র' বইটির ন. গ. চের্নিশেভ্‌স্কি কৃত আলোচনা উদ্ধৃত করেছেন। চের্নিশেভ্‌স্কি লিখেছিলেন: 'ইতিহাসের পথ নেভস্কি সড়ক নয়। এটা চলে ধূলিময় বা কর্দমাক্ত মাঠ দিয়ে, জলাভূমি ও ঘন বন পেরিয়ে। কেউ শরীরে ধূলো বা জুতোয় কাদা লাগানর ভয় করলে তার সামাজিক কাজে ব্রতী হওয়াই অনুচিত।' পৃঃ ৩৪৮

(১৬২) *Appeal to Reason* (যুক্তির আহ্বান) — একটি মার্কিন সমাজতন্ত্রী সংবাদপত্র, ১৮৯৫ সাল থেকে ১৯১৯ সাল অবধি ক্যানসাসের জিরার্ড থেকে প্রকাশিত। কাগজটি শ্রমিকদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয় ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এটি আন্তর্জাতিকতাবাদী ভূমিকা পালন করে।

ইউ. ডেব্‌স এই কাগজে ১৯১৫ সালের ১১ সেপ্টেম্বর লেখেন 'When I shall fight' ('কখন আমি লড়াই করব') প্রবন্ধটি। লেনিন স্মৃতি থেকে প্রবন্ধটির শিরোনাম উল্লেখ করেছেন। পৃঃ ৩৫০

(১৬৩) **জুপিটার ও মিনার্ভা** — প্রাচীন রোমান ধর্মের দেবতা। পৃঃ ৩৫৪

(১৬৪) ১ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

(১৬৫) **হুইগরা এবং টোরিরা** — ১৭ শতকের ৭০-৮০ দশকে ব্রিটেনে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক পার্টি দুটো, পালা করে একটার পরে অন্যটা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হত। পৃঃ ৩৭২

(১৬৬) ২৫ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

(১৬৭) ৯৫ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

(১৬৮) ৩০ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

(১৬৯) **রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-এর অষ্টম কংগ্রেস** অনুষ্ঠিত হয় মস্কোয় ১৯১৯ সালের ১৮-২৩ মার্চ। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ এসেছিলেন ৩ লক্ষ ১৩ হাজার পার্টি-সদস্যের প্রতিনিধি হয়ে। ভ. ই. লেনিনের নেতৃত্বে এবং তাঁর সরাসরি সহযোগিতায় তৈরি রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-এর নতুন কর্মসূচিটি কংগ্রেস আলোচনা ও গ্রহণ করে। মাঝারি কৃষকদের প্রতি অনুসরণীয় দৃষ্টিভঙ্গিও এতে আলোচিত হয়। ভ. ই. লেনিন গ্রামাঞ্চলের কাজ প্রসঙ্গে একটি প্রতিবেদন পাঠ করেন এবং এতে মাঝারি

কৃষকদের ক্ষেত্রে নতুন পার্টি-কর্মনীতির পক্ষে যুক্তি দেখান যে এবার মাঝারি কৃষককে প্রশমিত করার বদলে তার সঙ্গে নিবিড় ঐক্য গড়া প্রয়োজন, অবশ্য গরীব কৃষকদের উপর আশ্রয় করে। কংগ্রেসে যুদ্ধপরিস্থিতি, পার্টির সামরিক কর্মনীতি ও লালফৌজ মজবুত করার প্রসঙ্গও আলোচিত হয়। পৃঃ ৩৮৬

(১৭০) **গরীব কৃষকদের সমিতিগুলি** গঠিত হয় সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির এক ডিক্রি অনুসারে ১৯১৮ সালের ১১ জুন। এগুলির কাজ ছিল — কৃষকদের কাছে খাদ্য সরবরাহ তদারকি, কুলাকদের সঞ্চিত খাদ্য ও বাড়তি খাদ্যের হিসাব সহ খাদ্য সংগ্রাহক ওই সংস্থাগুলিকে খাদ্যসংগ্রহে সাহায্য, কুলাকের খামার থেকে গরীবদের খাদ্য যোগান, খামারের যন্ত্রপাতি ও তৈরী পণ্যাদি বণ্টন, ইত্যাদি। গরীব কৃষকদের সমিতিগুলি কার্যত গ্রামাঞ্চলে প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের বনিয়াদ হয়ে উঠেছিল। আরব্ধ কার্যশেষে এই কমিটিগুলি ১৯১৮ সালের শেষে কৃষক প্রতিনিধিদের ভোলস্ত্ ও গ্রাম সোভিয়েতের মধ্যে মিশে গিয়েছিল। পৃঃ ৩৮৬

(১৭১) **শ্বেতরক্ষী, শ্বেত বাহিনী** সোভিয়েত জনগণের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম চালায়। এই নাম তারা নিজেকে নিজেরাই দিয়েছে। পৃঃ ৩৮৭

(১৭২) ৬ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

(১৭৩) 'কাল' *(Le Temps)* — দৈনিক সংবাদপত্র; ১৮৬১ সাল থেকে ১৯৪২ সাল অবধি প্যারিস থেকে প্রকাশিত। পৃঃ ৩৯৯

(১৭৪) ১৩৪ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

(১৭৫) প্রসঙ্গ: ১৮৪৮ সালের ২৩-২৬ জুন প্যারিস শ্রমিকদের বীরত্বপূর্ণ অভ্যুত্থান। ফরাসী বুর্জোয়ারা নির্মমভাবে তা দমন করে। পৃঃ ৪০৩

(১৭৬) **জার্মানির স্বাধীন সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টি** — ১৯১৭ সালে উদ্বোধনী গোথা কংগ্রেসে গঠিত মধ্যপন্থী পার্টি। পার্টির কোষকেন্দ্র ছিল কাউট্‌স্কিপন্থী সংগঠন 'শ্রমিকদের কমনওয়েলথ'। স্বাধীন সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টিতে ভাঙ্গনের পর হালে কংগ্রেসে (অক্টোবর, ১৯২০) এর অনেক সদস্যই জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টিতে (১৯১৯ সালের ১ জানুয়ারি গঠিত) যোগ দেয়। দক্ষিণপন্থীরা গঠন করে আলাদা পার্টি। তারা পার্টির পুরনো নাম 'জার্মানির স্বাধীন সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টি' অটুট রাখে। পার্টিটি ১৯২২ সাল পর্যন্ত টিকেছিল। পৃঃ ৪০৬

(১৭৭) **সুখারেভ্কা** — ১৬৯২ সালে তৈরি সুখারেভ মিনারের লাগোয়া মস্কোর একটি বাজার। বিদেশী হামলা ও গৃহযুদ্ধের সময় এটা ছিল কালবাজারের কেন্দ্র। ১৯৩২ সালে বাজারটি উঠিয়ে দেয়া হয়। পৃঃ ৪১১

(১৭৮) **সুবোত্নিক, কমিউনিস্ট সুবোত্নিক** — ছুটির দিনে সমাজের জন্য সোভিয়েত মেহনতী জনগণের বিনামূল্যে স্বেচ্ছামূলক শ্রম, শ্রমের কাছে কমিউনিস্ট সচেতনতার প্রদর্শন। ১৯১৯ সালে প্রথম সাধারণ কমিউনিস্ট সুবোত্নিক অনুষ্ঠিত হয়। পৃঃ৪১৫

(১৭৯) প্রসঙ্গ: পেত্রগ্রাদ দখলের ষড়যন্ত্র (১৯১৯ সালের ১২ জুন)। সোভিয়েত-বিরোধী ও আত্মগোপনকারী গুপ্তচরদল নিয়ে গঠিত প্রতিবিপ্লবী 'জাতীয় কেন্দ্র' সংগঠনটি ছিল এর উদ্যোক্তা। পৃঃ ৪১৬

(১৮০) প্রসঙ্গ: বার্ন সম্মেলনে (ফেব্রুয়ারি, ১৯১৯) পশ্চিম ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক পার্টিগুলির নেতাদের গঠিত দ্বিতীয় (বার্ন) আন্তর্জাতিক। পৃঃ ৪১৭

(১৮১) **সাদোভার লড়াই** — ১৮৬৬ সালের অস্ট্রো-প্রাশীয় যুদ্ধের সবচেয়ে বড় লড়াই। প্রাশিয়া জয়ী হয়। পৃঃ ৪২১

(১৮২) **'পুঁজি'** — ক. মার্কসের প্রধান রচনা; তাতে তিনি খুলে দিয়েছেন পুঁজিবাদ বিকাশের অর্থনৈতিক নিয়ম, তার মরে যাবার অনিবার্যতা ও কমিউনিজমের বিজয়। পৃঃ ৪২৪

(১৮৩) লেনিনের **'কমিউনিজমে 'বামপন্থার' বাল্য ব্যাধি'** বইটি লিখিত হয়েছিল ১৯২০ সালে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের উদ্বোধনকালে। জার্মান, ফরাসী ও ইংরেজি ভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে পুস্তিকাটি প্রতিনিধিদের মধ্যে বিলি করা হয়।

কংগ্রেসের আলোচ্য কর্মনীতি ও কর্মকৌশলের ব্যাপারে এবং ফলত সারা কমিউনিস্ট আন্দোলনের ক্ষেত্রে পুস্তিকাবিধৃত ধারণাবলীর গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। বহু ভাষায় অসংখ্য বার প্রকাশিত এই পুস্তিকাটি সকল দেশের কমিউনিস্টদের অন্যতম পাঠ্যবই এবং সব ধরনের গোঁড়ামি ও দলগত সংকীর্ণতা, দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ, 'বাম' স্লোগান কপচান ও শ্রমিক শ্রেণীর গণ-আন্দোলন থেকে কমিউনিস্টদের সরিয়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামে যাবতীয় সমস্যার মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সমাধানে অটল লড়াইয়ে কমিউনিস্ট পার্টি-গুলির পক্ষে সবিশেষ সহায়ক। পৃঃ ৪৫০

(১৮৪) ৩৮ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

(১৮৫) প্রসঙ্গ: পার্টি-সপ্তাহ — পার্টির সদস্যসংখ্যা বাড়ানর জন্য রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-এর অষ্টম কংগ্রেসের প্রস্তাব অনুসারে পালিত। সশস্ত্র বিদেশী হামলা ও অভ্যন্তরীণ প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত লড়াইয়ের সময় ১৯১৯ সালের আগস্ট মাসে প্রথম পার্টি-সপ্তাহ প্রতিপালিত হয়। ফলত রুশ ফেডারেশনের ৩৮ গুবের্নিয়া থেকে দুই লক্ষাধিক মানুষ পার্টিতে যোগ দেয় এবং তন্মধ্যে অর্ধেকেরই বেশি ছিল শ্রমিক। পৃঃ ৪৫৩

(১৮৬) **'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক'** — একটি সাময়িকী, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কার্যনির্বাহী কমিটির মুখপত্র, ১৯১৯ সালের ১ মে থেকে রুশ, জার্মান, ফরাসী, ইংরেজি, স্পেনীয় ও চীনা ভাষায় প্রকাশিত। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক ভেঙ্গে দেয়া হলে ১৯৪৩ সালের জুন মাস থেকে এটি বন্ধ হয়ে যায়। পৃঃ ৪৫৮

(১৮৭) *Folkets Dagblad Politiken* (জনগণের রাজনৈতিক দৈনিক সংবাদপত্র) — সুইডেনের বামপন্থী সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটদের সংবাদপত্র। ১৯১৬ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৪৫ সালের মে অবধি স্টকহোল্মে প্রকাশিত হত। ১৯২১ সাল থেকে সুইডেনের কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র, ১৯২৮ সাল থেকে তার দক্ষিণপন্থীদের সংবাদপত্র। পৃঃ ৪৬০

(১৮৮) **'নীতিগত বিরোধীদল'** — জার্মান কমিউনিস্টদের নৈরাজ্যবাদী-সিন্ডিকাল-পন্থী একটি 'বাম'পন্থী দল। জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস (১৯১৯, অক্টোবর) পার্টি থেকে বিরোধীদের বহিষ্কার করে। ১৯২০ সালের এপ্রিল মাসে এই বিতাড়িতদের উদ্যোগেই গঠিত হয় তথাকথিত জার্মান কমিউনিস্ট শ্রমিক পার্টি। জার্মানিতে কমিউনিস্ট শক্তিগুলির সংহতির জন্য পূর্বোক্ত পার্টিকেও অস্থায়ীভাবে সমর্থক-সদস্য হিসেবে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকে গ্রহণ করা হয় (১৯২০, নভেম্বর)। কিন্তু জার্মানির কমিউনিস্ট শ্রমিক পার্টি তার ভাঙ্গনমূলক নীতি অব্যাহত রাখে এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কার্যনির্বাহী কমিটি এই পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে। পরবর্তীতে জার্মানির কমিউনিস্ট শ্রমিক পার্টি একটি ছোট দলে পরিণত হয়ে পড়ে ও শ্রমিক শ্রেণীর উপর এদের প্রভাব লোপ পায়। পৃঃ ৪৬১

(১৮৯) **বিশ্ব শিল্পশ্রমিক** (Industrial Workers of the World — I.W.W.) — ১৯০৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গঠিত প্রধানত অদক্ষ ও নানা পেশার অল্পবেতনের শ্রমিকদের সংগঠন। এই সংগঠন 'আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবর' সংস্থার সংস্কারবাদী নেতা ও দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রীদের বিরোধিতা করে, কয়েকটি গণ-ধর্মঘট সংগঠনে সফল হয় ও সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের সময় যুদ্ধবিরোধী ব্যাপক প্রচার চালায়। এর কয়েকজন নেতা কমিউনিস্ট পার্টিতে

যোগ দেন। এইসঙ্গে প্রতিষ্ঠানটির কাজে নৈরাজ্যবাদী-সিণ্ডিকালবাদী প্রবণতা প্রকটিত হতে থাকে। বিশ্ব শিল্পশ্রমিক প্রলেতারিয়েতের রাজনৈতিক সংগ্রাম প্রত্যাখ্যান করে এবং আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবর সংগঠনের সদস্যদের সঙ্গে কাজ করতে অস্বীকৃত হয়। ১৯২০ সালে এর নৈরাজ্যবাদী-সিণ্ডিকালবাদী নেতারা কমিণ্টার্নের কার্যনির্বাহী কমিটির প্রস্তাব — কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকে যোগদান — প্রত্যাখ্যান করেন। নেতাদের সুবিধাবাদী নীতির জন্য সংগঠনটি একটি দলীয় সংস্থায় পর্যবসিত হয় এবং শ্রমিক আন্দোলনের উপর সমস্ত প্রভাব হারায়। পৃঃ ৪৬১

(১৯০) **'সোভেৎ'** *(Il Soviet)* — ইতালীয় সোশ্যালিস্ট পার্টির সংবাদপত্র; ১৯১৮ সাল থেকে ১৯২২ সাল অবধি নেপল্‌স থেকে প্রকাশিত হত; ১৯২০ সাল থেকে ইতালির সোশ্যালিস্ট পার্টির কমিউনিস্ট-পরিহারপন্থী অংশের মুখপত্র রূপে প্রকাশিত হত। পৃঃ ৪৭২

(১৯১) **'কম্যুনিজম'** (*Comunismo*) — ইতালীয় সোশ্যালিস্ট পার্টির পাক্ষিক পত্রিকা; ১৯১৯ সাল থেকে ১৯২২ সাল অবধি মিলান থেকে প্রকাশিত হত। পৃঃ ৪৭২

(১৯২) হাঙ্গেরীয় বুর্জোয়ারা গণঅভ্যুত্থান বন্ধে ব্যর্থ হলে অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ উপায়েই **হাঙ্গেরিতে সোভিয়েতরাজ** গঠিত হয় ১৯১৯ সালের ২১ মার্চ। সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক নেতারা কমিউনিস্টদের সঙ্গে একযোগে সরকার গঠনের প্রস্তাব দেন। সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটরা কমিউনিস্টদের দেয়া শর্তগুলি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়: সোভিয়েত সরকার গঠন, বুর্জোয়াদের নিরস্ত্রীকরণ, লাল-ফৌজ ও গণ-মিলিশিয়া গঠন, জমিদারি বাজেয়াপ্ত, শিল্প জাতীয়করণ, সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রী, ইত্যাদি। একইসঙ্গে দুই পার্টি মিলিয়ে হাঙ্গেরির সমাজতান্ত্রিক পার্টি গঠনেরও চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। দুটি পার্টি একত্রী-করণে কিছু ভুল করা হয় এবং পরে তার কুফলগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই ঐকবন্ধন ছিল যান্ত্রিক এবং শোধনবাদী সদস্যদের বিতাড়ন করা হয় নি।

হাঙ্গেরির সোভিয়েত সরকার শিল্প, পরিবহণ, ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ, বৈদেশিক বাণিজ্যের একচেটিয়া ব্যবস্থা সম্পর্কে, লালফৌজ গঠন সম্পর্কে ডিক্রি জারি করে; গড়পড়তা শ্রমিকের বেতন ২৫ ভাগ পর্যন্ত বাড়ান সহ আট-ঘণ্টার কার্যদিন চালু করা হয়। ৩ এপ্রিল ভূমিব্যবস্থা সংস্কার আইনের বলে ১০০ হোল্ডের (৫৭ হেক্টর) বেশি সকল জমি বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়।

আঁতাঁতের অন্তর্ভুক্ত সাম্রাজ্যবাদীরা হাঙ্গেরিতে প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করে। তারা অর্থনৈতিক ঘেরাও সহ হাঙ্গেরীয় সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র হস্তক্ষেপ সংগঠিত করে। বৈদেশিক হামলাকারীদের আক্রমণ অভ্যন্তরীণ প্রতিবিপ্লবীদের মদদ যোগায়।

আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে একটি আঁতাতের মাধ্যমে সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটদের দক্ষিণপন্থীদের বিশ্বাসঘাতকতা ছিল হাঙ্গেরীয় সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের পতনের অন্যতম কারণ।

১৯১৯ সালের গ্রীষ্মের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ছিল খুবই প্রতিকূল। সোভিয়েত রাশিয়া শত্রুবেষ্টিত থাকায় তার পক্ষে হাঙ্গেরিকে সাহায্য দেয়া সম্ভবপর হয় নি। এবং সেজন্যও নেতিবাচক ফল ফলেছিল। ১৯১৯ সালের ১ আগস্ট বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী হামলাকারী ও অভ্যন্তরীণ প্রতিবিপ্লবীদের যৌথ অভিযানে হাঙ্গেরিতে সোভিয়েতরাজের পতন ঘটে। পৃঃ ৪৭২

(১৯৩) *Der Volksstaat* (জনরাষ্ট্র) — সংবাদপত্র, জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির কেন্দ্রীয় মুখপত্র; ১৮৬৯-১৮৭৬ সালে লাইপজিগ থেকে প্রকাশিত। পৃঃ ৪৭৩

(১৯৪) **লীগ অব নেশন্‌স** — ১৯১৯ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী জাতিগুলির প্যারিস শান্তিসম্মেলনে গঠিত একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন। লীগের সংবিদা ছিল ভার্সাই চুক্তিরই অংশ এবং এতে স্বাক্ষর দেয় ৪৪ রাষ্ট্র।

লীগ ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন। এটা ছিল সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে বৈদেশিক হামলা সংগঠনের অন্যতম কেন্দ্র। শান্তি ও নিরাপত্তা সংরক্ষণে লীগের অক্ষমতা সহজলক্ষ্য হয়ে উঠেছিল এবং যথানিয়মে সংস্থাটি আক্রমণকারীদের অস্ত্র-প্রতিযোগিতায় মদদ যোগাত।

১৯৩৪ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর লীগের ৩৪ সদস্যরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নকে লীগভুক্ত করার এক প্রস্তাব উত্থাপন করে। শান্তি-উন্নয়নের উদ্দেশ্যেই সোভিয়েত ইউনিয়ন লীগে যোগ দেয়। কিন্তু পশ্চিমা প্রতিক্রিয়াশীল চক্রগুলি সোভিয়েত ইউনিয়নের শান্তি প্রচেষ্টায় বাধা সৃষ্টি করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধলে লীগ অব নেশন্‌সের অস্তিত্ব লোপ পায়। ১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাসে সংস্থাটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে ভেঙ্গে দেয়া হয়। পৃঃ ৪৭৫

(১৯৫) **'বিপ্লবী কমিউনিস্টরা'** — ১৯১৮ সালের জুলাই মাসে বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিদের পার্টি থেকে আলাদা হয়ে পড়া নারদবাদী মতাদর্শীদের একটি দল। সেপ্টেম্বর মাসে দলটি তথাকথিত 'বিপ্লবী কমিউনিজম পার্টি' গঠন করে এবং রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-এর সঙ্গে সহযোগিতা ও সোভিয়েতরাজের প্রতি সমর্থন জানায়। পৃঃ ৪৭৮

(১৯৬) ১৫১ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

(১৯৭) **ভার্সাই শান্তিচুক্তিতে** — ১৯১৪-১৯১৮ সালের সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি

ঘোষিত হয়। ১৯১৯ সালের ২৮ জুন এক তরফে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য, ফ্রান্স, ইতালি, জাপান এবং এদের মিত্রপক্ষ এবং অন্য তরফে জার্মানির মধ্যে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

ভার্সাই শান্তিচুক্তির লক্ষ্য ছিল বিজয়ী শক্তিগুলির অনুকূলে পুঁজিতান্ত্রিক দুনিয়ার পুনর্বণ্টন সংহত করা এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে এমন একটা সম্পর্কতন্ত্র গড়ে তোলা যেটা চালিত হবে সোভিয়েত রাশিয়ার টুঁটি টিপে মারা এবং সারা পৃথিবীতে বৈপ্লবিক আন্দোলন বিধ্বস্ত করার জন্যে। পৃঃ ৪৮১

(১৯৮) ১৯২০ সালের মার্চ মাসে জার্মানির প্রতিক্রিয়াশীল সামরিক চক্র একটি অভ্যুত্থান ঘটানর চেষ্টা করে। এটি সংগঠনে শরিক হয়েছিল রাজতন্ত্রীরা— কাপ, কাইজারের জেনারেলরা লুডেনডর্ফ, সেক্‌ট ও ল্যুটভিট্‌স। ১৩ মার্চ ষড়যন্ত্রকারী এই জেনারেলরা বার্লিনের দিকে সৈন্য পরিচালনা করে এবং সরকারের দিক থেকে কোন প্রতিরোধ ছাড়াই শহরটি দখলক্রমে সামরিক একনায়কত্ব ঘোষণা করে। প্রতিবাদে জার্মান শ্রমিক শ্রেণী সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেয়। প্রলেতারিয়েতের চাপে ১৭ মার্চ কাপ সরকারের পতন ঘটে এবং সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটরা পুনরায় ক্ষমতাসীন হয়। পৃঃ ৪৮৭

(১৯৯) প্রসঙ্গ: ১৯১৯ সালের জানুয়ারি মাসে জার্মান শ্রমিক শ্রেণীর অভ্যুত্থান, ১৯১৮ সালে ফিনল্যান্ডের ও ১৯১৯ সালে হাঙ্গেরির প্রলেতারীয় বিপ্লব দমন। পৃঃ ৪৯৫

(২০০) **কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেস** অনুষ্ঠিত হয় ১৯২০ সালের ১৯ জুলাই-৭ আগস্ট। কংগ্রেসে উপস্থিত হন ৩৭ দেশের কমিউনিস্ট পার্টি ও শ্রমিক সংগঠনের ২ শতাধিক প্রতিনিধি।

প্রথম অধিবেশনে ভ. ই. লেনিন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং কমিণ্টার্নের প্রধান কর্তব্য সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন উপস্থাপিত করেন। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি সংক্রান্ত তাঁর বিশ্লেষণের ভিত্তিতেই বিশ্ব পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাধারণ সংকটের অবস্থায় কমিউনিস্ট পার্টিগুলির কাজ নির্ধারিত হয়েছিল।

কংগ্রেস ভ. ই. লেনিনের তৈরি 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকে প্রবেশাধিকারের শর্তাবলী' গ্রহণ করে। পুঁজিবাদী দেশের শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনে নতুন ধরনের পার্টি-সংগঠনে ও সংহতকরণে এর তাৎপর্য সমধিক। কংগ্রেসে বলা হয় যে কমিউনিস্ট পার্টিই বস্তুত শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির প্রধান ও মূল হাতিয়ার এবং শ্রমিক শ্রেণী ক্ষমতাসীন হলে পার্টির ভূমিকা হ্রাস পাওয়ার বদলে তা বৃদ্ধি পাবে। কংগ্রেস জাতীয়-ঔপনিবেশিক ও কৃষি সংক্রান্ত থিসিসগুলি অনুমোদন করে, যাতে নির্যাতিত ও আশ্রিত জাতিগুলিকে তাদের

মুক্তি-সংগ্রামে সাহায্যদানের এবং শ্রমিক শ্রেণী ও মেহনতী কৃষকদের মৈত্রীবন্ধনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত পেয়েছিল। পৃঃ ৪৯৯

(২০১) ইউ. মারখ্লেভস্কি লিখিত প্রবন্ধ 'কৃষিসমস্যা ও বিশ্ববিপ্লব' 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক' সাময়িকিতে প্রকাশিত, সংখ্যা ১২, জুলাই, ১৯২০। পত্রিকাটি প্রকাশিত হওয়ার আগে লেনিন প্রবন্ধটি পাঠ করেন। পৃঃ ৪৯৯

(২০২) **লংগেবাদী, লংগেবাদ** — ফরাসী সমাজতান্ত্রিক পার্টিতে জাঁ লংগের নেতৃত্বাধীন একটি মধ্যপন্থী মতধারা। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময় লংগেবাদীরা জাতিদম্ভী-সমাজবাদীদের সঙ্গে আপসের মনোভাব দেখায়, বৈপ্লবিক সংগ্রাম প্রত্যাখ্যান করে ও 'পিতৃভূমি প্রতিরক্ষার' জিগির তোলে। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব জয়ী হলে লংগেবাদীরা নিজেদের প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের সমর্থক ঘোষণা করলেও আসলে সুবিধাবাদী পথ ত্যাগ করে না। ১৯২১ সালে লংগেবাদীরা তথাকথিত আড়াই আন্তর্জাতিকে যোগ দেয়। পৃঃ ৫০৮

(২০৩) প্রসঙ্গ: ১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে জার্মানিতে একটি বিপ্লব। এর ফলে রাজতন্ত্রের উৎখাত হয় আর বুর্জোয়া-পার্লামেণ্টারী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। পৃঃ ৫০৯

(২০৪) **ব্রিটিশ সমাজতান্ত্রিক পার্টি** (British Socialist Party — BSP) গঠিত হয় ১৯১১ সালে সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সঙ্গে অন্যান্য সমাজতন্ত্রী দলগুলির মিলনের ফলে।

ব্রিটিশ সমাজতান্ত্রিক পার্টি অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে স্বাগত জানায়। সোভিয়েত রাশিয়ার উপর বিদেশী হামলার বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন সংগঠনে এই পার্টি উল্লেখ্য ভূমিকা পালন করেছিল। ১৯১৯ সালে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক যোগদানের ব্যাপারে পার্টির ৯৮টি সংগঠন পক্ষে ও ৪টি বিপক্ষে ভোট দিয়েছিল। ব্রিটিশ সমাজতান্ত্রিক পার্টি অতঃপর কমিউনিস্ট ইউনিটি দলের সঙ্গে একযোগে গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির উদ্বোধনী কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় ১৯২০ সালের ৩১ জুলাই-১আগস্ট। পৃঃ ৫১৬

(২০৫) **জিঙ্গোইজম** — সংগ্রামী জাতিদম্ভ, আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী কর্মনীতির প্রচার; উনিশ শতকের অণ্টম দশকের জাতিদম্ভী ইংরেজি গানের ধুয়ার অন্তর্ভুক্ত অননুদিত শব্দের 'জিঙ্গো' থেকে উদ্ভূত পরিভাষা। পৃঃ ৫১৬

(২০৬) ২ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

(২০৭) লেনিন এখানে ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গঠিত প্রলেত্‌কুল্‌ত (প্রলেতারীয় সাংস্কৃতিক সংগঠন) সংস্থার কথা বলছেন। এর সদস্যরা পূর্বসূরীদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অস্বীকার, জনগণের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত কার্যকলাপ চালানর ব্যাপারে অবহেলাক্রমে নিজেদের জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে এবং 'পরীক্ষাগারের প্রণালীতে' একটি বিশেষ 'প্রলেতারীয় সংস্কৃতি' সৃষ্টির প্রয়াস পায়। পৃঃ ৫২১

(২০৮) ১৯২০ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-এর নবম কংগ্রেসের কর্মসূচিতে ছিল অর্থনৈতিক নির্মাণে আশু কর্তব্য এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সমস্যা। কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের আশু অর্থনৈতিক কাজগুলি চিহ্নিত করে এবং ট্রেড ইউনিয়নের শরিকানার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের উপর জোর দেয়। পৃঃ ৫৩৭

(২০৯) **'সংঘর্ষ-নিবারক গ্রুপ'** নামের পার্টি-বিরোধী উপদলটি দেখা দেয় ১৯২০-২১ সালে ট্রেড ইউনিয়ন সংক্রান্ত আলোচনার সময়। এটির নেতা ন. ই. বুখারিন ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা ও কর্তব্য সম্পর্কে ভ. ই. লেনিন ও ল. দ. ত্রৎস্কির দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে 'আপস' করছেন মনে হলেও আসলে তিনি লেনিনকে আক্রমণ ও ত্রৎস্কিকে সমর্থন করেন। শেষে তিনি তাঁর নিজের মতধারা ত্যাগ করে খোলাখুলিভাবে ত্রৎস্কির সঙ্গে যোগ দেন। পৃঃ ৫৪৩

(২১০) **'রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির ইজ্‌ভেস্তিয়া'** — সংবাদ-বুলেটিন; তাতে পার্টি-জীবনের প্রশ্নগুলি আলোকিত হয়েছে। ১৯১৯-১৯২৯ সালে মস্কো থেকে প্রকাশিত। পৃঃ ৫৪৩

(২১১) **প্রতিরক্ষা পরিষদ (শ্রমিক ও কৃষকদের প্রতিরক্ষা পরিষদ)** ছিল বিদেশী হামলা ও গৃহযুদ্ধের সময় প্রজাতন্ত্রের প্রধান সামরিক-অর্থনৈতিক ও পরিকল্পনা কেন্দ্র। ১৯১৮ সালের ৩০ নভেম্বর গঠিত এবং ১৯২০ সালের এপ্রিল মাসে শ্রম ও প্রতিরক্ষা পরিষদ নামে এটি পুনর্গঠিত হয়। পৃঃ ৫৪৪

(২১২) **'একনমিচেস্কায়া জিজ্‌ন'** (অর্থনৈতিক জীবন) — সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক পরিষদ ও অর্থনীতি সংক্রান্ত জন-কমিসারিয়েতের পত্রিকা, ১৯১৮-৩৭ সালে মস্কো থেকে প্রকাশিত। পৃঃ ৫৪৮

(২১৩) **শ্রমিক, কৃষক, লালফৌজের সৈনিক ও কসাক প্রতিনিধিদের অষ্টম সারা-রাশিয়া কংগ্রেস** অনুষ্ঠিত হয় মস্কোয়, ১৯২০ সালের ২২-২৯ ডিসেম্বর।

কংগ্রেসটি এমন এক সময় আহূত হয় যখন গৃহযুদ্ধ শেষ হয়েছে এবং অর্থনৈতিক কর্মক্ষেত্র সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

এই অষ্টম কংগ্রেস দেশের বৈদ্যুতীকরণ পরিকল্পনার (গোয়েল্‌রো পরিকল্পনা) ব্যবস্থাদি গ্রহণ করে। এটা ছিল সোভিয়েত সরকারের বৈজ্ঞানিকভাবে নিষ্পন্ন প্রথম দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা (১০-১৫ বছরের)। লেনিন একে 'পার্টির দ্বিতীয় কর্মসূচি' হিসেবে চিহ্নিত করেন।

পৃঃ ৫৪৯

(২১৪) ১২৩ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

(২১৫) **নার্সিসাস** — গ্রীক পুরাকথার এক সুন্দর তরুণ। জলে নিজের চেহারার প্রতিফলন দেখে সে নিজের প্রেমে যায়। পৃঃ ৫৫৯

(২১৬) **আড়াই আন্তর্জাতিক** — মধ্যপন্থী সমাজতন্ত্রী পার্টি ও দলের একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন। বিপ্লবী জনগণের চাপে এটি দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ত্যাগে বাধ্য হয়েছিল। সংস্থাটি গঠিত হয় ভিয়েনা সম্মেলনে, ১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। এটির আনুষ্ঠানিক নাম — 'সমাজতন্ত্রী পার্টিগুলির আন্তর্জাতিক সম্মিলন'। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সমালোচনা করলেও এর নেতারা সুবিধাবাদী নীতি অনুসরণ করেন এবং কমিউনিস্টদের বর্ধমান প্রভাব প্রশমনে গঠিত সম্মিলন ব্যবহারে সচেষ্ট থাকেন। ১৯২৩ সালে মে মাসে দ্বিতীয় ও আড়াই অন্তর্জাতিক তথাকথিত 'সমাজতন্ত্রী শ্রমিক আন্তর্জাতিকে' একত্রিত হয়। পৃঃ ৫৬১

(২১৭) **নয়া অর্থনৈতিক কর্মনীতি** গৃহীত হয় ১৯২১ সালের মার্চ মাসে দশম পার্টি কংগ্রেসে লেনিনের প্রতিবেদন অনুসারে। নয়া অর্থনৈতিক কর্মনীতির ভিত্তি ছিল কর হিসেবে দ্রব্য দেয়া, যা 'যুদ্ধকালীন কমিউনিজমের' সময়কার বাড়তি সামগ্রী দখলের বদলি হয়েছিল। নয়া অর্থনৈতিক কর্মনীতি প্রবর্তনের উদ্দেশ্য ছিল সমাজতন্ত্র নির্মাণে কোটি কোটি কৃষককে শরিক করা, শ্রমিক ও কৃষকের ঐক্য মজবুত করা ও সমাজতান্ত্রিক সমাজের অর্থনৈতিক বনিয়াদ সৃষ্টি। পৃঃ ৫৬৪

(২১৮) মার্কসের 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ' বইটিতে 'অতি নমনীয় রাজনৈতিক সংস্থা' হিসেবে বর্ণিত প্যারিস কমিউন এবং ১৮৭১ সালের ১২ এপ্রিল ল. কুগেলমানের কাছে লিখিত মার্কসের চিঠিতে উল্লিখিত প্যারিসবাসীদের 'অতি নমনীয় চরিত্রের' প্রশংসা সম্ভবত লেনিন এখানে মনে করেছেন।

পৃঃ ৫৭৭

(২১৯) লেনিন এখানে ক. মার্কস কর্তৃক ১৮৫৬ সালের ১৬ এপ্রিল ফ. এঙ্গেলসকে লিখিত চিঠির নিম্নোক্ত লাইনগুলির কথা বলছেন: 'জার্মানির পুরো

ব্যাপারটাই নির্ভর করবে কৃষকযুদ্ধের দ্বিতীয় একটি সংস্করণ কর্তৃক প্রলেতারীয় বিপ্লবে মদদ দেয়ার সম্ভাবনার উপর। তাহলেই এটা হবে চমৎকার...' পৃঃ ৫৭৭

(২২০) **শ্রমিক-কৃষক পরিদর্শন** গঠিত হয় লেনিনের উদ্যোগে ১৯২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে, সোভিয়েতরাজ প্রতিষ্ঠার গোড়ার মাসগুলিতে গঠিত রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত জন-কমিসারিয়েতকে পুনর্গঠিত করে। পৃঃ ৫৮১

(২২১) **কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশন** — পার্টি কংগ্রেসে নির্বাচিত পার্টি নিয়ন্ত্রণের সর্বোচ্চ সংস্থা। এটি প্রথম নির্বাচিত হয় ১৯২১ সালের মার্চ মাসে দশম পার্টি কংগ্রেসে। পৃঃ ৫৮১

(২২২) প্রসঙ্গ: অ. ও. ইয়েরমানস্কির বই 'শ্রম ও উৎপাদনের বৈজ্ঞানিক সংগঠন এবং টেইলর প্রণালী'। মস্কো, ১৯২২। পৃঃ ৫৯৩

(২২৩) প্রসঙ্গ: প. ম. কেরজেনৎসেভ কৃত গ্রন্থ 'সংগঠনের নীতিমালা'। পেত্রগ্রাদ, ১৯২২। পৃঃ ৫৯৩

(২২৪) **ভলখভস্ত্রয়** — ভলখভ নদীতে জলবিদ্যুৎকেন্দ্র। 'গোয়েলরো' পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯২১-১৯২৬ সালে নির্মিত হচ্ছিল। পৃঃ ৬০১

নামের সূচি

আ

আক্সেলরদ, পাভেল বরিসভিচ (১৮৫০-১৯২৮) — রুশী সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট; ১৮৮৩ সালে 'শ্রমমুক্তি দল' নামের প্রথম মার্কসবাদী সংগঠনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ১৯০৩ সালে রাশিয়ার সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের পর অন্যতম মেনশেভিক নেতা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৯১৮) মধ্যপন্থী ও জাতিদম্ভী-সমাজবাদী অবস্থান আড়ালের জন্য শান্তিসর্বস্ববাদী বাদ্যাবলী ব্যবহার করতেন। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিরোধী। — ১৫-১৭, ২৩, ৪৭৮

আডলার (Adler), **ফ্রিডরিখ** (১৮৭৯-১৯৬০) — অস্ট্রীয় সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট। অস্ট্রীয় প্রধানমন্ত্রী কাউণ্ট স্টুর্গ'কে হত্যা করেন ১৯১৬ সালে। ১৯১৮ সালের অস্ট্রীয় বিপ্লবের পর সুবিধাবাদী। আড়াই আন্তর্জাতিকের (১৯২১-১৯২৩) অন্যতম সংগঠক; পরে অন্যতম সুবিধাবাদী সংগঠন তথাকথিত সমাজতন্ত্রী শ্রমিক আন্তর্জাতিকের জনৈক নেতা। — ২১৮, ৪৫১

আভ্‌ক্সেন্তিয়েভ, নিকোলাই দমিত্রিয়েভিচ (১৮৭৮-১৯৪৩) — সোশ্যালিস্ট রেভলিউশনারি পার্টির জনৈক নেতা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮) সময় জাতিদম্ভী-সমাজবাদী; ১৯১৭ সালে বুর্জোয়া অস্থায়ী সরকারের অন্যতম সদস্য; সোভিয়েতরাজের বিরুদ্ধে প্রতিবিপ্লবী লড়াইয়ের শরিক। — ১৬৯, ২৫৬, ২৭৪

আর্মস্ট্রং (Armstrong), **উইলিয়ম জর্জ** (১৮১০-১৯০০) প্রতিষ্ঠিত 'আর্মস্ট্রং, হুইটওয়ার্থ অ্যান্ড কোং' নামের যুদ্ধাস্ত্র বিক্রেতা ব্রিটিশ সংস্থার প্রতিনিধি; সংস্থাটি ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত টিকে ছিল। —২৮

আলেক্সিনস্কি, গ্রিগোরি আলেক্সেয়েভিচ (জন্ম ১৮৭৯) — ১৯০৫-১৯০৭ সালের বিপ্লবে সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট, বলশেভিক। বিপ্লবের পরাজয়ের পর ওৎজভিস্ত এবং পার্টিবিরোধী 'ভপেরিওদ' দলের অন্যতম সংগঠক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৯১৮) জাতিদম্ভী-সমাজবাদী; অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের (১৯১৭) পর প্রতিবিপ্লবী — ৬৮, ৮১

ই

ইউদেনিচ, নিকোলাই নিকোলায়েভিচ (১৮৬২-১৯৩৩) — জারের জেনারেল; গৃহযুদ্ধের সময় রাশিয়ার উত্তর-পশ্চিমে প্রতিবিপ্লবীদের অধিনায়ক। — ৪৫৩

ইউনিউস — রোজা লুক্সেম্বুর্গ দ্রষ্টব্য।

ইউর্কেভিচ (রিবাল্কা), লেভ (১৮৮৫-১৯১৮) — ইউক্রেনীয় বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী। 'দ্জ্ভিন' (ঘণ্টি) নামের মেনশেভিক পত্রিকায় ১৯১৩-১৯১৪ সালে নিয়মিত লেখক। — ৫৬

ইয়াকবি (Jacoby), **ইয়োহান** (১৮০৫-১৮৭৭) জার্মান রাজনীতিক; ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের সক্রিয় শরিক। — ৪২১

ইয়েরমান্স্কি, আ. (কোগান ওসিপ আর্কাদিয়েভিচ) (১৮৬৬-১৯৪১)— সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট, মেনশেভিক; 'শ্রমের বৈজ্ঞানিক সংগঠন ও টেইলর প্রণালী' বইয়ের লেখক। —৫৯৩

ইলিন, ভ. — লেনিন, ভ্লাদিমির ইলিচ দ্রষ্টব্য।

উ

উইলসন (Wilson), **উড্রো** (১৮৫৬-১৯২৪) — মার্কিন প্রেসিডেণ্ট (১৯১৩-১৯২১); সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী হামলা সংঘটনের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা। — ৩৫১, ৩৯৯-৪০০

এ

এঙ্গেলস (Engels), **ফ্রিডরিখ** (১৮২০-১৮৯৫) — বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েতের নেতা ও গুরু। — ৫৯, ৯৪, ১২৩, ১২৫, ১৩১-১৩২, ১৪৬, ১৫১-১৫৬, ১৬০-১৬২, ১৭৯-১৮০, ১৮৪, ১৯০, ১৯২, ১৯৬, ১৯৮, ৩৩৬-৩৩৭, ৩৪০-৩৪১, ৩৫৯, ৩৬৫, ৩৬৭-৩৬৮, ৩৭১, ৩৭৯-৩৮০, ৩৮৫, ৩৮৮, ৪৫৯, ৪৭৩, ৪৭৭

ও

ওয়েন (Owen), **রবার্ট** (১৭৭১-১৮৫৮) — ব্রিটিশ ইউটোপীয় সোশ্যালিস্ট। — ৫৭৫

ওয়েব (Webb), **বিয়াট্রিস** (১৮৫৮-১৯৪৩) ও **সিডনি** (১৮৫৯-১৯৪৭) — ইংরেজ জননেতা; ফ্যাবিয়ান সমিতির প্রতিষ্ঠাতা; ইংরেজ শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস ও তত্ত্ব সম্পর্কে কয়েকটি বইয়ের লেখক। — ৩৭২

ক

ক. র. — রাদেক ক. র. দ্রষ্টব্য।

কর্নিলভ লাভ্র গেওর্গিয়েভিচ (১৮৭০-১৯১৮) — জারের জেনারেল; ১৯১৭ সাল থেকে রুশ সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক। আগস্ট মাসে সংঘটিত প্রতিবিপ্লবের প্রধান; পরাজয়ের পর ধৃত, কিন্তু শেষে দন নদীর এলাকায় পালিয়ে যান; সেখানে শ্বেতফৌজের 'স্বেচ্ছাসেবী সৈন্যদলের' সংগঠক ও নেতা, লড়াইয়ে নিহত হন। — ২০২, ২০৭, ২১৩-

২১৪, ২২১, ২৩৭, ২৩৯, ২৫৭-২৫৯, ২৬০, ২৬৮

কর্নেলিসেন (Cornelissen), **ক্রিস্তিয়ান** — ওলন্দাজ নৈরাজ্যবাদী, ক্রপোৎকিনের অনুসারী, মার্কসবাদ বিরোধী। —১৯৩

কলচাক, আলেক্সান্দর ভাসিলিয়েভিচ (১৮৭৪-১৯২০ — জারের অ্যাডমিরাল, রাজতন্ত্রপন্থী। ১৯১৯ সালে সাইবেরিয়ায় বুর্জোয়া-জমিদারদের প্রতিবিপ্লবী সংগঠনের প্রধান। ব্রিটিশ, মার্কিন ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের তল্পিবাহক। — ৪১০, ৪১৫, ৪৬৮, ৫৩০

কাউট্স্কি (Kautsky), **কার্ল** (১৮৫৪-১৯৩৮) — জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ও দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অন্যতম নেতা; প্রথমে মার্কসবাদী, পরে মার্কসবাদের আদর্শভ্রষ্ট এবং মারাত্মক ও ক্ষতিকর সুবিধাবাদের একটি ধরন — মধ্যপন্থার (কাউট্স্কিবাদ) প্রবর্তক। 'অতি-সাম্রাজ্যবাদ' নামের প্রতিক্রিয়াশীল তত্ত্বের প্রবক্তা। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিরোধিতা করেন। — ১৩-১৫, ১৭-১৮, ২০-২৬, ২৮-৩৮, ৪০-৪১, ৫১-৫২, ৫৪, ৫৬-৫৭, ৫৯-৬০, ৬৫, ৭৪, ৯৪-৯৫, ৯৯, ১০২, ১৩৯, ১৫৮, ১৬২, ১৬৭, ১৭৫, ৩৩৮, ৩৫৭-৩৭৪, ৩৭৬-৩৮৫, ৪০৫-৪০৬, ৪০৮-৪০৯, ৪১৯, ৪২৫, ৪৫১-৪৫২, ৪৫৯, ৪৭৭-৪৮০, ৪৮২-৪৮৩, ৪৯৫, ৫০৯, ৫৬১, ৫৮০

কাপ (Kap), **ভলফগাঙ্গ** (১৮৫৮-১৯২২) — বড় জার্মান জমিদার ও সাম্রাজ্যবাদী সমরপন্থীদের প্রতিনিধি। ১৯২০ সালের মার্চের প্রতিবিপ্লবী সামরিক-রাজতন্ত্রী ক্যু'র নেতা। — ৪৮৭, ৪৮৯

কাভেনিয়াক (Cavaignac), **লুই এজেন** (১৮০২-১৮৫৭) — ফরাসী সেনাপতি; সামরিক একনায়কত্বের নেতা, ১৮৪৮ সালের জুন মাসে প্যারিসের শ্রমিক অভ্যুত্থানকে নির্মমভাবে দমন করেন। — ১৪৪-১৪৫, ১৪৭

কামেনেভ, লেভ বরিসভিচ (১৮৮৩-১৯৩৬) — সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট। রাশিয়ার সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের (১৯০৩) পর বলশেভিকদের সঙ্গে যোগ দেন। ১৯০৫-১৯০৭ সালের বিপ্লব পরাজয়ের পর লিকুইডেটর, ওৎজভিস্ত ও ত্রৎস্কিপন্থীদের প্রতি আপসের মনোভাব দেখান। জিনোভিয়েভের সঙ্গে ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে আধা-মেনশেভিক 'নোভায়া জিজ্‌ন' সংবাদপত্রে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটান সম্পর্কিত কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাবে তাঁর আপত্তি প্রকাশ করে দেন এবং ফলত পার্টির পরিকল্পনা অস্থায়ী বুর্জোয়া সরকারের কাছে ফাঁস হয়ে যায়। — ১৩২-১৩৮, ১৪৬, ১৬২-২৬৩, ২৬৫

কালেদিন, আলেক্সেই মাক্সিমভিচ (১৮৬১-১৯১৮) — জারের জেনারেল; কর্নিলভ বিদ্রোহের অন্যতম হোতা। — ২৬৮, ২৮৪-২৮৬, ৩০৪

কিয়েভ্স্কি, প. — পেয়াতাকভ, গেওর্গি লেওনিদভিচ দ্রষ্টব্য।

কির্শকিন, নিকোলাই মিখাইলভিচ

(১৮৬৪-১৯৩০) — কাদেত পার্টির জনৈক নেতা; বুর্জোয়া অস্থায়ী সরকারের মন্ত্রী। — ২২৪, ২৩৫, ৩২০

কুগেলমান (Kugelmann), **লুডভিগ** (১৮৩০-১৯০২) — জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট; ১৮৪৮-১৮৪৯ সালের বিপ্লবের শরিক ও প্রথম আন্তর্জাতিকের সদস্য। — ১৬১

কুলিশের, আ. — কাদেত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৮) কাদেতদের প্রধান মুখপত্র 'রেচ' (বক্তব্য) পত্রিকার লেখক। — ৬২

কেরজেন্‌ৎসেভ (লেবেদেভ), প্লাতোন মিখাইলভিচ (১৮৮১-১৯৪০) — সোভিয়েত রাষ্ট্রকর্মী ও পার্টিকর্মী; ইতিহাসবিদ ও প্রাবন্ধিক। — ৫৯৩

কেরেনিস্ক, আলেক্সান্দর ফিওদরভিচ (১৮৮১-১৯৭০) — সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি; বুর্জোয়া অস্থায়ী সরকারের প্রধান (১৯১৭, জুলাই-অক্টোবর); সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চালান ও বুর্জোয়ার হাতে ক্ষমতা রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। ১৯১৭ সালের অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর দেশত্যাগী। — ১০৭-১০৮, ১১২-১১৪, ১৪৭, ২০৪, ২০৭, ২০৯-২১১, ২১৪, ২২০-২২২, ২২৪-২২৬, ২৩২-২৩৪, ২৩৯, ২৫১, ২৫৬-২৬০, ২৬৪-২৬৫, ২৬৮, ২৮২, ৩০৩, ৩২০-৩২২, ৩৪৯, ৪০৭, ৪৭৯, ৪৯৪

কোয়েলচ (Quelch), **টমাস** (১৮৮৬-১৯৫৪) — ব্রিটিশ সমাজতন্ত্রী ও ও পরে কমিউনিস্ট; ট্রেড-ইউনিয়ন কর্মী ও প্রাবন্ধিক। প্রথম বিশ্বযদ্ধে (১৯১৪-১৯১৮) আন্তর্জাতিকতাবাদী। — ৫১৬

ক্রপোৎকিন, পিওতর আলেক্সেয়েভিচ (১৮৪২-১৯২১) — রুশ বিপ্লবী আন্দোলনের অন্যতম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব; নৈরাজ্যবাদী এবং নৈরাজ্যবাদের তত্ত্ব ও প্রয়োগ সম্পর্কে কয়েকটি বইয়ের লেখক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৯১৮) জাতিদম্ভী-সমাজবাদী। ১৯১৭ সালের অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর সোভিয়েতরাজের সমর্থক; সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির আয়োজিত সশস্ত্র হামলার বিরোধী। — ১৯৩

ক্রিৎসমান, লেভ নাতানভিচ (১৮৯০-১৯৩৮) — অর্থনীতিবিদ, ১৯১৮ সাল থেকে বলশেভিক পার্টির সদস্য। ১৯১৭ সালের অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর প্রশাসনিক কাজে যোগ দেন। — ৫৪৮

ক্রিসপিন (Crispien), **আর্থার** — (১৮৭৫-১৯৪৬) জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টির অন্যতম নেতা, প্রাবন্ধিক। — ৪৮০

ক্রুপ (Krupp) — জার্মান শিল্পপতি গোষ্ঠী; সমরাস্ত্র কারখানার মালিক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮) অন্যতম কংগঠক; হিটলারের সমর্থক (১৯৩৯-১৯৪৫)। — ৩৭২

ক্লেমাঁসো (Clemenceau), **জর্জ বেঞ্জামেন** (১৮৪১-১৯২৯) — ফরাসী রাষ্ট্রনেতা, রাজনীতিজ্ঞ, বহু বছর র‍্যাডিকালদের প্রধান। প্রধানমন্ত্রী (১৯০৬-১৯০৯ ও ১৯১৭-১৯২০); শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে চরম নির্যাতন চালানর নীতির অনুসারী। — ৩৭২, ৩৯৯

গ

গমপের্স (Gompers), **স্যামুয়েল** (১৮৫০-১৯২৪) — মার্কিন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অন্যতম নেতা; আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবর প্রতিষ্ঠানের সংগঠক ও ১৮৯৫ সাল থেকে এর স্থায়ী সভাপতি। সমাজতন্ত্রের বিরোধী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৯১৮) জাতিদম্ভী-সমাজবাদী। — ৩৫৬, ৪৫৮, ৪৬১

গর্টার (Gorter), **হের্মেন** (১৮৬৪-১৯২৭) — ওলন্দাজ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট, প্রাবন্ধিক। হল্যান্ডের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ও কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের শরিক (১৯১৮-১৯২১)। ১৯২১ সালে পার্টি ত্যাগ করেন ও রাজনীতি ছেড়ে দেন। — ৫৫

গাপোন, গেওর্গি আপোল্লোনভিচ (১৮৭০-১৯০৬) — পাদ্রি; ১৯০৫ সালের ৯ জানুয়ারি জারের কাছে আবেদন পেশ করার জন্য পিতার্সবুর্গে একটি মিছিলের সংগঠক। — ৩৯

গালিফে (Galliffet), **গাস্তোঁ আলেক্সান্দর অগ্যুস্ত** (১৮৩০-১৯০৯) — ফরাসী জেনারেল, প্যারিস কমিউন (১৮৭১) খতমের অন্যতম কসাই। আলজিরিয়ার আরব অভ্যুত্থান (১৮৭২) দমনের নেতা। পরবর্তীতে অনেকগুলি উচ্চ সামরিক পদাধিকারী। — ৯৫

গ্যারিবল্ডি (Garibaldi), **জুসেপে** (১৮০৭-১৮৮২) — ইতালির জাতীয় মুক্তিআন্দোলনের নেতা; প্রখ্যাত সেনাপতি ও ইতালির জাতীয় বীর। — ৫২

গুচকোভ, আলেক্সান্দর ইভানভিচ (১৮৬২-১৯৩৬) — বড় পুঁজিপতি ও অক্টোবরী দলের নেতা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮) সময় গঠিত যুদ্ধশিল্প কমিটির সভাপতি। কর্নিলভ বিদ্রোহ (আগস্ট, ১৯১৭) সংগঠনের অন্যতম হোতা। ১৯১৭ সালের অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর সোভিয়েতরাজের বিরুদ্ধে লড়াই চালান। — ১০৬-১০৭, ১১০-১১২, ১১৪-১১৭

গেদ (Guesde), **জুল** (১৮৪৫-১৯২২) — ফরাসী সমাজতন্ত্রী আন্দোলন ও দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অন্যতম সংগঠক ও নেতা। অনেক বছর ফরাসী সমাজতন্ত্রী পার্টির বামপন্থীদের নেতৃত্ব দেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) দেখা দিলে জাতিদম্ভী-সমাজবাদী হয়ে উঠেন ও ফ্রান্সের বুর্জোয়া সরকারে যোগ দেন। — ১৩-১৪, ৭২, ৪৭৩, ৪৯৬

গোগল, নিকোলাই ভাসিলিয়েভিচ (১৮০৯-১৮৫২) — রুশ লেখক। — ২৮৯

গোল্ডেনবের্গ, জোসেফ পেত্রভিচ (১৮৭৩-১৯২২) — রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮) সময় জাতিদম্ভী-সমাজবাদী ও প্লেখানভের সমর্থক। — ১২২-১২৩

গ্ভোজ্দিওভ, কুজমা আন্তনভিচ (জন্ম ১৮৮৩) রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট, মেনশেভিক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) সময় জাতিদম্ভী-

সমাজবাদী ও কেন্দ্রীয় যুদ্ধশিল্প কমিটির শ্রমিকদলের সভাপতি। — ১০৭-১০৮, ১১০, ১১৩-১১৪, ১১৬, ২২০, ২৩৯

গ্রাভ (Grave), জাঁ (১৮৫৪-১৯৩৯) — ফরাসী পেটি-বুর্জোয়া সোশ্যালিস্ট ও নৈরাজ্যবাদের অন্যতম তাত্ত্বিক। — ১৯৩

গ্রিম (Grimm), রবার্ট (১৮৮১-১৯৫৬) — সুইজারল্যান্ডের সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টির অন্যতম নেতা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৯১৮) মধ্যপন্থী; ত্সিমের্ভাল্ড ও কিয়েন্থাল সম্মেলন এবং আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রী কমিশনের সভাপতি। মধ্যপন্থী আড়াই আন্তর্জাতিকের অন্যতম সংগঠক। — ৯২

গে, আ. ইউ. (মৃত্যু ১৯১৯) — রুশ নৈরাজ্যবাদী। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর সোভিয়েত রাজের পক্ষভুক্ত। — ১৯৩

চ

চার্চিল (Churchill), উইনস্টন (১৮৭৪-১৯৬৫) — ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতা, রক্ষণশীল। যুদ্ধসচিব হিসেবে সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে ১৯১৮-১৯২১ সালে সশস্ত্র হামলা চালানর অন্যতম উদ্যোক্তা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রধানমন্ত্রী। — ৪৮৮-৪৮৯

চের্নিশেভ্স্কি, নিকোলাই গাভ্রিলভিচ (১৮২৮-১৮৮৯) — রুশ বিপ্লবী গণতন্ত্রী, লেখক, দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ ও সাহিত্য সমালোচক। — ৩৪৮, ৪৭৭

চের্নেন্কভ, ব. ন. (জন্ম ১৮৮৩) — পরিসংখ্যানবিদ; ১৯০৩ সাল থেকে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পার্টির সদস্য। — ৪৩১

চের্নোভ, ভিক্তর মিখাইলভিচ (১৮৭৩-১৯৫২) — সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পার্টির অন্যতম নেতা ও তাত্ত্বিক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৯১৮) জাতিদম্ভী-সমাজবাদী। বুর্জোয়া অস্থায়ী সরকারের কৃষিমন্ত্রী (১৯১৭ সালের মে-আগস্ট)। ১৯১৭ সালের অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর সোভিয়েতবিরোধী বিদ্রোহের অন্যতম সংগঠক। ১৯২০ সাল থেকে প্রবাসী। — ১৪৬-১৪৭, ১৬৯-১৭০, ১৯২, ২০৭, ২১৪, ২৩৫, ২৩৮-২৩৯

চ্খেইজে, নিকোলাই সেমিওনভিচ (১৮৬৪-১৯২৬) — অন্যতম মেনশেভিক নেতা; তৃতীয় ও চতুর্থ দুমার প্রতিনিধি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৯১৮) মধ্যপন্থী। — ১০০, ১০৭-১০৮, ১১৩-১১৪, ১২০, ১২২, ১২৭, ১৩০, ১৩৩, ১৩৫, ১৪০-১৪১

চ্খেনকেলি, আকাকি ইভানভিচ (১৮৭৪-১৯৫৯) — জর্জীয় সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট, মেনশেভিক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৯১৮) জাতিদম্ভী-সমাজবাদী। — ১০৭, ১১৩

জ

জর্দানিয়া, নই নিকোলায়েভিচ (১৮৬৯-১৯৫৩) — সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট, জনৈক জর্জীয় মেনশেভিক। ১৯০৫-১৯০৭ সালের বিপ্লবের ব্যর্থতার পর

লিকুইডেটরদের সমর্থক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৯১৮) জাতিদম্ভী-সমাজবাদী। — ২৩৫

জাসুলিচ, ভেরা ইভানভনা (১৮৪৯-১৯১৯) — নারদবাদীদের এবং শেষে রাশিয়ায় সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক অন্দোলনের নেতৃ। প্রথম মার্কসবাদী সংগঠন 'শ্রমমুক্তি' দল গঠনের (১৮৮৩) অন্যতম উদ্যোক্তা। রাশিয়ার সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের (১৯০৩) পর মেনশেভিক। — ৪৭৮

জিউডেকুম (Südekum), **আলবার্ট** (১৮৭১-১৯৪৪) — জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টির জনৈক সুবিধাবাদী নেতা; শোধনবাদী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৯১৮) চরম জাতিদম্ভী-সমাজবাদী। — ২১, ৩৯, ৪৪

জিনোভিয়েভ (রাদোমিস্‌ল্‌স্কি), **গ্রিগোরি ইয়েভসেয়েভিচ** (১৮৮৩-১৯৩৬) — ১৯০১ সাল থেকে বলশেভিক পার্টির সদস্য। ১৯০৫-১৯০৭ সালের বিপ্লবের ব্যর্থতার পর লিকুইডেটর, ওৎজোভিস্ত ও ত্রৎস্কিপন্থীদের সঙ্গে আপসপন্থী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮) সময় আন্তর্জাতিকতাবাদী। কামেনেভ সহ তিনি সশস্ত্র অভ্যুত্থান সম্পর্কিত কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে তাঁদের মতানৈক্যের বিষয়টি আধা-মেনশেভিক সংবাদপত্র 'নোভায়া জিজ্‌ন'-এ ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে প্রকাশ করেন এবং ফলত অস্থায়ী বুর্জোয়া সরকারের কাছে পার্টির পরিকল্পনা ফাঁস করে দেন। নতুন বিরোধী দলের (১৯২৫) সংগঠক; পার্টিবিরোধী ত্রৎস্কি-জিনোভিয়েভ উপদলের (১৯২৬) অন্যতম নেতা। পার্টিবিরোধী কার্যকলাপের জন্য শেষে পার্টি থেকে বহিষ্কৃত। — ৭০, ১২৪, ২৬২-২৬৩, ২৬৫-২৬৬

জুও (Jouhaux), **লেওঁ** (১৮৭৯-১৯৫৪) — ফরাসী ও আন্তর্জাতিক ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলনের অন্যতম নেতা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮) সময় জাতিদম্ভী-সমাজবাদী। — ৪৫৮, ৪৬১

জুবাতভ, সের্গেই ভার্সিলিয়েভিচ (১৮৬৪-১৯১৭) — রক্ষিবাহিনীর কর্নেল এবং মস্কোয় রাজনৈতিক গোয়েন্দাবিভাগের প্রধান। শ্রমিকদের বৈপ্লবিক সংগ্রাম থেকে সরিয়ে রাজতন্ত্রী ধ্যানধারণায় আসক্ত করার জন্য ১৯০১-১৯০৩ সালে তথাকথিত 'জুবাতভ' শ্রমিক সমিতির সংগঠক। — ৪৬১

জেঞ্জিনভ, ভ্লাদিমির মিখাইলভিচ (১৮৮০-১৯৫৩) — সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের অন্যতম নেতা; পার্টির মুখপত্র 'দিয়েলো নারোদা' পত্রিকার সম্পাদক। — ১৭০

জোলা (Zola), **এমিল** (১৮৪০-১৯০২) — ফরাসী লেখক। — ৩৪০

ড

ডিট্‌স্‌গেন (Dietzgen), **জোসেফ** (১৮২৮-১৮৮৮) — জার্মান শ্রমিক; নামী সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট; স্বাধীনভাবে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদে উত্তীর্ণ দার্শনিক। — ৪৬৯

ড্যুরিং (Dühring), **ওগেন** (১৮৩৩-১৯২১) — জার্মান সারগ্রাহী দার্শনিক ও অর্বাচিন অর্থনীতিবিদ। — ১৫২, ১৫৫

ডেব্‌স (Debs), **ইউজিন** (১৮৫৫-১৯২৬) — মার্কিন শ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম নেতা এবং মার্কিন সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টির অন্যতম সংগঠক। এই পার্টিকে কেন্দ্র করেই গঠিত হয় সমাজতন্ত্রী পার্টি ১৯০০-১৯০১ সালে; এটির বামপন্থী অংশের প্রধান। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৮) আন্তর্জাতিকতাবাদী।— ৩৫০-৩৫১

ডেভিড (David), **এডুয়ার্ড** (১৮৬৩-১৯৩০) — জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টির অন্যতম দক্ষিণপন্থী নেতা ও শোধনবাদী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৯১৮) জাতিদম্ভী-সমাজবাদী। — ১৪, ১০৮, ১৬৮, ৪০৩

ত

তমা (Thomas), **আলবের** (১৮৭৮-১৯৩২) — ফরাসী রাজনীতিবিদ ও সমাজ-সংস্কারক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৯১৮) জাতিদম্ভী-সমাজবাদী। ফরাসী বুর্জোয়া সরকারের যুদ্ধাস্ত্রমন্ত্রী। — ৯৯

তুগান — তুগান-বারানোভ্‌স্কি, ম. ই. দ্রষ্টব্য।

তুগান-বারানোভ্‌স্কি, মিখাইল ইভানভিচ (**তুগান**) (১৮৬৫-১৯১৯ — রুশ অর্থনীতিবিদ; ১৯৯০-এর দশকে 'আইনী মার্কসবাদী', পরে কাদেত পার্টিরকর্মী। — ১৮৮

তুরাতি (Turati), **ফিলিপ্পো** (১৮৫৭-১৯৩২) — ইতালির শ্রমিক আন্দোলনের নেতা; ইতালীয় সমাজতন্ত্রী পার্টির (১৮৯২) সংগঠক; পার্টির দক্ষিণপন্থী শোধনবাদী অংশের নেতা। — ১২২, ৪৭২, ৫৬১

তোম্‌স্কি, মিখাইল পাভলভিচ (১৮৮০-১৯৩৬) — ১৯০৪ সাল থেকে বলশেভিক পার্টির সদস্য। বহুবার লেনিনের নীতির প্রতিবাদী; 'গণতন্ত্রী-মধ্যপন্থার' বিরোধীদলের (১৯২০-১৯২১) অন্যতম নেতা এবং সারা-রাশিয়া কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-এর দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী বিচ্যুতির (১৯২৮-১৯২৯) অন্যতম শরিক। — ৫৩৭, ৫৪১

ত্রৎস্কি (ব্রনস্তেইন), লেভ দাভিদভিচ (১৮৭৯-১৯৪০) — সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট, মেনশেভিক। ১৯০৫-১৯০৭ সালের বিপ্লবের ব্যর্থতার পর লিকুইডেটর। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৯১৮) মধ্যপন্থী; যুদ্ধ, শান্তি ও বিপ্লব সম্পর্কিত প্রশ্নে লেনিনের বিরোধী। রাশিয়ার সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির ষষ্ঠ কংগ্রেসে (১৯১৭) বলশেভিক পার্টির সদস্য। ১৯১৭ সালের অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর অনেকগুলি দায়িত্বশীল পদাসীন। পার্টির সাধারণ কর্মধারা এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের বিজয় অসম্ভব ভেবে সমাজতন্ত্র নির্মাণের লেনিনীয় পরিকল্পনার বিরুদ্ধে চরম উপদলীয় লড়াই চালান। ত্রৎস্কি ১৯২৭ সালে পার্টি থেকে বিতাড়িত এবং ১৯২৯ সালে সোভিয়েতবিরোধী কার্যকলাপের

জন্য নির্বাসিত। — ২৬২, ৫৩৪, ৫৩৬-৫৩৯, ৫৪১-৫৪২, ৫৪৪, ৫৪৭-৫৪৮

ত্রেভেস (Treves), **ক্লাউদিও** (১৮৬৩-১৯৩৩) — ইতালীয় সমাজতান্ত্রিক পার্টির অন্যতম শোধনবাদী নেতা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৯১৮) মধ্যপন্থী। — ১০০

দ

দাঁতোঁ (Danton), **জর্জ জাক** (১৭৫৯-১৭৯৪) — ১৮ শতকের ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম নায়ক। — ২৫৩-২৫৪

দান (গুর্রভিচ), ফিওদর ইলিচ (১৮৭১-১৯৪৭) — জনৈক মেনশেভিক নেতা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৯১৮) জাতিদম্ভী-সমাজবাদী। — ১৪৬, ২০৭, ২২৪-২২৫, ২৩৮, ২৫০, ২৬৬, ২৭৪

দুবাসভ ফিওদর ভাসিলিয়েভিচ (১৮৪৫-১৯১২) — জারের নৌসেনাপতি, প্রথম রুশ বিপ্লবে (১৯০৫-১৯০৭) কসাই হিসেবে খ্যাত। — ২২১, ২৫০

দুমা (Dumas), **শার্ল্** (১৮৮৩-১৯১৪) — সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক; ফরাসী সমাজতন্ত্রী পার্টি ও পার্লামেণ্টের সদস্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮) সময় জাতিদম্ভী-সমাজবাদী। — ১৩

দেনিকিন, আন্তন ইভানভিচ (১৮৭২-১৯৪৭) — জারের জেনারেল; গৃহযুদ্ধের (১৯১৮-১৯২১) সময় দক্ষিণে শ্বেতফৌজের প্রধান সেনাপতি। লালফৌজের কাছে পরাজয়ের পর বিদেশে পলায়িত। — ৪১৫, ৪৫৩, ৪৬৯, ৫৩০

দেলেজি (Delaisi), **ফ্রেন্সিস** (জন্ম ১৮৭৩) ফরাসী পেটি-বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ, সিন্ডিকালপন্থী ও শান্তিসর্বস্ববাদী। — ১৬

দ্রেইফুস (Dreyfus), **আলফ্রেদ** (১৮৫৯-১৯৩৫) — ফরাসী জেনারেল স্টাফের অফিসর, ইহুদি; ষড়যন্ত্রের মিথ্যা অভিযোগে ১৮৯৪ সালে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। শ্রমিক শ্রেণী ও প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের আন্দোলনের চাপে ১৮৯৯ সালে মুক্তি পান এবং ১৯০৬ সালে পুনর্বাসিত হন। — ৪৯, ৩৭৩, ৪৯১

দ্য লিওঁ (De Leon), **ডানিয়েল** (১৮৫২-১৯১৪) — মার্কিন শ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম নামী নেতা; ১৮৮০ সাল থেকে মার্কিন সমাজতন্ত্রী শ্রমিক পার্টির নেতা ও তাত্ত্বিক। মার্কিন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সুবিধাবাদী নেতাদের বিরোধী, কিন্তু উপদলীয় ভুলের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে নৈরাজ্যবাদী-সিন্ডিকালবাদ প্রচার করেন। — ৪৫৯

ন

নস্কে (Noske), **গুস্টাভ** (১৮৬৮-১৯৪৬) — জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টির অন্যতম সুবিধাবাদী নেতা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮) সময় জাতিদম্ভী-সমাজবাদী। যুদ্ধমন্ত্রী (১৯১৯-১৯২০)। বার্লিনের বিপ্লবী শ্রমিকদের

হত্যাযজ্ঞের হোতা এবং কার্ল লিব্‌ক্নেখ্‌ট ও রোজা লুক্সেম্‌বুর্গের হত্যাকারের সংগঠক। — ৪০৩, ৪৯৫

নাতানসন, মার্ক আন্দ্রেয়েভিচ (১৮৫০-১৯১৯) — বিপ্লবী নারোদবাদী, পরে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) সময় আন্তর্জাতিকতাবাদী। — ৪৭৮

নিকিতিন, আ. ম. (জন্ম ১৮৭৬)— মেনশেভিক, বুর্জোয়া অস্থায়ী সরকারের শেষ মন্ত্রীসভার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। — ২২০, ২২২, ২৩৯

নিকোলাই ২য় (রমানভ) (১৮৬৮-১৯১৮) — রাশিয়ার শেষ সম্রাট (১৮৯৪-১৯১৭)। — ১০৬, ১০৯, ১১০, ১১৩, ৩৮৩

নেপোলিয়ন ১ম (বোনাপার্ট) (১৭৬৯-১৮২১) — ফরাসী সম্রাট (১৮০৪-১৮১৪ এবং ১৮১৫) — ৩১২, ৩১৪, ৫৮০

প

পমিয়ালোভস্কি, নিকোলাই গেরাসিমভিচ (১৮৩৫-১৮৬৩) — রুশ লেখক, গণতন্ত্রী। 'গির্জাস্কুলের জীবনচিত্র' বইটিতে তিনি হবু পাদ্রিদের অজ্ঞতা ও বর্বর রীতিনীতির ছবি এঁকেছেন। — ১৯২

পত্রেসভ, আলেক্সান্দর নিকোলায়েভিচ (১৮৬৯-১৯৩৪) — জনৈক মেনশেভিক নেতা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৯১৮) জাতিদম্ভী-সমাজবাদী। ১৯১৭ সালের অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর দেশত্যাগী। — ১০৭-১০৮, ১১০, ১১৩-১১৪, ১১৬

পান্নেকুক (Pannekoek), **আন্তন (হোর্নার, ক)** (১৮৭৩-১৯৬০) — ওলন্দাজ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) সময় আন্তর্জাতিকতাবাদী। ১৯১৮-১৯২১ সালে হল্যান্ড কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। পরে অতিবামপন্থী, সাম্প্রদায়িক। ১৯২১ সালে পার্টিত্যাগী। — ১৮, ৪৫২, ৪৮১

পারভুস (হেলফান্ড, আলেক্সান্দর ল্‌ভোভিচ) (১৮৬৯-১৯২৪) — মেনশেভিক; রুশ ও জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক আন্দোলনের শরিক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) সময় চরম জাতিদম্ভী ও জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের চর। — ৫৬

পেয়াতাকভ, গেওর্গি লেওনিদভিচ (কিয়েভ্‌স্কি, প.) (১৮৯০-১৯৩৭)— ১৯১০ সাল থেকে বলশেভিক পার্টির সদস্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮) সময় থেকে জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে লেনিনের বিরোধী। ১৯১৭ সালের অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর ত্রৎস্কিপন্থী। পার্টি-বিরোধী কার্যকলাপের জন্য পার্টি থেকে বহিষ্কৃত। — ৬৭-৬৮, ৭০-৭১, ৭৩-৭৭, ৭৯-৮২, ৮৪-৯১

পেশেখোনভ, আলেক্সেই ভাসিলিয়েভিচ (১৮৬৭-১৯৩৩) — রুশ প্রাবন্ধিক ও জননেতা। ১৯০৬ সাল থেকে একটি পেটি-বুর্জোয়া পার্টি, 'জন-সমাজতন্ত্রীদের' অন্যতম নেতা। ১৯১৭ সালের অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর সোভিয়েতরাজের বিরুদ্ধে

লড়াইয়ের শরিক; অতঃপর দেশান্তরী। — ২৪১
প্রকপোভিচ, সের্গেই নিকোলায়েভিচ (১৮৭১-১৯৫৫) — রুশ অর্থনীতিবিদ ও প্রাবন্ধিক; রাশিয়ায় বার্নস্টাইনবাদের অন্যতম প্রথম প্রবক্তা। — ২৩৯
প্রুধোঁ (Proudhon), **পিয়ের জোসেফ** (১৮০৯-১৮৬৫) — ফরাসী প্রাবন্ধিক, অর্থনীতিবিদ ও সমাজবিদ, পেটি বুর্জোয়াদের তাত্ত্বিক ও নৈরাজ্যবাদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। — ৪৪, ৫৩, ১৭৪-১৭৬
প্রেসমান (Pressemanne), **আঁদ্রিয়ে** (১৮৭৯-১৯২৯) — ফরাসী সোশ্যালিস্ট। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮) সময় মধ্যপন্থী। — ৯৯
প্লেখানভ, গেওর্গি ভালেন্তিনভিচ (১৮৫৬-১৯১৮) — রুশ ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি; রাশিয়ায় মার্কসবাদের প্রথম প্রচারক ও তাত্ত্বিক; 'শ্রমমুক্তি' দল নামের প্রথম মার্কসবাদী সংগঠনের (১৮৮৩) প্রতিষ্ঠাতা। রাশিয়ার সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের (১৯০৩) পর মেনশেভিক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৯১৮) জাতিদম্ভী-সমাজবাদী। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পর্কে তাঁর নেতিবাচক দৃষ্টভঙ্গি ছিল। — ১৩-১৫, ২০, ২২-২৩, ৪০, ৭৩, ৯৯, ১০৮, ১১৪, ১১৬, ১২২, ১২৩, ১৩১-১৩২, ১৩৯, ১৬০, ১৬২, ১৬৮, ১৭১, ১৭৫, ২০৬-২০৭, ২৩৪

ফ

ফয়েরবাখ (Feuerbach), **ল্যুডভিগ** (১৮০৪-১৮৭২) — বস্তুবাদী জার্মান দার্শনিক ও নাস্তিক। — ৩৪
ফশ (Foch), **ফার্দিনান্দ** (১৮৫১-১৯২৯) — ফরাসী মার্শাল। ১৯১৮-১৯২০ সালে সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে সশস্ত্র হামলার অন্যতম সংগঠক। — ৪২১

ব

বগায়েভস্কি, মিত্রফান পেত্রভিচ (১৮৮১-১৯১৮) — অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর দন এলাকায় প্রতিবিপ্লব সংগঠনের নেতা। পরাজিত হন ও আত্মসমর্পণ করেন। — ৩২০
বর্কখেইম (Borkheim), **সিগিজমুন্ড ল্যুডভিগ** (১৮২৫-১৮৮৫) — গণতন্ত্রী, জার্মান প্রান্থিক, ১৮৪৮-১৮৪৯ সালের জার্মান বিপ্লবের শরিক। — ৩৩৬
বর্দিগা (Bordiga), **আমাদেও** (১৮৮৯-১৯৭০) — ইতালীয় রাজনীতিবিদ। ইতালীয় সমাজতন্ত্রী পার্টিতে নৈরাজ্যবাদের ঘনিষ্ঠ একটি মতধারার প্রবর্তক। ১৯২১ সালে ইতালির কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে অংশগ্রহণ করেন। পার্টিবিরোধী কার্যকলাপের জন্য ১৯৩০ সালে পার্টি থেকে বহিষ্কৃত। — ৪৭২
বাউয়ের (Bauer), **অটো** (১৮৮২-১৯৩৮) — অস্ট্রীয় সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির এবং দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অন্যতম নেতা; এক ধরনের শোধনবাদ, তথাকথিত অস্ট্রীয়-

মার্কসবাদের প্রবক্তা। বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদী জাতীয়-সাংস্কৃতিক স্বায়ত্তশাসন তত্ত্বের উদ্ভাবক। — ৫০, ৪৫১, ৪৭৭, ৪৮৩, ৪৯৫

বাকুনিন, মিখাইল আলেক্সান্দ্রভিচ (১৮১৪-১৮৭৬) — রুশ বিপ্লবী, নৈরাজ্যবাদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রবর্তক। প্রথম আন্তর্জাতিকে যোগদানের পর এতে ভাঙ্গন সৃষ্টির জন্য সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির একটি গোপন ঐক্য সংগঠিত করতে চেষ্টা করেন। বিভেদমূলক কাজের জন্য ১৮৭২ সালে আন্তর্জাতিক থেকে বিতাড়িত। নৈরাজ্যবাদের তত্ত্ব ও প্রয়োগ সম্পর্কে কয়েকটি বইয়ের লেখক। — ১৭৫-১৭৬, ২৫৭

বাজারভ, ভ্লাদিমির আলেক্সান্দ্রভিচ (১৮৭৪-১৯৩৯) — রুশী সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট, দার্শনিক ও অর্থনীতিবিদ; কয়েকটি বলশেভিক সাময়িকীর প্রবন্ধকার। ১৯০৫-১৯০৭ সালের বিপ্লবের পরাজয়ের পর বলশেভিকদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন ভাববাদী মাখবাদী দর্শনের অনুসারী। — ২৬৪

বাবুশকিন, ইভান ভাসিলিয়েভিচ (১৮৭৩-১৯০৬) — শ্রমিক, পেশাদার বিপ্লবী, বলশেভিক। লেনিনবাদী সংবাদপত্র 'ইস্ক্রা' প্রকাশে অংশগ্রহণ করেন। ১৯০৫-১৯০৭ সালের বিপ্লবের শরিক। রাইফেল আমদানির সময় পিটুনি বাহিনীর কাছে ধরা পড়েন এবং বিনাবিচারে তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হয়। — ৪৬১

বার্নস্টাইন (Bernstein), **এডুয়ার্ড** (১৮৫০-১৯৩২) — জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট, শোধনবাদের তাত্ত্বিক। এঙ্গেলসের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মার্কসবাদ পুনর্বিবেচনার দাবী উত্থাপন করেন। 'আন্দোলনই সব, শেষলক্ষ্য কিছুই না' এই সুবিধাবাদী স্লোগানের উপস্থাপক; তাঁর মতে সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির উচিত সমাজতন্ত্রের ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সংগ্রাম ত্যাগ করা এবং পুঁজিবাদের আওতায় শ্রমিকদের অর্থনৈতিক দুর্দশা হ্রাসের জন্য আলাদা-আলাদা সংস্কারের লড়াইয়ের মধ্যে নিজেদের নিয়োজিত রাখা। — ৪৪, ১৬৭, ১৭৪-১৭৬, ২১২, ৩৫৭, ৩৬৯

বাল্লোড (Ballod), **কার্ল** (১৮৬৪-১৯৩১) — অর্থনীতিবিদ, 'Der Zukunftsstaat (ভবিষ্যতের রাষ্ট্র) সহ কয়েকটি অর্থনীতি সংক্রান্ত বইয়ের লেখক। — ৫৫২

বিস্সোলাতি (Bissolati), **লেওনিদা** (১৮৫৭-১৯২০) — ইতালির সমাজতান্ত্রিক পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা; একটি শোধনবাদী অংশের নেতা। ১৯১২ সালে সমাজতন্ত্রী পার্টি থেকে বহিষ্কৃত; অতঃপর 'সোশ্যাল-রিফর্মিস্ট পার্টির' সংগঠক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮) সময় জাতিদম্ভী-সমাজবাদী। — ১৬৮

বুখারিন, নিকোলাই ইভানভিচ (১৮৮৮-১৯৩৮) — প্রাবন্ধিক ও অর্থনীতিবিদ; ১৯০৬ সাল থেকে বলশেভিক পার্টির সদস্য। রাষ্ট্র, প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, ইত্যাদি প্রশ্নে লেনিনের বিরোধী। ১৯১৮

সালে ব্রেস্ত্-লিতোভ্স্ক চুক্তি সম্পাদনের সময় 'বামপন্থী কমিউনিস্ট' দলের নেতা। ১৯২৮ সাল থেকে পার্টির দক্ষিণপন্থীদের প্রধান। পার্টিবিরোধী কাজের জন্য ১৯৩৭ সালে পার্টি থেকে বহিষ্কৃত। — ৫৩৯, ৫৪২-৫৪৩

বুলিগিন, আলেক্সান্দর গ্রিগোরিয়েভিচ (১৮৫১-১৯১৯) — জারের মন্ত্রী; ১৯০৫ সালে রাশিয়ায় জায়মান বিপ্লবী আন্দোলন দমনের উদ্দেশ্যে উপদেষ্ঠা হিসেবে দুমা গঠনের আনুষঙ্গিক আইন তৈরির জন্য নিযুক্ত কমিশনের প্রধান। — ২৩১

বুকানান (Buchanan), **জর্জ উইলিয়ম** (১৮৫৪-১৯২৪) — ব্রিটিশ কূটনীতিক; রাশিয়ায় ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত (১৯১০-১৯১৮)। ১৯১৭ সালের অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর সোভিয়েতরাজের বিরুদ্ধে প্রতিবিপ্লবীদের সংগ্রামে মদদ যোগান। — ১১১, ২৫৭

বেবেল (Bebel), **আগস্ট** (১৮৪০-১৯১৩) — জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টি ও দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা। — ১৫৫, ১৭৯-১৮০, ১৮৪, ৩৭১, ৩৮০

বেলিন্স্কি, ভিস্সারিয়ন গ্রিগরিয়েভিচ (১৮১১-১৮৪৮) — রুশ বিপ্লবী গণতন্ত্রী, সাহিত্য সমালোচক ও প্রাবন্ধিক, বস্তুবাদী দার্শনিক। — ২৮৯

ব্রাকে *(Bracke)*, **ভিলহেল্ম** (১৮৪২-১৮৮০) — জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির অন্যতম নেতা, প্রাবন্ধিক। — ১৭৯

ব্রান্টিং (Branting), **কার্ল ইয়ালমার** (১৮৬০-১৯২৫) — সুইডেনের সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নেতা এবং দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অন্যতম প্রধান; সুবিধাবাদী। — ১৬৮

ব্রান্দ (Brand), **ইগনাৎস** — প্রকাশক। — ৪৫১

ব্রিয়াঁ (Briand), **আরিস্তিদ** (১৮৬২-১৯৩২) — ফরাসী রাষ্ট্রনেতা, কয়েকটি বুর্জোয়া সরকারেই গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী ও প্রধানমন্ত্রী। — ২৪১

ব্রেশকো-ব্রেশকোভ্স্কায়া, ইয়েকাতেরিনা কন্স্তান্তিনভ্না (১৮৪৪-১৯৩৪) — সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি পার্টির অন্যতম সংগঠক ও নেতা, পার্টির চরম দক্ষিণপন্থীদের অন্তর্ভুক্ত। — ২৩৪, ২৪৭ — ২৪৮, ২৫৭

ব্লাঁ (Blanc), **লুই** (১৮১১-১৮৮২) — ফরাসী পেটি-বুর্জোয়া সোশ্যালিস্ট, ইতিহাসবিদ। পুঁজিতন্ত্রের আওতায় শ্রেণীদ্বন্দ্বের আপসহীন প্রকৃতি অস্বীকার করেন এবং বুর্জোয়ার সঙ্গে সমঝোতার প্রয়াস পান; এভাবে শ্রমিকদের বৈপ্লবিক সংগ্রাম থেকে পথভ্রষ্ট করতে চান। — ১৩০, ৩৬৬

ব্লাঙ্কি (Blanqui), **লুই অগ্যুস্ত** (১৮০৫-১৮৮১) — বিশিষ্ট ফরাসী বিপ্লবী, ইউটোপীয় সোশ্যালিস্ট, ১৮৩০-১৮৭০ সালে প্যারিস বিদ্রোহ ও বিপ্লবের অংশগ্রহণকারী; গুপ্ত বৈপ্লবিক কমিটির নেতৃত্ব করেন; ষড়যন্ত্রকারী কর্মকৌশলের পক্ষপাতী, বৈপ্লবিক সংগ্রামের জন্যে জনগণের সংগঠনের চূড়ান্ত ভূমিকাটা বুঝতে অপারক হন। — ১৩১, ১৪০, ১৯৮, ২১২, ৪৭৩

ভ

ভাণ্ডের্ভেল্ডে (Vandervelde), **এমিল** (১৮৬৬-১৯৩৮) — বেলজিয়ম শ্রমিক পার্টি ও দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অন্যতম নেতা; আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রী ব্যুরোর সভাপতি; সুবিধাবাদী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৯১৮) জাতিদন্তী-সমাজবাদী; বেলজিয়মের বুর্জোয়া সরকারের সদস্য। — ১৫, ৫৬, ৯৯, ১৬৮, ১৭১

ভালিয়াঁ (ভায়াঁ) (Vaillant), **এদুয়ার্দ** (১৮৪০-১৯১৫) — প্যারিস কমিউনের নামী নেতা। পরে ফ্রান্সের সমাজতন্ত্রী পার্টির অন্যতম সংগঠক ও নেতা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৯১৮) জাতিদন্তী-সমাজবাদী। — ৪৭৩

ভিগাণ্ড (Wigand), **কার্ল** — আমেরিকান 'Universal Service' এজেন্সির বার্লিনস্থ সাংবাদিক। — ৪৪৭

ভিলহেল্ম ২য় (হয়েনট্সলার্ন) (১৮৫৯-১৯৪১) — জার্মানির সম্রাট ও প্রাশিয়ার রাজা (১৮৮৮-১৯১৮)। — ১১০, ২৫৭, ২৭৩

ভেইটলিং (Weitling), **ভিলহেল্ম** (১৮০৮-১৮৭১) — জার্মান ইউটোপীয় সোশ্যালিস্ট; জার্মান আন্দোলনের গোড়ার দিকের নামী নেতা। — ৩৬৯

ভেইডেমেয়ার (Weydemeyer), **জোসেফ** (১৮১৮-১৮৬৬) — জার্মান ও মার্কিন শ্রমিক আন্দোলনের প্রখ্যাত কর্মী; কমিউনিস্ট লীগের সদস্য; ক. মার্কস ও ফ. এঙ্গেলসের বন্ধু ও সহযোগী। — ১৫৭

ভেরেসায়েভ, ভিকেন্তি ভিকেন্তেয়েভিচ (স্মিদোভিচ, ভ. ভ.) (১৮৬৭-১৯৪৫) — রুশ লেখক, চিকিৎসক। — ৩৪০

ভোইনভ, ইভান আভক্সেন্তিয়েভিচ (১৮৮৪-১৯১৭) — বলশেভিক; বলশেভিক সংবাদপত্র 'জ্ভেজ্দা' ও 'প্রাভদা'র লেখক ও সক্রিয় সংবাদদাতা। — ১৪৭

ম

মঁতেস্ক্য (Montesquieu), **শার্ল লুই** (১৬৮৯-১৭৫৫) — ফরাসী সমাজবিদ, অর্থনীতিবিদ ও লেখক, সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের তত্ত্ববিদ। — ১৭৭

মাইয়ের (Mayéras), **বার্তেলেমি (মাইয়েরাস)** (জন্ম ১৮৭৯) ফরাসী সোশ্যালিস্ট ও সাংবাদিক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮) সময় শান্তিসর্বস্ববাদী মধ্যপন্থার অনুসারী। — ৯৯

মাকমাহন (Mac-Mahon), **পাত্রিস** (১৮০৮-১৮৯৩) — ফরাসী মার্শাল ও রাষ্ট্রনেতা, রাজতন্ত্রপন্থী। ভার্সাই প্রতিবিপ্লবী সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি, ১৮৭১ সালে প্যারিস কমিউনকে নির্মমভাবে দমন করেন। — ২০২

মারখেভ্লস্কি (Marchlewski), **জুলিয়ান** (১৮৬৬-১৯২৫) — পোল্যাণ্ড ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম কর্মী। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক (১৯১৯) প্রতিষ্ঠার শরিক। — ৪৯৯

মারিং (Maring), **হেনরিখ** (১৮৮৩-১৯৪২) — জাভা ও হল্যাণ্ডের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা; কমিউনিস্ট

আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দেন। — ১৫, ৩৬, ১৫৭

মার্কস (Marx), **কার্ল** (১৮১৮-১৮৮৩) — বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েতের নেতা ও গুরু। — ১৫, ৩৫, ৫০, ৫৩-৫৪, ৫৭, ১২৩, ১২৫, ১৩১-১৩২, ১৫২, ১৫৫-১৬৯, ১৭১, ১৭৪-১৮৩, ১৮৬-১৯০, ১৯৩, ২১০, ২১৬, ২৩৬, ২৫৩-২৫৪, ২৯৪, ৩৫৭, ৩৫৯, ৩৬০, ৩৬৩-৩৬৮, ৩৭০, ৩৭৮-৩৮০, ৩৮৫, ৩৮৭-৩৮৮, ৪০৭, ৪২৪-৪২৫, ৪৫৯, ৪৭৭, ৫২০-৫২১, ৫৭৭, ৫৭৯

মার্তভ, ল. (ত্সেদেরবাউম ইউলি ওসিপভিচ) (১৮৭৩-১৯২৩) — রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট; অন্যতম মেনশেভিক নেতা ও মেনশেভিক রচনাবলীর একজন সম্পাদক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮) সময় মধ্যপন্থী। ১৯১৭ সালের অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর সোভিয়েত-রাজের বিরোধী। — ৩৭ ১০০, ২০৩, ২৩৭, ৪১৯, ৪৭৮, ৫৬১

মার্তিনভ, আলেক্সান্দর সামোইলভিচ (১৮৬৫-১৯৩৫) — রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট ও 'অর্থনীতিবাদের' অন্যতম তাত্ত্বিক। রাশিয়ার সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের (১৯০৩) পর মেনশেভিক। ১৯০৫-১৯০৭ সালে বিপ্লবের পরাজয়ের পর লিকুইডেটর। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৯১৮) মধ্যপন্থী। ১৯২৩ সালে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। — ৮০

ম্যাকডোনাল্ড (Mac Donald), **জেম্‌স র‍্যাম্‌সে** (১৮৬৬-১৯৩৭) — ব্রিটেনের স্বাধীন শ্রমিক পার্টি ও লেবর পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। সুবিধাবাদী নীতির অনুসারী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৯১৮) জাতিদম্ভী-সমাজবাদী। ১৯২৪ ও ১৯২৯-৩১ সালে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী। — ৯৯, ১২২, ৫৬১

ম্যাকলিন (MacLean), **জন** (১৮৭৯-১৯২৩) — ব্রিটিশ শ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম নেতা; প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৯১৮) আন্তর্জাতিকতাবাদী; ব্রিটিশ সমাজতন্ত্রী পার্টির অন্যতম নেতা। — ২১২

মিলিউকোভ, পাভেল নিকোলায়েভিচ ১৮৫৯-১৯৪৩) — কাদেত পার্টির অন্যতম নেতা। বুর্জোয়া অস্থায়ী সরকারের (১৯১৭) প্রথম মন্ত্রীসভার পররাষ্ট্রমন্ত্রী। ১৯১৭ সালের অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে সামরিক হামলা সংগঠনের অন্যতম উদ্যোক্তা। — ১০৫-১০৭, ১১০-১১২, ১১৪-১১৫, ১১৭, ২০৭

মিলিউতিন, ভ্লাদিমির পাভলভিচ (১৮৮৪-১৯৩৮) — রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট, বলশেভিক; ১৯১৭ সালের অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর কৃষিবিভাগের জন-কমিসার। পরে সরকার ও প্রশাসনের দায়িত্বপূর্ণ পদাসীন। — ৫৪৮

মেরহেইম (Merrheim), **আলফোন্স** (১৮৮১-১৯২৫) — ফরাসী ট্রেড-

ইউনিয়ন কর্মী, সিণ্ডিকালপন্থী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮) গোড়ার দিকে ফরাসী সিণ্ডিকালিস্ট আন্দোলনের জাতিদন্তী-সমাজবাদ ও যুদ্ধ বিরোধী বামপন্থীদের অন্যতম নেতা। পরে জাতিদন্তী-সমাজবাদী।— ৪৫৮

মেরিং (Mehring), **ফ্রাণ্ট্স** (১৮৪৬-১৯১৯) — জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টির বামপন্থীদের অন্যতম নেতা ও তাত্ত্বিক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮) সময় আন্তর্জাতিকতাবাদী। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অভ্যন্তরীণ সুবিধাবাদ ও শোধনবাদের বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রামী। 'স্পার্টাকাস লীগের' অন্যতম সংগঠক ও নেতা এবং জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির একজন প্রতিষ্ঠাতা— ১৫, ৩৬, ১৫৭

র

রদ্‌জিয়াংকো, মিখাইল ভ্লাদিমিরভিচ (১৮৫৯-১৯২৪) — রুশ জমিদার, রাজতন্ত্রী ও অক্টোবরী দলের নেতা। — ২৬৪-২৬৫

রমানভ, নিকোলাই — ২য় নিকোলাই দ্রষ্টব্য।

রমানভ, মিখাইল আলেক্সান্দ্রভিচ (১৮৭৮-১৯১৮) — গ্রাণ্ড ডিউক; রাশিয়ার শেষ সম্রাট, ২য় নিকোলাই-এর ভাই। — ১১৪

রমানভরা — রুশ জার ও সম্রাটদের (১৬১৩-১৯১৭) বংশ। — ১০৬, ১১১, ১১৩

র‍্যাকিৎনিকভ, ন. ই. (জন্ম ১৮৬৪) — নারোদবাদী, পরে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি; সাংবাদিক। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর সহকারী কৃষিমন্ত্রী; ১৯১৯ সালে সোভিয়েতরাজকে স্বীকারক্রমে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পার্টি ত্যাগ করেন।— ১৪৬

রাদেক, কার্ল বের্নগার্দভিচ (ক. র.) (১৮৮৫-১৯৩৯) — বিশ শতকের শুরু থেকে গালিসিয়া, পোল্যান্ড ও জার্মানির সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক আন্দোলনের অন্যতম শরিক। ১৯১৭ সাল থেকে বলশেভিক পার্টির সদস্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৯১৮) আন্তর্জাতিকতাবাদী। ১৯২৩ সাল থেকে বিরোধী ত্রৎস্কিপন্থীদের সক্রিয় সদস্য। ১৮, ৬২

রায়, মানবেন্দ্র নাথ (১৮৮৭-১৯৫৪)— ভারতীয় রাজনীতিজ্ঞ; কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম কংগ্রেসে প্রতিনিধি। — ৫১১-৫১২, ৫১৫

রাসপুতিন (নভিখ), গ্রিগোরি ইয়েফিমভিচ (১৮৭২-১৯১৬) — হঠকারী, ২য় নিকোলাই-এর দরবারের অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তি। — ১০৬

রিয়াজানভ (গোল্দেনদাখ) দাভিদ বরিসভিচ (১৮৭০-১৯৩৮) — রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট, মেনশেভিক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮) সময় মধ্যপন্থী। — ৫৩৯, ৫৪১

রিয়াবুশিনস্কি, পাভেল পাভলভিচ (১৮৭১-১৯২৪) — মস্কোর বড় ব্যাংকমালিক ও শিল্পপতি; গৃহযুদ্ধের সময় প্রতিবিপ্লবীদের অন্যতম নেতা।— ৩০৫

রুসানভ, নিকোলাই সের্গেয়েভিচ

(১৮৫৯-১৯৩৯) — প্রাবন্ধিক; 'নারোদনায়া ভলিয়া'র সদস্য; পরে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি। — ১৭০

রেনোদেল (Renaudel), **পিয়ের** (১৮৭১-১৯৩৫) — ফরাসী সমাজতন্ত্রী পার্টির জনৈক শোধনবাদী নেতা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৯১৮) জাতিদম্ভী-সমাজবাদী। — ৫৬, ১৬৮, ৩৭২

রেন্নার (Renner), **কার্ল** (১৮৭০-১৯৫০) — অস্ট্রীয় রাজনীতিবিদ; অস্ট্রীয় দক্ষিণপন্থী সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটদের নেতা ও তাত্ত্বিক। তথাকথিত 'অস্ট্রো-মার্কসবাদ' ও 'জাতীয়-সাংস্কৃতিক স্বায়ত্তশাসন' সংক্রান্ত বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী তত্ত্বের প্রবক্তা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৯১৮) জাতিদম্ভী-সমাজবাদী। — ৫০, ৩৫৬, ৪০০

ল

লংগে (Longuet), **জাঁ** (১৮৭৬-১৯৩৮) — ফরাসী সমাজতন্ত্রী পার্টি ও দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অন্যতম নেতা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৯১৮) ফরাসী সমাজতন্ত্রী পার্টির শান্তিসর্বস্ববাদী মধ্যপন্থী সংখ্যালঘুদের নেতা। ১৯২১ সাল থেকে আড়াই আন্তর্জাতিকের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য। ১৯২৩ সাল থেকে তথাকথিত সমাজতন্ত্রী শ্রমিক আন্তর্জাতিকের অন্যতম নেতা। ৯৯, ১২২, ৩৭২, ৫০৮, ৫৬১

লজোভ্স্কি (দ্রিদ্‌জো), **সলমোন আব্রামোভিচ** (১৮৭৮-১৯৫২) — ১৯০১ সাল থেকে রাশিয়ার সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির সদস্য। ট্রেড ইউনিয়নগুলির মস্কো গুবের্নিয়া পরিষদের সভাপতি (১৯২০)। — ৫৩৭, ৫৪১

লয়েড জর্জ (Lloyd George), **ডেভিড** (১৮৬৩-১৯৪৫) — ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতা; উদারনৈতিক দলের প্রধান। প্রধানমন্ত্রী (১৯১৬-১৯২২); সোভিয়েতরাজের বিরুদ্ধে সামরিক হামলার অন্যতম নেতা। — ২৭, ৩৯৯, ৪৮৮

লাউফেনবের্গ (Laufenberg), **হেনরিগ** [আর্লের (Erler), কার্ল] (১৮৭২-১৯৩২) — জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট। ১৯১৮ সালের নভেম্বর বিপ্লবের পর জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন ও নৈরাজ্যবাদী-সিণ্ডিকালপন্থীদের ঘনিষ্ঠ 'বামপন্থী' বিরোধীদের পরিচালনা করেন। ১৯১৯ সালে পার্টি থেকে বিতাড়িত। — ৪৮১

লারিন, ইউ. (লুরিয়ে, মিখাইল জালমানভিচ) (১৮৮২-১৯৩২) — রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট, মেনশেভিক। ১৯০৫-১৯০৭ সালের বিপ্লবের পরাজয়ের পর লিকুইডেটর। ১৯১৭ সালের অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর বলশেভিক। — ৫৪৮

লাসাল (Lassalle), **ফের্ডিনাণ্ড** (১৮২৫-১৮৬৪) — জার্মান সোশ্যালিস্ট, সাধারণ জার্মান শ্রমিক ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা। প্রধান প্রধান রজনৈতিক সমস্যার ব্যাপারে সুবিধাবাদী অবস্থান গ্রহণের জন্য ক. মার্কস ও ফ. এঙ্গেলস দ্বারা নিন্দিত। — ৩৩, ১৭৯-১৮০, ১৮৬-১৮৭

লিউবেরসাক (Lubersac), **জাঁ** — ফরাসী সৈন্যবাহিনীর অফিসর, রাজতন্ত্রপন্থী; ১৯১৭-১৯১৮ সালে রাশিয়ায় অবস্থিত সামরিক মিশনের সদস্য। — ৩৪৭

লিবমান, ফ. (হের্শ, প. ম.) (জন্ম ১৮৮২) — বুন্দ ইহুদি জাতীয়তাবাদী সংগঠনের অন্যতম নেতা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় (১৯১৪-১৯১৮) জারের রাজ্যদখল নীতির সমর্থক। — ৫৬

লিবের (গোল্ডমান), মিখাইল ইসার্কোভিচ (১৮৮০-১৯৩৭) — রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট, মেনশেভিক; প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৯১৮) জাতিদম্ভী-সমাজবাদী। — ২২৪-২২৫, ২৩৮, ২৫০, ২৬৬

লিব্‌ক্নেখ্‌ট (Liebknecht), **কার্ল** (১৮৭১-১৯১৯) — জার্মান ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের প্রখ্যাত নেতা। সুবিধাবাদ ও সমরবাদের প্রত্যক্ষ বিরোধী। ১৯১২ সাল থেকে রাইখস্টাগের ডেপুটি। ১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে জার্মানির বিপ্লবের সময় রোজা লুক্সেম্‌বুর্গের সঙ্গে অগ্রগামী শ্রমিকদের নেতৃত্ব দেন; জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ১৯১৯ সালের জানুয়ারি মাসে বার্লিনে শ্রমিক অভ্যুত্থান দমনের পর প্রতিবিপ্লবীদের হাতে নিহত। — ২১৮, ২৫৫, ৪৬৩, ৪৭১

লুক্সেম্‌বুর্গ (Luxemburg), **রোজা (ইউনিউস)** (১৮৭১-১৯১৯) — জার্মান, পোলিশ ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকে বামপন্থীদের অন্যতম প্রধান। জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টির একজন প্রতিষ্ঠাতা। ১৯১৯ সালের জানুয়ারি মাসে প্রতিবিপ্লবীদের হাতে নিহত। — ১৫, ৩৬, ৮৮, ৯৩, ১২৩, ৩৬৮, ৪৬৩

লেগিন (Legien), **কার্ল** (১৮৬১-১৯২০ — দক্ষিণপন্থী জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট, ট্রেড ইউনিয়নের অন্যতম নেতা ও শোধনবাদী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৯১৮) জাতিদম্ভী-সমাজবাদী। — ৯৯, ১৬৮, ১৭১, ৪০৩, ৪৬১

লেঞ্চ (Lensch), **পল** (১৮৭৩-১৯২৬) — জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) শুরু থেকে জাতিদম্ভী-সমাজবাদী। ১৯২২ সালে জার্মানির সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টি থেকে বিতাড়িত। — ২০, ৮১, ২০৬

লেডেবুর (Ledebour), **জর্জ** (১৮৫০-১৯৪৭) — জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট; স্টুট্‌গার্টে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রী কংগ্রেসে উপনিবেশবাদের নিন্দা করেন। পরে সুবিধাবাদী। — ৪৮০

লেনিন, ভ্লাদিমির ইলিচ (উলিয়ানভ, ভ. ই., ভ. ইলিন, ন. লেনিন) (১৮৭০-১৯২৪)। — ২৮, ৭০, ৩০৭, ৩১৬, ৫৬৭-৫৬৮

লভোভ, গেওর্গি ইয়েভগেনিয়েভিচ (১৮৬১-১৯২৫) — কাদেত পার্টির অন্যতম নেতা, জমিদার। বুর্জোয়া অস্থায়ী সরকারের (১৯১৭, মার্চ-জুলাই) প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। — ১০৭, ১১৫-১১৬, ১১৮, ১২৮, ১৩০

শ

শাইডেমান (Scheidemann), **ফিলিপ** (১৮৬৫-১৯৩৯) — জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টির দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদীদের অন্যতম নেতা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৯১৮) জাতিদম্ভী-সমাজবাদী। — ৩৯, ৯৯, ১০৮, ১৬৮, ১৭১, ২০৬, ৩৫৬, ৩৭২, ৪০০, ৪০৩, ৪০৭, ৪৪৮, ৪৭৯-৪৮০, ৪৮২, ৪৮৯, ৪৯৫

শিঙ্গারিওভ, আন্দ্রেই ইভানভিচ (১৮৬৯-১৯১৮) — কাদেত পার্টির অন্যতম নেতা; জেম্‌স্তভো কার্যকলাপের শরিক। — ১০৭, ২৪২

শুল্‌ট্‌সে (Schultze), **আর্নস্ট** (১৮৭৪-১৯৪৩) — জার্মান অর্থনীতিবিদ ও জার্মান সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক। — ৩০

শের্‌, ভ. ভ. (১৮৮৪-১৯৪০) — সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট, মেনশেভিক। — ৪৩১

স

সাদুল (Sadoul), **জাক** (১৮৮১-১৯৫৬) — ফরাসী সেনাবাহিনীর জনৈক অফিসর; ফরাসী সমাজতন্ত্রী পার্টির সদস্য ও জাতিদম্ভী-সমাজবাদী। ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় প্রেরিত ফরাসী সামরিক মিশনের সদস্য; ১৯১৭ সালের অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রভাবে রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-এর ফরাসী বিভাগে যোগ দেন; লালফৌজের স্বেচ্ছাসৈনিক। — ৩৪৭

সাম্বা (Sembat), **মার্সেল** (১৮৬২-১৯২২) — সাংবাদিক ও ফরাসী সমাজতন্ত্রী পার্টির অন্যতম নেতা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৯১৮) জাতিদম্ভী-সমাজবাদী। — ৯৯, ১৬৮, ১৭১

সুখানভ (**গিম্মের**), **নিকোলাই নিকোলায়েভিচ** (১৮৮২-১৯৪০) — অর্থনীতিবিদ ও প্রাবন্ধিক; মেনশেভিক। — ৫৭৯-৫৮০

সেম্‌কোভস্কি (**ব্রনস্টেইন**), **সেমিওন ইউলিয়েভিচ** (জন্ম ১৮৮২) — সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট, মেনশেভিক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৯১৮) মধ্যপন্থী। — ৫৬, ৮৯-৯০

সেরাতি (Serrati), **জিয়াচিন্তো মেনোত্তি** (১৮৭২ কিংবা ১৮৭৬-১৯২৬) — ইতালীয় শ্রমিক আন্দোলনের সেরা ব্যক্তি ও ইতালীয় সমাজতন্ত্রী পার্টির অন্যতম নেতা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৯১৮) আন্তর্জাতিকতাবাদী। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে ইতালীয় প্রতিনিধিদলের নেতা। ১৯২৪ সালে ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। — ৪৭২

সেরেতেলি, ইরাক্লি গেওর্গিয়েভিচ (১৮৮২-১৯৫৯) — অন্যতম মেনশেভিক নেতা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৯১৮) মধ্যপন্থী। ১৯১৭ সালের মে মাসে বুর্জোয়া অস্থায়ী সরকারে যোগ দেন। — ১১৮, ১২০, ১২৭, ১৩০, ১৩৫, ১৪০-১৪১, ১৪৬-১৪৭, ১৬৯, ১৭১, ১৯২, ২০৭, ২১৪, ২২১, ২৩১, ২৩৮-২৩৯, ২৪৭-২৪৮

সেরেদা, সেমিওন পাফনুতিয়েভিচ

(১৮৭১-১৯৩৩) — সোভিয়েত রাষ্ট্রকর্মী; ১৯১৭ সালের অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর অনেকগুলি দায়িত্বশীল সরকারী ও প্রশাসনিক পদাসীন ছিলেন; রুশ ফেডারেশনের কৃষিসংক্রান্ত জন-কমিসার (১৯১৮-১৯২১)। — ৪৪২

স্কবেলেভ, মাতভেই ইভানভিচ (১৮৮৫-১৯৩৯) — রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট, মেনশেভিক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৯১৮) জাতিদম্ভী-সমাজবাদী। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি বুর্জোয়া-গণতন্ত্রী বিপ্লবের পর বুর্জোয়া অস্থায়ী সরকারের সদস্য। পরে মেনশেভিকদের ত্যাগ করেন। — ১৬৯

স্টাউনিং (Stauning), **থরওয়াল্ড আগস্ট মারিনাস** (১৮৭৩-১৯৪২)— ডেনমার্কের রাষ্ট্রকর্মী ও প্রাবন্ধিক; ডেনমার্কের সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টির দক্ষিণপন্থী অংশ ও দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অন্যতম নেতা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৯১৮) জাতিদম্ভী-সমাজবাদী। — ১৬৮

স্তলিপিন, পিওতর আর্কাদিয়েভিচ (১৮৬২-১৯১১) — জার রাশিয়ায় রাষ্ট্রনেতা। প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী (১৯০৬-১৯১১)। বৈপ্লবিক আন্দোলন দমনের জন্য ব্যাপক মৃত্যুদণ্ড দানের জন্য কুখ্যাত কঠিন রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে তাঁর নাম জড়িত। — ১১২, ২২০, ২২৩

স্তেকলোভ, ইউরি মিখাইলভিচ (১৮৭৩-১৯৪১) — সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট, বলশেভিক; ১৯১৭ সালে অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির ও কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য। — ১২০, ১২৭, ১৩০, ১৩৪-১৩৫, ১৪০

স্ত্রুভে, পিওতর বের্নগার্দভিচ (১৮৭০-১৯৪৪) — রুশ অর্থনীতিবিদ ও প্রাবন্ধিক; কাদেত পার্টির অন্যতম নেতা। ১৮৯০-এর দশকে 'আইনী মার্কসবাদ' আন্দোলনের অন্যতম নামী প্রবক্তা। — ১৮-১৯, ৪০, ১৬২, ২০৫, ২৩৯, ৪৭৮

স্পিরিদোনভা, মারিয়া আলেক্সান্দ্রভ্না (১৮৮৪-১৯৪১) — সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পার্টির অন্যতম নেতা। কৃষ্ণশতকের নেতা লুজেনভ্স্কিকে হত্যার চেষ্টার দায়ে ১৯০৬ সালে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের বামপন্থী অংশের সংগঠক। — ২০৩

হ

হুগলুন্দ (Höglund), **কার্ল জেথ কনস্তান্তিন** (১৮৮৪-১৯৫৬) — সুইডেনের সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক আন্দোলনের বামপন্থীদের নেতা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮) সময় আন্তর্জাতিকতাবাদী। অতঃপর কমিউনিস্ট। ১৯২৪ সালে সুবিধাবাদের জন্য কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বিতাড়িত। — ৪৭১

হাইন্ডম্যান (Hyndman), **হেনরি মায়ের্স** (১৮৪২-১৯২১) — ব্রিটিশ রাজনীতিক। ১৮৮০-র দশকে সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক ফেডারেশন ও ১৯১১ সালে ব্রিটিশ সমাজতন্ত্রী

পার্টির অন্যতম সংগঠক। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সপক্ষে প্রচারের জন্য পার্টি থেকে বিতাড়িত (১৯১৬)। — ১২-১৫, ৯৯, ৪৯৬

হার্ম্‌স (Harms), **বের্নহার্ড** (১৮৭৬-১৯৩৯) — জার্মান অর্থনীতিবিদ। — ২৭

হাসে (Haase), **হুগো** (১৮৬৩-১৯১৯) — জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটদের অন্যতম নেতা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৯১৮) মধ্যপন্থী। — ৪৪, ৯৯

হিণ্ডেনবুর্গ (Hindenburg), **পল** (১৮৪৭-১৯৩৪) — জার্মান ফিল্ডমার্শাল ও রাষ্ট্রনেতা। ১৯১৭ সালের অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে সামরিক হামলার অন্যতম সংগঠক। — ৪২১

হিলকুইট (Hillquit), **মরিস** (১৮৬৯-১৯৩৩) — মার্কিন সোশ্যালিস্ট; প্রথমে মার্কসবাদী, তারপর সুবিধাবাদের অনুসারী। সমাজতন্ত্রের ইতিহাস বিষয়ক কয়েকটি শোধনবাদী বইয়ের লেখক। — ৫৬১

হিলফের্ডিং (Hilferding), **রুডল্‌ফ** (১৮৭৭-১৯৪১) — জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি ও দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অন্যতম নেতা। 'ফিনান্স পুঁজি' গ্রন্থের লেখক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৯১৮) মধ্যপন্থী। যুদ্ধের পর 'সংগঠিত পুঁজিবাদের' সুবিধাবাদী তত্ত্বের উপস্থাপক। — ৪০৬-৪০৭, ৪৮০, ৪৮৩, ৫৬১

হেগেল (Hegel), **গেওর্গ ভিলহেল্ম ফ্রিডরিখ** (১৭৭০-১৮৩১) — বড় জার্মান দার্শনিক, বিষয়মুখ ভাববাদী। দ্বান্দ্বিকতার নিখুঁত বিশদীকরণ দর্শনে তাঁর মূল অবদান যা পরে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের বনিয়াদ হয়ে উঠেছিল। — ১৫৩

হেণ্ডার্সন (Henderson), **আর্থার** (১৮৬৩-১৯৩৫) — ব্রিটিশ রাজনীতিজ্ঞ; লেবর পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়নের দক্ষিণপন্থী নেতা, জাতিদম্ভী-সমাজবাদী। ১৯১৫ থেকে ১৯৩১ সালের মধ্যে কয়েক বারই ব্রিটিশ বুর্জোয়া মন্ত্রীসভার সদস্য। — ৯৯, ১৬৮, ৩৫৬, ৩৭২, ৪৫৮, ৪৬১, ৪৮৮-৪৮৯

হেরোস্ট্র্যাটুস — ৩৫৬ খৃীস্টপূর্বাব্দের জনৈক গ্রীক বীর, এফেসিসে আর্টিমিদের মন্দিরে অগ্নিসংযোগ করেন; পরবর্তী প্রজন্মের কাছে স্বনাম অবিস্মরণীয় রাখার জন্য এমন আশ্চর্য একটি স্থাপত্য ধ্বংসের প্রয়াস পান। — ১৭৪

হোর্নার, ক — পান্নেকুক, আন্তন দ্রষ্টব্য।

পাঠকদের প্রতি

বইটির অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:

প্রগতি প্রকাশন:

১৭, জুবোভস্কি বুলভার, মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers, 17, Zubovsky Boulevard, Moscow, Soviet Union

৫২৩ পৃষ্ঠায় উপর থেকে ১২শ লাইনটি পড়তে হবে এইভাবে: নির্মাণ করা যায় না, আর সাবেকী ঢঙেও তাদের পুনর্জীবিত করার প্রয়োজন নেই।

লেনিন · সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব